পবিত্র ত্রিপিটক

(বিংশ খণ্ড)

অভিধর্মপিটকে

ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০

পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (বিংশ খণ্ড)

[অভিধর্মপিটকে **ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ**]

পবিত্র ত্রিপিটক

বিংশ খণ্ড

[অভিধর্মপিটকে **ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ**]

শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু
ও ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (বিংশ খণ্ড)

[অভিধর্মপিটকে **ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ**]

অনুবাদকবৃন্দ : শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু ও ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-20
(Abhidharma Pitake **Dhammasangani & Vibhanga**)
Translated by Ven. Gyanendriya Bhikkhu &
Ven. Karunabangsha Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3082-3

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গাল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে ‘ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি’ হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্র ন্থ সূ চি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি*, *বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। ‘এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.’ (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে ‘বৌদ্ধ মিশন প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে ‘যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট’, ‘রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী’ গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত ‘বুদ্ধবংশ’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত ‘থেরগাথা’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের ‘মহাবর্গ’ গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে ‘যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট’। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত ‘মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড’ উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

অভিধর্মপিটকে

ধর্মসঙ্গণী

(পরমার্থ বিষয়গুলোর সার-সংকলন)

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ :
১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রথম প্রকাশক :
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

সহযোগিতায় :
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু

অনুবাদকের কথা

ধর্মসঙ্গণী অভিধর্মপিটকের প্রথম গ্রন্থ। অভিধর্মপিটকে মোট সাতটি গ্রন্থ। অন্য ছয়টি গ্রন্থ হলো : বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্ঠান। **ধর্মসঙ্গণী**র ইংরেজি অনুবাদ বের হয়েছিল আজ থেকে সোয়া একশ বছরেরও কিছু বেশি আগে ১৯০০ সালে। অনুবাদ করেছিলেন ক্যারোলিন এ. এফ. রীজ ডেভিডস। সত্যি কথা বলতে কী, **ধর্মসঙ্গণী**র বাংলা অনুবাদ এই প্রথম নয়। এটি এর আগে ২০১০ সালে প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক প্রয়াত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়।

এতক্ষণে পাঠকদের মনে নিশ্চয় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, এটি যদি আগেই অনুবাদ হয়ে থাকে তাহলে কী দরকার ছিল পুনরায় অনুবাদ করার? আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যারা শ্রদ্ধেয় শান্তরক্ষির ভন্তের অনূদিত **ধর্মসঙ্গণী** বইটি পড়েছেন তারা হয়তো খেয়াল করে থাকবেন যে, সম্পাদনা পরিষদের একঝাক গুণী সদস্যদের মাঝে কীভাবে কীভাবে যেন আমার মতো অভাজনের নামটিও টুক করে ঢুকে গেছে!

আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, সত্যি কথা বলতে কী, উক্ত বইয়ের প্রকাশকের বক্তব্যে যেমনটি বলা হয়েছে **ধর্মসঙ্গণী** বইটির ঘুণেধরা অনুবাদ পাণ্ডুলিপিটি প্রয়াত ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়ার বাসা থেকে উদ্ধার করার সময় উপস্থিত থাকা ছাড়া বইটি প্রকাশিত হয়ে আমার হাতে আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না যে বইটির সম্পাদনা পরিষদের আমিও একজন সম্মানিত সদস্য। **ধর্মসঙ্গণী**র মতো একটি মহামূল্যবান বইয়ের সম্পাদনা পরিষদের একঝাক গুণী সদস্যের মাঝে নিজের নামটি জায়গা পাওয়া বেশ গর্বের ব্যাপার। তাই সম্পাদনা পরিষদে নিজের নাম দেখে মনে একধরনের খুশির আবেশ ছড়িয়ে পড়া খুবি স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নিজের নামটি দেখে খুশি হওয়ার বদলে বিস্মিতই হয়েছি বেশি।

কারণ, সম্পাদনার কাজ তো আমি নিজে কিছুই করিনি অথচ তার কৃতিত্বের কতেকাংশ আমাকেও ভাগ দেওয়া হচ্ছে, এতে মনে বেশ অস্বস্তি লাগে। যখন আমি বইটি পড়ে দেখলাম তখন আমার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। বলতে দ্বিধা নেই, আমি বড় কোনো অনুবাদক নই, কিংবা অভিজ্ঞ অনুবাদকও নই। তারপরও শ্রদ্ধেয় অনুবাদক শান্তরক্ষিত ভন্তের প্রতি যথেষ্ট

সম্মান রেখেই আমাকে বলতে হচ্ছে, বইটির অনুবাদে যথেষ্ট সমস্যা আমি দেখতে পেয়েছি। পাঠকদের অবগতির জন্য নিচে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি।

বইটির একদম প্রথম পৃষ্ঠার ৩. (ক) ক্রমের **"বিপাকা ধম্মা"** কথাটির অনুবাদ করা হয়েছে : *(ক) কার্যেরফল অনুরূপ নৈতিকতা বা স্বভাবসমূহ।*

ঠিক তার পরেই "**বিপাকধম্মধম্মা**" কথাটির অনুবাদ করা হয়েছে : *কার্যেরফলের প্রকৃতি অনুরূপ নৈতিকতা সমূহ।*

এখানে অনুবাদের মধ্যে মূলের অর্থবিপর্যয় ঘটেছে চরমভাবে, আর অনুবাদের ভাষাও যথেষ্ট অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। অনুবাদের *অনুরূপ* ও *নৈতিকতা* এই শব্দদুটি এখানে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক ও অনভিপ্রেত।

যাই হোক, আমি পরপর আরও কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি পাঠকদের সামনে।

বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় "সবিতক্ক" শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে "যুক্তিতর্ক সংযুক্ত", আবার কোনো কোনো জায়গায় "হেতুবাদযুক্ত" যা কোনোভাবেই মানা যায় না। "বিতর্ক" একটি বৌদ্ধ পরিভাষা, এর মানে আধুনিক যুগের যুক্তিতর্ক বা হেতুবাদ নয়। অভিধর্মে "বিতর্ক" হচ্ছে একটি চৈতসিক বা চিত্তবৃত্তি, যার অর্থ একধরনের চিন্তা, যুক্তিতর্ক বা হেতুবাদ নয়।

এক জায়গায় "পরিযাপন্না ধম্মা" শব্দবন্ধের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে : "প্রতিপন্ন (প্রাপ্ত বা হৃদয়ঙ্গমকৃত) ধর্মসমূহ।" অথচ "পরিযাপন্ন" শব্দটির অনুবাদ হচ্ছে "অন্তর্গত"। অর্থকথায় এই শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : কাম, রূপ ও অরূপ এই তিন ভূমির অন্তর্গত এই অর্থে **অন্তর্গত**। (অট্ঠসালিনী) দেখুন, এখানে কতটুকু অর্থবিপর্যয় ঘটে গিয়েছে, যা কোনোভাবেই কারো কাম্য হতে পারে না।

আরেক জায়গায় "যং যং বা পনারব্ভ" শব্দবন্ধের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে : "অথবা যাহা যাহা আরম্ভ করিয়া থাকে"। এটি মোটেই ঠিক নয়। "আরব্ভ" শব্দটি একটি অসমাপিকা ক্রিয়া। এর অর্থ "আরম্ভ করিয়া" যেমন হয়ে থাকে, তেমনি "ভিত্তি করিয়া", "অবলম্বন করিয়া", "উপলক্ষ করিয়া"ও হয়ে থাকে। এখানে শ্রদ্ধেয় অনুবাদক মহোদয় মোটেও কনটেক্সটি ঠিকমতো ধরতে পারেননি।

পুরো বই জুড়ে এরকম আরও অনেক সমস্যা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার চোখে ধরা পড়েছে। সেগুলোর সবকটি নিয়ে আলোচনা করলে ছোটখাটো একটি বই-ই হয়ে যাবে। কাজেই সে-বিষয়ে আর না এগোনোই ভালো।

সত্যি বলতে কী, শ্রদ্ধেয় শান্তরক্ষিত ভন্তের পাণ্ডিত্য নিয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অন্য অনুবাদগুলোর সঙ্গে কেন জানি ধর্মসঙ্গণীর অনুবাদ ঠিক মেলানো যায় না। তাঁর জীবদ্দশায় বইটি প্রকাশিত হলে তেমনটি হতো না বলেই আমার বিশ্বাস।

এবার একটু আমার অনুবাদ প্রসঙ্গে দু-চারটা কথা বলা যাক।

বইটি যেহেতু অভিধর্মপিটকের প্রথম গ্রন্থ তাই এতে বৌদ্ধ দার্শনিক ও তাত্ত্বিক পরিভাষায় ঠাসা থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এরকম একটি গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ বই সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় মতো প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা সত্যিই কঠিন।

তারপরও চেষ্টা করেছি পুরনো প্রথাগত দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বদলে আধুনিক সহজবোধ্য ভাষায় পরিভাষাগুলো অনুবাদ করার। এ কাজে আমি ধর্মসঙ্গণীর ইংরেজি অনুবাদ ও আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন অভিজ্ঞ অনুবাদক জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত ***বিশুদ্ধিমার্গ*** বই হতে যথেষ্ট সহায়তা নিয়েছি। কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার আধুনিক অনুবাদ আমি আমার অনুবাদে হুবহু নিয়েছি, আর কিছু পরিভাষার অনুবাদে কিছুটা পরিবর্তন করেছি। উপর্যুক্ত উভয় লেখকের কাছেই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে নিচে একটি তালিকা তুলে ধরছি।

প্রচলিত পুরনো বৌদ্ধ পরিভাষা	এই বইয়ে ব্যবহৃত বৌদ্ধ পরিভাষা
ক্লেশ (কিলেসা)	কলুষতা
সংক্লিষ্ট (সংকিলিট্ঠ)	কলুষিত
সংক্লেশকর (সংকিলেসিকা)	কলুষতাজনক
আচয়গামী (আচযগামিনো)	সঞ্চয়গামী
অপচয়গামী (অপচযগামিনো)	ক্ষয়গামী
পরিত্ত (পরিত্তা)	সামান্য
অপ্রমাণ (অপ্পমাণা)	অসামান্য
আধ্যাত্মিক (অজ্ঝত্তিকা)	অভ্যন্তরীণ
সংস্কৃত (সঙ্খতা)	সৃষ্ট
অসংস্কৃত (অসঙ্খতা)	অসৃষ্ট
ওঘ বা স্রোত	প্লাবন
নীবরণ	বাধা
অপরিয়াপন্ন (অপরিযাপন্না)	অনন্তর্গত
পরিয়াপন্ন (পরিযাপন্না)	অন্তর্গত

নিয়্যানিক (নিয্যানিকা)	দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী
দুঃখপ্রতিপদা (দুক্খপটিপদং)	কষ্টকর অগ্রগতি
দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা (দন্ধাভিঞ্ঞং)	ধীর উপলব্ধি
খিপ্রাভিজ্ঞা (খিপ্পাভিঞ্ঞং)	দ্রুত উপলব্ধি
সুখপ্রতিপদা (সুখপটিপদং)	সহজ অগ্রগতি
শ্রোত্রবিজ্ঞান	কর্ণবিজ্ঞান
শ্রোত্রধাতু	কর্ণধাতু
শ্রোত্র-আয়তন	কর্ণ-আয়তন
ঘ্রাণবিজ্ঞান	নাসিকাবিজ্ঞান
ঘ্রাণধাতু	নাসিকাধাতু
ঘ্রাণ-আয়তন	নাসিকা-আয়তন
লঘুতা (লহুতা)	হালকা ভাব
মৃদুতা (মুদুতা)	কোমলতা
কর্মণ্যতা (কম্মঞ্ঞতা)	কর্মক্ষমতা
সন্ততি	প্রবাহ
জরতা	জীর্ণতা
স্প্রষ্টব্য (ফোট্ঠব্ব)	স্পর্শযোগ্য
প্রগুণতা (পাগুঞ্ঞতা)	কর্মদক্ষতা
ঋজুতা (উজুকতা)	সরলতা
প্রগ্রহ (পগ্গাহো)	প্রচেষ্টা
প্রতীত্যসমুৎপন্ন (পটিচ্চসমুপ্পন্না)	কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন

অনুবাদের সময় যখনি আমার মনে হয়েছে যে পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হবে তখন আমি অর্থকথা থেকে টীকা আকারে খানিকটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টীকা আকারে না দিয়ে শব্দটিকে ভেঙে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল পালিঘেঁষা শব্দটির পাশে প্রথম বন্ধনীর ভেতর প্রাঞ্জল বাংলায় ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি, আমার এই চেষ্টা পাঠকদের কিছুটা হলেও বুঝতে সহায়তা করবে।

তবে এটা অনস্বীকার্য যে, এ ধরনের উঁচু মাপের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনাসমৃদ্ধ বইয়ের বিষয়বস্তু পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রত্যেক পাঠকের অবশ্যই প্রারম্ভিক প্রস্তুতির দরকার। এই বইটির বেলায়ও এটা

নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোনো পাঠকের যদি অভিধর্মের ওপর হাতেখড়ি না থাকে, এক কথায় পাঠক যদি অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ অধ্যয়ন না করে থাকেন, তাহলে এই বইটির বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারবেন না। বইটি পড়ার মজা থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই, আমার অনুরোধ বইটি পড়ার আগে শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী অথবা শ্রীসুভূতি রঞ্জন বড়ুয়ার ***অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ*** বইটি পড়ে নেবেন প্রারম্ভিক প্রস্তুতি হিসেবে।

যাই হোক, এবার বইটির বিষয়বস্তুর দিকে কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া যাক।

ধর্মসঙ্গণী বইটি মূলত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত, সেগুলো হলো : চিত্তোৎপত্তি অধ্যায়, রূপ অধ্যায়, সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধ্যায় ও অর্থকথা তথা অর্থ উদ্ধার অধ্যায়।

চিত্তোৎপত্তি অধ্যায়ে অভিধর্মে আলোচিত যাবতীয় চিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : কামাবচর কুশল চিত্ত আটটি, অকুশল চিত্ত বারোটি, কামাবচর কুশলের বিপাক চিত্ত ষোলোটি, অকুশল চিত্তের বিপাক চিত্ত সাতটি, কামাবচর ক্রিয়া চিত্ত এগারোটি, রূপাবচর কুশল চিত্ত পাঁচটি, বিপাক চিত্ত পাঁচটি, ক্রিয়া চিত্ত পাঁচটি; অরূপাবচর কুশল চিত্ত চারটি, বিপাক চিত্ত চারটি, ক্রিয়া চিত্ত চারটি; লোকোত্তর কুশল চিত্ত চারটি, বিপাক চিত্ত চারটি। সর্বমোট উননব্বইটি চিত্ত।

এই অধ্যায়ে চিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যেই ক্রম অনুসরণ করে অভিধর্মার্থ-সংগ্রহে আলোচনা করা হয়েছে ঠিক সেই ক্রম অনুসরণ করা হয়নি। অভিধর্মার্থ-সংগ্রহে প্রথমে অকুশল চিত্ত, তারপর ক্রমান্বয়ে অহেতুক চিত্ত, শোভন চিত্তগুলোর মধ্যে কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর এবং সবশেষে লোকোত্তর চিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বইয়ে প্রথমেই স্থান পেয়েছে কামাবচর কুশল চিত্তগুলো, তারপরই অকুশল চিত্ত, এবং এরপরে ক্রমান্বয়ে কামাবচর কুশল ও অকুশলের বিপাক চিত্ত; রূপাবচর ও অরূপাবচরের কুশল, বিপাক, ক্রিয়া চিত্ত; এবং সবশেষে লোকোত্তর কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো।

ক্রমে কিছুটা অমিল থাকলেও চিত্তের সংখ্যায় কোনো পার্থক্য নেই। এখানে চিত্তগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে মূলত প্রশ্নোত্তরের আকারে। যেমন : কোন ধর্মগুলো কুশল? কোন ধর্মগুলো অকুশল? কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত? প্রভৃতি।

এখানে কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম ও অব্যাকৃত ধর্ম প্রভৃতি শব্দের মধ্য দিয়ে আসলে নির্দেশ করা হয়েছে প্রত্যেকটি চিত্তের সঙ্গে সহোৎপন্ন কতগুলো

চৈতসিককে, এক কথায় চিত্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত কতগুলো কুশলাকুশল ও অব্যাকৃত অবস্থাকে। সেগুলো আবার প্রত্যেকটি একেকটি চৈতসিক। সেই প্রত্যেকটি চৈতসিককে আবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন :

২. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।...

৭. সেই সময়ে কিভাবে বিতর্ক হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), সম্যক সংকল্প—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিতর্ক।...

১২. সেই সময়ে কিভাবে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা (বুদ্ধগুণ প্রভৃতির প্রতি) বিশ্বাস, বিশ্বাসের অবস্থা (সদ্দহনা), অবিচল আস্থা (ওকপ্পনা), অতীব প্রসন্নতার অবস্থা (অভিপ্পসাদো), শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল—এই হচ্ছে সেই সময়ে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়।...

৩০. সেই সময়ে কিভাবে লজ্জাবল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে লজ্জাবল।...

৪৪. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের কোমলতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের মৃদুতা, কোমলতা (মদ্দৰতা), রুক্ষতাহীন অবস্থা (অকক্খলতা), অকঠিন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের কোমলতা।

রূপ অধ্যায়ে আটাশ প্রকার রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রূপ মানে এখানে সৌন্দর্য নয়। রূপ মানে এখানে জড় পদার্থকে বুঝানো হয়েছে। আলোচনার ধারাটি খানিকটা ভিন্ন। এখানে রূপ তথা জড় পদার্থকে গুণ ও শক্তিতে রূপান্তরিত করে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বৌদ্ধ অভিধর্মমতে রূপ তথা জড় পদার্থ মোট আটাশ প্রকার, সেগুলো হলো :

১. মহাভূতরূপ চার প্রকার; যথা : পৃথিবীধাতু বা জড় পদার্থের কাঠিন্য, আপধাতু বা জড় পদার্থের বন্ধন ক্ষমতা, তেজধাতু বা জড় পদার্থের তাপমাত্রা, এবং বায়ুধাতু বা জড় পদার্থের গতিশীলতা।

২. মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ মোট চব্বিশ প্রকার; যথা : প্রসাদ-রূপ পাঁচ

প্রকার—চোখ, কান, নাক, জিভ, কায়; গোচর-রূপ পাঁচ প্রকার—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শযোগ্য বিষয়; ভাব-রূপ দুই প্রকার—স্ত্রীভাব ও পুংভাব; হৃদয়বাস্তু, জীবিতেন্দ্রিয়, কবলীকৃত আহার, আকাশ-ধাতু, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, হালকা ভাব (লঘুতা), কোমলতা (মৃদুতা), কর্মক্ষমতা (কর্মণ্যতা), বৃদ্ধি (উপচয়), প্রবাহ (সন্ততি), জীর্ণতা (জরতা), অনিত্যতা।

এই হলো মোট আটাশ প্রকার রূপ। এই আটাশ প্রকার রূপের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ আছে এই বইয়ে। আশা করি, মনোযোগী পাঠক মাত্রই এই সমস্ত বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ পড়ে বৌদ্ধ অভিধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে রূপ বা জড় পদার্থকে সম্যক অনুধাবন করতে পারবেন। যেমন কয়েকটি উদাহরণ :

৫৯৫. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপগুলো কী কী?

চক্ষু-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, আকাশধাতু, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা), রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা, কবলীকৃত আহার।...

৬৩২. সেই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা কোনো মেয়ের স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীযোনি, স্ত্রী-চিহ্ন, স্ত্রীসুলভ কাজকর্ম, স্ত্রীসুলভ হাসি-কান্না-চলাফেরা, নারীত্ব, মেয়েলি স্বভাব—এই হচ্ছে সেই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ।

৬৩৩. সেই পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা কোনো পুরুষের পুরুষলিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ, পুরুষচিহ্ন, পুরুষসুলভ কাজকর্ম, পুরুষসুলভ হাসি-কান্না-চলাফেরা, পুরুষত্ব, পুরুষালি স্বভাব—এই হচ্ছে সেই পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ।

৬৩৪. সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা সেই রূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ।

৬৩৫. সেই কায়বিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

যা কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত চিত্তে আসা-যাওয়া, এদিক-ওদিক দেখা বা সংকোচন-প্রসারণের সময় দেহের যে স্থিরতা, নড়াচড়াহীন অবস্থা, ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা, (মনোভাব) জানানো, জানানোর ধরন, জানানো হয়েছে এমন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই কায়বিজ্ঞপ্তি রূপ।

৬৩৬. সেই বাক্যবিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

যা কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত চিত্তে বলা কোনো কথা বা বাক্য, কোনো কিছু জানতে চাওয়া বা জানাতে চাওয়া, উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা, নানা ধরনের ঘোষণার কাজ, ফুস করে বলে ফেলা কোনো কথা—একেই বলা হয় বাক্য বা কথা। এই সমস্ত বাক্য বা কথা দিয়ে মনের ভাব জানানো, জানানোর ধরন, জানানো হয়েছে এমন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই বাক্যবিজ্ঞপ্তি।...

৬৪০. সেই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের (আলস্যভাব দূর করে সবধরনের শারীরিক কাজে) সহজে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতা, নিয়োজিত অবস্থা, আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) রূপ।...

৬৪৩. সেই রূপের জীর্ণতা রূপ কী রকম?

যা রূপের জরা, জীর্ণতা, খণ্ডিত অবস্থা, বিবর্ণতা, শীর্ণতা, আয়ু কমে যাওয়া, ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্বতা—এই হচ্ছে সেই রূপের জীর্ণতা রূপ।...

৬৪৫. সেই কবলীকৃত আহার রূপ কী রকম?

চাল, ভাত, ময়দা, মাছ, মাংস, দুধ, দই, ঘি, মাখন, তেল, মধু, গুড়; অথবা বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন লোকজনের মুখরোচক, দাঁতে চিবানো, গলাধঃকরণীয়, পেট ভরে খাওয়ার উপযোগী খাদ্য তুল্য অন্য যা কিছু রূপ আছে, যার পুষ্টিগুণের কারণে সত্ত্বগণ বেঁচে থাকে, দিন যাপন করে—এই হচ্ছে সেই কবলীকৃত আহার রূপ।

এর পরই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধ্যায় (নিকেখপকণ্ড)। এতে বইটির শুরুতে মাতিকা তথা বিষয়সূচি আকারে যে তালিকা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে তার প্রত্যেকটি বিষয় এক এক করে ক্রমান্বয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন :

কোন ধর্মগুলো কুশল? কোন ধর্মগুলো অকুশল? কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত? কোন ধর্মগুলো কলুষিত ও কলুষতাজনক? কোন ধর্মগুলো অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী নয়? কোন ধর্মগুলো অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী? এক্ষেত্রে সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ) কী রকম? এক্ষেত্রে সন্দেহ (ৰিচিকিচ্ছা) কী রকম? এক্ষেত্রে শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা (সীলব্বতপরামাসো) কী রকম? কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য? কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক? প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক এ থেকে বিষয়গুলো সম্পর্কে

একটা পরিষ্কার ধারণা পাবেন। নিচে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

৯৮৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

তিনটি কুশলমূল; যথা : অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ; উক্ত তিনটি কুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি কুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৯৮৬. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

তিনটি অকুশলমূল; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্লেশগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৯৮৭. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

কুশল ও অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাচর ও অনন্তর্গত (অপরিযাপন্না) বিপাক; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেসব ধর্মগুলো ক্রিয়া অর্থাৎ কুশলও নয়, অকুশলও নয়, আবার কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়াচিত্তগুলো; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।...

৯৯৭. কোন ধর্মগুলো কলুষিত ও কলুষতাজনক?

তিনটি অকুশলমূল; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্লেশগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষিত ও কলুষতাজনক।...

১০২০. কোন ধর্মগুলো সঞ্চয়গামী (আচযগামি)?

আসবযুক্ত কুশল ও অকুশল কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সঞ্চয়গামী।

১০২১. কোন ধর্মগুলো ক্ষয়গামী (অপচযগামি)?

লোকোত্তরের চার মার্গ।

আর সবশেষে আছে অর্থকথা অধ্যায় (অটঠকথাকণ্ড)। এই অধ্যায়ে কুশল, অকুশল প্রভৃতি ধর্মগুলো সম্পূর্ণ চিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ তুলে

ধরছি।

১৩৮৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

(কাম, রূপ, অরূপ ও লোকোত্তর এই) চার ভূমির কুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৩৮৫. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।...

১৪১১. কোন ধর্মগুলো সঞ্চয়গামী (আচযগামিনো)?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সঞ্চয়গামী।

১৪১২. কোন ধর্মগুলো ক্ষয়গামী (অপচযগামিনো)?

লোকোত্তরের চার মার্গ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ক্ষয়গামী।

১৪১৩. কোন ধর্মগুলো সঞ্চয়গামীও নয়, ক্ষয়গামীও নয়?

চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সঞ্চয়গামীও নয়, ক্ষয়গামীও নয়।...

১৩৮৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

চার ভূমির বিপাক (চিত্তগুলো), তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।...

১৩৯৬. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষিত ও কলুষতাজনক?

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ কলুষিত ও কলুষতাজনক।

পরিশেষে, শুধু এটুকু বলতে চাই, আমার এই অনুবাদ যদি অভিধর্ম শিক্ষার্থী ও গবেষকদের বৌদ্ধ অভিধর্ম বিষয়ক জ্ঞান আহরণে কিছুটা হলেও সহায়ক হয়, চিন্তার খোরাক যোগায়, তাহলেই আমার এই শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আপনাদের সকলের অভিধর্ম অধ্যয়নের যাত্রা শুভ হোক, এই কামনা করছি।

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি
২ মে ২০১৭

সূচিপত্র

অভিধর্মপিটকে ধর্মসঙ্গণী

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

অভিধর্মপিটকে
ধর্মসঙ্গণী

মাতিকা বা বিষয়সূচি

১. ত্রিক[1] মাতিকা

১. (ক) কুশল ধর্মগুলো[2]। [১-৩৬৪, ৯৮৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অকুশল ধর্মগুলো। [৩৬৫-৪৩০, ৯৮৬ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অব্যাকৃত (অনির্দিষ্ট) ধর্মগুলো। [৪৩১-৯৮৪, ৯৮৭ নং ক্রমে দেখুন]

২. (ক) সুখবেদনা-যুক্ত ধর্মগুলো। [৩-৯৮৪, ৯৮৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) দুঃখবেদনা-যুক্ত ধর্মগুলো। [৪১৫-৫৬০, ৯৮৯ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অদুঃখ-অসুখবেদনা-যুক্ত ধর্মগুলো। [৯৯০-১৩৮৯ নং ক্রমে দেখুন]

৩. (ক) বিপাক ধর্মগুলো। [৯৯১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বিপাকস্বভাবী ধর্মগুলো। [৯৯২ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) যুগপৎ বিপাকও নয়, বিপাকস্বভাবীও নয় ধর্মগুলো। [৯৯৩ নং ক্রমে দেখুন]

৪. (ক) গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী ধর্মগুলো। [৯৯৪ নং ক্রমে দেখুন]

---

[1] তিনটি বিষয়ের সমষ্টি।

[2] পালি "ধম্ম" বা "ধর্ম" শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তবে এখানে (পুরো বইয়ের মধ্যে) "ধম্ম" বা "ধর্ম" বলতে স্থানবিশেষে স্বভাব, অবস্থা বা বিষয়। তাই এখানে "কুশল ধর্মগুলো" মানে বুঝতে হবে কুশল স্বভাবগুলো, কুশল অবস্থাগুলো বা কুশল বিষয়গুলো। আমার অনুবাদে আমি স্বভাব, অবস্থা বা বিষয় অনুবাদ না করে "ধর্ম" শব্দটিই রেখে দিয়েছি, যাতে করে কোনোভাবেই শব্দটির অর্থবিপর্যয় না ঘটে। (অনুবাদক)

(খ) অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী ধর্মগুলো। [৯৯৫ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [৯৯৬ নং ক্রমে দেখুন]

৫. (ক) কলুষিত ও কলুষতাজনক ধর্মগুলো। [৯৯৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অকলুষিত কিন্তু কলুষতাজনক ধর্মগুলো। [৯৯৮ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অকলুষিত ও কলুষতাজনক নয় ধর্মগুলো। [৯৯৯ নং ক্রমে দেখুন]

৬. (ক) সবিতর্ক ও সবিচার ধর্মগুলো। [১০০০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অবিতর্ক কিন্তু সবিচার ধর্মগুলো। [১০০১ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অবিতর্ক ও অবিচার ধর্মগুলো। [১০০২ নং ক্রমে দেখুন]

৭. (ক) প্রীতি-সহগত (প্রীতিযুক্ত) ধর্মগুলো। [১০০৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সুখ-সহগত ধর্মগুলো। [১০০৪ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) উপেক্ষা-সহগত ধর্মগুলো। [১০০৫ নং ক্রমে দেখুন]

৮. (ক) দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য ধর্মগুলো। [১০০৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য ধর্মগুলো। [১০১১ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয় এমন ধর্মগুলো। [১০১২ নং ক্রমে দেখুন]

৯. (ক) দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মগুলো। [১০১৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মগুলো। [১০১৮ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য-হেতুক নয় এমন ধর্মগুলো। [১০১৯ নং ক্রমে দেখুন]

১০. (ক) সঞ্চয়গামী (আচযগামিনো) ধর্মগুলো। [১০২০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ক্ষয়গামী (অপচযগামিনো) ধর্মগুলো। [১০২১ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) সঞ্চয়গামীও নয়, ক্ষয়গামীও নয় এমন ধর্মগুলো। [১০২২ নং ক্রমে দেখুন]

১১. (ক) শৈক্ষ্য ধর্মগুলো। [১০২৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অশৈক্ষ্য ধর্মগুলো। [১০২৪ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) শৈক্ষ্যও নয়, অশৈক্ষ্যও নয় এমন ধর্মগুলো। [১০২৫ নং ক্রমে দেখুন]

১২. (ক) সামান্য (পরিত্তা) ধর্মগুলো। [১০২৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) মহদ্গাত (মহগ্গতা) ধর্মগুলো। [১০২৭ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অসামান্য (অপ্পমাণা) ধর্মগুলো। [১০২৮ নং ক্রমে দেখুন]
১৩. (ক) সামান্য-আলম্বন ধর্মগুলো। [১০২৯ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) মহদ্গাত-আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৩০ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অসামান্য-আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৩১ নং ক্রমে দেখুন]
১৪. (ক) হীন ধর্মগুলো। [১০৩২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) মধ্যম ধর্মগুলো। [১০৩৩ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) উত্তম ধর্মগুলো। [১০৩৪ নং ক্রমে দেখুন]
১৫. (ক) মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত ধর্মগুলো। (১০৩৫ নং ক্রমে দেখুন)
(খ) সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত ধর্মগুলো। (১০৩৬ নং ক্রমে দেখুন)
(গ) অনিশ্চিত (অনিযতা) ধর্মগুলো। [১০৩৭ নং ক্রমে দেখুন]
১৬. (ক) মার্গ-আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৩৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) মার্গ-হেতুক ধর্মগুলো। [১০৩৯ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) মার্গ-অধিপতি ধর্মগুলো। [১০৪০ নং ক্রমে দেখুন]
১৭. (ক) উৎপন্ন ধর্মগুলো। [১০৪১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনুৎপন্ন ধর্মগুলো। [১০৪২ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অবশ্যই উৎপন্ন হবে এমন ধর্মগুলো (উপ্পাদিনো ধম্মা)। [১০৪৩ নং ক্রমে দেখুন]
১৮. (ক) অতীত ধর্মগুলো। [১০৪৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভবিষ্যৎ ধর্মগুলো। [১০৪৫ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) বর্তমান ধর্মগুলো। [১০৪৬ নং ক্রমে দেখুন]
১৯. (ক) অতীত আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৪৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভবিষ্যৎ আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৪৮ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) বর্তমান আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৪৯ নং ক্রমে দেখুন]
২০. (ক) অভ্যন্তরীণ (অজ্ঝত্তিকা) ধর্মগুলো। [১০৫০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বাহ্যিক (বাহিদ্ধা) ধর্মগুলো। [১০৫১ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ধর্মগুলো। [১০৫২ নং ক্রমে দেখুন]
২১. (ক) অভ্যন্তরীণ আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৫৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বাহ্যিক আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৫৪ নং ক্রমে দেখুন]
(গ) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আলম্বন ধর্মগুলো। [১০৫৫ নং ক্রমে দেখুন]
২২. (ক) যুগপৎ সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ ধর্মগুলো। [১০৫৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনিদর্শন কিন্তু সপ্রতিঘ ধর্মগুলো। [১০৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(গ) যুগপৎ অনিদর্শন ও অপ্রতিঘ ধর্মগুলো। [১০৫৮ নং ক্রমে দেখুন]

১. দ্বিক মাতিকা বা বিষয়সূচি

হেতু গুচ্ছ

১. (ক) হেতু ধর্মগুলো। [১০৫৯-৭৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) হেতু নয় ধর্মগুলো। [১০৭৮ নং ক্রমে দেখুন]
২. (ক) সহেতুক ধর্মগুলো। [১০৭৯ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অহেতুক ধর্মগুলো। [১০৮০ নং ক্রমে দেখুন]
৩. (ক) হেতু-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১০৮১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) হেতু-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১০৮২ নং ক্রমে দেখুন]
৪. (ক) যুগপৎ হেতু ও সহেতুক ধর্মগুলো। [১০৮৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সহেতুক কিন্তু হেতু নয় ধর্মগুলো। [১০৮৪ নং ক্রমে দেখুন]
৫. (ক) যুগপৎ হেতু ও হেতু-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১০৮৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) হেতু-সংযুক্ত কিন্তু হেতু নয় ধর্মগুলো। [১০৮৬ নং ক্রমে দেখুন]
৬. (ক) হেতু নয় কিন্তু সহেতুক ধর্মগুলো। [১০৮৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) যুগপৎ হেতু নয় ও অহেতুক ধর্মগুলো। [১০৮৮ নং ক্রমে দেখুন]

(হেতু গুচ্ছ সমাপ্ত)

ক্ষুদ্র অব্যাকৃত দ্বিক

(চূলন্তরদুকং)

৭. (ক) সপ্রত্যয় (কারণযুক্ত) ধর্মগুলো। [১০৮৯ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অপ্রত্যয় (কারণহীন) ধর্মগুলো। [১০৯০ নং ক্রমে দেখুন]
৮. (ক) সৃষ্ট (সঙ্খতা) ধর্মগুলো। [১০৯১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অসৃষ্ট (অসঙ্খতা) ধর্মগুলো। [১০৯২ নং ক্রমে দেখুন]
৯. (ক) সনিদর্শন (দৃশ্যমান) ধর্মগুলো। [১০৯৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনিদর্শন (অদৃশ্যমান) ধর্মগুলো। [১০৯৪ নং ক্রমে দেখুন]
১০. (ক) সপ্রতিঘ ধর্মগুলো। [১০৯৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অপ্রতিঘ ধর্মগুলো। [১০৯৬ নং ক্রমে দেখুন]
১১. (ক) রূপী ধর্মগুলো। [১০৯৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অরূপী ধর্মগুলো। [১০৯৮ নং ক্রমে দেখুন]
১২. (ক) লোকীয় ধর্মগুলো। [১০৯৯ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) লোকোত্তর ধর্মগুলো। [১১০০ নং ক্রমে দেখুন]

১৩. (ক) কোনো একটির দ্বারা জ্ঞাতব্য ধর্মগুলো। [১১০১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) কোনো একটির দ্বারা জ্ঞাতব্য নয় ধর্মগুলো। [১১০১ নং ক্রমে দেখুন]

(ক্ষুদ্র অব্যাকৃত দ্বিক সমাপ্ত)

আসব গুচ্ছ

১৪. (ক) আসব ধর্মগুলো। [১১০২-৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) আসব নয় ধর্মগুলো। [১১০৭ নং ক্রমে দেখুন]

১৫. (ক) সাসব বা আসবযুক্ত ধর্মগুলো। [১১০৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনাসব ধর্মগুলো। [১১০৯ নং ক্রমে দেখুন]

১৬. (ক) আসব-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১১০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) আসব-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১১১১ নং ক্রমে দেখুন]

১৭. (ক) যুগপৎ আসব ও আসবযুক্ত ধর্মগুলো। [১১১২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) আসবযুক্ত কিন্তু আসব নয় ধর্মগুলো। [১১১৩ নং ক্রমে দেখুন]

১৮. (ক) যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১১৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) আসব-সংযুক্ত কিন্তু আসব নয় ধর্মগুলো। [১১১৫ নং ক্রমে দেখুন]

১৯. (ক) আসব-বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত (সাসব) ধর্মগুলো। [১১১৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) যুগপৎ আসব-বিযুক্ত ও অনাসব ধর্মগুলো। [১১১৭ নং ক্রমে দেখুন]

(আসব গুচ্ছ সমাপ্ত)

সংযোজন গুচ্ছ

২০. (ক) সংযোজন ধর্মগুলো। [১১১৮-২৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সংযোজন নয় ধর্মগুলো। [১১২৯ নং ক্রমে দেখুন]

২১. (ক) সংযোজনের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৩০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সংযোজনের উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৩১ নং ক্রমে দেখুন]

২২. (ক) সংযোজন-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৩২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সংযোজন-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৩৩ নং ক্রমে দেখুন]

২৩. (ক) যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজনের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৩৪ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) সংযোজনের উপযোগী কিন্তু সংযোজন নয় ধর্মগুলো। [১১৩৫ নং ক্রমে দেখুন]

২৪. (ক) যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৩৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) সংযোজন-সংযুক্ত কিন্তু সংযোজন নয় ধর্মগুলো। [১১৩৭ নং ক্রমে দেখুন]

২৫. (ক) সংযোজন-বিযুক্ত কিন্তু সংযোজনের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৩৮ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যুগপৎ সংযোজন-বিযুক্ত ও সংযোজনের উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৩৯ নং ক্রমে দেখুন]

(সংযোজন গুচ্ছ সমাপ্ত)

গ্রন্থি বা গিঁট গুচ্ছ

২৬. (ক) গ্রন্থি ধর্মগুলো। [১১৪০-৪৪ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) গ্রন্থি নয় ধর্মগুলো। [১১৪৫ নং ক্রমে দেখুন]

২৭. (ক) গ্রন্থির উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৪৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) গ্রন্থির উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৪৭ নং ক্রমে দেখুন]

২৮. (ক) গ্রন্থি-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৪৮ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) গ্রন্থি-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৪৯ নং ক্রমে দেখুন]

২৯. (ক) যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থির উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৫০ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) গ্রন্থির উপযোগী কিন্তু গ্রন্থি নয় ধর্মগুলো। [১১৫১ নং ক্রমে দেখুন]

৩০. (ক) যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৫২ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) গ্রন্থি-সংযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নয় ধর্মগুলো। [১১৫৩ নং ক্রমে দেখুন]

৩১. (ক) গ্রন্থি-বিযুক্ত কিন্তু গ্রন্থির উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৫৪ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যুগপৎ গ্রন্থি-বিযুক্ত ও গ্রন্থির উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৫৫ নং ক্রমে দেখুন]

(গ্রন্থি বা গিঁট গুচ্ছ সমাপ্ত)

প্লাবন (ওঘ) গুচ্ছ

৩২. (ক) প্লাবন ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) প্লাবন নয় ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

৩৩. (ক) প্লাবনের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) প্লাবনের উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

৩৪. (ক) প্লাবন-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) প্লাবন-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

৩৫. (ক) যুগপৎ প্লাবন ও প্লাবনের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) প্লাবনের উপযোগী কিন্তু প্লাবন নয় ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

৩৬. (ক) যুগপৎ প্লাবন ও প্লাবন-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) প্লাবন-সংযুক্ত কিন্তু প্লাবন নয় ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

৩৭. (ক) প্লাবন-বিযুক্ত কিন্তু প্লাবনের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যুগপৎ প্লাবন-বিযুক্ত ও প্লাবনের উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

(প্লাবন বা ওঘ গুচ্ছ সমাপ্ত)

যোগ গুচ্ছ

৩৮. (ক) যোগ ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যোগ নয় ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

৩৯. (ক) যোগের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যোগের উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

৪০. (ক) যোগ-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যোগ-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

৪১. (ক) যুগপৎ যোগ ও যোগের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যোগের উপযোগী কিন্তু যোগ নয় ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

৪২. (ক) যুগপৎ যোগ ও যোগ-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যোগ-সংযুক্ত কিন্তু যোগ নয় ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

৪৩. (ক) যোগ-বিযুক্ত কিন্তু যোগের উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যুগপৎ যোগ-বিযুক্ত ও যোগের উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(যোগ গুচ্ছ সমাপ্ত)

বাধা (নীবরণ) গুচ্ছ

৪৪. (ক) বাধা ধর্মগুলো। [১১৫৮-৬৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বাধা নয় ধর্মগুলো। [১১৬৯ নং ক্রমে দেখুন]

৪৫. (ক) বাধার উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৭০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বাধার উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৭১ নং ক্রমে দেখুন]

৪৬. (ক) বাধা-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৭২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বাধা-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৭৩ নং ক্রমে দেখুন]

৪৭. (ক) যুগপৎ বাধা ও বাধার উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৭৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বাধার উপযোগী কিন্তু বাধা নয় ধর্মগুলো। [১১৭৫ নং ক্রমে দেখুন]

৪৮. (ক) যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৭৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বাধা-সংযুক্ত কিন্তু বাধা নয় ধর্মগুলো। [১১৭৭ নং ক্রমে দেখুন]

৪৯. (ক) বাধা-বিযুক্ত কিন্তু বাধার উপযোগী ধর্মগুলো। [১১৭৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) যুগপৎ বাধা-বিযুক্ত ও বাধার উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১১৭৯ নং ক্রমে দেখুন]

(বাধা বা নীবরণ গুচ্ছ)

পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা) গুচ্ছ

৫০. (ক) পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা) ধর্মগুলো। [১১৮০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) পরামাস নয় ধর্মগুলো। [১১৮২ নং ক্রমে দেখুন]

৫১. (ক) পরামৃষ্ট (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার অবস্থা) ধর্মগুলো। [১১৮৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) পরামৃষ্ট নয় ধর্মগুলো। [১১৮৪ নং ক্রমে দেখুন]

৫২. (ক) পরামাস-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৮৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) পরামাস-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৮৬ নং ক্রমে দেখুন]

৫৩. (ক) যুগপৎ পরামাস ও পরামৃষ্ট ধর্মগুলো। [১১৮৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নয় ধর্মগুলো। [১১৮৮ নং ক্রমে দেখুন]
৫৪. (ক) পরামাস-বিযুক্ত কিন্তু পরামৃষ্ট নয় ধর্মগুলো। [১১৮৯ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) যুগপৎ পরামাস-বিযুক্ত ও পরামৃষ্ট নয় ধর্মগুলো। [১১৯০ নং ক্রমে দেখুন]

(পরামাস বা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা গুচ্ছ সমাপ্ত)

মহা অব্যাকৃত দ্বিক

(মহন্তরদুকং)

৫৫. (ক) আলম্বনযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৯১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনালম্বন ধর্মগুলো। [১১৯২ নং ক্রমে দেখুন]
৫৬. (ক) চিত্ত ধর্মগুলো। [১১৯৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) চিত্ত নয় ধর্মগুলো। [১১৯৪ নং ক্রমে দেখুন]
৫৭. (ক) চৈতসিক ধর্মগুলো। [১১৯৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) চৈতসিক নয় ধর্মগুলো। [১১৯৬ নং ক্রমে দেখুন]
৫৮. (ক) চিত্ত-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৯৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) চিত্ত-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১১৯৮ নং ক্রমে দেখুন]
৫৯. (ক) চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলো। [১১৯৯ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) চিত্ত-সংশ্লিষ্ট নয় ধর্মগুলো। [১২০০ নং ক্রমে দেখুন]
৬০. (ক) চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ধর্মগুলো। [১২০১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয় ধর্মগুলো। [১২০২ নং ক্রমে দেখুন]
৬১. (ক) চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভুনো) ধর্মগুলো। [১২০৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) চিত্তের সহগামী নয় ধর্মগুলো। [১২০৪ নং ক্রমে দেখুন]
৬২. (ক) চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল (চিত্তানুপারিৰত্তিনো) ধর্মগুলো। [১২০৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় ধর্মগুলো। [১২০৬ নং ক্রমে দেখুন]
৬৩. (ক) চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ধর্মগুলো। [১২০৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয় ধর্মগুলো। [১২০৮

নং ক্রমে দেখুন]

৬৪. (ক) চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী ধর্মগুলো। [১২০৯ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী নয় ধর্মগুলো। [১২১০ নং ক্রমে দেখুন]

৬৫. (ক) চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল ধর্মগুলো। [১২১১ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় ধর্মগুলো। [১২১২ নং ক্রমে দেখুন]

৬৬. (ক) অভ্যন্তরীণ (অজ্ঝত্তিকা) ধর্মগুলো। [১২১৩ নং ক্রমে দেখুন]

(খা) বাহ্যিক (বহিদ্ধা) ধর্মগুলো। [১২১৪ নং ক্রমে দেখুন]

৬৭. (ক) মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) ধর্মগুলো। [১২১৫ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ধর্মগুলো। [১২১৬ নং ক্রমে দেখুন]

৬৮. (ক) গৃহীত (উপাদিণ্ণা) ধর্মগুলো। [১২১৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) অগৃহীত (অনুপাদিণ্ণা) ধর্মগুলো। [১২১৮ নং ক্রমে দেখুন]

(মহা অব্যাকৃত দ্বিক সমাপ্ত)

উপাদান গুচ্ছ

৬৯. (ক) উপাদান ধর্মগুলো। [১২১৯-২৩ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) উপাদান নয় ধর্মগুলো। [১২২৪ নং ক্রমে দেখুন]

৭০. (ক) উপাদানের উপযোগী ধর্মগুলো। [১২২৫ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) উপাদানের উপযোগী নয় ধর্মগুলো। [১২২৬ নং ক্রমে দেখুন]

৭১. (ক) উপাদান-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১২২৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) উপাদান-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১২২৮ নং ক্রমে দেখুন]

৭২. (ক) যুগপৎ উপাদান ও উপাদনের উপযোগী ধর্মগুলো। [১২২৯ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) উপাদানের উপযোগী ও উপাদান নয় ধর্মগুলো। [১২৩০ নং ক্রমে দেখুন]

৭৩. (ক) যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১২৩১ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) উপাদান-সংযুক্ত কিন্তু উপাদান নয় ধর্মগুলো। [১২৩২ নং ক্রমে দেখুন]

৭৪. (ক) উপাদান-বিযুক্ত কিন্তু উপাদান ধর্মগুলো। [১২৩৩ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যুগপৎ উপাদান-বিযুক্ত ও উপাদানের উপযোগী ধর্মগুলো। [১২৩৪ নং ক্রমে দেখুন]

(উপাদান গুচ্ছ সমাপ্ত)

কলুষতা (কিলেসা) গুচ্ছ

৭৫. (ক) কলুষতা ধর্মগুলো। [১২৩৫-৪৫ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) কলুষতা নয় ধর্মগুলো। [১২৪৬ নং ক্রমে দেখুন]

৭৬. (ক) কলুষতাজনক ধর্মগুলো। [১২৪৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) কলুষতাজনক নয় ধর্মগুলো। [১২৪৮ নং ক্রমে দেখুন]

৭৭. (ক) কলুষিত ধর্মগুলো। [১২৪৯ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) অকলুষিত ধর্মগুলো। [১২৫০ নং ক্রমে দেখুন]

৭৮. (ক) কলুষতা-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১২৫১ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) কলুষতা-বিযুক্ত ধর্মগুলো। [১২৫২ নং ক্রমে দেখুন]

৭৯. (ক) যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতাজনক নয় ধর্মগুলো। [১২৫৩ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) কলুষতাজনক কিন্তু কলুষতা নয় ধর্মগুলো। [১২৫৪ নং ক্রমে দেখুন]

৮০. (ক) যুগপৎ কলুষতা ও কলুষিত ধর্মগুলো। [১২৫৫ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) কলুষিত কিন্তু কলুষতা নয় ধর্মগুলো। [১২৫৬ নং ক্রমে দেখুন]

৮১. (ক) যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত ধর্মগুলো। [১২৫৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) কলুষতা-সংযুক্ত কিন্তু কলুষতা নয়। [১২৫৮ নং ক্রমে দেখুন]

৮২. (ক) কলুষতা-বিযুক্ত কিন্তু কলুষতাজনক ধর্মগুলো। [১২৫৯ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) যুগপৎ কলুষতা-বিযুক্ত ও কলুষতাজনক নয় ধর্মগুলো। [১২৬০ নং ক্রমে দেখুন]

(কলুষতা গুচ্ছ সমাপ্ত)

সম্পূরক দ্বিক

(পিট্ঠিদুকং)

৮৩. (ক) দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য ধর্মগুলো। [১২৬১-৬৪ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয় ধর্মগুলো। [১২৬৫ নং ক্রমে দেখুন]

৮৪. (ক) ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য ধর্মগুলো। [১২৬৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয় ধর্মগুলো। [১২৬৭ নং ক্রমে দেখুন]

৮৫. (ক) দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মগুলো। [১২৬৮-৭১ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয় ধর্মগুলো। [১২৭২ নং ক্রমে দেখুন]

৮৬. (ক) ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মগুলো। [১২৭৩ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয় ধর্মগুলো। [১২৭৪ নং ক্রমে দেখুন]

৮৭. (ক) সবিতর্ক বা বিতর্কযুক্ত ধর্মগুলো। [১২৭৫ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) অবিতর্ক বা বিতর্কহীন ধর্মগুলো। [১২৭৬ নং ক্রমে দেখুন]

৮৮. (ক) সবিচার বা বিচারযুক্ত ধর্মগুলো। [১২৭৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) অবিচার বা বিচারহীন ধর্মগুলো। [১২৭৮ নং ক্রমে দেখুন]

৮৯. (ক) প্রীতিযুক্ত ধর্মগুলো। [১২৭৯ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) প্রীতিহীন ধর্মগুলো। [১২৮০ নং ক্রমে দেখুন]

৯০. (ক) প্রীতি-সহগত ধর্মগুলো। [১২৮১ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) প্রীতি-সহগত নয় ধর্মগুলো। [১২৮২ নং ক্রমে দেখুন]

৯১. (ক) সুখ-সহগত ধর্মগুলো। [১২৮৩ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) সুখ-সহগত নয় ধর্মগুলো। [১২৮৪ নং ক্রমে দেখুন]

৯২. (ক) উপেক্ষা-সহগত ধর্মগুলো। [১২৮৫ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) উপেক্ষা-সহগত নয় ধর্মগুলো। [১২৮৬ নং ক্রমে দেখুন]

৯৩. (ক) কামাবচর ধর্মগুলো। [১২৮৭ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) কামাবচর নয় ধর্মগুলো। [১২৮৮ নং ক্রমে দেখুন]

৯৪. (ক) রূপাবচর ধর্মগুলো। [১২৮৯ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) রূপাবচর নয় ধর্মগুলো। [১২৯০ নং ক্রমে দেখুন]

৯৫. (ক) অরূপাচর ধর্মগুলো। [১২৯১ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) অরূপাবচর নয় ধর্মগুলো। [১২৯২ নং ক্রমে দেখুন]

৯৬. (ক) অন্তর্গত (পরিযাপন্না) ধর্মগুলো। [১২৯৩ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) অনন্তর্গত (অপরিযাপন্না) ধর্মগুলো। [১২৯৪ নং ক্রমে দেখুন]

৯৭. (ক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকা) ধর্মগুলো। [১২৯৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয় (অনিয্যানিকা) ধর্মগুলো। [১২৯৬ নং ক্রমে দেখুন]
৯৮. (ক) নিশ্চিত ধর্মগুলো। [১২৯৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনিশ্চিত ধর্মগুলো। [১২৯৮ নং ক্রমে দেখুন]
৯৯. (ক) সউত্তর ধর্মগুলো। [১২৯৯ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনুত্তর ধর্মগুলো। [১৩০০ নং ক্রমে দেখুন]
১০০. (ক) রণযুক্ত ধর্মগুলো। [১৩০১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) রণহীন ধর্মগুলো। [১৩০২ নং ক্রমে দেখুন]

(সম্পূরক দ্বিক সমাপ্ত)

(অভিধর্ম দ্বিক মাতিকা বা বিষয়সূচি সমাপ্ত)

সুত্তন্ত দ্বিক মাতিকা বা বিষয়সূচি

১০১. (ক) বিদ্যাভাগীয় ধর্মগুলো। [১৩০৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অবিদ্যাভাগীয় ধর্মগুলো। [১৩০৪ নং ক্রমে দেখুন]
১০২. (ক) বিদ্যুৎতুল্য ধর্মগুলো। [১৩০৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বজ্রতুল্য ধর্মগুলো। [১৩০৬ নং ক্রমে দেখুন]
১০৩. (ক) মূর্খ ধর্মগুলো। [১৩০৭ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) পণ্ডিত ধর্মগুলো। [১৩০৮ নং ক্রমে দেখুন]
১০৪. (ক) কালো ধর্মগুলো। [১৩০৯ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সাদা ধর্মগুলো। [১৩১০ নং ক্রমে দেখুন]
১০৫. (ক) অনুতাপজনক (তপনীযা) ধর্মগুলো। [১৩১১ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনুতাপজনক নয় ধর্মগুলো। [১৩১২ নং ক্রমে দেখুন]
১০৬. (ক) নামধারী (অধিৰবচনা) ধর্মগুলো। [১৩১৩ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) নামধারীর প্রণালি বা পদ্ধতি (অধিৰচনপথা) ধর্মগুলো। [১৩১৩ নং ক্রমে দেখুন]
১০৭. (ক) ব্যাখ্যা (নিরুত্তি) ধর্মগুলো। [১৩১৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ব্যাখ্যার প্রণালি বা পদ্ধতি (নিরুত্তিপথা) ধর্মগুলো। [১৩১৪ নং ক্রমে দেখুন]
১০৮. (ক) প্রকাশ (পঞ্ঞত্তি) ধর্মগুলো। [১৩১৫ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) প্রকাশের প্রণালি বা পদ্ধতি (পঞ্ঞত্তিপথা) ধর্মগুলো। [১৩১৫ নং

ক্রমে দেখুন]

১০৯. (ক) নাম ও [১৩১৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) রূপ। [১৩১৭ নং ক্রমে দেখুন]

১১০. (ক) অবিদ্যা ও [১৩১৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভবতৃষ্ণা। [১৩১৯ নং ক্রমে দেখুন]

১১১. (ক) ভবদৃষ্টি ও [১৩২০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বিভবদৃষ্টি। [১৩২১ নং ক্রমে দেখুন]

১১২. (ক) শাশ্বতদৃষ্টি ও [১৩২২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) উচ্ছেদদৃষ্টি। [১৩২৩ নং ক্রমে দেখুন]

১১৩. (ক) অন্তবান দৃষ্টি ও [১৩২৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অনন্তবান দৃষ্টি। [১৩২৫ নং ক্রমে দেখুন]

১১৪. (ক) অতীত বিষয়ক দৃষ্টি ও [১৩২৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভবিষ্যৎ বিষয়ক দৃষ্টি। [১৩২৭ নং ক্রমে দেখুন]

১১৫. (ক) নির্লজ্জতা ও [১৩২৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) নির্ভয়তা। [১৩২৯ নং ক্রমে দেখুন]

১১৬. (ক) লজ্জা ও [১৩৩০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভয়। [১৩৩১ নং ক্রমে দেখুন]

১১৭. (ক) অবাধ্যতা ও [১৩৩২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) খারাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব। [১৩৩৩ নং ক্রমে দেখুন]

১১৮. (ক) সুবাধ্যতা ও [১৩৩৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভালোর সঙ্গে বন্ধুত্ব। [১৩৩৫ নং ক্রমে দেখুন]

১১৯. (ক) আপত্তি সম্বন্ধে দক্ষতা ও [১৩৩৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) আপত্তি হতে উঠে আসা বিষয়ে দক্ষতা। [১৩৩৭ নং ক্রমে দেখুন]

১২০. (ক) সমাপত্তি (অর্জন, প্রাপ্তি) সম্বন্ধে দক্ষতা ও [১৩৩৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সমাপত্তি হতে উঠে আসার বিষয়ে দক্ষতা। [১৩৩৯ নং ক্রমে দেখুন]

১২১. (ক) ধাতু সম্বন্ধে দক্ষতা ও [১৩৪০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) মনোযোগ দেওয়া বিষয়ে দক্ষতা। [১৩৪১ নং ক্রমে দেখুন]

১২২. (ক) আয়তন বিষয়ে দক্ষতা ও [১৩৪২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) কারণসাপেক্ষে উৎপত্তির বিষয়ে দক্ষতা। [১৩৪৩ নং ক্রমে দেখুন]

১২৩. (ক) কারণ বিষয়ে দক্ষতা ও [১৩৪৪ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) অকারণ বিষয়ে দক্ষতা। [১৩৪৫ নং ক্রমে দেখুন]
১২৪. (ক) ঋজু (অজ্জৰো) ও [১৩৪৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) কোমলতা (মদ্দৰো)। [১৩৪৭ নং ক্রমে দেখুন]
১২৫. (ক) ধৈর্য (খন্তি) ও [১৩৪৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভদ্রতা। [১৩৪৯ নং ক্রমে দেখুন]
১২৬. (ক) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক (সাকল্যং) ও [১৩৫০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সৌজন্যতা (পটিসন্থারো)। [১৩৫১ নং ক্রমে দেখুন]
১২৭. (ক) ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত না রাখা ও [১৩৫২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভোজনে অপরিমিতিবোধ। [১৩৫৩ নং ক্রমে দেখুন]
১২৮. (ক) ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখা ও [১৩৫৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভোজনে পরিমিতিবোধ। [১৩৫৫ নং ক্রমে দেখুন]
১২৯. (ক) বিস্মৃতি (মুট্ঠসচ্চং) ও [১৩৫৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অসম্প্রজ্ঞান। [১৩৫৭ নং ক্রমে দেখুন]
১৩০. (ক) স্মৃতি ও [১৩৫৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) সম্প্রজ্ঞান। [১৩৫৯ নং ক্রমে দেখুন]
১৩১. (ক) মনোযোগিতা-বল (পটিসঙ্খানবলং) ও [১৩৬০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) ভাবনা-বল। [১৩৬১ নং ক্রমে দেখুন]
১৩২. (ক) শমথ ও [১৩৬২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) বিদর্শন। [১৩৬৩ নং ক্রমে দেখুন]
১৩৩. (ক) শমথের চিহ্ন (সমথনিমিত্তং) ও [১৩৬৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) প্রচেষ্টার চিহ্ন (পগ্গাহনিমিত্তং)। [১৩৬৫ নং ক্রমে দেখুন]
১৩৪. (ক) প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) ও [১৩৬৬ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) অবিক্ষেপ। [১৩৬৭ নং ক্রমে দেখুন]
১৩৫. (ক) শীলবিপত্তি (নৈতিক স্খলন) ও [১৩৬৮ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) দৃষ্টিবিপত্তি (দৃষ্টি-বিপর্যয়)। [১৩৬৯ নং ক্রমে দেখুন]
১৩৬. (ক) শীলসম্পদ ও [১৩৭০ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) দৃষ্টিসম্পদ। [১৩৭১ নং ক্রমে দেখুন]
১৩৭. (ক) শীলবিশুদ্ধি ও [১৩৭২ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) দৃষ্টিবিশুদ্ধি। [১৩৭৩ নং ক্রমে দেখুন]
১৩৮. (ক) দৃষ্টিবিশুদ্ধি। [১৩৭৪ নং ক্রমে দেখুন]
(খ) যথাদৃষ্টিসম্পন্নের প্রচেষ্টা। [১৩৭৫ নং ক্রমে দেখুন]
১৩৯. (ক) সংবেগ ও সংবেগজনক জায়গা। [১৩৭৬ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) সংবিগ্ন ব্যক্তির বিবেচনাপূর্ণ প্রচেষ্টা। [১৩৭৭ নং ক্রমে দেখুন]

১৪০. (ক) কুশল ধর্মগুলোতে অসন্তোষ। [১৩৭৮ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) প্রচেষ্টায় পিছু না হটা। [১৩৭৯ নং ক্রমে দেখুন]

১৪১. (ক) বিদ্যা ও [১৩৮০ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) বিমুক্তি। [১৩৮১ নং ক্রমে দেখুন]

১৪২. (ক) ক্ষয়ে জ্ঞান। [১৩৮২ নং ক্রমে দেখুন]

(খ) অনুৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান। [১৩৮৩ নং ক্রমে দেখুন]

(সুত্তন্ত দ্বিক মাতিকা বা বিষয়সূচি সমাপ্ত)

(মাতিকা বা বিষয়সূচি সমাপ্ত)

* * *

১. চিত্তোৎপত্তি অধ্যায়

কামাবচর কুশল
প্রতিটি শব্দের বিশদ বিশ্লেষণ
(পদভাজনী)

১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন (স্প্রষ্টব্য-আলম্বন) অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত (যুক্ত) জ্ঞান-সংযুক্ত কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক সংকল্প হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়, সম্যক স্মৃতি হয়, সম্যক সমাধি হয়, শ্রদ্ধাবল হয়, বীর্যবল হয়, স্মৃতিবল হয়, সমাধিবল হয়, প্রজ্ঞাবল হয়, লজ্জাবল হয়, ভয়বল হয়, অলোভ হয়, অদ্বেষ হয়, অমোহ হয়, অলালসা হয়, অবিদ্বেষ হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, নামকায়ের (বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের) প্রশান্তি (কাযপস্সদ্ধি) হয়, চিত্তের প্রশান্তি (চিত্তপস্সদ্ধি) হয়, নামকায়ের (বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের) হালকা ভাব (কাযলঘুতা) হয়, চিত্তের হালকা ভাব (চিত্তলঘুতা) হয়, নামকায়ের (বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের) কোমলতা (কাযমুদুতা) হয়, চিত্তের কোমলতা (চিত্তমুদুতা) হয়, নামকায়ের (বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের) কর্মক্ষমতা (কাযকম্মঞ্ঞতা) হয়, চিত্তের কর্মক্ষমতা (চিত্তকম্মঞ্ঞতা) হয়, নামকায়ের (বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের) কর্মদক্ষতা (কাযপাগুঞ্ঞতা) হয়, চিত্তের কর্মদক্ষতা (চিত্তপাগুঞ্ঞতা) হয়, নামকায়ের (বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের) সরলতা (কাযুজুকতা) হয়, চিত্তের সরলতা (চিত্তুজুকতা) হয়, স্মৃতি হয়, সম্প্রজ্ঞান হয়, শমথ হয়, বিদর্শন হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন (পটিচ্চসমুপ্পন্না) অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

[[[অর্থকথা হতে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা : কুৎসিত খারাপ পাপধর্মগুলোকে

ঝাকুনি দেয়, সরিয়ে দেয়, কাঁপিয়ে দেয়, ধ্বংস করে দেয় এই অর্থে এখানে **কুশল** বলা হয়েছে। আর **ধর্ম** মানে হচ্ছে যেসব বিষয় নিজের স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সেগুলো। যে-সমস্ত চিত্ত ছয় সুগতি ভূমি, মনুষ্যভূমি ও চার অপায় ভূমি এই এগারোটি কামভূমিতে বিচরণ করে সেগুলোকে **কামাবচর** বলা হয়েছে। বিচরণ করে অর্থে **অবচর**। ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়বস্তুর মধ্যে কর্ম-চিত্ত-ঋতু-আহার দ্বারা সমুত্থিত তথা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকালীয় জগতে যা কিছু চক্ষুগ্রাহ্য দৃশ্যমান বস্তু বা বর্ণ আছে সেগুলোকে বলা হয় **রূপ-আলম্বন**। চিত্ত ও ঋতু দ্বারা সমুত্থিত তথা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকালীয় কানে শোনা যায় এমন যত ধরনের শব্দ আছে সবগুলোকে বলা হয় **শব্দ-আলম্বন**। কর্ম-চিত্ত-ঋতু-আহার দ্বারা সমুত্থিত তথা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকালীয় জগতে যত ধরনের গন্ধ আছে সেগুলোকে বলা হয় **গন্ধ-আলম্বন**। কর্ম-চিত্ত-ঋতু-আহার দ্বারা সমুত্থিত তথা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকালীয় জগতে যত ধরনের রস বা স্বাদ আছে সেগুলোকে বলা হয় **রস-আলম্বন**। কর্ম-চিত্ত-ঋতু-আহার দ্বারা সমুত্থিত তথা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকালীয় জগতে যত ধরনের স্পর্শযোগ্য বিষয় আছে সেগুলোকে বলা হয় **স্পর্শযোগ্য-আলম্বন**। আর **ধর্ম-আলম্বন** মানে হচ্ছে কর্ম-চিত্ত-ঋতু-আহার দ্বারা সমুত্থিত তথা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকালীয় প্রসাদ-রূপ, সূক্ষ্ম-রূপ, চিত্ত, চৈতসিক, প্রজ্ঞপ্তি (মনের ধারণা) ও নির্বাণ, অর্থাৎ মনোগোচর তথা চিত্তের বিষয়বস্তু হতে পারে এমন যাবতীয় বিষয়। **সৌমনস্য-সহগত** মানে হচ্ছে মধুর আনন্দানুভূতি নিয়ে।

এর পরে **স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা** প্রভৃতি যেসব কুশল ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো একটি একটি করে নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকরা সেগুলো পড়ে কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন। অর্থকথায় এই কুশল ধর্মগুলোর অনেক বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে প্রত্যেক শব্দের ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম।]]]

২. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৩. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে

বেদনা।

৪. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

৫. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

৬. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

৭. সেই সময়ে কিভাবে বিতর্ক হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), সম্যক সংকল্প—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিতর্ক।

৮. সেই সময়ে কিভাবে বিচার হয়?

সেই সময়ে যা অলম্বনে ঘোরাফেরাকরণ, বিচরণ, অনুবিচরণ, উপবিচরণ, আলম্বনে চিত্তকে স্থাপন, আলম্বনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিচার।

৯. সেই সময়ে কিভাবে প্রীতি হয়?

সেই সময়ে যা প্রীতি, আনন্দের অবস্থা, আমোদ, প্রমোদ, উল্লাস, প্রয়োল্লাস, আহ্লাদ, চিত্তের সুখী ভাব, আনন্দিত ভাব—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রীতি।

১০. সেই সময়ে কিভাবে সুখ হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সুখ।

১১. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে)

সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

১২. সেই সময়ে কিভাবে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা (বুদ্ধগুণ প্রভৃতির প্রতি) বিশ্বাস, বিশ্বাসের অবস্থা (সদ্দহনা), অবিচল আস্থা (ওকপ্পনা), অতীব প্রসন্নতার অবস্থা (অভিপ্পসাদো), শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল—এই হচ্ছে সেই সময়ে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়।

১৩. সেই সময়ে কিভাবে বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্য-ইন্দ্রিয়।

১৪. সেই সময়ে কিভাবে স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্মৃতি-ইন্দ্রিয়।

১৫. সেই সময়ে কিভাবে সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর

(ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধি-ইন্দ্রিয়।

১৬. সেই সময়ে কিভাবে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।

১৭. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

১৮. সেই সময়ে কিভাবে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়।

১৯. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়।

২০. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা

(ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক দৃষ্টি।

২১. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক সংকল্প হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), সম্যক সংকল্প—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক সংকল্প।

২২. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক প্রচেষ্টা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক প্রচেষ্টা।

২৩. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক স্মৃতি হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক স্মৃতি।

২৪. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক সমাধি হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক সমাধি।

২৫. সেই সময়ে কিভাবে শ্রদ্ধাবল হয়?

সেই সময়ে যা (বুদ্ধগুণ প্রভৃতির প্রতি) বিশ্বাস, বিশ্বাসের অবস্থা (সদ্দহনা), অবিচল আস্থা (ওকপ্পনা), অতীব প্রসন্নতার অবস্থা (অভিপ্পসাদো), শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল—এই হচ্ছে সেই সময়ে শ্রদ্ধাবল।

২৬. সেই সময়ে কিভাবে বীর্যবল হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্যবল।

২৭. সেই সময়ে কিভাবে স্মৃতিবল হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্মৃতিবল।

২৮. সেই সময়ে কিভাবে সমাধিবল হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য

ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধিবল।

২৯. সেই সময়ে কিভাবে প্রজ্ঞাবল হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রজ্ঞাবল।

৩০. সেই সময়ে কিভাবে লজ্জাবল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে লজ্জাবল।

৩১. সেই সময়ে কিভাবে ভয়বল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে ভয়বল।

৩২. সেই সময়ে কিভাবে অলোভ হয়?

সেই সময়ে যা অলোভ, অলোভের অবস্থা, অলোভীর অবস্থা, অনাসক্তি, অনাসক্তির অবস্থা, অনাসক্তের অবস্থা, অলালসা, অলোভ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অলোভ।

৩৩. সেই সময়ে কিভাবে অদ্বেষ হয়?

সেই সময়ে যা অদ্বেষ, অদ্বেষের অবস্থা, অদ্বেষীর অবস্থা, অবিদ্বেষ, অবিদ্বেষী, অদ্বেষ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অদ্বেষ।

৩৪. সেই সময়ে কিভাবে অমোহ হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, অমোহ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অমোহ।

৩৫. সেই সময়ে কিভাবে অলালসা (অনভিজ্ঝা) হয়?

সেই সময়ে যা অলোভ, অলোভের অবস্থা, অলোভীর অবস্থা, অনাসক্তি, অনাসক্তির অবস্থা, অনাসক্তের অবস্থা, অলালসা, অলোভ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অলোভ।

৩৬. সেই সময়ে কিভাবে অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো) হয়?

সেই সময়ে যা অদ্বেষ, অদ্বেষের অবস্থা, অদ্বেষীর অবস্থা, অবিদ্বেষ, অবিদ্বেষী, অদ্বেষ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অবিদ্বেষ।

৩৭. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক দৃষ্টি।

৩৮. সেই সময়ে কিভাবে লজ্জা হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ

অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে লজ্জা।

৩৯. সেই সময়ে কিভাবে ভয় হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে ভয়।

৪০. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের প্রশান্তি হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের প্রশান্তি, অতীব প্রশান্তি, শান্ত অবস্থা, অতীব শান্ত অবস্থা, উপশান্ত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের প্রশান্তি।

৪১. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের প্রশান্তি হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের প্রশান্তি, অতীব প্রশান্তি, শান্ত অবস্থা, অতীব শান্ত অবস্থা, উপশান্ত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের প্রশান্তি।

৪২. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের হালকা ভাব হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের হালকা ভাব (লহুতা), দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনের সক্ষমতা (লহুপরিণামতা), হালকা অবস্থা (অদন্ধনতা), মান প্রভৃতি কলুষতা-ভারমুক্ত অবস্থা (অৰিখনতা)—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের হালকা ভাব।

৪৩. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের হালকা ভাব হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের হালকা ভাব (লহুতা), দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনের সক্ষমতা (লহুপরিণামতা), হালকা অবস্থা (অদন্ধনতা), মান প্রভৃতি কলুষতা-ভারমুক্ত অবস্থা (অৰিখনতা)—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের হালকা ভাব।

৪৪. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের কোমলতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের মৃদুতা, কোমলতা (মদ্দৰতা), রুক্ষতাহীন অবস্থা (অককখলতা), অকঠিন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের কোমলতা।

৪৫. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের কোমলতা হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের মৃদুতা, কোমলতা (মদ্দৰতা), রুক্ষতাহীন অবস্থা (অককখলতা), অকঠিন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের কোমলতা।

৪৬. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের কর্মক্ষমতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতা, কুশলকর্মে নিয়োজিত অবস্থা, কুশলকর্মে

আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের কর্মক্ষমতা।

৪৭. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের কর্মক্ষমতা হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতা, কুশলকর্মে নিয়োজিত অবস্থা, কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের কর্মক্ষমতা।

৪৮. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের কর্মদক্ষতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের নিপুণতা, দক্ষতা, নিপুণত্ব, নিপুণ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের কর্মদক্ষতা।

৪৯. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের কর্মদক্ষতা হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের নিপুণতা, দক্ষতা, নিপুণত্ব, নিপুণ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের কর্মদক্ষতা।

৫০. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের সরলতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের ঋজুতা, সরলতা, সমতা, অবক্রতা, অকুটিলতা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের সরলতা।

৫১. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের সরলতা হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের ঋজুতা, সরলতা, সমতা, অবক্রতা, অকুটিলতা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের সরলতা।

৫২. সেই সময়ে কিভাবে স্মৃতি হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্মৃতি।

৫৩. সেই সময়ে কিভাবে সম্প্রজ্ঞান হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান,

অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্প্রজ্ঞান।

৫৪. সেই সময়ে কিভাবে শমথ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৱট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৱিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৱিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৱিক্খেপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৱিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে শমথ।

৫৫. সেই সময়ে কিভাবে বিদর্শন হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৱিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৱিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৱিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৱেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিদর্শন।

৫৬. সেই সময়ে কিভাবে প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৱীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৱাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা

মনোবল (অনিক্খিত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রচেষ্টা।

৫৭. সেই সময়ে কিভাবে অবিক্ষেপ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসঙ্গে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিক্খেপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে অবিক্ষেপ।

অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

বিভাগ করে দেখানো পরিচ্ছেদ

(কোট্ঠাসৰারো)

৫৮. সেই সময়ে চার স্কন্ধ (রাশি) হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, পাঁচ অঙ্গযুক্ত (পঞ্চাঙ্গিক) ধ্যান হয়, পাঁচ অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়, এক প্রকার বেদনা হয়, এক প্রকার সংজ্ঞা হয়, এক প্রকার চেতনা হয়, এক প্রকার চিত্ত হয়, এক প্রকার বেদনাস্কন্ধ হয়, এক প্রকার সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়, এক প্রকার সংস্কারস্কন্ধ হয়, এক প্রকার বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়, এক প্রকার মন-আয়তন হয়, এক প্রকার মন-ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার মনোবিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৫৯. সেই সময়ে কিভাবে চার স্কন্ধ (রাশি) হয়? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ।

৬০. সেই সময়ে কিভাবে বেদনাস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন

হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ।

৬১. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

৬২. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, লজ্জাবল, ভয়বল, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, অলালসা (অনভিজ্ঝা), অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো), সম্যক দৃষ্টি, লজ্জা, ভয়, নামকায়ের প্রশান্তি, চিত্তের প্রশান্তি, নামকায়ের হালকা ভাব, চিত্তের হালকা ভাব, নামকায়ের কোমলতা, চিত্তের কোমলতা, নামকায়ের কর্মক্ষমতা, চিত্তের কর্মক্ষমতা, নামকায়ের কর্মদক্ষতা, চিত্তের কর্মদক্ষতা, নামকায়ের সরলতা, চিত্তের সরলতা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, শমথ, বিদর্শন, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ।

৬৩. সেই সময়ে কিভাবে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ।

সেই সময়ে এই চার স্কন্ধ হয়।

৬৪. সেই সময়ে কোন দুই প্রকার আয়তন হয়? মন-আয়তন ও ধর্ম-আয়তন।

৬৫. সেই সময়ে কিভাবে মন-আয়তন হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-আয়তন।

৬৬. সেই সময়ে কিভাবে ধর্ম-আয়তন হয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ—এই হচ্ছে সেই সময়ে ধর্ম-আয়তন।

সেই সময়ে দুই প্রকার আয়তন হয়।

৬৭. সেই সময়ে কোন দুই প্রকার ধাতু হয়?

মনোবিজ্ঞানধাতু ও ধর্মধাতু।

৬৮. সেই সময়ে কিভাবে মনোবিজ্ঞানধাতু হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মনোবিজ্ঞানধাতু।

৬৯. সেই সময়ে কিভাবে ধর্মধাতু হয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই হচ্ছে সেই সময়ে ধর্মধাতু।

সেই সময়ে এই দুই প্রকার ধাতু হয়।

৭০. সেই সময়ে কোন তিন প্রকার আহার হয়?

স্পর্শ-আহার, মনোসঞ্চেতনা-আহার, বিজ্ঞান-আহার।

৭০. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ-আহার হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ-আহার।

৭২. সেই সময়ে কিভাবে মনোসঞ্চেতনা-আহার হয়?

সেই সময়ে যা চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে মনোসঞ্চেতনা-আহার।

৭৩. সেই সময়ে কিভাবে বিজ্ঞান-আহার হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিজ্ঞান-আহার।

সেই সময়ে এই তিন প্রকার আহার হয়।

৭৪. সেই সময়ে কোন আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়?

শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়।

৭৫. সেই সময়ে কিভাবে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা (বুদ্ধগুণ প্রভৃতির প্রতি) বিশ্বাস, বিশ্বাসের অবস্থা (সদ্দহনা), অবিচল আস্থা (ওকপ্পনা), অতীব প্রসন্নতার অবস্থা (অভিপ্পসাদো), শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল—এই হচ্ছে সেই সময়ে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়।

৭৬. সেই সময়ে কিভাবে বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিক্খিত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিক্খিত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্য-ইন্দ্রিয়।

৭৭. সেই সময়ে কিভাবে স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্মৃতি-ইন্দ্রিয়।

৭৮. সেই সময়ে কিভাবে সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিক্খেপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধি-ইন্দ্রিয়।

৭৯. সেই সময়ে কিভাবে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার

করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।

৮০. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

৮১. সেই সময়ে কিভাবে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়।

৮২. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়।

সেই সময়ে এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়।

৮৩. সেই সময়ে কোন পাঁচ অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়?

বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা।

৮৪. সেই সময়ে কিভাবে বিতর্ক হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), সম্যক সংকল্প—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিতর্ক।

৮৫. সেই সময়ে কিভাবে বিচার হয়?

সেই সময়ে যা অলম্বনে ঘোরাফেরাকরণ, বিচরণ, অনুবিচরণ, উপবিচরণ, আলম্বনে চিত্তকে স্থাপন, আলম্বনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ—

এই হচ্ছে সেই সময়ে বিচার।

৮৬. সেই সময়ে কিভাবে প্রীতি হয়?

সেই সময়ে যা প্রীতি, আনন্দের অবস্থা, আমোদ, প্রমোদ, উল্লাস, প্রয়োল্লাস, আহ্লাদ, চিত্তের সুখী ভাব, আনন্দিত ভাব—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রীতি।

৮৭. সেই সময়ে কিভাবে সুখ হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সুখ।

৮৮. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

সেই সময়ে এই পাঁচ অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়।

৮৯. সেই সময়ে কোন পাঁচ অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়?

সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

৯০. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান,

অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক দৃষ্টি।

৯১. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক সংকল্প হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), সম্যক সংকল্প—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক সংকল্প।

৯২. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক প্রচেষ্টা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক প্রচেষ্টা।

৯৩. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক স্মৃতি হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক স্মৃতি।

৯৪. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক সমাধি হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিক্খেপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের

সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক সমাধি।

সেই সময়ে এই পাঁচ অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়।

৯৫. সেই সময়ে কোন সাত প্রকার বল হয়?

শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, লজ্জাবল, ভয়বল।

৯৬. সেই সময়ে কিভাবে শ্রদ্ধাবল হয়?

সেই সময়ে যা (বুদ্ধগুণ প্রভৃতির প্রতি) বিশ্বাস, বিশ্বাসের অবস্থা (সদ্দহনা), অবিচল আস্থা (ওকপ্পনা), অতীব প্রসন্নতার অবস্থা (অভিপ্পসাদো), শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল—এই হচ্ছে সেই সময়ে শ্রদ্ধাবল।

৯৭. সেই সময়ে কিভাবে বীর্যবল হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্যবল।

৯৮. সেই সময়ে কিভাবে স্মৃতিবল হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্মৃতিবল।

৯৯. সেই সময়ে কিভাবে সমাধিবল হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের

সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধিবল।

১০০. সেই সময়ে কিভাবে প্রজ্ঞাবল হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রজ্ঞাবল।

১০১. সেই সময়ে কিভাবে লজ্জাবল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে লজ্জাবল।

১০২. সেই সময়ে কিভাবে ভয়বল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে ভয়বল।

সেই সময়ে এই সাত প্রকার বল হয়।

১০৩. সেই সময়ে কোন তিন প্রকার হেতু হয়?

অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ।

১০৪. সেই সময়ে কিভাবে অলোভ হয়?

সেই সময়ে যা অলোভ, অলোভের অবস্থা, অলোভীর অবস্থা, অনাসক্তি, অনাসক্তির অবস্থা, অনাসক্তের অবস্থা, অলালসা, অলোভ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অলোভ।

১০৫. সেই সময়ে কিভাবে অদ্বেষ হয়?

সেই সময়ে যা অদ্বেষ, অদ্বেষের অবস্থা, অদ্বেষীর অবস্থা, অবিদ্বেষ, অবিদ্বেষী, অদ্বেষ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অদ্বেষ।

১০৬. সেই সময়ে কিভাবে অমোহ হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা

(ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, অমোহ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অমোহ।

সেই সময়ে এই তিন প্রকার হেতু হয়।

১০৭. সেই সময়ে কোন এক প্রকার স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার স্পর্শ।

১০৮. সেই সময়ে কোন এক প্রকার বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার বেদনা।

১০৯. সেই সময়ে কোন এক প্রকার সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার সংজ্ঞা।

১১০. সেই সময়ে কোন এক প্রকার চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার চেতনা।

১১১. সেই সময়ে কোন এক প্রকার চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডুর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার চিত্ত।

১১২. সেই সময়ে কোন এক প্রকার বেদনাস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন

হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার বেদনাস্কন্ধ।

১১৩. সেই সময়ে কোন এক প্রকার সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার সংজ্ঞা।

১১৪. সেই সময়ে কোন এক প্রকার সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, লজ্জাবল, ভয়বল, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, অলালসা (অনভিজ্ঝা), অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো), সম্যক দৃষ্টি, লজ্জা, ভয়, নামকায়ের প্রশান্তি, চিত্তের প্রশান্তি, নামকায়ের হালকা ভাব, চিত্তের হালকা ভাব, নামকায়ের কোমলতা, চিত্তের কোমলতা, নামকায়ের কর্মক্ষমতা, চিত্তের কর্মক্ষমতা, নামকায়ের কর্মদক্ষতা, চিত্তের কর্মদক্ষতা, নামকায়ের সরলতা, চিত্তের সরলতা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, শমথ, বিদর্শন, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ, অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার সংস্কারস্কন্ধ।

১১৫. সেই সময়ে কোন এক প্রকার বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডুর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার বিজ্ঞানস্কন্ধ।

১১৬. সেই সময়ে কোন এক প্রকার মন-আয়তন হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডুর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার মন-আয়তন।

১১৭. সেই সময়ে কোন এক প্রকার মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডুর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক

প্রকার মন-ইন্দ্রিয়।

১১৮. সেই সময়ে কোন এক প্রকার মনোবিজ্ঞানধাতু হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার মনোবিজ্ঞানধাতু।

১১৯. সেই সময়ে কোন এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার ধর্ম-আয়তন।

১২০. সেই সময়ে কোন এক প্রকার ধর্মধাতু হয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ—এই হচ্ছে সেই সময়ে এক প্রকার ধর্মধাতু।

অথবা, সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

শূন্যতা পরিচ্ছেদ

(সুঞ্ঞতাৰার)

১২১. সেই সময়ে ধর্মগুলো হয়, স্কন্ধগুলো হয়, আয়তনগুলো হয়, ধাতুগুলো হয়, আহারগুলো হয়, ইন্দ্রিয়গুলো হয়, ধ্যান হয়, মার্গ হয়, বলগুলো হয়, হেতুগুলো হয়, স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বেদনাস্কন্ধ হয়, সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়, সংস্কারস্কন্ধ হয়, বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়, মন-আয়তন হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, মনোবিজ্ঞানধাতু হয়, ধর্ম-আয়তন হয়, ধর্মধাতু হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্মগুলো আছে—এই ধর্মগুলোই কুশল।

১২২. সেই সময়ে কোন ধর্মগুলো হয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—সেই সময়ে এই ধর্মগুলো হয়।

১২৩. সেই সময়ে কোন স্কন্ধগুলো হয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—সেই সময়ে এই স্কন্ধগুলো হয়।

১২৪. সেই সময়ে কোন আয়তনগুলো হয়?

মন-আয়তন, ধর্ম-আয়তন—সেই সময়ে এই আয়তনগুলো হয়।

১২৫. সেই সময়ে কোন ধাতুগুলো হয়?

মনোবিজ্ঞানধাতু, ধর্মধাতু—সেই সময়ে এই ধাতুগুলো হয়।

১২৬. সেই সময়ে কোন আহারগুলো হয়?

স্পর্শ-আহার, মনোসঞ্চেতনা-আহার, বিজ্ঞান-আহার—সেই সময়ে এই আহারগুলো হয়।

১২৭. সেই সময়ে কোন ইন্দ্রিয়গুলো হয়?

শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়—সেই সময়ে এই ইন্দ্রিয়গুলো হয়।

১২৮. সেই সময়ে কোন ধ্যান হয়?

বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা—সেই সময়ে এই ধ্যান হয়।

১২৯. সেই সময়ে কোন মার্গ হয়?

সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি—সেই সময়ে এই মার্গ হয়।

১৩০. সেই সময়ে কোন বলগুলো হয়?

শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, লজ্জাবল, ভয়বল—সেই সময়ে এই বলগুলো হয়।

১৩১. সেই সময়ে কোন হেতুগুলো হয়?

অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—সেই সময়ে এই হেতুগুলো হয়।

১৩২. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

১৩৩. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

১৩৪. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

১৩৫. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা

গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

১৩৬. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

১৩৭. সেই সময়ে কিভাবে বেদনাস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ।

১৩৮. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

১৩৯. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, লজ্জাবল, ভয়বল, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, অলালসা (অনভিজ্ঝা), অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো), সম্যক দৃষ্টি, লজ্জা, ভয়, নামকায়ের প্রশান্তি, চিত্তের প্রশান্তি, নামকায়ের হালকা ভাব, চিত্তের হালকা ভাব, নামকায়ের কোমলতা, চিত্তের কোমলতা, নামকায়ের কর্মক্ষমতা, চিত্তের কর্মক্ষমতা, নামকায়ের কর্মদক্ষতা, চিত্তের কর্মদক্ষতা, নামকায়ের সরলতা, চিত্তের সরলতা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, শমথ, বিদর্শন, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ।

১৪০. সেই সময়ে কিভাবে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ।

১৪১. সেই সময়ে কিভাবে মন-আয়তন হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর

উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-আয়তন।

১৪২. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

১৪৩. সেই সময়ে কিভাবে মনোবিজ্ঞানধাতু হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মনোবিজ্ঞানধাতু।

১৪৪. সেই সময়ে কিভাবে ধর্ম-আয়তন হয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ—এই হচ্ছে সেই সময়ে ধর্ম-আয়তন।

১৪৫. সেই সময়ে কিভাবে ধর্মধাতু হয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ—এই হচ্ছে সেই সময়ে ধর্মধাতু।

অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্মগুলো আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

[শূন্যতা পরিচ্ছেদ—প্রথম চিত্ত]

১৪৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই কুশল।

[দ্বিতীয় চিত্ত]

১৪৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে (স্বতঃস্ফূর্তভাবে)

কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক সংকল্প হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়, সম্যক স্মৃতি হয়, সম্যক সমাধি হয়, শ্রদ্ধাবল হয়, বীর্যবল হয়, স্মৃতিবল হয়, সমাধিবল হয়, লজ্জাবল হয়, ভয়বল হয়, অলোভ হয়, অদ্বেষ হয়, অলালসা হয়, অবিদ্বেষ হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, নামকায়ের প্রশান্তি হয়, চিত্তের প্রশান্তি হয়, নামকায়ের হালকা ভাব হয়, চিত্তের হালকা ভাব হয়, নামকায়ের কোমলতা হয়, চিত্তের কোমলতা হয়, নামকায়ের কর্মক্ষমতা হয়, চিত্তের কর্মক্ষমতা হয়, নামকায়ের কর্মদক্ষতা হয়, চিত্তের কর্মদক্ষতা হয়, নামকায়ের সরলতা হয়, চিত্তের সরলতা হয়, স্মৃতি হয়, শমথ হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, সাত প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, পাঁচ অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, ছয় প্রকার বল হয়, দুই প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৪৮. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, লজ্জাবল, ভয়বল, অলোভ, অদ্বেষ, অলালসা (অনভিজ্ঝা), অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো), লজ্জা, ভয়, নামকায়ের প্রশান্তি, চিত্তের প্রশান্তি, নামকায়ের হালকা ভাব, চিত্তের হালকা ভাব, নামকায়ের কোমলতা, চিত্তের কোমলতা, নামকায়ের কর্মক্ষমতা, চিত্তের কর্মক্ষমতা, নামকায়ের কর্মদক্ষতা, চিত্তের কর্মদক্ষতা, নামকায়ের সরলতা, চিত্তের সরলতা, স্মৃতি, শমথ, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ, অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

[তৃতীয় চিত্ত]

১৪৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

[চতুর্থ চিত্ত]

১৫০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক সংকল্প হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়, সম্যক স্মৃতি হয়, সম্যক সমাধি হয়, শ্রদ্ধাবল হয়, বীর্যবল হয়, স্মৃতিবল হয়, সমাধিবল হয়, প্রজ্ঞাবল হয়, লজ্জাবল হয়, ভয়বল হয়, অলোভ হয়, অদ্বেষ হয়, অমোহ হয়, অলালসা হয়, অবিদ্বেষ হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, নামকায়ের প্রশান্তি হয়, চিত্তের প্রশান্তি হয়, নামকায়ের হালকা ভাব হয়, চিত্তের হালকা ভাব হয়, নামকায়ের কোমলতা হয়, চিত্তের কোমলতা হয়, নামকায়ের কর্মক্ষমতা হয়, চিত্তের কর্মক্ষমতা হয়, নামকায়ের কর্মদক্ষতা হয়, চিত্তের কর্মদক্ষতা হয়, নামকায়ের সরলতা হয়, চিত্তের সরলতা হয়, স্মৃতি হয়, সম্প্রজ্ঞান হয়, শমথ হয়, বিদর্শন হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৫১. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

১৫২. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

১৫৩. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা... ।

১৫৪. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই কুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, চার অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, পাঁচ অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৫৫. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, লজ্জাবল, ভয়বল, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, অলালসা (অনভিজ্ঝা), অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো), সম্যক দৃষ্টি, লজ্জা, ভয়, নামকায়ের প্রশান্তি, চিত্তের প্রশান্তি, নামকায়ের হালকা ভাব, চিত্তের হালকা ভাব, নামকায়ের কোমলতা, চিত্তের কোমলতা, নামকায়ের কর্মক্ষমতা, চিত্তের কর্মক্ষমতা, নামকায়ের কর্মদক্ষতা, চিত্তের কর্মদক্ষতা, নামকায়ের সরলতা, চিত্তের সরলতা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, শমথ, বিদর্শন, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ;

অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা

কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

[পঞ্চম চিত্ত]

১৫৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

[ষষ্ঠ চিত্ত]

১৫৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক সংকল্প হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়, সম্যক স্মৃতি হয়, সম্যক সমাধি হয়, শ্রদ্ধাবল হয়, বীর্যবল হয়, স্মৃতিবল হয়, সমাধিবল হয়, লজ্জাবল হয়, ভয়বল হয়, অলোভ হয়, অদ্বেষ হয়, অলালসা হয়, অবিদ্বেষ হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, নামকায়ের প্রশান্তি হয়, চিত্তের প্রশান্তি হয়, নামকায়ের হালকা ভাব হয়, চিত্তের হালকা ভাব হয়, নামকায়ের কোমলতা হয়, চিত্তের কোমলতা হয়, নামকায়ের কর্মক্ষমতা হয়, চিত্তের কর্মক্ষমতা হয়, নামকায়ের কর্মদক্ষতা হয়, চিত্তের কর্মদক্ষতা হয়, নামকায়ের সরলতা হয়, চিত্তের সরলতা হয়, স্মৃতি হয়, শমথ হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, সাত প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, চার অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়,

চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, ছয় প্রকার বল হয়, দুই প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৫৮. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, লজ্জাবল, ভয়বল, অলোভ, অদ্বেষ, অলালসা (অনভিজ্ঝা), অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো), লজ্জা, ভয়, নামকায়ের প্রশান্তি, চিত্তের প্রশান্তি, নামকায়ের হালকা ভাব, চিত্তের হালকা ভাব, নামকায়ের কোমলতা, চিত্তের কোমলতা, নামকায়ের কর্মক্ষমতা, চিত্তের কর্মক্ষমতা, নামকায়ের কর্মদক্ষতা, চিত্তের কর্মদক্ষতা, নামকায়ের সরলতা, চিত্তের সরলতা, স্মৃতি, শমথ, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ;

অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

[সপ্তম চিত্ত]

১৫৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

[অষ্টম চিত্ত]

[আট কামাবচর মহাকুশল চিত্ত]

[দ্বিতীয় ভাণবার]

রূপাবচর কুশল

চতুষ্ক ধারা বা পদ্ধতি

১৬০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন[১] তখন কাম (বস্তুকাম ও কলুষতাকাম) ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ (বাধাহীন অবস্থা হতে উৎপন্ন) প্রীতি-সুখ সমন্বিত পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৬১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে নিজের মনে উৎপন্ন শ্রদ্ধা নিয়ে আরও উন্নত ও শক্তিশালী অবিতর্ক-অবিচার সমাধি হতে জাত প্রীতি-সুখ সমন্বিত পৃথিবী-কৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, তিন অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৬২. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক প্রচেষ্টা,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ,

---

[১] "মার্গ ভাবনা করেন" মানে হচ্ছে উপায় উদ্ভাবন করেন, গবেষণা করেন, অনুসন্ধান করেন। (অত্থসালিনী)

সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৬৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন প্রীতির প্রতিও বিতৃষ্ণ হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ (সমদর্শী) হয়ে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে নামকায়ে সুখ অনুভব করেন, যাকে আর্যগণ "উপেক্ষক স্মৃতিমান ও সুখবিহারী" হিসেবে বলে থাকেন, পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, দুই অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৬৪. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক প্রচেষ্টা,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৬৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করে, পূর্বের সৌমনস্য-দৌর্মনস্যকে অস্তমিত করে, অদুঃখ-অসুখ উপেক্ষাজনিত পরিশুদ্ধ স্মৃতি-সমন্বিত হয়ে পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়,

উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, দুই অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৬৬. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক প্রচেষ্টা,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

পঞ্চক ধারা বা পদ্ধতি

(পঞ্চকনযো)

১৬৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৬৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্কহীন কিন্তু বিচারসহ সমাধি হতে জাত প্রীতি-সুখ সমন্বিত পৃথিবী-কৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিচার হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়,

সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, চার অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৬৯. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক প্রচেষ্টা,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৭০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, তিন অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৭১. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক প্রচেষ্টা,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৭২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন প্রীতির প্রতিও বিতৃষ্ণ হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৭৩. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক প্রচেষ্টা,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৭৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করে,... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, আট প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, দুই অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৭৫. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক প্রচেষ্টা,... প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

চার প্রকার অগ্রগতির উপায়

(চতস্সো পটিপদা)

১৭৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি (দুকখপটিপদং) এবং ধীর উপলব্ধির (দন্ধাভিঞ্ঞং) প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৭৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির (খিপ্পাভিঞ্ঞং) প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৭৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি (সুখপটিপদং) কিন্তু ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে

কুশল।

১৭৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

১৮০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

(চার প্রকার অগ্রগতির উপায়)

চার প্রকার আলম্বন বা বিষয়বস্তু

(চত্তারি আরম্মণানি)

১৮১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য[১] (পরিত্তং) সামান্য-আলম্বন[২] পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৮২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন[৩]

---

[১] এখানে "সামান্য" বলতে অল্পমাত্র গুণের অধিকারী বুঝানো হয়েছে। এটি গুণস্বল্পতার কারণে উচ্চতর ধ্যান লাভের কারণ হতে পারে না। (অত্থসালিনী)

[২] এখানে "সামান্য-আলম্বন" মানে ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি এমন সুপ্ত সামান্যমাত্র আলম্বনে উৎপন্ন হয় এই অর্থে বুঝায়। (অত্থসালিনী)

[৩] এখানে "অসামান্য-আলম্বন" মানে ভালোভাবে বেড়ে উঠেছে এমন বিপুল ও বড়সড়ো আলম্বনে উৎপন্ন হয় এই অর্থে বুঝায় (অত্থসালিনী)।

পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৮৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য[১] (অপ্পমাণং) কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৮৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য (অপ্পমাণং) অসামান্য-আলম্বন (অপ্পমাণারম্মণং) পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৮৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... সামান্য সামান্য-আলম্‌বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

(চার প্রকার আলম্বন বা বিষয়বস্তু)

সমন্বিতভাবে ষোলো বার

(সোলসকখত্তুকং)

১৮৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন

---

[১] গুণমহত্ততার কারণে উচ্চতর ধ্যান লাভের কারণ হতে পারে এই অর্থে **অসামান্য**। (অত্থসালিনী)

করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৮৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৮৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৮৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন

তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৯৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২০০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২০১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২০২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... সামান্য সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... সামান্য কিন্তু অসামান্য-

আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

সামান্য সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

সামান্য সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

সামান্য সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

(সমন্বিতভাবে ষোলো বার)

আট কৃৎস্ন ষোলো বার

(অট্ঠকসিণং সোলসকখত্তুং)

২০৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... জল-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান... তেজ-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান... বায়ু-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান... নীল-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান... হলুদ-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান... লাল-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান... সাদা-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

(আট কৃৎস্ন ষোলো বার)

অতিক্রমের বিষয় সামান্য রূপগুলো

(অভিভাযতনানি পরিত্তানি)

২০৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ (অজ্ঝত্তং) রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক (বহিদ্ধা) সামান্য (পরিত্তানি) রূপগুলোকে (অর্থাৎ পরিকর্ম বা অর্পণা যে বশেই হোক বাহ্যিক আট কৃৎস্নকে) দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২০৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

চার প্রকার অগ্রগতির উপায়

(চতস্সো পটিপদা)

২০৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২০৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২০৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২০৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

দুই প্রকার আলম্বন

(দ্বে আরম্মণানি)

২১১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য সামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... সামান্য

সামান্য-আলম্বন... অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

সমন্বিতভাবে আট বার

(অট্ঠকখত্তুং)

২১৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির, সামান্য সামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন

তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির, সামান্য সামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির, অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২২০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির, সামান্য সামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২২১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন

তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২২২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির, সামান্য সামান্য-আলম্বন... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির, অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির, সামান্য সামান্য-আলম্বন... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির, সামান্য সামান্য-আলম্বন... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির, অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির, সামান্য সামান্য-আলম্বন... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য কিন্তু সামান্য-আলম্বন দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

এটিও সমন্বিতভাবে আট বার

(ইদম্পি অট্ঠকখত্তুকং)

২২৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য পরিশুদ্ধ-অপরিশুদ্ধ (সুৰণ্ণদুব্বণ্ণানি) রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য পরিশুদ্ধ-অপরিশুদ্ধ রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২১৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক সামান্য পরিশুদ্ধ-অপরিশুদ্ধ রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক সামান্য পরিশুদ্ধ-অপরিশুদ্ধ রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

অসামান্য রূপগুলো

(অপ্পমাণানি)

২২৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২২৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

চার প্রকার অগ্রগতির উপায়

(চতস্সো পটিপদা)

২২৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন

তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২২৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২২৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৩০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৩১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন

তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

দুই প্রকার আলম্বন

(দ্বে আরম্মণানি)

২৩২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৩৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৩৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন... অসামান্য অসামান্য-আলম্বন দ্বিতীয়

ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

আরও সমন্বিতভাবে আট বার

(অপরম্পি অট্‌ঠকখত্তুং)

২৩৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৩৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৩৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৩৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন

তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৩৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৪০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৪১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৪২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন

তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৪৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন... কষ্টকর অগ্রগতি কিন্তু দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন... সহজ অগ্রগতি কিন্তু ধীর উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির, সামান্য কিন্তু অসামান্য-আলম্বন... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির, অসামান্য অসামান্য-আলম্বন দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

এটিও সমন্বিতভাবে আট বার

(ইদম্পি অট্ঠকখত্তুকং)

২৪৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য পরিশুদ্ধ-অপরিশুদ্ধ রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য পরিশুদ্ধ-অপরিশুদ্ধ রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৪৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক অসামান্য পরিশুদ্ধ-অপরিশুদ্ধ রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক অসামান্য পরিশুদ্ধ-অপরিশুদ্ধ রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

(এটিও সমন্বিতভাবে আট বার)

এই অতিক্রমের বিষয়গুলোও ষোলো বার

(ইমানি পি অভিভাযতনানি সোলসকখত্তুকানি)

২৪৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-প্রভাযুক্ত বাহ্যিক রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৪৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে হলুদ, হলুদবর্ণ, হলুদ-নিদর্শন, হলুদ-প্রভাযুক্ত বাহ্যিক রূপগুলোকে দেখেন... লাল, লালবর্ণ, লাল-নিদর্শন, লাল-প্রভাযুক্ত বাহ্যিক রূপগুলোকে দেখেন... সাদা, সাদাবর্ণ, সাদা-নিদর্শন, সাদা-প্রভাযুক্ত বাহ্যিক রূপগুলোকে দেখেন, এবং সেই বাহ্যিক রূপগুলোকে অতিক্রম করে "আমি জানব, আমি দেখব" এই ভেবে বিতর্ক-বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

(এই অতিক্রমের ধর্মগুলোও ষোলো বার)

তিন প্রকার বিমোক্ষ ষোলো বার

(তীনি ৰিমোক্খানি সোলসকখত্তুকানি)

২৪৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন রূপাবচর ধ্যানী (রূপী) (নীল-কৃৎস্ন প্রভৃতি) বাহ্যিক রূপগুলোকে (ধ্যানচক্ষু দিয়ে) দেখেন, এবং কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৪৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন অভ্যন্তরীণ রূপগুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাহ্যিক রূপগুলোকে দেখেন, এবং কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন "এটি শুভ!" এই ভেবে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

চার ব্রহ্মবিহার ধ্যান ষোলো বার

(চত্তারি ব্রহ্মৰিহারঝানানি সোলসকখত্তুকানি)

২৫১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... মৈত্রী-সহগত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... মৈত্রী-সহগত দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন প্রীতির প্রতিও বিতৃষ্ণ হয়ে... মৈত্রী-সহগত তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... মৈত্রী-সহগত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি হতে উৎপন্ন প্রীতি-সুখ সমন্বিত মৈত্রী-সহগত দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... মৈত্রী-সহগত তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন প্রীতির প্রতিও বিতৃষ্ণ হয়ে... মৈত্রী-সহগত চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... করুণা-সহগত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৫৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... করুণা-সহগত দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয়

ধ্যান... প্রথম ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৬০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... মুদিতা-সহগত[১] প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৬১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... মুদিতা-সহগত দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... প্রথম ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৬২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন সুখও পরিত্যাগ করে... উপেক্ষা-সহগত চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

অশুভ (কুৎসিত) ধ্যান ষোলো বার

(অসুভঝানং সোলসকখত্তুকং)

২৬৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... স্ফীত মৃতদেহ ধারণাযুক্ত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৬৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... নীলচে মৃতদেহ ধারণাযুক্ত... পুঁজপূর্ণ মৃতদেহ ধারণাযুক্ত... বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ ধারণাযুক্ত... ফোলা মৃতদেহ ধারণাযুক্ত... বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ ধারণাযুক্ত... নিহত-বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ

---

[১] পরের উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি ও সৌভাগ্য দেখে মনের মধ্যে একধরনের সুখ অনুভব করাই হচ্ছে **"মুদিতা"**।

ধারণাযুক্ত... রক্তাক্ত মৃতদেহ ধারণাযুক্ত... কীটপূর্ণ মৃতদেহ ধারণাযুক্ত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

অরূপাবচর কুশল

চার অরূপ ধ্যান ষোলো বার

(চত্তারি অরূপঝানানি সোলসকখত্তুকানি)

২৬৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি রূপ-সংজ্ঞা (অর্থাৎ রূপাবচর ধ্যান ও তার আলম্বনগুলো) অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা[১] অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞায়[২] মনোযোগ না দিয়ে আকাশ-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... উপেক্ষা-সহগত চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৬৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি আকাশ-আয়তন অতিক্রম করে, বিজ্ঞান-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... উপেক্ষা-সহগত চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৬৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি বিজ্ঞান-আয়তন অতিক্রম করে, আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... উপেক্ষা-সহগত চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন

---

[১] চক্ষু প্রভৃতি বাস্তুর সঙ্গে রূপ প্রভৃতি আলম্বনের সংযোগে উৎপন্ন হওয়া সংজ্ঞা বা ধারণাই হচ্ছে **প্রতিঘ-সংজ্ঞা**। প্রতিঘ-সংজ্ঞা পাঁচ প্রকার; যথা : রূপসংজ্ঞা, শব্দসংজ্ঞা, গন্ধসংজ্ঞা, রসসংজ্ঞা, স্পর্শযোগ্য-সংজ্ঞা। (অটঠসালিনী)

[২] চলমান জীবনে মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে যে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাকেই **নানাত্ব-সংজ্ঞা** বলে। আট কামাবচর কুশল চিত্তের সংজ্ঞা, বারো অকুশল চিত্তের সংজ্ঞা, এগারো কামাবচর কুশল-বিপাক চিত্তের সংজ্ঞা, দুই অকুশল-বিপাক চিত্তের সংজ্ঞা, এগারো কামাবচর ক্রিয়া চিত্তের সংজ্ঞা - মোট এই চুয়াল্লিশ প্রকার সংজ্ঞাই হচ্ছে **নানাত্ব-সংজ্ঞা**। (অটঠসালিনী)

করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৬৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করে, নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... উপেক্ষা-সহগত চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

তিন ভূমির কুশল

(তেভূমক কুসল)

কামাবচর কুশল

২৬৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত (প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন)... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... বীর্য-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম কামাবচর কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই কুশল।

২৭০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন)... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন)... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন)... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) হীন... মধ্যম... উত্তম... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... বীর্য-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম কামাবচর কুশল চিত্ত

উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই কুশল।

রূপাবচর কুশল

২৭১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্নে লব্ধ হীন... মধ্যম... উত্তম... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... বীর্য-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৭২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... পৃথিবী-কৃৎস্নে লব্ধ হীন... মধ্যম... উত্তম... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... বীর্য-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

অরূপাবচর কুশল

২৭৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে আকাশ-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... হীন... মধ্যম... উত্তম... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... বীর্য-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে

(তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৭৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি আকাশ-আয়তন অতিক্রম করে, বিজ্ঞান-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... হীন... মধ্যম... উত্তম... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... বীর্য-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৭৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি বিজ্ঞান-আয়তন অতিক্রম করে, আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... হীন... মধ্যম... উত্তম... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... বীর্য-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৭৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করে, নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... হীন... মধ্যম... উত্তম... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... বীর্য-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত হীন... মধ্যম... উত্তম চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

লোকোত্তর কুশল

শুধু অগ্রগতির উপায়
(সুদ্ধিকপটিপদা)

২৭৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, অজ্ঞাতকে-জানব-এই-চিন্তা-ইন্দ্রিয় হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, সম্যক সংকল্প হয়, সম্যক বাক্য হয়, সম্যক কর্ম হয়, সম্যক জীবিকা হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হয়, সম্যক স্মৃতি হয়, সম্যক সমাধি হয়, শ্রদ্ধাবল হয়, বীর্যবল হয়, স্মৃতিবল হয়, সমাধিবল হয়, প্রজ্ঞাবল হয়, লজ্জাবল হয়, ভয়বল হয়, অলোভ হয়, অদ্বেষ হয়, অমোহ হয়, অলালসা হয়, অবিদ্বেষ হয়, সম্যক দৃষ্টি হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, নামকায়ের প্রশান্তি হয়, চিত্তের প্রশান্তি হয়, নামকায়ের হালকা ভাব হয়, চিত্তের হালকা ভাব হয়, নামকায়ের কোমলতা হয়, চিত্তের কোমলতা হয়, নামকায়ের কর্মক্ষমতা হয়, চিত্তের কর্মক্ষমতা হয়, নামকায়ের কর্মদক্ষতা হয়, চিত্তের কর্মদক্ষতা হয়, নামকায়ের সরলতা হয়, চিত্তের সরলতা হয়, স্মৃতি হয়, সম্প্রজ্ঞান হয়, শমথ হয়, বিদর্শন হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

২৭৮. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

২৭৯. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

২৮০. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

২৮১. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

২৮২. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

২৮৩. সেই সময়ে কিভাবে বিতর্ক হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), সম্যক সংকল্প, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিতর্ক।

২৮৪. সেই সময়ে কিভাবে বিচার হয়?

সেই সময়ে যা অলম্বনে ঘোরাফেরাকরণ, বিচরণ, অনুবিচরণ, উপবিচরণ, আলম্বনে চিত্তকে স্থাপন, আলম্বনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিচার।

২৮৫. সেই সময়ে কিভাবে প্রীতি হয়?

সেই সময়ে যা প্রীতি, আনন্দের অবস্থা, আমোদ, প্রমোদ, উল্লাস, প্রয়োল্লাস, আহ্লাদ, চিত্তের সুখী ভাব, আনন্দিত ভাব, চিত্তের প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রীতি।

২৮৬. সেই সময়ে কিভাবে সুখ হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সুখ।

২৮৭. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে)

সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

২৮৮. সেই সময়ে কিভাবে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা (বুদ্ধগুণ প্রভৃতির প্রতি) বিশ্বাস, বিশ্বাসের অবস্থা (সদ্দহনা), অবিচল আস্থা (ওকপ্পনা), অতীব প্রসন্নতার অবস্থা (অভিপ্পসাদো), শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল—এই হচ্ছে সেই সময়ে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়।

২৮৯. সেই সময়ে কিভাবে বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্য-ইন্দ্রিয়।

২৯০. সেই সময়ে কিভাবে স্মৃতি-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্মৃতি-ইন্দ্রিয়।

২৯১. সেই সময়ে কিভাবে সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি),

আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিক্খেপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধি-ইন্দ্রিয়।

২৯২. সেই সময়ে কিভাবে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।

২৯৩. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

২৯৪. সেই সময়ে কিভাবে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়।

২৯৫. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়।

২৯৬. সেই সময়ে কিভাবে অজ্ঞাতকে-জানব-এই-চিন্তা-ইন্দ্রিয়[১] হয়?

যা সেই অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অপ্রাপ্ত, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ধর্মগুলোকে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে অজ্ঞাতকে-জানব-এই-চিন্তা-ইন্দ্রিয়।

২৯৭. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক দৃষ্টি।

২৯৮. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক সংকল্প হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), সম্যক সংকল্প, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই

---

[১] স্রোতাপত্তিমার্গকেই **অজ্ঞাতকে-জানব-এই-চিন্তা-ইন্দ্রিয়** বলা হয়।

হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক সংকল্প।

২৯৯. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক বাক্য হয়?

সেই সময়ে যা চার প্রকার বাক্য-দুশ্চরিত হতে বিরতি, প্রতিবিরতি, বিরত থাকা, বাক্য-দুশ্চরিত না করা, প্রাপ্ত না হওয়া, লিপ্ত না হওয়া, বাক্য-দুশ্চরিতের সীমা অতিক্রম না করা, বাক্য-দুশ্চরিতের বাঁধ ধসিয়ে দেওয়া, সম্যক বাক্য, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক বাক্য।

৩০০. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক কর্ম হয়?

সেই সময়ে যা চার প্রকার কায়-দুশ্চরিত হতে বিরতি, প্রতিবিরতি, বিরত থাকা, কায়-দুশ্চরিত না করা, প্রাপ্ত না হওয়া, লিপ্ত না হওয়া, কায়-দুশ্চরিতের সীমা অতিক্রম না করা, কায়-দুশ্চরিতের বাঁধ ধসিয়ে দেওয়া, সম্যক কর্ম, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক কর্ম।

৩০১. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক জীবিকা হয়?

সেই সময়ে যা চার প্রকার মিথ্যা জীবিকা হতে বিরতি, প্রতিবিরতি, বিরত থাকা, মিথ্যা জীবিকা অবলম্বন না করা, প্রাপ্ত না হওয়া, লিপ্ত না হওয়া, মিথ্যা জীবিকার সীমা অতিক্রম না করা, মিথ্যা জীবিকার বাঁধ ধসিয়ে দেওয়া, সম্যক জীবিকা, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক কর্ম।

৩০২. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক প্রচেষ্টা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক প্রচেষ্টা।

৩০৩. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক স্মৃতি হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—

এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক স্মৃতি।

৩০৪. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক সমাধি হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক সমাধি।

৩০৫. সেই সময়ে কিভাবে শ্রদ্ধাবল হয়?

সেই সময়ে যা (বুদ্ধগুণ প্রভৃতির প্রতি) বিশ্বাস, বিশ্বাসের অবস্থা (সদ্দহনা), অবিচল আস্থা (ওকপ্পনা), অতীব প্রসন্নতার অবস্থা (অভিপ্পসাদো), শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল—এই হচ্ছে সেই সময়ে শ্রদ্ধাবল।

৩০৬. সেই সময়ে কিভাবে বীর্যবল হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্যবল।

৩০৭. সেই সময়ে কিভাবে স্মৃতিবল হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্মৃতিবল।

৩০৮. সেই সময়ে কিভাবে সমাধিবল হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধিবল।

৩০৯. সেই সময়ে কিভাবে প্রজ্ঞাবল হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রজ্ঞাবল।

৩১০. সেই সময়ে কিভাবে লজ্জাবল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে লজ্জাবল।

৩১১. সেই সময়ে কিভাবে ভয়বল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে ভয়বল।

৩১২. সেই সময়ে কিভাবে অলোভ হয়?

সেই সময়ে যা অলোভ, অলোভের অবস্থা, অলোভীর অবস্থা, অনাসক্তি, অনাসক্তির অবস্থা, অনাসক্তের অবস্থা, অলালসা, অলোভ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অলোভ।

৩১৩. সেই সময়ে কিভাবে অদ্বেষ হয়?

সেই সময়ে যা অদ্বেষ, অদ্বেষের অবস্থা, অদ্বেষীর অবস্থা, অবিদ্বেষ, অবিদ্বেষী, অদ্বেষ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অদ্বেষ।

৩১৪. সেই সময়ে কিভাবে অমোহ হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে অমোহ।

৩১৫. সেই সময়ে কিভাবে অলালসা (অনভিজ্ঝা) হয়?

সেই সময়ে যা অলোভ, অলোভের অবস্থা, অলোভীর অবস্থা, অনাসক্তি, অনাসক্তির অবস্থা, অনাসক্তের অবস্থা, অলালসা, অলোভ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অলালসা।

৩১৬. সেই সময়ে কিভাবে অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো) হয়?

সেই সময়ে যা অদ্বেষ, অদ্বেষের অবস্থা, অদ্বেষীর অবস্থা, অবিদ্বেষ, অবিদ্বেষী, অদ্বেষ কুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে অবিদ্বেষ।

৩১৭. সেই সময়ে কিভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়

সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক দৃষ্টি।

৩১৮. সেই সময়ে কিভাবে লজ্জা হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে লজ্জা।

৩১৯. সেই সময়ে কিভাবে ভয় হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে ভয়।

৩২০. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের প্রশান্তি হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের প্রশান্তি, অতীব প্রশান্তি, শান্ত অবস্থা, অতীব শান্ত অবস্থা, উপশান্ত অবস্থা, প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের প্রশান্তি।

৩২১. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের প্রশান্তি হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের প্রশান্তি, অতীব প্রশান্তি, শান্ত অবস্থা, অতীব শান্ত অবস্থা, উপশান্ত অবস্থা, প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের প্রশান্তি।

৩২২. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের হালকা ভাব হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের হালকা ভাব (লহুতা), দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনের সক্ষমতা (লহুপরিণামতা), হালকা অবস্থা (অদন্ধনতা), মান প্রভৃতি কলুষতা-ভারমুক্ত অবস্থা (অৰিত্থনতা)—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের হালকা ভাব।

৩২৩. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের হালকা ভাব হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের হালকা ভাব (লহুতা), দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনের সক্ষমতা (লহুপরিণামতা), হালকা অবস্থা (অদন্ধনতা), মান প্রভৃতি কলুষতা-ভারমুক্ত অবস্থা (অৰিত্থনতা)—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের হালকা ভাব।

৩২৪. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের কোমলতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের মৃদুতা, কোমলতা (মদ্দৰতা), রুক্ষতাহীন অবস্থা (অকক্খলতা), অকঠিন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের কোমলতা।

৩২৫. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের কোমলতা হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের মৃদুতা, কোমলতা (মদ্দৰতা), রুক্ষতাহীন অবস্থা (অকক্খলতা), অকঠিন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের

কোমলতা।

৩২৬. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের কর্মক্ষমতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতা, কুশলকর্মে নিয়োজিত অবস্থা, কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের কর্মক্ষমতা।

৩২৭. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের কর্মক্ষমতা হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতা, কুশলকর্মে নিয়োজিত অবস্থা, কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের কর্মক্ষমতা।

৩২৮. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের কর্মদক্ষতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের নিপুণতা, দক্ষতা, নিপুণত্ব, নিপুণ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের কর্মদক্ষতা।

৩২৯. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের কর্মদক্ষতা হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের নিপুণতা, দক্ষতা, নিপুণত্ব, নিপুণ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের কর্মদক্ষতা।

৩৩০. সেই সময়ে কিভাবে নামকায়ের সরলতা হয়?

সেই সময়ে যা বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধের ঋজুতা, সরলতা, সমতা, অবক্রতা, অকুটিলতা—এই হচ্ছে সেই সময়ে নামকায়ের সরলতা।

৩৩১. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের সরলতা হয়?

সেই সময়ে যা বিজ্ঞানস্কন্ধের ঋজুতা, সরলতা, সমতা, অবক্রতা, অকুটিলতা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের সরলতা।

৩৩২. সেই সময়ে কিভাবে স্মৃতি হয়?

সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্মৃতি।

৩৩৩. সেই সময়ে কিভাবে সম্প্রজ্ঞান হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার

করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্প্রজ্ঞান।

৩৩৪. সেই সময়ে কিভাবে শমথ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে শমথ।

৩৩৫. সেই সময়ে কিভাবে বিদর্শন হয়?

সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিদর্শন।

৩৩৬. সেই সময়ে কিভাবে প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো),

আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রচেষ্টা।

৩৩৭. সেই সময়ে কিভাবে অবিক্ষেপ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত—এই হচ্ছে সেই সময়ে অবিক্ষেপ।

অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

সেই সময়ে চার স্কন্ধ (রাশি) হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, নয় প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, পাঁচ অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, অষ্টাঙ্গিক মার্গ হয়, সাত প্রকার বল হয়, তিন প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়, এক প্রকার বেদনা হয়, এক প্রকার সংজ্ঞা হয়, এক প্রকার চেতনা হয়, এক প্রকার চিত্ত হয়, এক প্রকার বেদনাস্কন্ধ হয়, এক প্রকার সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়, এক প্রকার সংস্কারস্কন্ধ হয়, এক প্রকার বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়, এক প্রকার মন-আয়তন হয়, এক প্রকার মন-ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার মনোবিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল... ।

৩৩৮. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়,

বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, অজ্ঞাতকে-জানব-এই-চিন্তা-ইন্দ্রিয়, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, লজ্জাবল, ভয়বল, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, অলালসা (অনভিজ্ঝা), অবিদ্বেষ (অব্যাপাদো), সম্যক দৃষ্টি, লজ্জা, ভয়, নামকায়ের প্রশান্তি, চিত্তের প্রশান্তি, নামকায়ের হালকা ভাব, চিত্তের হালকা ভাব, নামকায়ের কোমলতা, চিত্তের কোমলতা, নামকায়ের কর্মক্ষমতা, চিত্তের কর্মক্ষমতা, নামকায়ের কর্মদক্ষতা, চিত্তের কর্মদক্ষতা, নামকায়ের সরলতা, চিত্তের সরলতা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, শমথ, বিদর্শন, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই কুশল।

৩৩৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৪০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৪১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান

(এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৪২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

শূন্যতা

(সুঞ্ঞতং)

৩৪৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... শূন্যতা[১] প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৪৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

---

[১] এখানে **"শূন্যতা"** বলতে লোকোত্তর মার্গকেই বুঝায়। যখন কোনো ধ্যানী উত্থানগামী বিদর্শনের পর্যায়ে পৌঁছান, অর্থাৎ সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছান তখন কাম-রূপ-অরূপ এই তিন ভূমির যাবতীয় সংস্কারগুলোকে **শূন্যতার** চোখে দেখেন। এটিকে বলা হয় বিদর্শন শূন্যতা। এর পর পরই ধ্যানী অনুলোম ও গোত্রভূ এই দুই জ্ঞান অতিক্রমের মধ্য দিয়েই লোকোত্তর মার্গে প্রবেশ করেন বিধায় এই মার্গের নাম দেওয়া হয়েছে **শূন্যতা**। যেহেতু এই পর্যায়ে ধ্যানীর চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি শূন্যতার পর্যায়ে পৌঁছায়। (অট্ঠসালিনী)

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... শূন্যতা দ্বিতীয় ধ্যান... শূন্যতা তৃতীয় ধ্যান... শূন্যতা চতুর্থ ধ্যান... শূন্যতা প্রথম ধ্যান... শূন্যতা পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

শূন্যতামূলক অগ্রগতির উপায়

((সুঞ্ঞতমূলকপটিপদা)

৩৪৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৪৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৪৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন

করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৪৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৪৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা দ্বিতীয় ধ্যান... শূন্যতা তৃতীয় ধ্যান... শূন্যতা চতুর্থ ধ্যান... শূন্যতা প্রথম ধ্যান... শূন্যতা পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

অপ্রণিহিত

(অপ্পণিহিতং)

৩৫০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অপ্রণিহিত[১] প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই

---

[১] এখানে **"অপ্রণিহিত"** অর্থ হচ্ছে যার মধ্যে প্রণিধি নেই। লোভ-দ্বেষ-মোহ এগুলোই হচ্ছে প্রণিধি। এই সমস্ত প্রণিধি হতে মুক্ত এই অর্থেই **অপ্রণিহিত**। এর দ্বারা মূলত লোকোত্তর মার্গকেই বুঝায়। যখন কোনো ধ্যানী উত্থানগামী বিদর্শনের পর্যায়ে পৌঁছান, অর্থাৎ

সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৫১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... অপ্রণিহিত দ্বিতীয় ধ্যান... অপ্রণিহিত তৃতীয় ধ্যান... অপ্রণিহিত চতুর্থ ধ্যান... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান... অপ্রণিহিত পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

অপ্রণিহিতমূলক অগ্রগতির উপায়

(অপ্পণিহিতমূলকপটিপদা)

৩৫২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৫৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান

সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছান তখন কাম-রূপ-অরূপ এই তিন ভূমির যাবতীয় সংস্কারগুলোকে **দুঃখের** আকারে দেখেন। এটিকে বলা হয় বিদর্শন অপ্রণিহিত। এর পরপরই ধ্যানী অনুলোম ও গোত্রভূ এই দুই জ্ঞান অতিক্রমের মধ্য দিয়েই লোকোত্তর মার্গে প্রবেশ করেন বিধায় এই মার্গের নাম দেওয়া হয়েছে **অপ্রণিহিত**। যেহেতু এই পর্যায়ে ধ্যানীর চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি প্রণিধিহীন অবস্থায় পৌঁছায়। (অট্ঠসালিনী)

উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৫৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৫৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৫৬. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত দ্বিতীয় ধ্যান... অপ্রণিহিত তৃতীয় ধ্যান... অপ্রণিহিত চতুর্থ ধ্যান... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান... অপ্রণিহিত পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

বিশ প্রকার মহা ধারা বা পদ্ধতি

(ৰীসতি মহানযা)

৩৫৭. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর মার্গ ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (সতিপট্ঠান) ভাবনা করেন... লোকোত্তর সম্যক-প্রধান (কঠোর প্রচেষ্টা) ভাবনা করেন... লোকোত্তর অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (ঋদ্ধিপাদ) ভাবনা করেন... লোকোত্তর ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন... লোকোত্তর বল ভাবনা করেন... লোকোত্তর বোজ্ঝাঙ্গ (বোধি লাভের অঙ্গ) ভাবনা করেন... লোকোত্তর সত্য ভাবনা করেন... লোকোত্তর শমথ ভাবনা করেন... লোকোত্তর ধর্ম ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্কন্ধ ভাবনা করেন... লোকোত্তর আয়তন ভাবনা করেন... লোকোত্তর ধাতু ভাবনা করেন... লোকোত্তর আহার ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্পর্শ ভাবনা করেন... লোকোত্তর বেদনা ভাবনা করেন... লোকোত্তর সংজ্ঞা ভাবনা করেন... লোকোত্তর চেতনা ভাবনা করেন... লোকোত্তর চিত্ত ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

অধিপতি

প্রথম মার্গ

৩৫৮. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিমূলক... বীর্য-অধিপতিমূলক... চিত্ত-অধিপতিমূলক... মীমাংসা-অধিপতিমূলক প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৫৯. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিমূলক... বীর্য-অধিপতিমূলক... চিত্ত-অধিপতিমূলক... মীমাংসা-অধিপতিমূলক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৬০. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর মার্গ ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (সতিপট্ঠান) ভাবনা করেন... লোকোত্তর সম্যক-প্রধান (কঠোর প্রচেষ্টা) ভাবনা করেন... লোকোত্তর অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (ঋদ্ধিপাদ) ভাবনা করেন... লোকোত্তর ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন... লোকোত্তর বল ভাবনা করেন... লোকোত্তর বোজ্ঝাঙ্গ (বোধি লাভের অঙ্গ) ভাবনা করেন... লোকোত্তর সত্য ভাবনা করেন... লোকোত্তর শমথ ভাবনা করেন... লোকোত্তর ধর্ম ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্কন্ধ ভাবনা করেন... লোকোত্তর আয়তন ভাবনা করেন... লোকোত্তর ধাতু ভাবনা করেন... লোকোত্তর আহার ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্পর্শ ভাবনা করেন... লোকোত্তর বেদনা ভাবনা করেন... লোকোত্তর সংজ্ঞা ভাবনা করেন... লোকোত্তর চেতনা ভাবনা করেন... লোকোত্তর চিত্ত ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিমূলক... বীর্য-অধিপতিমূলক... চিত্ত-অধিপতিমূলক... মীমাংসা-অধিপতিমূলক প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

দ্বিতীয় মার্গ

৩৬১. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), কামরাগ ও বিদ্বেষ

(তুলনামূলকভাবে) ক্ষীণ হয়ে আসা (কামরাগব্যাপাদানং তনুভাৰায) দ্বিতীয় (লোকোত্তরের দ্বিতীয় স্তর সকৃদাগামীমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

তৃতীয় মার্গ

৩৬২. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), কামরাগ ও বিদ্বেষ হতে পুরোপুরি মুক্ত তৃতীয় (লোকোত্তরের তৃতীয় স্তর অনাগামীমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

চতুর্থ মার্গ

৩৬৩. কোন ধর্মগুলো কুশল?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), রূপরাগ-অরূপরাগ-মান-ঔদ্ধত্য-অবিদ্যা হতে পুরোপুরি মুক্ত চতুর্থ (লোকোত্তরের চতুর্থ স্তর অর্হত্ত্বমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৩৬৪. সেই সময়ে কিভাবে লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়?

যা সেই জ্ঞাত, দৃষ্ট, প্রাপ্ত, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ধর্মগুলোকে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা

(সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত; এটিই সেই সময়ে লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই কুশল।

বারো প্রকার অকুশল

(দ্বাদস অকুসল)

৩৬৫. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, মিথ্যাদৃষ্টি হয়, মিথ্যা সংকল্প হয়, মিথ্যা প্রচেষ্টা হয়, মিথ্যা সমাধি হয়, বীর্যবল হয়, সমাধিবল হয়, নির্লজ্জতাবল হয়, নির্ভয়তাবল হয়, লোভ হয়, মোহ হয়, লালসা হয়, মিথ্যাদৃষ্টি হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, শমথ হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৩৬৬. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৩৬৭. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর

সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

৩৬৮. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

৩৬৯. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

৩৭০. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

৩৭১. সেই সময়ে কিভাবে বিতর্ক হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), মিথ্যা সংকল্প—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিতর্ক।

৩৭২. সেই সময়ে কিভাবে বিচার হয়?

সেই সময়ে যা অলম্বনে ঘোরাফেরাকরণ, বিচরণ, অনুবিচরণ, উপবিচরণ, আলম্বনে চিত্তকে স্থাপন, আলম্বনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিচার।

৩৭৩. সেই সময়ে কিভাবে প্রীতি হয়?

সেই সময়ে যা প্রীতি, আনন্দের অবস্থা, আমোদ, প্রমোদ, উল্লাস, প্রয়োল্লাস, আহ্লাদ, চিত্তের সুখী ভাব, আনন্দিত ভাব—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রীতি।

৩৭৪. সেই সময়ে কিভাবে সুখ হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সুখ।

৩৭৫. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰটি্ঠতি), সহজাত ধর্মগুলোকে তথা ধর্মগুলোকে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, মিথ্যা সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

৩৭৬. সেই সময়ে কিভাবে বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে অকুশল-পাপের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), অকুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, মিথ্যা প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্য-ইন্দ্রিয়।

৩৭৭. সেই সময়ে কিভাবে সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰটি্ঠতি), সহজাত ধর্মগুলোকে তথা ধর্মগুলোকে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, মিথ্যা সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধি-ইন্দ্রিয়।

৩৭৮. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

৩৭৯. সেই সময়ে কিভাবে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়।

৩৮০. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়।

৩৮১. সেই সময়ে কিভাবে মিথ্যাদৃষ্টি হয়?

সেই সময়ে যা মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা (পরামাস), কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এই হচ্ছে সেই সময়ে মিথ্যাদৃষ্টি।

৩৮২. সেই সময়ে কিভাবে মিথ্যা সংকল্প হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), মিথ্যা সংকল্প—এই হচ্ছে সেই সময়ে সম্যক সংকল্প।

৩৮৩. সেই সময়ে কিভাবে মিথ্যা প্রচেষ্টা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে অকুশল-পাপের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), অকুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, মিথ্যা প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে মিথ্যা প্রচেষ্টা।

৩৮৪. সেই সময়ে কিভাবে মিথ্যা সমাধি হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে)

সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), সহজাত ধর্মগুলোকে তথা ধর্মগুলোকে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, মিথ্যা সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে মিথ্যা সমাধি।

৩৮৫. সেই সময়ে কিভাবে বীর্যবল হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে অকুশল-পাপের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), অকুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, মিথ্যা প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্যবল।

৩৮৬. সেই সময়ে কিভাবে সমাধিবল হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), সহজাত ধর্মগুলোকে তথা ধর্মগুলোকে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, মিথ্যা সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধিবল।

৩৮৭. সেই সময়ে কিভাবে নির্লজ্জতাবল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত না হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত না হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে নির্লজ্জতাবল।

৩৮৮. সেই সময়ে কিভাবে নির্ভয়তাবল হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত না হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত না হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে

নির্ভয়তাবল।

৩৮৯. সেই সময়ে কিভাবে লোভ হয়?

সেই সময়ে যা লোভ, লোভের অবস্থা, লোভীর অবস্থা, আসক্তি, আসক্তির অবস্থা, আসক্তের অবস্থা, লালসা, লোভ অকুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে লোভ।

৩৯০. সেই সময়ে কিভাবে মোহ হয়?

সেই সময়ে যা অজ্ঞান, অদর্শন, অনুপলব্ধি, অননুবোধ, অনিত্যাদি বশে না বুঝা, চার আর্যসত্যকে না বুঝা, অনিত্যাদি বশে গ্রহণ না করা, অনিত্যাদি অনুধাবন না করা, সমানভাবে না দেখা, নিজের বা পরের কর্মকে প্রত্যক্ষ না করা, চিত্তের কলুষতা, মুর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যা-প্লাবন, অবিদ্যা-যোগ, অবিদ্যা-অনুশয়, অবিদ্যার দখলে চলে যাওয়া, অবিদ্যামুখিতা, মোহ অকুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে মোহ।

৩৯১. সেই সময়ে কিভাবে লালসা (অভিজ্ঝা) হয়?

সেই সময়ে যা লোভ, লোভের অবস্থা, লোভীর অবস্থা, আসক্তি, আসক্তির অবস্থা, আসক্তের অবস্থা, লালসা, লোভ অকুশলমূল—এই হচ্ছে সেই সময়ে লালসা।

৩৯২. সেই সময়ে কিভাবে মিথ্যাদৃষ্টি হয়?

সেই সময়ে যা মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এই হচ্ছে সেই সময়ে মিথ্যাদৃষ্টি।

৩৯৩. সেই সময়ে কিভাবে লজ্জা হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত না হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত না হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে লজ্জা।

৩৯৪. সেই সময়ে কিভাবে ভয় হয়?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত না হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত না হওয়া—এই হচ্ছে সেই সময়ে ভয়।

৩৯৫. সেই সময়ে কিভাবে শমথ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে)

সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), সহজাত ধর্মগুলোকে তথা ধর্মগুলোকে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, মিথ্যা সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে শমথ।

৩৯৬. সেই সময়ে কিভাবে প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে অকুশল-পাপের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিক্খিত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিক্খিত্তধুরতা), অকুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, মিথ্যা প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রচেষ্টা।

৩৯৭. সেই সময়ে কিভাবে অবিক্ষেপ হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), সহজাত ধর্মগুলোকে তথা ধর্মগুলোকে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, মিথ্যা সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, পাঁচ অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, চার প্রকার বল হয়, দুই প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল... ।

৩৯৮. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা সমাধি, বীর্যবল, সমাধিবল, নির্লজ্জতাবল, নির্ভয়তাবল, লোভ, মোহ, লালসা (অভিজ্ঝা), মিথ্যাদৃষ্টি, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, শমথ, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৩৯৯. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪০০. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, মিথ্যা সংকল্প হয়, মিথ্যা প্রচেষ্টা হয়, মিথ্যা সমাধি হয়, বীর্যবল হয়, সমাধিবল হয়, নির্লজ্জতাবল হয়, নির্ভয়তাবল হয়, লোভ হয়, মোহ হয়, লালসা হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, শমথ হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, পাঁচ অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, তিন অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, চার প্রকার বল হয়, দুই প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই

ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল... ।

৪০১. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা সমাধি, বীর্যবল, সমাধিবল, নির্লজ্জতাবল, নির্ভয়তাবল, লোভ, মোহ, লালসা (অভিজ্ঝা), মিথ্যাদৃষ্টি, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, শমথ, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪০২. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪০৩. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, মিথ্যাদৃষ্টি হয়, মিথ্যা সংকল্প হয়, মিথ্যা প্রচেষ্টা হয়, মিথ্যা সমাধি হয়, বীর্যবল হয়, সমাধিবল হয়, নির্লজ্জতাবল হয়, নির্ভয়তাবল হয়, লোভ হয়, মোহ হয়, লালসা হয়, মিথ্যাদৃষ্টি হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, শমথ হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪০৪. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৪০৫. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা... ।

৪০৬. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা... ।

৪০৭. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই অকুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, চার অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, চার অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, চার প্রকার বল হয়, দুই প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল... ।

৪০৮. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা সমাধি, বীর্যবল, সমাধিবল, নির্লজ্জতাবল, নির্ভয়তাবল, লোভ, মোহ, লালসা (অভিজ্ঝা), মিথ্যাদৃষ্টি, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, শমথ, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪০৯. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের

মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪১০. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, মিথ্যা সংকল্প হয়, মিথ্যা প্রচেষ্টা হয়, মিথ্যা সমাধি হয়, বীর্যবল হয়, সমাধিবল হয়, নির্লজ্জতাবল হয়, নির্ভয়তাবল হয়, লোভ হয়, মোহ হয়, লালসা হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, শমথ হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, চার অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, তিন অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, চার প্রকার বল হয়, দুই প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল... ।

৪১১. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা সমাধি, বীর্যবল, সমাধিবল, নির্লজ্জতাবল, নির্ভয়তাবল, লোভ, মোহ, লালসা (অভিজ্ঝা), নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, শমথ, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪১২. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন,

স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪১৩. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে দৌর্মনস্য-সহগত বিদ্বেষযুক্ত (পটিঘসম্পযুত্তং) অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, দুঃখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, মিথ্যা সংকল্প হয়, মিথ্যা প্রচেষ্টা হয়, মিথ্যা সমাধি হয়, বীর্যবল হয়, সমাধিবল হয়, নির্লজ্জতাবল হয়, নির্ভয়তাবল হয়, দ্বেষ হয়, মোহ হয়, বিদ্বেষ হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, শমথ হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়, অবিক্ষেপ হয়, অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪১৪. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৪১৫. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, অমধুর চৈতসিক দুঃখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অমধুর দুঃখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অমধুর দুঃখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা... ।

৪১৬. সেই সময়ে কিভাবে দুঃখ হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, অমধুর চৈতসিক দুঃখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অমধুর দুঃখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অমধুর দুঃখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে দুঃখ... ।

৪১৭. সেই সময়ে কিভাবে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, অমধুর চৈতসিক দুঃখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন

হওয়া অনুভূত অমধুর দুঃখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অমধুর দুঃখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে দুঃখ... ।

৪১৮. সেই সময়ে কিভাবে দ্বেষ হয়?

সেই সময়ে যা দ্বেষ, দূষণ, দূষিত অবস্থা, বিদ্বেষ, হিংসা, হিংসার ভাব, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চণ্ডস্বভাব, অসুর-স্বভাব, চিত্তের অখুশি ভাব—এই হচ্ছে সেই সময়ে দ্বেষ... ।

৪১৯. সেই সময়ে কিভাবে বিদ্বেষ (ব্যাপাদো) হয়?

সেই সময়ে যা দ্বেষ, দূষণ, দূষিত অবস্থা, বিদ্বেষ, হিংসা, হিংসার ভাব, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চণ্ডস্বভাব, অসুর-স্বভাব, চিত্তের অখুশি ভাব—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিদ্বেষ।

৪২০. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা সমাধি, বীর্যবল, সমাধিবল, নির্লজ্জতাবল, নির্ভয়তাবল, দ্বেষ, মোহ, বিদ্বেষ, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, শমথ, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪২১. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে দৌর্মনস্য-সহগত বিদ্বেষযুক্ত (পটিঘসম্পযুত্তং) অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪২২. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন, শব্দ-আলম্বন, গন্ধ-আলম্বন, রস-আলম্বন, স্পর্শযোগ্য-আলম্বন অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত সন্দেহযুক্ত (ৰিচিকিচ্ছাসম্পযুত্তং) অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়,

উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, মিথ্যা সংকল্প হয়, মিথ্যা প্রচেষ্টা হয়, বীর্যবল হয়, নির্লজ্জতাবল হয়, নির্ভয়তাবল হয়, সন্দেহ হয়, মোহ হয়, বিদ্বেষ হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪২৩. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ... ।

৪২৪. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের স্থিতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা...।

৪২৫. সেই সময়ে কিভাবে সন্দেহ (ৰিচিকিচ্ছা) হয়?

সেই সময়ে যা সন্দেহ, সন্দেহকরণ, সন্দেহের অবস্থা, সংশয়, শঙ্কা, দোদুল্যমানতা, দ্বিধা, সন্দিগ্ধ ভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, আলম্বন গ্রহণে অক্ষমতা, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে অক্ষমতা, আলম্বনে উৎপন্ন হতে গিয়ে সসঙ্কোচ ভাব, মনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী—এই হচ্ছে সেই সময়ে সন্দেহ... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, চার প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, চার অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, দুই অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, তিন প্রকার বল হয়, এক প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল... ।

৪২৬. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, বীর্যবল, নির্লজ্জতাবল, নির্ভয়তাবল, সন্দেহ, মোহ, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো); অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪২৭. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... অথবা ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বন

বা বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আলম্বন বা বিষয়কে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত ঔদ্ধত্যযুক্ত অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময় স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়, মিথ্যা সংকল্প হয়, মিথ্যা প্রচেষ্টা হয়, বীর্যবল হয়, সমাধিবল হয়, নির্লজ্জতাবল হয়, নির্ভয়তাবল হয়, ঔদ্ধত্য হয়, মোহ হয়, লজ্জা হয়, ভয় হয়, শমথ হয়, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৪২৮. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ... ।

৪২৯. সেই সময়ে কিভাবে ঔদ্ধত্য হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের ঔদ্ধত্য, অনুপশম, ভ্রমণশীল চিত্তের বিক্ষিপ্ততা—এই হচ্ছে সেই সময়ে ঔদ্ধত্য... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, চার অঙ্গযুক্ত ধ্যান হয়, তিন অঙ্গযুক্ত মার্গ হয়, চার প্রকার বল হয়, এক প্রকার হেতু হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল... ।

৪৩০. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা সমাধি, বীর্যবল, সমাধিবল, নির্লজ্জতাবল, নির্ভয়তাবল, ঔদ্ধত্য, মোহ, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, শমথ, প্রচেষ্টা (পগ্গাহো), অবিক্ষেপ; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

অব্যাকৃত বিপাক

কুশল-বিপাক পঞ্চ বিজ্ঞান

৪৩১. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত[১]?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে) কামাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে রূপ-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (কুশল) বিপাক চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৪৩২. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৪৩৩. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

৪৩৪. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

৪৩৫. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

৪৩৬. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন,

---

[১] বিপাক, ক্রিয়া, রূপ ও নির্বাণ—এই চারটি বিষয়কে **অব্যাকৃত** বলা হয়। (অট্ঠসালিনী) **অব্যাকৃত** মানে হচ্ছে যা কুশলও নয়, আবার অকুশলও নয়। তার মানে উপরিউক্ত চারটি বিষয় কুশলও নয়, আবার অকুশলও নয়। এখানে **বিপাক** মানে হচ্ছে ৩৬ বিপাক চিত্ত, **ক্রিয়া** মানে হচ্ছে ২০ ক্রিয়া চিত্ত, **রূপ** মানে হচ্ছে ২৮ প্রকার রূপ। এই বইয়ের ১৩৮৬ নং ক্রমে দেখুন।

মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

৪৩৭. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা।

৪৩৮. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি)—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

৪৩৯. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

৪৪০. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়

৪৪১. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার চক্ষুবিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৪৪২. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই

ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৪৪৩. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে) কামাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে শব্দ-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (কুশল) বিপাক কর্ণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... গন্ধ-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (কুশল) বিপাক নাসিকাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... রস-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (কুশল) বিপাক জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... স্পর্শযোগ্য-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (কুশল) বিপাক কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সুখ-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৪৪৪. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৪৪৫. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

৪৪৬. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

৪৪৭. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

৪৪৮. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

৪৪৯. সেই সময়ে কিভাবে সুখ হয়?

সেই সময়ে যা মধুর কায়িক সুখ, দেহের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, দেহের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সুখ।

৪৫০. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি)—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

৪৫১. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

৪৫২. সেই সময়ে কিভাবে সুখ-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা মধুর কায়িক সুখ, দেহের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, দেহের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সুখ-ইন্দ্রিয়।

৪৫৩. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার কায়বিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৪৫৪. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

কুশল-বিপাক মনোধাতু

৪৫৫. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে) কামাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে রূপ-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (কুশল) বিপাক মনোধাতু[১] উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৪৫৬. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৪৫৭. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

৪৫৮. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

৪৫৯. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

৪৬০. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডুর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

৪৬১. সেই সময়ে কিভাবে বিতর্ক হয়?

---

[১] এক পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ও দুই উপেক্ষা-সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত—এই তিনটি চিত্তকে একযোগে বলা হয় **"মনোধাতু"**। এখানে কুশল বিপাক উপেক্ষা-সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্তটিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা), সম্যক সংকল্প—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিতর্ক।

৪৬২. সেই সময়ে কিভাবে বিচার হয়?

সেই সময়ে যা অলম্বনে ঘোরাফেরাকরণ, বিচরণ, অনুবিচরণ, উপবিচরণ, আলম্বনে চিত্তকে স্থাপন, আলম্বনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিচার।

৪৬৩. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা।

৪৬৪. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি)—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

৪৬৫. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

৪৬৬. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

৪৬৭. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার মনোধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম

আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৪৬৮. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

সৌমনস্য-সহগত কুশল-বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু

৪৬৯. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে) কামাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে রূপ-আলম্বন... অথবা ধর্মালম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের যেকোনো একটিকে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত (কুশল) বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু[১] উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৪৭০. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৪৭১. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

৪৭২. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

৪৭৩. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

---

[১] **সৌমনস্য-সহগত কুশল-বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু** বলতে সৌমনস্য-সহগত সন্তীরণ চিত্তকে বুঝানো হয়েছে।

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

৪৭৪. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডুর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

৪৭৫. সেই সময়ে কিভাবে বিতর্ক হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা)—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিতর্ক।

৪৭৬. সেই সময়ে কিভাবে বিচার হয়?

সেই সময়ে যা অলম্বনে ঘোরাফেরাকরণ, বিচরণ, অনুবিচরণ, উপবিচরণ, আলম্বনে চিত্তকে স্থাপন, আলম্বনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিচার।

৪৭৭. সেই সময়ে কিভাবে প্রীতি হয়?

সেই সময়ে যা প্রীতি, আনন্দের অবস্থা, আমোদ, প্রমোদ, উল্লাস, প্রয়োল্লাস, আহ্লাদ, চিত্তের সুখী ভাব, আনন্দিত ভাব—এই হচ্ছে সেই সময়ে প্রীতি।

৪৭৮. সেই সময়ে কিভাবে সুখ হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সুখ।

৪৭৯. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি)—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

৪৮০. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডুর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

৪৮১. সেই সময়ে কিভাবে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়।

৪৮২. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার মনোবিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৪৮৩. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

উপেক্ষা-সহগত কুশল-বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু

৪৮৪. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে) কামাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে রূপ-আলম্বন... অথবা ধর্মালম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের যেকোনো একটিকে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত (কুশল) বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু[১] উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

---

[১] **উপেক্ষা-সহগত কুশল-বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু** বলতে উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ চিত্তকে বুঝায়।

৪৮৫. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৪৮৬. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা।

৪৮৭. সেই সময়ে কিভাবে সংজ্ঞা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া উপলব্ধি (ধারণা, বোধ, সংজ্ঞা), উপলব্ধির অবস্থা, উপলব্ধ অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংজ্ঞা।

৪৮৮. সেই সময়ে কিভাবে চেতনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চেতনা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা), সঞ্চেতনা (পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা), চেতনার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে চেতনা।

৪৮৯. সেই সময়ে কিভাবে চিত্ত হয়?

সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্ত।

৪৯০. সেই সময়ে কিভাবে বিতর্ক হয়?

সেই সময়ে যা চিন্তা (তক্কো), বলবতী চিন্তা (বিতর্ক), সংকল্প, অর্পণা তথা একাগ্র চিত্তকে একটি মাত্র বিষয়ে পুরোপুরি অর্পণ করা (অপ্পনা), বলবতী অর্পণা (ব্যপ্পনা), আলম্বনে চিত্তকে অভিনিবিষ্টকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ (চেতসো অভিনিরোপনা)—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিতর্ক।

৪৯১. সেই সময়ে কিভাবে বিচার হয়?

সেই সময়ে যা অলম্বনে ঘোরাফেরাকরণ, বিচরণ, অনুবিচরণ, উপবিচরণ, আলম্বনে চিত্তকে স্থাপন, আলম্বনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ—এই হচ্ছে সেই সময়ে বিচার।

৪৯২. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা।

৪৯৩. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি)—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

৪৯৪. সেই সময়ে কিভাবে মন-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পণ্ডর (পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার), মন, মন-আয়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, (স্পর্শ প্রভৃতি ধর্মগুলোর উপযোগী করে উৎপন্ন হওয়া) মনোবিজ্ঞানধাতু—এই হচ্ছে সেই সময়ে মন-ইন্দ্রিয়।

৪৯৫. সেই সময়ে কিভাবে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক, যা মধুরও নয় অমধুরও নয়, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অদুঃখ-অসুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অদুঃখ-অসুখ অনভূতি—এই হচ্ছে সেই সময়ে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

৪৯৬. সেই সময়ে কিভাবে জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা সেই অরূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সময়ে জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার মনোবিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৪৯৭. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

আট মহাবিপাক চিত্ত

৪৯৮. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে) কামাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে রূপ-আলম্বন... অথবা ধর্মালম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের যেকোনো

একটিকে ভিত্তি করে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞানবিযুক্ত মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞানবিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞানবিযুক্ত মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞানবিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলো অব্যাকৃত... অলোভ অব্যাকৃতমূল... অদ্বেষ অব্যাকৃতমূল... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

রূপাবচর বিপাক চিত্ত

৪৯৯. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন কাম (বস্তুকাম ও কলুষতাকাম) ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫০০. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) রূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ পঞ্চম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

অরূপাবচর বিপাক চিত্ত

৫০১. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন পুরোপুরি রূপ-সংজ্ঞা (অর্থাৎ রূপাবচর ধ্যান ও তার আলম্বনগুলো) অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে আকাশ-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই অরূপাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে পুরোপুরি রূপ-সংজ্ঞা (অর্থাৎ রূপাবচর ধ্যান ও তার আলম্বনগুলো) অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে আকাশ-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫০২. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন আকাশ-আয়তন পুরোপুরি অতিক্রম করে বিজ্ঞান-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে.... চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই অরূপাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে আকাশ-আয়তন পুরোপুরি অতিক্রম করে বিজ্ঞান-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫০৩. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন বিজ্ঞান-আয়তন পুরোপুরি অতিক্রম করে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে.... চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই অরূপাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে বিজ্ঞান-আয়তন পুরোপুরি অতিক্রম করে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫০৪. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপভবে জন্মানোর জন্য মার্গ (উপায়) ভাবনা করেন তখন আকিঞ্চন-আয়তন পুরোপুরি অতিক্রম করে নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে.... চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই অরূপাবচর কুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে আকিঞ্চন-আয়তন পুরোপুরি অতিক্রম করে নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে... চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে (তার) স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

লোকোত্তর বিপাক চিত্ত

প্রথম (স্রোতাপত্তি) মার্গ বিপাক চিত্ত

শুধু অগ্রগতির উপায়

(সুদ্ধিকপটিপদা)

৫০৫. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫০৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে

অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫০৭. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫০৮. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অনিমিত্ত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত বিপাক... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫০৯. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং),

ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির... প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অনিমিত্ত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত বিপাক... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

শুধু শূন্যতা

(সুদ্ধিকসুঞ্ঞতং)

৫১০. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫১১. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে

পৃথক হয়ে... শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫১২. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫১৩. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... শূন্যতা কুশল... শূন্যতা বিপাক... শূন্যতা কুশল... অনিমিত্ত বিপাক... শূন্যতা কুশল... অপ্রণিহিত বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

শূন্যতা অগ্রগতির উপায়

(সুঞ্ঞতপটিপদা)

৫১৪. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম

(লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫১৫. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫১৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই

ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫১৭. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অনিমিত্ত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫১৮. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অনিমিত্ত বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

শুধু অপ্রণিহিত

(সুদ্ধিক অপ্পণিহিতং)

৫১৯. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫২০. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫২১. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫২২. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম

(লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... অপ্রণিহিত কুশল... অপ্রণিহিত বিপাক... অপ্রণিহিত কুশল... অনিমিত্ত বিপাক... অপ্রণিহিত কুশল... শূন্যতা বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

অপ্রণিহিত অগ্রগতির উপায়

(অপ্পণিহিতপটিপদা)

৫২৩. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫২৪. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫২৫. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫২৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অনিমিত্ত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫২৭. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির অপ্রণিহিত... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত বিপাক... সহজ

অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অনিমিত্ত বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির অপ্রণিহিত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির শূন্যতা বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

বিশ প্রকার মহা ধারা বা পদ্ধতি

(ৰীসতি মহানযা)

৫২৮. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর মার্গ ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (সতিপট্ঠান) ভাবনা করেন... লোকোত্তর সম্যক-প্রধান (কঠোর প্রচেষ্টা) ভাবনা করেন... লোকোত্তর অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (ঋদ্ধিপাদ) ভাবনা করেন... লোকোত্তর ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন... লোকোত্তর বল ভাবনা করেন... লোকোত্তর বোজ্ঝাঙ্গ (বোধি লাভের অঙ্গ) ভাবনা করেন... লোকোত্তর সত্য ভাবনা করেন... লোকোত্তর শমথ ভাবনা করেন... লোকোত্তর ধর্ম ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্কন্ধ ভাবনা করেন... লোকোত্তর আয়তন ভাবনা করেন... লোকোত্তর ধাতু ভাবনা করেন... লোকোত্তর আহার ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্পর্শ ভাবনা করেন... লোকোত্তর বেদনা ভাবনা করেন... লোকোত্তর সংজ্ঞা ভাবনা করেন... লোকোত্তর চেতনা ভাবনা করেন... লোকোত্তর চিত্ত ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা... অনিমিত্ত... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শুধু অগ্রগতির উপায়

(ছন্দাধিপতেয্যসুদ্ধিকপটিপদা)

৫২৯. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৩০. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৩১. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত প্রথম

ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৩২. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৩৩. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-

অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শুধু শূন্যতা

(ছন্দাধিপতেয্যসুদ্ধিকসুঞ্ঞতং)

৫৩৪. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৩৫. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৩৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম

(লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৩৭. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা কুশল... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা বিপাক... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা কুশল... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত বিপাক... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা কুশল... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শুধু শূন্যতা)

৫৩৮. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৩৯. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪০. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪১. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা

কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪২. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত বিপাক প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪৩. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে

পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪৪. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪৫. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত বিপাক... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... ছন্দ-

অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত বিপাক... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪৭. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪৮. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৪৯. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান

(এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৫০. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত বিপাক... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৫১. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত... সহজ অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-

অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অনিমিত্ত বিপাক... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত অপ্রণিহিত কুশল... সহজ অগ্রগতি এবং দ্রুত উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা বিপাক প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৫২. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), সম্পূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টিমুক্ত প্রথম (লোকোত্তরের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তিমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর মার্গ ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (সতিপট্ঠান) ভাবনা করেন... লোকোত্তর সম্যক-প্রধান (কঠোর প্রচেষ্টা) ভাবনা করেন... লোকোত্তর অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (ঋদ্ধিপাদ) ভাবনা করেন... লোকোত্তর ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন... লোকোত্তর বল ভাবনা করেন... লোকোত্তর বোজ্ঝাঙ্গ (বোধি লাভের অঙ্গ) ভাবনা করেন... লোকোত্তর সত্য ভাবনা করেন... লোকোত্তর শমথ ভাবনা করেন... লোকোত্তর ধর্ম ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্কন্ধ ভাবনা করেন... লোকোত্তর আয়তন ভাবনা করেন... লোকোত্তর ধাতু ভাবনা করেন... লোকোত্তর আহার ভাবনা করেন... লোকোত্তর স্পর্শ ভাবনা করেন... লোকোত্তর বেদনা ভাবনা করেন... লোকোত্তর সংজ্ঞা ভাবনা করেন... লোকোত্তর চেতনা ভাবনা করেন... লোকোত্তর চিত্ত ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির ছন্দ-অধিপতিযুক্ত... বীর্য-অধিপতিযুক্ত... চিত্ত-অধিপতিযুক্ত... মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত শূন্যতা... অনিমিত্ত... অপ্রণিহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

দ্বিতীয় প্রভৃতি মার্গ বিপাক
(দুতিযাদিমগ্গৰিপাকো)

৫৫৩. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকং), ক্ষয়ের দিকে পরিচালনাকারী (অপচযগামিং), কামরাগ ও বিদ্বেষ (তুলনামূলকভাবে) ক্ষীণ হয়ে আসা (কামরাগব্যাপাদানং তনুভাৰায) দ্বিতীয় (লোকোত্তরের দ্বিতীয় স্তর সকৃদাগামীমার্গ) ভূমি লাভের জন্য লোকোত্তর ধ্যান (এক চিত্তক্ষণিক অর্পণা-ধ্যান) ভাবনা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয় হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যান কৃত ও জমা হওয়ার ফলে কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে... কষ্টকর অগ্রগতি এবং ধীর উপলব্ধির শূন্যতা প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় (অঞ্ঞাতাৰিন্দ্রিযং) হয়... অবিক্ষেপ হয়... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৫৪. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ...।

৫৫৫. সেই সময়ে কিভাবে লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় (অঞ্ঞাতাৰিন্দ্রিযং) হয়?

যা সেই (প্রথম তিন মার্গের দ্বারা) জ্ঞাত ধর্মগুলোকে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গের অন্তর্গত;

এটিই সেই সময়ে লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হয়... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(দ্বিতীয় প্রভৃতি মার্গ বিপাক)
(লোকোত্তর বিপাক)

অকুশল বিপাক অব্যাকৃত

অকুশল বিপাক পঞ্চ বিজ্ঞান

৫৫৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে কামাবচর) অকুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে রূপ-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (অকুশল) বিপাক চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... শব্দ-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (অকুশল) বিপাক কর্ণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... গন্ধ-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (অকুশল) বিপাক নাসিকাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... রস-আলম্বনসহ উপেক্ষা-সহগত (অকুশল) বিপাক জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... স্পর্শযোগ্য-আলম্বনসহ দুঃখ-সহগত (অকুশল) বিপাক কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, দুঃখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৫৭. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ।

৫৫৮. সেই সময়ে কিভাবে বেদনা হয়?

সেই সময়ে যা যথোচিত মনোবিজ্ঞানধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া চৈতসিক, মধুর চৈতসিক সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত মধুর সুখ, চিত্তের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া মধুর সুখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বেদনা... ।

৫৫৯. সেই সময়ে কিভাবে দুঃখ হয়?

সেই সময়ে যা অমধুর কায়িক দুঃখ, দেহের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অমধুর দুঃখ, দেহের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অমধুর দুঃখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে দুঃখ... ।

৫৬০. সেই সময়ে কিভাবে দুঃখ-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা অমধুর কায়িক দুঃখ, দেহের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অনুভূত অমধুর দুঃখ, দেহের সংস্পর্শে উৎপন্ন হওয়া অমধুর দুঃখবেদনা—এই হচ্ছে সেই সময়ে দুঃখ-ইন্দ্রিয়... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত...।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার কায়বিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৫৬১. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(অকুশল বিপাক পঞ্চ বিজ্ঞান)

অকুশল বিপাক মনোধাতু

৫৬২. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে কামাবচর) অকুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে রূপ-আলম্বন... স্পর্শযোগ্য-আলম্বন এই পাঁচ প্রকার আলম্বনের কোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত বিপাক মনোধাতু (সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার কায়বিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৫৬৩. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(অকুশল বিপাক মনোধাতু)

অকুশল বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু

৫৬৪. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (পূর্বজন্মে কামাবচর) অকুশল কর্ম কৃত ও জমা হওয়ার ফলে রূপ-আলম্বন... ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের কোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে উপেক্ষা-সহগত বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু (উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ চিত্ত) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার কায়বিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৫৬৫. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(অকুশল বিপাক মনোবিজ্ঞানধাতু)

(বিপাক অব্যাকৃত)

অহেতুক ক্রিয়া অব্যাকৃত

ক্রিয়া মনোধাতু

৫৬৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... স্পর্শযোগ্য-আলম্বন এই পাঁচ প্রকার আলম্বনের কোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন উপেক্ষা-সহগত ক্রিয়া মনোধাতু (পঞ্চদ্বারাবর্তন ও সম্প্রতীচ্ছ চিত্তদ্বয়) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার কায়বিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৫৬৭. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, চিত্তের একাগ্রতা, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(ক্রিয়া মনোধাতু)

সৌমনস্য-সহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু

৫৬৮. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের কোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন সৌমনস্য-সহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু (এক হসিতোৎপাদ চিত্ত) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, প্রীতি হয়, সুখ হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু

কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৫৬৯. সেই সময়ে কিভাবে স্পর্শ হয়?

সেই সময়ে যা স্পর্শ, স্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শের অবস্থা, সংস্পর্শিত অবস্থা—এই হচ্ছে সেই সময়ে স্পর্শ... ।

৫৭০. সেই সময়ে কিভাবে চিত্তের একাগ্রতা হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে চিত্তের একাগ্রতা।

৫৭১. সেই সময়ে কিভাবে বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো), আলস্য থেকে উঠে আসা (নিক্কমো), পরাক্রম (পরক্কমো), উদ্যম (উয্যামো), প্রচেষ্টা (ৰাযামো), উৎসাহ (উস্সাহো), প্রবল উৎসাহ (উস্সোল্হী), দৃঢ় অবস্থা (থামো), চিত্ত-চৈতসিকগুলোকে কুশল-পুণ্যের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা তথা ধৃতি (ধিতি), দৃঢ় পরাক্রমতা (অসিথিলপরক্কমতা), প্রবল ইচ্ছাশক্তি (অনিকিখত্তছন্দতা), হার না মানা মনোবল (অনিকিখত্তধুরতা), কুশলকর্মের দায় না ছাড়ার প্রবল প্রয়াস (ধুরসম্পগ্গাহো), বীর্য, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে সেই সময়ে বীর্য-ইন্দ্রিয়।

৫৭২. সেই সময়ে কিভাবে সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়?

সেই সময়ে যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি), (তার সাথে) সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে স্থির থাকা (সণ্ঠিতি), আলম্বন বা বিষয়ের ভেতর ডুব দিয়ে বা ঢুকে স্থির থাকা (অৰট্ঠিতি), ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের আকারে উৎপন্ন হওয়া চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর (ৰিসাহার) প্রতিপক্ষ তথা বিরুদ্ধাচরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা (অৰিসাহারো), (চিত্তকে) ঔদ্ধত্য ও সন্দেহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়ার অবস্থা (অৰিকেখপো), চিত্তের শান্ত অবস্থা (অৰিসাহটমানসতা), চিত্তের

সমাহিত অবস্থা (সমথ), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—এই হচ্ছে সেই সময়ে সমাধি-ইন্দ্রিয়... অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার মনোবিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৫৭৩. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(সৌমনস্য-সহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু)

উপেক্ষা-সহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু

৫৭৪. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের কোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন উপেক্ষা-সহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু (মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়, বেদনা হয়, সংজ্ঞা হয়, চেতনা হয়, চিত্ত হয়, বিতর্ক হয়, বিচার হয়, উপেক্ষা হয়, চিত্তের একাগ্রতা হয়, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়, মন-ইন্দ্রিয় হয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

সেই সময়ে চার প্রকার স্কন্ধ হয়, দুই প্রকার আয়তন হয়, দুই প্রকার ধাতু হয়, তিন প্রকার আহার হয়, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় হয়, এক প্রকার স্পর্শ হয়... এক প্রকার মনোবিজ্ঞানধাতু হয়, এক প্রকার ধর্ম-আয়তন হয়, এক প্রকার ধর্মধাতু হয়; অথবা সেই সময়ে অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... ।

৫৭৫. সেই সময়ে কিভাবে সংস্কারস্কন্ধ হয়?

স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা, বীর্য-ইন্দ্রিয়,

সমাধি-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা সেই সময়ে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ছাড়া অন্য যা কিছু কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন অরূপ-ধর্ম আছে—এই হচ্ছে সেই সময়ে সংস্কারস্কন্ধ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(উপেক্ষা-সহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু)

(অহেতুক ক্রিয়া অব্যাকৃত)

সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া

৫৭৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে রূপ-আলম্বন... ধর্ম-আলম্বন এই ছয় প্রকার আলম্বনের যেকোনো একটি আলম্বনকে ভিত্তি করে কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সংযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিযুক্ত হয়ে অন্যের উৎসাহসাপেক্ষে ভেবেচিন্তে (সসঙ্খারেন) ক্রিয়া মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... অলোভ অব্যাকৃতমূল... অদ্বেষ অব্যাকৃতমূল... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া)

রূপাবচর ক্রিয়া

৫৭৭. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) রূপাবচর ধ্যান চর্চা করেন, তখন কাম ও অকুশল হতে পৃথক হয়ে পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ এই জীবনেই সুখে অবস্থান করায় এমন (দিট্ঠধম্মসুখৰিহারং), কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়া প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

৫৭৮. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) রূপাবচর ধ্যান চর্চা করেন, তখন বিতর্ক-বিচারের উপশমে পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে লব্ধ এই জীবনেই সুখে অবস্থান করায় এমন (দিট্‌ঠধম্মসুখৰিহারং), কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়া দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

(রূপাবচর ক্রিয়া)

অরূপাবচর ক্রিয়া

৫৭৯. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপাবচর ধ্যান চর্চা করেন, তখন পুরোপুরি রূপ-সংজ্ঞা (অর্থাৎ রূপাবচর ধ্যান ও তার আলম্বনগুলো) অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে আকাশ-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে, এই জীবনেই সুখে অবস্থান করায় এমন (দিট্‌ঠধম্মসুখৰিহারং), কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়া চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

৫৮০. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপাবচর ধ্যান চর্চা করেন, তখন পুরোপুরি আকাশ-আয়তন অতিক্রম করে, বিজ্ঞান-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে, এই জীবনেই সুখে অবস্থান করায় এমন (দিট্‌ঠধম্মসুখৰিহারং), কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়া চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

৫৮১. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপাবচর ধ্যান চর্চা করেন, তখন পুরোপুরি বিজ্ঞান-আয়তন অতিক্রম করে, আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে, এই জীবনেই সুখে অবস্থান করায় এমন (দিট্‌ঠধম্মসুখৰিহারং), কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়া চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই অব্যাকৃত।

৫৮২. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

যেই সময়ে (সাধক) অরূপাবচর ধ্যান চর্চা করেন, তখন পুরোপুরি আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করে, নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন-সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে ও সুখ পরিত্যাগ করে, এই জীবনেই সুখে অবস্থান করায় এমন (দিট্ঠধম্মসুখৰিহারং), কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়া চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত... অলোভ অব্যাকৃতমূল... অদ্বেষ অব্যাকৃতমূল... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

(অরূপাবচর ক্রিয়া)

(ক্রিয়া অব্যাকৃত)

(চিত্তোৎপত্তি অধ্যায় সমাপ্ত)

*   *   *

২. রূপ অধ্যায়
উদ্দেশ (পরিচিতি)

৫৮৩. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

কুশল ও অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর বিপাক (চিত্তগুলো); (সেই বিপাক চিত্তগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; যে-সমস্ত ধর্মগুলো ক্রিয়া অর্থাৎ কুশলও নয়, অকুশলও নয়, কর্মবিপাকও নয়; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু বা নির্বাণ (অসঙ্খতধাতু)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

মাতিকা বা বিষয়সূচি
একক

৫৮৪. এক্ষেত্রে সমস্ত রূপ বলতে কী বুঝায়?

চার মহাভূত রূপ ও চার মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ—এগুলোকেই সমস্ত রূপ বলা হয়।

সমস্ত রূপই না-হেতু, অহেতুক, হেতু-বিযুক্ত, সপ্রত্যয়, সৃষ্ট (সঙ্খতা), রূপীয়, লৌকিয়, আসবযুক্ত, সংযোজনের উপযোগী (সংযোজনিযং), গ্রন্থির উপযোগী (গন্থনিযং), ওঘ বা প্লাবনের উপযোগী (ওঘনিযং), যোগের উপযোগী (যোগনিযং), বাধার উপযোগী (নিৰরণিযং), পরামৃষ্ট (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার অবস্থা), উপাদানের উপযোগী (উপাদানিযং), কলুষতাজনক, অব্যাকৃত, অনালম্বন, অচৈতসিক, চিত্ত-বিযুক্ত, বিপাকও নয়—বিপাকস্বভাবী ধর্মও নয়, অকলুষিত-কলুষতাজনক, না-সবিতর্ক-সবিচার, না-অবিতর্ক-বিচারমাত্র, অবিতর্ক-অবিচার, না-প্রীতি-সহগত, না-সুখ-সহগত, না-উপেক্ষা-সহগত, দেখা ও ভাবনা কোনোটির দ্বারাই পরিত্যাজ্য নয়, দেখা ও ভাবনা কোনোটির দ্বারাই পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়, সঞ্চয়গামী ও ক্ষয়গামী কোনোটিই নয় (নেৰ আচযগামি ন অপচযগামি), শৈক্ষ্যও নয়—অশৈক্ষ্যও নয়, সামান্য (পরিত্তং), কামাবচর, না-রূপাবচর, না-অরূপাবচর, অন্তর্ভুক্ত (পরিযাপন্নং), অনন্তর্ভুক্ত নয় (নো অপরিযাপন্নং), অনিশ্চিত (অনিযতং), অনিয়্যানিক (দুঃখমুক্তির দিকে চালিত করে না এমন), উৎপন্ন, ছয়টি বিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্য, অনিত্য, জরার অধীন (জরাভিভূতং)।

(এই হচ্ছে এক প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

দ্বিক

দুই প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপ আছে, মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় এমন রূপও আছে।

গৃহীত (উপাদিণ্ণং) রূপ আছে, অগৃহীত (অনুপাদিণ্ণং) রূপ আছে।

গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী (উপাদিণ্ণুপাদানিযং) রূপ আছে, গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী নয় এমন (অনুপাদিণ্ণুপাদানিযং) রূপ আছে।

সনিদর্শন রূপ আছে, অনিদর্শন রূপ আছে।

সপ্রতিঘ রূপ আছে, অপ্রতিঘ রূপ আছে।

ইন্দ্রিয় রূপ আছে, না-ইন্দ্রিয় রূপ আছে।

মহাভূত রূপ আছে, না-মহাভূত রূপ অছে।

বিজ্ঞপ্তি রূপ আছে, না-বিজ্ঞপ্তি রূপ আছে।

চিত্তসমুত্থান রূপ আছে, না-চিত্তসমুত্থান রূপ আছে।

চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভু) রূপ আছে, চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু) রূপ আছে।

চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল রূপ আছে, চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় রূপ আছে।

অভ্যন্তরীণ রূপ আছে, বাহ্যিক রূপ আছে।

স্থূল রূপ আছে, সূক্ষ্ম রূপ আছে।

দূর-রূপ আছে, নিকট-রূপ আছে।

চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু (বসতিস্থান) রূপ আছে, চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু নয় এমন রূপও আছে। চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু নয় এমন রূপও আছে।

কর্ণ-সংস্পর্শের বাস্তু... নাসিকা-সংস্পর্শের বাস্তু... জিহ্বা-সংস্পর্শের বাস্তু... কায়-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ আছে, কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয় এমন রূপ আছে। কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... কায়বিজ্ঞানের বাস্তু রূপ আছে, কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয় এমন রূপও আছে।

চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ আছে, চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয় এমন রূপও আছে। চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন নয় এমন রূপও আছে।

কর্ণ-সংস্পর্শের আলম্বন... নাসিকা-সংস্পর্শের আলম্বন... জিহ্বা-

সংস্পর্শের আলম্বন... কায়-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ আছে, কায়-সংস্পর্শের আলম্বন নয় এমন রূপ আছে। কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... কায়বিজ্ঞানের আলম্বন রূপ আছে, কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয় এমন রূপও আছে।

চক্ষু-আয়তন রূপ আছে, চক্ষু-আয়তন নয় রূপ আছে। কর্ণ-আয়তন... নাসিকা-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন... কায়-আয়তন রূপ আছে, কায়-আয়তন নয় রূপ আছে।

রূপ-আয়তন রূপ আছে, রূপ-আয়তন নয় রূপ আছে। শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... রস-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন (ফোট্ঠব্ব-আয়তন) রূপ আছে, স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয় রূপ আছে।

চক্ষুধাতু রূপ আছে, চক্ষুধাতু নয় রূপ আছে। কর্ণধাতু... নাসিকাধাতু... জিহ্বাধাতু... কায়ধাতু রূপ আছে, কায়ধাতু নয় রূপ আছে।

রূপধাতু রূপ আছে, রূপধাতু নয় রূপ আছে। শব্দধাতু... গন্ধধাতু... রসধাতু... স্পর্শযোগ্যধাতু (ফোট্ঠব্ব-ধাতু) রূপ আছে, স্পর্শযোগ্যধাতু নয় রূপ আছে।

চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ আছে, চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয় রূপ আছে। কর্ণ-ইন্দ্রিয়... নাসিকা-ইন্দ্রিয়... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয় রূপ আছে, কায়-ইন্দ্রিয় নয় রূপ আছে।

স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ আছে, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয় রূপ আছে।

পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ আছে, পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয় রূপ আছে।

জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ আছে, জীবিত-ইন্দ্রিয় নয় রূপ আছে।

কায়বিজ্ঞপ্তি (কায়িক অভিব্যক্তি) রূপ আছে, কায়বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ আছে।

বাক্যবিজ্ঞপ্তি (বাচনিক অভিব্যক্তি) রূপ আছে, বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয় রূপ আছে।

আকাশধাতু (শূন্যতা-ধাতু) রূপ আছে, আকাশধাতু নয় রূপ আছে।

আপধাতু রূপ আছে, আপধাতু নয় রূপ আছে।

রূপের হালকা ভাব (লহুতা) রূপ আছে, রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয় রূপ আছে।

রূপের কোমলতা (মুদুতা) রূপ আছে, রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয় রূপ আছে।

রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) রূপ আছে, রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) নয় রূপ আছে।

রূপের উপচয় তথা বৃদ্ধি (৬৪১ নং ক্রমে দেখুন) রূপ আছে, রূপের উপচয় নয় রূপ আছে।

রূপের প্রবাহ (সন্ততি) রূপ আছে, রূপের প্রবাহ নয় রূপ আছে।

রূপের জীর্ণতা (জরতা) রূপ আছে, রূপের জীর্ণতা নয় রূপ আছে।

রূপের অনিত্যতা রূপ আছে, রূপের অনিত্যতা নয় রূপ আছে।

কবলীকৃত আহার রূপ আছে, কবলীকৃত আহার নয় রূপ আছে।

(এই হচ্ছে দুই প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

ত্রিক

তিন প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

৫৮৫. যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে মহাভূত-হতে-উৎপন্ন, আর কিছু আছে মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই গৃহীত (উপাদিণ্ণং) রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে গৃহীত, আর কিছু আছে অগৃহীত।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী (উপাদিণ্ণুপাদানিযং) রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী, আর কিছু আছে অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই অনিদর্শন রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে সনিদর্শন, আর কিছু আছে অনিদর্শন।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই সপ্রতিঘ রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে সপ্রতিঘ, আর কিছু আছে অপ্রতিঘ।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই ইন্দ্রিয় রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে ইন্দ্রিয়, আর কিছু আছে না-ইন্দ্রিয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই না-মহাভূত রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে মহাভূত, আর কিছু আছে না-মহাভূত।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই না-বিজ্ঞপ্তি রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে বিজ্ঞপ্তি, আর কিছু আছে না-বিজ্ঞপ্তি।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই না-চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত, আর কিছু আছে না-চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু) রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভু), আর কিছু আছে চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু)।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল, আর কিছু আছে চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই স্থূল রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই নিকট (সন্তিকে)-রূপ। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে দূর (দূরে)-রূপ, আর কিছু আছে নিকট-রূপ।

যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু, আর কিছু আছে চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু নয়।

যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু, আর কিছু আছে চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু নয়।

যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই কর্ণ-সংস্পর্শের... নাসিকা-সংস্পর্শের... জিহ্বা-সংস্পর্শের... কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কায়-সংস্পর্শের বাস্তু, আর কিছু আছে কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয়। যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কায়বিজ্ঞানের বাস্তু, আর কিছু আছে কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন, আর কিছু আছে চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয়। যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন, আর কিছু আছে চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই কর্ণ-সংস্পর্শের... নাসিকা-

সংস্পর্শের... জিহ্বা-সংস্পর্শের... কায়-সংস্পর্শের আলম্বন নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কায়-সংস্পর্শের আলম্বন, আর কিছু আছে কায়-সংস্পর্শের আলম্বন নয়। যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কায়বিজ্ঞানের আলম্বন, আর কিছু আছে কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয়।

যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই চক্ষু-আয়তন নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চক্ষু-আয়তন, আর কিছু আছে চক্ষু-আয়তন নয়। যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই কর্ণ-আয়তন... নাক-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন... কায়-আয়তন নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কায়-আয়তন, আর কিছু আছে কায়-আয়তন নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপ-আয়তন নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপ-আয়তন, আর কিছু আছে রূপ-আয়তন নয়। যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... রস-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আর কিছু আছে স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয়।

যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই চক্ষুধাতু নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চক্ষুধাতু, আর কিছু আছে চক্ষুধাতু নয়। যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই কর্ণধাতু... নাসিকাধাতু... জিহ্বাধাতু... কায়ধাতু নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কায়ধাতু, আর কিছু আছে কায়ধাতু নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপধাতু নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপধাতু, আর কিছু আছে রূপধাতু নয়। যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই শব্দধাতু... গন্ধধাতু... রসধাতু... স্পর্শযোগ্যধাতু নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্পর্শযোগ্যধাতু, আর কিছু আছে স্পর্শযোগ্যধাতু নয়।

যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে চক্ষু-ইন্দ্রিয়, আর কিছু আছে চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয়। যা কিছু বাহ্যিক রূপ সবগুলোই কর্ণ-ইন্দ্রিয়... নাসিকা-ইন্দ্রিয়... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয় নয়। আর যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কায়-ইন্দ্রিয়, আর কিছু আছে কায়-ইন্দ্রিয় নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, আর কিছু আছে স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে পুরুষ-ইন্দ্রিয়, আর কিছু আছে পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই জীবিত-ইন্দ্রিয় নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে জীবিত-ইন্দ্রিয়, আর কিছু আছে জীবিত-ইন্দ্রিয় নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই কায়বিজ্ঞপ্তি নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কায়বিজ্ঞপ্তি, আর কিছু আছে কায়বিজ্ঞপ্তি নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে বাক্যবিজ্ঞপ্তি, আর কিছু আছে বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই আকাশধাতু নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে আকাশধাতু, আর কিছু আছে আকাশধাতু নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই আপধাতু নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে আপধাতু, আর কিছু আছে আপধাতু নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপের হালকা ভাব (লহুতা), আর কিছু আছে রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপের কোমলতা (মুদুতা), আর কিছু আছে রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা) নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা), আর কিছু আছে রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা) নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপের উপচয় নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপের উপচয়, আর কিছু আছে রূপের উপচয় নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপের প্রবাহ (সন্ততি) নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপের প্রবাহ (সন্ততি), আর কিছু আছে রূপের প্রবাহ (সন্ততি) নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপের জীর্ণতা নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপের জীর্ণতা, আর কিছু আছে রূপের জীর্ণতা নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই রূপের অনিত্যতা নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে রূপের অনিত্যতা, আর কিছু আছে রূপের অনিত্যতা নয়।

যা কিছু অভ্যন্তরীণ রূপ সবগুলোই কবলীকৃত আহার নয়। আর যা কিছু বাহ্যিক রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে কবলীকৃত আহার, আর কিছু আছে কবলীকৃত আহার নয়।

(এই হচ্ছে তিন প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

চতুষ্ক

চার প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

৫৮৬. যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে গৃহীত, আর কিছু আছে অগৃহীত। যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে গৃহীত, আর কিছু আছে অগৃহীত।

যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী, আর কিছু আছে অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী। যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী, আর কিছু আছে অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী।

যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে সপ্রতিঘ, আর কিছু আছে অপ্রতিঘ। যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে সপ্রতিঘ, আর কিছু আছে অপ্রতিঘ।

যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম। যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম।

যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)। যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)।

যা কিছু গৃহীত রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে সনিদর্শন, আর কিছু আছে অনিদর্শন। যা কিছু অগৃহীত রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে সনিদর্শন, আর কিছু আছে অনিদর্শন।

যা কিছু গৃহীত রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে সপ্রতিঘ, আর কিছু আছে অপ্রতিঘ। যা কিছু অগৃহীত রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে সপ্রতিঘ, আর কিছু আছে অপ্রতিঘ।

যা কিছু গৃহীত রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে মহাভূত, আর কিছু আছে মহাভূত নয়। যা কিছু অগৃহীত রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে মহাভূত, আর কিছু আছে মহাভূত নয়।

যা কিছু গৃহীত রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম। যা কিছু অগৃহীত রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম।

যা কিছু গৃহীত রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)। যা কিছু অগৃহীত রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)।

যা কিছু গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে সনিদর্শন, আর কিছু আছে অনিদর্শন। যা কিছু অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে সনিদর্শন, আর কিছু আছে অনিদর্শন।

যা কিছু গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে সপ্রতিঘ, আর কিছু আছে অপ্রতিঘ। যা কিছু অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে সপ্রতিঘ, আর কিছু আছে অপ্রতিঘ।

যা কিছু গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে মহাভূত, আর কিছু আছে মহাভূত নয়। যা কিছু অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে মহাভূত, আর কিছু আছে মহাভূত নয়।

যা কিছু গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম। যা কিছু অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম।

যা কিছু গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)। যা কিছু অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)।

যা কিছু সপ্রতিঘ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে ইন্দ্রিয়, আর কিছু আছে ইন্দ্রিয় নয়। যা কিছু অপ্রতিঘ রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে ইন্দ্রিয়, আর কিছু আছে ইন্দ্রিয় নয়।

যা কিছু সপ্রতিঘ রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে মহাভূত, আর কিছু আছে

মহাভূত নয়। যা কিছু অপ্রতিঘ রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে মহাভূত, আর কিছু আছে মহাভূত নয়।

যা কিছু ইন্দ্রিয় রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম নয়। যা কিছু না-ইন্দ্রিয় রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম নয়।

যা কিছু ইন্দ্রিয় রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)। যা কিছু না-ইন্দ্রিয় রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)।

যা কিছু মহাভূত রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম নয়। যা কিছু না-মহাভূত রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে স্থূল, আর কিছু আছে সূক্ষ্ম নয়।

যা কিছু মহাভূত রূপ, (তন্মধ্যে) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)। যা কিছু না-মহাভূত রূপ, (তন্মধ্যেও) কিছু আছে দূর (রূপ), আর কিছু আছে নিকট (রূপ)।

দৃষ্ট, শ্রুত, আস্বাদিত ও বিজ্ঞাত রূপ।

(এই হচ্ছে চার প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

পঞ্চক

পাঁচ প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

৫৮৭. পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু ও যা কিছু মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ।

(এই হচ্ছে পাঁচ প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

ষষ্ঠক

ছয় প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

৫৮৮. চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য (চকখুৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, কান দিয়ে জ্ঞাতব্য (সোতৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, নাক দিয়ে গন্ধ জ্ঞাতব্য (ঘানৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য (জিব্হাৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য (কাযৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, মনোবিজ্ঞানধাতু[১] দিয়ে জ্ঞাতব্য

---

[১] দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান ও মনোধাতুত্রিক এই তেরোটি চিত্তকে বাদ দিয়ে বাকি ছিয়াত্তরটি চিত্তকে একযোগে বলা হয় "**মনোবিজ্ঞানধাতু**"।

(মনোৰিঞ্ঞাণধাতুৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ।

(এই হচ্ছে ছয় প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

সপ্তক

সাত প্রকারে রূপ-সংগ্রহ -

৫৮৯. চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য (চকখুৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, কান দিয়ে জ্ঞাতব্য (সোতৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য (ঘানৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য (জিব্হাৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য (কাযৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, মনোধাতু[১] দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোধাতুৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, মনোবিজ্ঞানধাতু দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোৰিঞ্ঞাণধাতুৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ।

(এই হচ্ছে সাত প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

অষ্টক

আট প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

৫৯০. চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য (চকখুৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, কান দিয়ে জ্ঞাতব্য (সোতৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য (ঘানৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য (জিব্হাৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য (কাযৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, সুখ-সংস্পর্শও আছে—দুঃখ-সংস্পর্শও আছে, মনোধাতু দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোধাতুৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ, মনোবিজ্ঞানধাতু দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোৰিঞ্ঞাণধাতুৰিঞ্ঞেয্যং) রূপ।

(এই হচ্ছে আট প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

নবক

নয় প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

৫৯১. চক্ষু-ইন্দ্রিয়, কর্ণ-ইন্দ্রিয়, নাসিকা-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় ও যা কিছু ইন্দ্রিয় নয় এমন রূপ।

(এই হচ্ছে নয় প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

---

[১] পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ও দুই সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত এই তিনটি চিত্তকে একযোগে বলা হয় **"মনোধাতু"**।

দশক

দশ প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

৫৯২. চক্ষু-ইন্দ্রিয়, কর্ণ-ইন্দ্রিয়, নাসিকা-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় ও যা কিছু ইন্দ্রিয় নয় এমন সপ্রতিঘ রূপ আছে, অপ্রতিঘ রূপ আছে।

(এই হচ্ছে দশ প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

একাদশক

এগারো প্রকারে রূপ-সংগ্রহ—

৫৯৩. চক্ষু-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন ও যা কিছু অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, ধর্ম-আয়তনের অন্তর্গত রূপ।

(এই হচ্ছে এগারো প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

(মাতিকা বা বিষয়সূচি সমাপ্ত)

*   *   *

রূপের বিভাজন (শ্রেণিবিভাগ)

একক নির্দেশ

৫৯৪. সমস্ত রূপই না-হেতু, অহেতুক, হেতু-বিযুক্ত, সপ্রত্যয়, সৃষ্ট (সঙ্খতা), রূপীয়, লৌকিয়, আসবযুক্ত, সংযোজনের উপযোগী (সংযোজনিযং), গ্রন্থির উপযোগী (গন্থনিযং), ওঘ বা প্লাবনের উপযোগী (ওঘনিযং), যোগের উপযোগী (যোগনিযং), বাধার উপযোগী (নিৰরণিযং), পরামৃষ্ট, উপাদানের উপযোগী (উপাদানিযং), কলুষতাজনক, অব্যাকৃত, অনালম্বন, অচৈতসিক, চিত্ত-বিযুক্ত, বিপাকও নয়—বিপাকস্বভাবী ধর্মও নয়, অকলুষিত-কলুষতাজনক, না-সবিতর্ক-সবিচার, না-অবিতর্ক-বিচারমাত্র, অবিতর্ক-অবিচার, না-প্রীতি-সহগত, না-সুখ-সহগত, না-উপেক্ষা-সহগত, দেখা ও ভাবনা কোনোটির দ্বারাই পরিত্যাজ্য নয়, দেখা ও ভাবনা কোনোটির দ্বারাই পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়, সঞ্চয়গামী ও ক্ষয়গামী কোনোটিই নয় (নেৰ আচযগামি ন অপচযগামি), শৈক্ষ্যও নয়—অশৈক্ষ্যও নয়, সামান্য (পরিত্তং), কামাবচর, না-রূপাবচর, না-অরূপাবচর, অন্তর্ভুক্ত (পরিযাপন্নং), অনন্তর্ভুক্ত নয় (নো অপরিযাপন্নং), অনিশ্চিত (অনিযতং), অনিয়্যানিক (দুঃখমুক্তির দিকে চালিত করে না এমন), উৎপন্ন, ছয়টি বিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্য, অনিত্য, জরার অধীন (জরাভিভূতং)।

(এই হচ্ছে এক প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

দ্বিক নির্দেশ

মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপের বিশ্লেষণ

৫৯৫. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপগুলো কী কী?

চক্ষু-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, আকাশধাতু, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা, কবলীকৃত আহার।

৫৯৬. সেই চক্ষু-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই চক্ষু চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ চক্ষু দিয়ে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপ দেখেছিল, দেখে, দেখবে বা (চক্ষুপথে রূপ

উপস্থিত হলেই) দেখে থাকে; এটাই চক্ষু, এটাই চক্ষু-আয়তন, এটাই চক্ষুধাতু, এটাই চক্ষু-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই নেত্র (চোখ), এটাই নয়ন, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-আয়তন রূপ।

৫৯৭. সেই চক্ষু-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই চক্ষু চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ চক্ষুর মাঝে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপকে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই চক্ষু, এটাই চক্ষু-আয়তন, এটাই চক্ষুধাতু, এটাই চক্ষু-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই নেত্র (চোখ), এটাই নয়ন, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-আয়তন রূপ।

৫৯৮. সেই চক্ষু-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই চক্ষু চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ চক্ষু সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই চক্ষু, এটাই চক্ষু-আয়তন, এটাই চক্ষুধাতু, এটাই চক্ষু-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই নেত্র (চোখ), এটাই নয়ন, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-আয়তন রূপ।

৫৯৯. সেই চক্ষু-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই চক্ষু চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই চক্ষু ও রূপকে ভিত্তি করে চক্ষু-

সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই চক্ষু ও রূপকে ভিত্তি করে চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই চোখকে ভিত্তি করে রূপ-আলম্বন চক্ষু-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই চোখকে ভিত্তি করে রূপ-আলম্বন চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই চক্ষু, এটাই চক্ষু-আয়তন, এটাই চক্ষুধাতু, এটাই চক্ষু-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই নেত্র (চোখ), এটাই নয়ন, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-আয়তন রূপ।

৬০০. সেই কর্ণ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কান চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ কান দিয়ে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপ শুনেছিল, শোনে, শুনবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) শুনে থাকে; এটাই কান, এটাই কর্ণ-আয়তন, এটাই কর্ণধাতু, এটাই কর্ণ-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই কর্ণ-আয়তন রূপ।

৬০১. সেই কর্ণ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কান চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ কানের মাঝে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপ আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই কান, এটাই কর্ণ-আয়তন, এটাই কর্ণধাতু, এটাই কর্ণ-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই

পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই কর্ণ-আয়তন রূপ।

৬০২. সেই কর্ণ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কান চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ কান সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই কান, এটাই কর্ণ-আয়তন, এটাই কর্ণধাতু, এটাই কর্ণ-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই কর্ণ-আয়তন রূপ।

৬০৩. সেই কর্ণ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কান চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই কান ও শব্দকে ভিত্তি করে কর্ণ-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই কান ও শব্দকে ভিত্তি করে কর্ণ-সংস্পর্শ বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কর্ণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই কানকে ভিত্তি করে শব্দ-আলম্বন কর্ণ-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই কানকে ভিত্তি করে শব্দ-আলম্বন কর্ণ-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কর্ণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই কান, এটাই কর্ণ-আয়তন, এটাই কর্ণধাতু, এটাই কর্ণ-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই কর্ণ-আয়তন রূপ।

৬০৪. সেই নাসিকা-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই নাক চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা),

শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ নাক দিয়ে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপ ঘ্রাণ নিয়েছিল, ঘাণ নেয়, ঘ্রাণ নেবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) ঘ্রাণ নিয়ে থাকে; এটাই নাক, এটাই নাসিকা-আয়তন, এটাই নাসিকাধাতু, এটাই নাসিকা-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই নাসিকা-আয়তন রূপ।

৬০৫. সেই নাসিকা-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই নাক চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ নাকের মাঝে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপ আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই নাক, এটাই নাসিকা-আয়তন, এটাই নাসিকাধাতু, এটাই নাসিকা-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই নাসিকা-আয়তন রূপ।

৬০৬. সেই নাসিকা-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই নাক চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ নাক সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই নাক, এটাই নাসিকা-আয়তন, এটাই নাসিকাধাতু, এটাই নাসিকা-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই নাসিকা-আয়তন রূপ।

৬০৭. সেই নাসিকা-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই নাক চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই নাক ও গন্ধকে ভিত্তি করে নাসিকা-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই নাক ও গন্ধকে ভিত্তি করে নাসিকা-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... নাসিকাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই নাককে ভিত্তি করে গন্ধ-আলম্বন নাসিকা-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই নাককে ভিত্তি করে গন্ধ-আলম্বন নাসিকা-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... নাসিকাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই নাক, এটাই নাসিকা-আয়তন, এটাই নাসিকাধাতু, এটাই নাসিকা-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই নাসিকা-আয়তন রূপ।

৬০৮. সেই জিহ্বা-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই জিভ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ জিভ দিয়ে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপ আস্বাদ অনুভব করেছিল, আস্বাদ অনুভব করে, আস্বাদ অনুভব করবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) আস্বাদ অনুভব করে থাকে; এটাই জিভ, এটাই জিহ্বা-আয়তন, এটাই জিহ্বাধাতু, এটাই জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই জিহ্বা-আয়তন রূপ।

৬০৯. সেই জিহ্বা-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই জিভ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ জিভের মাঝে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপ আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত

করবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই জিভ, এটাই জিহ্বা-আয়তন, এটাই জিহ্বাধাতু, এটাই জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডুরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই জিহ্বা-আয়তন রূপ।

৬১০. সেই জিহ্বা-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই জিভ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ জিভ সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই জিভ, এটাই জিহ্বা-আয়তন, এটাই জিহ্বাধাতু, এটাই জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডুরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই জিহ্বা-আয়তন রূপ।

৬১১. সেই জিহ্বা-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই জিভ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই জিভ ও রসকে ভিত্তি করে জিহ্বা-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই জিভ ও রসকে ভিত্তি করে জিহ্বা-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই জিভকে ভিত্তি করে রস-আলম্বন জিহ্বা-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই জিভকে ভিত্তি করে রস-আলম্বন জিহ্বা-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই জিভ, এটাই জিহ্বা-আয়তন, এটাই জিহ্বাধাতু, এটাই জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক),

এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই জিহ্বা-আয়তন রূপ।

৬১২. সেই কায়-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কায় চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ কায় দিয়ে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপের স্পর্শ অনুভব করেছিল, স্পর্শ অনুভব করে, স্পর্শ অনুভব করবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) স্পর্শ অনুভব করে থাকে; এটাই কায়, এটাই কায়-আয়তন, এটাই কায়ধাতু, এটাই কায়-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই কায়-আয়তন রূপ।

৬১৩. সেই কায়-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কায় চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ কায়ের মাঝে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপ আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত) আঘাত করে থাকে; এটাই কায়, এটাই কায়-আয়তন, এটাই কায়ধাতু, এটাই কায়-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই কায়-আয়তন রূপ।

৬১৪. সেই কায়-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কায় চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ কায় সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ রূপের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই কায়, এটাই কায়-আয়তন, এটাই কায়ধাতু, এটাই কায়-ইন্দ্রিয়, এটাই

লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই কায়-আয়তন রূপ।

৬১৫. সেই কায়-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কায় চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা), শরীরের অন্তর্গত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; যেই কায় ও স্পর্শযোগ্য (কায়গ্রাহ্য বিষয়)-কে ভিত্তি করে কায়-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই কায় ও স্পর্শযোগ্যকে ভিত্তি করে কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই কায়কে ভিত্তি করে স্পর্শযোগ্য-আলম্বন কায়-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই কায়কে ভিত্তি করে স্পর্শযোগ্য-আলম্বন কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই কায়, এটাই কায়-আয়তন, এটাই কায়ধাতু, এটাই কায়-ইন্দ্রিয়, এটাই লোক (অর্থাৎ লুব্ধ-প্রলুব্ধ করে এই অর্থে লোক), এটাই দ্বার (দরজা), এটাই সমুদ্র, এটাই পরিশুদ্ধ (পণ্ডরং), এটাই ক্ষেত্র, এটাই বাস্তু, এটাই এই তীর অর্থাৎ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত (ওরিমং তীরং), এটাই শূন্য গ্রাম (অর্থাৎ মালিকানাহীন সর্বসাধারণের গ্রাম এই অর্থে শূন্য গ্রাম)—এই হচ্ছে সেই কায়-আয়তন রূপ।

৬১৬. সেই রূপ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রূপ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন বর্ণপ্রভা, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ, নীল, হলুদ, লাল, সাদা, কালো, হালকা লাল (মঞ্জিষ্ঠা অর্থাৎ নীল, হলুদ, লাল, সাদা এই রংগুলোর মিশ্রিত রং), হালকা সবুজাভ হলদে, হলদে রং, কচি আমের রং, লম্বা, বেঁটে, ছোটো, বড়ো, গোল, মুরগির ডিমের মতো গোলাকার, চার অংশযুক্ত, ছয় অংশযুক্ত, আট অংশযুক্ত, ষোলো অংশযুক্ত, নিচ, স্থল, ছায়া, রোদ, আলো, অন্ধকার, কালো মেঘ, হিম বা তুষার, ধোঁয়া, ময়লা, চন্দ্রমণ্ডলের বর্ণপ্রভা, সূর্যমণ্ডলের বর্ণপ্রভা, স্বর্গের দেবপুত্রদের বিমান

তথা দিব্যপ্রাসাদের (তারকরূপানং) বর্ণপ্রভা, কাংশের তৈরি জিনিসের (আসাদমণ্ডলস্স) বর্ণপ্রভা, মণি-মুক্তা-বৈদূর্যের বর্ণপ্রভা, সোনা-রূপোর বর্ণপ্রভা; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন বর্ণপ্রভা, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ অন্য যা কিছু রূপ আছে, যেই সনিদর্শন সপ্রতিঘ রূপকে সনিদর্শন সপ্রতিঘ চোখ দিয়ে দেখেছিল, দেখে, দেখবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) দেখা যাবে; এটাই রূপ, এটাই রূপ-আয়তন, এটাই রূপধাতু—এই হচ্ছে সেই রূপ-আয়তন রূপ।

৬১৭. সেই রূপ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রূপ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন বর্ণপ্রভা, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ, নীল, হলুদ, লাল, সাদা, কালো, হালকা লাল (মঞ্জিষ্ঠা অর্থাৎ নীল, হলুদ, লাল, সাদা এই রংগুলোর মিশ্রিত রং), হালকা সবুজাভ হলদে, হলদে রং, কচি আমের রং, লম্বা, বেঁটে, ছোটো, বড়ো, গোল, মুরগির ডিমের মতো গোলাকার, চার অংশযুক্ত, ছয় অংশযুক্ত, আট অংশযুক্ত, ষোলো অংশযুক্ত, নিচ, স্থল, ছায়া, রোদ, আলো, অন্ধকার, কালো মেঘ, হিম বা তুষার, ধোঁয়া, ময়লা, চন্দ্রমণ্ডলের বর্ণপ্রভা, সূর্যমণ্ডলের বর্ণপ্রভা, স্বর্গের দেবপুত্রদের বিমান তথা দিব্যপ্রাসাদের (তারকরূপানং) বর্ণপ্রভা, কাংশের তৈরি জিনিসের (আসাদমণ্ডলস্স) বর্ণপ্রভা, মণি-মুক্তা-বৈদূর্যের বর্ণপ্রভা, সোনা-রূপোর বর্ণপ্রভা; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন বর্ণপ্রভা, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ অন্য যা কিছু রূপ আছে, যেই সনিদর্শন সপ্রতিঘ রূপের মাঝে সনিদর্শন সপ্রতিঘ চোখকে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই রূপ, এটাই রূপ-আয়তন, এটাই রূপধাতু—এই হচ্ছে সেই রূপ-আয়তন রূপ।

৬১৮. সেই রূপ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রূপ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন বর্ণপ্রভা, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ, নীল, হলুদ, লাল, সাদা, কালো, হালকা লাল (মঞ্জিষ্ঠা অর্থাৎ নীল, হলুদ, লাল, সাদা এই রংগুলোর মিশ্রিত রং), হালকা সবুজাভ হলদে, হলদে রং, কচি আমের রং, লম্বা, বেঁটে, ছোটো, বড়ো, গোল, মুরগির ডিমের মতো গোলাকার, চার অংশযুক্ত, ছয় অংশযুক্ত, আট অংশযুক্ত, ষোলো অংশযুক্ত, নিচ, স্থল, ছায়া, রোদ, আলো, অন্ধকার, কালো মেঘ, হিম বা তুষার, ধোঁয়া, ময়লা, চন্দ্রমণ্ডলের বর্ণপ্রভা, সূর্যমণ্ডলের বর্ণপ্রভা, স্বর্গের দেবপুত্রদের বিমান তথা দিব্যপ্রাসাদের (তারকরূপানং) বর্ণপ্রভা, কাংশের তৈরি জিনিসের (আসাদমণ্ডলস্স) বর্ণপ্রভা, মণি-মুক্তা-বৈদূর্যের বর্ণপ্রভা, সোনা-রূপোর

বর্ণপ্রভা; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন বর্ণপ্রভা, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ অন্য যা কিছু রূপ আছে, যেই সনিদর্শন সপ্রতিঘ রূপ সনিদর্শন সপ্রতিঘ চোখের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই রূপ, এটাই রূপ-আয়তন, এটাই রূপধাতু—এই হচ্ছে সেই রূপ-আয়তন রূপ।

৬১৯. সেই রূপ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রূপ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন বর্ণপ্রভা, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ, নীল, হলুদ, লাল, সাদা, কালো, হালকা লাল (মঞ্জিষ্ঠা অর্থাৎ নীল, হলুদ, লাল, সাদা এই রংগুলোর মিশ্রিত রং), হালকা সবুজাভ হলদে, হলদে রং, কচি আমের রং, লম্বা, বেঁটে, ছোটো, বড়ো, গোল, মুরগির ডিমের মতো গোলাকার, চার অংশযুক্ত, ছয় অংশযুক্ত, আট অংশযুক্ত, ষোলো অংশযুক্ত, নিচ, স্থূল, ছায়া, রোদ, আলো, অন্ধকার, কালো মেঘ, হিম বা তুষার, ধোঁয়া, ময়লা, চন্দ্রমণ্ডলের বর্ণপ্রভা, সূর্যমণ্ডলের বর্ণপ্রভা, স্বর্গের দেবপুত্রদের বিমান তথা দিব্যপ্রাসাদের (তারকরূপানং) বর্ণপ্রভা, কাংশের তৈরি জিনিসের (আসাদমণ্ডলস্স) বর্ণপ্রভা, মণি-মুক্তা-বৈদূর্যের বর্ণপ্রভা, সোনা-রূপোর বর্ণপ্রভা; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন বর্ণপ্রভা, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ অন্য যা কিছু রূপ আছে, যেই রূপ ও চোখকে ভিত্তি করে চক্ষু-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই রূপ ও চোখকে ভিত্তি করে চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই চোখকে ভিত্তি করে রূপ-আলম্‌বন চক্ষু-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই চোখকে ভিত্তি করে রূপ-আলম্বন চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (চক্ষুপথে রূপ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই রূপ, এটাই রূপ-আয়তন, এটাই রূপধাতু—এই হচ্ছে সেই রূপ-আয়তন রূপ।

৬২০. সেই শব্দ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই শব্দ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন সপ্রতিঘ ঢোলের শব্দ, ছোটো ঢোলের শব্দ (তবলার শব্দ?), শঙ্খ বাজানোর শব্দ, মন্দিরার শব্দ, গানের শব্দ, বীণা প্রভৃতির শব্দ, কাংশ্য বা কাঠের শব্দ, হাততালির শব্দ, সত্ত্বগণের কোলাহলপূর্ণ শব্দ, বিভিন্ন ধাতুব পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট শব্দ,

বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, জলের কলকল শব্দ, মানুষের শব্দ, অমনুষ্যের শব্দ; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ শব্দ আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ শব্দটিকে অনিদর্শন সপ্রতিঘ কান দিয়ে শুনেছিল, শোনে, শুনবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) শুনে থাকে; এটাই শব্দ, এটাই শব্দ-আয়তন, এটাই শব্দধাতু—এই হচ্ছে সেই শব্দ-আয়তন রূপ।

৬২১. সেই শব্দ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই শব্দ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন সপ্রতিঘ ঢোলের শব্দ, ছোটো ঢোলের শব্দ (তবলার শব্দ?), শঙ্খ বাজানোর শব্দ, মন্দিরার শব্দ, গানের শব্দ, বীণা প্রভৃতির শব্দ, কাংশ্য বা কাঠের শব্দ, হাততালির শব্দ, সত্ত্বগণের কোলাহলপূর্ণ শব্দ, বিভিন্ন ধাতুব পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট শব্দ, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, জলের কলকল শব্দ, মানুষের শব্দ, অমনুষ্যের শব্দ; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ শব্দ আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ শব্দটির মাঝে অনিদর্শন সপ্রতিঘ কান আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই শব্দ, এটাই শব্দ-আয়তন, এটাই শব্দধাতু—এই হচ্ছে সেই শব্দ-আয়তন রূপ।

৬২২. সেই শব্দ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই শব্দ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন সপ্রতিঘ ঢোলের শব্দ, ছোটো ঢোলের শব্দ (তবলার শব্দ?), শঙ্খ বাজানোর শব্দ, মন্দিরার শব্দ, গানের শব্দ, বীণা প্রভৃতির শব্দ, কাংশ্য বা কাঠের শব্দ, হাততালির শব্দ, সত্ত্বগণের কোলাহলপূর্ণ শব্দ, বিভিন্ন ধাতুব পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট শব্দ, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, জলের কলকল শব্দ, মানুষের শব্দ, অমনুষ্যের শব্দ; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ শব্দ আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ শব্দটি অনিদর্শন সপ্রতিঘ কানের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই শব্দ, এটাই শব্দ-আয়তন, এটাই শব্দধাতু—এই হচ্ছে সেই শব্দ-আয়তন রূপ।

৬২৩. সেই শব্দ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই শব্দ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন সপ্রতিঘ ঢোলের শব্দ, ছোটো ঢোলের শব্দ (তবলার শব্দ?), শঙ্খ বাজানোর শব্দ, মন্দিরার শব্দ, গানের শব্দ, বীণা প্রভৃতির শব্দ, কাংশ্য বা কাঠের শব্দ, হাততালির শব্দ, সত্ত্বগণের কোলাহলপূর্ণ শব্দ, বিভিন্ন ধাতুব পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট শব্দ,

বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, জলের কলকল শব্দ, মানুষের শব্দ, অমনুষ্যের শব্দ; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ শব্দ আছে, যেই শব্দ ও কানকে ভিত্তি করে কর্ণ-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই শব্দ ও কানকে ভিত্তি করে কর্ণ-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কর্ণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই কানকে ভিত্তি করে শব্দ-আলম্বন কর্ণ-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই কানকে ভিত্তি করে শব্দ-আলম্বন কর্ণ-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কর্ণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কর্ণপথে শব্দ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই শব্দ, এটাই শব্দ-আয়তন, এটাই শব্দধাতু—এই হচ্ছে সেই শব্দ-আয়তন রূপ।

৬২৪. সেই গন্ধ-আলম্বন রূপ কী রকম?

যেই গন্ধ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন অপ্রতিঘ মূলগন্ধ, সারগন্ধ, গাছের চামড়ার গন্ধ, পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, সিদ্ধ করা হয়নি এমন কাঁচা জিনিসের গন্ধ, পঁচা মাছ-মাংসের গন্ধ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ গন্ধ আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ গন্ধটিকে অনিদর্শন সপ্রতিঘ নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিয়েছিল, ঘ্রাণ নেয়, ঘ্রাণ নেবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) ঘ্রাণ নিয়ে থাকে; এটাই গন্ধ, এটাই গন্ধ-আয়তন, এটাই গন্ধধাতু—এই হচ্ছে সেই গন্ধ-আয়তন রূপ।

৬২৫. সেই গন্ধ-আলম্বন রূপ কী রকম?

যেই গন্ধ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন অপ্রতিঘ মূলগন্ধ, সারগন্ধ, গাছের চামড়ার গন্ধ, পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, সিদ্ধ করা হয়নি এমন কাঁচা জিনিসের গন্ধ, পঁচা মাছ-মাংসের গন্ধ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ গন্ধ আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ গন্ধের মাঝে অনিদর্শন সপ্রতিঘ নাক আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই গন্ধ, এটাই গন্ধ-আয়তন, এটাই গন্ধধাতু—এই হচ্ছে সেই গন্ধ-আয়তন রূপ।

৬২৬. সেই গন্ধ-আলম্বন রূপ কী রকম?

যেই গন্ধ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন অপ্রতিঘ মূলগন্ধ, সারগন্ধ, গাছের চামড়ার গন্ধ, পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, সিদ্ধ করা হয়নি এমন কাঁচা জিনিসের গন্ধ, পঁচা মাছ-মাংসের গন্ধ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ গন্ধ আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ গন্ধটি অনিদর্শন সপ্রতিঘ নাকের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই গন্ধ, এটাই গন্ধ-আয়তন, এটাই গন্ধধাতু—এই হচ্ছে সেই গন্ধ-আয়তন রূপ।

৬২৭. সেই গন্ধ-আলম্বন রূপ কী রকম?

যেই গন্ধ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন অপ্রতিঘ মূলগন্ধ, সারগন্ধ, গাছের চামড়ার গন্ধ, পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, সিদ্ধ করা হয়নি এমন কাঁচা জিনিসের গন্ধ, পঁচা মাছ-মাংসের গন্ধ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ গন্ধ আছে, যেই গন্ধ ও নাককে ভিত্তি করে নাসিকা-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই গন্ধ ও নাককে ভিত্তি করে নাসিকা-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... নাসিকাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই নাককে ভিত্তি করে গন্ধ-আলম্বন নাসিকা-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই নাককে ভিত্তি করে গন্ধ-আলম্বন নাসিকা-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... নাসিকাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (নাসিকাপথে গন্ধ উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই গন্ধ, এটাই গন্ধ-আয়তন, এটাই গন্ধধাতু—এই হচ্ছে সেই গন্ধ-আয়তন রূপ।

৬২৮. সেই রস-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রস চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন অপ্রতিঘ গাছের মূলরস, গাছের ডালের রস, বাকলের রস, পাতার রস, ফুলের রস, ফলের রস, অম্ল, মধুর, তেঁতো, কটু, নোনতা, ক্ষার, ঝাঁজালো, কষালো, সুস্বাদু, স্বাদহীন; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ রস আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ রসকে অনিদর্শন সপ্রতিঘ জিভ দিয়ে আস্বাদ অনুভব করেছিল, আস্বাদ অনুভব করে, আস্বাদ অনুভব করবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) আস্বাদ অনুভব করে থাকে; এটাই রস, এটাই রস-আয়তন,

এটাই রসধাতু—এই হচ্ছে সেই রস-আয়তন রূপ।

৬২৯ সেই রস-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রস চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন অপ্রতিঘ গাছের মূলরস, গাছের ডালের রস, বাকলের রস, পাতার রস, ফুলের রস, ফলের রস, অম্ল, মধুর, তেঁতো, কটু, নোনতা, ক্ষার, ঝাঁজালো, কষালো, সুস্বাদু, স্বাদহীন; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ রস আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ রসের মাঝে অনিদর্শন সপ্রতিঘ জিভ আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই রস, এটাই রস-আয়তন, এটাই রসধাতু—এই হচ্ছে সেই রস-আয়তন রূপ।

৬৩০ সেই রস-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রস চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন অপ্রতিঘ গাছের মূলরস, গাছের ডালের রস, বাকলের রস, পাতার রস, ফুলের রস, ফলের রস, অম্ল, মধুর, তেঁতো, কটু, নোনতা, ক্ষার, ঝাঁজালো, কষালো, সুস্বাদু, স্বাদহীন; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ রস আছে, যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ রস অনিদর্শন সপ্রতিঘ জিভের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই রস, এটাই রস-আয়তন, এটাই রসধাতু—এই হচ্ছে সেই রস-আয়তন রূপ।

৬৩১ সেই রস-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রস চার মহাভূত হতে উৎপন্ন অনিদর্শন অপ্রতিঘ গাছের মূলরস, গাছের ডালের রস, বাকলের রস, পাতার রস, ফুলের রস, ফলের রস, অম্ল, মধুর, তেঁতো, কটু, নোনতা, ক্ষার, ঝাঁজালো, কষালো, সুস্বাদু, স্বাদহীন; অথবা চার মহাভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে এমন অনিদর্শন সপ্রতিঘ রস আছে, যেই রস ও জিভকে ভিত্তি করে জিহ্বা-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই রস ও জিভকে ভিত্তি করে জিহ্বা-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই জিভকে ভিত্তি করে রস-আলম্বন জিহ্বা-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই জিভকে ভিত্তি করে রস-আলম্বন জিহ্বা-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা...

জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (জিহ্বাপথে রস উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই রস, এটাই রস-আয়তন, এটাই রসধাতু—এই হচ্ছে সেই রস-আয়তন রূপ।

৬৩২. সেই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা কোনো মেয়ের স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীযোনি, স্ত্রী-চিহ্ন, স্ত্রীসুলভ কাজকর্ম, স্ত্রীসুলভ হাসি-কান্না-চলাফেরা, নারীত্ব, মেয়েলি স্বভাব—এই হচ্ছে সেই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ।

৬৩৩. সেই পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা কোনো পুরুষের পুরুষলিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ, পুরুষচিহ্ন, পুরুষসুলভ কাজকর্ম, পুরুষসুলভ হাসি-কান্না-চলাফেরা, পুরুষত্ব, পুরুষালি স্বভাব—এই হচ্ছে সেই পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ।

৬৩৪. সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা সেই রূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ।

৬৩৫. সেই কায়বিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

যা কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত চিত্তে আসা-যাওয়া, এদিক-ওদিক দেখা বা সংকোচন-প্রসারণের সময় দেহের যে স্থিরতা, নড়াচড়াহীন অবস্থা, ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা, (মনোভাব) জানানো, জানানোর ধরন, জানানো হয়েছে এমন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই কায়বিজ্ঞপ্তি রূপ।

৬৩৬. সেই বাক্যবিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

যা কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত চিত্তে বলা কোনো কথা বা বাক্য, কোনো কিছু জানতে চাওয়া বা জানাতে চাওয়া, উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা, নানা ধরনের ঘোষণার কাজ, ফুস করে বলে ফেলা কোনো কথা—একেই বলা হয় বাক্য বা কথা। এই সমস্ত বাক্য বা কথা দিয়ে মনের ভাব জানানো, জানানোর ধরন, জানানো হয়েছে এমন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই বাক্যবিজ্ঞপ্তি রূপ।

৬৩৭. সেই আকাশধাতু রূপ কী রকম?

যা আকাশ, আকাশের অবস্থা, শূন্য, শূন্যতা, গর্ত বা ছিদ্র, ছিদ্রের অবস্থা, চার মহাভূতের সঙ্গে অস্পৃষ্ট—এই হচ্ছে সেই আকাশধাতু রূপ।

৬৩৮. সেই রূপের হালকা ভাব (লহুতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের হালকা ভাব (লহুতা), দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনের সক্ষমতা (লহুপরিণামতা), হালকা অবস্থা (অদন্ধনতা), ভারমুক্ত অবস্থা

(অৰিখনতা)—এই হচ্ছে সেই রূপের হালকা ভাব (লহুতা) রূপ।

৬৩৯. সেই রূপের কোমলতা (মুদুতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের কোমলতা (মুদুতা), কোমলতা (মদ্দৰতা), রুক্ষতাহীন অবস্থা (অককখলতা), অকঠিন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই রূপের কোমলতা (মুদুতা) রূপ।

৬৪০. সেই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের (আলস্যভাব দূর করে সবধরনের শারীরিক কাজে) সহজে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতা, নিয়োজিত অবস্থা, আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) রূপ।

৬৪১. সেই রূপের উপচয় (বৃদ্ধি) রূপ কী রকম?

যা আয়তনগুলোর (রূপ-আয়তনগুলোর) উৎপত্তি (আচযো), সেটিই রূপের উপচয় অর্থাৎ বারংবার উৎপদ্যমান আয়তনগুলোর পূর্ণ বৃদ্ধি—এই হচ্ছে সেই রূপের উপচয় (বৃদ্ধি) রূপ।

৬৪২. সেই রূপের প্রবাহ (সন্ততি) রূপ কী রকম?

যা রূপের উপচয় তা-ই রূপের প্রবাহ (সন্ততি)—এই হচ্ছে সেই রূপের প্রবাহ (সন্ততি) রূপ।

৬৪৩. সেই রূপের জীর্ণতা রূপ কী রকম?

যা রূপের জরা, জীর্ণতা, খণ্ডিত অবস্থা, বিবর্ণতা, শীর্ণতা, আয়ু কমে যাওয়া, ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্কতা—এই হচ্ছে সেই রূপের জীর্ণতা রূপ।

৬৪৪. সেই রূপের অনিত্যতা রূপ কী রকম?

যা রূপের ক্ষয়, ব্যয়, ভাঙন, অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা, অন্তর্ধান—এই হচ্ছে সেই রূপের অনিত্যতা রূপ।

৬৪৫. সেই কবলীকৃত আহার রূপ কী রকম?

চাল, ভাত, ময়দা, মাছ, মাংস, দুধ, দই, ঘি, মাখন, তেল, মধু, গুড়; অথবা বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন লোকজনের মুখরোচক, দাঁতে চিবানো, গলাধঃকরণীয়, পেট ভরে খাওয়ার উপযোগী খাদ্য তুল্য অন্য যা কিছু রূপ আছে, যার পুষ্টিগুণের কারণে সত্ত্বগণ বেঁচে থাকে, দিন যাপন করে—এই হচ্ছে সেই কবলীকৃত আহার রূপ।

(ই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ)

(মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপের বিশ্লেষণ)

(রূপ অধ্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত)

৬৪৬. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন (কায়গ্রাহ্য বিষয়), আপধাতু।

৬৪৭. সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ কী রকম?

পৃথিবীধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, রুক্ষতা, কোমলতা, মসৃণতা, কর্কশতা, সুখ-সংস্পর্শ, দুঃখ-সংস্পর্শ, ভারী, হালকা; যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ স্পর্শযোগ্য বা কায়গ্রাহ্য বিষয়কে অনিদর্শন সপ্রতিঘ শরীর দিয়ে স্পর্শ করেছিল, স্পর্শ করে, স্পর্শ করবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) স্পর্শ করে থাকে; এটাই স্পর্শযোগ্য, এটাই স্পর্শযোগ্য-আয়তন, এটাই স্পর্শযোগ্যধাতু—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ।

৬৪৮. সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ কী রকম?

পৃথিবীধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, রুক্ষতা, কোমলতা, মসৃণতা, কর্কশতা, সুখ-সংস্পর্শ, দুঃখ-সংস্পর্শ, ভারী, হালকা; যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ স্পর্শযোগ্য বা কায়গ্রাহ্য বিষয়ের মাঝে অনিদর্শন সপ্রতিঘ শরীর আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই স্পর্শযোগ্য, এটাই স্পর্শযোগ্য-আয়তন, এটাই স্পর্শযোগ্যধাতু—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ।

৬৪৯. সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ কী রকম?

পৃথিবীধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, রুক্ষতা, কোমলতা, মসৃণতা, কর্কশতা, সুখ-সংস্পর্শ, দুঃখ-সংস্পর্শ, ভারী, হালকা; যেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ স্পর্শযোগ্য বা কায়গ্রাহ্য বিষয় অনিদর্শন সপ্রতিঘ শরীরের মাঝে আঘাত করেছিল, আঘাত করে, আঘাত করবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) আঘাত করে থাকে; এটাই স্পর্শযোগ্য, এটাই স্পর্শযোগ্য-আয়তন, এটাই স্পর্শযোগ্যধাতু—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ।

৬৫০. সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ কী রকম?

পৃথিবীধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, রুক্ষতা, কোমলতা, মসৃণতা, কর্কশতা, সুখ-সংস্পর্শ, দুঃখ-সংস্পর্শ, ভারী, হালকা; যেই স্পর্শযোগ্য বিষয় ও শরীরকে ভিত্তি করে কায়-সংস্পর্শ উৎপন্ন উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই স্পর্শযোগ্য বিষয় ও শরীরকে ভিত্তি করে কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই শরীরকে ভিত্তি করে স্পর্শযোগ্য-আলম্বন কায়-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত

হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে... যেই শরীরকে ভিত্তি করে স্পর্শযোগ্য-আলম্বন কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হবে বা (কায়পথে স্পর্শযোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেই) উৎপন্ন হয়ে থাকে; এটাই স্পর্শযোগ্য, এটাই স্পর্শযোগ্য-আয়তন, এটাই স্পর্শযোগ্যধাতু—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ।

৬৫১. সেই আপধাতু রূপ কী রকম?

যা তরল, তরলের অধিকারী, স্নেহ, স্নেহের অধিকারী, রূপের (অর্থাৎ পৃথিবীধাতু প্রভৃতি মহাভূতরূপের) বন্ধন স্বভাব—এই হচ্ছে সেই আপধাতু রূপ।

(এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় রূপ)

৬৫২. সেই গৃহীত (উপাদিণ্ণং) রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন; আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত রূপ।

৬৫৩. সেই অগৃহীত (অনুপাদিণ্ণং) রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন; আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত রূপ।

৬৫৪. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী (উপাদিণ্ণুপাদানিযং) রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন; আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ।

৬৫৫. সেই অগৃহীত-উপাদানের উপযোগী (অনুপাদিণ্ণুপাদানিযং) রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন; আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ।

৬৫৬. সেই সনিদর্শন রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই সনিদর্শন রূপ।

৬৫৭. সেই অনিদর্শন রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অনিদর্শন রূপ।

৬৫৮. সেই সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই সপ্রতিঘ রূপ।

৬৫৯. সেই অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অপ্রতিঘ রূপ।

৬৬০. সেই ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-ইন্দ্রিয়, কর্ণ-ইন্দ্রিয়, নাসিকা-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় রূপ।

৬৬১. সেই না-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই না-ইন্দ্রিয় রূপ।

৬৬২. সেই মহাভূত রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত রূপ।

৬৬৩. সেই না-মহাভূত রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই না-মহাভূত রূপ।

৬৬৪. সেই বিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই হচ্ছে সেই বিজ্ঞপ্তি রূপ।

৬৬৫. সেই না-বিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই না-বিজ্ঞপ্তি রূপ।

৬৬৬. সেই চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত (চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তর হয় এমন)

রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি; অথবা চিত্ত হতে জাত, চিত্তহেতুক ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা), রূপের উপচয় (পূর্ণ বৃদ্ধি), রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত রূপ।

৬৬৭. সেই না-চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা চিত্ত হতে জাত নয়, চিত্তহেতুক নয় ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন; আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা), রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই না-চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত রূপ।

৬৬৮. সেই চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভু) রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই হচ্ছে সেই চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভু) রূপ।

৬৬৯. সেই চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু) রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু) রূপ।

৬৭০. সেই চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই হচ্ছে সেই চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল রূপ।

৬৭১. সেই চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় রূপ।

৬৭২. সেই অভ্যন্তরীণ রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ রূপ।

৬৭৩. সেই বাহ্যিক রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক রূপ।

৬৭৪. সেই স্থূল রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই স্থূল রূপ।

৬৭৫. সেই সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই সূক্ষ্ম রূপ।

৬৭৬. সেই দূর-রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই দূর-রূপ।

৬৭৭. সেই নিকট-রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই নিকট-রূপ।

৬৭৮. সেই চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ।

৬৭৯. সেই চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

নাসিকা-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ।

৬৮০. সেই চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-বিজ্ঞানের বাস্তু রূপ।

৬৮১. সেই চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ।

৬৮২. সেই কর্ণ-সংস্পর্শের... নাসিকা-সংস্পর্শের... জিহ্বা-সংস্পর্শের... কায়-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ কী রকম?

কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই কায়-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ।

৬৮৩. সেই কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ।

৬৮৪. সেই কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... কায়বিজ্ঞানের বাস্তু রূপ কী রকম?

কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই কায়বিজ্ঞানের বাস্তু রূপ।

৬৮৫. সেই কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ।

৬৮৬. সেই চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ।

৬৮৭. সেই চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ।

৬৮৮. সেই চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন রূপ।

৬৮৯. সেই চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-বিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ।

৬৯০. সেই কর্ণ-সংস্পর্শের... নাসিকা-সংস্পর্শের... জিহ্বা-সংস্পর্শের... কায়-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই কায়-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ।

৬৯১. সেই কায়-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই কায়-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ।

৬৯২. সেই কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... কায়বিজ্ঞানের আলম্বন রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই কায়বিজ্ঞানের আলম্বন রূপ।

৬৯৩. সেই কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ।

৬৯৪. সেই চক্ষু-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই চোখ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-আয়তন রূপ।

৬৯৫. সেই চক্ষু-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-আয়তন নয় রূপ।

৬৯৬. সেই কর্ণ-আয়তন... নাসিকা-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন... কায়-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই কায় চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই কায়-আয়তন রূপ।

৬৯৭. সেই কায়-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই কায়-আয়তন নয় রূপ।

৬৯৮. সেই রূপ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রূপ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন বর্ণপ্রভা... এটাই রূপধাতু—এই হচ্ছে সেই রূপ-আয়তন রূপ।

৬৯৯. সেই রূপ-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপ-আয়তন নয় রূপ।

৭০০. সেই শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... রস-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ কী রকম?

পৃথিবীধাতু... এটাই স্পর্শযোগ্যধাতু—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ।

৭০১. সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয় রূপ।

৭০২. সেই চক্ষুধাতু রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন—এই হচ্ছে সেই চক্ষুধাতু রূপ।

৭০৩. সেই চক্ষুধাতু নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চক্ষুধাতু নয় রূপ।

৭০৪. সেই কর্ণধাতু... নাসিকাধাতু... জিহ্বাধাতু... কায়ধাতু রূপ কী রকম?

কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই কায়ধাতু রূপ।

৭০৫. সেই কায়ধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই কায়ধাতু নয় রূপ।

৭০৬. সেই রূপধাতু রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই রূপ-আয়তন রূপ।

৭০৭. সেই রূপধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপধাতু নয় রূপ।

৭০৮. সেই শব্দধাতু... গন্ধধাতু... রসধাতু... স্পর্শযোগ্যধাতু রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্যধাতু রূপ।

৭০৯. সেই স্পর্শযোগ্যধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্যধাতু নয় রূপ।

৭১০. সেই চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যেই চক্ষু চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ।

৭১১. সেই চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৭১২. সেই কর্ণ-ইন্দ্রিয়... নাসিকা-ইন্দ্রিয়... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যেই কায় চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই কায়-ইন্দ্রিয় রূপ।

৭১৩. সেই কায়-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই কায়-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৭১৪. সেই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা কোনো মেয়ের স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীযোনি, স্ত্রী-চিহ্ন, স্ত্রীসুলভ কাজকর্ম, স্ত্রীসুলভ হাসি-কান্না-চলাফেরা, নারীত্ব, মেয়েলি স্বভাব—এই হচ্ছে সেই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ।

৭১৫. সেই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৭১৬. সেই পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা কোনো পুরুষের পুরুষলিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ, পুরুষচিহ্ন, পুরুষসুলভ কাজকর্ম, পুরুষসুলভ হাসি-কান্না-চলাফেরা, পুরুষত্ব, পুরুষালি স্বভাব—এই হচ্ছে সেই পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ।

৭১৭. সেই পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৭১৮. সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা সেই রূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ।

৭১৯. সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় নয়

রূপ।

৭২০. সেই কায়বিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

যা কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত চিত্তে আসা-যাওয়া, এদিক-ওদিক দেখা বা সংকোচন-প্রসারণের সময় দেহের যে স্থিরতা, নড়াচড়াহীন অবস্থা, ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা, (মনোভাব) জানানো, জানানোর ধরন, জানানো হয়েছে এমন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই কায়বিজ্ঞপ্তি রূপ।

৭২১. সেই কায়বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই কায়বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ।

৭২২. সেই বাক্যবিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

যা কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত চিত্তে বলা কোনো কথা বা বাক্য, কোনো কিছু জানতে চাওয়া বা জানাতে চাওয়া, উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা, নানা ধরনের ঘোষণার কাজ, ফুস করে বলে ফেলা কোনো কথা—একেই বলা হয় বাক্য বা কথা। এই সমস্ত বাক্য বা কথা দিয়ে মনের ভাব জানানো, জানানোর ধরন, জানানো হয়েছে এমন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই বাক্যবিজ্ঞপ্তি রূপ।

৭২৩. সেই বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয় রূপ।

৭২৪. সেই আকাশধাতু রূপ কী রকম?

যা আকাশ, আকাশের অবস্থা, শূন্য, শূন্যতা, গর্ত বা ছিদ্র, ছিদ্রের অবস্থা, চার মহাভূতের সঙ্গে অস্পৃষ্ট—এই হচ্ছে সেই আকাশধাতু রূপ।

৭২৫. সেই আকাশধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই আকাশধাতু নয় রূপ।

৭২৬. সেই আপধাতু রূপ কী রকম?

যা তরল, তরলের অধিকারী, স্নেহ, স্নেহের অধিকারী, রূপের (অর্থাৎ পৃথিবীধাতু প্রভৃতি মহাভূতরূপের) বন্ধন স্বভাব—এই হচ্ছে সেই আপধাতু রূপ।

৭২৭. সেই আপধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই আপধাতু নয় রূপ।

৭২৮. সেই রূপের হালকা ভাব (লহুতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের হালকা ভাব (লহুতা), দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনের সক্ষমতা (লহুপরিণামতা), হালকা অবস্থা (অদন্ধনতা), ভারমুক্ত অবস্থা

(অবিত্থনতা)—এই হচ্ছে সেই রূপের হালকা ভাব (লহুতা) রূপ।

৭২৯. সেই রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয় রূপ।

৭৩০. সেই রূপের কোমলতা (মুদুতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের কোমলতা (মুদুতা), কোমলতা (মদ্দৰতা), রুক্ষতাহীন অবস্থা (অককখলতা), অকঠিন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই রূপের কোমলতা (মুদুতা) রূপ।

৭৩১. সেই রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয় রূপ।

৭৩২. সেই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের (আলস্যভাব দূর করে সবধরনের শারীরিক কাজে) সহজে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতা, নিয়োজিত অবস্থা, আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা) রূপ।

৭৩৩. সেই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা) নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা) নয় রূপ।

৭৩৪. সেই রূপের উপচয় (বৃদ্ধি) রূপ কী রকম?

যা আয়তনগুলোর (রূপ-আয়তনগুলোর) উৎপত্তি (আচযো), সেটিই রূপের উপচয় অর্থাৎ বারংবার উৎপদ্যমান আয়তনগুলোর পূর্ণ বৃদ্ধি—এই হচ্ছে সেই রূপের উপচয় রূপ।

৭৩৫. সেই রূপের উপচয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপের উপচয় নয় রূপ।

৭৩৬. সেই রূপের প্রবাহ (সন্ততি) রূপ কী রকম?

যা রূপের উপচয় তা-ই রূপের প্রবাহ (সন্ততি)—এই হচ্ছে সেই রূপের প্রবাহ (সন্ততি) রূপ।

৭৩৭. সেই রূপের প্রবাহ (সন্ততি) নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপের প্রবাহ (সন্ততি) নয় রূপ।

৭৩৮. সেই রূপের জীর্ণতা রূপ কী রকম?

যা রূপের জরা, জীর্ণতা, খণ্ডিত অবস্থা, বিবর্ণতা, শীর্ণতা, আয়ু কমে যাওয়া, ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্বতা—এই হচ্ছে সেই রূপের জীর্ণতা রূপ।

৭৩৯. সেই রূপের জীর্ণতা নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপের জীর্ণতা নয় রূপ।

৭৪০. সেই রূপের অনিত্যতা রূপ কী রকম?

যা রূপের ক্ষয়, ব্যয়, ভাঙন, অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা, অন্তর্ধান—এই হচ্ছে সেই রূপের অনিত্যতা রূপ।

৭৪১. সেই রূপের অনিত্যতা নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই রূপের অনিত্যতা নয় রূপ।

৭৪২. সেই কবলীকৃত আহার রূপ কী রকম?

চাল, ভাত, ময়দা, মাছ, মাংস, দুধ, দই, ঘি, মাখন, তেল, মধু, গুড়; অথবা বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন লোকজনের মুখরোচক, দাঁতে চিবানো, গলাধঃকরণীয়, পেট ভরে খাওয়ার উপযোগী খাদ্য তুল্য অন্য যা কিছু রূপ আছে, যার পুষ্টিগুণের কারণে সত্ত্বগণ বেঁচে থাকে, দিন যাপন করে—এই হচ্ছে সেই কবলীকৃত আহার রূপ।

৭৪৩. সেই কবলীকৃত আহার নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... রূপের অনিত্যতা—এই হচ্ছে সেই কবলীকৃত আহার নয় রূপ।

(এই হচ্ছে দুই প্রকারে রূপ-সংগ্রহ)

ত্রিক নির্দেশ

৭৪৪. সেই অভ্যন্তরীণ ও মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ।

৭৪৫. সেই বাহ্যিক ও মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপ।

৭৪৬. সেই বাহ্যিক ও মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় (নো উপাদা) রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও মহাভূত-

হতে-উৎপন্ন নয় রূপ।

৭৪৭. সেই অভ্যন্তরীণ ও গৃহীত রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও গৃহীত রূপ।

৭৪৮. সেই বাহ্যিক ও গৃহীত রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন; আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও গৃহীত রূপ।

৭৪৯. সেই বাহ্যিক ও অগৃহীত রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচার, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও অগৃতীত রূপ।

৭৫০. সেই অভ্যন্তরীণ ও গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ।

৭৫১. সেই বাহ্যিক ও গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচার, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ।

৭৫২. সেই বাহ্যিক ও অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচার, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত

আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ।

৭৫৩. সেই অভ্যন্তরীণ ও অনিদর্শন রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও অনিদর্শন রূপ।

৭৫৪. সেই বাহ্যিক ও সনিদর্শন রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও সনিদর্শন রূপ।

৭৫৫. সেই বাহ্যিক ও অনিদর্শন রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও অনিদর্শন রূপ।

৭৫৬. সেই অভ্যন্তরীণ ও সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও সপ্রতিঘ রূপ।

৭৫৭. সেই বাহ্যিক ও সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও সপ্রতিঘ রূপ।

৭৫৮. সেই বাহ্যিক ও অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও অপ্রতিঘ রূপ।

৭৫৯. সেই অভ্যন্তরীণ ও ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও ইন্দ্রিয় রূপ।

৭৬০. সেই বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয় রূপ।

৭৬১. সেই বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৭৬২. সেই অভ্যন্তরীণ ও মহাভূত নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও মহাভূত নয় রূপ।

৭৬৩. সেই বাহ্যিক ও মহাভূত রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও মহাভূত রূপ।

৭৬৪. সেই বাহ্যিক ও মহাভূত নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও মহাভূত নয় রূপ।

৭৬৫. সেই অভ্যন্তরীণ ও বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও বিজ্ঞপ্তি নয়।

৭৬৬. সেই বাহ্যিক ও বিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও বিজ্ঞপ্তি রূপ।

৭৬৭. সেই বাহ্যিক ও বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ।

৭৬৮. সেই অভ্যন্তরীণ ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয় রূপ।

৭৬৯. সেই বাহ্যিক ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি; অথবা চিত্ত হতে জাত, চিত্তহেতুক, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অন্য যা কিছু রূপ আছে : রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন; আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত রূপ।

৭৭০. সেই বাহ্যিক ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয় রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা চিত্ত হতে জাত নয়, চিত্তহেতুক নয়, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে : রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন; আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয় রূপ।

৭৭১. সেই অভ্যন্তরীণ ও চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু) রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু) রূপ।

৭৭২. সেই বাহ্যিক ও চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভু) রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভু) রূপ।

৭৭৩. সেই বাহ্যিক ও চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু) রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চিত্তের সহগামী নয় (ন চিত্তসহভু) রূপ।

৭৭৪. সেই অভ্যন্তরীণ ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় রূপ।

৭৭৫. সেই বাহ্যিক ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল রূপ।

৭৭৬. সেই বাহ্যিক ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয় রূপ।

৭৭৭. সেই অভ্যন্তরীণ ও স্থূল রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও স্থূল রূপ।

৭৭৮. সেই বাহ্যিক ও স্থূল রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও স্থূল রূপ।

৭৭৯. সেই বাহ্যিক ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে বাহ্যিক ও সূক্ষ্ম রূপ।

৭৮০. সেই অভ্যন্তরীণ ও নিকট-রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও নিকট-রূপ।

৭৮১. সেই বাহ্যিক ও দূর-রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও দূর-রূপ।

৭৮২. সেই বাহ্যিক ও নিকট-রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও নিকট-রূপ।

৭৮৩. সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-

সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ।

৭৮৪. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ।

৭৮৫. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ।

৭৮৬. সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

৭৮৭. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু রূপ।

৭৮৮. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুবিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ।

৭৮৯. সেই বাহ্যিক ও কর্ণ-সংস্পর্শের... নাসিকা-সংস্পর্শের... জিহ্বা-সংস্পর্শের... কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ।

৭৯০. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ কী রকম?

কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-সংস্পর্শের বাস্তু রূপ।

৭৯১. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-সংস্পর্শের বাস্তু নয় রূপ।

৭৯২. সেই বাহ্যিক ও কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বহ্যিক ও কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ।

৭৯৩. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়বিজ্ঞানের বাস্তু রূপ কী রকম?

কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়বিজ্ঞানের বাস্তু রূপ।

৭৯৪. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়বিজ্ঞানের বাস্তু নয় রূপ।

৭৯৫. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ।

৭৯৬. সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ।

৭৯৭. সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ।

৭৯৮. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ।

৭৯৯. সেই বাহ্যিক ও চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন রূপ।

৮০০. সেই বাহ্যিক ও চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

শব্দ-আলম্বন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ।

৮০১. সেই অভ্যন্তরীণ ও কর্ণ-সংস্পর্শের... নাসিকা-সংস্পর্শের... জিহ্বা-সংস্পর্শের... কায়-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

৮০২. সেই বাহ্যিক ও কায়-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়-সংস্পর্শের আলম্বন রূপ।

৮০৩. সেই বাহ্যিক ও কায়-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়-সংস্পর্শের আলম্বন নয় রূপ।

৮০৪. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-সংস্পর্শ হতে জাত বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ।

৮০৫. সেই বাহ্যিক ও কায়বিজ্ঞানের আলম্বন রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়বিজ্ঞানের আলম্বন রূপ।

৮০৬. সেই বাহ্যিক ও কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়বিজ্ঞানের আলম্বন নয় রূপ।

৮০৭. সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-আয়তন নয় রূপ।

৮০৮. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই চক্ষু চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-আয়তন রূপ।

৮০৯. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-আয়তন নয় রূপ।

৮১০. সেই বাহ্যিক ও কর্ণ-আয়তন নয়... নাসিকা-আয়তন নয়... জিহ্বা-আয়তন নয়... কায়-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়-আয়তন নয় রূপ।

৮১১. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই শরীর চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-আয়তন রূপ।

৮১২. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-আয়তন নয় রূপ।

৮১৩. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপ-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপ-আয়তন নয় রূপ।

৮১৪. সেই বাহ্যিক ও রূপ-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই রূপ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই রূপধাতু—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপ-আয়তন রূপ।

৮১৫. সেই বাহ্যিক ও রূপ-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপ-আয়তন নয় রূপ।

৮১৬. সেই অভ্যন্তরীণ ও শব্দ-আয়তন নয়... গন্ধ-আয়তন নয়... রস-আয়তন নয়... স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয় রূপ।

৮১৭. সেই বাহ্যিক ও স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ কী রকম?

পৃথিবীধাতু... এটাই স্পর্শযোগ্যধাতু—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ।

৮১৮. সেই বাহ্যিক ও স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও স্পর্শযোগ্য-আয়তন নয় রূপ।

৮১৯. সেই বাহ্যিক ও চক্ষুধাতু নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চক্ষুধাতু নয় রূপ।

৮২০. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুধাতু রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুধাতু রূপ।

৮২১. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুধাতু নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষুধাতু নয় রূপ।

৮২২. সেই বাহ্যিক ও কর্ণধাতু নয়... নাসিকাধাতু নয়... জিহ্বাধাতু নয়... কায়ধাতু নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়ধাতু নয় রূপ।

৮২৩. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়ধাতু রূপ কী রকম?

কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়ধাতু রূপ।

৮২৪. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়ধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়ধাতু নয় রূপ।

৮২৫. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপধাতু নয় রূপ।

৮২৬. সেই বাহ্যিক ও রূপধাতু রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপধাতু রূপ।

৮২৭. সেই বাহ্যিক ও রূপধাতু নয় রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপধাতু

নয় রূপ।

৮২৮. সেই অভ্যন্তরীণ ও শব্দধাতু নয়... গন্ধধাতু নয়... রসধাতু নয়... স্পর্শযোগ্যধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও স্পর্শযোগ্যধাতু নয় রূপ।

৮২৯. সেই বাহ্যিক ও স্পর্শযোগ্যধাতু রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও স্পর্শযোগ্যধাতু রূপ।

৮৩০. সেই বাহ্যিক ও স্পর্শযোগ্যধাতু নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও স্পর্শযোগ্যধাতু নয় রূপ।

৮৩১. সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৩২. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যেই চোখ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ।

৮৩৩. সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

কর্ণ-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৩৪. সেই বাহ্যিক ও কর্ণ-ইন্দ্রিয় নয়... নাসিকা-ইন্দ্রিয় নয়... জিহ্বা-ইন্দ্রিয় নয়... কায়-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

রফ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৩৫. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যেই শরীর চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-ইন্দ্রিয় রূপ।

৮৩৬. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৩৭. সেই অভ্যন্তরীণ ও স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৩৮. সেই বাহ্যিক ও স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা কোনো মেয়ের স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীযোনি, স্ত্রী-চিহ্ন, স্ত্রীসুলভ কাজকর্ম, স্ত্রীসুলভ হাসি-কান্না-চলাফেরা, নারীত্ব, মেয়েলি স্বভাব—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও স্ত্রী-ইন্দ্রিয় রূপ।

৮৩৯. সেই বাহ্যিক ও স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও স্ত্রী-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৪০. সেই অভ্যন্তরীণ ও পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ওক পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৪১. সেই বাহ্যিক ও পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা কোনো পুরুষের পুরুষলিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ, পুরুষচিহ্ন, পুরুষসুলভ কাজকর্ম, পুরুষসুলভ হাসি-কান্না-চলাফেরা, পুরুষত্ব, পুরুষালি স্বভাব—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও পুরুষ-ইন্দ্রিয় রূপ।

৮৪২. সেই বাহ্যিক ও পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও পুরুষ-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৪৩. সেই অভ্যন্তরীণ ও জীবিত-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও জীবিত-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৪৪. সেই বাহ্যিক ও জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা সেই রূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ।

৮৪৫. সেই বাহ্যিক ও জীবিত-ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও জীবিত-ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৮৪৬. সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কায়বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ।

৮৪৭. সেই বাহ্যিক ও কায়বিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

যা কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত চিত্তে আসা-যাওয়া, এদিক-ওদিক দেখা

বা সংকোচন-প্রসারণের সময় দেহের যে স্থিরতা, নড়াচড়াহীন অবস্থা, ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা, (মনোভাব) জানানো, জানানোর ধরন, জানানো হয়েছে এমন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়বিজ্ঞপ্তি রূপ।

৮৪৮. সেই বাহ্যিক ও কায়বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কায়বিজ্ঞপ্তি নয় রূপ।

৮৪৯. সেই অভ্যন্তরীণ ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয় রূপ।

৮৫০. সেই বাহ্যিক ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি রূপ কী রকম?

যা কুশল, অকুশল বা অব্যাকৃত চিত্তে বলা কোনো কথা বা বাক্য, কোনো কিছু জানতে চাওয়া বা জানাতে চাওয়া, উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা, নানা ধরনের ঘোষণার কাজ, ফুস করে বলে ফেলা কোনো কথা—একেই বলা হয় বাক্য বা কথা। এই সমস্ত বাক্য বা কথা দিয়ে মনের ভাব জানানো, জানানোর ধরন, জানানো হয়েছে এমন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি রূপ।

৮৫১. সেই বাহ্যিক ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি নয় রূপ।

৮৫২. সেই অভ্যন্তরীণ ও আকাশধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও আকাশধাতু নয় রূপ।

৮৫৩. সেই বাহ্যিক ও আকাশধাতু রূপ কী রকম?

যা আকাশ, আকাশের অবস্থা, শূন্য, শূন্যতা, গর্ত বা ছিদ্র, ছিদ্রের অবস্থা, চার মহাভূতের সঙ্গে অস্পৃষ্ট—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও আকাশধাতু রূপ।

৮৫৪. সেই বাহ্যিক ও আকাশধাতু নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও আকাশধাতু নয় রূপ।

৮৫৫. সেই অভ্যন্তরীণ ও আপধাতু নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও আপধাতু নয় রূপ।

৮৫৬. সেই বাহ্যিক ও আপধাতু রূপ কী রকম?

যা তরল, তরলের অধিকারী, স্নেহ, স্নেহের অধিকারী, রূপের (অর্থাৎ পৃথিবীধাতু প্রভৃতি মহাভূতরূপের) বন্ধন স্বভাব—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও আপধাতু রূপ।

৮৫৭. সেই বাহ্যিক ও আপধাতু নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও আপধাতু নয় রূপ।

৮৫৮. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয় রূপ।

৮৫৯. সেই বাহ্যিক ও রূপের হালকা ভাব (লহুতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের হালকা ভাব (লহুতা), দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনের সক্ষমতা (লহুপরিণামতা), হালকা অবস্থা (অদন্ধনতা), ভারমুক্ত অবস্থা (অৰিত্থনতা)—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের হালকা ভাব (লহুতা) রূপ।

৮৬০. সেই বাহ্যিক ও রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের হালকা ভাব (লহুতা) নয় রূপ।

৮৬১. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয় রূপ।

৮৬২. সেই বাহ্যিক ও রূপের কোমলতা (মুদুতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের কোমলতা (মুদুতা), কোমলতা (মদ্দৰতা), রুক্ষতাহীন অবস্থা (অককখলতা), অকঠিন অবস্থা—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের কোমলতা (মুদুতা) রূপ।

৮৬৩. সেই বাহ্যিক ও রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের কোমলতা (মুদুতা) নয় রূপ।

৮৬৪. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) নয় রূপ।

৮৬৫. সেই বাহ্যিক ও রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) রূপ কী রকম?

যা রূপের (আলস্যভাব দূর করে সবধরনের শারীরিক কাজে) সহজে আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতা, নিয়োজিত অবস্থা, আত্মনিয়োগ করার ক্ষমতার অবস্থা—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) রূপ।

৮৬৬. সেই বাহ্যিক ও রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা) নয় রূপ।

৮৬৭. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের উপচয় নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের উপচয় নয় রূপ।

৮৬৮. সেই বাহ্যিক ও রূপের উপচয় রূপ কী রকম?

যা আয়তনগুলোর (রূপ-আয়তনগুলোর) উৎপত্তি (আচযো), সেটিই রূপের উপচয় অর্থাৎ বারংবার উৎপদ্যমান আয়তনগুলোর পূর্ণ বৃদ্ধি—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের উপচয় রূপ।

৮৬৯. সেই বাহ্যিক ও রূপের উপচয় নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের উপচয় নয় রূপ।

৮৭০. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের প্রবাহ (সন্ততি) (প্রবাহ) নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের প্রবাহ (সন্ততি) নয় রূপ।

৮৭১. সেই বাহ্যিক ও রূপের প্রবাহ (সন্ততি) রূপ কী রকম?

যা রূপের উপচয় তা-ই রূপের প্রবাহ (সন্ততি)—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের প্রবাহ (সন্ততি) রূপ।

৮৭২. সেই বাহ্যিক ও রূপের প্রবাহ (সন্ততি) নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের প্রবাহ (সন্ততি) নয় রূপ।

৮৭৩. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের জীর্ণতা নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের জীর্ণতা নয় রূপ।

৮৭৪. সেই বাহ্যিক ও রূপের জীর্ণতা রূপ কী রকম?

যা রূপের জরা, জীর্ণতা, খণ্ডিত অবস্থা, বিবর্ণতা, শীর্ণতা, আয়ু কমে

যাওয়া, ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্বতা—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের জীর্ণতা রূপ।

৮৭৫. সেই বাহ্যিক ও রূপের জীর্ণতা নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের জীর্ণতা নয় রূপ।

৮৭৬. সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের অনিত্যতা নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও রূপের অনিত্যতা নয় রূপ।

৮৭৭. সেই বাহ্যিক ও রূপের অনিত্যতা রূপ কী রকম?

যা রূপের ক্ষয়, ব্যয়, ভাঙন, অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা, অন্তর্ধান—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের অনিত্যতা রূপ।

৮৭৮. সেই বাহ্যিক ও রূপের অনিত্যতা নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও রূপের অনিত্যতা নয় রূপ।

৮৭৯. সেই অভ্যন্তরীণ ও কবলীকৃত আহার নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অভ্যন্তরীণ ও কবলীকৃত আহার নয় রূপ।

৮৮০. সেই বাহ্যিক ও কবলীকৃত আহার রূপ কী রকম?

চাল, ভাত, ময়দা, মাছ, মাংস, দুধ, দই, ঘি, মাখন, তেল, মধু, গুড়; অথবা বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন লোকজনের মুখরোচক, দাঁতে চিবানো, গলাধঃকরণীয়, পেট ভরে খাওয়ার উপযোগী খাদ্য তুল্য অন্য যা কিছু রূপ আছে, যার পুষ্টিগুণের কারণে সত্ত্বগণ বেঁচে থাকে, দিন যাপন করে—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কবলীকৃত আহার রূপ।

৮৮১. সেই বাহ্যিক ও কবলীকৃত আহার নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... রূপের অনিত্যতা—এই হচ্ছে সেই বাহ্যিক ও কবলীকৃত আহার নয় রূপ।

(এই হচ্ছে তিন প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

চতুষ্ক নির্দেশ

৮৮২. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও গৃহীত রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে,

রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন; আকাশধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও গৃহীত রূপ।

৮৮৩. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও অগৃহীত রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন; আকাশধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও অগৃহীত রূপ।

৮৮৪. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও গৃহীত রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও গৃহীত রূপ।

৮৮৫. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও অগৃহীত রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও গৃহীত রূপ।

৮৮৬. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন এবং গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন; আকাশধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন এবং গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ।

৮৮৭. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন; আকাশধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ।

৮৮৮. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় এবং গৃহীত ও উপাদানের

উপযোগী রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় এবং গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী রূপ।

৮৮৯. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী রূপ।

৮৯০. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... রস-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও সপ্রতিঘ রূপ।

৮৯১. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও অপ্রতিঘ রূপ।

৮৯২. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও সপ্রতিঘ রূপ।

৮৯৩. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও অপ্রতিঘ রূপ।

৮৯৪. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও স্থূল রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... রস-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও স্থূল রূপ।

৮৯৫. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও সূক্ষ্ম রূপ।

৮৯৬. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও স্থূল রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও স্থূল রূপ।

৮৯৭. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও সূক্ষ্ম রূপ।

৮৯৮. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও দূর-রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও দূর-রূপ।

৮৯৯. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও নিকট-রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... রস-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন ও নিকট-রূপ।

৯০০. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও দূর-রূপ কী রকম?

আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও দূর-রূপ।

৯০১. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও নিকট-রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয় ও নিকট-রূপ।

৯০২. সেই গৃহীত ও সনিদর্শন রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও সনিদর্শন রূপ।

৯০৩. সেই গৃহীত ও অনিদর্শন রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও অনিদর্শন রূপ।

৯০৪. সেই অগৃহীত ও সনিদর্শন রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও সনিদর্শন রূপ।

৯০৫. সেই অগৃহীত ও অনিদর্শন রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও অনিদর্শন রূপ।

৯০৬. সেই গৃহীত ও সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন,

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও সপ্রতিঘ রূপ।

৯০৭. সেই গৃহীত ও অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও অপ্রতিঘ রূপ।

৯০৮. সেই অগৃহীত ও সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও সপ্রতিঘ রূপ।

৯০৯. সেই অগৃহীত ও অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও অপ্রতিঘ রূপ।

৯১০. সেই গৃহীত ও মহাভূত রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও মহাভূত রূপ।

৯১১. সেই গৃহীত ও মহাভূত নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও মহাভূত নয় রূপ।

৯১২. সেই অগৃহীত ও মহাভূত রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও মহাভূত রূপ।

৯১৩. সেই অগৃহীত ও মহাভূত নয় রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞাপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য

যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও মহাভূত নয় রূপ।

৯১৪. সেই গৃহীত ও স্থূল রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও স্থূল রূপ।

৯১৫. সেই গৃহীত ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও সূক্ষ্ম রূপ।

৯১৬. সেই অগৃহীত ও স্থূল রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও স্থূল রূপ।

৯১৭. সেই অগৃহীত ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও সূক্ষ্ম রূপ।

৯১৮. সেই গৃহীত ও দূর-রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও দূর-রূপ।

৯১৯. সেই গৃহীত ও নিকট-রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও নিকট-রূপ।

৯২০. সেই অগৃহীত ও দূর-রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও দূর-রূপ।

৯২১. সেই অগৃহীত ও নিকট-রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও নিকট-রূপ।

৯২২. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সনিদর্শন রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সনিদর্শন রূপ।

৯২৩. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং অনিদর্শন রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং অনিদর্শন রূপ।

৯২৪. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সনিদর্শন রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সনিদর্শন রূপ।

৯২৫. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং অনিদর্শন রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত

আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং অনিদর্শন রূপ।

৯২৬. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সপ্রতিঘ রূপ।

৯২৭. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং অপ্রতিঘ রূপ।

৯২৮. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সপ্রতিঘ রূপ।

৯২৯. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং অপ্রতিঘ রূপ।

৯৩০. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং মহাভূত রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং মহাভূত রূপ।

৯৩১. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং মহাভূত নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়;

অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, আকাশধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং মহাভূত নয় রূপ।

৯৩২. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং মহাভূত রূপ কী রকম?

(পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আপধাতু—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং মহাভূত রূপ।

৯৩৩. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং মহাভূত নয় রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, আকাশধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং মহাভূত নয় রূপ।

৯৩৪. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং স্থূল রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং স্থূল রূপ।

৯৩৫. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সূক্ষ্ম রূপ।

৯৩৬. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং স্থূল রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং স্থূল রূপ।

৯৩৭. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং সূক্ষ্ম রূপ।

৯৩৮. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং দূর-রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং দূর-রূপ।

৯৩৯. সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং নিকট-রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কায়-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং নিকট-রূপ।

৯৪০. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং দূর-রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের জীর্ণতা, রূপের অনিত্যতা; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং দূর-রূপ।

৯৪১. সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং নিকট-রূপ কী রকম?

শব্দ-আয়তন; অথবা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন নয় এমন অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী এবং নিকট-রূপ।

৯৪২. সেই সপ্রতিঘ ও ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই সপ্রতিঘ ও ইন্দ্রিয় রূপ।

৯৪৩. সেই সপ্রতিঘ ও ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই সপ্রতিঘ ও ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৯৪৪. সেই অপ্রতিঘ ও ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই অপ্রতিঘ ও

ইন্দ্রিয় রূপ।

৯৪৫. সেই অপ্রতিঘ ও ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অপ্রতিঘ ও ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

৯৪৬. সেই সপ্রতিঘ ও মহাভূত রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই সপ্রতিঘ ও মহাভূত রূপ।

৯৪৭. সেই সপ্রতিঘ ও মহাভূত নয় রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... রস-আয়তন—এই হচ্ছে সেই সপ্রতিঘ ও মহাভূত নয় রূপ।

৯৪৮. সেই অপ্রতিঘ ও মহাভূত রূপ কী রকম?

আপধাতু—এই হচ্ছে সেই অপ্রতিঘ ও মহাভূত রূপ।

৯৪৯. সেই অপ্রতিঘ ও মহাভূত নয় রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অপ্রতিঘ ও মহাভূত নয় রূপ।

৯৫০. সেই ইন্দ্রিয় ও স্থূল রূপ কী রকম?

চক্ষু-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় ও স্থূল রূপ।

৯৫১. সেই ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম রূপ।

৯৫২. সেই ইন্দ্রিয় নয় ও স্থূল রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় নয় ও স্থূল রূপ।

৯৫৩. সেই ইন্দ্রিয় নয় ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় নয় ও সূক্ষ্ম রূপ।

৯৫৪. সেই ইন্দ্রিয় ও দূর-রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় ও দূর-রূপ।

৯৫৫. সেই ইন্দ্রিয় ও নিকট-রূপ কী রকম?

চক্ষু-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় ও নিকট-রূপ।

৯৫৬. সেই ইন্দ্রিয় নয় ও দূর-রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয়

নয় ও দূর-রূপ।

৯৫৭. সেই ইন্দ্রিয় নয় ও নিকট-রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় নয় ও নিকট-রূপ।

৯৫৮. সেই মহাভূত ও স্থূল রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত ও স্থূল রূপ।

৯৫৯. সেই মহাভূত ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত ও সূক্ষ্ম রূপ।

৯৬০. সেই মহাভূত নয় ও স্থূল রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... রস-আয়তন—এই হচ্ছে মহাভূত নয় ও স্থূল রূপ।

৯৬১. সেই মহাভূত নয় ও সূক্ষ্ম রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত নয় ও সূক্ষ্ম রূপ।

৯৬২. সেই মহাভূত ও দূর-রূপ কী রকম?

আপধাতু—এই হচ্ছে সেই মহাভূত ও দূর-রূপ।

৯৬৩. সেই মহাভূত ও নিকট-রূপ কী রকম?

স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত ও নিকট-রূপ।

৯৬৪. সেই মহাভূত নয় ও দূর-রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত নয় ও দূর-রূপ।

৯৬৫. সেই মহাভূত নয় ও নিকট-রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... রস-আয়তন—এই হচ্ছে সেই মহাভূত নয় ও নিকট-রূপ।

৯৬৬. সেই রূপ-আয়তন দৃষ্ট-রূপ, শব্দ-আয়তন শ্রুত-রূপ, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন ও স্পর্শযোগ্য-আয়তন অনুমিত-রূপ, সমস্ত রূপই মন দিয়ে জ্ঞাতব্য-রূপ।

(এই হচ্ছে চার প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

পঞ্চক নির্দেশ

৯৬৭. সেই পৃথিবীধাতু রূপ কী রকম?

যা কঠিন, শক্ত, কঠিনতা, কঠিন অবস্থা, তা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, গৃহীত বা অগৃহীত যা-ই হোক—এই হচ্ছে সেই পৃথিবীধাতু রূপ।

৯৬৮. সেই আপধাতু রূপ কী রকম?

যা তরল, তরলের অধিকারী, স্নেহ, স্নেহের অধিকারী, রূপের (অর্থাৎ পৃথিবীধাতু প্রভৃতি মহাভূতরূপের) বন্ধন স্বভাব, তা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, গৃহীত বা অগৃহীত যা-ই হোক—এই হচ্ছে সেই আপধাতু রূপ।

৯৬৯. সেই তেজধাতু রূপ কী রকম?

যা তেজ, তেজী অবস্থা, উষ্ণ, উষ্ণতা, গরম, গরম অবস্থা, তা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, গৃহীত বা অগৃহীত যা-ই হোক—এই হচ্ছে সেই তেজধাতু রূপ কী রকম?

৯৭০. সেই বায়ুধাতু রূপ কী রকম?

যা বাতাস, বাতাসের গতিশীল অবস্থা, রূপের গতিময়তা বা সঞ্চরণশীলতা, যা তা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, গৃহীত বা অগৃহীত যা-ই হোক—এই হচ্ছে সেই বায়ুধাতু রূপ।

৯৭১. সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন (উপাদা) রূপ কী রকম?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ।

(এই হচ্ছে পাঁচ প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

ষষ্ঠক নির্দেশ

৯৭২. রূপ-আয়তন যা চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য (চকখুৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, শব্দ-আয়তন যা কান দিয়ে জ্ঞাতব্য (সোতৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, গন্ধ-আয়তন যা নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য (ঘানৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, রস-আয়তন যা জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য (জিৰহাৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, স্পর্শযোগ্য-আয়তন যা শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য (কাযৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, সর্ববিধ রূপ যেগুলো মনোবিজ্ঞানধাতু দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোৰিঞ্ঞাণধাতু-ৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ।

(এই হচ্ছে ছয় প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

সপ্তক নির্দেশ

৯৭৩. রূপ-আয়তন যা চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য (চকখুৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, শব্দ-আয়তন যা কান দিয়ে জ্ঞাতব্য (সোতৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, গন্ধ-আয়তন যা নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য (ঘানৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, রস-আয়তন যা জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য (জিৰহাৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, স্পর্শযোগ্য-আয়তন যা শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য (কাযৰিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং) রূপ, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-

আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন যা মনোধাতু দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোধাতুৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ, সর্ববিধ রূপ যেগুলো মনোবিজ্ঞানধাতু দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোৰিঞ্‌ঞাণধাতুৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ।

(এই হচ্ছে সাত প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

অষ্টক নির্দেশ

৯৭৪. রূপ-আয়তন যা চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য (চকখুৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ, শব্দ-আয়তন যা কান দিয়ে জ্ঞাতব্য (সোতৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ, গন্ধ-আয়তন যা নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য (ঘানৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ, রস-আয়তন যা জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য (জিবহাৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ, মনোজ্ঞ স্পর্শযোগ্য তথা কায়গ্রাহ্য বিষয়ের সুখ-সংস্পর্শ যা শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য (কাযৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ, অমনোজ্ঞ স্পর্শযোগ্য তথা কায়গ্রাহ্য বিষয়ের দুঃখ-সংস্পর্শ যা শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য (কাযৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন যা মনোধাতু দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোধাতুৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ, সর্ববিধ রূপ যেগুলো মনোবিজ্ঞানধাতু দিয়ে জ্ঞাতব্য (মনোৰিঞ্‌ঞাণ-ধাতুৰিঞ্ঞেঞ্‌ঞয্যং) রূপ।

(এই হচ্ছে আট প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

নবক নির্দেশ

৯৭৫. সেই চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যেই চোখ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ।

৯৭৬. সেই কর্ণ-ইন্দ্রিয়... নাসিকা-ইন্দ্রিয়... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয়... স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... পুরুষ-ইন্দ্রিয়... জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা সেই রূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ।

৯৭৭. সেই ইন্দ্রিয় নয় রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় নয় রূপ।

(এই হচ্ছে নয় প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

দশক নির্দেশ

৯৭৮. সেই চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যেই চোখ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)...

এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপ।

৯৭৯. সেই কর্ণ-ইন্দ্রিয়... নাসিকা-ইন্দ্রিয়... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়... কায়-ইন্দ্রিয়... স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... পুরুষ-ইন্দ্রিয়... জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ কী রকম?

যা সেই রূপ-ধর্মগুলোর আয়ু, স্থিতি, যাপন, নড়াচড়াকরণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ, জীবন, জীবিত-ইন্দ্রিয়—এই হচ্ছে সেই জীবিত-ইন্দ্রিয় রূপ।

৯৮০. সেই ইন্দ্রিয় নয় ও সপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় নয় ও সপ্রতিঘ রূপ।

৯৮১. সেই ইন্দ্রিয় নয় ও অপ্রতিঘ রূপ কী রকম?

কায়বিজ্ঞপ্তি... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয় নয় ও অপ্রতিঘ রূপ।

(এই হচ্ছে দশ প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

একাদশক নির্দেশ

৯৮২. সেই চক্ষু-আয়তন রূপ কী রকম?

যেই চোখ চার মহাভূত হতে উৎপন্ন প্রসাদ (রূপের সংবেদনশীলতা)... এটাই শূন্য গ্রাম—এই হচ্ছে সেই চক্ষু-আয়তন রূপ।

৯৮৩. সেই কর্ণ-আয়তন... নাসিকা-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন... কায়-আয়তন... রূপ-আয়তন... শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... রস-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ কী রকম?

পৃথিবীধাতু... এটাই স্পর্শযোগ্যধাতু—এই হচ্ছে সেই স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপ।

৯৮৪. সেই অনিদর্শন, অপ্রতিঘ ও ধর্মায়তনের অন্তর্গত রূপ কী রকম?

স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... কবলীকৃত আহার—এই হচ্ছে সেই অনিদর্শন, অপ্রতিঘ ও ধর্মায়তনের অন্তর্গত রূপ।

(এই হচ্ছে এগারো প্রকারে রূপ-সংগ্রহ সমাপ্ত)

*   *   *

৩. সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধ্যায়

(নিকেখপকণ্ড)

ত্রিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৯৮৫. কোন ধর্মগুলো কুশল?

তিনটি কুশলমূল; যথা : অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ; উক্ত তিনটি কুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি কুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

৯৮৬. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

তিনটি অকুশলমূল; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্লেশগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

৯৮৭. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

কুশল ও অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাচর ও অনন্তর্গত[১] (অপরিযাপন্না) বিপাক; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেসব ধর্মগুলো ক্রিয়া অর্থাৎ কুশলও নয়, অকুশলও নয়, আবার কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়াচিত্তগুলো; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

৯৮৮. কোন ধর্মগুলো সুখ-বেদনাযুক্ত?

সুখভূমি কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তরের সুখ-বেদনা বাদে তৎসংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সুখ-বেদনাযুক্ত।

৯৮৯. কোন ধর্মগুলো দুঃখ-বেদনাযুক্ত?

দুঃখভূমি কামাবচরের দুঃখ-বেদনা বাদে তৎসংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দুঃখ-বেদনাযুক্ত।

৯৯০. কোন ধর্মগুলো অদুঃখ-অসুখ-বেদনাযুক্ত?

---

[১] কাম, রূপ ও অরূপ এই তিন ভূমির অন্তর্গত নয় এই অর্থে **অনন্তর্গত**। (অট্ঠসালিনী) **অনন্তর্গত** মানে মূলত লোকোত্তরকেই বুঝানো হয়েছে।

অদুঃখ-অসুখযুক্ত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির অদুঃখ-অসুখ-বেদনা বাদে তৎসংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অদুঃখ-অসুখ-বেদনাযুক্ত।

৯৯১. কোন ধর্মগুলো বিপাক?

কুশল ও অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাচর ও অনন্তর্গত (অপরিযাপন্না) বিপাক; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিপাক।

৯৯২. কোন ধর্মগুলো বিপাকস্বভাবী?

কুশল ও অকুশল কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিপাকস্বভাবী।

৯৯৩. কোন ধর্মগুলো বিপাকও নয়, আবার বিপাকস্বভাবী ধর্মও নয়?

যেই ধর্মগুলো ক্রিয়া অর্থাৎ যেগুলো কুশলও নয়, অকুশলও নয়, আবার কর্মবিপাকও নয় (ক্রিয়াচিত্তগুলো); (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিপাকও নয়, আবার বিপাকস্বভাবী ধর্মও নয়।

৯৯৪. কোন ধর্মগুলো গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী?

আসবযুক্ত কুশল-অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর বিপাক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী।

৯৯৫. কোন ধর্মগুলো অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী?

আসবযুক্ত কুশল-অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর বিপাক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেই ধর্মগুলো ক্রিয়া অর্থাৎ যেগুলো কুশলও নয়, অকুশলও নয়, আবার কর্মবিপাকও নয় (ক্রিয়াচিত্তগুলো); যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী।

৯৯৬. কোন ধর্মগুলো অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ, মার্গফল ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী নয়।

৯৯৭. কোন ধর্মগুলো কলুষিত ও কলুষতাজনক?

তিনটি অকুশলমূল; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্লেশগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি

অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষিত ও কলুষতাজনক।

৯৯৮. কোন ধর্মগুলো অকলুষিত কিন্তু কলুষতাজনক?

আসবযুক্ত কুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকলুষিত কিন্তু কলুষতাজনক।

৯৯৯. কোন ধর্মগুলো অকলুষিত ও কলুষতাজনক নয়?

লোকোত্তর মার্গ, মার্গফল ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকলুষিত ও কলুষতাজনক নয়।

১০০০. কোন ধর্মগুলো সবিতর্ক ও সবিচার?

সবিতর্ক ও সবিচারযুক্ত কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বিতর্ক-বিচার বাদে তৎসংশ্লিষ্ট বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সবিতর্ক ও সবিচার।

১০০১. কোন ধর্মগুলো অবিতর্ক কিন্তু বিচারযুক্ত?

অবিতর্ক কিন্তু বিচারযুক্ত রূপাবচর, লোকোত্তর ভূমির বিচার বাদে তৎসংশ্লিষ্ট বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অবিতর্ক কিন্তু বিচারযুক্ত।

১০০২. কোন ধর্মগুলো অবিতর্ক ও অবিচার?

অবিতর্ক ও অবিচারযুক্ত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর, লোকোত্তর ভূমির বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অবিতর্ক ও অবিচার।

১০০৩. কোন ধর্মগুলো প্রীতিযুক্ত?

প্রীতিযুক্ত কামাবচর, রূপাবচর, লোকোত্তর ভূমির প্রীতি বাদে তৎসংশ্লিষ্ট বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতিযুক্ত।

১০০৪. কোন ধর্মগুলো সুখ-সহগত?

সুখভূমি কামাবচর, রূপাবচর, লোকোত্তরের সুখ বাদে তৎসংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সুখ-সহগত।

১০০৫. কোন ধর্মগুলো উপেক্ষা-সহগত?

উপেক্ষাভূমি কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর, লোকোত্তরের উপেক্ষা বাদে তৎসংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপেক্ষা-সহগত।

১০০৬. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য?

তিনটি সংযোজন; যথা : সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, সন্দেহ, শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা (সীলব্বতপরামাসো)।

১০০৭. এক্ষেত্রে সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ) কী রকম?

এই জগতে একজন অশিক্ষিত[১] সাধারণ ব্যক্তি (অস্সুতৰা পুথুজ্জনো) যখন আর্যদের সঙ্গে দেখা করে না, আর্যধর্ম সম্বন্ধে জানে না, আর্যধর্মে প্রশিক্ষণ নেয় না, সৎপুরুষদের সঙ্গে দেখা করে না, সৎপুরুষধর্ম সম্বন্ধে জানে না, সৎপুরুষধর্মে প্রশিক্ষণ নেয় না, রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে রূপবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে রূপকে দেখে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দেখে। বেদনাকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে বেদনাবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে বেদনাকে দেখে, অথবা বেদনার মাঝে আত্মাকে দেখে। সংজ্ঞাকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে সংজ্ঞাবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে সংজ্ঞাকে দেখে, অথবা সংজ্ঞার মাঝে আত্মাকে দেখে। সংস্কারগুলোকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে সংস্কারকে দেখে, অথবা সংস্কারগুলোর মাঝে আত্মাকে দেখে। বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানেকে দেখে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দেখে। যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় সৎকায়দৃষ্টি।

১০০৮. এক্ষেত্রে সন্দেহ (ৰিচিকিচ্ছা) কী রকম?

শাস্তার (বুদ্ধের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; ধর্মের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; সংঘের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; শিক্ষার (বুদ্ধোপদেশের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; অতীতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; ভবিষ্যতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; অতীত-ভবিষ্যৎ উভয়ের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর প্রতি সন্দেহ পোষণ

---

[১] আর্যধর্ম ও সৎপুরুষধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এই অর্থে **অশিক্ষিত**। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এই অর্থে **অশিক্ষিত** নয়।

করা, দ্বিধা করা। যা এইরূপ সন্দেহ, সন্দেহকরণ, সন্দেহের অবস্থা, সংশয়, শঙ্কা, দোদুল্যমানতা, দ্বিধা, সন্দিগ্ধ ভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, আলম্বন গ্রহণে অক্ষমতা, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে অক্ষমতা, আলম্বনে উৎপন্ন হতে গিয়ে সসঙ্কোচ ভাব, মনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী—এটিকেই বলা হয় সন্দেহ।

১০০৯. এক্ষেত্রে শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা (সীলব্বতপরামাসো) কী রকম?

এর বাইরে অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের বাইরে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মাঝে "শীলের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, শীল ও ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে"—যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা।

১০১০. এই তিন সংযোজন; উক্ত তিনটি সংযোজনের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি সংযোজনের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি সংযোজন হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য।

১০১১. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য?

বাদবাকি লোভ, দ্বেষ, মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য।

১০১২. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়?

কুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাচর ও অনন্তর্গত (অপরিযাপন্না) ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়।

১০১৩. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক?

তিন প্রকার সংযোজন; যথা : সৎকায়দৃষ্টি, সন্দেহ, শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা।

১০১৪. এক্ষেত্রে সৎকায়দৃষ্টি কী রকম?... এটিকেই বলা হয় সৎকায়দৃষ্টি।

১০১৫. এক্ষেত্রে সন্দেহ (ৰিচিকিচ্ছা) কী রকম?... এটিকেই বলা হয় সন্দেহ।

১০১৬. এক্ষেত্রে শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা কী রকম?... এটিকেই বলা হয় শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা।

১০১৭. এই তিনটি সংযোজন; উক্ত তিনটি সংযোজনের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি সংযোজনের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি সংযোজন হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক। তিনটি সংযোজন; যথা : সৎকায়দৃষ্টি, সন্দেহ, শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য। উক্ত তিনটি সংযোজনের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোভ, দ্বেষ, মোহ; উক্ত তিনটি সংযোজনের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি সংযোজনের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি সংযোজন হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক।

১০১৮. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক?

বাদবাকি লোভ, দ্বেষ, মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক।

১০১৯. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়?

সেই ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাচর ও অনন্তর্গত (অপরিযাপন্না) ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়।

১০২০. কোন ধর্মগুলো সঞ্চয়গামী (আচযগামি)?

আসবযুক্ত কুশল ও অকুশল কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সঞ্চয়গামী।

১০২১. কোন ধর্মগুলো ক্ষয়গামী (অপচযগামি)?

লোকোত্তরের চার মার্গ।

১০২২. কোন ধর্মগুলো সঞ্চয়গামীও নয়, ক্ষয়গামীও নয়?

কুশল-অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর বিপাক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেই ধর্মগুলো ক্রিয়া অর্থাৎ যেগুলো কুশলও নয়, অকুশলও নয়, আবার কর্মবিপাকও নয় (ক্রিয়াচিত্তগুলো); (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সঞ্চয়গামীও নয়, ক্ষয়গামীও নয়।

১০২৩. কোন ধর্মগুলো শৈক্ষ্য?

লোকোত্তরের চার মার্গ ও নিচের তিন শ্রামণ্যফল (অর্থাৎ স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল ও অনাগামীফল)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে শৈক্ষ্য।

১০২৪. কোন ধর্মগুলো অশৈক্ষ্য?

ওপরের অর্হত্ত্বফল—এই ধর্মটিই অশৈক্ষ্য।

১০২৫. কোন ধর্মগুলো শৈক্ষ্যও নয়, অশৈক্ষ্যও নয়?

সেই ধর্মগুলো (পূর্বোক্ত শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্য ধর্মগুলো) বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে শৈক্ষ্যও নয়, অশৈক্ষ্যও নয়।

১০২৬. কোন ধর্মগুলো সামান্য (পরিত্তা)?

সমস্ত কামাবচর কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত ধর্ম; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সামান্য।

১০২৭. কোন ধর্মগুলো মহদ্গত?

রূপাবচর ও অরূপাবচর কুশল ও অব্যাকৃত ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মহদ্গত।

১০২৮. কোন ধর্মগুলো অসামান্য (অপ্পমাণা)?

লোকোত্তরের মার্গ ও ফলচিত্তগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অসামান্য।

১০২৯. কোন ধর্মগুলো সামান্য-আলম্বন (পরিত্তারম্মণা)?

(পূর্বোক্ত) সামান্য ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম

উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সামান্য-আলম্বন।

১০৩০. কোন ধর্মগুলো মহদ্গত-আলম্বন?

(পূর্বোক্ত) মহদ্গত ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মহদ্গত-আলম্বন।

১০৩১. কোন ধর্মগুলো অসামান্য-আলম্বন?

(পূর্বোক্ত) অসামান্য ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অসামান্য-আলম্বন।

১০৩২. কোন ধর্মগুলো হীন?

তিনটি অকুশলমূল; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হীন।

১০৩৩. কোন ধর্মগুলো মধ্যম?

আসবযুক্ত কুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মধ্যম।

১০৩৪. কোন ধর্মগুলো উত্তম?

লোকোত্তরের মার্গ ও ফলচিত্তগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উত্তম।

১০৩৫. কোন ধর্মগুলো মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত[১]?

পাঁচ প্রকার আনন্তরিক কর্ম[২] এবং যেসব নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত।

১০৩৬. কোন ধর্মগুলো সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত[৩]?

লোকোত্তরের চার মার্গ—এই ধর্মগুলোই সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত।

---

[১] "এগুলো আমার জন্য হিত-সুখ বয়ে আনবে" এভাবে না ভেবে অন্যভাবে বা বিপরীতভাবে অর্থাৎ "অশুভ প্রভৃতিকে শুভ" হিসেবে ভাবলে তখন সেটিকে **মিথ্যা স্বভাব** বলা হয়। আর ফলদানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত পরের জন্মে ফল দেয় এই অর্থে **নিশ্চিত**। ঠিক এই অর্থেই **মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত**। (অট্ঠসালিনী)

[২] মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, সংঘভেদ ও বুদ্ধের পা হতে রক্তপাত—এই পাঁচটি গুরুকর্মকেই **আনন্তরিক কর্ম** বলে।

[৩] "এগুলো আমার জন্য অহিত-দুঃখ বয়ে আনবে" এভাবে না ভেবে অন্যভাবে বা বিপরীতভাবে অর্থাৎ "অশুভ প্রভৃতিকে অশুভ" হিসেবে ভাবলে তখন সেটিকে **সম্যক স্বভাব** বলা হয়। আর ফলদানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত পরের জন্মে ফল দেয় এই অর্থে **নিশ্চিত**। ঠিক এই অর্থেই **সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত**। (অট্ঠসালিনী)

১০৩৭. কোন ধর্মগুলো অনিশ্চিত?

সেই ধর্মগুলো (পূর্বোক্ত মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত ও সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত ধর্মগুলো) বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিশ্চিত।

১০৩৮. কোন ধর্মগুলো মার্গ-আলম্বন?

আর্যমার্গকে ভিত্তি করে (অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গকে আলম্বন করে) যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মার্গ-আলম্বন।

১০৩৯. কোন ধর্মগুলো মার্গ-হেতুক?

আর্যমার্গের অধিকারী ব্যক্তির মার্গাঙ্গ বাদে তৎসংশ্লিষ্ট বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মার্গ-হেতুক। আর্যমার্গের অধিকারী ব্যক্তির সম্যক দৃষ্টি যা মার্গ ও হেতু, সেই সম্যক দৃষ্টি বাদে তৎসংশ্লিষ্ট বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মার্গ-হেতুক। আযমার্গের অধিকারী ব্যক্তির অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মার্গ-হেতু। আর তৎসংশ্লিষ্ট বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মার্গ-হেতুক।

১০৪০. কোন ধর্মগুলো মার্গ-অধিপতি?

আর্যমার্গকে অধিপতি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মার্গ-অধিপতি। আর্যমাগের অধিকারী ব্যক্তির মীমাংসা-অধিপতিযুক্ত মার্গ ভাবনা করার সময় মীমাংসা (ৰীমাংসং) বাদে তৎসংশ্লিষ্ট বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মার্গ-অধিপতি।

১০৪১. কোন ধর্মগুলো উৎপন্ন?

যে ধর্মগুলো জাত, ভূত (উৎপাদিত), সঞ্জাত, আবির্ভূত, প্রকটিত, প্রাদুর্ভূত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উত্থিত, সমুত্থিত, উৎপন্ন করিয়েছে, উৎপন্নের সঙ্গে একই শ্রেণিভুক্ত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উৎপন্ন।

১০৪২. কোন ধর্মগুলো অনুৎপন্ন?

যে ধর্মগুলো অজাত, অভূত (অনুৎপাদিত), অসঞ্জাত, অনাবির্ভূত, অপ্রকটিত, অপ্রাদুর্ভূত, অনুৎপন্ন, অসমুৎপন্ন, অনুত্থিত, অসমুত্থিত, অনুৎপন্ন করিয়েছে, অনুৎপন্নের সঙ্গে একই শ্রেণিভুক্ত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনুৎপন্ন।

১০৪৩. কোন ধর্মগুলো অবশ্যই উৎপন্ন হবে (উপ্পাদিনো)?

অপরিপক্ব বিপাক কুশল ও অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর বিপাক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন হবে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অবশ্যই উৎপন্ন হবে (উপ্পাদিনো)।

১০৪৪. কোন ধর্মগুলো অতীত?

যে ধর্মগুলো অতীত হয়েছে, নিরুদ্ধ হয়েছে, বিগত হয়েছে, বিকৃত হয়েছে, ডুবে গিয়েছে, নিশ্চিতভাবে ডুবে গিয়েছে, উৎপন্ন হয়ে বিগত হয়েছে, অতীত হয়েছে, অতীতের সঙ্গে একই শ্রেণিভুক্ত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অতীত।

১০৪৫. কোন ধর্মগুলো ভবিষ্যৎ?

যে ধর্মগুলো এখনো অজাত, অভূত (অনুৎপাদিত), অসঞ্জাত, অনাবির্ভূত, অপ্রকটিত, অপ্রাদুর্ভূত, অনুৎপন্ন, অসমুৎপন্ন, অনুত্থিত, অসমুত্থিত, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতের সঙ্গে একই শ্রেণিভুক্ত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভবিষ্যৎ।

১০৪৬. কোন ধর্মগুলো বর্তমান?

যে ধর্মগুলো জাত, ভূত (উৎপাদিত), সঞ্জাত, আবির্ভূত, প্রকটিত, প্রাদুর্ভূত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উত্থিত, সমুত্থিত, বর্তমান, বর্তমানের সঙ্গে একই শ্রেণিভুক্ত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বর্তমান।

১০৪৭. কোন ধর্মগুলো অতীত-আলম্বন?

অতীত ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অতীত-আলম্বন।

১০৪৮. কোন ধর্মগুলো ভবিষ্যৎ-আলম্বন?

ভবিষ্যৎ ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভবিষ্যৎ-আলম্বন।

১০৪৯. কোন ধর্মগুলো বর্তমান-আলম্বন?

বর্তমান ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বর্তমান-আলম্বন।

১০৫০. কোন ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণ?

যে ধর্মগুলো সেই সমস্ত সত্ত্বগণের নিজের, নিজেই প্রত্যক্ষ করার যোগ্য, নিজস্ব, ব্যক্তিগত, শরীরের অন্তর্গত, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ।

১০৫১. কোন ধর্মগুলো বাহ্যিক?

যে ধর্মগুলো অন্য সত্ত্বগণের, অন্য ব্যক্তিদের নিজের, নিজেই প্রত্যক্ষ করার যোগ্য, নিজস্ব, ব্যক্তিগত, শরীরের অন্তর্গত, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাহ্যিক।

১০৫২. কোন ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক?

পূর্বোক্ত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ধর্মগুলোই—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক।

১০৫৩. কোন ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণ-আলম্বন?

অভ্যন্তরীণ ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ-আলম্বন।

১০৫৪. কোন ধর্মগুলো বাহ্যিক-আলম্বন?

বাহ্যিক ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাহ্যিক-আলম্বন।

১০৫৫. কোন ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক-আলম্বন?

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ধর্মগুলোকে ভিত্তি করে যেসব চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক-আলম্বন।

১০৫৬. কোন ধর্মগুলো সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ?

রূপ-আয়তন—এই ধর্মটিই হচ্ছে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ।

১০৫৭. কোন ধর্মগুলো অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ?

চক্ষু-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিদর্শন ও সপ্রতিঘ।

১০৫৮. কোন ধর্মগুলো অনিদর্শন ও অপ্রতিঘ?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেই রূপ অনিদর্শন, অপ্রতিঘ ও ধর্ম-আয়তনের অন্তর্গত; অসৃষ্ট ধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিদর্শন ও অপ্রতিঘ।

(ত্রিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত)

দ্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হেতু গুচ্ছ

১০৫৯. কোন ধর্মগুলো হেতু?

কুশল-হেতু তিনটি, অকুশল-হেতু তিনটি, অব্যাকৃত-হেতু তিনটি,

কামাবচর-হেতু নয়টি, রূপাবচর-হেতু ছয়টি, অরূপাবচর-হেতু ছয়টি ও লোকোত্তর-হেতু ছয়টি।

১০৬০. এক্ষেত্রে তিনটি কুশল-হেতু কী কী?

অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ।

১০৬১. এক্ষেত্রে অলোভ কী রকম?

যা অলোভ, অলোভের অবস্থা, অলোভীর অবস্থা, অনাসক্তি, অনাসক্তির অবস্থা, অনাসক্তের অবস্থা, অলালসা, অলোভ কুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অলোভ।

১০৬২. এক্ষেত্রে অদ্বেষ কী রকম?

যা অদ্বেষ, অদ্বেষের অবস্থা, অদ্বেষীর অবস্থা, মৈত্রী, মৈত্রীর অবস্থা, মৈত্রীচিত্তের অবস্থা, রক্ষণ, রক্ষণের অবস্থা, রক্ষিতের অবস্থা, হিতৈষী অবস্থা, অনুকম্পা, অবিদ্বেষ, অবিদ্বেষী, অদ্বেষ কুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অদ্বেষ।

১০৬৩. এক্ষেত্রে অমোহ কী রকম?

দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান, দুঃখের নিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান, অতীত (অতীতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে জ্ঞান, ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে জ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্পর্কে জ্ঞান, জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর সম্পর্কে জ্ঞান, যা এইরূপ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় অমোহ। এই তিনটি হচ্ছে কুশল-হেতু।

১০৬৪. এক্ষেত্রে তিনটি অকুশল-হেতু কী কী?

লোভ, দ্বেষ ও মোহ।

১০৬৫. এক্ষেত্রে লোভ কী রকম?

লোভ, লালসা, অনুনয়, অনুরোধ, খুশি (নন্দী), খুশির প্রতি লোভ (নন্দীরাগ), চিত্তের লোভ, ইচ্ছা, মূর্ছা, গিলে ফেলা (অজ্ঝোসনং), লিপ্সা, প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, লেগে থাকা (সঙ্গো), পঙ্ক, স্পৃহা, মায়া, জননী, সঞ্জননী, দর্জিনী, প্রলোভিনী, প্লাবনস্বিনী, বিশালতা, সুতা, বিস্তৃতা, প্ররোচনাদায়িনী, সঙ্গিনী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভবরশি, যাচক, শক্তিশালী যাচক, সংসর্গ, স্নেহ, মমতা, প্রতিবন্ধু, আশা, প্রত্যাশা, প্রত্যাশিত অবস্থা, রূপের আশা, শব্দের আশা, গন্ধের আশা, রসের আশা, স্পর্শযোগ্য তথা কায়গ্রাহ্য বিষয়ের আশা, লাভের আশা, ধনের আশা, পুত্রের আশা, জীবনের আশা, অস্ফুট স্বরে বলা, আরও অস্ফুট স্বরে বলা, অত্যধিক অস্ফুট স্বরে বলা, অস্ফুট স্বরে বলা, অস্ফুট স্বরে বলার অবস্থা, লোলুপতা, লোলুপতার অবস্থা, লোলুপিতের অবস্থা, অধীরতা, মনোজ্ঞ বিষয় কামনা করা, যত্রতত্র উৎপন্ন তৃষ্ণা, বিষম লোভ, সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, সূক্ষ্ম তৃষ্ণার অবস্থা, প্রার্থনা, অন্যের মতো একই বিষয় ইচ্ছা করা, সুষ্ঠু প্রার্থনা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শযোগ্য-তৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা, প্লাবন, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান, আবরণ, বাধা, ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয়, পর্যুত্থান, লতা, তীব্র সম্পত্তি লাভেচ্ছা, দুঃখের মূল, দুঃখের কারণ, দুঃখের উৎপাদন, মারের পাশ তথা জাল, মারের বড়শি, মারের রাজ্য, তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজাল, তৃষ্ণারশি, তৃষ্ণাসমুদ্র, লালসা, লোভ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় লোভ।

১০৬৬. এক্ষেত্রে দ্বেষ কী রকম?

"আমার ক্ষতি করেছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, অথবা একদম অকারণে ক্রোধ জেগে ওঠা। যা এইরূপ চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, ক্রোধ, দ্বেষ, দূষণ, দূষিত অবস্থা, বিদ্বেষ, হিংসা, হিংসার ভাব, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চণ্ড-স্বভাব, অসুর-স্বভাব, চিত্তের অখুশি ভাব—এটিকেই বলা হয় দ্বেষ।

১০৬৭. এক্ষেত্রে মোহ কী রকম?

দুঃখ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের নিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত (অতীতের

স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্পর্কে অজ্ঞান, জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর সম্পর্কে অজ্ঞান, যা এইরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অনুপলব্ধি, অননুবোধ, অনিত্যাদি বশে না বুঝা, চার আর্যসত্যকে না বুঝা, অনিত্যাদি বশে গ্রহণ না করা, অনিত্যাদি অনুধাবন না করা, সমানভাবে না দেখা, নিজের বা পরের কর্মকে প্রত্যক্ষ না করা, চিত্তের কলুষতা, মুর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যা-প্লাবন, অবিদ্যা-যোগ, অবিদ্যা-অনুশয়, অবিদ্যার দখলে চলে যাওয়া, অবিদ্যামুখিতা, মোহ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় মোহ। এই তিনটি হচ্ছে অকুশল-হেতু।

১০৬৮. এক্ষেত্রে তিনটি অব্যাকৃত-হেতু কী কী?

কুশল ধর্মগুলোর বিপাক ও ক্রিয়া-অব্যাকৃত ধর্মগুলোর অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এই তিনটি হচ্ছে অব্যাকৃত-হেতু।

১০৬৯. এক্ষেত্রে নয়টি কামাবচর-হেতু কী কী?

তিনটি কুশল-হেতু, তিনটি অকুশল-হেতু ও তিনটি অব্যাকৃত-হেতু—এই নয়টি হচ্ছে কামাবচর-হেতু।

১০৭০. এক্ষেত্রে ছয়টি রূপাবচর-হেতু কী কী?

তিনটি কুশল-হেতু ও তিনটি অব্যাকৃত-হেতু—এই ছয়টি হচ্ছে রূপাবচর-হেতু।

১০৭১. এক্ষেত্রে ছয়টি অরূপাবচর-হেতু কী কী?

তিনটি কুশল-হেতু ও তিনটি অব্যাকৃত-হেতু—এই ছয়টি হচ্ছে অরূপাবচর-হেতু।

১০৭২. এক্ষেত্রে ছয়টি লোকোত্তর-হেতু কী কী?

তিনটি কুশল-হেতু ও তিনটি অব্যাকৃত-হেতু—এই ছয়টি হচ্ছে লোকোত্তর-হেতু।

১০৭৩. এক্ষেত্রে তিনটি কুশল-হেতু কী কী?

অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ।

১০৭৪. এক্ষেত্রে অলোভ কী রকম?

যা অলোভ, অলোভের অবস্থা, অলোভীর অবস্থা, অনাসক্তি, অনাসক্তির অবস্থা, অনাসক্তের অবস্থা, অলালসা, অলোভ কুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অলোভ।

১০৭৫. এক্ষেত্রে অদ্বেষ কী রকম?

যা অদ্বেষ, অদ্বেষের অবস্থা, অদ্বেষীর অবস্থা, অবিদ্বেষ, অবিদ্বেষী, অদ্বেষ কুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অদ্বেষ।

১০৭৬. এক্ষেত্রে অমোহ কী রকম?

দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান, দুঃখের নিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান, অতীত (অতীতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে জ্ঞান, ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে জ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্পর্কে জ্ঞান, জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর সম্পর্কে জ্ঞান, যা এইরূপ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা, অনিত্য প্রভৃতি বশে বিচার করা (ৰিচযো), বিশেষভাবে বিচার করা (পৰিচযো), ধর্মবিচয় তথা চার আর্যসত্যকে বিচার করা (ধম্মৰিচযো), সূক্ষ্মভাবে অনিত্যাদি বশে বিচার করার ক্ষমতা (সল্লকখণা), উপলকখণা, পচ্চুপলকখণা (এই দুটি শব্দের অর্থও সল্লকখণা-এর মতো, কেবল উপসর্গবশেই এই পার্থক্য; অন্যথায় অর্থগতভাবে একই), পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা, অনিত্যাদি বশে ব্যাখ্যাকরণ (ৰেভব্যা), অনিত্যাদি বশে চিন্তা, অনিত্যাদি বশে পর্যবেক্ষণ, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান (ভূরী), মেধা, দিকনির্দেশক (পরিণাযিকা), বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, অঙ্কুশ (পতোদো), প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলো, প্রজ্ঞা-প্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ ও মার্গের অন্তর্গত—এটিকেই বলা হয় অমোহ। এই তিনটি হচ্ছে কুশল-হেতু।

১০৭৭. এক্ষেত্রে তিনটি অব্যাকৃত-হেতু কী কী?

কুশল ধর্মগুলোর বিপাক ও ক্রিয়া-অব্যাকৃত ধর্মগুলোর অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এই তিনটি হচ্ছে অব্যাকৃত-হেতু। এই ছয়টি হচ্ছে লোকোত্তর-হেতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু।

১০৭৮. কোন ধর্মগুলো হেতু নয়?

(পূর্বোক্ত) সেই ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু নয়।

১০৭৯. কোন ধর্মগুলো সহেতুক?

পূর্বোক্ত সেই ধর্মগুলোর সঙ্গে যে ধর্মগুলো সহেতুক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সহেতুক।

১০৮০. কোন ধর্মগুলো অহেতুক?

পূর্বোক্ত সেই ধর্মগুলোর সঙ্গে যে ধর্মগুলো অহেতুক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অহেতুক।

১০৮১. কোন ধর্মগুলো হেতু-সংযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই ধর্মগুলোর সঙ্গে যে ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু-সংযুক্ত।

১০৮২. কোন ধর্মগুলো হেতু-বিযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই ধর্মগুলোর সঙ্গে যে ধর্মগুলো বিযুক্ত; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু-বিযুক্ত।

১০৮৩. কোন ধর্মগুলো (যুগপৎ) হেতু ও সহেতুক?

লোভ মোহের সঙ্গে (যুগপৎ) হেতু ও সহেতুক, মোহ লোভের সঙ্গে (যুগপৎ) হেতু ও সহেতুক, দ্বেষ মোহের সঙ্গে (যুগপৎ) হেতু ও সহেতুক, মোহ দ্বেষের সঙ্গে (যুগপৎ) হেতু ও সহেতুক, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এই তিনটি পরস্পর (যুগপৎ) হেতু ও সহেতুক—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে (যুগপৎ) হেতু ও সহেতুক।

১০৮৪. কোন ধর্মগুলো সহেতুক কিন্তু হেতু নয়?

পূর্বোক্ত সেই ধর্মগুলোর সঙ্গে যে ধর্মগুলো সহেতুক সেই ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সহেতুক কিন্তু হেতু নয়।

১০৮৫. কোন ধর্মগুলো (যুগপৎ) হেতু ও হেতু-সংযুক্ত?

লোভ মোহের সঙ্গে (যুগপৎ) হেতু ও সহেতুক, মোহ লোভের সঙ্গে (যুগপৎ) হেতু ও হেতু-সংযুক্ত, দ্বেষ মোহের সঙ্গে (যুগপৎ) হেতু ও হেতু-সংযুক্ত, মোহ দ্বেষের সঙ্গে (যুগপৎ) হেতু ও হেতু-সংযুক্ত, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এই তিনটি পরস্পর (যুগপৎ) হেতু ও হেতু-সংযুক্ত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে (যুগপৎ) হেতু ও হেতু-সংযুক্ত।

১০৮৬. কোন ধর্মগুলো হেতু-সংযুক্ত কিন্তু হেতু নয়?

পূর্বোক্ত সেই ধর্মগুলোর সঙ্গে যে ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু-সংযুক্ত কিন্তু হেতু নয়।

১০৮৭. কোন ধর্মগুলো হেতু নয় কিন্তু সহেতুক?

পূর্বোক্ত সেই ধর্মগুলোর সঙ্গে যে ধর্মগুলো হেতু নয় কিন্তু সহেতুক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু নয় কিন্তু সহেতুক।

১০৮৮. কোন ধর্মগুলো (যুগপৎ) হেতু নয় ও অহেতুক?

পূর্বোক্ত সেই ধর্মগুলোর সঙ্গে যে ধর্মগুলো (যুগপৎ) হেতু নয় ও অহেতুক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে (যুগপৎ) হেতু নয় ও অহেতুক।

ক্ষুদ্র অব্যাকৃত দ্বিক

(চূলন্তরদুকং)

১০৮৯. কোন ধর্মগুলো সপ্রত্যয় (কারণযুক্ত)?

পাঁচটি স্কন্ধ তথা রাশি; যথা : রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সপ্রত্যয় (কারণযুক্ত)।

১০৯০. কোন ধর্মগুলো অপ্রত্যয় বা কারণহীন?

অসৃষ্ট ধাতু—এই ধর্মটিই হচ্ছে অপ্রত্যয় বা কারণহীন।

১০৯১. কোন ধর্মগুলো সৃষ্ট (সঙ্খতা)?

যেই ধর্মগুলো সপ্রত্যয় (কারণযুক্ত) সেই ধর্মগুলোই হচ্ছে সৃষ্ট।

১০৯২. কোন ধর্মগুলো অসৃষ্ট?

যেই ধর্মগুলো অপ্রত্যয় বা কারণহীন সেই ধর্মগুলোই হচ্ছে অসৃষ্ট।

১০৯৩. কোন ধর্মগুলো সনিদর্শন?

রূপ-আয়তন—এই ধর্মটিই হচ্ছে সনিদর্শন।

১০৯৪. কোন ধর্মগুলো অনিদর্শন?

চক্ষু-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন, বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; আর যেই রূপ অনিদর্শন, অপ্রতিঘ ও ধর্ম-আয়তনের অন্তর্গত, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিদর্শন।

১০৯৫. কোন ধর্মগুলো সপ্রতিঘ?

চক্ষু-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সপ্রতিঘ।

১০৯৬. কোন ধর্মগুলো অপ্রতিঘ?

বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ, আর যেই রূপ অনিদর্শন, অপ্রতিঘ ও ধর্ম-আয়তনের অন্তর্গত, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অপ্রতিঘ।

১০৯৭. কোন ধর্মগুলো রূপী?

চার মহাভূত ও চার মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রূপী।

১০৯৮. কোন ধর্মগুলো অরূপী?

বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অরূপী।

১০৯৯. কোন ধর্মগুলো লোকীয়?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে লোকীয়।

১১০০. কোন ধর্মগুলো লোকোত্তর?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে লোকোত্তর।

১১০১. কোন ধর্মগুলো কোনো একটি দিয়ে জ্ঞাতব্য, আবার অন্য একটি দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়?

যেসব ধর্ম চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার কান দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম কান দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়।

যেসব ধর্ম কান দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার কান দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম কান দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার কান দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম কান দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার কান দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম কান দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার কান দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়।

যেসব ধর্ম নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার কান দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম কান দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়।

যেসব ধর্ম জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার কান দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম কান দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়।

যেসব ধর্ম শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম চোখ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার কান দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম কান দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম নাক দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। যেসব ধর্ম শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়; যেসব ধর্ম জিভ দিয়ে জ্ঞাতব্য সেগুলো আবার শরীর দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়। এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কোনো একটি দিয়ে জ্ঞাতব্য, আবার অন্য একটি দিয়ে জ্ঞাতব্য নয়।

আসব গুচ্ছ

১১০২. কোন ধর্মগুলো আসব?

আসব চার ধরনের; যথা : কাম-আসব, ভব-আসব, দৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যা-আসব।

১১০৩. এক্ষেত্রে কাম-আসব কী রকম?

যা রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শযোগ্য বিষয় এই পঞ্চ কামগুণের প্রতি কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামানন্দ, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামজ্বালা, কামমূর্ছা, কামলালসা—এটিকেই বলা হয় কাম-আসব।

১১০৪. এক্ষেত্রে ভব-আসব কী রকম?

যা ভবগুলোর প্রতি ভবছন্দ, ভবরাগ, ভবানন্দ, ভবতৃষ্ণা, ভবস্নেহ, ভবজ্বালা, ভবমূর্ছা, ভবলালসা—এটিকেই বলা হয় ভব-আসব।

১১০৫. এক্ষেত্রে দৃষ্টি-আসব কী রকম?

জগৎ শাশ্বত, জগৎ অশাশ্বত, জগৎ অন্তবান, অথবা জগৎ অন্তহীন;

জীবিত আত্মাই শরীর, অথবা জীবিত আত্মা ও শরীর দুটো পৃথক; তথাগত মৃত্যুর পরও থাকেন, বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন আবার থাকেনও না, অথবা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার থাকেন না তাও না; যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় দৃষ্টি-আসব।

১১০৬. এক্ষেত্রে অবিদ্যা-আসব কী রকম?

দুঃখ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের নিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত (অতীতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্পর্কে অজ্ঞান, জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর সম্পর্কে অজ্ঞান, যা এইরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অনুপলব্ধি, অননুবোধ, অনিত্যাদি বশে না বুঝা, চার আর্যসত্যকে না বুঝা, অনিত্যাদি বশে গ্রহণ না করা, অনিত্যাদি অনুধাবন না করা, সমানভাবে না দেখা, নিজের বা পরের কর্মকে প্রত্যক্ষ না করা, চিত্তের কলুষতা, মুর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যা-প্লাবন, অবিদ্যা-যোগ, অবিদ্যা-অনুশয়, অবিদ্যার দখলে চলে যাওয়া, অবিদ্যামুখিতা, মোহ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অবিদ্যা-আসব। এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব।

১১০৭. কোন ধর্মগুলো আসব নয়?

পূর্বোক্ত সেই আসব ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব নয়।

১১০৮. কোন ধর্মগুলো সাসব বা আসবযুক্ত?

কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সাসব বা আসবযুক্ত।

১১০৯. কোন ধর্মগুলো অনাসব? লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট

ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনাসব।

১১১০. কোন ধর্মগুলো আসব-সংযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই আসব ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব-সংযুক্ত।

১১১১. কোন ধর্মগুলো আসব-বিযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই আসব ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব-বিযুক্ত।

১১১২. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ আসব ও আসবযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই আসব ধর্মগুলোই যুগপৎ আসব ও সাসব।

১১১৩. কোন ধর্মগুলো আসবযুক্ত কিন্তু আসব নয়?

পূর্বোক্ত সেই আসব ধর্মগুলোর সঙ্গে যেসব ধর্ম আসবযুক্ত সেগুলো, এবং সেই আসব ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর আসবযুক্ত ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসবযুক্ত কিন্তু আসব নয়।

১১১৪. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত?

কাম-আসব অবিদ্যা-আসবের সঙ্গে যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত, অবিদ্যা-আসব কাম-আসবের সঙ্গে যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত, ভব-আসব অবিদ্যা-আসবের সঙ্গে যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত, অবিদ্যা-আসব ভব-আসবের সঙ্গে যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত, দৃষ্টি-আসব অবিদ্যা-আসবের সঙ্গে যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত, অবিদ্যা-আসব দৃষ্টি-আসবের সঙ্গে যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত।

১১১৫. কোন ধর্মগুলো আসব-সংযুক্ত কিন্তু আসব নয়?

পূর্বোক্ত সেই আসব ধর্মগুলোর সঙ্গে যেসব ধর্ম সম্প্রযুক্ত, এবং সেই আসব ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব-সংযুক্ত কিন্তু আসব নয়।

১১১৬. কোন ধর্মগুলো আসব-বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই আসব ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব-বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত।

১১১৭. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ আসব-বিযুক্ত ও অনাসব?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ আসব-বিযুক্ত ও অনাসব।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ তথা ভাণবার সমাপ্ত)

সংযোজন গুচ্ছ

১১১৮. কোন ধর্মগুলো সংযোজন?

সংযোজন দশ প্রকার; যথা : কামরাগ-সংযোজন, বিদ্বেষ-সংযোজন, মান-সংযোজন, দৃষ্টি-সংযোজন, সন্দেহ-সংযোজন, শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা-সংযোজন, ভবরাগ-সংযোজন, ঈর্ষা-সংযোজন, কৃপণতা-সংযোজন ও অবিদ্যা-সংযোজন।

১১১৯. এক্ষেত্রে কামরাগ-সংযোজন কী রকম?

যা রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শযোগ্য বিষয় এই পঞ্চ কামগুণের প্রতি কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামানন্দ, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামজ্বালা, কামমূর্ছা, কামলালসা—এটিকেই বলা হয় কামরাগ-সংযোজন।

১১২০. এক্ষেত্রে বিদ্বেষ-সংযোজন কী রকম?

"আমার ক্ষতি করেছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, অথবা একদম অকারণে ক্রোধ জেগে ওঠা। যা এইরূপ চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, ক্রোধ, দ্বেষ, দূষণ, দূষিত অবস্থা, বিদ্বেষ, হিংসা, হিংসার ভাব, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চণ্ডস্বভাব, অসুর-স্বভাব, চিত্তের অখুশি ভাব—এটিকেই বলা হয় বিদ্বেষ-সংযোজন।

১১২১. এক্ষেত্রে মান-সংযোজন কী রকম?

"আমি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ" এমনটি ভাবা মান, "আমি অন্যদের মতো" এমনটি ভাবা মান, "আমি অন্যদের চেয়ে হীন" এমনটি ভাবা মান। যা এইরূপ মান, অহংকার, দম্ভ, গর্ব, দেমাগ, ধ্বজা, আত্মগর্ব, মনের আত্মপ্রচারের ইচ্ছা—এটিকেই বলা হয় মান-সংযোজন।

১১২২. এক্ষেত্রে দৃষ্টি-সংযোজন কী রকম?

জগৎ শাশ্বত, জগৎ অশাশ্বত, জগৎ অন্তবান, অথবা জগৎ অন্তহীন;

জীবিত আত্মাই শরীর, অথবা জীবিত আত্মা ও শরীর দুটো পৃথক; তথাগত মৃত্যুর পরও থাকেন, বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন আবার থাকেনও না, অথবা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার থাকেন না তাও না; যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিটিঠৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় দৃষ্টি-সংযোজন। শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা-সংযোজন বাদে বাকি সব মিথ্যাদৃষ্টিই হচ্ছে দৃষ্টি-সংযোজন।

১১২৩. এক্ষেত্রে সন্দেহ-সংযোজন কী রকম?

শাস্তার (বুদ্ধের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; ধর্মের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; সংঘের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; শিক্ষার (বুদ্ধোপদেশের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; অতীতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; ভবিষ্যতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; অতীত-ভবিষ্যৎ উভয়ের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা। যা এইরূপ সন্দেহ, সন্দেহকরণ, সন্দেহের অবস্থা, সংশয়, শঙ্কা, দোদুল্যমানতা, দ্বিধা, সন্দিগ্ধ ভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, আলম্বন গ্রহণে অক্ষমতা, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে অক্ষমতা, আলম্বনে উৎপন্ন হতে গিয়ে সসঙ্কোচ ভাব, মনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী—এটিকেই বলা হয় সন্দেহ-সংযোজন।

১১২৪. এক্ষেত্রে শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা-সংযোজন কী রকম?

এর বাইরে অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের বাইরে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মাঝে "শীলের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, শীল ও ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে"—যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিটিঠৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা-

সংযোজন।

১১২৫. এক্ষেত্রে ভবরাগ-সংযোজন কী রকম?

যা ভবগুলোর প্রতি ভবছন্দ, ভবরাগ, ভবানন্দ, ভবতৃষ্ণা, ভবস্নেহ, ভবজ্বালা, ভবমূর্ছা, ভবলালসা—এটিকেই বলা হয় ভবরাগ-সংযোজন।

১১২৬. এক্ষেত্রে ঈর্ষা-সংযোজন কী রকম?

যা অন্যের লাভ, সৎকার, গৌরব, মান্যতা, জনপ্রিয়তা, বন্দনা, পূজা প্রতি ঈর্ষা, ঈর্ষা পোষণ করা, ঈর্ষার অবস্থা, পরশ্রীকাতরতা, পরশ্রীকাতর হওয়া, পরশ্রীকাতরতার অবস্থা—এটিকেই বলা হয় ঈর্ষা-সংযোজন।

১১২৭. এক্ষেত্রে কৃপণতা-সংযোজন কী রকম?

পাঁচ প্রকার কৃপণতা; যথা : আবাস-কৃপণতা, কুল-কৃপণতা, লাভ-কৃপণতা, বর্ণ-কৃপণতা ও ধর্ম-কৃপণতা। যা এইরূপ কৃপণতা, কৃপণতা দেখানো, কৃপণের অবস্থা, হীন লিপ্সা, কদর্যতা, অনীহা, অনাগ্রহ, চিত্তের আত্মসম্পত্তি সংগোপনেচ্ছা—এটিকেই বলা হয় মান-সংযোজন।

১১২৮. এক্ষেত্রে অবিদ্যা-সংযোজন কী রকম?

দুঃখ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের নিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত (অতীতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্পর্কে অজ্ঞান, জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর সম্পর্কে অজ্ঞান, যা এইরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অনুপলব্ধি, অননুবোধ, অনিত্যাদি বশে না বুঝা, চার আর্যসত্যকে না বুঝা, অনিত্যাদি বশে গ্রহণ না করা, অনিত্যাদি অনুধাবন না করা, সমানভাবে না দেখা, নিজের বা পরের কর্মকে প্রত্যক্ষ না করা, চিত্তের কলুষতা, মুর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যা-প্লাবন, অবিদ্যা-যোগ, অবিদ্যা-অনুশয়, অবিদ্যার দখলে চলে যাওয়া, অবিদ্যামুখিতা, মোহ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অবিদ্যা-সংযোজন। এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন।

১১২৯. কোন ধর্মগুলো সংযোজন নয়?

পূর্বোক্ত সেই সংযোজন ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন নয়।

১১৩০. কোন ধর্মগুলো সংযোজনের উপযোগী?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজনের উপযোগী।

১১৩১. কোন ধর্মগুলো সংযোজনের উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজনের উপযোগী নয়।

১১৩২. কোন ধর্মগুলো সংযোজন-সংযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই সংযোজন ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত সেগুলো এবং বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন-সংযুক্ত।

১১৩৩. কোন ধর্মগুলো সংযোজন-বিযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই সংযোজন ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত সেগুলো এবং বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন-সংযুক্ত।

১১৩৪. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজনের উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই সংযোজনগুলোই হচ্ছে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজনের উপযোগী।

১১৩৫. কোন ধর্মগুলো সংযোজনের উপযোগী কিন্তু সংযোজন নয়?

পূর্বোক্ত সেই সংযোজন ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সংযোজনের উপযোগী সেগুলো এবং সেই সংযোজন ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর আসবযুক্ত ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজনের উপযোগী কিন্তু সংযোজন নয়।

১১৩৬. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত?

কামরাগ-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, অবিদ্যা-সংযোজন কামরাগ-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, বিদ্বেষ-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, অবিদ্যা-সংযোজন বিদ্বেষ-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, মান-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, অবিদ্যা-সংযোজন মান-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, দৃষ্টি-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-

সংযুক্ত, অবিদ্যা-সংযোজন দৃষ্টি-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, সন্দেহ-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, অবিদ্যা-সংযোজন সন্দেহ-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, অবিদ্যা-সংযোজন শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, ভবরাগ-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, অবিদ্যা-সংযোজন ভবরাগ-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, ঈর্ষা-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, অবিদ্যা-সংযোজন ঈর্ষা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, কৃপণতা-সংযোজন অবিদ্যা-সংযোজনের সঙ্গে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত।

১১৩৭. কোন ধর্মগুলো সংযোজন-সংযুক্ত কিন্তু সংযোজন নয়?

পূর্বোক্ত সেই সংযোজন ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত সেগুলো এবং সেই সংযোজন ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন-সংযুক্ত কিন্তু সংযোজন নয়।

১১৩৮. কোন ধর্মগুলো সংযোজন-বিযুক্ত কিন্তু সংযোজনের উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই সংযোজন ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন-বিযুক্ত কিন্তু সংযোজনের উপযোগী।

১১৩৯. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ সংযোজন-বিযুক্ত ও সংযোজনের উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ সংযোজন-বিযুক্ত ও সংযোজনের উপযোগী নয়।

গ্রন্থি গুচ্ছ

১১৪০. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি বা গিঁট?

গ্রন্থি বা গিঁট চার প্রকার; যথা : লালসার কায়গ্রন্থি (অভিজ্ঝা কাযগন্থো), বিদ্বেষের কায়গ্রন্থি (ব্যাপাদো কাযগন্থো), শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণার

কায়গ্রন্থি (সীলব্বতপরামাস কাযগন্থো) এবং এটিই সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণার কায়গ্রন্থি (ইদংসচ্চাভিনিৰেসো কাযগন্থো)।

১১৪১. এক্ষেত্রে লালসার কায়গ্রন্থি কী রকম?

লোভ, লালসা, অনুনয়, অনুরোধ, খুশি (নন্দী), খুশির প্রতি লোভ (নন্দীরাগ), চিত্তের লোভ, ইচ্ছা, মূর্ছা, গিলে ফেলা (অজ্ঝোসনং), লিপ্সা, প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, লেগে থাকা (সঙ্গো), পঙ্ক, স্পৃহা, মায়া, জননী, সঞ্জননী, দর্জিনী, প্রলোভিনী, স্রোতস্বিনী, বিশালতা, সুতা, বিস্তৃতা, প্ররোচনাদায়িনী, সঙ্গিনী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভবরশি, যাচক, শক্তিশালী যাচক, সংসর্গ, স্নেহ, মমতা, প্রতিবন্ধু, আশা, প্রত্যাশা, প্রত্যাশিত অবস্থা, রূপের আশা, শব্দের আশা, গন্ধের আশা, রসের আশা, স্পর্শযোগ্য তথা কায়গ্রাহ্য বিষয়ের আশা, লাভের আশা, ধনের আশা, পুত্রের আশা, জীবনের আশা, অস্ফুট স্বরে বলা, আরও অস্ফুট স্বরে বলা, অত্যধিক অস্ফুট স্বরে বলা, অস্ফুট স্বরে বলা, অস্ফুট স্বরে বলার অবস্থা, লোলুপতা, লোলুপতার অবস্থা, লোলুপিতের অবস্থা, অধীরতা, মনোজ্ঞ বিষয় কামনা করা, যত্রতত্র উৎপন্ন তৃষ্ণা, বিষম লোভ, সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, সূক্ষ্ম তৃষ্ণার অবস্থা, প্রার্থনা, অন্যের মতো একই বিষয় ইচ্ছা করা, সুষ্ঠু প্রার্থনা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শযোগ্য-তৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা, প্লাবন, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান, আবরণ, বাধা, ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয়, পর্যুত্থান, লতা, তীব্র সম্পত্তি লাভেচ্ছা, দুঃখের মূল, দুঃখের কারণ, দুঃখের উৎপাদন, মারের পাশ তথা জাল, মারের বড়শি, মারের রাজ্য, তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজাল, তৃষ্ণারশি, তৃষ্ণাসমুদ্র, লালসা, লোভ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় লালসার কায়গ্রন্থি।

১১৪২. এক্ষেত্রে বিদ্বেষের কায়গ্রন্থি কী রকম?

"আমার ক্ষতি করেছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, অথবা একদম অকারণে ক্রোধ জেগে ওঠা। যা এইরূপ চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, ক্রোধ, দ্বেষ, দূষণ, দূষিত অবস্থা, বিদ্বেষ, হিংসা, হিংসার ভাব, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চণ্ডস্বভাব, অসুর-স্বভাব, চিত্তের অখুশি ভাব—এটিকেই বলা হয় বিদ্বেষের কায়গ্রন্থি।

১১৪৩. এক্ষেত্রে শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণার কায়গ্রন্থি কী রকম?

এর বাইরে অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের বাইরে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মাঝে "শীলের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, শীল ও ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে"—যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্‌ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণার কায়গ্রন্থি।

১১৪৪. এক্ষেত্রে এটিই সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণার কায়গ্রন্থি কী রকম?

জগৎ শাশ্বত—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; জগৎ অশাশ্বত—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; জগৎ অন্তবান—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; অথবা জগৎ অন্তহীন—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; জীবিত আত্মাই শরীর—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; অথবা জীবিত আত্মা ও শরীর দুটো পৃথক—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; তথাগত মৃত্যুর পরও থাকেন—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন আবার থাকেনও না—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; অথবা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার থাকেন না তাও না—এটিই সত্য অন্যটি মিথ্যা; যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্‌ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় এটিই সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণার কায়গ্রন্থি। শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণার কায়গ্রন্থি বাদে বাকি সব মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এটিই সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণার কায়গ্রন্থি। এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি বা গিঁট।

১১৪৫. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি বা গিঁট নয়?

পূর্বোক্ত সেই গ্রন্থি বা গিঁট ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু

(নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি বা গিঁট।

১১৪৬. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থির উপযোগী?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থির উপযোগী।

১১৪৭. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থির উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি-সংযুক্ত।

১১৪৮. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি-সংযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই গ্রন্থি ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি-সংযুক্ত।

১১৪৯. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি-বিযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই গ্রন্থি ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি-বিযুক্ত।

১১৫০. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থির উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই গ্রন্থি ধর্মগুলোই যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থির উপযোগী।

১১৫১. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থির উপযোগী কিন্তু গ্রন্থি নয়?

পূর্বোক্ত সেই গ্রন্থি ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো গ্রন্থির উপযোগী; সেই গ্রন্থি ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থির উপযোগী কিন্তু গ্রন্থি নয়।

১১৫২. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত?

শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণার কায়গ্রন্থি লালসার কায়গ্রন্থির সঙ্গে যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত, লালসার কায়গ্রন্থি শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণার কায়গ্রন্থির সঙ্গে যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত, এটিই সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণার কায়গ্রন্থি লালসার কায়গ্রন্থির সঙ্গে যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত, লালসার কায়গ্রন্থি এটিই সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণার কায়গ্রন্থির সঙ্গে যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত।

১১৫৩. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি-সংযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নয়?

পূর্বোক্ত সেই গ্রন্থি ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত সেগুলো; সেই গ্রন্থি ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে

গ্রন্থি-সংযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নয়।

১১৫৪. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি-বিযুক্ত কিন্তু গ্রন্থির উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই গ্রন্থি ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি-বিযুক্ত কিন্তু গ্রন্থির উপযোগী।

১১৫৫. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ গ্রন্থি-বিযুক্ত ও গ্রন্থির উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ গ্রন্থি-বিযুক্ত ও গ্রন্থির উপযোগী নয়।

প্লাবন (ওঘ) গুচ্ছ

১১৫৬. কোন ধর্মগুলো প্লাবন বা ওঘ?

প্লাবন চার প্রকার; যথা : কামপ্লাবন, ভবপ্লাবন, দৃষ্টিপ্লাবন ও অবিদ্যাপ্লাবন। ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্লাবন-বিযুক্ত কিন্তু প্লাবনের উপযোগী।

যোগ গুচ্ছ

১১৫৭. কোন ধর্মগুলো যোগ?

যোগ চার প্রকার; যথা : কামযোগ, ভবযোগ, দৃষ্টিযোগ ও অবিদ্যাযোগ। ... এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যোগ-বিযুক্ত কিন্তু যোগের উপযোগী।

বাধা (নীবরণ) গুচ্ছ

১১৫৮. কোন ধর্মগুলো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা?

বাধা বা প্রতিবন্ধকতা ছয় প্রকার; যথা : কামচ্ছন্দ বাধা, বিদ্বেষ বাধা, আলস্য-তন্দ্রা বাধা, চঞ্চলতা-অনুতাপ বাধা, সন্দেহ বাধা ও অবিদ্যা বাধা।

১১৫৯. এক্ষেত্রে কামচ্ছন্দ বাধা কী রকম?

যা রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শযোগ্য বিষয় এই পঞ্চ কামগুণের প্রতি কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামানন্দ, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামজ্বালা, কামমূর্ছা, কামলালসা—এটিকেই বলা হয় কামচ্ছন্দ বাধা।

১১৬০. এক্ষেত্রে বিদ্বেষ বাধা কী রকম?

"আমার ক্ষতি করেছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করবে" এই ভেবে

মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, অথবা একদম অকারণে ক্রোধ জেগে ওঠা। যা এইরূপ চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, ক্রোধ, দ্বেষ, দূষণ, দূষিত অবস্থা, বিদ্বেষ, হিংসা, হিংসার ভাব, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চণ্ডস্বভাব, অসুর-স্বভাব, চিত্তের অখুশি ভাব—এটিকেই বলা হয় বিদ্বেষ বাধা।

১১৬১. এক্ষেত্রে আলস্য-তন্দ্রা বাধা কী রকম?

আলস্য আছে, তন্দ্রা আছে।

১১৬২. এক্ষেত্রে আলস্য কী রকম?

যা চিত্তের অনাগ্রহ, কর্ম-অক্ষমতা (অকম্মঞ্ঞতা), জড়তা, আড়ষ্টতা, ঢিলেমী, ঢিলেমী করা, ঢেলেমীর অবস্থা, আলস্য, অলস হওয়া ও চিত্তের আলস্যের অবস্থা—এটিকেই বলা হয় আলস্য।

১১৬৩. এক্ষেত্রে তন্দ্রা কী রকম?

যা দেহের অনাগ্রহ, কর্ম-অক্ষমতা (অকম্মঞ্ঞতা), আচ্ছাদন, আবরণ, জড়তা, তন্দ্রাভাব, ঘুম, ঝিমুনি ভাব, নিদ্রা, নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রিত অবস্থা—এটিকেই বলা হয় তন্দ্রা। এইরূপে এটি আলস্য, এটি তন্দ্রা—এটিকেই বলা হয় আলস্য-তন্দ্রা বাধা।

১১৬৪. এক্ষেত্রে চঞ্চলতা-অনুতাপ বাধা কী রকম?

চঞ্চলতা আছে, অনুতাপ আছে।

১১৬৫. এক্ষেত্রে চঞ্চলতা কী রকম?

যা চিত্তের চঞ্চলতা, ঔদ্ধত্য ভাব, অশান্ত ভাব, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা, চিত্তের অস্থিরতা—এটিকেই বলা হয় চঞ্চলতা।

১১৬৬. এক্ষেত্রে অনুতাপ কী রকম?

বিধিসম্মত নয় এমন কিছুকে বিধিসম্মত বলে ধারণা, বিধিসম্মত বিষয়কে বিধিসম্মত নয় বলে ধারণা, অনৈতিক কোনো কিছুকে নৈতিক বলে ধারণা, নৈতিক কোনো কিছুকে অনৈতিক বলে ধারণা। যা এইরূপ অনুতাপ, অনুতাপ করা, অনুতপ্ত অবস্থা, চিত্তের অনুশোচনা, মনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী—এটিকেই বলা হয় অনুতাপ। এইরূপে এটিই চঞ্চলতা, এটিই অনুতাপ—এটিকেই বলা হয় চঞ্চলতা-অনুতাপ বাধা।

১১৬৭. এক্ষেত্রে সন্দেহ বাধা কী রকম?

শাস্তার (বুদ্ধের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; ধর্মের প্রতি সন্দেহ

পোষণ করা, দ্বিধা করা; সংঘের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; শিক্ষার (বুদ্ধোপদেশের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; অতীতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; ভবিষ্যতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; অতীত-ভবিষ্যৎ উভয়ের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা। যা এইরূপ সন্দেহ, সন্দেহকরণ, সন্দেহের অবস্থা, সংশয়, শঙ্কা, দোদুল্যমানতা, দ্বিধা, সন্দিগ্ধ ভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, আলম্বন গ্রহণে অক্ষমতা, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে অক্ষমতা, আলম্বনে উৎপন্ন হতে গিয়ে সসঙ্কোচ ভাব, মনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী—এটিকেই বলা হয় সন্দেহ বাধা।

১১৬৮. এক্ষেত্রে অবিদ্যা বাধা কী রকম?

দুঃখ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের নিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত (অতীতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্পর্কে অজ্ঞান, জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর সম্পর্কে অজ্ঞান, যা এইরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অনুপলব্ধি, অননুবোধ, অনিত্যাদি বশে না বুঝা, চার আর্যসত্যকে না বুঝা, অনিত্যাদি বশে গ্রহণ না করা, অনিত্যাদি অনুধাবন না করা, সমানভাবে না দেখা, নিজের বা পরের কর্মকে প্রত্যক্ষ না করা, চিত্তের কলুষতা, মুর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যা-প্লাবন, অবিদ্যা-যোগ, অবিদ্যা-অনুশয়, অবিদ্যার দখলে চলে যাওয়া, অবিদ্যামুখিতা, মোহ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অবিদ্যা বাধা।

এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা।

১১৬৯. কোন ধর্মগুলো বাধা নয়?

পূর্বোক্ত সেই বাধা ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা নয়।

১১৭০. কোন ধর্মগুলো বাধার উপযোগী?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধার উপযোগী।

১১৭১. কোন ধর্মগুলো বাধার উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধার উপযোগী নয়।

১১৭২. কোন ধর্মগুলো বাধা-সংযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই বাধা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা-সংযুক্ত।

১১৭৩. কোন ধর্মগুলো বাধা-বিযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই বাধা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা-বিযুক্ত।

১১৭৪. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ বাধা ও বাধার উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই বাধাগুলোই হচ্ছে যুগপৎ বাধা ও বাধার উপযোগী।

১১৭৫. কোন ধর্মগুলো বাধার উপযোগী কিন্তু বাধা নয়?

পূর্বোক্ত সেই বাধাগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বাধার উপযোগী, সেই বাধা ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধার উপযোগী কিন্তু বাধা নয়।

১১৭৬. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত?

কামচ্ছন্দ বাধা অবিদ্যা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অবিদ্যা বাধা কামচ্ছন্দ বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, বিদ্বেষ বাধা অবিদ্যা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অবিদ্যা বাধা বিদ্বেষ বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, আলস্য-তন্দ্রা বাধা অবিদ্যা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অবিদ্যা বাধা আলস্য-তন্দ্রা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা বাধা অবিদ্যা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অবিদ্যা বাধা চঞ্চলতা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অনুতাপ বাধা অবিদ্যা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অবিদ্যা বাধা অনুতাপ বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, সন্দেহ বাধা অবিদ্যা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অবিদ্যা বাধা সন্দেহ বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, কামচ্ছন্দ বাধা চঞ্চলতা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা বাধা কামচ্ছন্দ বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, বিদ্বেষ বাধা চঞ্চলতা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা বাধা বিদ্বেষ বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-

সংযুক্ত, আলস্য-তন্দ্রা বাধা চঞ্চলতা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা বাধা আলস্য-তন্দ্রা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অনুতাপ বাধা চঞ্চলতা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা বাধা অনুতাপ বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, সন্দেহ বাধা চঞ্চলতা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা বাধা সন্দেহ বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, অবিদ্যা বাধা চঞ্চলতা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা বাধা অবিদ্যা বাধার সঙ্গে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত।

১১৭৭. কোন ধর্মগুলো বাধা-সংযুক্ত কিন্তু বাধা নয়?

পূর্বোক্ত সেই বাধা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত সেগুলো, সেই বাধা ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা-সংযুক্ত কিন্তু বাধা নয়।

১১৭৮. কোন ধর্মগুলো বাধা-বিযুক্ত কিন্তু বাধার উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই বাধা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত আসবযুক্ত কুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা-বিযুক্ত কিন্তু বাধার উপযোগী।

১১৭৯. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ বাধা-বিযুক্ত ও বাধার উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ বাধা-বিযুক্ত ও বাধার উপযোগী নয়।

পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা) গুচ্ছ

(পরামাসগোচ্ছকং)

১১৮০. কোন ধর্মগুলো পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা)?

দৃষ্টি-পরামাস।

১১৮১. এক্ষেত্রে দৃষ্টি-পরামাস কী রকম?

জগৎ শাশ্বত, জগৎ অশাশ্বত, জগৎ অন্তবান, অথবা জগৎ অন্তহীন; জীবিত আত্মাই শরীর, অথবা জীবিত আত্মা ও শরীর দুটো পৃথক; তথাগত মৃত্যুর পরও থাকেন, বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন আবার থাকেনও না, অথবা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার থাকেন না তাও না; যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী

(দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় দৃষ্টি-বিকৃতি। (মূলত) সব ধরনের মিথ্যাদৃষ্টিই হচ্ছে দৃষ্টি-পরামাস। এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা)।

১১৮২. কোন ধর্মগুলো পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা) নয়?

সেই বিকৃতি ধর্মটি বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা) নয়।

১১৮৩. কোন ধর্মগুলো পরামৃষ্ট (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার অবস্থা)?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামৃষ্ট (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার অবস্থা)।

১১৮৪. কোন ধর্মগুলো পরামৃষ্ট নয় (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার অবস্থা নয়)?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামৃষ্ট নয়।

১১৮৫. কোন ধর্মগুলো পরামাস-সংযুক্ত (পরামাসসম্পযুত্তা)?

পূর্বোক্ত সেই পরামাস ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস-সংযুক্ত।

১১৮৬. কোন ধর্মগুলো পরামাস-বিযুক্ত (পরামাসৰিপ্পযুত্তা)?

পূর্বোক্ত সেই পরামাস ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস-বিযুক্ত।

১১৮৭. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ পরামাস ও পরামৃষ্ট?

পূর্বোক্ত সেই পরামাস ধর্মটি হচ্ছে যুগপৎ পরামাস ও পরামৃষ্ট ।

১১৮৮. কোন ধর্মগুলো পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নয়?

পূর্বোক্ত সেই পরামাস ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো পরামৃষ্ট সেগুলো, সেই পরামাস ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ...

বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নয়।

১১৮৯. কোন ধর্মগুলো পরামাস-বিযুক্ত কিন্তু পরামৃষ্ট?

পূর্বোক্ত সেই পরামাস ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস-বিযুক্ত কিন্তু পরামৃষ্ট।

১১৯০. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ পরামাস-বিযুক্ত ও পরামৃষ্ট নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ পরামাস-বিযুক্ত ও পরামৃষ্ট নয়।

মহা অব্যাকৃত দ্বিক

(মহন্তরদুকং)

১১৯১. কোন ধর্মগুলো আলম্বনযুক্ত (সারম্মণা)?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আলম্বনযুক্ত।

১১৯২. কোন ধর্মগুলো অনালম্বন?

(আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনালম্বন।

১১৯৩. কোন ধর্মগুলো চিত্ত?

চক্ষুবিজ্ঞান, কর্ণবিজ্ঞান, নাসিকাবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞানধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত।

১১৯৪. কোন ধর্মগুলো চিত্ত নয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত নয়।

১১৯৫. কোন ধর্মগুলো চৈতসিক তথা চিত্তবৃত্তি?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চৈতসিক।

১১৯৬. কোন ধর্মগুলো অচৈতসিক?

চিত্ত, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অচৈতসিক।

১১৯৭. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংযুক্ত?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংযুক্ত।

১১৯৮. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-বিযুক্ত?

(আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-বিযুক্ত। (উল্লেখ্য) চিত্তকে চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত বা বিযুক্ত কোনোটিই বলা যাবে না।

১১৯৯. কোন ধর্মগুলো চিত্তসংশ্লিষ্ট?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট।

১২০০. কোন ধর্মগুলো চিত্তসংশ্লিষ্ট নয়?

(আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্তসংশ্লিষ্ট নয়। (উল্লেখ্য) চিত্তকে চিত্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট কোনোটিই বলা যাবে না।

১২০১. কোন ধর্মগুলো চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি; অথবা চিত্ত হতে জাত, চিত্তহেতুক ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অন্য যা কিছু রূপ আছে, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞঞতা), রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি), কবলীকৃত আহার—এই ধর্মগুলেই হচ্ছে চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত।

১২০২. কোন ধর্মগুলো চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয়।

১২০৩. কোন ধর্মগুলো চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভুনো)?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, কায়বিজ্ঞপ্তি ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্তের সহগামী।

১২০৪. কোন ধর্মগুলো চিত্তের সহগামী নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্তের সহগামী নয়।

১২০৫. কোন ধর্মগুলো চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল (চিত্তানুপরিৰত্তিনো)?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, কায়বিজ্ঞপ্তি ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

১২০৬. কোন ধর্মগুলো চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত

অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়।

১২০৭. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত।

১২০৮. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয়।

১২০৯. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী।

১২১০. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী নয়।

১২১১. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

১২১২. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়।

১২১৩. কোন ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণ? চক্ষু-আয়তন... মন-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ।

১২১৪. কোন ধর্মগুলো বাহ্যিক?

রূপ-আয়তন... ধর্ম-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাহ্যিক।

১২১৫. কোন ধর্মগুলো মহাভূত-হতে-উৎপন্ন?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মহাভূত-হতে-উৎপন্ন।

১২১৬. কোন ধর্মগুলো মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, চার মহাভূত ও অসৃষ্ট

ধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয়।

১২১৭. কোন ধর্মগুলো গৃহীত?

আসবযুক্ত কুশল ও অকুশল ধর্মগুলোর কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর বিপাক; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গৃহীত।

১২১৮. কোন ধর্মগুলো অগৃহীত?

আসবযুক্ত কুশল ও অকুশল কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; যেসব ধর্মগুলো ক্রিয়া অর্থাৎ কুশলও নয়, অকুশলও নয়, আবার কর্মবিপাকও নয় এমন ক্রিয়াচিত্তগুলো; যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন, লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো এবং অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অগৃহীত।

উপাদান গুচ্ছ

১২১৯. কোন ধর্মগুলো উপাদান?

উপাদান চার প্রকার; যথা : কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান।

১২২০. এক্ষেত্রে কাম-উপাদান কী রকম?

যা রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শযোগ্য বিষয় এই পঞ্চ কামগুণের প্রতি কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামানন্দ, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামজ্বালা, কামমূর্ছা, কামলালসা—এটিকেই বলা হয় কাম-উপাদান।

১২২১. এক্ষেত্রে দৃষ্টি-উপাদান কী রকম?

দান নেই, যজ্ঞ নেই, আহুতি নেই, সুকর্ম-কুকর্মের ফল কিংবা বিপাক নেই, ইহকাল নেই, পরকাল নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ঔপপাতিক (আপনাআপনি জন্মানো) সত্ত্ব নেই, পৃথিবীতে এমন কোনো সৎ ও ভালো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই—যারা ইহলোক কিংবা পরলোককে নিজ অভিজ্ঞা দিয়ে সাক্ষাৎ করে বলে দেন। যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় দৃষ্টি-উপাদান। শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান ব্যতীত বাকি সব মিথ্যাদৃষ্টিই হচ্ছে দৃষ্টি-উপাদান।

১২২২. এক্ষেত্রে শীলব্রত-উপাদান কী রকম?

এর বাইরে অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের বাইরে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মাঝে "শীলের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, শীল ও ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে"—যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় শীলব্রত-উপাদান।

১২২৩. এক্ষেত্রে আত্মবাদ-উপাদান কী রকম?

এই জগতে একজন অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তি (অস্সুতৰা পুথুজ্জনো) যখন আর্যদের সঙ্গে দেখা করে না, আর্যধর্ম সম্বন্ধে জানে না, আর্যধর্মে প্রশিক্ষণ নেয় না, সৎপুরুষদের সঙ্গে দেখা করে না, সৎপুরুষধর্ম সম্বন্ধে জানে না, সৎপুরুষধর্মে প্রশিক্ষণ নেয় না, রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে রূপবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে রূপকে দেখে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দেখে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারগুলোকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানেকে দেখে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দেখে। যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় আত্মবাদ-উপাদান।

এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান।

১২২৪. কোন ধর্মগুলো উপাদান নয়?

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান নয়।

১২২৫. কোন ধর্মগুলো উপাদানের উপযোগী?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও

অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদানের উপযোগী।

১২২৬. কোন ধর্মগুলো উপাদানের উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো এবং অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদানের উপযোগী নয়।

১২২৭. কোন ধর্মগুলো উপাদান-সংযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত সেগুলো, বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান-সংযুক্ত।

১২২৮. কোন ধর্মগুলো উপাদান-বিযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত সেগুলো, বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান-বিযুক্ত।

১২২৯. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ উপাদান ও উপাদানের উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ উপাদান ও উপাদানের উপযোগী।

১২৩০. কোন ধর্মগুলো উপাদানের উপযোগী কিন্তু উপাদান নয়?

পূর্বোক্ত সেই উপাদন ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো উপাদানের উপযোগী এবং পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদানের উপযোগী কিন্তু উপাদান নয়।

১২৩১. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত?

দৃষ্টি-উপাদান কাম-উপাদানের সঙ্গে যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত, কাম-উপাদন দৃষ্টি-উপাদানের সঙ্গে যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত, শীলব্রত-উপাদান কাম-উপাদানের সঙ্গে যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত, কাম-উপাদান শীলব্রত-উপাদানের সঙ্গে যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত, আত্মবাদ-উপাদান কাম-উপাদানের সঙ্গে যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত, কাম-উপাদান আত্মবাদ-উপাদানের সঙ্গে যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত।

১২৩২. কোন ধর্মগুলো উপাদান-সংযুক্ত কিন্তু উপাদান নয়?

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত সেগুলো,

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্ধ.. বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলো উপাদান-সংযুক্ত কিন্তু উপাদান নয়।

১২৩৩. কোন ধর্মগুলো উপাদান-বিযুক্ত কিন্তু উপাদানের উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান-বিযুক্ত কিন্তু উপাদানের উপযোগী।

১২৩৪. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ উপাদান-বিযুক্ত ও উপাদানের উপযোগী নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো এবং অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ উপাদান-বিযুক্ত ও উপাদানের উপযোগী নয়।

কলুষতা (কলুষ) গুচ্ছ

১২৩৫. কোন ধর্মগুলো কলুষতা (কলুষ)?

কলুষতা বা কলুষ দশ প্রকার; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, সন্দেহ, আলস্য, চঞ্চলতা, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা।

১২৩৬. এক্ষেত্রে লোভ কী রকম?

লোভ, লালসা, অনুনয়, অনুরোধ, খুশি (নন্দী), খুশির প্রতি লোভ (নন্দীরাগ), চিত্তের লোভ, ইচ্ছা, মূর্ছা, গিলে ফেলা (অজ্ঝোসনং), লিপ্সা, প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, লেগে থাকা (সঙ্গো), পঙ্ক, স্পৃহা, মায়া, জননী, সঞ্জননী, দর্জিনী, প্রলোভিনী, স্রোতস্বিনী, বিশালতা, সুতা, বিস্তৃতা, প্ররোচনাদায়িনী, সঙ্গিনী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভবরশি, যাচক, শক্তিশালী যাচক, সংসর্গ, স্নেহ, মমতা, প্রতিবন্ধু, আশা, প্রত্যাশা, প্রত্যাশিত অবস্থা, রূপের আশা, শব্দের আশা, গন্ধের আশা, রসের আশা, স্পর্শযোগ্য তথা কায়গ্রাহ্য বিষয়ের আশা, লাভের আশা, ধনের আশা, পুত্রের আশা, জীবনের আশা, অস্ফুট স্বরে বলা, আরও অস্ফুট স্বরে বলা, অত্যধিক অস্ফুট স্বরে বলা, অস্ফুট স্বরে বলা, অস্ফুট স্বরে বলার অবস্থা, লোলুপতা, লোলুপতার অবস্থা, লোলুপিতের অবস্থা, অধীরতা, মনোজ্ঞ বিষয় কামনা করা, যত্রতত্র উৎপন্ন তৃষ্ণা, বিষম লোভ, সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, সূক্ষ্ম তৃষ্ণার অবস্থা, প্রার্থনা, অন্যের মতো একই বিষয় ইচ্ছা করা, সুষ্ঠু প্রার্থনা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শযোগ্য-তৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা, প্লাবন, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান, আবরণ, বাধা, ছাদন, বন্ধন,

উপক্লেশ, অনুশয়, পর্যুত্থান, লতা, তীব্র সম্পত্তি লাভেচ্ছা, দুঃখের মূল, দুঃখের কারণ, দুঃখের উৎপাদন, মারের পাশ তথা জাল, মারের বড়শি, মারের রাজ্য, তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজাল, তৃষ্ণারশি, তৃষ্ণাসমুদ্র, লালসা, লোভ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় লোভ।

১২৩৭. এক্ষেত্রে দ্বেষ কী রকম?

"আমার ক্ষতি করেছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করছে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, "আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষতি করেছে... ক্ষতি করছে... ক্ষতি করবে" এই ভেবে মনে ক্রোধ জেগে ওঠা, অথবা একদম অকারণে ক্রোধ জেগে ওঠা। যা এইরূপ চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, ক্রোধ, দ্বেষ, দূষণ, দূষিত অবস্থা, বিদ্বেষ, হিংসা, হিংসার ভাব, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চণ্ডস্বভাব, অসুর-স্বভাব, চিত্তের অখুশি ভাব—এটিকেই বলা হয় দ্বেষ।

১২৩৮. এক্ষেত্রে মোহ কী রকম?

দুঃখ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের নিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত (অতীতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যতের স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতি) সম্পর্কে অজ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্পর্কে অজ্ঞান, জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর সম্পর্কে অজ্ঞান, যা এইরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অনুপলব্ধি, অননুবোধ, অনিত্যাদি বশে না বুঝা, চার আর্যসত্যকে না বুঝা, অনিত্যাদি বশে গ্রহণ না করা, অনিত্যাদি অনুধাবন না করা, সমানভাবে না দেখা, নিজের বা পরের কর্মকে প্রত্যক্ষ না করা, চিত্তের কলুষতা, মুর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যা-প্লাবন, অবিদ্যা-যোগ, অবিদ্যা-অনুশয়, অবিদ্যার দখলে চলে যাওয়া, অবিদ্যামুখিতা, মোহ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় মোহ।

১২৩৯. এক্ষেত্রে মান কী রকম?

"আমি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ" এমনটি ভাবা মান, "আমি অন্যদের মতো" এমনটি ভাবা মান, "আমি অন্যদের চেয়ে হীন" এমনটি ভাবা মান। যা এইরূপ মান, অহংকার, দম্ভ, গর্ব, দেমাগ, ধ্বজা, আত্মগর্ব, মনের আত্মপ্রচারের ইচ্ছা—এটিকেই বলা হয় মান।

১২৪০. এক্ষেত্রে দৃষ্টি কী রকম?

জগৎ শাশ্বত, জগৎ অশাশ্বত, জগৎ অন্তবান, অথবা জগৎ অন্তহীন; জীবিত আত্মাই শরীর, অথবা জীবিত আত্মা ও শরীর দুটো পৃথক; তথাগত মৃত্যুর পরও থাকেন, বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, বা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন আবার থাকেনও না, অথবা তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার থাকেন না তাও না; যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় দৃষ্টি। সব ধরনের মিথ্যাদৃষ্টিই হচ্ছে দৃষ্টি।

১২৪১. এক্ষেত্রে সন্দেহ কী রকম?

শাস্তার (বুদ্ধের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; ধর্মের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; সংঘের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; শিক্ষার (বুদ্ধোপদেশের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; অতীতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; ভবিষ্যতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; অতীত-ভবিষ্যৎ উভয়ের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা; জন্ম-জরা-মরণাদি অবস্থা কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোর প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা। যা এইরূপ সন্দেহ, সন্দেহকরণ, সন্দেহের অবস্থা, সংশয়, শঙ্কা, দোদুল্যমানতা, দ্বিধা, সন্ধিগ্ধ ভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, আলম্বন গ্রহণে অক্ষমতা, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে অক্ষমতা, আলম্বনে উৎপন্ন হতে গিয়ে সসঙ্কোচ ভাব, মনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী—এটিকেই বলা হয় সন্দেহ।

১২৪২. এক্ষেত্রে আলস্য কী রকম?

যা চিত্তের অনাগ্রহ, কর্ম-অক্ষমতা (অকম্মঞঞতা), জড়তা, আড়ষ্টতা, ঢিলেমী, ঢিলেমী করা, ঢেলেমীর অবস্থা, আলস্য, অলস হওয়া ও চিত্তের আলস্যের অবস্থা—এটিকেই বলা হয় আলস্য।

১২৪৩. এক্ষেত্রে চঞ্চলতা কী রকম?

যা চিত্তের চঞ্চলতা, ঔদ্ধত্য ভাব, অশান্ত ভাব, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা, চিত্তের অস্থিরতা—এটিকেই বলা হয় চঞ্চলতা।

১২৪৪. এক্ষেত্রে নির্লজ্জতা কী রকম?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত না হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত না হওয়া—এটিকেই বলা হয়

নির্লজ্জতা।

১২৪৫. এক্ষেত্রে নির্ভয়তা কী রকম?

সেই সময়ে যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত না হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত না হওয়া—এটিকেই বলা হয় নির্ভয়তা। এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা বা কলুষ।

১২৪৬. কোন ধর্মগুলো কলুষতা নয়?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা নয়।

১২৪৭. কোন ধর্মগুলো কলুষতাজনক?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলো কলুষতাজনক।

১২৪৮. কোন ধর্মগুলো কলুষতাজনক নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফল এবং অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতাজনক নয়।

১২৪৯. কোন ধর্মগুলো কলুষিত?

তিন প্রকার অকুশলমূল; যথা : লোভ, দ্বেষ ও মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষিত।

১২৫০. কোন ধর্মগুলো অকলুষিত?

আসবযুক্ত কুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকলুষিত।

১২৫১. কোন ধর্মগুলো কলুষতা-সংযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা-সংযুক্ত।

১২৫২. কোন ধর্মগুলো কলুষতা-বিযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু

(নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা-বিযুক্ত।

১২৫৩. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতাজনক?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতাগুলোই হচ্ছে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতাজনক।

১২৫৪. কোন ধর্মগুলো কলুষতাজনক কিন্তু কলুষতা নয়?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো কলুষতাজনক সেগুলো, পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতাজনক কিন্তু কলুষতা নয়।

১২৫৫. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষিত?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতাগুলোই হচ্ছে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষিত।

১২৫৬. কোন ধর্মগুলো কলুষিত কিন্তু কলুষতা নয়?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো কলুষিত, পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষিত কিন্তু কলুষতা নয়।

১২৫৭. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত?

লোভ মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ লোভের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, দ্বেষ মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ দ্বেষের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মান মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ মানের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, দৃষ্টি মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ দৃষ্টির সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, সন্দেহ মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ সন্দেহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, আলস্য মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ আলস্যের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, লোভ চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা লোভের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, দ্বেষ চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ

কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা দ্বেষের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মান চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা মানের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, দৃষ্টি চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা দৃষ্টির সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, সন্দেহ চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা সন্দেহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, আলস্য চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা আলস্যের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, লোভ নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা লোভের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, দ্বেষ নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা দ্বেষের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা মোহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মান নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা মানের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, দৃষ্টি নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা দৃষ্টির সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, সন্দেহ নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা সন্দেহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, আলস্য নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা আলস্যের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, লোভ নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা লোভের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, দ্বেষ নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা দ্বেষের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মোহ নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা মোহের

সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, মান নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা মানের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, দৃষ্টি নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা দৃষ্টির সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, সন্দেহ নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা সন্দেহের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, আলস্য নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা আলস্যের সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা নির্ভয়তার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্ভয়তা চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, নির্লজ্জতা চঞ্চলতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, চঞ্চলতা নির্লজ্জতার সঙ্গে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত।

১২৫৮. কোন ধর্মগুলো কলুষতা-সংযুক্ত কিন্তু কলুষতা নয়?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো সম্প্রযুক্ত সেগুলো, পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলো বাদে বেদনাস্কন্দ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা-সংযুক্ত কিন্তু কলুষতা নয়।

১২৫৯. কোন ধর্মগুলো কলুষতা-বিযুক্ত কিন্তু কলুষতাজনক?

পূর্বোক্ত সেই কলুষতা ধর্মগুলোর সঙ্গে যেই ধর্মগুলো বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত কুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা-বিযুক্ত কিন্তু কলুষতাজনক।

১২৬০. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষতা-বিযুক্ত ও কলুষতাজনক নয়?

লোকোত্তর মার্গ ও মার্গফলগুলো এবং অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ কলুষতা-বিযুক্ত ও কলুষতাজনক নয়।

সম্পূরক দ্বিক

(পিট্ঠিদুকং)

১২৬১. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য?

তিনটি সংযোজন; যথা : সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, সন্দেহ এবং শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা (সীলব্বতপরামাসো)।

১২৬২. এক্ষেত্রে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ কী রকম?

এই জগতে একজন অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তি (অস্সুতৰা পুথুজ্জনো) যখন

আর্যদের সঙ্গে দেখা করে না, আর্যধর্ম সম্বন্ধে জানে না, আর্যধর্মে প্রশিক্ষণ নেয় না, সৎপুরুষদের সঙ্গে দেখা করে না, সৎপুরুষধর্ম সম্বন্ধে জানে না, সৎপুরুষধর্মে প্রশিক্ষণ নেয় না, রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে রূপবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে রূপকে দেখে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দেখে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারগুলোকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানেকে দেখে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দেখে। যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ।

১২৬৩. এক্ষেত্রে সন্দেহ কী রকম?

শাস্তার (বুদ্ধের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা... মনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী—এটিকেই বলা হয় সন্দেহ। (৪২৫ নং ক্রম দেখুন)

১২৬৪. এক্ষেত্রে শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা কী রকম?

এর বাইরে অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের বাইরে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মাঝে "শীলের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, শীল ও ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে"—যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা। (১০০৯ নং ক্রম দেখুন)

এই তিনটি সংযোজন; উক্ত তিনটি সংযোজনের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি সংযোজনের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি সংযোজন হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য।

১২৬৫. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়?

পূর্বোক্ত সেই (দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য) ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়।

১২৬৬. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য?

বাদবাকি লোভ, দ্বেষ ও মোহ; উক্ত তিনটির কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটির সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য।

১২৬৭. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়?

পূর্বোক্ত সেই (ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য) ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়।

১২৬৮. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক?

তিনটি সংযোজন; যথা : সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, সন্দেহ এবং শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা (সীলব্বতপরামাসো)।

১২৬৯. এক্ষেত্রে সৎকায়দৃষ্টি কী রকম?

এই জগতে একজন অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তি (অস্সুতৰা পুথুজ্জনো) যখন আর্যদের সঙ্গে দেখা করে না, আর্যধর্ম সম্বন্ধে জানে না, আর্যধর্মে প্রশিক্ষণ নেয় না, সৎপুরুষদের সঙ্গে দেখা করে না, সৎপুরুষধর্ম সম্বন্ধে জানে না, সৎপুরুষধর্মে প্রশিক্ষণ নেয় না, রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে রূপবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে রূপকে দেখে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দেখে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারগুলোকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানেকে দেখে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দেখে। যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ, মিথ্যাদৃষ্টি কান্তার (বিপদ ও ভয়সংকুল), সম্যক দৃষ্টির বিলোপকারী (দিট্ঠিৰিসূকাযিকং), দৃষ্টিচাঞ্চল্য (কখনো শাশ্বতদৃষ্টি কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি গ্রহণ করা), দৃষ্টি সংযোজন, দৃঢ়গ্রাহী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, কুপথ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাস্বভাব, অনর্থ-অহিতের স্থান, বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় সৎকায়দৃষ্টি।

১২৭০. এক্ষেত্রে সন্দেহ কী রকম?

শাস্তার (বুদ্ধের) প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, দ্বিধা করা... মনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী—এটিকেই বলা হয় সন্দেহ। (৪২৫ নং ক্রম দেখুন)

১২৭১. এক্ষেত্রে শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা কী রকম?

এর বাইরে অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের বাইরে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মাঝে "শীলের

মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে, শীল ও ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধি (মুক্তি) আছে"—যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা। (১০০৯ নং ক্রম দেখুন)

এই তিনটি সংযোজন; উক্ত তিনটি সংযোজনের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি সংযোজনের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি সংযোজন হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক।

এই তিনটি সংযোজন; যথা : সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, সন্দেহ এবং শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য। উক্ত তিনটি সংযোজনের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোভ, দ্বেষ ও মোহ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতু। উক্ত তিনটি সংযোজনের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি সংযোজনের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি সংযোজন হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক।

১২৭২. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়?

পূর্বোক্ত সেই (দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক) ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়।

১২৭৩. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক?

বাদবাকি লোভ, দ্বেষ ও মোহ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতু। উক্ত তিনটির মধ্যে কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটির সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি সংযোজন হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক।

১২৭৪. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়?

পূর্বোক্ত সেই (ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক) ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ,

অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়।

১২৭৫. কোন ধর্মগুলো বিতর্কযুক্ত (সৰিতক্কা)?

বিতর্কযুক্ত কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বিতর্ক বাদে বিতর্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিতর্কযুক্ত।

১২৭৬. কোন ধর্মগুলো অবিতর্ক?

বিতর্কহীন কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; বিতর্ক নিজেও, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অবিতর্ক।

১২৭৭. কোন ধর্মগুলো বিচারযুক্ত (সৰিচারা)?

বিচারযুক্ত কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বিচার বাদে বিচারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিচারযুক্ত।

১২৭৮. কোন ধর্মগুলো বিচারহীন (অৰিচারা)?

বিচারহীন কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; বিচার নিজেও, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিচারহীন।

১২৭৯. কোন ধর্মগুলো প্রীতিযুক্ত?

প্রীতিযুক্ত কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির প্রীতি বাদে প্রীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতিযুক্ত।

১২৮০. কোন ধর্মগুলো প্রীতিহীন?

প্রীতিহীন কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; প্রীতি নিজেও, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতিহীন।

১২৮১. কোন ধর্মগুলো প্রীতি-সহগত?

প্রীতি-সহগত কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির প্রীতি বাদে প্রীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতি-সহগত।

১২৮২. কোন ধর্মগুলো প্রীতি-সহগত নয়?

প্রীতি-সহগত নয় এমন কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; প্রীতি নিজেও, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ,

অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতি-সহগত নয়।

১২৮৩. কোন ধর্মগুলো সুখ-সহগত?

সুখ-সহগত কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির সুখ বাদে সুখের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সুখ-সহগত।

১২৮৪. কোন ধর্মগুলো সুখ-সহগত নয়?

সুখ-সহগত নয় এমন কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; সুখ নিজেও, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সুখ-সহগত নয়।

১২৮৫. কোন ধর্মগুলো উপেক্ষা-সহগত?

উপেক্ষা-সহগত কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির উপেক্ষা বাদে উপেক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপেক্ষা-সহগত।

১২৮৬. কোন ধর্মগুলো উপেক্ষা-সহগত নয়?

উপেক্ষা-সহগত নয় এমন কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ভূমির বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উপেক্ষা নিজেও, (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপেক্ষা-সহগত নয়।

১২৮৭. কোন ধর্মগুলো কামাবচর?

নিচের অবীচি নিরয় হতে ওপরে পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকের দেবতারাসহ, এই সমস্ত জায়গা বা ভূমির অন্তর্গত স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কামাবচর।

১২৮৮. কোন ধর্মগুলো কামাবচর নয়?

রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কামাবচর নয়।

১২৮৯. কোন ধর্মগুলো রূপাবচর?

নিচের ব্রহ্মালোক (ব্রহ্মপরিষদ) হতে ওপরে অকনিট্ঠ ব্রহ্মালোকের ব্রহ্মারাসহ, এই সমস্ত জায়গা বা ভূমিতে (রূপাবচর) ধ্যানলাভীর চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলো, জন্মগ্রহণকারীর চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলো, এই জীবনে (রূপাবচর) ধ্যানসুখে অবস্থানকারীর চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলো—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রূপাবচর

১২৯০. কোন ধর্মগুলো রূপাবচর নয়?

কামাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রূপাবচর নয়।

১২৯১. কোন ধর্মগুলো অরূপাবচর?

নিচের আকাশ-আয়তন অরূপ-ব্রহ্মভূমি হতে ওপরে নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-অয়তন অরূপ-ব্রহ্মভূমিতে জন্মগ্রহণকারী দেবতারাসহ এই সমস্ত জায়গা বা ভূমিতে (অরূপাবচর) ধ্যানলাভীর চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলো, জন্মগ্রহণকারীর চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলো, এই জীবনে (অরূপাবচর) ধ্যানসুখে অবস্থানকারীর চিত্ত-চৈতসিক ধর্মগুলো—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অরূপাবচর।

১২৯২. কোন ধর্মগুলো অরূপাবচর নয়?

কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অরূপাবচর নয়।

১২৯৩. কোন ধর্মগুলো অন্তর্গত (পরিযাপন্না)[১]?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অন্তর্গত।

১২৯৪. কোন ধর্মগুলো অনন্তর্গত (অপরিযাপন্না)?

মার্গ, মার্গফল ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনন্তর্গত।

১২৯৫. কোন ধর্মগুলো দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকা)?

লোকোত্তরের চার মার্গ (স্রোতাপত্তিমার্গ, সকৃদাগামীমার্গ, অনাগামীমার্গ ও অর্হত্ত্বমার্গ)।

১২৯৬. কোন ধর্মগুলো দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয় (অনিয্যানিকা)?

পূর্বোক্ত সেই (দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী) ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয় (অনিয্যানিকা)।

১২৯৭. কোন ধর্মগুলো নিশ্চিত (নিযতা)?

পাঁচ প্রকার আনন্তরিক কর্ম, নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি ও লোকোত্তরের চার মার্গ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে নিশ্চিত।

১২৯৮. কোন ধর্মগুলো অনিশ্চিত (অনিযতা)?

---

[১] কাম, রূপ ও অরূপ এই তিন ভূমির অন্তর্গত এই অর্থে **অন্তর্গত**। (অটঠসালিনী)

পূর্বোক্ত সেই নিশ্চিত ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিশ্চিত।

১২৯৯. কোন ধর্মগুলো সউত্তর?

আসবযুক্ত কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ধর্মগুলো; রূপস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সউত্তর।

*(এখানে **উত্তর** মানে হচ্ছে যেসব ধর্ম বা বিষয় অন্য ধর্ম বা ধর্মগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে বা পরিত্যাগ করতে পারে। এমন উত্তরযুক্ত তথা ছাড়িয়ে যেতে বা পরিত্যাগ করতে সক্ষম এমন ধর্ম বা ধর্মগুলোকেই বলা হয় **সউত্তর**।—অট্ঠসালিনী)*

১৩০০. কোন ধর্মগুলো অনুত্তর?

লোকোত্তরের মার্গ, মার্গফল ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনুত্তর।

১৩০১. কোন ধর্মগুলো রণযুক্ত?

তিন প্রকার অকুশলমূল; যথা : লোভ, দ্বেষ ও মোহ; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের কোনো একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কলুষতাগুলো; উক্ত তিনটি অকুশলমূলের সঙ্গে যুক্ত বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; উক্ত তিনটি অকুশলমূল হতে উৎপন্ন কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রণযুক্ত।

১৩০২. কোন ধর্মগুলো রণহীন?

কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর কুশল ও অব্যাকৃত ধর্মগুলো; বেদনাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ; (আটাশ প্রকার) সমস্ত রূপ, অসৃষ্ট ধর্ম (নির্বাণ)—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রণহীন।

সুত্তন্ত দ্বিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(সুত্তন্তিকদুকনিকেখপং)

১৩০৩. কোন ধর্মগুলো বিদ্যাভাগীয়?

বিদ্যার তথা জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলো—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিদ্যাভাগীয়।

১৩০৪. কোন ধর্মগুলো অবিদ্যাভাগীয়?

অবিদ্যার তথা অজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধর্মগুলো—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অবিদ্যাভাগীয়।

১৩০৫. কোন ধর্মগুলো বিদ্যুৎতুল্য?

নিচের তিন আর্যমার্গের প্রজ্ঞা—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিদ্যুৎতুল্য।

১৩০৬. কোন ধর্মগুলো বজ্রতুল্য?

ওপরের চতুর্থ আর্যমার্গ অর্হত্ত্বমার্গের প্রজ্ঞা—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বজ্রতুল্য।

১৩০৭. কোন ধর্মগুলো মূর্খ?

নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মূর্খ।

১৩০৮. কোন ধর্মগুলো পণ্ডিত?

লজ্জা ও ভয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পণ্ডিত।

১৩০৯. কোন ধর্মগুলো কালো?

নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কালো।

১৩১০. কোন ধর্মগুলো সাদা?

লজ্জা ও ভয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সাদা।

১৩১১. কোন ধর্মগুলো অনুতাপজনক (তপনীযা)?

কায়িক দুশ্চরিত্র, বাচনিক দুশ্চরিত্র ও মানসিক দুশ্চরিত্র—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনুতাপজনক। সমস্ত অকুশল ধর্মগুলোও অনুতাপজনক।

১৩১২. কোন ধর্মগুলো অনুতাপজনক নয় (অতপনীযা)?

কায়িক সুচরিত্র, বাচনিক সুচরিত্র ও মানসিক সুচরিত্র—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনুতাপজনক নয়। সমস্ত কুশল ধর্মগুলোও অনুতাপজনক নয়।

১৩১৩. কোন ধর্মগুলো একই নামধারী (অধিৰচনা)?

যা সেই সেই ধর্মগুলোর গণনা, সংজ্ঞা, প্রকাশ, প্রচলিত শব্দ, নাম, আখ্যা প্রদান, নাম নির্ধারক, ব্যাখ্যা, স্বতন্ত্র চিহ্ন, আলাপ-আলোচনা—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে একই নামধারী (অধিৰচনা)। সমস্ত ধর্মই হচ্ছে একই নামধারীর প্রণালি বা পদ্ধতি।

১৩১৪. কোন ধর্মগুলো ব্যাখ্যা (নিরুত্তি)?

যা সেই সেই ধর্মগুলোর গণনা, সংজ্ঞা, প্রকাশ, প্রচলিত শব্দ, নাম, আখ্যা প্রদান, নাম নির্ধারক, ব্যাখ্যা, স্বতন্ত্র চিহ্ন, আলাপ-আলোচনা—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ব্যাখ্যা (নিরুত্তি)। সমস্ত ধর্মই হচ্ছে ব্যাখ্যার প্রণালি বা পদ্ধতি।

১৩১৫. কোন ধর্মগুলো প্রকাশ (পঞ্ঞত্তি)?

যা সেই সেই ধর্মগুলোর গণনা, সংজ্ঞা, প্রকাশ, প্রচলিত শব্দ, নাম, আখ্যা প্রদান, নাম নির্ধারক, ব্যাখ্যা, স্বতন্ত্র চিহ্ন, আলাপ-আলোচনা—এই

ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রকাশ (পঞ্ঞত্তি)। সমস্ত ধর্মই হচ্ছে প্রকাশের প্রণালি বা পদ্ধতি।

১৩১৬. কোন ধর্মগুলো নাম?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ ও অসৃষ্ট ধাতু (নির্বাণ)—এটিকেই বলা হয় নাম।

১৩১৭. কোন ধর্মগুলো রূপ?

চার মহাভূত ও চার মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ—এটিকেই বলা হয় রূপ।

১৩১৮. কোন ধর্মগুলো অবিদ্যা?

যা অজ্ঞান, অদর্শন... অবিদ্যার দখলে চলে যাওয়া, অবিদ্যামুখিতা, মোহ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অবিদ্যা।

১৩১৯. কোন ধর্মগুলো ভবতৃষ্ণা?

যা ভবগুলোর প্রতি ভবছন্দ, ভবরাগ, ভবানন্দ, ভবতৃষ্ণা, ভবস্নেহ, ভবজ্বালা, ভবমূর্ছা, ভবলালসা—এটিকেই বলা হয় ভবতৃষ্ণা।

১৩২০. কোন ধর্মগুলো ভবদৃষ্টি?

ভবিষ্যতে আত্মাও থাকবে, জগৎও থাকবে, যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় ভবদৃষ্টি।

১৩২১. কোন ধর্মগুলো বিভবদৃষ্টি?

ভবিষ্যতে আত্মাও থাকবে না, জগৎও থাকবে না, যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় বিভবদৃষ্টি।

১৩২২. কোন ধর্মগুলো শাশ্বতদৃষ্টি?

আত্মা ও জগৎ শাশ্বত (অজর, অমর), যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় শাশ্বতদৃষ্টি।

১৩২৩. কোন ধর্মগুলো উচ্ছেদদৃষ্টি?

আত্মাও ধ্বংস হবে, জগৎও ধ্বংস হবে, যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় উচ্ছেদদৃষ্টি।

১৩২৪. কোন ধর্মগুলো অন্তবান দৃষ্টি?

আত্মা ও জগৎ অন্তবান (শেষ আছে), যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় অন্তবান দৃষ্টি।

১৩২৫. কোন ধর্মগুলো অনন্তবান দৃষ্টি?

আত্মা ও জগৎ অন্তবান নয় (সীমাহীন, অশেষ), যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় অনন্তবান দৃষ্টি।

১৩২৬. কোন ধর্মগুলো অতীত বিষয়ক দৃষ্টি?

অতীতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) বিষয়ে উৎপন্ন হওয়া মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় অতীত বিষয়ক দৃষ্টি।

১৩২৭. কোন ধর্মগুলো ভবিষ্যৎ বিষয়ক দৃষ্টি?

ভবিষ্যতের (স্কন্ধ-আয়তন প্রভৃতির) বিষয়ে উৎপন্ন হওয়া মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় ভবিষ্যৎ বিষয়ক দৃষ্টি।

১৩২৮. এক্ষেত্রে নির্লজ্জতা কী রকম?

যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত না হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত না হওয়া—এটিকেই বলা হয় নির্লজ্জতা।

১৩২৯. এক্ষেত্রে নির্ভয়তা কী রকম?

যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত না হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত না হওয়া—এটিকেই বলা হয় নির্ভয়তা।

১৩৩০. এক্ষেত্রে লজ্জা কী রকম?

যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে লজ্জিত হওয়া—এটিকেই বলা হয় লজ্জা।

১৩৩১. এক্ষেত্রে ভয় কী রকম?

যা কায়দুশ্চরিত প্রভৃতি ভীতিকর বিষয়ে ভীত হওয়া, পাপ অকুশল কাজে লিপ্ত হতে ভীত হওয়া—এটিকেই বলা হয় ভয়।

১৩৩২. এক্ষেত্রে অবাধ্যতা (দোৰচস্সতা) কী রকম?

সহবিহারীরা ন্যায়সঙ্গত কোনো কিছু বললে কর্কশভাষী হওয়া, বিরুদ্ধবাদী হওয়া, অবাধ্য হওয়া, বিরুদ্ধাচরণকারী হওয়া, ছিদ্রান্বেষী হওয়া, অসম্মান দেখানো, ভালো করে ভেবে না দেখা, অগৌরব করা—এটিকেই বলা হয় অবাধ্যতা।

১৩৩৩. এক্ষেত্রে খারাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব (পাপমিত্ততা) কী রকম?

যেসব ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, দুঃশীল, (আর্য ও সৎপুরুষধর্মে) অশিক্ষিত, কৃপণ, দুষ্প্রাজ্ঞ, তাদের সঙ্গে সংশ্রব করা, মেলামেশা করা, সংসর্গ করা, তাদের

কাছে যাওয়া-আসা করা, তাদের সঙ্গে থাকা, তাদের ভক্তি করা, তাদের প্রতি অনুরক্ত হওয়া, তাদের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া—এটিকেই বলা হয় খারাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৩৩৪. এক্ষেত্রে সুবাধ্যতা (সোৰচস্সতা) কী রকম?

সহবিহারীরা ন্যায়সঙ্গত কোনো কিছু বললে কর্কশভাষী না হওয়া, বিরুদ্ধবাদী না হওয়া, অবাধ্য না হওয়া, বিরুদ্ধাচরণকারী না হওয়া, ছিদ্রান্বেষী না হওয়া, সম্মান দেখানো, ভালো করে ভেবে দেখা, গৌরব করা—এটিকেই বলা হয় সুবাধ্যতা।

১৩৩৫. এক্ষেত্রে ভালোর সঙ্গে বন্ধুত্ব (কল্যাণমিত্ততা) কী রকম?

যেসব ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, (আর্য ও সৎপুরুষধর্মে) সুশিক্ষিত, ত্যাগী, প্রজ্ঞাবান, তাদের সঙ্গে সংশ্রব করা, মেলামেশা করা, সংসর্গ করা, তাদের কাছে যাওয়া-আসা করা, তাদের সঙ্গে থাকা, তাদের ভক্তি করা, তাদের প্রতি অনুরক্ত হওয়া, তাদের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া—এটিকেই বলা হয় ভালোর সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৩৩৬. এক্ষেত্রে আপত্তি সম্বন্ধে দক্ষতা (আপত্তিকুসলতা) কী রকম?

পাঁচটি আপত্তিস্কন্ধ ও সাতটি আপত্তিস্কন্ধ আছে; যা সেই আপত্তিগুলোর সম্বন্ধে দক্ষতা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় আপত্তি সম্বন্ধে দক্ষতা।

১৩৩৭. এক্ষেত্রে আপত্তি হতে উঠে আসা বিষয়ে দক্ষতা (আপত্তিৰুট্ঠান) কী রকম?

যা (পূর্বোক্ত) সেই আপত্তিগুলো হতে উঠে আসা (মুক্ত হওয়া) বিষয়ে দক্ষতা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় আপত্তি হতে উঠে আসা বিষয়ে দক্ষতা।

১৩৩৮. এক্ষেত্রে সমাপত্তি (অর্জন, প্রাপ্তি) সম্বন্ধে দক্ষতা (সমাপত্তিকুসলতা) কী রকম?

বিতর্কযুক্ত ও বিচারযুক্ত সমাপত্তি আছে, অবিতর্ক কিন্তু বিচারযুক্ত সমাপত্তি আছে, অবিতর্ক ও অবিচার সমাপত্তি আছে। যা সেই সমাপত্তিগুলো সম্বন্ধে দক্ষতা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় সমাপত্তি সম্বন্ধে দক্ষতা।

১৩৩৯. এক্ষেত্রে সমাপত্তি হতে উঠে আসার বিষয়ে দক্ষতা (সমাপত্তিৰুট্ঠান) কী রকম?

যা সেই (পূর্বোক্ত) সমাপত্তি হতে উঠে আসার বিষয়ে দক্ষতা, প্রজ্ঞা,

প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় সমাপত্তি হতে উঠে আসার বিষয়ে দক্ষতা।

১৩৪০. এক্ষেত্রে ধাতু সম্বন্ধে দক্ষতা কী রকম?

আঠারো প্রকার ধাতু; যথা : চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষুবিজ্ঞানধাতু, কর্ণধাতু, শব্দধাতু, কর্ণবিজ্ঞানধাতু, নাসিকাধাতু, গন্ধধাতু, নাসিকাবিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু, কায়ধাতু, স্পর্শযোগ্যধাতু (কায়গ্রাহ্য বিষয়-ধাতু), কায়বিজ্ঞানধাতু, মনোধাতু, ধর্মধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু। যা সেই ধাতুগুলো সম্বন্ধে দক্ষতা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় ধাতু সম্বন্ধে দক্ষতা।

১৩৪১. এক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া বিষয়ে দক্ষতা (মনসিকারকুসলতা) কী রকম?

যা সেই (পূর্বোক্ত) ধাতুগুলো সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া বিষয়ে দক্ষতা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় মনোযোগ দেওয়া বিষয়ে দক্ষতা।

১৩৪২. এক্ষেত্রে আয়তন বিষয়ে দক্ষতা কী রকম?

চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, রস-আয়তন, কায়-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, মন-আয়তন, ধর্ম-আয়তন। যা সেই আয়তনগুলো সম্বন্ধে দক্ষতা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় আয়তন বিষয়ে দক্ষতা।

১৩৪৩. এক্ষেত্রে কারণসাপেক্ষে উৎপত্তির বিষয়ে দক্ষতা (পটিচ্চসমুপ্পাদকুসলতা) কী রকম?

অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ছয় আয়তন, ছয় আয়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব (উৎপত্তি বা পুনর্জন্ম), ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে বার্ধক্য-মরণ-শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হয়; এভাবেই দুঃখপুঞ্জের উৎপত্তি হয়। যা এই বিষয়ে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় কারণসাপেক্ষে উৎপত্তির বিষয়ে দক্ষতা।

১৩৪৪. এক্ষেত্রে কারণ বিষয়ে দক্ষতা (ঠানকুসলতা) কী রকম?

যেই যেই ধর্ম (বিষয়) যেই যেই ধর্মের (বিষয়ের) হেতু ও কারণ

উৎপত্তিতে সেই সেই কারণ উৎপন্ন হয়, যা সেই বিষয়ে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় কারণ বিষয়ে দক্ষতা।

১৩৪৫. এক্ষেত্রে অকারণ বিষয়ে দক্ষতা (অট্ঠনকুসলতা) কী রকম?

যেই যেই ধর্ম (বিষয়) যেই যেই ধর্মের (বিষয়ের) হেতু ও কারণ অনুৎপত্তিতে সেই সেই কারণ উৎপন্ন হয় না, যা সেই বিষয়ে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় অকারণ বিষয়ে দক্ষতা।

১৩৪৬. এক্ষেত্রে ঋজু (অজ্জৰো) কী রকম?

যা ঋজুতা, সরলতা, অবক্রতা, অকুটিলতা—এটিকেই বলা হয় ঋজু।

১৩৪৭. এক্ষেত্রে কোমলতা (মদ্দৰো) কী রকম?

মৃদুতা, কোমলতা, নমনীয়তা, মসৃণতা, নমনীয়তা, মনের নীচুতা বা হীনতা—এটিকেই বলা হয় কোমলতা।

১৩৪৮. এক্ষেত্রে ধৈর্য (খন্তি) কী রকম?

যা ধৈর্য, সহন ক্ষমতা, অনুবর্তিতা, ভদ্রতা, শান্তশিষ্টভাব ও চিত্তের খুশিভাব—এটিকেই বলা হয় ধৈর্য।

১৩৪৯. এক্ষেত্রে ভদ্রতা (সোরচ্চং) কী রকম?

যে কায়িকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়, বাচনিকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়, কায়িক-বাচনিকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়—এটিকেই বলা হয় ভদ্রতা। সমস্ত শীলসংযমতাই হচ্ছে ভদ্রতা।

১৩৫০. এক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক (সাখল্যং) কী রকম?

যেই যেই কথা ঔদ্ধত্যপূর্ণ, কর্কশ, শ্রুতিকটু, গালাগালপূর্ণ, ক্রোধপূর্ণ, সমাধির লাভের পক্ষে সহায়ক নয়, তেমন কথা ছেড়ে যেই যেই কথা নির্দোষ, শ্রুতিমধুর, স্নেহপূর্ণ, হৃদয়ঙ্গম হওয়ার মতো, মার্জিত, মিষ্টি, লোকজনের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বহুজনের মনোরঞ্জনকারী এমন কথা ভাষিত হওয়া, এখানে যা সুন্দর কথা, বন্ধুত্বপূর্ণ কথা ও ভদ্র কথা—এটিকেই বলা হয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

১৩৫১. এক্ষেত্রে সৌজন্যতা (পটিসন্থারো) কী রকম?

সৌজন্যতা দুই প্রকার; যথা : আমিষ-সৌজন্যতা বা দৈহিক আতিথেয়তা ও ধর্ম-সৌজন্যতা বা ধর্মীয় ব্যাপারে সহযোগিতা। এখানে কেউ কেউ আমিষ-সৌজন্যতা দেখানোর মাধ্যমে সৌজন্যতাকারী হয়, আবার কেউ কেউ ধর্ম-সৌজন্যতা দেখানোর মাধ্যমে সৌজন্যতাকারী হয়—এটিকেই বলা হয়

সৌজন্যতা।

১৩৫২. এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত না রাখা (ইন্দ্রিযেসু অগুত্তদ্বারতা) কী রকম?

এখানে কেউ কেউ চোখ দিয়ে রূপ দেখে চিহ্নগুলো (অর্থাৎ নারী, পুরুষ, সুন্দর, কুৎসিত প্রভৃতি চিহ্ন) লক্ষ করে, বিশেষ লক্ষণগুলোতেও মনোযোগ দেয় (নিমিত্তগ্গাহী হোতি অনুব্যঞ্জনগ্গাহী)। এভাবে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে অসংযতভাবে অবস্থান করায় (তার) লালসা, দৌর্মনস্য প্রভৃতি পাপ অকুশল ধর্মগুলো দেখা দেয়, নিজেকে সংযমের দিকে নিয়োজিত করে না, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে না, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম অবলম্বন করে না। কান দিয়ে শব্দ শুনে... নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে... জিভ দিয়ে রস আস্বাদন করে... শরীর দিয়ে স্পর্শযোগ্য তথা কায়গ্রাহ্য বিষয়কে অনুভব করে... মন দিয়ে ধর্মকে তথা মানসিক বিষয়কে জেনে চিহ্নগুলো লক্ষ করে, বিশেষ লক্ষণগুলোতেও মনোযোগ দেয়। এভাবে মন-ইন্দ্রিয়ে অসংযতভাবে অবস্থান করায় (তার) লালসা, দৌর্মনস্য প্রভৃতি পাপ অকুশল ধর্মগুলো দেখা দেয়, নিজেকে সংযমের দিকে নিয়োজিত করে না, মন-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে না, মন-ইন্দ্রিয়ে সংযম অবলম্বন করে না। যা এই ছয় ইন্দ্রিয়কে রক্ষা না করা, গোপন না করা, সুরক্ষা না করা, সংযত না করা—এটিকেই বলা হয় ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত না রাখা (ইন্দ্রিযেসু অগুত্তদ্বারতা)।

১৩৫৩. এক্ষেত্রে ভোজনে অপরিমিতিবোধ (ভোজনে অমত্তঞঞুতা) কী রকম?

এখানে কেউ কেউ মনোযোগ না দিয়ে, বিবেচনা না করে খেলার জন্য, অতিরিক্ত বিলাসিতার জন্য, শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ও নিজেকে সুসজ্জিত করার জন্য আহার করে। যা এখানে অসন্তুষ্টিতা, অপরিমিতিবোধ, ভোজনে অমনোযোগ—এটিকেই বলা হয় ভোজনে অপরিমিতিবোধ।

১৩৫৪. এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখা (ইন্দ্রিযেসু গুত্তদ্বারতা) কী রকম?

এখানে কেউ কেউ চোখ দিয়ে রূপ দেখে চিহ্নগুলো (অর্থাৎ নারী, পুরুষ, সুন্দর, কুৎসিত প্রভৃতি চিহ্ন) লক্ষ করে না, বিশেষ লক্ষণগুলোতেও মনোযোগ দেয় না (ন নিমিত্তগ্গাহী হোতি ন অনুব্যঞ্জনগ্গাহী)। এভাবে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযতভাবে অবস্থান করায় (তার) লালসা, দৌর্মনস্য প্রভৃতি পাপ অকুশল ধর্মগুলো দেখা দেয় না, নিজেকে সংযমের দিকে নিয়োজিত করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম অবলম্বন করে। কান দিয়ে শব্দ

শুনে... নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে... জিভ দিয়ে রস আস্বাদন করে... শরীর দিয়ে স্পর্শযোগ্য তথা কায়গ্রাহ্য বিষয়কে অনুভব করে... মন দিয়ে ধর্মকে তথা মানসিক বিষয়কে জেনে চিহ্নগুলো লক্ষ করে না, বিশেষ লক্ষণগুলোতেও মনোযোগ দেয় না। এভাবে মন-ইন্দ্রিয়ে সংযতভাবে অবস্থান করায় (তার) লালসা, দৌর্মনস্য প্রভৃতি পাপ অকুশল ধর্মগুলো দেখা দেয় না, নিজেকে সংযমের দিকে নিয়োজিত করে, মন-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন-ইন্দ্রিয়ে সংযম অবলম্বন করে। যা এই ছয় ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করা, গোপন করা, সুরক্ষা করা, সংযত করা—এটিকেই বলা হয় ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখা (ইন্দ্রিযেসু গুত্তদ্বারতা)।

১৩৫৫. এক্ষেত্রে ভোজনে পরিমিতিবোধ (ভোজনে মত্তঞ্ঞুতা) কী রকম?

এখানে কেউ কেউ মনোযোগ দিয়ে, বিবেচনা করে খেলার জন্য, অতিরিক্ত বিলাসিতার জন্য, শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ও নিজেকে সুসজ্জিত করার জন্য আহার করে না, আহার করে কেবল এই শরীরকে টিকিয়ে রাখার জন্য, ক্ষুধাকে দমানোর জন্য, ব্রহ্মচর্য চর্চাকে সহায়তা করার জন্য এবং এই ভেবে যে, যাতে করে পুরনো বেদনাকে দূর করে দিতে পারি, আর নতুন বেদনাও দেখা দিতে না পারে, এর দ্বারা আমার (জীবন) নির্দোষ ও আরামদায়ক হবে। যা এখানে সন্তুষ্টিতা, পরিমিতিবোধ, ভোজনে মনোযোগ—এটিকেই বলা হয় ভোজনে পরিমিতিবোধ।

১৩৫৬. এক্ষেত্রে বিস্মৃতি (মুট্ঠসচ্চং) কী রকম?

অস্মৃতি, অননুস্মৃতি, অপ্রতিস্মৃতি, অস্মৃতি, অস্মরণের অবস্থা (অসরণতা), ধরে রাখার অক্ষমতা (অধারণতা), আলম্বনে অননুপ্রবেশের অবস্থা (পিলাপনতা), বিস্মৃত হওয়ার অবস্থা (সম্মুস্সনতা)—এটিকেই বলা হয় বিস্মৃতি।

১৩৫৭. এক্ষেত্রে অসম্প্রজ্ঞান কী রকম?

যা অজ্ঞান, অদর্শন... অবিদ্যার দখলে চলে যাওয়া, অবিদ্যামুখিতা, মোহ অকুশলমূল—এটিকেই বলা হয় অসম্প্রজ্ঞান।

১৩৫৮. এক্ষেত্রে স্মৃতি কী রকম?

যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণের অবস্থা (সরণতা), ধরে রাখার ক্ষমতা (ধারণতা), আলম্বনে অনুপ্রবেশের অবস্থা (অপিলাপনতা), বিস্মৃত না হওয়ার অবস্থা (অসম্মুস্সনতা), স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি—এটিকেই বলা হয় স্মৃতি।

১৩৫৯. এক্ষেত্রে সম্প্রজ্ঞান কী রকম?

যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় সম্প্রজ্ঞান।

১৩৬০. এক্ষেত্রে মনোযোগিতা-বল (পটিসঙ্খানবলং) কী রকম?

যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় মনোযোগিতা-বল।

১৩৬১. এক্ষেত্রে ভাবনা-বল কী রকম?

যা কুশল ধর্মগুলোর বারংবার চর্চা, অনুশীলন, বর্ধন—এটিকেই বলা হয় ভাবনা-বল।

১৩৬২. এক্ষেত্রে শমথ কী রকম?

যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি)... সম্যক সমাধি—এটিকেই বলা হয় শমথ।

১৩৬৩. এক্ষেত্রে বিদর্শন কী রকম?

যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় বিদর্শন।

১৩৬৪. এক্ষেত্রে শমথের চিহ্ন (সমথনিমিত্তং) কী রকম?

যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি)... সম্যক সমাধি—এটিকেই বলা হয় শমথের চিহ্ন।

১৩৬৫. এক্ষেত্রে প্রচেষ্টার চিহ্ন (পগ্গাহনিমিত্তং) কী রকম?

যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো)... সম্যক প্রচেষ্টা—এটিকেই বলা হয় প্রচেষ্টার চিহ্ন।

১৩৬৬. এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা (পগ্গাহো) কী রকম?

যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো)... সম্যক প্রচেষ্টা—এটিকেই বলা হয় প্রচেষ্টা।

১৩৬৭. এক্ষেত্রে অবিক্ষেপ কী রকম?

যা চিত্তের আলম্বন বা বিষয়ে স্থির থাকা (ঠিতি)... সম্যক সমাধি—এটিকেই বলা হয় অবিক্ষেপ।

১৩৬৮. এক্ষেত্রে শীলবিপত্তি (নৈতিক স্খলন) কী রকম?

যে কায়িকভাবে লঙ্ঘনকারী হয়, বাচনিকভাবে লঙ্ঘনকারী হয়, কায়িক-বাচনিকভাবে লঙ্ঘনকারী হয়—এটিকেই বলা হয় শীলবিপত্তি (নৈতিক স্খলন)। সমস্ত দুঃশীলতাই হচ্ছে শীলবিপত্তি (নৈতিক স্খলন)।

১৩৬৯. এক্ষেত্রে দৃষ্টিবিপত্তি (দৃষ্টি-বিপর্যয়) কী রকম?

দান নেই, যজ্ঞ নেই, আহুতি নেই, সুকর্ম-কুকর্মের ফল কিংবা বিপাক নেই, হইকাল নেই, পরকাল নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ঔপপাতিক (আপনাআপনি জন্মানো) সত্ত্ব নেই, পৃথিবীতে এমন কোনো সৎ ও ভালো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই—যারা ইহলোক কিংবা পরলোককে নিজ অভিজ্ঞা দিয়ে সাক্ষাৎ করে বলে দেন। যা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত... বিপথগামিতা—এটিকেই বলা হয় দৃষ্টিবিপত্তি। সব রকম মিথ্যাদৃষ্টিই হচ্ছে দৃষ্টিবিপত্তি।

১৩৭০. এক্ষেত্রে শীলসম্পদ কী রকম?

যে কায়িকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়, বাচনিকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়, কায়িক-বাচনিকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়—এটিকেই বলা হয় শীলসম্পদ। সমস্ত শীলসংযমতাই হচ্ছে শীলসম্পদ।

১৩৭১. এক্ষেত্রে দৃষ্টিসম্পদ কী রকম?

দান আছে, যজ্ঞ আছে, আহুতি আছে, সুকর্ম-কুকর্মের ফল কিংবা বিপাক আছে, ইহকাল আছে, পরকাল আছে, মাতা আছে, পিতা আছে, ঔপপাতিক (আপনাআপনি জন্মানো) সত্ত্ব আছে, পৃথিবীতে এমন এমন সৎ ও ভালো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে—যারা ইহলোক কিংবা পরলোককে নিজ অভিজ্ঞা দিয়ে সাক্ষাৎ করে বলে দেন। যা এইরূপ যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—এটিকেই বলা হয় দৃষ্টিসম্পদ। সব রকম সম্যক দৃষ্টিই হচ্ছে দৃষ্টিসম্পদ।

১৩৭২. এক্ষেত্রে শীলবিশুদ্ধি কী রকম?

যে কায়িকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়, বাচনিকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়, কায়িক-বাচনিকভাবে লঙ্ঘনকারী নয়—এটিকেই বলা হয় শীলবিশুদ্ধি। সমস্ত শীলসংযমতাই হচ্ছে শীলবিশুদ্ধি।

১৩৭৩. এক্ষেত্রে দৃষ্টিবিশুদ্ধি কী রকম?

কর্মের সুনির্দিষ্ট স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান, চার আর্যসত্য সম্পর্কে অনুকূল জ্ঞান (সচ্চানুলোমিকঞাণং), মার্গলাভীর জ্ঞান ও ফললাভীর জ্ঞান।

১৩৭৪. এখানে **"দৃষ্টিবিশুদ্ধি"** শব্দবন্ধের অর্থও হচ্ছে—যা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অবস্থা... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি।

১৩৭৫. **"যথাদৃষ্টিসম্পন্নের (কল্যাণদৃষ্টিসম্পন্নের) প্রচেষ্টা"** এই শব্দবন্ধের **"প্রচেষ্টা"** মানে হচ্ছে—যা চৈতসিক তথা মানসিক প্রচেষ্টার শুরু (ৰীরিযারম্ভো)... সম্যক প্রচেষ্টা।

১৩৭৬. আর **"সংবেগ"** মানে হচ্ছে—জন্মের ভয়, বার্ধক্যের ভয়, রোগের

ভয়, মৃত্যুভয়। সংবেগজনক জায়গা হচ্ছে—জন্ম, বার্ধক্য, রোগ ও মৃত্যু।

১৩৭৭. "**সংবিগ্ন ব্যক্তির বিবেচনাপূর্ণ প্রচেষ্টা**" হচ্ছে—এখানে কোনো এক ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মগুলো যাতে উৎপন্ন হতে না পারে সেজন্য ইচ্ছা উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, উদ্যম শুরু করে দেয়, মনকে সামনে এগিয়ে নেয়, মনকে উৎসাহিত করে; উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মগুলোকে যাতে ত্যাগ করা যায় সেজন্য ইচ্ছা উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, উদ্যম শুরু করে দেয়, মনকে সামনে এগিয়ে নেয়, মনকে উৎসাহিত করে; অনুৎপন্ন পাপ কুশল ধর্মগুলোকে যাতে উৎপন্ন করা যায় সেজন্য ইচ্ছা উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, উদ্যম শুরু করে দেয়, মনকে সামনে এগিয়ে নেয়, মনকে উৎসাহিত করে; উৎপন্ন পাপ কুশল ধর্মগুলোকে যাতে ধরে রাখা যায়, বিস্মৃতিতে তলিয়ে না যায়, আরও বেশি করে বিপুলতা দান করা যায়, বাড়ানো যায়, পরিপূর্ণ করা যায়, সেজন্য ইচ্ছা উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, উদ্যম শুরু করে দেয়, মনকে সামনে এগিয়ে নেয়, মনকে উৎসাহিত করে।

১৩৭৮. "**কুশল ধর্মগুলোতে অসন্তোষ**" মানে হচ্ছে—যা কুশল ধর্মগুলোর চর্চায় অসন্তুষ্ট ব্যক্তির আরও বেশি বাড়ানোর ইচ্ছা বা আগ্রহ।

১৩৭৯. "**প্রচেষ্টায় পিছু না হটা**" এই শব্দবন্ধের মানে হচ্ছে—যা কুশল ধর্মগুলোর চর্চায় পরিপূর্ণভাবে কাজ করা, অটলভাবে কাজ করা, নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা, আলস্যহীনভাবে চেষ্টা করা, ইচ্ছাটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা, সেখান থেকে ছিটকে না পড়া; কুশল ধর্মগুলো বারংবার অনুশীলন করা, ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা, বর্ধিত করা।

১৩৮০. "**বিদ্যা**" বলতে তিন ধরনের বিদ্যা; যথা : পূর্বজন্ম-অনুস্মরণ বিষয়ে জ্ঞান বিদ্যা, সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান বিদ্যা ও আসবক্ষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বিদ্যা।

১৩৮১. "**বিমুক্তি**" বলতে দুই ধরনের বিমুক্তি; যথা : চিত্তের মুক্তি ও নির্বাণ।

১৩৮২. "**ক্ষয়ে জ্ঞান**" হচ্ছে মার্গ-সমন্বিত ব্যক্তির (মার্গলাভীর) জ্ঞান।

১৩৮৩. আর "**অনুৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান**" হচ্ছে ফললাভীর জ্ঞান।

* * *

৪. অর্থকথা অধ্যায়

অর্থ উদ্ধার ত্রিক

(তিকঅত্থুদ্ধারো)

১৩৮৪. কোন ধর্মগুলো কুশল?

(কাম, রূপ, অরূপ ও লোকোত্তর এই) চার ভূমির কুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কুশল।

১৩৮৫. কোন ধর্মগুলো অকুশল?

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকুশল।

১৩৮৬. কোন ধর্মগুলো অব্যাকৃত?

চার ভূমির বিপাক (চিত্তগুলো), তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অব্যাকৃত।

১৩৮৭. কোন ধর্মগুলো সুখ-বেদনাযুক্ত?

কামাবচর কুশলের চার সৌমনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের চারটি, কামাবচর কুশলের বিপাক ও ক্রিয়া মিলে পাঁচটি, রূপাবচর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, লোকোত্তর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো, এই সমস্ত চিত্তগুলোতে উৎপন্ন সুখ-বেদনা বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সুখ-বেদনাযুক্ত।

১৩৮৮. কোন ধর্মগুলো দুঃখ-বেদনাযুক্ত?

দুটি দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, দুঃখ-সহগত কায়বিজ্ঞান, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন দুঃখ-বেদনা বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দুঃখ-বেদনাযুক্ত।

১৩৮৯. কোন ধর্মগুলো অদুঃখ-অসুখ-বেদনাযুক্ত?

কামাবচর কুশলের উপেক্ষা-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের ছয়টি, কামাবচর কুশলের বিপাক চিত্ত দশটি, অকুশলের বিপাক চিত্ত ছয়টি, ক্রিয়াচিত্ত ছয়টি, রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, অরূপাবচরের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, লোকোত্তর চতুর্থ ধ্যানের কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন অদুঃখ-অসুখ-বেদনা বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অদুঃখ-অসুখ-বেদনাযুক্ত। তিন প্রকার বেদনা, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোকে বলা যাবে না যে, এগুলো সুখ-বেদনাযুক্ত, দুঃখ-বেদনাযুক্ত, অথবা সুখ-দুঃখ উভয় বেদনাযুক্ত।

১৩৯০. কোন ধর্মগুলো বিপাক?

চার ভূমির বিপাক—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিপাক।

১৩৯১. কোন ধর্মগুলো বিপাক-স্বভাবধর্মী?

চার ভূমির কুশল ও অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিপাক-স্বভাবধর্মী।

১৩৯২. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ বিপাকও নয়, বিপাক-স্বভাবধর্মীও নয়?

তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ বিপাকও নয়, বিপাক-স্বভাবধর্মীও নয়।

১৩৯৩. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী?

তিন ভূমির বিপাক ও যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ গৃহীত ও উপাদানের উপযোগী।

১৩৯৪. কোন ধর্মগুলো অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, এবং যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অগৃহীত কিন্তু উপাদানের উপযোগী।

১৩৯৫. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল, ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ অগৃহীত ও উপাদানের উপযোগী নয়।

১৩৯৬. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষিত ও কলুষতাজনক?

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ কলুষিত ও কলুষতাজনক।

১৩৯৭. কোন ধর্মগুলো অকলুষিত কিন্তু কলুষতাজনক?

তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকলুষিত কিন্তু কলুষতাজনক।

১৩৯৮. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ অকলুষিত ও কলুষতাজনক নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল, ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ অকলুষিত ও কলুষতাজনক নয়।

১৩৯৯. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ বিতর্কযুক্ত ও বিচারযুক্ত?

কামাবচর কুশল, অকুশল, কামাবচর কুশলের এগারোটি বিপাক চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের দুটি বিপাক চিত্ত, এগারোটি ক্রিয়াচিত্ত, রূপাবচর প্রথম ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, লোকোত্তর প্রথম ধ্যানের কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন বিতর্ক ও বিচার বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ বিতর্কযুক্ত ও বিচারযুক্ত।

১৪০০. কোন ধর্মগুলো অবিতর্ক কিন্তু বিচারযুক্ত?

রূপাবচর পঞ্চকে দ্বিতীয় ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, লোকোত্তর পঞ্চকে দ্বিতীয় ধ্যানের কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো, এই সমস্ত

চিত্তে উৎপন্ন বিচার বাদে, অবশ্য বিতর্কও বাদ যাবে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অবিতর্ক কিন্তু বিচারযুক্ত।

১৪০১. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ অবিতর্ক ও অবিচার?

দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, রূপাবচর ত্রিক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, চার অরূপ ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, লোকোত্তর ত্রিক ধ্যানের কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো, ও পঞ্চকের দ্বিতীয় ধ্যানে উৎপন্ন বিচার, রূপ এবং নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ অবিতর্ক ও অবিচার।

১৪০২. কোন ধর্মগুলো প্রীতিযুক্ত?

কামাবচর কুশলের চার সৌমনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের চারটি, কামাবচর কুশলের বিপাক চিত্ত পাঁচটি, ক্রিয়াচিত্ত পাঁচটি, রূপাবচর দ্বিক-ত্রিক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া চিত্তগুলো, লোকোত্তর দ্বিক-ত্রিক ধ্যানের কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন প্রীতি বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতিযুক্ত।

১৪০৩. কোন ধর্মগুলো সুখ-সহগত?

কামাবচর কুশলের চার সৌমনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের চারটি, কামাবচর কুশলের বিপাক চিত্ত ছয়টি, ক্রিয়াচিত্ত পাঁচটি, রূপাবচর ত্রিক-চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, লোকোত্তর ত্রিক-চতুষ্ক ধ্যানের কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন সুখ বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সুখ-সহগত।

১৪০৪. কোন ধর্মগুলো উপেক্ষা-সহগত?

কামাবচর কুশলের চার উপেক্ষা-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের ছয়টি, কামাবচর কুশলের বিপাক চিত্ত দশটি, অকুশলের বিপাক চিত্ত ছয়টি, ক্রিয়াচিত্ত ছয়টি, রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, চার অরূপ ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াচিত্তগুলো, লোকোত্তর চতুর্থ ধ্যানের কুশল ও বিপাক চিত্তগুলো, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন উপেক্ষা বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপেক্ষা-সহগত। প্রীতি প্রীতি-সহগত নয়, সুখ কিংবা উপেক্ষা-সহগতও নয়। সুখ সুখ-সহগত নয়, কিন্তু প্রীতি-সহগত হয়, উপেক্ষা-সহগত নয়, তাই বলে প্রীতি-সহগত বলা যাবে না। দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, দুঃখ-সহগত কায়বিজ্ঞান, আর যা উপেক্ষা বেদনা, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোকে প্রীতি-সহগত, সুখ-সহগত কিংবা উপেক্ষা-সহগত কোনোটিই বলা যাবে না।

১৪০৫. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য।

১৪০৬. কোন ধর্মগুলো ভাবনার (চর্চার) মাধ্যমে পরিত্যাজ্য?

ঔদ্ধত্যযুক্ত বা চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য। চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলো হচ্ছে যুগপৎ দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য, আবার ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য।

১৪০৭. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়?

চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলো হচ্ছে দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য নয়।

১৪০৮. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন মোহ বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক।

১৪০৯. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক?

ঔদ্ধত্যযুক্ত বা চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, এই চিত্তটিতে উৎপন্ন মোহ বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক। চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ দেখার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য-হেতুক, ভাবনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য-হেতুক।

১৪১০. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে কিংবা ভাবনার মাধ্যমে কোনোভাবেই পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়?

সন্দেহযুক্ত মোহ, চঞ্চলতাযুক্ত মোহ, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে কিংবা ভাবনার মাধ্যমে কোনোভাবেই পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়।

১৪১১. কোন ধর্মগুলো সঞ্চয়গামী (আচযগামিনো)?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সঞ্চয়গামী।

১৪১২. কোন ধর্মগুলো ক্ষয়গামী (অপচযগামিনো)?

লোকোত্তরের চার মার্গ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ক্ষয়গামী।

১৪১৩. কোন ধর্মগুলো সঞ্চয়গামীও নয়, ক্ষয়গামীও নয়?

চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সঞ্চয়গামীও নয়, ক্ষয়গামীও নয়।

১৪১৪. কোন ধর্মগুলো শৈক্ষ্য?

লোকোত্তরের চার মার্গ ও নিচের তিনটি শ্রামণ্যফল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে শৈক্ষ্য।

১৪১৫. কোন ধর্মগুলো অশৈক্ষ্য?

ওপরের অর্হত্ত্বফল—এই ধর্মটিই হচ্ছে অশৈক্ষ্য।

১৪১৬. কোন ধর্মগুলো শৈক্ষ্যও নয়, অশৈক্ষ্যও নয়?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে শৈক্ষ্যও নয়, অশৈক্ষ্যও নয়।

১৪১৭. কোন ধর্মগুলো সামান্য (পরিত্তা)?

কামাবচর কুশল, অকুশল, কামাবচরের সবগুলো বিপাক চিত্ত, কামাবচরের ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সামান্য।

১৪১৮. কোন ধর্মগুলো মহদ্গাত?

রূপাবচর ও অরূপাচর কুশল ও অব্যাকৃত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মহদ্গাত।

১৪১৯. কোন ধর্মগুলো অসামান্য (অপ্পমাণা)?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অসামান্য।

১৪২০. কোন ধর্মগুলো সামান্য-আলম্বন?

কামাবচরের সমস্ত বিপাক, ক্রিয়া মনোধাতু, ক্রিয়া অহেতুক, সৌমনস্য-সহগত মনোবিজ্ঞানধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সামান্য-আলম্বন।

১৪২১. কোন ধর্মগুলো মহদ্গাত-আলম্বন?

বিজ্ঞান-আয়তন ও নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মহদ্গাত-আলম্বন।

১৪২২. কোন ধর্মগুলো অসামান্য-আলম্বন?

লোকোত্তরের চার মার্গ ও চার শ্রামণ্যফল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অসামান্য-আলম্বন। কামাবচর কুশলের চার জ্ঞান-বিযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার জ্ঞান-বিযুক্ত ক্রিয়া চিত্তোৎপত্তি ও সমস্ত অকুশল—এই ধর্মগুলো সামান্য-আলম্বনও হয়, মহদ্গাত-আলম্বনও হয়; অসামান্য-আলম্বন নয়, তবে যুগপৎ সামান্য-আলম্বন ও মহদ্গাত-আলম্বন বলা যাবে না। কামাবচর কুশলের চার জ্ঞান-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার জ্ঞান-সংযুক্ত ক্রিয়া চিত্তোৎপত্তি, রূপাবচর

চতুর্থ ধ্যানের কুশল ও ক্রিয়া, ক্রিয়া অহেতুক, উপেক্ষা-সহগত মনোবিজ্ঞানধাতু—এই ধর্মগুলো সামান্য-আলম্বনও হয়, মহদ্গাত-আলম্বনও হয়, অসামান্য-আলম্বনও হয়, তবে যুগপৎ সামান্য-আলম্বন, মহদ্গাত-আলম্বন ও অসামান্য-আলম্বনও বলা যাবে না। রূপাবচর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া; চতুর্থ ধ্যানের বিপাক, আকাশ-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন—এই ধর্মগুলোকে যুগপৎ সামান্য-আলম্বন, মহদ্গাত-আলম্বন ও অসামান্য-আলম্বন বলা যাবে না। রূপ ও নির্বাণ হচ্ছে (পুরোপুরি) অনালম্বন।

১৪২৩. কোন ধর্মগুলো হীন?

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হীন।

১৪২৪. কোন ধর্মগুলো মধ্যম?

তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মধ্যম।

১৪২৫. কোন ধর্মগুলো উত্তম?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উত্তম।

১৪২৬. কোন ধর্মগুলো মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলো মিথ্যা স্বভাবে নিশ্চিত আছে, অনিয়ত আছে।

১৪২৭. কোন ধর্মগুলো সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত?

লোকোত্তরের চার মার্গ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সম্যক স্বভাবে নিশ্চিত।

১৪২৮. কোন ধর্মগুলো অনিশ্চিত?

চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, তিন ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিশ্চিত।

১৪২৯. কোন ধর্মগুলো মার্গ-আলম্বন?

কামাবচর কুশলের চার জ্ঞান-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার জ্ঞান-সংযুক্ত ক্রিয়া চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলো মার্গ-আলম্বন হয়, তবে মার্গ-হেতু নয়; মার্গ-অধিপতি হয়, তবে যুগপৎ মার্গ-আলম্বন ও মার্গ-অধিপতি বলা যাবে না। চার আর্যমার্গ মার্গ-আলম্বন নয়, তবে মার্গ-হেতুক; কখনো মার্গ-অধিপতি বলা যাবে, কখনো মার্গ-অধিপতি বলা যাবে না। রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানের কুশল ও ক্রিয়া, ক্রিয়া অহেতুক, উপেক্ষা-সহগত মনোবিজ্ঞানধাতু—এই

ধর্মগুলো মার্গ-আলম্বন হয়; মার্গ-হেতুক ও মার্গ-অধিপতি হয় না; তবে মার্গ-আলম্বন বলা যাবে না। কামাবচর কুশলের চার জ্ঞান-বিযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, সমস্ত অকুশল, কামাবচরের সমস্ত বিপাক, ছয় ক্রিয়া চিত্তোৎপত্তি, রূপাবচর ত্রিক-চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, চতুর্থ ধ্যানের বিপাক, চার অরূপ ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া এবং চার শ্রামণ্যফল—এই ধর্মগুলোকে যুগপৎ মার্গ-আলম্বন, মার্গ-হেতুক ও মার্গ-অধিপতি কোনোটিই বলা যাবে না। রূপ ও নির্বাণ হচ্ছে (পুরোপুরি) অনালম্বন।

১৪৩০. কোন ধর্মগুলো উৎপন্ন?

চার ভূমির বিপাক ও যা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন রূপ—এই ধর্মগুলোকে উৎপন্ন বলা হয়, অবশ্যই উৎপন্ন হবে বলা হয়; তবে অনুৎপন্ন বলা যাবে না। চার ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও যা (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন রূপ—এই ধর্মগুলোকে উৎপন্ন বলা হয়, অনুৎপন্নও বলা হয়, তবে অবশ্যই উৎপন্ন হবে বলা যাবে না। নির্বাণকে কিন্তু উৎপন্ন, অনুৎপন্ন বা অবশ্যই উৎপন্ন হবে কোনোটিই বলা যাবে না।

১৪৩১. নির্বাণ বাদে সব ধর্মই অতীত হয়, ভবিষ্যৎ হয়, বর্তমান হয়। নির্বাণকে কিন্তু অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোনোটিই বলা যাবে না।

১৪৩২. কোন ধর্মগুলো অতীত-আলম্বন?

বিজ্ঞান-আয়তন ও নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অতীত-আলম্বন।

১৪৩৩. এমন একটি চিত্তও নেই যা এককভাবে ভবিষ্যৎ-আলম্বন হয়।

১৪৩৪. কোন ধর্মগুলো বর্তমান-আলম্বন?

দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, তিনটি মনোধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বর্তমান-আলম্বন। কামাবচর কুশলের বিপাক চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের বিপাক, উপেক্ষা-সহগত মনোবিজ্ঞানধাতু, ক্রিয়া অহেতুক ও সৌমনস্য-সহগত মনোবিজ্ঞানধাতু—এই ধর্মগুলোকে যুগপৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-আলম্বন বলা হয়। কামাবচর কুশল, অকুশল, নয়টি ক্রিয়া চিত্তোৎপত্তি, রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানের কুশল ও ক্রিয়া—এই ধর্মগুলোকে কখনো যুগপৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-আলম্বন বলা যাবে; আবার কখনো অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-আলম্বন বলা যাবে না। রূপাবচর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া; চতুর্থ ধ্যানের বিপাক, আকাশ-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন, লোকোত্তরের চার মার্গ ও চার শ্রামণ্যফল—এই ধর্মগুলোকে যুগপৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-আলম্বন বলা যাবে না। রূপ ও নির্বাণ হচ্ছে (পুরোপুরি) অনালম্বন।

১৪৩৫. ইন্দ্রিয়বদ্ধ নয় এমন রূপ ও নির্বাণ বাদে বাকি সব ধর্মই অভ্যন্তরীণ হয়, বাহ্যিক হয়, অভ্যন্তরীণ-বহ্যিক হয়। ইন্দ্রিয়বদ্ধ নয় এমন রূপ ও নির্বাণ (সব সময়) বাহ্যিক।

১৪৩৬. কোন ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণ আলম্বন?

বিজ্ঞান-আয়তন ও নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন—এই ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণ আলম্বন।

১৪৩৭. কোন ধর্মগুলো বাহ্যিক আলম্বন?

রূপাবচর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, চতুর্থ ধ্যানের বিপাক, আকাশ-আয়তন, লোকোত্তরের চার মার্গ ও চার শ্রামণ্যফল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাহ্যিক আলম্বন। রূপ বাদে বাকি সব কামাবচর কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত ধর্ম, রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানের কুশল ও ক্রিয়া—এই ধর্মগুলোই অভ্যন্তরীণ আলম্বন হয়, বাহ্যিক আলম্বন হয়, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক অলম্বন হয়। আকিঞ্চন-আয়তনকে কিন্তু অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন কোনোটিই বলা যাবে না। রূপ ও নির্বাণ হচ্ছে (পুরোপুরি) অনালম্বন।

১৪৩৮. কোন ধর্মগুলো সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ?

রূপ-আয়তন—এই ধর্মটিই হচ্ছে সনিদর্শন ও সপ্রতিঘ।

১৪৩৯. কোন ধর্মগুলো অনিদর্শন কিন্তু সপ্রতিঘ?

চক্ষু-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিদর্শন কিন্তু সপ্রতিঘ।

১৪৪০. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ অনিদর্শন ও অপ্রতিঘ?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, যেই রূপ অনিদর্শন, অপ্রতিঘ ও ধর্ম-আয়তনের অন্তর্গত এবং নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ অনিদর্শন ও অপ্রতিঘ।

অর্থ উদ্ধার দ্বিক

হেতু গুচ্ছ

১৪৪১. কোন ধর্মগুলো হেতু?

তিন প্রকার কুশল-হেতু, তিন প্রকার অকুশল-হেতু, তিন প্রকার অব্যাকৃত-হেতু। অলোভ কুশল-হেতু ও অদ্বেষ কুশল-হেতু চার ভূমির কুশল চিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়। অমোহ কুশল-হেতু কামাবচর কুশলের চার জ্ঞান-বিযুক্ত চিত্তোৎপত্তি বাদে চার ভূমির কুশল চিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়।

লোভ আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। দ্বেষ দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। মোহ সব অকুশল চিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়।

অলোভ বিপাক-হেতু (সহেতুক বিপাক চিত্তগুলোর অলোভ-হেতু) ও অদ্বেষ বিপাক-হেতু কামাবচর বিপাকের অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে চার ভূমির বিপাক চিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়। অমোহ বিপাক-হেতু কামাবচর বিপাকের অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে, চার জ্ঞান-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি বাদে, চার ভূমির বিপাক চিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়।

অলোভ ক্রিয়া-হেতু (সহেতুক ক্রিয়া চিত্তগুলোর অলোভ-হেতু) ও অদ্বেষ ক্রিয়া-হেতু কামাবচর ক্রিয়ার অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে তিন ভূমির ক্রিয়াচিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়। অমোহ ক্রিয়া-হেতু কামাবচর ক্রিয়ার অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে, চার জ্ঞান-বিযুক্ত চিত্তোৎপত্তি বাদে, তিন ভূমির ক্রিয়াচিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু।

১৪৪২. কোন ধর্মগুলো হেতু নয়?

হেতু বাদে, চার ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু নয়।

১৪৪৩. কোন ধর্মগুলো সহেতুক?

সন্দেহযুক্ত ও চঞ্চলতাযুক্ত মোহ বাদে বাদবাকি অকুশল, চার ভূমির কুশল, কামাবচরের বিপাক অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে চার ভূমির বিপাক, কামাবচর ক্রিয়ার অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সহেতুক।

১৪৪৪. কোন ধর্মগুলো অহেতুক?

সন্দেহযুক্ত মোহ, চঞ্চলতাযুক্ত মোহ, দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, তিন প্রকার মনোধাতু, পাঁচ প্রকার অহেতুক মনোবিজ্ঞানধাতু, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অহেতুক।

১৪৪৫. কোন ধর্মগুলো হেতু-সংযুক্ত?

সন্দেহযুক্ত ও চঞ্চলতাযুক্ত মোহ বাদে বাদবাকি অকুশল, চার ভূমির কুশল, কামাবচরের বিপাক অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে চার ভূমির বিপাক, কামাবচর ক্রিয়ার অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু-সংযুক্ত।

১৪৪৬. কোন ধর্মগুলো হেতু-বিযুক্ত?

সন্দেহযুক্ত মোহ, চঞ্চলতাযুক্ত মোহ, দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, তিন প্রকার

মনোধাতু, পাঁচ প্রকার অহেতুক মনোবিজ্ঞানধাতু, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু-বিযুক্ত।

১৪৪৭. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ হেতু ও সহেতুক?

যেখানে দুই বা তিনটি হেতু একসঙ্গে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ হেতু ও সহেতুক।

১৪৪৮. কোন ধর্মগুলো সহেতুক কিন্তু হেতু নয়?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, কামাবচরের বিপাক অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে চার ভূমির বিপাক, কামাবচর ক্রিয়ার অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন হেতু বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সহেতুক কিন্তু হেতু নয়। তবে অহেতুক ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ হেতু ও সহেতুক, কিংবা সহেতুক কিন্তু হেতু নয়।

১৪৪৯. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ হেতু ও হেতু-সংযুক্ত?

যেখানে দুই বা তিনটি হেতু একসঙ্গে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ হেতু ও হেতু-সংযুক্ত।

১৪৫০. কোন ধর্মগুলো হেতু-সংযুক্ত কিন্তু হেতু নয়?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, কামাবচরের বিপাক অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে চার ভূমির বিপাক, কামাবচর ক্রিয়ার অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন হেতু বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু-সংযুক্ত কিন্তু হেতু নয়। তবে হেতু-বিযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ হেতু ও হেতু-সংযুক্ত, কিংবা হেতু-সংযুক্ত কিন্তু হেতু নয়।

১৪৫১. কোন ধর্মগুলো হেতু নয় কিন্তু সহেতুক?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, কামাবচরের বিপাক অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে চার ভূমির বিপাক, কামাবচর ক্রিয়ার অহেতুক চিত্তোৎপত্তি বাদে তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন হেতু বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে হেতু নয় কিন্তু সহেতুক।

১৪৫২. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ হেতু নয় ও অহেতুক?

দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, তিন প্রকার মনোধাতু, পাঁচ প্রকার অহেতুক মনোবিজ্ঞানধাতু, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলো যুগপৎ হেতু নয় ও অহেতুক। তবে হেতু ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো হেতু নয় কিন্তু সহেতুক, কিংবা যুগপৎ হেতু নয় ও সহেতুক।

ক্ষুদ্র অব্যাকৃত দ্বিক

(চূলন্তরদুকং)

১৪৫৩. কোন ধর্মগুলো সপ্রত্যয় বা কারণযুক্ত?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সপ্রত্যয় বা কারণযুক্ত।

১৪৫৪. কোন ধর্মগুলো অপ্রত্যয় বা কারণহীন?

নির্বাণ—এই ধর্মটিই হচ্ছে অপ্রত্যয় বা কারণহীন।

১৪৫৫. কোন ধর্মগুলো সৃষ্ট?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সৃষ্ট।

১৪৫৬. কোন ধর্মগুলো অসৃষ্ট?

নির্বাণ—এই ধর্মটিই হচ্ছে অসৃষ্ট।

১৪৫৭. কোন ধর্মগুলো সনিদর্শন?

রূপ-আয়তন—এই ধর্মটিই হচ্ছে সনিদর্শন।

১৪৫৮. কোন ধর্মগুলো অনিদর্শন?

চক্ষু-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন, চার ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও যেই রূপ অনিদর্শন, অপ্রতিঘ ও ধর্ম-আয়তনের অন্তর্গত, এবং নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিদর্শন।

১৪৫৯. কোন ধর্মগুলো সপ্রতিঘ?

চক্ষু-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সপ্রতিঘ।

১৪৬০. কোন ধর্মগুলো অপ্রতিঘ?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও যেই রূপ অনিদর্শন, অপ্রতিঘ ও ধর্ম-আয়তনের অন্তর্গত, এবং নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অপ্রতিঘ।

১৪৬১. কোন ধর্মগুলো রূপী?

চার মহাভূত ও চার মহাভূত-হতে-উৎপন্ন রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রূপী।

১৪৬২. কোন ধর্মগুলো অরূপী?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অরূপী।

১৪৬৩. কোন ধর্মগুলো লোকীয়?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া

অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে লোকীয়।

১৪৬৪. কোন ধর্মগুলো লোকোত্তর?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে লোকোত্তর। সমস্ত ধর্মই কোনো একটির দ্বারা জানা যায়, আবার কোনো একটির দ্বারা জানা যায় না।

আসব গুচ্ছ

১৪৬৫. কোন ধর্মগুলো আসব?

চার প্রকার আসব; যথা : কাম-আসব, ভব-আসব, দৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যা-আসব। কাম-আসব আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়, ভব-আসব চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়, দৃষ্টি-আসব চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। আর অবিদ্যা-আসব সমস্ত অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব।

১৪৬৬. কোন ধর্মগুলো আসব নয়?

পূর্বোক্ত আসবগুলো বাদে বাদবাকি অকুশল, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব নয়।

১৪৬৭. কোন ধর্মগুলো আসবযুক্ত?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসবযুক্ত।

১৪৬৮. কোন ধর্মগুলো অনাসব?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনাসব।

১৪৬৯. কোন ধর্মগুলো আসব-সংযুক্ত?

দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি ও এই দুই চিত্তে উৎপন্ন মোহ বাদে, সন্দেহযুক্ত ও চঞ্চলতাযুক্ত মোহ বাদে, বাদবাকি অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব-সংযুক্ত।

১৪৭০. কোন ধর্মগুলো আসব-বিযুক্ত?

দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন মোহ, সন্দেহযুক্ত মোহ, চঞ্চলতাযুক্ত মোহ, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব-বিযুক্ত।

১৪৭১. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ আসব ও আসবযুক্ত?

পূর্বোক্ত সেই আসবগুলোই হচ্ছে যুগপৎ আসব ও আসবযুক্ত।

১৪৭২. কোন ধর্মগুলো আসবযুক্ত কিন্তু আসব নয়?

পূর্বোক্ত আসবগুলো বাদে বাদবাকি অকুশল, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসবযুক্ত কিন্তু আসব নয়।

১৪৭৩. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত?

যেখানে দুই বা তিনটি আসব একসঙ্গে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ আসব ও আসব-সংযুক্ত।

১৪৭৪. কোন ধর্মগুলো আসব-সংযুক্ত কিন্তু আসব নয়?

পূর্বোক্ত আসবগুলো বাদে বাদবাকি অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব-সংযুক্ত কিন্তু আসব নয়। তবে আসব-বিযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো আসব কিন্তু আসব-বিযুক্ত, কিংবা আসব-সংযুক্ত ও আসব নয়।

১৪৭৫. কোন ধর্মগুলো আসব-বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত?

দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন মোহ, সন্দেহযুক্ত মোহ, চঞ্চলতাযুক্ত মোহ, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে আসব-বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত।

১৪৭৬. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ আসব-বিযুক্ত ও অনাসব?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ আসব-বিযুক্ত ও অনাসব। তবে আসব-সংযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো আসব-বিযুক্ত কিন্তু আসবযুক্ত, কিংবা যুগপৎ আসব-বিযুক্ত ও অনাসব।

সংযোজন গুচ্ছ

১৪৭৭. কোন ধর্মগুলো সংযোজন?

সংযোজন দশ প্রকার; যথা : কামরাগ-সংযোজন, বিদ্বেষ-সংযোজন, মান-সংযোজন, দৃষ্টি-সংযোজন, সন্দেহ-সংযোজন, শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা-সংযোজন, ভবরাগ-সংযোজন, ঈর্ষা-সংযোজন, কৃপণতা-সংযোজন ও অবিদ্যা-সংযোজন।

কামরাগ-সংযোজন আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। বিদ্বেষ-

সংযোজন দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। মান-সংযোজন চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। দৃষ্টি-সংযোজন চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। সন্দেহ-সংযোজন সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণা-সংযোজন চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। ভবরাগ-সংযোজন চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। ঈর্ষা-সংযোজন ও কৃপণতা-সংযোজন দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা-সংযোজন সমস্ত অকুশলের মাঝেই উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন।

১৪৭৮. কোন ধর্মগুলো সংযোজন নয়?

পূর্বোক্ত দশটি সংযোজন বাদে বাদবাকি অকুশল, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন নয়।

১৪৭৯. কোন ধর্মগুলো সংযোজনের উপযোগী?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজনের উপযোগী।

১৪৮০. কোন ধর্মগুলো সংযোজনের উপযোগী নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজনের উপযোগী নয়।

১৪৮১. কোন ধর্মগুলো সংযোজন-সংযুক্ত?

চঞ্চলতাযুক্ত মোহ বাদে বাদবাকি অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন-সংযুক্ত।

১৪৮২. কোন ধর্মগুলো সংযোজন-বিযুক্ত?

চঞ্চলতাযুক্ত মোহ, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন-বিযুক্ত।

১৪৮৩. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজনের উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই সংযোজনগুলোই হচ্ছে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজনের উপযোগী।

১৪৮৪. কোন ধর্মগুলো সংযোজনের উপযোগী কিন্তু সংযোজন নয়?

পূর্বোক্ত দশটি সংযোজন বাদে বাদবাকি অকুশল, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজনের উপযোগী কিন্তু সংযোজন নয়। তবে

সংযোজনের উপযোগী নয় এমন ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজনের উপযোগী, কিংবা সংযোজনের উপযোগী কিন্তু সংযোজন নয়।

১৪৮৫. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত?

যেখানে দুই বা তিনটি সংযোজন একসঙ্গে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত।

১৪৮৬. কোন ধর্মগুলো সংযোজন-সংযুক্ত কিন্তু সংযোজন নয়?

পূর্বোক্ত দশটি সংযোজন বাদে বাদবাকি অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন-সংযুক্ত কিন্তু সংযোজন নয়। তবে সংযোজন-বিযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ সংযোজন ও সংযোজন-সংযুক্ত, কিংবা সংযোজন-সংযুক্ত কিন্তু সংযোজন নয়।

১৪৮৭. কোন ধর্মগুলো সংযোজন-বিযুক্ত কিন্তু সংযোজন নয়?

চঞ্চলতাযুক্ত মোহ, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সংযোজন-বিযুক্ত কিন্তু সংযোজন নয়।

১৪৮৮. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ সংযোজন-বিযুক্ত ও সংযোজনের উপযোগী?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ সংযোজন-বিযুক্ত ও সংযোজনের উপযোগী। তবে সংযোজন-বিযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো সংযোজন-বিযুক্ত কিন্তু সংযোজনের উপযোগী, কিংবা যুগপৎ সংযোজন-বিযুক্ত ও সংযোজনের উপযোগী নয়।

গ্রন্থি বা গিঁট গুচ্ছ

১৪৮৯. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি বা গিঁট?

গ্রন্থি বা গিঁট চার প্রকার; যথা : লালসার কায়গ্রন্থি (অভিজ্ঝা কাযগন্থো), বিদ্বেষের কায়গ্রন্থি (ব্যাপাদো কাযগন্থো), শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণার কায়গ্রন্থি (সীলব্বতপরামাস কাযগন্থো) এবং এটিই সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণার কায়গ্রন্থি (ইদংসচ্চাভিনিৰেসো কাযগন্থো)।

লালসার কায়গ্রন্থি আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। বিদ্বেষের কায়গ্রন্থি দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। শীল ও ব্রতে শুদ্ধির মিথ্যা ধারণার কায়গ্রন্থি ও এটিই সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণার কায়গ্রন্থি

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি বা গিঁট।

১৪৯০. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি বা গিঁট নয়?

পূর্বোক্ত চারটি গ্রন্থি বাদে বাদবাকি অকুশল, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি বা গিঁট নয়।

১৪৯১. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থির উপযোগী?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থির উপযোগী।

১৪৯২. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থির উপযোগী নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থির উপযোগী নয়।

১৪৯৩. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি-সংযুক্ত?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন লোভ বাদে, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, এই দুই চিত্তে উৎপন্ন বিদ্বেষ বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি-সংযুক্ত।

১৪৯৪. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি-বিযুক্ত?

চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন লোভ, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন বিদ্বেষ, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি-বিযুক্ত।

১৪৯৫. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থির উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই চার ধরনের গ্রন্থিই হচ্ছে যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থির উপযোগী।

১৪৯৬. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থির উপযোগী কিন্তু গ্রন্থি নয়?

পূর্বোক্ত সেই চার ধরনের গ্রন্থি বাদে বাদবাকি অকুশল, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থির উপযোগী কিন্তু গ্রন্থি নয়। তবে গ্রন্থির উপযোগী নয় এমন ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থির উপযোগী, কিংবা গ্রন্থির উপযোগী কিন্তু গ্রন্থি নয়।

১৪৯৭. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত?

যেখানে দৃষ্টি ও লোভ একসঙ্গে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ

গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত।

১৪৯৮. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি-সংযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নয়?

আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন গ্রন্থি বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি-সংযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নয়। তবে গ্রন্থি-বিযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সংযুক্ত, কিংবা গ্রন্থি-সংযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নয়।

১৪৯৯. কোন ধর্মগুলো গ্রন্থি-বিযুক্ত কিন্তু গ্রন্থির উপযোগী?

চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন লোভ, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন বিদ্বেষ, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গ্রন্থি-বিযুক্ত কিন্তু গ্রন্থির উপযোগী।

১৫০০. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ গ্রন্থি-বিযুক্ত ও গ্রন্থির উপযোগী নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ গ্রন্থি-বিযুক্ত ও গ্রন্থির উপযোগী নয়।

প্লাবন (ওঘ) গুচ্ছ

১৫০১. কোন ধর্মগুলো প্লাবন (ওঘ)... ।

যোগ গুচ্ছ

১৫০২. কোন ধর্মগুলো যোগ... ।

বাধা (নীবরণ) গুচ্ছ

১৫০৩. কোন ধর্মগুলো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা?

বাধা বা প্রতিবন্ধকতা ছয় প্রকার; যথা : কামচ্ছন্দ বাধা, বিদ্বেষ বাধা, আলস্য-তন্দ্রা বাধা, চঞ্চলতা-অনুতাপ বাধা, সন্দেহ বাধা ও অবিদ্যা বাধা।

কামচ্ছন্দ বাধা আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়, বিদ্বেষ বাধা দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়, আলস্য-তন্দ্রা সসাংস্কারিক অকুশল চিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়, চঞ্চলতা বাধা চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়, অনুতাপ বাধা দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়, সন্দেহ বাধা সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়, আর অবিদ্যা বাধা সমস্ত অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা।

১৫০৪. কোন ধর্মগুলো বাধা নয়?

পূর্বোক্ত পাঁচটি বাধা বাদে বাদবাকি অকুশল, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা নয়।

১৫০৫. কোন ধর্মগুলো বাধার উপযোগী?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধার উপযোগী।

১৫০৬. কোন ধর্মগুলো বাধার উপযোগী নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধার উপযোগী নয়।

১৫০৭. কোন ধর্মগুলো বাধা-সংযুক্ত?

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা-সংযুক্ত।

১৫০৮. কোন ধর্মগুলো বাধা-বিযুক্ত?

চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা-বিযুক্ত।

১৫০৯. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ বাধা ও বাধার উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই পাঁচটি বাধাই হচ্ছে যুগপৎ বাধা ও বাধার উপযোগী।

১৫১০. কোন ধর্মগুলো বাধার উপযোগী কিন্তু বাধা নয়?

পূর্বোক্ত সেই পাঁচটি বাধা বাদে বাদবাকি অকুশল, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধার উপযোগী কিন্তু বাধা নয়। তবে বাধার উপযোগী নয় এমন ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ বাধা ও বাধার উপযোগী, কিংবা বাধার উপযোগী কিন্তু বাধা নয়।

১৫১১. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত?

যেখানে দুই বা তিনটি বাধা একসঙ্গে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত।

১৫১২. কোন ধর্মগুলো বাধা-সংযুক্ত কিন্তু বাধা নয়?

পূর্বোক্ত সেই পাঁচটি বাধা বাদে বাদবাকি অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা-সংযুক্ত কিন্তু বাধা নয়। তবে বাধা-বিযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ বাধা ও বাধা-সংযুক্ত, কিংবা বাধা-সংযুক্ত কিন্তু বাধা নয়।

১৫১৩. কোন ধর্মগুলো বাধা-বিযুক্ত কিন্তু বাধার উপযোগী?

তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাধা-বিযুক্ত কিন্তু বাধার উপযোগী।

১৫১৪. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ বাধা-বিযুক্ত ও বাধার উপযোগী নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ বাধা-বিযুক্ত ও বাধার উপযোগী নয়। তবে বাধা-সংযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো বাধা-বিযুক্ত কিন্তু বাধার উপযোগী, কিংবা যুগপৎ বাধা-বিযুক্ত ও বাধার উপযোগী নয়।

পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা) গুচ্ছ

১৫১৫. কোন ধর্মগুলো পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা)?

দৃষ্টি-পরামাস চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মটিই হচ্ছে পরামাস।

১৫১৬. কোন ধর্মগুলো পরামাস (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা) নয়?

পূর্বোক্ত পরামাস ধর্মটি বাদে বাদবাকি অকুশল, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস নয়।

১৫১৭. কোন ধর্মগুলো পরামৃষ্ট (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার অবস্থা)?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামৃষ্ট।

১৫১৮. কোন ধর্মগুলো পরামৃষ্ট নয় (দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার অবস্থা নয়)?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামৃষ্ট নয়।

১৫১৯. কোন ধর্মগুলো পরামাস-সংযুক্ত?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন পরামাস বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস-সংযুক্ত।

১৫২০. কোন ধর্মগুলো পরামাস-বিযুক্ত?

চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস-বিযুক্ত। তবে পরামাস ধর্মটিকে এমনটি বলা যাবে না যে, এটি পরামাস-সংযুক্ত, কিংবা পরামাস-বিযুক্ত।

১৫২১. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ পরামাস ও পরামৃষ্ট?

পূর্বোক্ত সেই পরামাস ধর্মটিই হচ্ছে যুগপৎ পরামাস ও পরামৃষ্ট।

১৫২২. কোন ধর্মগুলো পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নয়?

পূর্বোক্ত সেই পরামাস ধর্মটি বাদে বাদবাকি অকুশল, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নয়। তবে পরামৃষ্ট নয় ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ পরামাস ও পরামৃষ্ট, কিংবা পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নয়।

১৫২৩. কোন ধর্মগুলো পরামাস-বিযুক্ত কিন্তু পরামৃষ্ট?

চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে পরামাস-বিযুক্ত কিন্তু পরামৃষ্ট।

১৫২৪. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ পরামাস-বিযুক্ত ও অপরামৃষ্ট?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ পরামাস-বিযুক্ত ও অপরামৃষ্ট। তবে যুগপৎ পরামাস ও পরামাস-সংযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো পরামাস-বিযুক্ত কিন্তু পরামৃষ্ট, কিংবা যুগপৎ পরামাস-বিযুক্ত ও অপরামৃষ্ট।

মহা অব্যাকৃত দ্বিক

(মহন্তরদুকং)

১৫২৫. কোন ধর্মগুলো আলম্বনযুক্ত?

চার ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত—এই ধর্মগুলো আলম্বনযুক্ত।

১৫২৬. কোন ধর্মগুলো অনালম্বন?

রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনালম্বন।

১৫২৭. কোন ধর্মগুলো চিত্ত?

চক্ষুবিজ্ঞান, কর্ণবিজ্ঞান, নাসিকাবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত।

১৫২৮. কোন ধর্মগুলো চিত্ত নয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত নয়।

১৫২৯. কোন ধর্মগুলো চৈতসিক?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চৈতসিক।

১৫৩০. কোন ধর্মগুলো চৈতসিক নয়?

চিত্ত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চৈতসিক নয়।

১৫৩১. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংযুক্ত?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলো চিত্ত-সংযুক্ত।

১৫৩২. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-বিযুক্ত?

রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-বিযুক্ত। তবে চিত্তকে এমনটি বলা যাবে না যে, এটি চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিংবা চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

১৫৩৩. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট।

১৫৩৪. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট নয়?

রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট নয়। তবে চিত্তকে এমনটি বলা যাবে না যে, এটি চিত্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিংবা চিত্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

১৫৩৫. কোন ধর্মগুলো চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি, অথবা চিত্ত হতে জাত, চিত্তহেতুক ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অন্য যা কিছু রূপ আছে—রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শযোগ্য-আয়তন, আকাশধাতু, আপধাতু, রূপের হালকা ভাব (লহুতা), রূপের কোমলতা (মুদুতা), রূপের কর্মক্ষমতা (কম্মঞ্ঞতা), রূপের উপচয়, রূপের প্রবাহ (সন্ততি) ও কবলীকৃত আহার—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত।

১৫৩৬. কোন ধর্মগুলো চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয়।

১৫৩৭. কোন ধর্মগুলো চিত্তের সহগামী (চিত্তসহভুনো)?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, কায়বিজ্ঞপ্তি ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্তের সহগামী।

১৫৩৮. কোন ধর্মগুলো চিত্তের সহগামী নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্তের সহগামী নয়।

১৫৩৯. কোন ধর্মগুলো চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল (চিত্তানুপরিৰত্তিনো)?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, কায়বিজ্ঞপ্তি ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

১৫৪০. কোন ধর্মগুলো চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়।

১৫৪১. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত।

১৫৪২. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ও চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত নয়।

১৫৪৩. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী।

১৫৪৪. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্তের সহগামী নয়।

১৫৪৫. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

১৫৪৬. কোন ধর্মগুলো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়?

চিত্ত, বাদবাকি রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তের দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ও চিত্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়।

১৫৪৭. কোন ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণ? চক্ষু-আয়তন... মন-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ।

১৫৪৮. কোন ধর্মগুলো বাহ্যিক?

রূপ-আয়তন... ধর্ম-আয়তন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বাহ্যিক।

১৫৪৯. কোন ধর্মগুলো মহাভূত-হতে-উৎপন্ন?

চক্ষু-আয়তন... কবলীকৃত আহার—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মহাভূত-হতে-উৎপন্ন।

১৫৫০. কোন ধর্মগুলো মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয়?

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, চার মহাভূত ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে মহাভূত-হতে-উৎপন্ন নয়।

১৫৫১. কোন ধর্মগুলো গৃহীত?

তিন ভূমির বিপাক ও যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে গৃহীত।

১৫৫২. কোন ধর্মগুলো অগৃহীত?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, যেই রূপ (পূর্বজন্মে) কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন, লোকোত্তরের চার মার্গ ও চার শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অগৃহীত।

উপাদান গুচ্ছ

১৫৫৩. কোন ধর্মগুলো উপাদান?

উপাদান চার প্রকার; যথা : কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান।

কাম-উপাদান আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান।

১৫৫৪. কোন ধর্মগুলো উপাদান নয়?

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি কুশল, অকুশল ও তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান নয়।

১৫৫৫. কোন ধর্মগুলো উপাদানের উপযোগী?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদানের উপযোগী।

১৫৫৬. কোন ধর্মগুলো উপাদানের উপযোগী নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে

উপাদানের উপযোগী নয়।

১৫৫৭. কোন ধর্মগুলো উপাদান-সংযুক্ত?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি এবং এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন লোভ বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান-সংযুক্ত।

১৫৫৮. কোন ধর্মগুলো উপাদান-বিযুক্ত?

চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন লোভ, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান-বিযুক্ত।

১৫৫৯. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ উপাদান ও উপাদানের উপযোগী?

পূর্বোক্ত সেই উপাদান ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ উপাদান ও উপাদানের উপযোগী।

১৫৬০. কোন ধর্মগুলো উপাদানের উপযোগী কিন্তু উপাদান নয়?

পূর্বোক্ত সেই উপাদন ধর্মগুলো বাদে বাদবাকি অকুশল, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদানের উপযোগী কিন্তু উপাদান নয়। তবে উপাদানের উপযোগী নয় এমন ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ উপাদান ও উপাদানের উপযোগী, কিংবা উপাদানের উপযোগী কিন্তু উপাদান নয়।

১৫৬১. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত?

যেখানে দৃষ্টি ও লোভ একসঙ্গে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত।

১৫৬২. কোন ধর্মগুলো উপাদান-সংযুক্ত কিন্তু উপাদান নয়?

আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি ও এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন উপাদান বাদে—এই ধর্মগুলো উপাদান-সংযুক্ত কিন্তু উপাদান নয়। তবে উপাদান-বিযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ উপাদান ও উপাদান-সংযুক্ত, কিংবা উপাদান-সংযুক্ত কিন্তু উপাদান নয়।

১৫৬৩. কোন ধর্মগুলো উপাদান-বিযুক্ত কিন্তু উপাদানের উপযোগী?

চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন লোভ, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া

অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপাদান-বিযুক্ত কিন্তু উপাদানের উপযোগী।

১৫৬৪. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ উপাদান-বিযুক্ত ও উপাদানের উপযোগী নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ উপাদান-বিযুক্ত ও উপাদানের উপযোগী নয়। তবে উপাদান-সংযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো উপাদান-বিযুক্ত কিন্তু উপাদানের উপযোগী, কিংবা যুগপৎ উপাদান-বিযুক্ত ও উপাদানের উপযোগী নয়।

কলুষতা (কলুষ) গুচ্ছ

১৫৬৫. কোন ধর্মগুলো কলুষতা (কলুষ)?

কলুষতা বা কলুষ দশ প্রকার; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, সন্দেহ, আলস্য, চঞ্চলতা, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা।

লোভ আট লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। দ্বেষ দুই দৌর্মনস্য-সহগত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। মোহ সমস্ত অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয়। মান চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। দৃষ্টি চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। সন্দেহ সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তিতে উৎপন্ন হয়। আলস্য সসাংস্কারিক অকুশল চিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়। চঞ্চলতা, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা সমস্ত অকুশল চিত্তগুলোতে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা বা কলুষ।

১৫৬৬. কোন ধর্মগুলো কলুষতা নয়?

পূর্বোক্ত দশটি কলুষতা বাদে বাদবাকি অকুশল, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা নয়।

১৫৬৭. কোন ধর্মগুলো কলুষতাজনক?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলো কলুষতাজনক।

১৫৬৮. কোন ধর্মগুলো কলুষতাজনক নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতাজনক নয়।

১৫৬৯. কোন ধর্মগুলো কলুষিত?

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষিত।

১৫৭০. কোন ধর্মগুলো অকলুষিত?

চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অকলুষিত।

১৫৭১. কোন ধর্মগুলো কলুষতা-সংযুক্ত?

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা-সংযুক্ত।

১৫৭২. কোন ধর্মগুলো কলুষতা-বিযুক্ত?

চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ, নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা-বিযুক্ত।

১৫৭৩. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতাজনক?

পূর্বোক্ত দশটি কলুষতাই হচ্ছে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতাজনক।

১৫৭৪. কোন ধর্মগুলো কলুষতাজনক কিন্তু কলুষতা নয়?

পূর্বোক্ত দশটি কলুষতা বাদে বাদবাকি অকুশল, তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতাজনক কিন্তু কলুষতা নয়। তবে কলুষতাজনক নয় ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতাজনক, কিংবা কলুষতাজনক কিন্তু কলুষতা নয়।

১৫৭৫. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষিত?

পূর্বোক্ত দশটি কলুষতাই হচ্ছে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষিত।

১৫৭৬. কোন ধর্মগুলো কলুষিত কিন্তু কলুষতা নয়?

পূর্বোক্ত দশটি কলুষতা বাদে বাদবাকি অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষিত কিন্তু কলুষতা নয়। তবে অকলুষিত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষিত, কিংবা কলুষিত কিন্তু কলুষতা নয়।

১৫৭৭. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত?

যেখানে দুই বা তিনটি কলুষতা একসঙ্গে উৎপন্ন হয়—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত।

১৫৭৮. কোন ধর্মগুলো কলুষতা-সংযুক্ত কিন্তু কলুষতা নয়?

পূর্বোক্ত দশটি কলুষতা বাদে বাদবাকি অকুশল—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা-সংযুক্ত কিন্তু কলুষতা নয়। তবে কলুষতা-বিযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো যুগপৎ কলুষতা ও কলুষতা-সংযুক্ত, কিংবা কলুষতা-সংযুক্ত কিন্তু কলুষতা নয়।

১৫৭৯. কোন ধর্মগুলো কলুষতা-বিযুক্ত কিন্তু কলুষতাজনক?

তিন ভূমির কুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কলুষতা-বিযুক্ত কিন্তু কলুষতাজনক।

১৫৮০. কোন ধর্মগুলো যুগপৎ কলুষতা-বিযুক্ত ও কলুষতাজনক নয়?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে যুগপৎ কলুষতা-বিযুক্ত ও কলুষতাজনক নয়। তবে কলুষতা-সংযুক্ত ধর্মগুলোকে এমনটি বলা যাবে না যে, সেগুলো কলুষতা-বিযুক্ত কিন্তু কলুষতাজনক, কিংবা যুগপৎ কলুষতা-বিযুক্ত ও কলুষতাজনক নয়।

সম্পূরক দ্বিক

(পিট্ঠিদুকং)

১৫৮১. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি ও সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য। চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি ও দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলো কখনো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য, আবার কখনো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়।

১৫৮২. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়?

চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়।

১৫৮৩. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য?

চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য। চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলো কখনো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য, আবার কখনো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়।

১৫৮৪. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য নয়।

১৫৮৫. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন মোহ বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-

হেতুক। চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলো কখনো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক, আবার কখনো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়।

১৫৮৬. কোন ধর্মগুলো দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়?

সন্দেহযুক্ত মোহ, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দেখার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়।

১৫৮৭. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক?

চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন মোহ বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক। চার দৃষ্টিগত-বিযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলো কখনো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক, আবার কখনো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়।

১৫৮৮. কোন ধর্মগুলো ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে ভাবনার মাধ্যমে পরিত্যাজ্য-হেতুক নয়।

১৫৮৯. কোন ধর্মগুলো বিতর্কযুক্ত (সৰিতক্কা)?

কামাবচর কুশল, অকুশল, কামাবচর কুশলের এগারোটি বিপাক চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের বিপাক চিত্ত দুই, ক্রিয়া চিত্ত এগারো, রূপাবচর প্রথম ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তরের প্রথম ধ্যানের কুশল ও বিপাক, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন বিতর্ক বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিতর্কযুক্ত।

১৫৯০. কোন ধর্মগুলো অবিতর্ক?

দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, রূপাবচর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, চার অরূপবচরের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, বিতর্ক, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অবিতর্ক।

১৫৯১. কোন ধর্মগুলো বিচারযুক্ত (সৰিচারা)?

কামাবচর কুশল, অকুশল, কামাবচর কুশলের এগারোটি বিপাক চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের বিপাক চিত্ত দুই, ক্রিয়াচিত্ত এগারো, রূপাবচর একক ও দ্বিক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তরের একক ও দ্বিক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন বিচার বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে

বিচারযুক্ত।

১৫৯২. কোন ধর্মগুলো বিচারহীন (অৰিচারা)?

দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, রূপাবচর ত্রিক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, চার অরূপবচরের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর ত্রিক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, বিচার, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে বিচারহীন।

১৫৯৩. কোন ধর্মগুলো প্রীতিযুক্ত?

কামাবচর কুশলের চার সৌমনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের চার, কামাবচর কুশলের বিপাক পাঁচটি, ক্রিয়া পাঁচটি, রূপাবচর দ্বিক ও ত্রিক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর দ্বিক ও ত্রিক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন প্রীতি বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতিযুক্ত।

১৫৯৪. কোন ধর্মগুলো প্রীতিহীন?

কামাবচর কুশলের চার উপেক্ষা-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের আটটি, কামাবচর কুশলের বিপাক এগারোটি, অকুশলের বিপাক সাতটি, ক্রিয়া ছয়টি, রূপাবচর দ্বিক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, চার অরূপের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর দ্বিক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, প্রীতি, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতিহীন।

১৫৯৫. কোন ধর্মগুলো প্রীতি-সহগত?

কামাবচর কুশলের চার সৌমনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের চারটি, কামাবচর কুশলের বিপাক পাঁচটি, ক্রিয়া পাঁচটি, রূপাবচর কুশলের দ্বিক ও ত্রিক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর দ্বিক ও ত্রিক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন প্রীতি বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতি-সহগত।

১৫৯৬. কোন ধর্মগুলো প্রীতি-সহগত নয়?

কামাবচর কুশলের চার উপেক্ষা-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের আটটি, কামাবচর কুশলের বিপাক এগারোটি, অকুশলের বিপাক সাতটি, ক্রিয়া ছয়টি, রূপাবচর দ্বিক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, চার অরূপের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর দ্বিক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, প্রীতি, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে প্রীতি-সহগত নয়।

১৫৯৭. কোন ধর্মগুলো সুখ-সহগত?

কামাবচর কুশলের চার সৌমনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের চারটি, কামাবচর কুশলের বিপাক ছয়টি, ক্রিয়া পাঁচটি, রূপাবচর কুশলের ত্রিক ও

চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন সুখ বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সুখ-সহগত।

১৫৯৮. কোন ধর্মগুলো সুখ-সহগত নয়?

কামাবচর কুশলের চার উপেক্ষা-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের আটটি, কামাবচর কুশলের বিপাক দশটি, অকুশলের বিপাক সাতটি, ক্রিয়া ছয়টি, রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, চার অরূপের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর চতুর্থ ধ্যানের কুশল ও বিপাক, সুখ, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সুখ-সহগত নয়।

১৫৯৯. কোন ধর্মগুলো উপেক্ষা-সহগত?

কামাবচর কুশলের চার উপেক্ষা-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের ছয়টি, কামাবচর কুশলের বিপাক দশটি, অকুশলের বিপাক ছয়টি, ক্রিয়া ছয়টি, রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, চার অরূপের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর চতুর্থ ধ্যানের কুশল ও বিপাক, এই সমস্ত চিত্তে উৎপন্ন উপেক্ষা বাদে—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপেক্ষা-সহগত।

১৬০০. কোন ধর্মগুলো উপেক্ষা-সহগত নয়?

কামাবচর কুশলের চার সৌমনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি, অকুশলের ছয়টি, কামাবচর কুশলের বিপাক ছয়টি, অকুশলের বিপাক একটি, ক্রিয়া পাঁচটি, রূপাবচর কুশলের ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া, লোকোত্তর ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের কুশল ও বিপাক, উপেক্ষা, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে উপেক্ষ-সহগত নয়।

১৬০১. কোন ধর্মগুলো কামাবচর?

কামাবচর কুশল, অকুশল, সমস্ত কামাবচর বিপাক, কামাবচর ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কামাবচর।

১৬০২. কোন ধর্মগুলো কামাবচর নয়?

রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে কামাবচর নয়।

১৬০৩. কোন ধর্মগুলো রূপাবচর?

রূপাবচর চতুষ্ক ও পঞ্চক ধ্যানের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রূপাবচর।

১৬০৪. কোন ধর্মগুলো রূপাবচর নয়?

কামাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রূপাবচর

নয়।

১৬০৫. কোন ধর্মগুলো অরূপাবচর?

চার অরূপের কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অরূপাবচর।

১৬০৬. কোন ধর্মগুলো অরূপাবচর নয়?

কামাবচর, রূপাবচর ও লোকোত্তর—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অরূপাবচর নয়।

১৬০৭. কোন ধর্মগুলো অন্তর্গত (পরিযাপন্না)?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অন্তর্গত।

১৬০৮. কোন ধর্মগুলো অনন্তর্গত (অপরিযাপন্না)?

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনন্তর্গত।

১৬০৯. কোন ধর্মগুলো দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকা)?

লোকোত্তরের চার মার্গ (স্রোতাপত্তিমার্গ, সকৃদাগামীমার্গ, অনাগামীমার্গ ও অর্হত্ত্বমার্গ)—এই ধর্মগুলো হচ্ছে দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (নিয্যানিকা)।

১৬১০. কোন ধর্মগুলো দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয় (অনিয্যানিকা)?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয় (অনিয্যানিকা)।

১৬১১. কোন ধর্মগুলো নিশ্চিত (নিযতা)?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, দুই দৌর্মনস্য-সহগত চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলো কখনো নিশ্চিত, আবার কখনো অনিশ্চিত। লোকোত্তরের চার মার্গ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে নিশ্চিত।

১৬১২. কোন ধর্মগুলো অনিশ্চিত (অনিযতা)?

চার দৃষ্টিগত-সংযুক্ত লোভমূলক চিত্তোৎপত্তি, সন্দেহযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, চঞ্চলতাযুক্ত চিত্তোৎপত্তি, তিন ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনিশ্চিত।

১৬১৩. কোন ধর্মগুলো সউত্তর?

তিন ভূমির কুশল, অকুশল, তিন ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া

অব্যাকৃত ও সমস্ত রূপ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে সউত্তর।

১৬১৪. কোন ধর্মগুলো অনুত্তর**?**

লোকোত্তরের চার মার্গ, চার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে অনুত্তর।

১৬১৫. কোন ধর্মগুলো রণযুক্ত**?**

বারোটি অকুশল চিত্তোৎপত্তি—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রণযুক্ত।

১৬১৬. কোন ধর্মগুলো রণহীন**?**

চার ভূমির কুশল, চার ভূমির বিপাক, তিন ভূমির ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ ও নির্বাণ—এই ধর্মগুলোই হচ্ছে রণহীন।

অর্থ উদ্ধার সমাপ্ত।

অভিধর্মপিটকে ধর্মসঙ্গণী সমাপ্ত।

* * *

অভিধর্মপিটকে

বিভঙ্গ

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশক :
শ্রীমৎ ধর্মরত্ন স্থবির

প্রকাশকাল :
পরম পূজ্য গুরুদেব বিদর্শনাচার্য প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের'র
ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত।
২০ জুলাই ২০১২ খ্রি., ২৫৫৬ বুদ্ধাব্দ
৫ শ্রাবণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় প্রকাশক :
বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্যে ২০১৪ সালে স্থবিরে উন্নীত ভিক্ষুসংঘ

প্রকাশকাল :
প্রবারণা পূর্ণিমা
৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি., ২৫৫৮ বুদ্ধাব্দ
২২ আশ্বিন ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

সূচিপত্র

অভিধর্মপিটকে বিভঙ্গ

অনুবাদকের উৎসর্গ

যে মাতাপিতার হৃদয় সন্তানদের জন্য সদা মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষায় পরিপূর্ণ; যারা সন্তানের পক্ষে ব্রহ্মতুল্য আদি গুরু; যাদের সুশীতল অভয়াশ্রয়ে আমি পালিত, বর্ধিত ও জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছি; যারা আমাকে দুঃখমুক্তি ও সদ্ধর্মসেবায় পবিত্র বুদ্ধশাসনে পুলকিত অন্তরে দান করেছেন; আমার সেই চির কল্যাণকামী, অনন্তগুণী পিতা—সারল্যের মূর্ত প্রতীক, ধর্মপ্রাণ উপাসক দীপক প্রসাদ বড়ুয়া ও স্নেহময়ী মাতা—শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা প্রগতি বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি রক্ষাকল্পে আমার বহু শ্রম-সাধনায় অনূদিত এই পবিত্র অভিধর্মপিটকীয় 'বিভঙ্গ' গ্রন্থটি পরম কৃতজ্ঞতায় উৎসর্গ করলাম। এই অনুবাদজনিত বিপুল পুণ্যরাশি তাদের নিরোগ, স্বচ্ছন্দময় সুদীর্ঘ ধর্মজীবন লাভের তথা পরম শান্তি নির্বাণ সাক্ষাতের হেতু হোক, এই শুভ চেতনায় দান করলাম।

ইতি

জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু

প্রকাশকের উৎসর্গ ও পুণ্য সমর্পণ

ধর্মপিতা আমার উপাধ্যায় জোবরা সুগত বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত শীলরক্ষিত মহাস্থবির (গুরু ভন্তের) এবং ত্রিকাল গুরুদের নৈর্বাণিক শান্তি কামনায় এ গ্রন্থখানি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার্ঘ্য ও কৃতজ্ঞতা পূজার নিদর্শনস্বরূপ উৎসর্গ করলাম। এবং যাঁদের অক্লান্ত জীবনাহুতির দরুন এই মনুষ্যজীবন লাভ করেছি। যাঁদের অনন্ত অসীম মায়া-মমতা, স্নেহে এই জীবন লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছে; চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার লাঠিছড়ি পশ্চিম পাড়া ডাবুয়া গ্রামের দাদু নন্দকুমার কবিরাজ বাড়ির সন্তান সেই ব্রহ্মতুল্য পরম হিতকামী পিতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (অব.) প্রধান শিক্ষক অমিয় বড়ুয়া এবং মাতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (অব.) সহকারী শিক্ষিকা নিভা বড়ুয়া। এ ছাড়াও জেঠু (অব.) শিক্ষক অমূল্যরঞ্জন বড়ুয়া, শিক্ষিকা (বড় মা) আরতি বড়ুয়া, কাকা (অব.) শিক্ষক ও ডা. দীপক বড়ুয়া, (ছোটো মা) ডা. নিভা বড়ুয়া, বড় দাদা, বড় দিদি, ছোটো ভাই-বোনসহ আমি যে সব জায়গায় শ্রামণ্য ও ভিক্ষুজীবন অতিবাহিত করে যাচ্ছি সেসব গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী সকল গ্রামের জ্ঞাতিমিত্রদের উদ্দেশ্যে নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক, এই প্রত্যয়ে এ গ্রন্থখানির প্রকাশজনিত পুণ্যরাশি দান করছি।

ধর্মরত্ন স্থবির
অধ্যক্ষ
পূর্ব ইদিলপুর পূর্ণানন্দ বিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম।

দ্বিতীয় প্রকাশকবৃন্দের কথা

বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম এই ত্রিপিটকের মধ্যে অভিধর্মপিটক মোট সাত খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থগুলো হচ্ছে, ধর্মসঙ্গণী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্ঠান। ক্রম অনুসারে অভিধর্মপিটকে *বিভঙ্গ* গ্রন্থের অবস্থান দ্বিতীয়। *বিভঙ্গ* বইটি বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন রাঙামাটি জেলাধীন ওয়াগ্গা জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত ক্ষেমাংকর মহাস্থবির মহোদয় আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে। তবে অনুবাদের ভাষা না-পালি, না-বাংলা। তাই বরাবরের মতোই *বিভঙ্গ* বইটির প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে আজ থেকে বছর দেড়েক আগে *সংযুক্ত-নিকায় ষড়ায়তন বর্গের* অনুবাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থবির মহোদয় *বিভঙ্গ* গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তার অনুবাদ তুলনামূলকভাবে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। এহেন দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষীদের উপহার দেওয়ায় আমরা শ্রদ্ধেয় অনুবাদক মহোদয়কে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ।

এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে, ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে অধুনা পরিনির্বাপিত পূজ্য বনভন্তের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর অনুশীলনভিত্তিক ধর্মনিষ্ঠ আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ম্রিয়মান ও হৃতগৌরব বৌদ্ধধর্ম আজ সুনীল আকাশে ধ্রুবতারার মতো গৌরবোজ্জ্বল। বাংলাদেশের স্মরণকালের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বুদ্ধ তথাগতের পরম পবিত্র চিরায়ত উপদেশবাণীকে কালের দোহাই দিয়ে বিসর্জন দেননি। শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে, অসামান্য আয়াস স্বীকার করে পরম যত্নসহকারে আপন জীবনে সেগুলোর সম্যক অনুশীলন করে পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে সশরীরে সবাক ও বর্ষণমুখর হয়ে সপ্রাণ উপস্থিত নেই বটে। তার পরও শত শত ভিক্ষু-শ্রামণ ও লাখো ভক্তবৃন্দের মাঝে তিনি যে প্রেরণাদায়ী ও জ্ঞানসঞ্চারী মহান জীবনাদর্শ ও শিক্ষা রেখে গিয়েছেন সেগুলোর কোনো মৃত্যু নেই। আমরা যদি তাঁর সেই মহান জীবনাদর্শ ও শিক্ষাকে আপনাপন জীবনে লালন করি, চর্চা করি, তাহলে তিনি আমাদের মাঝেই বেঁচে থাকবেন অনন্ত কাল ধরে। আমরা মনেপ্রাণে সেই কামনাই করি।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে ও টেকসই উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধিকল্পে আমাদের সকলের পবিত্র ত্রিপিটকে বিধৃত প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে মাতৃভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করতে হবে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। তারপর সেগুলোর সম্যক অনুশীলন করে ধর্মনিষ্ঠ জীবন গঠন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্যে আমরা যারা (সতেরো জন ভিক্ষু) এই বছর ভিক্ষুজীবনের দশম বর্ষা পূর্ণ করে সম্মতি-স্থবিরপদে উন্নীত হয়েছি তারা সবাই মিলে আলোচনা করে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থবির মহোদয় অনূদিত *বিভঙ্গ* বইটি পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ হাতে নিই, আর এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন আমাদেরই সতীর্থ জ্ঞানলোক ভিক্ষু। তার এই অগ্রণী ভূমিকা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। শ্রদ্ধেয় অনুবাদক মহোদয়ও বইটি পুনঃপ্রকাশের সদয় অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। আর অনুবাদকের সাথে যোগাযোগসহ বইটি পুনঃপ্রকাশের অনুমোদন নিতে আন্তরিক সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তে। আমরা উক্ত শ্রদ্ধেয় ভন্তে দুজনকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর যারা আমাদের এই প্রকাশনাকাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে পুণ্যরাশি দান করছি।

পরিশেষে, আমাদের পুনঃপ্রকাশিত *বিভঙ্গ* বইটি যদি ধর্মের প্রচার-প্রসারে সামান্যতমও অবদান রাখতে সক্ষম হয়, এবং সেই সাথে মুক্তিকামী ধর্মপ্রাণ মানুষদের মনে ধর্মচক্ষু, ধর্মজ্ঞান ও ধর্মবোধ জাগিয়ে দিতে সামান্যতমও সহায় হয়, তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

‘চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনম্!’
বুদ্ধের শাসন চিরস্থায়ী হোক!

বিনীত
২০১৪ সালে স্থবিরপদে
উন্নীত হওয়া বনভন্তের শিষ্য ভিক্ষুবৃন্দ
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

আশীর্বাণী

দুঃখগ্রস্ত প্রাণীদের দুঃখমুক্তির জন্যে আজ হতে ২৫৫৬ বছরেরও পূর্বে জগতে তথাগত ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। তদ্ধেতু বুদ্ধের দেশিত ধর্ম দুঃখমুক্তির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অভিধর্মে সত্ত্ব বা জীবকে পরমার্থাকারে পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপ হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সৎকায়দৃষ্টি বিমুক্তি লাভের পথে বড় প্রতিবন্ধক। তাই শ্রুতময় জ্ঞানে নিত্য-সুখ-আত্মা-শুভসংজ্ঞা তথা সত্ত্বসংজ্ঞা ত্যাগ করে সাধনপথে আত্মনিয়োগ করতে অভিধর্মে জ্ঞানার্জন একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান 'বিভঙ্গ' গ্রন্থে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-অশুভসংজ্ঞার ব্যাপক বিশ্লেষণ রয়েছে, যা দুঃখমুক্তির জন্য একান্ত সহায়ক। বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদক আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন আয়ুষ্মান জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু একজন ত্যাগী ভিক্ষু। সেই প্রব্রজিত জীবনের শুরু থেকেই তাকে আমি যেভাবে দেখে এসেছি। সত্যিই তার শাস্ত্র গবেষণা ও ত্যাগময় জীবনাদর্শ আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষত দুঃসময়ের দিনগুলিতে পাশে থেকে সব সময় নানা উৎসাহ, বুদ্ধি ও পরামর্শাদি দিয়েছে। এখনো পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম নয়।

২০১০ সালে যখন আয়ুষ্মান জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু 'বিভঙ্গ' অনুবাদ করছে বলে জানতে পারি, সেদিন হতে বিশেষ আশা ও আগ্রহের সাথে গ্রন্থটি পরিপূর্ণ মুদ্রিত অবস্থায় দেখার জন্য অভিলাষী হই। তার প্রতি আমার উপদেশ ছিল যাতে অনুবাদ সহজ, প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য হয়। তবে তার প্রতি আমার যথেষ্ট আস্থা ছিল। অভিধর্মের জ্ঞানের আস্বাদ লাভার্থে শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি প্রণীত 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ' নামক গ্রন্থটি নিয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা শুরু করেছিলাম আয়ুষ্মানের সাথে দশ বৎসর পূর্বে মহামুনি পাহাড়তলী অরণ্য ভাবনা কুটিরে এবং পরবর্তীকালে সেই ধারা অব্যাহত থাকে রাঙামাটির নানিয়ারচর রামহরি পাড়া অরণ্য ধ্যান কুটিরে ২০০৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। পরবর্তীকালে অংকুরীঘোনা মহাশ্মশান ও শীলঘাটা অরণ্যেও জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষুর সাথে অভিধর্ম ও বুদ্ধদর্শনের জটিল বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা, গবেষণা করেছি। বাঁশখালী জলদী শ্মশানে গিয়ে ধ্যান অনুশীলনের পাশাপাশি সে মূলপালি, টীকা, অনুটীকা ও অভিধর্মের ইংরেজী ও বাংলায় অনূদিত এবং সংকলিত গ্রন্থ নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা

শুরু করে। সেই অধ্যয়ন, গবেষণা ও আলোচনাই হয়তো আজকে ‘বিভঙ্গ’ এর মত গ্রন্থ অনুবাদে সাহস যুগিয়েছে তাকে। ইতঃপূর্বে সে সূত্রপিটকের অন্তর্গত সংযুক্তনিকায় চতুর্থ খণ্ড (ষড়ায়তন বর্গ) অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে সুধীজনের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। ‘বিভঙ্গ’-এর মতো অভিধর্মপিটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ বৌদ্ধ সমাজকে উপহার দেয়ায় আমি আয়ুষ্মানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। এ গ্রন্থটি পারমার্থিক জ্ঞান আহরণকারীদের তৃপ্তি মেটাতে সক্ষম হবে এবং পূর্বের ন্যায় এ গ্রন্থটিও সবার প্রশংসিত হবে, এ আশা রেখে সকলের মঙ্গল কামনা করে শেষ করলাম।

“জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!”

আশীর্বাদক

শ্রীমৎ প্রজ্ঞেন্দ্রিয় স্থবির

জ্ঞানপাল-রত্নপ্রিয় অরণ্য ধ্যান কুটির

শীলঘাটা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

অভিমত

জন্ম তব সার্থক হোক, জীবন তোমার ধন্য।
ফুলের মতো ফুটবে তুমি, বুদ্ধশাসনের জন্য।

বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে ত্রিপিটক গ্রন্থ অনুবাদ করে যে কয়জন ব্যক্তি বুদ্ধ শাসন সুরক্ষার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে তরুণ অনুবাদক ভদন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু অন্যতম। ইতঃপূর্বে তিনি সূত্রপিটকের অন্তর্গত সংযুক্তনিকায়ের চতুর্থ খণ্ড (ষড়ায়তন বর্গ) অনুবাদ করে সুধী সমাজে সমাদৃত হয়েছেন। আর এবার অভিধর্মপিটকের সাতটি গ্রন্থের অন্যতম 'বিভঙ্গ'-এর মতো দুরূহ ও দুর্বোধ্য এই গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এক অনবদ্য অবদান রাখলেন। আর কয়েক যুগ পূর্বে অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত 'ধর্মসঙ্গণী'র মতো দুরূহ ও কঠিন গ্রন্থের অনুবাদ করে চির স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁরই পূর্বসূরি বিনাজুরী গ্রামজাত অনন্য প্রতিভাবান, পণ্ডিত, সাধক, অনুবাদক ও বিদর্শনাচার্য প্রয়াত ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথেরো মহোদয়।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটকের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও দুর্বোধ্য হলো অভিধর্মপিটক। অভি অর্থ হলো সূত্রাতিরিক্ত বা বিশিষ্ট বা সূক্ষ্ম; ধর্ম অর্থ হলো স্বভাব। অর্থাৎ সূক্ষ্ম-স্বভাব। স্থূল বিষয় সহজেই বুঝা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয় বুঝার জন্য সমাধিযুক্ত তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়। একসময় রাজা মিলিন্দ নাগসেন ভন্তেকে প্রশ্ন করলেন, "ভন্তে নাগসেন, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তুকেও ছেদন করা সম্ভব কি?" ভন্তে বললেন, "হ্যাঁ মহারাজ, ছেদন করা সম্ভব।" "ভন্তে, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু কী?" "মহারাজ, ধর্মই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু। কিন্তু সকল ধর্ম সূক্ষ্ম নয়। সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল ধর্মসমূহেরেই নামান্তর"। এখানে বুঝতে হবে যে শুধুমাত্র চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণই সূক্ষ্ম ধর্ম অর্থাৎ পরমার্থাকারে বিদ্যমান; অন্যগুলো নয়। কারণ অভিধর্মে চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণই স্থান পেয়েছে, এগুলো নিয়েই অলোচনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ নামক পরমার্থিক এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই বিশাল এই অভিধর্মপিটক। তাই শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে :

"পরমার্থাকারে সেই অভিধর্মে ব্যক্ত,

চিত্ত চৈতসিক রূপ নির্বাণ চতুর্থ"।

শাস্ত্রে আরও উল্লেখ আছে যে, যাঁরা ধর্মদেশক হতে ইচ্ছুক তাদের নাকি অভিধর্মপিটকের উপর দক্ষতা থাকতে হয়। তা না হলে নাকি পরিপূর্ণ ধর্মদেশক হতে পারেন না। ভগবান বুদ্ধও সর্বপ্রথম অভিধর্ম দেশনা করেছিলেন দেবপরিষদে। কারণ মনুষ্যপরিষদ থেকে দেবপরিষদ তীক্ষ্ণ জ্ঞানী বিধায় ত্রিপিটক অন্তর্ধানের সময় নাকি সর্বপ্রথম অভিধর্মপিটকই অন্তর্ধান হবে। তার কারণ মনুষ্যগণ ক্রমশ জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থূল থেকে স্থূলতর জ্ঞানী হয়ে আসবে। তখন তারা সূক্ষ্ম বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে না। আর ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধের মধ্যে ৪২ হাজার ধর্মস্কন্ধ স্থান পেয়েছে এই অভিধর্মপিটকে। কাজেই এ থেকে অনুমান করা যায় যে—অভিধর্মের মতো গুরু-গম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখন, পঠন-পাঠন ও আলোচনা গবেষণাদি করা সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ নয়। তজ্জন্য প্রয়োজন প্রচুর শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুশীলনজাত জ্ঞান। তা না হলে এমন গুরু গম্ভীর গ্রন্থের ভাব বুঝা সম্ভব নয়। আর ভাব না বুঝে আক্ষরিক অনুবাদ করলে, পাঠকের পক্ষে মূল বিষয় বুঝা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

আসল কথা হলো, এসব দুরূহ বিষয় গুরু পরম্পরা শিক্ষা করতে হয়। তবে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে বিস্তারিতভাবে অর্থকথা, টীকা, অনুটীকাসহ সপ্ত খণ্ড অভিধর্মে আচার্যপরম্পরায় গৃহীত শিক্ষায় দক্ষ কোনো অভিধর্মাচার্য নেই। বর্তমান বিশ্বে একমাত্র বার্মায় (মায়ানমারেই) দক্ষ অভিধর্মাচার্য আছে বলে জানা যায়। তাই অন্যান্য দেশের তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জন অভিধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে তাদের নিজ নিজ সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে মায়ানমারে গিয়ে অভিধর্ম শিক্ষা করে যাচ্ছেন পরম নিষ্ঠার সাথে। যেমন, এক জার্মান নাগরিক খ্রিষ্টান পরিবারেই তার জন্ম। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, মায়ানমারে গিয়ে অভিধর্ম ও ধ্যানাদি শিক্ষা করেন; এখন নিজ দেশে গিয়ে বুদ্ধের অমৃতময় বাণীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য শিক্ষা দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা মায়ানমারের পাশে অবস্থান করেও তা থেকে বঞ্চিত। অভিধর্ম শিক্ষা করার ইচ্ছা যে আমাদের দেশে কারও নেই তা কিন্তু নয়। যারা অভিধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে তা শিক্ষা করার জন্য মায়ানমারে যেতে ইচ্ছুক, তাদের অর্থই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে শাসনসদ্ধর্মের কল্যাণকামী হয়ে কোনো শ্রদ্ধাবান দায়ক বা সংগঠন যদি অর্থের ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হন, তাহলে বুদ্ধের শাসন-সদ্ধর্মের

দীর্ঘস্থায়িত্বতার মতো অমূল্য অবদান রেখে সম্রাট অশোকাদির ন্যায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার পরম গৌরব অর্জন করতে পারেন নিঃসন্দেহে। এমনতরো একটা শাসন রক্ষার মতো সাধু কাজে এক বা একাধিক জন এগিয়ে আসবেন, এ আশা রাখি। তা না হলে অভিধর্ম বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন আমাদের বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষে অধরাই থেকে যাবে। কারণ ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় বিরচিত অভিধর্ম-বিষয়ক বহুসংখ্যক টীকা, দীপনী, মধু, গন্ধি ও আকৌঁ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে হলে ব্রহ্মভাষায় বুৎপত্তি লাভ করে সেখানে অধ্যয়ন করতে হবে।

আগেই বলেছি অভিধর্মের মতো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে কিছু করতে গেলে প্রচুর শাস্ত্রজ্ঞান, অনুশীলনজাত জ্ঞান ও আচার্যের নিকট শিক্ষা করার প্রয়োজন হয়। তবে সুখের কথা এই যে, এই গ্রন্থ অনুবাদকের এক্ষেত্রে বার্মার অভিধর্মাচার্যের মতো শতভাগ পরিপূর্ণ যোগ্যতা না থাকলেও তুলনামূলক অনেক বেশিই আছে।

কারণ তিনি শাস্ত্রজ্ঞানে যেমন অভিজ্ঞ তেমনি অনুশীলনজাত জ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট রয়েছে। কোনো অভিধর্ম আচার্যের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারলেও অভিধর্মের সপ্ত খণ্ড মূল পালি, টীকা, অনুটীকা, তৎসংক্রান্ত ইংরেজি গ্রন্থ ও পূর্বে প্রকাশিত অভিধর্মপিটকের অন্যান্য বাংলা গ্রন্থগুলি নিয়ে দীর্ঘসময় আলোচনা, গবেষণার পর এই অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেছেন। সেক্ষেত্রে অনুবাদ কর্ম সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সহজ সরল হওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। বিশেষত অনুবাদ করার সময় আমি তাঁকে যেভাবে দেখেছি, অন্য অনুবাদকগণের চেয়ে আন্তরিকভাবে অধিক পরিশ্রম করেন বলে আমার মনে হয়। তিনি নিজে বুঝতে পারলেও অন্যজনে পড়ে যতক্ষণ বুঝতে পারবে না বলে মনে হয়, ততক্ষণ বিষয়টি লিখতেন না। নানা গ্রন্থ থেকে বোধগম্য শব্দ চয়ন করে, জ্ঞানীদের পরামর্শাদি নিয়ে সহজ সরল বিষয়টির উদ্‌ঘাটন করে তবেই লিখতেন।

বি-উপসর্গটি ভঙ্গ শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিভঙ্গ শব্দটি গঠিত হয়েছে। বি-অর্থ বিশেষভাবে, আর ভঙ্গ অর্থ ভাঙ্গা বা ভঙ্গ করা। অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণকে বিশেষভাবে ভঙ্গ করা হয়েছে বা বিশেষভাবে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। উক্ত বিষয়গুলোকে এখানে তিনভাবে বিভাজিত করে দেখানো হয়েছে। যেমন, সূত্রান্ত বিভাজনীতে এক প্রকারে বিভাজিত করে দেখানো হয়েছে। অভিধর্ম বিভাজনীতে এক প্রকারে বিভাজিত করে দেখানো হয়েছে। প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা বিভাজনীতে এক প্রকারে

বিভাজিত করে দেখানো হয়েছে।

বিভঙ্গ-এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ ভারত বাংলা উপমহাদেশে এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। তবে এর উপর একটি সংকলিত ছোটো গ্রন্থ ভদন্ত ক্ষেমংকর ভিক্ষু কর্তৃক অনেক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ উপজাতীয় ভিক্ষু ছিলেন। উঁনার গ্রন্থটি নহে পালি, নহে বাংলা, সেহেতু তাঁর বইটিতে পড়ে বুঝার মতো তেমন কিছুই ছিল না। তাই ভারত বাংলা উপমহাদেশে 'বিভঙ্গ'-এর মতো গ্রন্থের পরিপূর্ণ অনুবাদ এই প্রথম বলা চলে।

'বিভঙ্গ'-এর মতো এমন কঠিন ও দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষীদেরকে পারমার্থিক জ্ঞান আহরণের সুযোগ করে দিয়ে, আমাদের সকলের পূজার্হ হলেন ভদন্ত অনুবাদক মহোদয়। এত অল্প বয়সে অভিধর্মপিটক অনুবাদ কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। তাই হয়তো তিনিই বাংলা ভাষায় অভিধর্মপিটক অনুবাদকগণের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী ব্যক্তি হবেন। তিনি একাধারে সুলেখক, সুদেশক, গবেষক, সাধক ও ধুতাঙ্গধারী শীলবান ভিক্ষু। ওঁনাদের মতো বহু গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু বর্তমানে খুবই বিরল। আমি সবার পক্ষ থেকে পূজনীয় ভন্তের শ্রীপাদচরণে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে তাঁর প্রাজ্জোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবন কামনা করছি।

শ্রীমৎ ইন্দ্রবংশ ভিক্ষু
প্রজ্ঞাদর্শন সাধনা কুটির, বান্দরবান

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ত্রিপিটকান্তর্গত অভিধর্মপিটকের ‘বিভঙ্গ বঙ্গানুবাদ’ প্রকাশিত হলো। এ যাবৎ বিভঙ্গের কোনো বাংলা সংস্করণ কিংবা পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়নি। আজ হতে তিন বছরেরও আগে বিভঙ্গের বঙ্গানুবাদ শুরু করি। দীর্ঘদিন পূর্বে অনুবাদকার্য সমাপ্ত হলেও মুদ্রণ-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য সমাপ্ত করতে আরও অনেকদিন কেটে গেল। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, অনেক পরিশ্রম করে হলেও বর্তমান মুদ্রিত অবস্থায় রূপ দিতে পেরেছি। শাস্ত্র পাঠে যখন জানতে পারলাম বিভঙ্গে পঞ্চস্কন্ধের বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। আর বিদর্শন ভাবনার আলম্বন হলো পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপ। অভিধর্মে ব্যবহারিকভাবে কথিত সত্ত্বকে এবং সত্ত্বের প্রকৃতি দুঃখময়তা; সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ নির্বাণ এবং দুঃখমুক্তির উপায়কে পারমার্থিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকলে সাধনা অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভাবনার জ্ঞান অর্জনে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া যায়। এ বিষয়ে বুদ্ধের উক্তি :

নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স পঞ্ঞা নত্থি অঝাযতো,
যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ স বে নিব্বানসন্তিকে।

(ধর্মপদ-৩৭২ নং গাথা)

“অপ্রাজ্ঞের ধ্যান হয় না, ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা হয় না। যাঁর ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণের সমীপবর্তী।” পঞ্চস্কন্ধ তথা চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রবল উৎসাহ নিয়ে আমি অভিধর্ম অধ্যয়ন শুরু করি। আর ‘বিভঙ্গ বঙ্গানুবাদ’ হলো তারই ফসল।

পালি ত্রিপিটক বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলেও দুঃখের বিষয় এখনো সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। তবে আশার কথা হচ্ছে, প্রয়াত শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে বর্তমানে নিজেও পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ করে যাচ্ছেন। যাঁদের অনেকেই কয়েকটি পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন ও করে যাচ্ছেন এবং অনেক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন, এখনো দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে পালি ভাষা শিক্ষার পুনর্জাগরণের নেপথ্যে যে মহান ব্যক্তিত্বের অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন শাসনসদ্ধর্মের একান্ত হিতকামী মহামুনি

পাহাড়তলী অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্য গুরুদেব বিদর্শনাচার্য পণ্ডিত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের মহোদয়। কারণ তিনিই শ্রীলংকায় গিয়ে প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের পালি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে গুরুদেবের মহান উপকারের কথা 'পরিবার' গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ৩০-৩১) কৃতজ্ঞ চিত্তে তুলে ধরেছেন এভাবে : "পালি ভাষা শিক্ষা এবং সমগ্র ত্রিপিটক দ্বারা হোক, এমন একটি স্বপ্ন ছিল আমার শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু প্রয়াত বিদর্শনাচার্য পিতৃতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো মহোদয়ের।... ১৯৮১ সালের মাথায় এসে গুরুদেব তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই প্রজ্ঞাবংশকে এ প্রসঙ্গে কিছু না বলেই শুধু এক মাসের ভ্রমণের নাম করে শ্রীলংকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে কোনো প্রকার চিন্তার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ করে কলম্বোর উপকণ্ঠে মহারাগমা শ্রীবজিরারাম ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পরম পূজ্য মাডিহে পঞ্ঞসীহা মহানায়ক থেরো মহোদয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, প্রজ্ঞাবংশকে ধর্মবিনয় শিক্ষায় সু-উপযুক্ত করে তুলতে। সেদিন তিনি মহানায়কের কাছে বাংলাদেশের বুদ্ধশাসনকে রক্ষার প্রার্থনা করেছিলেন।" গুরুদেব আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই সত্য কিন্তু উঁনার সেই স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। উঁনার প্রার্থনার সুফল আমরা বাংলা ভাষাভাষী বৌদ্ধরা এখন পাচ্ছি। তাই উঁনাকে পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে উঁনার প্রতি নিবেদন করছি সশ্রদ্ধ বন্দনা।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, সাহিত্যরত্ন অনুবাদক ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা, পণ্ডিত প্রবর পরম কল্যাণমিত্র শিক্ষাগুরু অগ্রজ গুরুভাই ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ও আমার পালি শিক্ষাগুরু পরম কল্যাণমিত্র, অনুবাদক পণ্ডিত ভদন্ত সত্যপাল স্থবির মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করছি।

বিভঙ্গের মূল পালি ও Pathamakyaw Ashin Thittila (setthila) কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত The Book Of Analysis (Vibhanga) ভিত্তি করে অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করি।

অভিধর্মের বিষয় মাত্রই গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক ও দুর্বোধ্য। মূলভাব যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মূলের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য অব্যাহত রেখে সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তথাপি সাধারণ পাঠকের নিকট অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদকে জটিল ও নিরস মনে হতে পারে। কিন্তু অভিধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে যাদের সম্যক ধারণা আছে তারা অবশ্যই এ গ্রন্থ পাঠে নিরামিষ প্রীতি লাভ করতে পারবেন বলে মনে হয়।

আমার ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা-হেতু বানান ও ব্যাকরণগত ভুল পরিলক্ষিত হলে তজ্জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে নির্ভুল ও সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুবাদ করার ব্যাপারে আমার আন্তরিক সদিচ্ছার ও প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। যেসব গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক পালি পরিভাষা অনুবাদে পরিস্ফুট করতে পারিনি সেসব ক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যে সহজ বাংলা শব্দ ও পাদটীকা সংযোগ করেছি। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও বোধগম্যরূপে অনুবাদ করার মানসে ও পাদটীকা সংগ্রহের জন্য আমি বিভঙ্গ অর্থকথা, বিভঙ্গমূলটীকা, অনুটীকা, প্রখ্যাত অভিধর্মাচার্য বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি প্রণীত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহসহ পিটকীয় ও সংকলিত নানাবিধ গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি। সেসব সহায়ক গ্রন্থের তালিকা গ্রন্থের শেষের দিকে সংযোজিত হলো। উক্ত গ্রন্থসমূহের গ্রন্থকারগণের নিকট আমি চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য অনুবাদক, আয়ুষ্মান সম্বোধি ভিক্ষু ‘বিভঙ্গ’ মূল পালি, তৎ অর্থকথা, মূলটীকা ও অনুটীকা CD-তে কপি করে আমাকে দান করেছেন। তজ্জন্য উনার প্রতি মৈত্রীময় আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি।

বিভঙ্গ, ধাতুকথা, যমক ইত্যাদি মূল পালি গ্রন্থসমূহ কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করে দান করেছেন উত্তর জলদী গ্রামের শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা ঊষা বড়ুয়া (শিক্ষিকা) আর প্রিন্টের কাজে সহায়তা করেছেন অরুণোদয় পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক রাজীব বড়ুয়া ও সেবক অনিক বড়ুয়া। The book of Analysis (Vibhanga) গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য প্রদান করেছেন আমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সহ-সভাপতি, ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসক, শাসনসদ্ধর্মের হিতকামী, শ্রদ্ধাবান উপাসক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া। ইংরেজি অনুবাদে বাদ পড়া কিছু অংশ সংগ্রহ করে প্রদান করেছেন করইয়ানগর শ্মশানভূমি ধ্যান চর্চা কেন্দ্রের অন্যতম সংঘসেবক শ্রদ্ধাবান উপাসক উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু। উনাদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মৈত্রীচিত্তে পুণ্যদান করছি।

এই গ্রন্থ সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে অনুবাদের জন্য উৎসাহ প্রদান, প্রকাশককে উদ্বুদ্ধকরণ ও মূল্যবান আশীর্বাণী প্রদান করে আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন বহু জ্ঞানী-গুণী শিষ্যের ও আরণ্যিক-শ্মশানিক ধ্যান কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা, আমার পরম কল্যাণমিত্র শিক্ষাগুরু, বিনয়শীল বিদর্শনসাধক ও ধ্যানাচার্য অগ্রজ গুরুভাই, পরম পূজ্য পণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় স্থবির মহোদয়। উঁনার প্রতি নিবেদন করছি সশ্রদ্ধ বন্দনা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অনুবাদকালীন সময়ে কিছুকাল সেবা দান, অনুবাদ মূলানুগ ও বোধগম্য

করার জন্য প্রেরণা দান এবং মূল্যবান অভিমত প্রদান করে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন আমার অত্যন্ত কল্যাণকামী, বিদগ্ধ পণ্ডিত, একাচারী আরণ্যিক সাধক, বান্দরবান প্রজ্ঞাদর্শন সাধনা কুটিরে অনুশীলনরত স্নেহভাজন ইন্দ্রবংশ ভিক্ষু। উঁনাকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে পুণ্যদান করছি। ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকার কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন জলদী গ্রামের সন্তান ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স পরীক্ষার্থী শ্রদ্ধাবান রাজন বড়ুয়া। উঁনাকেও পুণ্যদান করছি। স্নেহভাজন বোধি-ইন্দ্রিয় শ্রামণও অনুবাদকালীন আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। তাকেও মৈত্রীচিত্তে পুণ্যদান করছি।

আমি 'বিভঙ্গ' অনুবাদ করছি শুনে যারা বিবিধভাবে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তারা হলেন আয়ুষ্মান প্রজ্ঞারত্ন ভিক্ষু, এস. লোকরত্ন ভিক্ষু, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভিক্ষু, স্মৃতিন্দ্রিয় ভিক্ষু, দীপেন্দ্রিয় ভিক্ষু, রাজেন্দ্রিয় ভিক্ষু, জিনেন্দ্রিয় ভিক্ষু, মুদিতা-ইন্দ্রিয় ভিক্ষু, ধ্যান-ইন্দ্রিয় ভিক্ষু ও মুনিন্দ্রিয় শ্রামণ। তজ্জন্য উনাদের প্রতি মৈত্রীময় আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি।

অনুবাদক শ্রদ্ধেয় বুদ্ধবংশ স্থবির, অনুবাদক মঙ্গলকামী প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু ও আয়ুষ্মান লোকাবংশ ভিক্ষু; উঁনারা প্রত্যেকে 'বিভঙ্গ' গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে অনুবাদের গতি ত্বরান্বিত করেছেন। তজ্জন্য উনারা ধন্যবাদার্হ। পরবর্তীকালে অবশ্য বর্তমান প্রকাশক পূর্ব ঈদিলপুর পূর্ণানন্দ বিহারের সুযোগ্য বিহারাধিপতি শ্রদ্ধেয় ধর্মরত্ন স্থবির বললেন যে, উনি দীর্ঘদিন আগে থেকে একটি ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য ইচ্ছা পোষণ করছেন। তদ্ধেতু উনার আগ্রহ ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে উনাকে বিভঙ্গ প্রকাশনার অনুমতি প্রদান করি। প্রকাশকের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় দশ বছর পূর্বে। এরি মধ্যে বেশ কয়েকবার উনার সাথে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের সুযোগ হয়েছিল। উনি একজন কোমল স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব। 'ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি' ধর্মদান সকল দানকে জয় করে—সম্যকসম্বুদ্ধের এই মহান বাণীর মর্মার্থ ও গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি 'বিভঙ্গ' প্রকাশে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাসহকারে এগিয়ে এসেছেন। আমার জানামতে বর্তমান গ্রন্থটিকে দীর্ঘস্থায়ী ও নান্দনিক রূপ দেয়ার জন্য উনি শ্রদ্ধাদানে প্রাপ্ত সমস্ত সঞ্চিত অর্থকে প্রফুল্লচিত্তে ব্যয় করেছেন এবং গ্রন্থটি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়ে সমাজে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমি উনার এহেন উদারতায় সত্যিই বিস্ময়াভিভূত ও পুলকিত। আমি উনার নিরাপদ ধর্মময় জীবন কামনা করে উনাকে পুণ্যদান করছি ও বন্দনা জানাচ্ছি।

কম্পিউটার কম্পোজ, ডিজাইন ও মুদ্রণ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি অনেক

পরিশ্রমসহকারে সম্পাদন করেছে আমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল অন্যতম সেবক টিটু বড়ুয়া। বিশেষত নাগরিক জীবনের কোলাহল আমার পছন্দ নয়। তাই আমাকে যাতে বার বার প্রুফ সংশোধনাদি মুদ্রণকাজে শহরে যেতে না হয় সেজন্য সে তার চাকরি ত্যাগ করে দুই মাসের জন্য গ্রামে চলে আসে। তাই জলদী শ্মশানে বসে টিটুর বড় ভাই রিগ্যানের ল্যাপটপে প্রুফ সংশোধন, সেটিং ও ডিজাইনের কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি। এতে করে শারীরিক ও মানসিক অনেক অস্বস্তিকর ঝামেলা থেকে এবার রেহাই পেলাম। রিগ্যান বড়ুয়া ওনার ব্যক্তিগত ল্যাপটপটি প্রকাশনার কাজে শ্রদ্ধাসহকারে সাময়িকভাবে প্রদান করে সদ্ধর্ম প্রকাশনায় সহায়তা করায় ওনাকে মৈত্রীচিত্তে পুণ্যদান ও আশীর্বাদ প্রদান করছি। ভবিষ্যতেও সদ্ধর্ম প্রকাশনার ক্ষেত্রে টিটুর নিঃস্বার্থ সেবাদান অব্যাহত থাকবে জানতে পেরে আনন্দিত হলাম। সে নিরোগ, নিরাপদ জীবন লাভ করে যাতে সদ্ধর্মের সেবায় জীবন অতিবাহিত করতে পারে সেই শুভ প্রত্যাশায় তাকে মৈত্রীচিত্তে পুণ্যদান করছি।

উত্তর জলদী শ্মশানভূমি প্রজ্ঞাদর্শন ধ্যান কুটিরের সেবক গোষ্ঠীর ও জলদী গ্রামের সর্বস্তরের জনগণের নিঃস্বার্থ সেবা ও চারি প্রত্যয় দান গ্রহণ করে নির্বিঘ্নে এই অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করেছি। সেবক গোষ্ঠী ও গ্রামবাসী বুদ্ধশাসন রক্ষায় শ্মশানে শীলবান ও ধ্যানী ভিক্ষুগণকে স্বচ্ছন্দ অবস্থানের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। তাদের এই কুশল চেতনা ও প্রচেষ্টা চিরকাল অব্যাহত থাকুক এবং প্রত্যকে ধর্মময় জীবন যাপন করে নির্বাণ শান্তি লাভ করুক—এই সদিচ্ছায় মৈত্রীচিত্তে পুণ্যদান করছি।

নির্ভুল ও সর্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ উপহার দেয়ার মানসে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। তথাপি কোনো ভুল-প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকবর্গ তা আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সদিচ্ছা রইল। এই গ্রন্থ পাঠ করে প্রত্যেকের অন্তর অভিধর্মের নিরামিষ প্রীতিরসে স্নাত হোক; প্রত্যেকে অভিধর্মের শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ করে সুখে থাকুক; প্রত্যেকে অনাবিল শান্তি নির্বাণ লাভ করুক।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। জগতে সর্বজনীন বুদ্ধশাসন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক।

বিনীত

জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু

শ্মশানভূমি প্রজ্ঞাদর্শন ধ্যান কুটির, উত্তর জলদী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

২৫৫৬ বুদ্ধবর্ষের প্রতিপদ তিথি;

২০ জুলাই ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ; ৫ শ্রাবণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

ভূমিকা

প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে দুটো দিক আছে : এপিঠ আর ওপিঠ। ওপিঠ সাধারণের জ্ঞানের বাইরেই থেকে যায়। এপিঠ নিয়েই আমাদের সংসার খেলা। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সে খেলার ফল। এপিঠে আছে অবিদ্যার মায়া, সে বিষয়ে অঘটন ঘটিয়ে মায়া রাজ্য রচনা করে রেখেছে। আমরা তৃষ্ণার্থ মৃগের ন্যায় বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে ছুটে চলেছি। এ চলার বিরাম নেই, অন্ত নেই। জীবনের কত যবনিকা পড়েছে আর উঠেছে; হয়রানিও এতে আমাদের নেই। ওপিঠ দেখার অভিলাষ আমাদের হয় না। কিন্তু ওপিঠে রয়েছে এপিঠের টিকোজি। গোলাপ সে হাসছে আপনার বর্ণের সৌন্দর্যে, গন্ধের মাধুর্যে, গঠনের পারিপাট্যে। তার ওপিঠ কিন্তু তার জন্য আপসোস করছে গোলাপের বৃথা অহংকারে, পরিণতি সে চিন্তা করছে না বলে। তার বর্ণ-গন্ধ-সংস্থান শুধু মধ্য বিকাশ, তা আগেও ছিল না, পরেও তার কিছু রইবে না; উপহাসপদ হয়ে মানবনয়ন থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করছে তার বর্ণের বিবর্ণতায়, গন্ধের পূতিতায়, সংস্থানের ভিন্নতায়। ইন্দ্রিয়গাহ্য সবকটি বিষয়ের এই একই টিকোজি। তার ওপিঠ স্পষ্ট। অবিদ্যার কোনো অধিকার নেই সে পিঠে, বিদ্যার আলোকে সদা আলোকময় সে পিঠ। তৃষ্ণার লীলা-বিলাসও নেই সেখানে। বিদ্যার শৈত্যে জলৌকাবৎ সে কুচিত।

এপিঠ আর ওপিঠের তথা জগৎ সংসারের প্রকৃত স্বভাব যিনি প্রজ্ঞার আলোকে উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি হলেন দুঃখমুক্তির পথপ্রদর্শক মহামানব গৌতম বুদ্ধ। সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আজ হতে আড়াই হাজার বছরেরও আগে ভারতবর্ষের গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে সংসারাবর্তের যাবতীয় দুঃখমুক্তির উপায়স্বরূপ যে সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং বহুজনের হিত-সুখার্থে তিনি দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেশনা করেছিলেন তা পালি ত্রিপিটকে সংগৃহীত আছে। বর্তমান অশান্ত বিশ্বের শান্তির জন্য, ইহ-পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তথা সর্বদুঃখ হতে মুক্তি অর্জন করে পরম শান্তি নির্বাণ উপলব্ধির জন্য প্রত্যেকের উচিত ত্রিপিটক অধ্যয়ন, আলোচনা, গবেষণা এবং সর্বোপরি প্রয়োজন আত্মজীবনে বুদ্ধবাণীর সম্যক অনুশীলন।

ত্রিপিটক তিন ভাগে বিভক্ত; যেমন : বিনয়পিটক (সংঘের নিয়মাবলি সংগ্রহ), সূত্রপিটক (দেশনা বা বক্তৃতা-সংগ্রহ) এবং অভিধর্মপিটক (মৌলিক সত্য-সংগ্রহ)। তাদের মধ্যে বিনয়পিটককে আণাদেশনা (আজ্ঞাদেশনা), সূত্রপিটককে বোহারদেসনা (ব্যবহারিক দেশনা) ও অভির্ধমপিটককে পরমত্থদেসনা (পরমার্থ-দেশনা) বলা হয়। (অর্থসালিনী)।

কেননা ভগবান বিনয়পিটকে বহুলভাবে আজ্ঞা হিসেবে বিনয় উপদেশ প্রদান করেছেন। সূত্রপিটকে ব্যবহারিক কুশল ভগবান বহুলভাবে ব্যবহারিক সত্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেছেন। অভিধর্মপিটকে পরমার্থকুশল ভগবান বহুলভাবে পরমার্থ সত্যের উপদেশ প্রদান করেছেন। এরূপে আজ্ঞা-দেশনাযুক্ত বিনয়পিটকে অধিশীল শিক্ষামূলক শীলস্কন্ধ। ইহা আদিকল্যাণপ্রদ শিক্ষায় পরিপূর্ণ বলে আদিকল্যাণ। ব্যবহারিক-সত্য দেশনায় সূত্রপিটকে অধিচিত্ত শিক্ষামূলক সমাধিস্কন্ধ। ইহা মধ্যকল্যাণপ্রদ শিক্ষায় পরিপূর্ণ বলে মধ্যকল্যাণ এবং পরমার্থসত্য দেশনায় অভিধর্মপিটকে অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষামূলক প্রজ্ঞাস্কন্ধ। ইহা পরিণাম কল্যাণপ্রদ শিক্ষায় পরিপূর্ণ বলে অন্তকল্যাণ।

অভিধম্ম বা অভিধর্ম অর্থে বুঝায় উচ্চতর ধর্ম বা বাণী। অভি শব্দকে এখানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন মহান, উৎকৃষ্ট সর্বোত্তম, স্পষ্ট। ধম্ম বা ধর্ম বহু অর্থবোধক শব্দ। ইহা ধর-ধাতু নিষ্পন্ন, ধারণ করা, সমর্থন করা। এখানে ধম্ম শব্দের অর্থ বাণীরূপে গৃহীত হয়েছে। অর্থসালিনীতে (অর্থকথায়) 'অভি'কে 'অতিরেক' উচ্চতর, বৃহত্তর, অতিরিক্ত অথবা 'বিসিট্ঠ'—বিশিষ্ট, স্পষ্ট, বিশেষ, সর্বোত্তম অর্থেও গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিধম্ম বা অভিধর্ম অর্থ উচ্চতর বাণী। কারণ ইহা কোনো ব্যক্তিকে বিমুক্তিসোপানে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম অথবা ইহা সূত্রপিটক এবং বিনয়পিটকের শিক্ষাকেও অতিক্রম করে। ধর্মস্কন্ধ বিচারে অভিধর্ম একাকী ৪২ হাজার ধর্মস্কন্ধ ধারণ করে, অপরদিকে সূত্রপিটক ও বিনয়পিটক যৌথভাবে ধারণ করে ৪২ হাজার ধর্মস্কন্ধ। অর্থাৎ সূত্রপিটকে ২১ হাজার ধর্মস্কন্ধ ও বিনয়পিটকে ২১ হাজার ধর্মস্কন্ধ রয়েছে।

সূত্র ও বিনয়পিটকে বুদ্ধ প্রচলিত শব্দ যথা মানুষ, পশু, জীব, সত্ত্ব, প্রাণী ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। অপরপক্ষে অভিধর্মপিটকে তিনি প্রত্যেক বিষয়কে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করেছেন এবং গভীরার্থ প্রকাশক বস্তুনিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এরূপ স্পষ্ট বিশ্লেষণমূলক বস্তুনিরপেক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করাতে তা অভিধর্ম নাম ধারণ করেছে।

এরূপ গুরুত্বপূর্ণ গভীরার্থ প্রকাশক অধ্যাত্ম বাণীর আধিক্য-হেতু অথবা তা বিমুক্তিপ্রদর্শী বলে বিষয়বিন্যাসে সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে তাকে অভিধর্ম বলে।

অভিধর্মপিটক সাত ভাগে বিভক্ত—কুশল-ধর্ম, অকুশল-ধর্ম ও অব্যাকৃত-ধর্ম এই তিক ও দুক প্রতিমণ্ডিত (১) ধম্মসঙ্গণী—স্কন্ধ-বিভঙ্গাদি অষ্টাদশ বিভঙ্গে প্রতিমণ্ডিত (২) বিভঙ্গ—সংগ্রহ-অসংগ্রহ ইত্যাদি চতুর্দশভাবে বিভক্ত (৩) ধাতুকথা—স্কন্ধ-প্রজ্ঞপ্তি, আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি প্রভৃতি ছয় প্রকারে বিভক্ত (৪) পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি—স্বমতের পঞ্চশত সূত্র, পরমতের পঞ্চশত সূত্র এই সহস্র সূত্রের সম্মিলিত আলোচনা (৫) কথাবত্থু—মূল যমক, স্কন্ধ যমকাদি দশ প্রকারে বিভক্ত (৬) যমক—হেতু-প্রত্যয়, আলম্বন-প্রত্যয়াদি চব্বিশ প্রকারে পট্‌ঠান; এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহে যে উপাদেয় ধর্ম রক্ষিত আছে তা সত্য এবং বাস্তবতায় পূর্ণ তা কেবল সেই তথ্য ও দর্শনের সহিত সম্পর্কিত নয় যা শুধু আজকের জন্য যথেষ্ট সত্য এবং আগামীকাল দূরে নিক্ষিপ্ত হবার যোগ্য। বুদ্ধ আমাদের কোনো অদ্ভুত দার্শনিক মতো শিক্ষা দেননি কিংবা কোনো নূতন বস্তুবিজ্ঞান সৃষ্টিরও ঝুঁকি নেননি। আমাদের মুক্তির সহিত সম্পর্কিত আমাদের ভিতরের ও বাইরের বিষয়ই তিনি আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরিশেষে এক অসাধারণ মুক্তিপথ প্রদর্শন করেছেন। কর্মানুসারে তিনি ছিলেন বর্তমান বহু বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের অগ্রদূত।

সোপেনহায়ার তাঁর 'ইচ্ছা ও ভাবী বিশ্ব' গ্রন্থে পাশ্চাত্য রীতিতে দুঃখসত্য ও তার কারণ নির্ণয় করেছেন। স্পিনোজা যদিও বাস্তবতার স্থায়িত্ব অস্বীকার করেননি; তথাপি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে তিনি ক্ষণস্থায়ী বলেছেন। তাঁর মতে যা ক্ষণস্থায়ী নয়, অল্পস্থায়ী নয়, কিন্তু অপরিবর্তনীয়, স্থায়ী চিরস্থায়ী এমন বিষয় আবিষ্কারের দ্বারা দুঃখকে জয় করা যায়। বাকলী প্রমাণ করেন যে তথাকথিত অবিভাজ্য অণু আধ্যাত্মিক কল্পিত দর্শন মাত্র। হিউম মনের নিখুঁত বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিজ্ঞান (চিত্ত) প্রবহমান মানসিক অবস্থা মাত্র। বার্গসন পরিবর্তনশীলতার কথা বলেন। অধ্যাপক জেম্‌স বিজ্ঞান-স্রোতকে নির্দেশ করেন।

বুদ্ধ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাস করছিলেন তখন অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মা বিষয়ে শিক্ষা দেন।

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বুদ্ধ যা জানতেন তাঁর সবকিছু তিনি শিক্ষা দেননি। একদিন যখন তিনি এক বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক মুষ্টি পত্র হাতে নিয়ে বলেন, "ওহে ভিক্ষুগণ, দেখো আমি যা তোমাদের

শিক্ষা দিয়েছি তা আমার হস্তস্থিত পত্রগুলির মতো সামান্য, যা তোমাদের শিক্ষা দেইনি তা এই অরণ্যের পত্রাবলির ন্যায় বিপুল। সুবোধ্য ও দুর্বোধ্যের মধ্যে পার্থক্য না করে, যা মানবের বিশুদ্ধির জন্যে একান্তই প্রয়োজন মনে করেছেন তাই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর মহান উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কহীন প্রশ্নে তিনি নীরব থাকতেন।

বৌদ্ধধর্ম নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের সহিত মিলে যায়। উভয়ই সমান্তরাল শিক্ষারূপে ব্যবহৃত হয়। তবে বিজ্ঞান প্রধানত ভৌতিক সত্য নিয়ে চর্চায় নিরত, আর বৌদ্ধধর্ম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যে আবদ্ধ। উভয়ের বিষয়বস্তু ভিন্ন।

তিনি যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন তা শুধু পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকলেই চলবে না, কিংবা ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পড়লে চলবে না, পক্ষান্তরে শিক্ষার সাথে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে তার অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ অনুশীলন ব্যতীত কেউ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। অনুশীলনের জন্যই ধর্ম শিক্ষা করতে হবে সর্বোপরি একে উপলব্ধি করতে হবে। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারই চরম লক্ষ্য। এ জন্য ধর্মকে জন্মমৃত্যুরূপ সংসারসাগর হতে উদ্ধারের ভেলার সহিত তুলনা করা হয়েছে।

এই হেতু বৌদ্ধধর্মকে একান্তই দর্শন বলা চলে না কারণ ইহা কেবল জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত করার আগ্রহ নয়। বৌদ্ধধর্মকে দর্শনের সমীপবর্তী বলা চলে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যাপক। দর্শন প্রধানত অনুশীলনবিহীন জ্ঞানালোচনা মাত্র; পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন ও উপলব্ধির উপরই বিশেষ জোর দিয়ে থাকে।

অভিধর্ম ও সূত্রের মধ্যে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তেমন কোনো বাস্তবিক পার্থক্য নেই; যা কিছু পার্থক্য উভয়ের বিষয়-বিন্যাস ও সম্পাদন সম্বন্ধে। সূত্রপিটকে যা উপদিষ্ট, অভিধর্মপিটকে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত, সম্বন্ধ-নিরূপিত ও প্রমাণিত। অন্যভাবে বলতে গেলে 'নামরূপ' সম্বন্ধে অভিধর্ম যেই পরম সত্যে উপনীত; সূত্রে তা জনসমাজে তাদেরই ভাষায় ব্যাখ্যাত। এই জন্য সূত্রের ভাষা ব্যবহারিক (বোহারবচন)—সত্ত্ব, জীব, জন্ম, মৃত্যু, দেব, ব্রহ্মা, আমি, তুমি, সে ইত্যাদি। অভিধর্মের ভাষা পারমার্থিক (পরমত্থবচন), স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, সন্ততি, অনাত্ম ইত্যাদি। সূত্রের ভাষা আছে, সে ভাষায় তরঙ্গ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, উদান আছে, গাথা আছে, উদ্দীপনা আছে, অপায় আছে, অপায় ভয় আছে, দেব-ব্রহ্মা আছে, দেবলোক-ব্রহ্মলোকের আকর্ষণ আছে, নির্বাণের সুসমাচার

আছে। অভিধর্ম যেন ভাষাহীন—শুধু ছেদন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, সংশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্যজ্ঞানের উদ্ভাসন। সঙ্গে সঙ্গে চির চঞ্চল ব্যবহারিক জগতের নিরবশেষ বিলয়সাধন।

অভিধর্মে জ্ঞানার্জন ব্যতীত কেউ প্রকৃত ধর্মদেশক হতে পারে না। সূত্রের উপদেশ 'প্রাণীবধে বিরত থাক; ইহা অকুশল, দুঃখবিপাকী'। প্রমাণ? সূত্র নীরব। অভিধর্মই ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ দেবে। অভিধর্মই মানবজাতির সেই আদিকালীয় "কিরূপে?" এই অনুসন্ধিৎসাকে সন্তুষ্ট করেছে এবং ভারতেরই আর্যশ্রেষ্ঠের মুখে ধ্বনিত করিয়েছে : "গহকারক! দিট্‌ঠোসি, পুন গেহং ন কাহসি"। কারণ মননশীলতার চরম পরিণতি এই অভিধর্ম। তাই তৃতীয় পিটক দুরবগাহ, কিন্তু অনবগাহ নহে। অবশ্য যেকোনো বিষয় শিক্ষা করতে হলে, প্রাথমিক বাধাসমূহ অতিক্রম করতে হয়; এখানেও তদ্রুপ; সেজন্য সাধনা আবশ্যক। শীলসম্পন্নতা, সংলগ্নতা ও একনিষ্ঠ সাধনাই মূল কথা। এই কার্যে সাংসারিক জীবিকা অর্জনের বা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রসাদি চরিতার্থ করার কোনো সাহায্য হয় না, বরং তদন্বেষীর পক্ষে ইহা সময়ক্ষেপণ মাত্র। সুতরাং শীলসম্পন্ন না হলে কেউ দর্শনালোচনায় সংলগ্নস্বভাব ও একনিষ্ঠ হতে পারে না। প্রাথমিক বাধাসমূহ অতিক্রম করার পর, ক্রমিক অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে, বিস্ময়মাখা প্রীতিরসে ও অভূতপূর্ব জ্ঞানের আস্বাদে শিক্ষার্থীর হৃদয়-মন উত্তরোত্তর আপ্লুত হতে থাকে। বাস্তবিক হনলুলুর অবস্থান, নেপোলিয়ানের অভিযান, রাশিয়ার শাসনতন্ত্র, জ্যামিতির সমস্যা পূরণ, আকাশের নক্ষত্রগতি ইত্যাদি অবগত হওয়া অপেক্ষা চিত্তের অকুশলবৃত্তি দমনের ও কুশলবৃত্তি সংগঠনের কৌশল-প্রণালি শিক্ষা করা অধিকতর প্রয়োজন নহে কি?

অভিধর্ম অধ্যয়নের পূর্বে বুদ্ধধর্মের মূল শিক্ষা চতুরার্যসত্য ও ইহার নৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ধারণা অর্জন আবশ্যক। যারা ইহা অর্জন করেছেন, তারাই অভিধর্ম পাঠে উপকৃত হতে পারেন। কারণ অভিধর্মালোচনা তাদের এই লব্ধ ধারণা ও শিক্ষাকে শুধু পুনরাবৃত্তির সুযোগ প্রদান করে না, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি সংযোগ করে সেই ধারণা ও শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ পরম জ্ঞানে পরিণত, গঠিত ও পরিবর্ধিত করে।

অভিধর্মে উচ্চশ্রেণির সাহিত্যের সুস্বাদু ও পুষ্টিকর উপকরণ সঞ্চিত আছে। এ সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল ইংরেজের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

The study of Buddhist psychology is endless, and that is the beauty and fascination of it, Throughout, it is the same as science, there are always fresh channels of thought to be investigated, by the aid of

fundamental laws.

The more one learns, the more one finds greater material for work, and the more one studies the system, the more does one find its far-reaching demonstrations of explanations.

The higher understanding may indeed be said to be secret knowledge, but anyone may attain to this higher understanding by the cultivation of the mind prescribed in the methods given to us all. through His compassion for all living things by our Greatest Teacher Gautama Buddha".

"The Nature of Consciousness".

"অভিধর্মের আলোচনা এক অফুরন্ত ব্যাপার। বাস্তবিক ইহাই ইহার সৌন্দর্য, ইহাই ইহার জাদুমন্ত্র। ঠিক জড়বিজ্ঞানের মতো, মূল নীতির সহায়ে জ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্য নব নব পন্থা ইহার সর্বত্র চির বিদ্যমান।

এই নীতি যে যত বেশি শিখবে, কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তার তত বেশি মহত্তর উপকরণ জুটবে। এই রীতি যে যত বেশি গবেষণা করবে, সে ইহার বক্তব্যসমূহের সুদূরপ্রসারী প্রমাণ তত বেশি পাবে।

বাস্তবিক পক্ষে উচ্চতর জ্ঞানকে গুপ্তবিদ্যা বলা যেতেও পারে। কিন্তু আমাদের মহাশিক্ষক গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরবশে যে বিধানাবলি আমাদের সকলের জন্য দিয়ে গিয়েছেন তদনুযায়ী অনুশীলনে যে কেউ উচ্চতর জ্ঞান অধিকার করতে পারেন।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভিক্ষুসংঘ অভিধর্মকে তাদের ধর্মালোচনায় কোন স্তরে স্থান দিয়েছিলেন, তার ক্ষীণ আভাষ মজ্ঝিম-নিকায়স্থ সংঘজীবনের মহিমাময় "মহাগোসিঙ্গ-সূত্রে" পাওয়া যায়। ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র মৌদ্‌গল্লায়নকে সম্বোধন করে বললেন, "বন্ধু মৌদ্‌গল্লায়ন, অতিশয় রমণীয় এই গোশৃঙ্গ-শালবন, জ্যোৎস্না রাত্রি, অমল-ধবল-চন্দ্রকিরণ চতুর্দিকে শোভমান, চর্তুদিকে সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত, দিব্যগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। বন্ধু মৌদ্‌গল্লায়ন, কিরূপ ভিক্ষু এই পরিবেশে গোশৃঙ্গ শালবনের শোভা বর্ধন করবে?"

মৌদ্‌গল্লায়ন উত্তরে বললেন, "বন্ধু সারিপুত্র, এখানে দুইজন ভিক্ষু অভিধর্মের গভীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় রত থাকবেন। তারা পরস্পর পরস্পরকে ওই বিষয় সম্পর্কীয় প্রশ্ন করবেন। কেউ কাউকে থামতে দেবে না। তাদের ধর্মালোচনা চলতেই থাকবে। এরূপ ভিক্ষুই ঈদৃশ বনের শোভা বর্ধন করবে।"

অমল-ধবল-জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রে কামনা-বাসনা-বিবর্জিত অনাসব

অগ্রশ্রাবকদের চিত্তপ্রবাহে যেই সুরের তরঙ্গ দোলায়িত হয়ে উঠেছিল, উহারই দার্শনিক পরিভাষা হলো সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়াচিত্ত। অভিধর্ম মানুষের চিত্তকে 'শুষ্ক কাষ্ঠ' করে না, বরং সর্ববিধ লৌকিয় প্রতিক্রিয়ার ঊর্ধ্বে রেখে নির্মলানন্দে আপ্লুত করে।

শুধু কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বহিরাচরণ ও বিধিনিষেধ সমাজে একটা বাহ্যিক ধর্মভাব বজায় রাখতে পারে বটে, কিন্তু ব্যষ্টি বা সমষ্টির জীবনকে বা জাতীয় জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারে না, গুটিকাকে প্রজাপতি করতে পারে না; তজ্জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান আবশ্যক। যেমন মানবমুক্তির জন্য, তেমন মানবসভ্যতার জন্যও পরমার্থ জ্ঞান সঞ্চয় প্রয়োজন। অভিধর্মই সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। অভিধর্ম শাক্যকুমার সিদ্ধার্থকে যেমন ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ করেছিল, তেমন আদর্শ নৃপতি, আদর্শ শাসনতন্ত্র, আদর্শ সভ্যতাও সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেক মানবের এহেন অভিধর্মের সহিত সুপরিচিত হওয়া আবশ্যক।

'বিভঙ্গ' অভিধর্মপিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। সর্বাস্তিবাদীদের মতে ইহার অপর নাম ধর্মস্কন্ধ; শ্রীমতি রীস ডেভিড্স কর্তৃক ইহা পালিটেক্সট সোসাইটি লন্ডন হতে প্রকাশিত হয়েছে। সিংহলী, বর্মী ও শ্যামী ভাষায় ইহার একাধিক সংস্করণ আছে। নালন্দা পালি ইনস্টিটিউট, বিহার শরীফ হতে ইহার একটি সুন্দর দেবনাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ইহার কোনো বাংলা সংস্করণ কিংবা পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ এ যাবৎ প্রকাশিত হয়নি। ২০০৩ সালে কাপ্তাই ওয়াগ্গা জনকল্যাণ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত ক্ষেমংকর মহাথেরো 'বিভঙ্গ প্রকরণ' নামে সংক্ষিপ্তাকারে একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেটিকে পালি সংস্করণও বলা চলে না, বঙ্গানুবাদও বলা চলে না; পালি-বাংলার অসামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণে সেটি এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করেছে। বিভঙ্গে পঞ্চস্কন্ধের বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে জানতে পেরে প্রবল আগ্রহে অনেক আয়াস স্বীকার করে ক্ষেমংকর ভন্তের 'বিভঙ্গ প্রকরণ' সংগ্রহ করে যখন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি, তখন চরম হতাশাগ্রস্ত হই বিষয়বস্তুর অর্থোদ্ধার করতে না পেরে। ফলে মূল পালি ও ইংরেজী অনুবাদ সংগ্রহে উৎসাহী হই। ফলশ্রুতিতে বর্তমান অনুবাদকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ বলা চলে।

বিভঙ্গে আঠারোটি অধ্যায় আছে যা প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই গ্রন্থ ২৪০,০০০ অক্ষরযুক্ত এবং পঁয়ত্রিশ ভাণবারে সমাপ্ত। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ইহা ধর্মসঙ্গণীর সমগোত্রীয় হলেও ইহার রচনাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুইটি গ্রন্থের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও বিষয়বস্তু এক নয়। বিভঙ্গে এমন বহু শব্দ

ও সংজ্ঞা আছে যা ধর্মসঙ্গণীর কোথাও দৃষ্ট হয় না। বিভঙ্গের প্রথম তিন অধ্যায়—একপক্ষে ধর্মসঙ্গণীর পরিপূরক, অপরপক্ষে ধাতুকথার ভিত্তিমূল। কারণ বিভঙ্গের এই তিন অধ্যায়কে ভিত্তি করে, নানা দিক দিয়ে, নানাভাবে নানা প্রণালিতে স্কন্ধ-আয়তন-ধাতু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে চৌদ্দ অধ্যায়ব্যাপী আলোচনাই 'ধাতুকথা'।

বিভঙ্গ নিয়ে সমীক্ষা করলে ইহা প্রতীয়মান হবে যে, সেখানে আঠারোটি পৃথক অধ্যায়ের মধ্যে কিছু কিছু অধ্যায় প্রধান তিনটি বিভাগে বিভক্ত। যেমন : "সূত্র অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)", "অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন" এবং "প্রশ্নজিজ্ঞাসা (প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষণ)"।

অন্যান্য অধ্যায়গুলি দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। যেমন : "অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন" এবং "প্রশ্নজিজ্ঞাসা"। অথবা বিকল্পভাবে—

"সূত্র অনুসারে বিভাজন" এবং "অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন"। শেষের দিকে কয়েকটি অধ্যায়ের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নির্দিষ্ট বিভাগ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে সংখ্যাগত অথবা বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে বিভাগ করা হয়েছে। ইহার ভিত্তিতে সমগ্র গ্রন্থটিকে নিম্নোক্ত প্রধান তিনটি অংশে ভাগ করা যায় :

প্রধান অংশ

(১) স্কন্ধ বিভঙ্গ (২) আয়তন বিভঙ্গ (৩) ধাতু বিভঙ্গ (৪) সত্য বিভঙ্গ সম্পৃক্ত; এগুলির প্রত্যেকটিতে তিন প্রকারের বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়; যথা : সূত্র অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ); অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এবং প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা (প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষণ)।

(৫) ইন্দ্রিয় বিভঙ্গে দুই প্রকার বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়; যথা : অভিধর্ম অনুসারে বিশ্লেষণ এবং প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা।

(৬) প্রতীত্যসমুৎপাদ বিভঙ্গে দুই প্রকার বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়; যথা : সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ এবং অভিধর্ম অনুসারে বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় অংশ

(৭) স্মৃতি-উপস্থান বিভঙ্গ (৮) সম্যক প্রধান বিভঙ্গ (৯) ঋদ্ধিপাদ বিভঙ্গ (১০) বোধ্যঙ্গ বিভঙ্গ (১১) মার্গাঙ্গ বিভঙ্গ (১২) ধ্যান বিভঙ্গ (১৩) অপ্রমেয় বিভঙ্গ—এগুলির প্রত্যেকটিতে তিন প্রকারের বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়; যথা : সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ, অভিধর্ম অনুসারে বিশ্লেষণ এবং প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা। (১৪) শিক্ষাপদ বিভঙ্গে দুই প্রকারের বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয় : অভিধর্ম অনুসারে বিশ্লেষণ এবং প্রশ্ন-জিজ্ঞসা।

তৃতীয় অংশ

(১৫) প্রতিসম্ভিদা বিভঙ্গে তিন প্রকারের বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়; যথা : সূত্র অনুসারে বিভাজন; অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এবং প্রশ্নজিজ্ঞাসা। (১৬) জ্ঞান বিভঙ্গ (১৭) ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ ও (১৮) ধর্মহৃদয় বিভঙ্গ—এগুলিতে সংখ্যাগত অথবা বিষয়ভিত্তিক বিভাগ, উপবিভাগ রয়েছে।

প্রথম অংশ সত্ত্বগণের শারীরিক ও মানসিক গঠনপ্রণালি বিন্যাস করে এবং দুঃখ এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ নামক দুই প্রকার অবশ্যম্ভাবী অবস্থা যা সব সময় সত্ত্বগণের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রদর্শন করে।

দ্বিতীয় অংশটি সেই অবস্থাসমূহ হতে মুক্তির উপায়স্বরূপ নানাবিধ কার্যকরী অনুশীলনের পন্থা প্রদর্শন করে।

তৃতীয় অংশের অধ্যায়গুলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপর দুই অংশের পরিশিষ্টও বলা চলে। পূর্ববর্তী অংশগুলোর ব্যাখ্যাপ্রণালি সরাসরি অনুসরণ না করে বর্তমান অংশে শুধু বিস্তারযোগ্য অন্তর্নিহিত বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. স্কন্ধ বিভঙ্গ

সত্য দ্বিবিধ—সম্মতি বা ব্যবহারিক সত্য ও পরমার্থ সত্য। মিলিন্দ রাজের ‘রথ’ শুধু দ্রব্যসম্ভারের বিশেষভাবে সন্নিবেশের অবস্থা মাত্র। দ্রব্যসম্ভারকে বাদ দিয়ে ‘রথের’ বিদ্যমানতা নাই। এজন্য আয়ুষ্মান নাগসেন জিজ্ঞেসা করেছিলেন, ‘রথ কোথায়’? ‘রথ’ ‘ব্যবহারিক সত্য’ বা ‘সম্মতিসত্য’। লোকযাত্রা নির্বাহের সুবিধার্থে সর্বসম্মতিক্রমে দ্রব্যসম্ভারের সন্নিবিষ্ট অবস্থাকে ‘রথ’ বলা হয় মাত্র। সুতরাং যা ‘ব্যবহারিক সত্য’ তা দ্রব্যসম্ভারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পারমার্থিক সত্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নহে, ইহা অনন্যসাপেক্ষ। ব্যবহারিক সত্যানুসারে রথ, গৃহ, ভূমি, পাহাড়-পর্বত আমি, তুমি, স্ত্রী, পুরুষ, পুত্র-কন্যা, কাল, দিক, নদী, কূপ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান। কিন্তু পারমার্থিকভাবে অবিদ্যমান, পরমার্থ-সত্য বা অনপেক্ষ-সত্যানুসারে সত্ত্ব বা আত্মা বিদ্যমান নেই; পঞ্চস্কন্ধই বিদ্যমান। অভাববোধক প্রত্যক্ষ উক্তি করতে হলে বলতে হয় : নিঃসত্ত্ব বা অনাত্মই বিদ্যমান। এই পরমার্থ সত্য বুঝে ও তদনুসারে জীবন গঠন করে সম্মতি-সত্যের প্রভাবোৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি ও তজ্জনিত সংসারদুঃখ হতে চির মুক্তির জন্য পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞানার্জন করা মানব মাত্রেই একান্ত

কর্তব্য। বর্তমান স্কন্ধ-বিভঙ্গে তথাকথিত 'সত্ত্ব বা জীবকে' পঞ্চস্কন্ধাকারে অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই স্কন্ধ বিভঙ্গে তিনটি বিভাগ রয়েছে; যথা : সূত্র অনুসারে বিভাজন বা বিশ্লেষণ, অভিধর্মানুসারে বিশ্লেষণ, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ)।

প্রথম 'সূত্র অনুসারে বিভাজন' পর্বে পঞ্চস্কন্ধ বলতে রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধকে বুঝানো হয়েছে। 'রূপস্কন্ধ' বর্ণনায় প্রথমে সামগ্রিকভাবে রূপস্কন্ধের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে অতীত রূপ, অনাগত রূপ, বর্তমান রপ, অভ্যন্তরীণ রূপ, বাহির রূপ, স্থূল রূপ, সূক্ষ্ম রূপ, হীন রূপ, উত্তম রূপ, দূর রূপ ও সন্তিক রূপের সংজ্ঞা ক্রমান্বয়ে প্রদত্ত হয়েছে। মূলত চারি মহাভূত রূপ ও চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপকে অতীতাদি নানাবিধ শ্রেণিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দৈহিক কি বাহ্যিক সমস্ত জড়জগতের মূল উপকরণ এই চারি মহাভূত রূপ। এই চারি মহাভূতরূপ সম্পর্কে যথাভূত ধারণা না থাকলে পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব হবে না।

বুদ্ধদর্শন জড়জগৎকে ইহার গুণ ও শক্তিতে পরিণত করে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং প্রমাণ পেয়েছে যে, ইহাও মনোজগতের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্তনের প্রবাহ। যা শীতে সঙ্কুচিত ও উত্তাপে প্রসারিত হয় তা-ই 'রূপ'। রূপ সাধারণ অর্থে জড় পদার্থ; লৌকিক অর্থ বর্ণ ও আকার; এবং বিশেষার্থে জড় পদার্থের গুণাবলিকে বুঝায়। অভিধর্মে এই বিশেষার্থেই আলোচিত হয়েছে।

চারি মহাভূত হচ্ছে : পঠবী (পৃথিবী), আপো (সংসক্তি বা বন্ধন), তেজ ও বায়ু ধাতু। সমাজে পণ্ডিত নামে খ্যাত কিছু কিছু ব্যক্তি এই চারি মহাভূতকে মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু বলে প্রকাশ করে থাকেন এবং কিছু কিছু লেখকও এই ভুল বিষয়টি উঁনাদের গ্রন্থে লিখেছেন। চারি মহাভূত সম্পর্কে এই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য এখন সেই বিষয়ে আলোকপাত করছি।

পৃথিবী (পঠবী)-ধাতু : জড় পদার্থ মাত্রই স্থান অধিকার করে থাকে। সুতরাং "স্থানাবরোধকতা" বা "বিস্তৃতি" জড়ের একটি মৌলিক গুণ। ইহার অন্তর্গত গুণ কঠিনতা-কোমলতা। কঠিনতা ও কোমলতা তুলনামূলক; যেমন কার্পাস জলের তুলনায় কঠিন বটে, মাটির তুলনায় কিন্তু কোমল। সুতরাং কার্পাসকে কঠিন বা কোমল বলা অন্য বস্তুর সহিত ইহার তুলনার উপর নির্ভর করে। জড়ের এই বিস্তৃতি ও কঠিনতা-কোমলতা গুণের পরিভাষা

"পৃথিবী-ধাতু"। "পত্থরতী'তি পঠবী"। পালি "পত্থরতি" অর্থ বিস্তৃত হওয়া। পৃথিবী শব্দ দ্বারা কেউ যেন এই আমাদের বাসভূমি পৃথিবীকে না বুঝেন। অবশ্য পৃথিবীটাও জড় পদার্থ এবং ইহারও অন্যান্য গুণের সহিত "পৃথিবী-ধাতু" গুণও বিদ্যমান আছে। জড়ের এই "বিস্তৃতি" গুণকে "ধাতু" বলা হয়েছে, কারণ সর্বাবস্থায় জড় তার এই বিশিষ্ট বিস্তৃতিগুণ বা স্বভাব ধারণ করে।

আপ-ধাতু : জড়ের আর একটি মৌলিক গুণ "সংসক্তি"। এই গুণবলে জড় পিণ্ডীভূত হতে পারে। তরল পদার্থ যেমন জল দ্বিধা বিভক্ত হলেও স্বতঃ পুনঃ জড়ীভূত হয় এই "সংসক্তির" কারণে এবং জলেই এই সংসক্তি-গুণ প্রকট। এইজন্য এই সংসক্তির পরিভাষা "আপ-ধাতু"। আপ অর্থ বন্ধন। এই আপ-ধাতু বা সংসক্তি যেমন জলে, তেমন লৌহদণ্ডে, সুবর্ণখণ্ডেও বিদ্যমান।

তেজ-ধাতু : জড়ের তৃতীয় মৌলিক গুণ "তাপ"। তাপহীন পদার্থ নাই। উষ্ণ-শীতল তাপের তুলনামূলক অবস্থা মাত্র। ইহার পরিভাষা "তেজ-ধাতু"। দগ্ধ, উত্তপ্ত, আলোকিত, পরিপাক করার শক্তিই এই তেজ-ধাতু।

বায়ু-ধাতু : জড়ের চতুর্থ মৌলিক গুণ "গতিশীলতা"। এবং ইহার পরিভাষা "বায়ু-ধাতু"। যা প্রবাহিত হয় অর্থাৎ গতিশীল তাই বায়ু। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইহাদের বায়ু-ধাতু-গুণেই স্ব স্ব কক্ষে ঘুরতে পারতেছে। এই আমাদের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হস্ত-পদাদিকে মন গতিশীলতা বা বায়ু-ধাতুর বিদ্যমানতার কারণে ইচ্ছামতো পরিচালনা করতে পারে। জড়ের যদি এই গুণ না থাকত তবে গতি, বেগ, ভারিত্ব, ধারণ, বাধাদান, চলনশীলতা, বায়ুপ্রবাহ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি গতিক্রিয়া সম্ভব হতো না। এই বায়ু-ধাতু, তেজ-ধাতুর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং উত্তাপের উৎপাদক। জড়-জগতে যেমন বায়ু-ধাতু এবং তেজ-ধাতু, মনোজগতে তেমনি চিত্ত এবং কর্ম। জড়ের এই গুণ চতুষ্টয় পরস্পর আশ্রিত, সহজাত, ও সম্বন্ধীভূত এবং বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজের সহিত সংযুক্ত। এই সংযোগের মাত্রাধিক্যানুসারে জড়ের বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন আকার। পৃথিবী-ধাতুতে কঠিনতা, আপে সংসক্তি, তেজে তাপ এবং বায়ুতে বেগের আধিক্য বিদ্যমান। জড়ের এই শক্তি চুতষ্টয়ের সাধারণ নাম "মহাভূত-রূপ"। "মহাভূত" অর্থ মহদাকারে বা প্রকটাকারে গঠিত। সুতরাং ইহার অর্থ এই যে, জড়ের যেই যেই গুণ মহদাকারে গঠিত হয়ে, উৎপন্ন হয়ে আছে, সেই গুণই "মহাভূত-রূপ"। জড়ের মৌলিক গুণ চতুষ্টয় হতেই বাকি ২৪ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয়, এবং

সেই উৎপন্ন রূপ প্রত্যেকটিতেই এই চারি গুণ প্রকটভাবে বিদ্যমান আছে। ভূতরূপ ব্যতীত এই ২৪ প্রকার রূপের সাধারণ নাম "উপাদা-রূপ" বা উৎপন্ন-রূপ।

বেদনাস্কন্ধ পর্বে বেদনা (অনুভূতি)' বলতে সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; সংজ্ঞাস্কন্ধ পর্বে সংজ্ঞা বলতে চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা ও মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; সংস্কারস্কন্ধ পর্বে 'সংস্কার' বলতে বায়ান্ন প্রকার চৈতসিকের মধ্যে বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত অবশিষ্ট পঞ্চাশ প্রকার সংস্কারের (চৈতসিকের) প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে চেতনাকে মুখ্য করে চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা ও মনোসংস্পর্শজ চেতনা; বিজ্ঞানস্কন্ধ পর্বে বিজ্ঞান (চিত্ত) বলতে চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। এখানেও রূপের মতো করে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে অতীতাদি বিবিধ প্রকার শ্রেণিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এভাবে সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এবার বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যাক :

বেদনা : স্পৃষ্ট আলম্বনের "রস-বোধ" বেদনা। আলম্বনের রসানুভব ইহার কৃত্য। যে কেউ যেকোনো আলম্বন অনুভব করে, সে উহা আস্বাদের সহিত বা বিস্বাদের সহিত অথবা স্বাদ-বিস্বাদহীন মধ্যস্থভাবে অনুভব করে। এই ত্রিবিধ অনুভূতি (বেদনা) ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার অনুভূতি হতে পারে না। বেদনার অন্যবিধ প্রভেদাদি কায়িক ও মানসিক হিসেবে হয়েছে মাত্র। সুতরাং অনুভূতি অনুসারে বেদনা (১) সুখ-বেদনা, (২) দুঃখ-বেদনা, (৩) অদুঃখ-অসুখ-বেদনা এই ত্রিবিধ। কিন্তু শারীরিক সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা এবং মানসিক সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য, উপেক্ষা-বেদনা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-প্রভেদ বেদনা। অর্থাৎ কায়েন্দ্রিয় ও মনেন্দ্রিয় ভেদে এই পঞ্চবিধ বেদনা। "ফস্‌স-পচ্চযা বেদনা"।

সংজ্ঞা (সঞ্‌ঞা) : কোনো আলম্বন চক্ষাদি ইন্দ্রিয়পথে যেইরূপ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জ্ঞানই সেই আলম্বন সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা। কয়েকজন অন্ধ একটি হস্তীর বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করল। যে পাদ স্পর্শ করল সে মনে করল হস্তী স্তম্ভ সদৃশ। যে শুণ্ড স্পর্শ করল সে ভাবল হস্তী সর্পাকৃতি। যে কর্ণ স্পর্শ

করল সে ভাবল হস্তী সূর্পের (কুলার) তুল্য। হস্তী সম্বন্ধে ইহাই অন্ধের ধারণা বা সংজ্ঞা। তদ্রুপ সংজ্ঞা, আলম্বন ইন্দ্রিয়পথে যেমনটি প্রতিভাত হয় ঠিক তেমন জ্ঞানটুকু। এই সংজ্ঞা দ্বারা এক আলম্বন হতে অন্য আলম্বনকে পৃথক করতে ও পুনরায় চিনতে পারা যায় মাত্র। আলম্বন সম্বন্ধে সংজ্ঞা দ্বারা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না; 'সংজ্ঞা', 'বিজ্ঞান', "অভিজ্ঞা', 'প্রজ্ঞা' প্রভৃতি আলম্বন সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থা জ্ঞাপক শব্দ। তন্মধ্যে "সংজ্ঞা" আলম্বন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান। আলম্বনের ব্যবহার, প্রয়োজন বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান সংজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন হয় না। শিশু যে ছবিকৃত বিড়ালকে পরিচিহ্নিত করতে পারে, তা তার পূর্বলব্ধ 'বিড়াল-সংজ্ঞা' দ্বারা।

সংস্কার : "চেতেতী'তি চেতনা"। যা চিন্তা করায় তা চেতনা। চেতনা সহজাত চৈতসিকগুলিকে (১) নিজের অঙ্গীভূত করে আলম্বনে যোগ করে ও তাদের কার্যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং কর্মসিদ্ধির জন্য প্ররোচিত করে। ইহা 'সহজাত-চেতনা'। (২) লোভাদি হেতু সংযোগে এই চেতনা 'কর্মে' পরিণত হয় এবং সংস্কাররূপে চিত্তসন্ততিতে প্রচ্ছন্ন থাকে ও অবকাশ পেলে বাক্-কর্মে বা কায়-কর্মে প্রকাশিত হয়। যখন ইহা কুশলাকুশলে পরিবর্তিত হয় তখন "নানাক্ষণিক-চেতনা"। কর্ম-সম্পাদন-কাল ও ফলোৎপত্তি-কাল বিভিন্ন বলে ইহা নানাক্ষণিক। "নানা" অর্থ বিভিন্ন।

বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের পালি বিঞ্ঞাণ। বর্তমানে জনগণ সাধারণত যে অর্থে বিজ্ঞান কথাটি ব্যবহার করে, সেই অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। 'বিজানাতীতি বিঞ্ঞাণং চিন্তেতীতি চিত্তং' অর্থাৎ জানা অর্থে বিজ্ঞান এবং চিন্তা করা অর্থে চিত্ত বলা হয়। এ অর্থ সংকীর্ণ, ব্যাপক নয়, তবে বিজ্ঞান এবং চিত্ত মনের প্রতিশব্দ। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রান-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান-ধাতু চারি ভূমির এই চিত্তসমূহের সমষ্টিগত নাম 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'।

অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রূপস্কন্ধ পর্বে রূপকে এক প্রকারে দুই প্রকারে... এভাবে দশ প্রকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বেদনাস্কন্ধ পর্বে এক প্রকারে, দুই প্রকারে... দশ প্রকারে, চব্বিশ প্রকারে, ত্রিশ প্রকারে, বহুপ্রকারে বেদনাস্কন্ধকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংজ্ঞাস্কন্ধের ক্ষেত্রেও এক প্রকারে... দশ, চব্বিশ, ত্রিশ, বহু প্রকারে বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধের ক্ষেত্রেও একই প্রকার বিশ্লেষণপ্রণালি স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পর্বে রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধের মধ্যে কয়টি বা কোনটি কুশল বা অকুশল বা অব্যাকৃত; কোনটি সুখ-দুঃখাদি বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত বা সম্প্রযুক্ত নয়; কোনটি বিপাক বা বিপাকধর্মী; কোনটি উপাদিন্ন বা অনুপাদিন্ন, কোনটি সংযোজন বা নীবরণ; কোনটি ওঘ বা যোগ ইত্যাদি বিবিধাকারে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে। এই পর্বে তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বিষয় বর্ণনা) ও দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বিষয় বর্ণনা) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণগুলো বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত প্রথম 'স্কন্ধ বিভঙ্গে' সূত্র, অভিধর্ম ও প্রশ্নজিজ্ঞাসাকারে পঞ্চস্কন্ধের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের একমাত্র কারণ হলো মোহগ্রস্ত পুদ্গল পঞ্চস্কন্ধকে বা কোনো এক স্কন্ধকে অজড়, অব্যয়, অক্ষয়, ঘন, নিরেট আত্মা বলে যে দৃঢ় ভ্রান্ত ধারণা অর্থাৎ সত্ত্ব-সংজ্ঞা, আমিত্ব-সংজ্ঞা উৎপন্ন করে, সেই মিথ্যা ধারণার অপসারণ। কারণ এই সত্ত্বধারণা বা সৎকায়দৃষ্টি বিমুক্তির প্রথম সোপান স্রোতাপত্তিফলে উন্নীত হবার পথে চরম বাধা। তাই এই আত্মাসংজ্ঞা অপসারণ ব্যতীত বিমুক্তি লাভ সুদূর পরাহত।

২. আয়তন বিভঙ্গ

এই বিভঙ্গে তথাকথিত সত্ত্বকে দ্বাদশ আয়তনাকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আয়তন কী তা প্রথমেই জানা আবশ্যক। আয়তন অর্থ হলো চিত্তের উৎপত্তিস্থান, নিবাসস্থান। চক্ষু ও বর্ণ, দ্বার ও আলম্বনের আকারে, চক্ষু-বিজ্ঞানের আয়তন বা উৎপত্তি-স্থান। এই প্রকারে শ্রোত্র ও শব্দ, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের, ঘ্রাণ ও গন্ধ ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের, জিহ্বা ও রস জিহ্বা-বিজ্ঞানের, কায়া ও স্পৃশ্য কায়বিজ্ঞানের এবং মন ও ধর্ম মনোবিজ্ঞানের আয়তন। এদের মধ্যে চক্ষাদি ছয়টি আধ্যাত্মিক বা দ্বারভূত দেহস্থ আয়তন। এবং রূপাদি ছয়টি আলম্বন-ভূত বহিরায়তন।

'সূত্র অনুসারে বিভাজন' পর্বে দ্বাদশ আয়তনের প্রত্যেকটিকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী (পরিবর্তনের অধীন বিষয়) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন' পর্বে এই দ্বাদশ আয়তনের প্রকৃত স্বরূপ (যথাভূত অবস্থা) অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এই পঞ্চ আয়তনের ক্ষেত্রে আয়তন বলতে প্রসাদ গুণকেই বুঝানো হয়েছে। সেই প্রসাদ গুণ কিন্তু চর্মচোখে দেখার বস্তু নয় যেহেতু সেটি গুণ তাই অদৃশ্যমান। আসলে প্রসাদ অর্থ স্বচ্ছতা; এই স্বচ্ছতা

গুণবিশিষ্ট জড় পদার্থগুলিই প্রসাদ-রূপ। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি এই প্রসাদ-রূপের অন্তর্গত চক্ষে বর্ণের, শ্রোত্রে শব্দের, ঘ্রাণে (নাসিকায়) গন্ধের, জিহ্বায় রসের এবং কায়ায় স্পৃশ্যের (ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-গুণের), যেন প্রতিবিম্ব পতন দ্বারা স্পর্শোৎপত্তি হয়। এজন্য এদের সাধারণ নাম 'প্রসাদ-রূপ'। এক্ষেত্রে এই প্রসাদ গুণকে আয়তন বলে। এক প্রকারে, দুই প্রকার ক্রমান্বয়ে দশ প্রকার ও বহুপ্রকারে পদ্ধতিতে মনায়তনকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত, সহেতুক, অহেতুক, কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত, কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর, অপরিয়াপন্ন, চক্ষু-বিজ্ঞানাদি বিভিন্নভাবে মনায়তন প্রদর্শিত হলো। রূপায়তন, শব্দায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন, স্পৃশ্যায়তন ও ধর্মায়তনের ক্ষেত্রে কেবল রূপায়তনই সনিদর্শন (দৃশ্যমান), অবশিষ্ট আয়তনগুলো অদৃশ্যমান, ধর্মায়তনই শুধু অপ্রতিঘ (অসাংঘর্ষিক), অবশিষ্ট আয়তনগুলো সপ্রতিঘ (সাংঘর্ষিক) এখানেও রূপাদি আয়তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন দৃষ্ট হয়। আর ধর্মায়তন বলতে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ এবং ধর্মায়তন সংশ্লিষ্ট অনিদর্শন-অপ্রতিঘ রূপ আর অসংস্কৃত ধাতু।

প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পর্বেও দ্বাদশ আয়তনের মধ্যে, কয়টি কুশল, কয়টি অকুশল, কয়টি অব্যাকৃত ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে তিক ও দুক নিয়মে বিশ্লেষিত হয়েছে। এতে করে নীবরণ, সংযোজন, ওঘ, যোগ, আসব, ক্লেশ অথবা মার্গালম্বন, মার্গহেতুক, মার্গাধিপতি—এ জাতীয় অবস্থার সাথে দ্বাদশ আয়তনের মধ্যে কোনটির সাথে কী সম্পর্ক তা সম্যকরূপে জানা যায়।

আর এতে করে অকুশল পরিত্যাগ ও কুশল সম্পাদনের মাধ্যমে বিমুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন ও ছয় বাহ্যিক আয়তনের প্রতিনিয়ত সংস্পর্শে যে পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হচ্ছে এবং পঞ্চস্কন্ধের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে প্রজ্ঞার অভাবে আত্মা বলে ভ্রম হয়। এই মিথ্যা ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্যই দ্বাদশ আয়তনকে সূত্র, অভিধর্ম ও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা প্রণালিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. ধাতু বিভঙ্গ

ত্রিপিটক সাহিত্যে 'ধাতু' বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে 'ধাতু" সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা আছে। সূত্রপিটকের অন্তর্গত দীর্ঘনিকায়ে এবং মধ্যমনিকায়ে "সতিপট্ঠান সূত্রে" "ধাতু-মনসিকার" নামক অধ্যায় আছে। তা ছাড়া মধ্যমনিকায়ে "মহাহত্থিপদোপম

সূত্রে”, “ধাতু-বিভঙ্গে” এবং “রাহুলোবাদ সূত্রে” ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সংযুক্তনিকায়ে “ধাতুসংযুক্ত” বলে একটা অধ্যায় আছে। অভিধর্মপিটকের বিভঙ্গ গ্রন্থে “ধাতু-বিভঙ্গ” এবং যমক গ্রন্থে “ধাতু-যমক” নামক অধ্যায়ে ধাতু সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ধাতুকথা গ্রন্থে ১৪টা পরিচ্ছেদে ধর্মসঙ্গণীর ২২টি তিক এবং ১০০টা দুক মাতিকাসহ মোট ৩৭১টা ধর্ম স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুতে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে এবং উহাদের সম্প্রয়োগ ও বিপ্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

‘ধাতু’ বলতে যারা নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে, তাদের বুঝায় (অত্তনোসভাবং ধারেন্তীতি ধাতুযো)। ধাতুকে আর ভাঙানো যায় না বা অন্য কোনো পরিবর্তন করা যায় না। ধাতু বলতে কোনো বস্তুর গুণবাচক অর্থ নির্দেশ করে। তাই প্রকৃতপক্ষে ধাতু বস্তুর শূন্যতা নির্দেশ করে। আমাদের দৃশ্যত বস্তু যেহেতু ধাতু নিয়ে গঠিত, পারমার্থিকভাবে আমি, তুমি, সে, পাহাড়, পর্বত, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি শূন্যতায় নির্দেশ করে। কারণ একমাত্র শাশ্বত এবং অসংস্কৃত নির্বাণ ব্যতীত ধাতুসমূহ সকল জড়াজড়ের মৌলিক উপাদান।

ধাতুসমূহ স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে না। কার্যকারণের যথাযথ শর্তগুলি পূর্ণ হলে ধাতুসমূহ ইহাদের নিজস্ব গুণগত স্বভাব প্রদর্শনের জন্য এবং নিজস্ব গুণগত কর্ম সম্পাদনের জন্য উৎপত্তি হয় এবং নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের পর নির্দিষ্ট সময়ে নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ধাতুসমূহের উৎপত্তি ও বিলয়ের ব্যাপারে কারও কোনো অদৃশ্য হাত নেই এবং উহারা কারও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না, সে যতই ক্ষমতাবান বা শক্তিশালী হোক না কেন। অন্য কথায় ধাতুসমূহের উৎপত্তিতে কারও সম্পর্ক নেই; কারও পক্ষপাতিত্ব নেই এবং উহারা কারও অধীন নহে। উহাদের উদয়বিলয় সম্পূর্ণরূপে কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল। যেমন : (১) দৃশ্যমান বস্তু, (২) চক্ষু-ইন্দ্রিয় (৩) আলো এবং (৪) মনস্কার—এই চারটা বিষয় বিদ্যমান থাকলে চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতুর উৎপত্তি হয়। এই চারটা বিষয়ের বিদ্যমানে জগতের এমন কোনো শক্তি নেই যা চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতুর উৎপত্তি নিরোধ করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ধাতুসমূহ জগতের সকল বস্তুর মৌলিক উপাদান। এক খণ্ড কাঠ জগতের সকল জড় বস্তুর মতো আটটি অবিনিভাজ্য-রূপ নিয়ে গঠিত। যথা : পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস এবং আহার (ওজ)। প্রত্যেক ধাতু নিজস্ব কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অন্য ধাতুসমূহের কর্ম সম্পাদনে উহা সাহায্য করে না। তবে উহাদের উদ্ভবের জন্য উহারা পরস্পর

পট্ঠানের (১) সহজাত প্রত্যয়, (২) অন্যান্য প্রত্যয়, (৩) নিশ্রয় প্রত্যয়, (৪) অস্তি প্রত্যয় এবং (৫) অবিগত প্রত্যেয়ের সহিত নির্ভরশীল।

প্রাণী বলতে অভিধর্মমতে নামরূপের সমন্বয় বুঝায়। নামরূপ ২৮ প্রকার রূপ, ৫২ প্রকার চৈতসিক এবং ৮৯ প্রকার চিত্ত নিয়ে গঠিত। এই নামরূপের যথাযথ ধাতুসমূহ প্রত্যেকবারে একই সাথে উৎপত্তি এবং নিরোধ হয়। যেহেতু ধাতুসমূহ বস্তুনিরপেক্ষ গুণবাচক সংজ্ঞা মাত্র, উহারা বস্তুরহিত শূন্যতা মাত্র। তাই আমরা শুধু ধাতুসমূহের উপস্থিতি দেখতে পাই। তাতে ধাতুর গুণগত কার্যদ্বারা কোনো কঠিন পদার্থ দেখা যায় না। এইরূপ দৃষ্টিপাত করলে জগতে প্রত্যেক জড়াজড় পদার্থের কোনো অস্তিত্ব দৃশ্যমান হয় না এবং কেবল শূন্যতাই প্রতীয়মান হয়।

সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্বে প্রথমে ছয় প্রকার ধাতুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা : পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু, আকাশ-ধাতু, বিজ্ঞান-ধাতু। সূত্রপিটকের মধ্যমনিকায় ৩য় খণ্ডের 'ধাতু-বিভঙ্গ' সূত্রেও এই ছয়টি ধাতুর উল্লেখ আছে। উক্ত ছয়টি ধাতুকে দ্বিবিধভাবে ভাগ করা হয়েছে : আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক। কেশ, লোম, দন্তাদিকে আধ্যাত্মিক পৃথিবী-ধাতু বলার কারণ হচ্ছে কেশ, লোম, নখ, দন্তাদিতে আধ্যাত্মিক পৃথিবী-ধাতুর মৌলিক লক্ষণ 'কঠিনতা বা কোমলতা গুণ' প্রকট। শ্লেষ্মা, পুঁয, রক্ত, ঘর্ম ইত্যাদিতে আপধাতুর মৌলিক লক্ষণ 'সংযুক্তি বা বন্ধন গুণ' প্রকট। তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু, আকাশ-ধাতু ও বিজ্ঞান-ধাতুর ক্ষেত্রেও নিজ নিজ মৌলিক লক্ষণ প্রকটিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুখ-ধাতু, দুঃখ-ধাতু, সৌমনস্য-ধাতু, দৌর্মনস্য-ধাতু, উপেক্ষা-ধাতু ও অবিদ্যা-ধাতু; এবং তৃতীয় পর্যায়ে কাম-ধাতু, ব্যাপাদ-ধাতু, বিহিংসা-ধাতু, নৈষ্ক্রম্য-ধাতু, অব্যাপাদ-ধাতু ও অবিহিংসা-ধাতুর অনুপুঙ্খভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে চক্ষু-ধাতু, রূপ-ধাতু, চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু; শ্রোত্র-ধাতু, শব্দ-ধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু; ঘ্রাণ-ধাতু, গন্ধ-ধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু; জিহ্বা-ধাতু, রস-ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু; কায়-ধাতু, স্পৃশ্য-ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু; মনোধাতু, ধর্মধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু—এই আঠারো প্রকার ধাতুর বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। দর্শনকার্যে সাহায্য করার গুণ বা স্বভাব একমাত্র চক্ষুই ধারণ করে; এইজন্য চক্ষু 'ধাতু'। তদ্রুপ শ্রোত্রাদি সম্বন্ধে। চক্ষু-প্রসাদই চক্ষু-ধাতু; শ্রোত্র-প্রসাদই শ্রোত্রধাতু; ঘ্রাণ-প্রসাদই ঘ্রাণ-ধাতু; জিহ্বা-প্রসাদই জিহ্বা-ধাতু; কায়প্রসাদই কায়-ধাতু। পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত এবং সম্প্রতীচ্ছ চিত্তদ্বয় মনোধাতু। রূপালম্বন রূপ-ধাতু,

শব্দালম্বন শব্দ-ধাতু, গন্ধালম্বন গন্ধ-ধাতু, রসালম্বন রস-ধাতু, স্পৃশ্যালম্বন স্পৃশ্যধাতু, ধর্মায়তনই ধর্মধাতু।

কুশলাকুশল দ্বিবিধ চক্ষু-বিজ্ঞানই চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু। সেরূপ শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু। দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান ও মনোধাতুত্রিক ব্যতীত অবশিষ্ট ছিয়াত্তর প্রকার মনোবিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান-ধাতু। প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পর্বে আঠারো প্রকার ধাতুর মধ্যে কয়টি (কত প্রকার) কুশল, কয়টি অকুশল, কয়টি অব্যাকৃত, কয়টি বিপাক, কয়টি বিপাকধর্মীধর্ম ইত্যাদি বিবিধাকারে তিক ও দুক অনুসারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কার্যকারণে ধাতুসমূহের উদয়-বিলয় হয়। ধাতুসমূহের জীবন্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নামরূপ। উহার কর্ম এবং চিত্তসন্ততির দ্বারা উদ্ভূত তাপ। আগেই বলা হয়েছে যে তাদের উদয়বিলয় আছে। যখন উহাদের বিলয় হচ্ছে এবং একই পরিস্থিতি আর উদয় হচ্ছে না, তখন উহাদের মৃত্যু হয়েছে বলে বলা হয়। যেহেতু কোনো সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে, বলতে, শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে বা অন্যান্য শারীরিক কাজ করতে পারি, সেহেতু আমরা ধারণা করি যে জীবন নামক পৃথক বস্তু আছে। সুতরাং প্রচলিত মতে আমরা মনে করি আমরা জীবন ধারণ করি। এতে আমাদের মনে জীবন সম্বন্ধে এক ধারণা জন্মে। তাতে মনে হয় সত্ত্বই জীব অথবা জীবই সত্ত্ব অথবা সত্ত্বই জীব ও শরীর। এভাবে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। ভগবান তথাগত বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত করার জন্য ধাতুসম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ধাতুসমূহের বস্তুনিরপেক্ষ গুণাবলি ছাড়া বাড়ি, মানুষ, আমি, তুমি, সে বলতে কিছুই নেই। ধাতুকথায় স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু সবই অনাত্ম—এ কথা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং আত্মা বলতে কিছু নেই। কেবল স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুসমূহের উৎপত্তি-বিলয় আছে। প্রচলিত ভাষায় আমি, তুমি, ব্যক্তি, স্ত্রী, পুরুষ আছে বলে ধারণা করা হয় এবং অনেকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে ধাতুসমূহের উৎপত্তি-বিলয় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যদি এই উদয়-বিলয়ের অনিত্যতা উপলব্ধি করা যায়, জগতে আমাদের অস্তিত্ব দুঃখ বলে প্রতীয়মান হয়। যারা দুঃখমুক্তি লাভে সচেষ্ট হন, তারাই নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারেন।

৪. সত্য বিভঙ্গ

এ বিভঙ্গ চারি আর্যসত্যকে সূত্র অনুসারে, অভিধর্ম অনুসারে ও প্রশ্নাকারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চারি আর্যসত্য হলো : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখনিরোধের উপায় আর্যসত্য। এই চার প্রকার সত্যকে আর্যসত্য বলা হয় কেন? উত্তরে বলতে হয় : আর্য অর্থ সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র। সুতরাং আর্যসত্য শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র সত্য। অর্থাৎ আর্য কর্তৃক প্রকাশিত ও আর্যভূমিতে পরিচালনাকারী সত্য।

চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন রোগের বর্ণনা আছে, রোগের কারণ নির্দেশ করা হয়েছে, রোগের উপশম (নিবৃত্তি) বর্ণিত হয়েছে এবং রোগ উপশমের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে; তদ্রুপভাবে ২৫৫৬ বছরের ও পূর্বে মহাকারুণিক বুদ্ধও জগত যে দুঃখময় অর্থাৎ জগতে দুঃখ আছে, দুঃখোৎপত্তির কারণ আছে, দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখনিরোধের উপায় আছে বলে সম্বোধি জ্ঞানে জ্ঞাত হয়েছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগের বর্ণনা আছে বলে চিকিৎসাশাস্ত্রকে যেমন 'রোগবাদ' বলা চলে না, তদ্রুপ বুদ্ধের ধর্মকে 'দুঃখবাদ' বলা চলে না, বরং ইহা 'দুঃখমুক্তিবাদ'।

সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ পর্বে জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, মরণদুঃখ, শোক-রোদন, কায়িক যন্ত্রণা-মানসিক যন্ত্রণা, হাহুতাশ, অপ্রিয়সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তিকে দুঃখসত্য বলা হয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে পঞ্চোপাদানস্কন্ধকেই দুঃখ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তৃষ্ণাকে দুঃখের কারণরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগ, মুক্তি এবং অনাসক্তিকেই দুঃখনিরোধ বলা হয়েছে। আর সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি—এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকেই দুঃখনিরোধের উপায় বলা হয়েছে। অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রশ্ন-জিজ্ঞসা পর্বেও চারি আর্যসত্যের মধ্যে কোনটি কুশল, কোনটি অকুশল ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদানের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. ইন্দ্রিয় বিভঙ্গ

যারা নিজ নিজ পরিধিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে, তাদের ইন্দ্রিয় বলা

হয়। এই বিভঙ্গে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়কে অভিধর্ম অনুসারে ও প্রশ্ন-জিজ্ঞসা পদ্ধতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় হলো : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী ইন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়।

চক্ষু দর্শনকৃত্য সম্পাদনে চক্ষু-বিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকাদির উৎপত্তিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে। অর্থাৎ চক্ষু দুর্বল হলে তদুৎপন্ন বিজ্ঞানও দুর্বল হয়, চক্ষু তীক্ষ্ণ হলে বিজ্ঞানও তীক্ষ্ণ হয়। তদ্রুপ শ্রোত্রাদি সম্বন্ধে। মন সহজাত চৈতসিকের উপর আধিপত্য করে বলে ইহা মনেন্দ্রিয়। ভাবদ্বয়কে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে, কারণ তা স্ত্রী-জনোচিত ও পুরুষোচিত আকারাদি গঠনে ও বিশেষত্ব সম্পাদনে আধিপত্য করে। জীবিতেন্দ্রিয় দ্বিবিধ—রূপের জীবনীশক্তি ও চিত্তের জীবনীশক্তি। রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় রূপকায়ের জীবনীশক্তিরূপে ইহার সন্ততির জন্য অন্যান্য রূপের উপর আধিপত্য করে। কর্মবলে রূপস্কন্ধের উৎপত্তি হলেও ইহার জীবনীশক্তি এই রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়ের বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ বা প্রস্তরাদিতে এই গুণ বিদ্যমান নেই। এই গুণও জীবের সর্বাঙ্গে বিদ্যমান। উদ্ভিদের জীবন ওজ ও তেজধাতুর উপর নির্ভরশীল। তেজধাতু বা শীতোষ্ণতাই বাষ্প, বৃষ্টি, মেঘ, ঋতু-বৈষম্যের এবং উদ্ভিদাদির উৎপত্তি-বৃদ্ধির কারণ। চিত্তপ্রবাহ পুনঃপুন ভঙ্গ হলেও এই শক্তি বলে, স্কন্ধের নির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত, পুনঃপুন উৎপন্ন হতে থাকে। এই শক্তি চিত্তসন্ততির উপর ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলেই ইহাকে জীবিত-ইন্দ্রিয় বলে। সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য বেদনাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে, কারণ ইহারা নিজ নিজ সহজাত ধর্মকে অভিভূত করে, স্ব স্ব স্থূলভাব অনুভব করায়। উপেক্ষা-বেদনাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে, কারণ ইহা সহজাত চিত্ত-চৈতসিককে শান্ত, প্রণীত (উত্তম), নিরপেক্ষ-ভাব প্রাপ্ত করায়। 'শ্রদ্ধেন্দ্রিয়' অশ্রদ্ধাকে পরাভূত করে সম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিকের প্রসন্নতা আনয়ন করে। 'বীর্য' কৌসীদ্য পরাভবে, 'স্মৃতি' আলম্বনকে নিত্য উপস্থিত রাখতে, 'সমাধি' আলম্বনে চিত্তের নিশ্চল অবস্থানে ইন্দ্রত্ব করে। প্রজ্ঞা' মোহ-ধ্বংসে সম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিকের উপর আধিপত্য করে। "অজ্ঞাতকে (চারি আর্যসত্যকে) জানব" বলে উৎপন্ন অমোহ-চিত্ত ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হলে সংযোজনত্রয় (সৎকায়-দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎসা)

ছিন্ন করতে পারে এবং সহজাত চৈতসিকগুলোকে এই ছেদন-কার্যাভিমুখী করে তাদের উপর ইন্দ্রত্ব করে। ইহা স্রোতাপত্তি-মার্গস্থ "অমোহ" চৈতসিক। লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় (অঞ্ঞিন্দ্রিয়) কামরাগ, ব্যাপাদ প্রভৃতি সংযোজনকে দুর্বল করে এবং সহজাত ধর্মকে নিজের বশবর্তী করে। ইহা উপরের তিন মার্গস্থ এবং নিচের তিন ফলস্থ "অমোহ" চৈতসিক।

লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় (অঞ্ঞতাবিন্দ্রিয) সর্বকার্যে ঔৎসুক্য ধ্বংস করে সহজাত ধর্মকে অমৃতাভিমুখী করে। ইহা অর্হত্ত্বফলস্থ "অমোহ" চৈতসিক।

দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়ের ক্রম : দেহীকে আর্যভূমি লাভ করতে হলে সর্বপ্রথম দেহস্থ ইন্দ্রিয়সমূহ বুঝতে হয়। এজন্য চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় সর্বাগ্রে উল্লেখিত হয়েছে। দেহী পুনরায় স্ত্রী বা পুরুষ। এজন্য এই দুই ইন্দ্রিয় তৎপরই স্থান পেয়েছে। কিন্তু উক্ত সপ্ত ইন্দ্রিয় জীবিতেন্দ্রিয়-প্রতিবদ্ধ। যতকাল জীবিতেন্দ্রিয় প্রবহমান থাকে, ততকাল সুখ-দুঃখাদি বেদনাও বিদ্যমান থাকে। এই বেদনা কিরূপে ইন্দ্রত্ব করে, তা বুঝা আবশ্যক। বিশ্লেষণ করে দেখলে প্রমাণিত হয় যে, সর্ববিধ বেদনাই দুঃখ। "সুখ-বেদনা ঠিতা সুখা, বিপরিণাম দুক্‌খা"। এই দুঃখ অতিক্রম করতে হলে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার শুধু প্রয়োজন নহে, অনুশীলনে তাদেরকে ইন্দ্রত্বে পরিপুষ্ট করা অপরিহার্য। ইহাদের ইন্দ্রত্ব লাভে উচ্চাশা নির্ধারণের শক্তি লাভ হয়, অজ্ঞাতকে জানার জন্য সংকল্প জাগে। এই সংকল্পের ইন্দ্রত্ব অবস্থাই লোকোত্তরের প্রথম মার্গে, স্রোতাপত্তি-মার্গে উপনীত করে। এই মার্গ যেই পরিপক্ব জ্ঞান প্রদান করে, সেই "অঞ্ঞিন্দ্রিয়", ইহার পরেই স্থান পেয়েছে। এই "অঞ্ঞিন্দ্রিয়" অনুশীলনে "অঞ্ঞাতাবিন্দ্রিযে", পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্হতের অবস্থা। এইখানে করণীয় কৃত হয়।

৬. প্রতীত্যসমুৎপাদ বিভঙ্গ

এ অধ্যায়ে প্রতীত্যসমুৎপাদকে সূত্র অনুসারে, অভিধর্ম অনুসারে ও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বুদ্ধের ধর্মদর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি বা কার্যকারণ-নীতি (Theory of Dependent Origination) বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ষড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জড় ও অজড়রাজ্যে যে ঘটনা নিরন্তর সংঘটিত হচ্ছে সে-সমস্ত ঘটনা কোনো অদৃশ্য মহাশক্তি তথা অন্ধদৈব খেয়ালের বিষয় নয়। বরং সমস্ত ঘটনাই কারণসম্ভূত। কারণের নিরোধে কারণসম্ভূত ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় দুঃখরাশি নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এটাই কার্যকারণ-নীতি বা প্রতীত্যসমুৎপাদ-

নীতির মূল বিষয়।

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি বা কার্যকারণ দর্শনজগতের এক জটিল সমাধান। সকল পদার্থই ওই কার্যকারণ শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হচ্ছে। ওই নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় না। জড় ও জীবজগত কার্যকারণ প্রবাহমাত্র। কার্য সর্বদা কারণসাপেক্ষ। বিনয়পিটকের মহাবর্গে, সংযুক্তনিকায়ের নিদানবর্গে, দীর্ঘনিকায়ের মহানিদান সূত্রেও প্রতীত্যসমুৎপাদের বিবরণ দৃষ্ট হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদের দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে দীর্ঘনিকায়ের 'মহানিদান সূত্রে' উল্লেখ আছে : আনন্দ স্থবির ভগবানকে বলেছেন, 'ভন্তে, আশ্বর্য, অদ্ভুত! এই প্রতীত্যসমুৎপাাদের গম্ভীরতা প্রতীয়মান হয়; অথচ আমার নিকট উহা অতি সুস্পষ্ট।

হে আনন্দ, এরূপ বলো না। প্রতীত্যসমুৎপাদ গম্ভীর, গম্ভীর এর দীপ্তি। আনন্দ, এই ধর্ম না জেনে না বুঝে মনুষ্যগণ বিজড়িত তন্তুর মতন, জটিভূত সূত্র পিণ্ডের মতন, মুঞ্জতৃণগ্রন্থির মতন হয়েছে এবং অপায়, দুর্গতি অধঃপতন ও সংসার (পুনর্জন্ম) অতিক্রম করতে পারছে না। এতেই বুদ্ধোপদিষ্ট প্রতীত্যসমুৎপাদের গম্ভীরতা প্রতীয়মান হয়।

শাক্যমুনি বিশ্বের নিত্য দৃশ্যমান ঘটনা—জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর মাঝে অপর এক মহাসত্য অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মর ক্রিয়া দেখতে পেয়ে বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি 'দুঃখময়তা' উপলব্ধি করেছিলেন। এই দুঃখমুক্তির সম্ভাব্য কল্পনায় দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য ধন-জন-রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি সাধনায় সম্বোধি বা পরম জ্ঞান উপলব্ধি করলেন যে, কামভোগ যেমন অনর্থকর তেমনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনাও নিষ্ফল। অবশেষে এই দুই অন্ত বর্জন করে বুঝতে পেয়েছিলেন :

ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌সুপ্‌পদা ইদং উপ্‌পজ্জতি।

আরও বুঝলেন :

ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্‌স নিরোধা ইদং নিরুজ্‌ঝতি।

ইহা হলে উহা হয়, ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি, ইহা না হলে উহা হয়না, ইহার নিরোধে উহা নিরুদ্ধ হয়।

অর্থাৎ, হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ফলের নিরোধ। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির মূল সূত্র। জড়-জগৎ ও মনোজগৎ এই নীতি দ্বারা পরিশাসিত।

তথাগত বুদ্ধ বোধিদ্রুমমূলে জীবনদুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ যে এই প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ-নীতি—তা সম্যক উপলব্ধি করে ইহাকে

শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিলেন। তিনি দুঃখের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অবিদ্যাকে মূল কারণ নির্দেশ করেছেন এবং ইহার আদি অনির্ণেয় হলেও ভবচক্র বা জীবনচক্রের সর্বাগ্রে স্থাপন করেছেন। অবিদ্যা জগতের আদিকারণ নয়। ইহা চির বিদ্যমান। মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড়শক্তি, অবিদ্যা তেমনি মানসিক শক্তি। জাগতিক অন্যান্য শক্তির ন্যায় অবিদ্যাও এক মহান শক্তি।

তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটুক বা না ঘটুক জন্ম, জরা, মৃত্যু জগতে ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। মনীষী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের মতন তথাগত বুদ্ধ জগতের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির উপদেশ প্রদান করে জন্ম-মৃত্যুর আকারে ভাসমান জীবের জীবনদুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তার মধ্যেও রয়েছে হেতু-প্রত্যয় বা কার্যকারণ-নীতি।

বিশ্ববিশ্রুত জার্মান বৈজ্ঞানিক মহামতি আইনস্টাইন মাত্র একশত বৎসর পূর্বে তৎপূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের জড়বিশ্বের সব আবিষ্কার অতিক্রম করে আপেক্ষিক বা সাপেক্ষবাদ নামক এক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বহুশত বৎসব পূর্বে তথাগত বুদ্ধ জড়াজড় বিশ্বের সাপেক্ষবাদ বা প্রতীত্যসমুৎপাদ আবিষ্কার করে জ্ঞানী জগৎকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন।

পালি 'পটিচ্চসমুপ্পাদ' শব্দ থেকে বাংলা 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' শব্দ আগত। 'প্রতীত্য' শব্দের অর্থ 'কার্যকারণবশত' এবং 'সমুৎপাদ শব্দের অর্থ 'উৎপত্তি'। এ উভয় শব্দের অর্থ দাড়ায় কারণবশত উৎপত্তি। প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ কারণবশত উৎপত্তি হলেও এটা সমুদয় হেতু-সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ১২টি পরস্পর নির্ভরশীল কারণ ও ফলের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্বের অপর নাম কার্যকারণ-নীতি। যার ধাতুগত অর্থ একটিকে অবলম্বন করে অন্যটির উৎপত্তি।

বুদ্ধের ধর্মদর্শনে কার্যকারণ-নীতি প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে কী মানসিক, কী দৈহিক, কী জাগতিক, সবকিছুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে একটা স্বাভাবিক নিয়মকে মেনে। এই মুহূর্তে যা দুগ্ধরূপে প্রতীত, প্রতীয়মান হচ্ছে, পর মুহূর্তে তৎস্থলে দধি প্রতীত, প্রতীয়মান হবে, এক্ষণে যা দধিরূপে প্রতীত, প্রতীয়মান হচ্ছে, পরক্ষণে তৎস্থলে নবনীত প্রতীত, প্রতীয়মান হবে। দুগ্ধ ও দধি, দধি ও নবনীত ঠিক একও নয়, বিভিন্নও নয় (ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো)। বস্তুত দুগ্ধ ও দধি এক, অথবা

দুগ্ধের মধ্যে দধি সুপ্তাকারে ছিল, তা পরে প্রকট হয়, অথবা দুগ্ধই পরিবর্তিত হয়ে দধিতে পরিণত হয়, ইত্যাদি আকারে বৌদ্ধগণ চিন্তা করেন না। জ্ঞানদৃষ্টিতে দুগ্ধও যেমন প্রতীতি, দধিও তেমন প্রতীতি। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, দুগ্ধ-প্রতীতি নিরুদ্ধ হবার পরই দধি-প্রতীতি সম্ভব হয়। দুই প্রতীতি ঠিক এক প্রতীতি নয়, আবার দুগ্ধ-প্রতীতি থেকে নিরপেক্ষভাবে দধি-প্রতীতির সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে দধি-প্রতীতিকে দুগ্ধ-প্রতীতিতে পরিণত করা যায় না, যা নিরুদ্ধ বা অতীত হয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না।

যদি পুনরায় দুগ্ধ-প্রতীতি হয়, এই প্রতীতি ও পূর্বের প্রতীতি একও নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়। এটাই প্রতীত্যসমুৎপাদের নিয়মে সর্বজগতের পরিবর্তন ধারা।

এক্ষেত্রে আরেকটি উপমায় বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। যেমন : আকাশে মেঘ উঠলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হলে রাস্তা পিচ্ছিল হয়, রাস্তা পিচ্ছিল হলে একটা লোক পা পিছলে পড়ে যায়, পড়লে তার শরীরে আঘাত হয়। এস্থলে আকাশে মেঘ উঠার উপর বৃষ্টি পতন নির্ভর করে, রাস্তার পিচ্ছিলতা বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, লোকটির পতন রাস্তার পিচ্ছিলতার উপর নির্ভর করে, তার আঘাত তার পতনের উপর নির্ভর করে। যদি আকাশে মেঘ না উঠত তবে বৃষ্টি হত না, বৃষ্টি না হলে রাস্তা পিচ্ছিল হত না ইত্যাদি। এরূপে একটি ঘটনা তার পূর্ববর্তী ঘটনার উপর নির্ভর করে এবং পরবর্তী ঘটনার সৃষ্টি করে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কার্যকারণে পরিণত হয়। পৃথিবীতে আমরা দেখি যে প্রত্যেক বিষয় এই কার্য ও কারণ শৃঙ্খলে আনা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনা নির্ণয়পূর্বক সত্য নির্ধারণ করেন।

বুদ্ধ এই কার্যকারণ-নীতি বা প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব দ্বারা জীবন-রহস্য ও জগৎ-রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। বৌদ্ধদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কার্যকারণ-নীতি বা প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব। এটাকে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের মেরুদণ্ড বা চাবিকাঠি বলা যায়। এটা অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল বিষয়। আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনা দ্বারা তা আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। সুত্তপিটকের মজ্ঝিমনিকায়ে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, "যো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্‌সতি সো ধম্মং পস্‌সতি, যো ধম্মং পস্‌সতি সো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্‌সতি"—যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদের আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন তিনি প্রকৃত ধর্মকে দর্শন করেন। আবার যিনি ধর্মকে দর্শন বা হৃদয়ঙ্গম করেন তিনি প্রকৃত কার্যকারণ-নীতি বা প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব দর্শন করেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ ও ধর্মে কোনো প্রভেদ

নেই। দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধ প্রদর্শনই এই নীতির বৈশিষ্ট্য। এটি বৌদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র সোপান।

এ অধ্যায়ে সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ পর্বে দুঃখোৎপত্তির প্রণালি প্রদর্শিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে : অবিদ্যার প্রত্যয়ে (কারণে) সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন; ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন (বিলাপ)-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস (হতাশা) উৎপন্ন হয়। এভাবে সমগ্র দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা, সংস্কার বিজ্ঞানাদি দ্বাদশ প্রকার নিদানের বিস্তারিত সংজ্ঞা প্রদানের মধ্য দিয়ে সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্ব সমাপ্ত হয়েছে।

অভিধর্ম অনুসারে বিশ্লেষণ পর্বে প্রত্যয় চতুষ্ক, হেতু চতুষ্ক সম্প্রযুক্ত চতুষ্ক ও পারস্পরিক (অঞ্ঞমঞ্ঞ) চতুষ্কাকারে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিতে দুঃখোৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে। অতঃপর প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ প্রণালিতে কীভাবে অকুশল, কুশল ও অব্যাকৃত ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়, তাও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মরূপে সুশৃঙ্খলভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। অবিদ্যামূলক কুশল, কুশলমূলক বিপাক ও অকুশলমূলক বিপাক উৎপত্তির ক্ষেত্রেও প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ-নীতির উপস্থিতি যথার্থরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে।

সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্বে 'জরা' বলতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বনিকায়ে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের জরাজীর্ণতা, খণ্ডদন্ততা, পলিত কেশতা, লোলচর্মতা, আয়ু, ইন্দ্রিয়ের পরিপক্বতাকে বুঝানো হয়েছে। 'মরণ' বলতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বনিকায় হতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্তি, স্কন্ধসমূহের ভঙ্গ, কলেবর নিক্ষেপ এবং জীবিত-ইন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে 'জরা' বলতে সেই সেই ধর্মসমূহের জরা, জীর্ণতা, আয়ুক্ষয়কে এবং 'মরণ' বলতে সেই সেই ধর্মসমূহের ক্ষয়, ব্যয়, ভেদ, বিভাজন (অসংহতি), অনিত্যতা, অন্তর্ধানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সত্ত্বসংজ্ঞা দূরীকরণার্থে পরমার্থত অবিদ্যমান 'সত্ত্বকে' পরমার্থত বিদ্যমান ধর্মসমূহে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭. স্মৃতি-উপস্থান বিভঙ্গ

এ পর্যন্ত প্রথম অংশের প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে ব্যবহারিকভাবে কথিত ‘সত্ত্বকে’ এবং এর অবশ্যম্ভাবী স্বভাবধর্ম দুঃখময়তা ও প্রতীত্যসমুৎপাদকে পরমার্থাকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান দ্বিতীয় অংশে প্রতীত্যসমুৎপাদের শৃঙ্খল ভঙ্গ করে জাগতিক দুঃখমুক্তির উপায় বর্ণিত হয়েছে। সতিপট্‌ঠান বা স্মৃতি-উপস্থান সম্পর্কে দীর্ঘনিকায়ে ‘মহাসতিপট্‌ঠান’ নামে দীর্ঘাকার একটি সূত্র আছে। মধ্যমনিকায়েও মধ্যমাকারের ‘সতিপট্‌ঠান’ নামে একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। এ ছাড়াও ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থানে সতিপট্‌ঠান এর আলোচনা আছে। দুঃখমুক্তির ক্ষেত্রে সতিপট্‌ঠানের উপযোগিতার ক্ষেত্রে স্বয়ং বুদ্ধের উক্তি হলো : “একাযনো অযং ভিক্‌খবে মগ্গো সত্তানং বিসুদ্ধিযা, সোক পরিদেবানং সমতিক্কমায, দুক্‌খদোমনস্‌সানং অত্থঙ্গমায, ঞাযস্‌স অধিগমায, নিব্বানস্‌স সচ্ছিকিরিযায, যদিদং চত্তারো সতিপট্‌ঠানা”।

“হে ভিক্ষুগণ, জীবগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রম করার জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, সম্যক জ্ঞান অধিগমের জন্য ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য, ইহাই একায়ন মার্গ বা একমাত্র উৎকৃষ্ট পথ। যে হেতু চারি স্মৃতি-উপস্থান নিয়েই একায়ন মার্গ, একমাত্র পথ”।

সতিপট্‌ঠান একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ, দুই প্রকারে এর বিশ্লেষণ করা যায়; যেমন : ‘সতি+পট্‌ঠান’ অথবা সতি+উপট্‌ঠান, স্মৃতি-প্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থান। আলম্বনের যথার্থ স্বভাব নির্ধারণের জন্য চিত্তের তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করা এবং সেই নির্ধারিত যথাস্বভাবে স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ও অভ্রান্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার নামই স্মৃতি-প্রস্থান। এখানে “প্রস্থান” অর্থ গমন নহে, বরং তদ্বিপরীত, “সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা”। সুতরাং স্মৃতি-প্রস্থান পঞ্চস্কন্ধের যথাভূত স্বভাবে জ্ঞানার্জন ও সেই জ্ঞানে স্মৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা। একটি মাত্র “স্মৃতি” চৈতসিক কায়া, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম (সংজ্ঞা ও সংস্কার) এই চারি আলম্বন-ভেদে চার প্রকার হয়েছে। কায়া অশুচি, বেদনা দুঃখ, চিত্ত অনিত্য, ধর্ম অনাত্ম। “এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান আর্যশ্রাবকের চিত্ত-বন্ধন-স্তম্ভ; ইহা যেমন একদিকে তার লৌকিক স্বভাব, লৌকিক স্মৃতি-সংকল্প, লৌকিক জীবনের ব্যথা-গ্লানি-পরিদাহ পরিত্যাগের জন্য, তেমনি অন্যদিকে জ্ঞানমার্গ অধিকার ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত ”। ইহা “সম্যক সমাধির” পরিপূরক এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের সপ্তম অঙ্গ। কায়া অশুচি, জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় অশুচি। ইহা প্রত্যয়োৎপন্ন, সুতরাং বিলয়শীল। ইহা “আমার

নহে", "আমি' নহি", "আমার আত্মা নহে"। কায়ার ঈদৃশ স্বভাবে অনাসক্ত স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন জাগরণশীলতাই "কায়ানুদর্শন স্মৃতি-উপস্থান"।

সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, সৌমনস্য-বেদনা, দৌর্মনস্য-বেদনা, উপেক্ষা-বেদনা, উহারা তৃষ্ণাযুক্ত হোক বা তৃষ্ণাবিমুক্ত হোক, সর্বপ্রকার বেদনার পরিণাম দুঃখকর। "সুখ-বেদনা ঠিতা সুখা, বিপরিণাম দুক্‌খা"। "সুখ-বেদনা লক্‌খণে দুক্‌খায বেদনায অভাবতো সুখং বেদনং বেদযমানো সুখং বেদনং বেদযামীতি পজানাতি"। সুখ-বেদনা দুঃখ নহে, কিন্তু দুঃখসত্য; অর্থাৎ ভাবী দুঃখ। দুঃখ-বেদনা দুঃখ এবং দুঃখসত্য। সুতরাং সর্ববিধ বেদনাই দুঃখ। ইহা প্রত্যয়োৎপন্ন সুতরাং বিলয়-ধর্ম। কোনো বেদনাই "আমার নহে" "আমি নহে" "আমার আত্মা নহে"। বেদনার ঈদৃশ স্বভাবে অনাসক্ত স্মৃতির অপ্রমত্ত জাগরণশীলতাই "বেদনানুদর্শন স্মৃতি-উপস্থান"। যেকোনো ভূমিতে কুশলাকুশলাদি যেকোনো চিত্ত উৎপন্ন হোক না কেন, সেই চিত্তের উৎপত্তি-বিলয় সম্বন্ধে জ্ঞাত থেকে বুঝতে হবে যে, চিত্ত প্রত্যয়োৎপন্ন সুতরাং নিরোধশীল। কোনো চিত্তই "আমার নহে", "আমি নহে" "আমার আত্মা নহে"। চিত্তের ঈদৃশ স্বভাবে অনাসক্ত চিত্তের অপ্রমত্ত জাগরণশীলতাই "চিত্তানুদর্শন স্মৃতি-উপস্থান"। সংজ্ঞা-সংস্কারাদিকে তাদের স্ব স্ব লক্ষণানুসারে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে হবে যে তারা হেতুসম্ভূত এবং হেতুর নিরোধে নিরুদ্ধ হয়, তাদের কোনোটিই "আমার নহে", "আমি নহে", আমার আত্মা নহে"। সংজ্ঞা-সংস্কারের ঈদৃশ-স্বভাবে অনাসক্ত স্মৃতির অপ্রমত্ত জাগরণশীলতাই "ধর্মানুদর্শন স্মৃতি-উপস্থান"।

৮. সম্যক প্রধান (প্রচেষ্টা) বিভঙ্গ

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্যক প্রচেষ্টা—অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য; উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য; অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য; এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তদ্বিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন।

এখানে সম্যক শব্দ দ্বারা চেষ্টার অসাধারণতা বুঝাচ্ছে। চারি সম্যক প্রদানের মূল অন্তর্নিহিত বিষয়টি হচ্ছে বীর্য চৈতসিক। এখানে একটি বীর্য চৈতসিক চারি প্রকার কৃত্য ভেদে চতুর্বিধ হয়েছে। সেই কৃত্য (১) সংবর

প্রধান, অর্থাৎ অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদনার্থ ইন্দ্রিয়-সংযম। (২) প্রহান-প্রধান অর্থাৎ উৎপন্ন পাপচিন্তা বর্জন। (৩) ভাবনা-প্রধান অর্থাৎ অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদন ও সংগঠনের জন্য প্রবল উদ্যম। (৪) অনুরক্ষণ-প্রধান অর্থাৎ উৎপন্ন কুশলচিত্তের সংরক্ষণ, বৃদ্ধি-বৈপুল্যের জন্য, পরিপূর্ণ গঠনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা। এ স্থলে বীর্য অর্থে বীরত্ব, অধ্যবসায়, কর্মশক্তি। কার্যারম্ভ ইহার স্বভাব; বাধার পর বাধা অতিক্রম ইহার কৃত্য—এজন্য ইহার অপর নাম "পরাক্রম"। চিত্তের ক্রমিক গতি রক্ষা করে বলে ইহা "উৎসাহ"। বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিহত করে বলে "স্থাম (শক্তি)" বলে। চিত্তসন্ততি ধারণ করে বলে "ধীতি"। প্রগ্রহ (দৃঢ় গ্রহণ) ও উপস্তম্ভন ইহার লক্ষণ। বীর্য কৌসীদ্যের প্রতিপক্ষ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে ইহা সম্যক ব্যায়াম; সপ্তবোধ্যঙ্গে বীর্য-বোধ্যঙ্গ; ঋদ্ধিপাদে বীর্য ঋদ্ধি। এই বীর্য চৈতসিকই শাবকহারা কাঠবিড়ালকে স্বীয় লাঙ্গুল সাহায্যে নদীর জল সেচন করে স্রোতবাহিত শাবকের উদ্ধারে রত করেছিল। এই বীর্য চৈতসিকই শাক্যমুনির চিত্তে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে উদ্গীত হয়েছিল : "আমার ত্বক এবং স্নায়ু এবং অস্থি শুষ্ক হয়ে যাক! শুষ্ক হয়ে যাক আমার শরীর, রক্ত, মাংস! তবুও পুরুষের শক্তি বলে যাহা প্রাপ্তব্য, পুরুষের উদ্যমে, পুরুষের পরাক্রমে যা অধিগম্য, তা না পাওয়া পর্যন্ত উদ্যম চলতে থাকবে"। যেই "বীর্য" অঙ্গুলিমালকে দস্যু করেছিল, সেই "বীর্যই" কুশলপথ প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে অর্হত্ত্বে উন্নীত করেছিল। যে ধর্মের বাণী "অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিযা?" সে ধর্মের অনুগামীর পক্ষে বীর্য চৈতসিকের অনুশীলনের আবশ্যকতা কত বেশি! "বীর্য" দশ পারমিতার অন্যতম। অপায়ভয়ে উদ্বিগ্নতা বীর্য প্রয়োগের কারণ। সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্বে নিম্নোক্ত ভাবে পাপ অকুশল-ধর্ম ও কুশল-ধর্মের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। তিন প্রকার অকুশলমূল—লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং তৎসঙ্গে সংঘটিত ক্লেশসমূহ। তৎসম্প্রযুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; তৎসমুত্থিত কায়কর্ম, বাক্কর্ম, মনোকর্ম—এগুলো পাপ অকুশল-ধর্ম।

তিন প্রকার কুশলমূল—অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, তৎসম্প্রযুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; তৎসমুত্থিত কায়কর্ম, বাক্কর্ম, মনোকর্ম—এগুলো হলো কুশল-ধর্ম।

৯. ঋদ্ধিপাদ বিভঙ্গ

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় চারি ঋদ্ধিপাদ। ইজ্ঝতি অধিট্ঠানাদিকং এতাযাতি ইদ্ধি। ইদ্ধি বিধঞ্ঞাণং। পতিট্ঠানাট্ঠেন পাদো। ইদ্ধিযাপাদো

"ইদ্ধিপাদো" এতদ্বারা সংকল্প (অধিষ্ঠানাদি) সিদ্ধ, সমৃদ্ধ হয় বলে ঋদ্ধি। প্রতিষ্ঠানার্থে পাদ; ঋদ্ধির পাদ। ঋদ্ধির অর্থ অসাধারণ, অলৌকিক শক্তি; যথা : নানাবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-জ্ঞান, অতীত জন্মপরম্পরার স্মৃতি, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান (দিব্যচক্ষু), এবং আসবক্ষয়-জ্ঞান। প্রথমোক্ত পাঁচটি অভিজ্ঞা লোকীয়, মহদ্‌গত চিত্তের অবস্থা। শেষোক্ত অভিজ্ঞা লোকোত্তর, অনুত্তর চিত্তের অবস্থা। ঋদ্ধিপাদ—অলৌকিক শক্তি লাভের উপায়। এই উপায় চেতনাজাত, তা চতুর্বিধ; যথা : ছন্দ ঋদ্ধিপাদ—ঐশীশক্তি লাভের একান্ত অভিলাষ, বীর্য ঋদ্ধিপাদ—ঐশীশক্তি লাভের একান্ত চেষ্টা, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ—ঐশীশক্তি লাভের একান্ত চিন্তা, মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ—ঐশীশক্তি লাভের একান্ত অনুসন্ধান বা প্রজ্ঞা। ইহারা প্রত্যেকে অধিপতি স্বভাববিশিষ্ট। এই চৈতসিক চতুষ্টয় যখন চতুর্থ ধ্যানবলে পরিপুষ্টি লাভ করে, তখনোই চিত্ত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। এই ঋদ্ধি কামলোকীয় ছন্দ, বীর্য, চিত্ত এবং মীমাংসায় অর্থাৎ প্রজ্ঞায় লাভ হয় না। নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের জন্য এদেরকে অধিপতি অবস্থায় গঠন করতে হয়। এই গঠনকার্য চতুর্থ ধ্যানে দক্ষতা লাভেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেমন ছন্দকে অধিপতি করে প্রতিলব্ধ সমাধি ছন্দ-সমাধি বলে কথিত হয়। বীর্য, চিত্ত, মীমাংসাকে অধিপতি করে প্রতিলব্ধ সমাধিকে যথাক্রমে বীর্য-সমাধি, চিত্ত-সমাধি, মীমাংসা-সমাধি বলে কথিত হয়।

আয়ুষ্মান রট্‌ঠপাল ছন্দকে ধুর করে লোকোত্তর ধর্ম লাভ করেছিলেন। তিনি প্রব্রজিত হবার সময়ে মাতাপিতা হতে অনুমতি না পাওয়ায় সপ্তাহ যাবৎ নিরম্বু উপবাস ছিলেন। তাঁর মাতাপিতা ছেলে মারা যাচ্ছে দেখে অগত্যা প্রব্রজ্যার অনুমতি দিয়েছিলেন। আয়ুষ্মান সোণ বীর্যকে ধুর করেই লোকোত্তর ধর্ম লাভ করেছিলেন। তিনি ভাবনায় যুক্ত হয়ে চঙ্ক্রমণ করার সময় পা ফেটে গেলেও আরব্ধবীর্য-হেতু চঙ্ক্রমণে ক্ষান্ত হন নাই। আয়ুষ্মান সম্ভূত চিত্তকে ধুর করে লোকোত্তর ধর্ম লাভ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন চিত্ত থাকলে কী না হয়? চিত্তকেই পূর্বগামী করেছিলেন। আয়ুষ্মান মোঘরাজ মীমাংসাকে ধুর করে লোকোত্তর ধর্ম লাভ করেছিলেন। জ্ঞানী-হৃদয় যতদিন প্রকৃত তথ্যের সাক্ষাৎকার করতে পারে না, ততদিন তৃষিত চাতকের মতো নানাদিক দিয়ে তা অন্বেষণ করে বেড়ায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাবরী ঋষির জনৈক শিষ্য তপস্বী মোঘরাজ গুরু-নির্দেশিত পন্থায় আকিঞ্চনায়তন ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করলেন। এই ব্রহ্মের আয়ু অতি দীর্ঘ। তিনি দেখলেন, এই অবস্থায় ষষ্টিসহস্র কল্পকাল যদিও জরা-ব্যাধির হাত হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তথাপি আয়ুক্ষয় হলে

পুনঃ জন্ম-জরার অধীন হতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্রহ্মসাযুজ্য যদিও সুদীর্ঘ উপশান্তি, তবুও অনন্তকালের পক্ষে ইহা নিতান্ত অল্প; কয়েকক্ষণ মাত্র। কাজেই ইহা জীবনের চরম লক্ষ্য হতে পারে না।

এই চিন্তা করে মোঘরাজ অনন্তকালের শান্তি-গবেষণা মানসে ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করলেন, কিন্তু ভগবান তাঁর পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগের জন্য এবং তাঁর জ্ঞানেরও পরিপক্বতা লাভের জন্য কোনো উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বারেও ভগবান নীরব রইলেন। তৃতীয়বারে মোঘরাজ বললেন :

অযং লোকো পর লোকো ব্রহ্মলোকো সদেবকো,
দিট্‌ঠন্তে নাভিজানাতি গোতমস্‌স যসস্‌সিনো।

ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, সদেবক অর্থাৎ সদেবলোক সমারক সব্রহ্মক সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে কেউই যশস্বী গৌতমের দৃষ্ট (অভিপ্রায়, লব্ধ) বিষয় জানেন না।

এবং অতিক্কন্ত দস্‌সাবিং অত্থিপঞ্‌হেন আগমং;
কথং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চু রাজা ন পস্‌সতীতি?

এইরূপ শ্রেষ্ঠ দর্শনবিদ সমীপে প্রশ্নার্থিক হয়ে আগমন করেছি। লোককে কীরূপে প্রত্যবেক্ষণ করলে মৃত্যুরাজ দর্শন পায় না অর্থাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে? এবার ভগবান নির্দেশ দিলেন :

সুঞ্‌ঞতো লোকং অবেক্‌খস্‌সু মোঘরাজা সদা সতো,
অত্তানুদিট্‌ঠিং উহচ্চ এবং মচ্চুতরো সিযা।
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্‌সতীতি।

মোঘরাজ, সর্বদা স্মৃতির সহিত লোককে শূন্যরূপে প্রত্যবেক্ষণ করো এবং আত্মানুদৃষ্টি সমুৎপাটন করো। তা হলেই মৃত্যুঞ্জয়ী হবে। জরা, মৃত্যু মারকে অতিক্রম করতে পারবে। লোককে এরূপে প্রত্যবেক্ষণ করলে মৃত্যুরাজ দর্শন পাবে না। জরা, মৃত্যু হতে অব্যাহতি পাবে।

গাথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সম্যকরূপে ব্রাহ্মণের চিত্ত আসবসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হলো। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অজিন, জটা, বাকচীর, দণ্ড, কমণ্ডলু, কেশ, দাড়ি, গোঁপ অন্তর্হিত হলো; ভণ্ডু কষায়বস্ত্র সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবরধারী হয়ে করজোড়ে প্রণাম করে নিবেদন করলেন, ভন্তে ভগবান, আপনি আমার শাস্তা, আমি আপনার শিষ্য। যেমন চারজন অমাত্যপুত্র রাজসমীপে উচ্চপদপ্রার্থী হয়ে বাস করার সময় একজন দিবারাত্র রাজার ইচ্ছানুযায়ী সেবা-শুশ্রূষা করে তুষ্ট করে উচ্চ পদ লাভ করল। দ্বিতীয়

ব্যক্তি মনে করল, প্রত্যহ কে সেবা-শুশ্রূষা করবে? কোন আবশ্যকীয় কাজ উৎপন্ন হলে পরাক্রমের সহিত তা সম্পাদন করে রাজাকে তুষ্ট করব। তৎপর প্রত্যন্তে বিদ্রোহ উৎপন্ন হলে রাজাকর্তৃক সে প্রেরিত হয়ে মহাপরাক্রমের সহিত তথায় শান্তি বিধান করে রাজাকে তুষ্ট করে উচ্চপদ প্রাপ্ত হলো। তৃতীয় ব্যক্তি মনে করল, প্রত্যহ সেবা করা এবং সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত সহ্য করা কষ্টকর। আমি মন্ত্রবলে রাজাকে তুষ্ট করব। তার ক্ষেত্রবিদ্যার পরিচয় থাকায় মন্ত্র-সংবিধান দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করে উচ্চপদ প্রাপ্ত হলো। চতুর্থ ব্যক্তি ভাবল, সেবাদিতে কী হবে? রাজা অভিজাতকেই উচ্চপদ দিয়ে থাকেন। যদি সেভাবে দেন, তবে আমি নিশ্চয়ই পাবো। আভিজাত্যের দ্বারা সেও উচ্চপদ লাভ করল। সেইরূপ কেউ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ দ্বারা, কেউ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ দ্বারা, কেউ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ দ্বারা, কেউ সুপরিশুদ্ধ মীমাংসা-ঋদ্ধিপাদ দ্বারা লোকোত্তরফল প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। যেহেতু পুনঃপুন ছন্দ উৎপাদন পুনঃপুন সেবাসদৃশ, পরাক্রমই বীর্য, চিন্তন মন্ত্র-সংবিধান-সদৃশ এবং অভিজাতই প্রজ্ঞাসদৃশ। সমস্ত ধর্মের মধ্যে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ। সম্মোহবিনোদনীতে কিন্তু চিত্ত-ঋদ্ধিপাদকে অভিজাত সম্পত্তি এবং মীমাংসা-ঋদ্ধিপাদকে মন্ত্রবল-সদৃশ বলে যোজনা করেছেন। যাঁরা এই চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা ইচ্ছা করলে কল্পকাল বা কল্পাবশেষ বেঁচে থাকতে পারেন।

১০. বোধ্যঙ্গ বিভঙ্গ

এ অধ্যায়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ অর্থাৎ সম্বোধি জ্ঞান লাভের সাতটি অঙ্গকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সম্বোধি বলতে চারি মার্গ ও চারি ফল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন বুঝায়। বুঝে বা বোধ উৎপন্ন হয় বলে বোধি। আরব্ধবিদর্শক যেই স্মৃতি আদি ধর্মসামগ্রীর দ্বারা সত্যসমূহ বুঝে, প্রতিবিদ্ধ করে, কলুষ নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়, কলুষ (ক্লেশ) সংকোচের অভাব-হেতু মার্গফল প্রাপ্তিতে বিকশিত হয় সেই ধর্মসামগ্রী বোধি। তার কারণভূত অঙ্গ বলে বোধ্যঙ্গ। প্রশস্ত সুন্দর বোধ্যঙ্গ বলে সম্বোধ্যঙ্গ। বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সহায়ক অঙ্গরূপে যেগুলির অনুশীলন একান্ত আবশ্যক তাই সপ্ত বোধ্যঙ্গ নামে পরিচিত। এ সপ্ত বোধ্যঙ্গের সম্যক অনুশীলনে যথার্থ (প্রকৃত) সত্যোপলব্ধি সুনিশ্চিত হয়। সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ হলো : স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে।

১. স্মৃতি : কায়, বেদনা, চিত্ত এবং ধর্ম—এই চতুর্বিধ আলম্বনের যথার্থ স্বভাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রমাদ ধ্বংস ও অপ্রমাদ সুগঠন করে স্মৃতি চারি মার্গফলজ্ঞান উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ হয়।

২. ধর্ম-বিচার বা প্রজ্ঞা : ইহা বিদর্শনের উৎপত্তিস্থল, কারণ প্রজ্ঞা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বিবিধাকারে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিচার করে তৎসম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাহার গোচরীভূত বিষয় সম্বন্ধে এরূপে সম্মোহ বিধ্বংসপূর্বক অসম্মোহ পরিপূর্ণাকারে গঠন করে এবং স্বয়ং চারি মার্গজ্ঞানরূপে "সম্বোধি" নাম গ্রহণ করে থাকে।

৩. বীর্য : "সম্যক প্রধানের" বীর্যই বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ। বীর্য কুশল-চিত্তের লীনভাব বিদূরণপূর্বক কর্তব্য সম্পাদনক্ষমতা উৎসাহ-উদ্যম জাগ্রত করে সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়।

৪. প্রীতি : ইহা সম্যক-স্মৃতির আলম্বনে ও সংবর্ধমান কুশলে চিত্তের সর্ববিধ অরতি ও উৎকণ্ঠা বিদূরণপূর্বক ধর্মরতি, ধর্মনন্দি, ও ধর্মারাম পূর্ণ করে সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়।

৫. প্রশ্রব্ধি : প্রশান্তি ওই ওই আলম্বনে ও সংবর্ধমান কুশলে চিত্তের ক্রোধ-উৎকণ্ঠা বিদূরণপূর্বক শান্তি আনয়ন করে সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়।

৬. সমাধি : সম্বোধি উৎপাদনে সমাধির কার্য অতীব প্রকট। একগ্রচিত্তের আলম্বনময়তাই সমাধি।

৭. উপেক্ষা (তত্রমধ্যস্থতা) : চিত্তের লীন ও উত্তেজনার (চঞ্চলতার) সমতা রক্ষা করে সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়।

সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ পর্বের প্রথম দিকে সপ্ত বোধ্যঙ্গের ক্রমিক পূর্ণতার প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। কীভাবে স্মৃতির সম্যক অনুশীলনে ধর্মবিচয় (প্রজ্ঞা) উৎপন্ন হয়। ধর্মবিচয়কে ভিত্তি করে বীর্য; বীর্যের ফলশ্রুতিতে প্রীতি; প্রীতির ফলশ্রুতিতে প্রশান্তি, প্রশান্তির ফলশ্রুতিতে সমাধি, সমাধির ফলশ্রুতিতে উপেক্ষা অর্জিত হয়; সেই বিষয়টা এখানে ফুটে উঠেছে।

অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে লোকোত্তর ধ্যান অনুশীলনকালে স্মৃতি ধর্মবিচয়াদি সপ্ত বোধ্যঙ্গের বিদ্যমানতার বিষয়টির দিকে নিম্নোক্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। "যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর লাভের জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে

অবস্থান করেন; সেই সময়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ হয়ে থাকে—স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা (বিশ্লেষণ) পর্বে সপ্ত বোধ্যঙ্গকে তিক ও দুক আকারে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১১. মার্গাঙ্গ বিভঙ্গ

মার্গাঙ্গ বলতে বুঝায় যা মার্গের অঙ্গ। এ স্থলে মার্গ হচ্ছে দুঃখমুক্তির পথ বা উপায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে প্রকৃত মার্গাঙ্গ। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশ্বসভ্যতায় ভগবান বুদ্ধের এক অভিনব আবিষ্কার। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষের দুঃখনিরোধ করে এবং বোধিজ্ঞান লাভের সহায়ক বলে ইহা শ্রেষ্ঠ অঙ্গরূপে কথিত হয়। আটটি অঙ্গের সমষ্টি বলে ইহাকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মার্গাঙ্গ বলে। অঙ্গ অর্থে উপকরণ, কারণ ইত্যাদি। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো অন্ধবিশ্বাসবর্জিত, এই মার্গে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আছে শুধু দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।

ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং যে মার্গ বা পথ অনুসরণে গয়ার বোধিতরুমূলে পরম জ্ঞান সম্বোধি অধিগত করে জগতে সম্যকসম্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল এই অষ্ট অঙ্গযুক্ত পন্থা। ধর্মপদে উক্ত আছে : "মগ্‌গানট্‌ঠঙ্গিকো সেট্‌ঠো"। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের পথ বিদ্যামান তন্মধ্যে জ্ঞানী মুনি-ঋষিদের দ্বারা স্বীকৃত অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথই শ্রেষ্ঠ। একে মধ্যম প্রতিপদাও বলা হয়। বুদ্ধ বলেছেন, "সত্ত্বগণের দৃষ্টি বিশুদ্ধির (নির্মল জ্ঞানপ্রাপ্তির) জন্য, দুঃখ হতে বিমুক্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই তো নিশ্চিত মার্গ বা পথ। এটা ছাড়া অন্য কোনো মার্গ নেই। এ পথ অবলম্বন করে তোমরা দুঃখের অবসান করো"। একাধারে অসংযত ভোগবিলাস বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা এবং অপরদিকে অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন এই উভয় পথের মধ্যবর্তী পন্থা হলো এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। বুদ্ধ বলেছেন :

তুম্‌হেহি কিচ্চং আতপ্‌পং অক্‌খতারো তথাগতা,
পটিপন্না পমোক্‌খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা।

ধর্মপদ ২৭৬ নং গাথা

উদ্যম তোমাদেরকেই করতে হবে; তথাগতগণ ধর্মব্যাখ্যাতা মাত্র। এই মার্গাবলম্বী ধ্যানীগণ মারবন্ধন হতে মুক্ত হন। এ পথ একটি প্রস্তুতির পথ এবং সে প্রস্তুতি সর্বস্তরের মানুষের জন্যই প্রয়োজন। অর্থাৎ যে পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হতে পারে। গৃহী-ব্রহ্মচারী সকলের

জন্যেই এই পথের সুব্যবস্থা। এ পথ মানুষের নৈতিক জীবনের যেমন ভিত্তি, তেমনি আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে বিমুক্তিসুখ উপভোগ করার একমাত্র সোপান। সুতরাং এ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বুদ্ধের ধর্মের ব্যবহারিক ও সক্রিয় অংশ। তা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য নির্বাণ বা তৃষ্ণাক্ষয়, ইহা মার্গ। মার্গ যেমন লক্ষ্যস্থানে গমনোপায় মাত্র, লক্ষ্যস্থান নয়; ইহাও তদ্রুপ তৃষ্ণাক্ষয়ে বা নির্বাণে উপনীত হবার উপায় মাত্র, কিন্তু তৃষ্ণাক্ষয় বা নির্বাণ নয়। তৃষ্ণা সমস্ত দুঃখের মূলীভূত হেতু। তৃষ্ণাক্ষয়ে দুঃখনিরোধ হয়। তাই এই মার্গকে দুঃখনিরোধগামী মার্গ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। চারি আর্যসত্যের মধ্যে চতুর্থ আর্যসত্যই হচ্ছে দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা বা দুঃখনিরোধের উপায় বা বুদ্ধের প্রদর্শিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের উপলক্ষ করে সারনাথের মৃগদাবে যে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করেছিলেন। তন্মধ্যে মজ্ঝিম পটিপদা বা মধ্যম পন্থা বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা খুবই সুস্পষ্ট। দীর্ঘনিকায়ের মহাসতিপট্‌ঠান, মজ্ঝিমনিকায়ের সম্যক দৃষ্টি, সচ্চবিভঙ্গ সুত্ত এবং আরও অনেক সূত্রে এর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। বস্তুত এর মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

এ অধ্যায়ে ত্রিবিধ প্রকারে অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্বে বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্পাদি অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনের দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনাকালে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও পঞ্চাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের বিষয়টি প্রকটিত হয়েছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ ত্রিবিধাকারে বিভক্ত। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা এই তিনটি শীলস্কন্ধের অন্তর্গত। সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি এই তিনটি সমাধিস্কন্ধের অন্তর্গত। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প এই দুইটি প্রজ্ঞাস্কন্ধের অন্তর্গত। পঞ্চাঙ্গিক মার্গ হলো : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। এতে প্রজ্ঞাস্কন্ধ ও সমাধিস্কন্ধ অন্তর্ভুক্ত।

মূল পালিতে অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্গো অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হলেও কিছু কিছু স্বনামধন্য লেখক অষ্টাঙ্গিক মার্গকে 'অষ্ট মার্গ' লিখে থাকেন। আমাদের মতে তা এক মহাভুল। কারণ অষ্টাঙ্গিক মার্গ অর্থ আটটি অঙ্গ-সমন্বিত একটি

মাত্র পথ বা মার্গ যা দুঃখমুক্তির দিকে চালিত করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্পাদি আটটি অঙ্গের যথার্থ অনুশীলনের পূর্ণতায় যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। আর 'অষ্ট মার্গ' বলতে আটটি পৃথক মার্গ বা পথ (উপায়)। এ অর্থে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্পাদি প্রত্যকটি স্বতন্ত্রভাবে এক একটি মার্গ বা দুঃখমুক্তি উপায় বলে বিবেচিত হয়। এরূপ হলে সম্যক দৃষ্টি বা সম্যক সংকল্পাদির মধ্যে যেকোনো একটি অনুশীলন করলে দুঃখমুক্তি সম্ভব। কেউ যদি শুধু সম্যক বাক্য অনুশীলন করেন বা অন্যান্য যেকোনো একটি অনুশীলন করেন কখনোই তিনি যাবতীয় দুঃখের অন্তসাধন করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। জীবন্ত দেহের প্রত্যেক অঙ্গের সমষ্টিকে 'মানুষ' বলা চলে। শুধু হাতকে বা নাককে বা চোখকে তো আমরা আর মানুষ বলতে পারি না। তদ্রুপভাবে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্পাদি আট অঙ্গ-সমন্বিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থভাবে অনুশীলন করা হলে দুঃখমুক্তি সম্ভব।

১২. ধ্যান বিভঙ্গ

এ অধ্যায়ে ধ্যানকে ত্রিবিধ প্রণালিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্বে প্রাতিমোক্ষ সংবর, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগরণশীলতা, নির্জন শয়নাসন সেবন ইত্যাদি ধ্যানপ্রাপ্তির পূর্বশর্তগুলো পূরণ করে কীভাবে ক্রমান্বয়ে প্রথম ধ্যানাদি পঞ্চ রূপাবচর ধ্যান ও আকাশ-অনন্ত-আয়তনাদি চারি অরূপাবচর ধ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে রূপাবচর কুশল, অরূপাবচর কুশল, লোকোত্তর কুশল, রূপাবচর বিপাক, অরূপাবচর বিপাক, লোকোত্তর বিপাক ও রূপারূপবচর ক্রিয়া আকারে ধ্যানাঙ্গসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম ধ্যানের ক্ষেত্রে বিতর্ক, বিচার প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতাকে ধ্যানের অঙ্গরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধ্যানের ক্ষেত্রে প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতাকে; তৃতীয় ধ্যানের ক্ষেত্রে সুখ, চিত্তের একাগ্রতাকে; চতুর্থ ধ্যানের ক্ষেত্রে উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতাকে, পঞ্চম ধ্যানের ক্ষেত্রে উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতাকে ধ্যানের অঙ্গরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং অরূপ ধ্যানের প্রত্যকটির ক্ষেত্রেও উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতাকে ধ্যানাঙ্গরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৩. অপ্রমেয় বিভঙ্গ

অপ্রমেয় বিভঙ্গে চার প্রকার অপ্রমেয় অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার ত্রিবিধ প্রণালিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। এই

কুশলগুলির আলম্বন অসংখ্য জীব তাই তাদের অপ্রমেয় বা অপ্রমাণ্য বলা হয়। তাদের ব্রহ্মবিহারও বলা হয়।

মৈত্রী : শব্দের পালি হলো মেত্তা, ইহা মিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ। এর অর্থ কোমল হওয়া, ভালোবাসা। সংস্কৃত অনুসারে মিত্রস্যভাব = মৈত্রী, যা মনকে কোমল করে অথবা মিত্রতা স্বভাবই মৈত্রী। শুভেচ্ছা, পরোপকারিতা, হিতচিন্তা প্রভৃতি মৈত্রীর প্রকৃত প্রতিশব্দ। মৈত্রী কামাসক্তি নয়। মৈত্রীর প্রত্যক্ষ শত্রু হলো 'ক্রোধ' এবং পরোক্ষ শত্রু হলো 'প্রেম (প্রণয়াসক্তি)'। মৈত্রী কোনো ব্যতিক্রম ব্যতীত সর্বজীবের প্রতি প্রসারিত হয়। সর্বসত্ত্বের সঙ্গে একাত্মবোধেই মৈত্রীর বিকাশ। সর্বজীবের প্রতি অকপট (আন্তরিক) শুভেচ্ছা এবং মঙ্গলেচ্ছাই মৈত্রী। ইহা দ্বেষ প্রশমন করে। নিঃস্বার্থ পরোপকার ইহার লক্ষণ।

করুণা : করুণা করা, করা, তৈয়ার করা + উণা। অন্যের দুঃখ-দুর্দশা দর্শনে তা অপনোদনের জন্য হৃদয়ে যা সদ্প্রবৃত্তি জাগ্রত করে তা-ই করুণা। অন্যের দুঃখ বিমোচনে উন্মুক্ত হওয়াই করুণা। দুঃখ বিমোচনেচ্ছাই ইহার মুখ্য লক্ষণ। হিংসা ইহার প্রত্যক্ষ শত্রু এবং দৌর্মনস্য (দুর্মনতা) ইহার পরোক্ষ শত্রু। করুণা সর্ব দুঃখপীড়িত জীবগণের প্রতি প্রসারিত হয়। ইহা নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান করে। পরের দুঃখ অসহনতা করুণার স্বভাব। মাৎসর্য ইহার প্রতিপক্ষ। পরদুঃখে হৃদয় কম্পিত করে দেয় বলে 'অনুকম্পা' ইহার অন্য নাম। "সব্বে সত্তা সব্বা দুক্খা পমুচ্চন্তু" ইহাই করুণা ভাবনার মন্ত্র। করুণার আলম্বন পরের 'দুঃখ'। মাৎসর্য চিত্তকে সংকুচিত করে আমিত্বময় করে। করুণা চিত্তকে প্রসারিত করে আমিত্বহীন করে। মাৎসর্যের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে করুণার বৃদ্ধি-হ্রাস হয়।

মুদিতা : মুদ্ ধাতু নিষ্পন্ন, তুষ্ট হওয়া। পরের শ্রী, সম্পদ, যশ লাভ, ঐশ্বর্য, ইত্যাদি সৌভাগ্য দর্শনে নিজ চিত্তের আনন্দই 'মুদিতা'। অন্যের সম্পদ অনুমোদন মুদিতার লক্ষণ। ঈর্ষার ধ্বংস সাধন ইহার কৃত্য। ইহার প্রত্যক্ষ শত্রু হলো ঈর্ষা এবং পরোক্ষ শত্রু হলো পরিহাস। "সব্বে সত্তা যথালদ্ধা সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু "মুদিতা ভাবনার মন্ত্র। মুদিতার আলম্বন পরের "সম্পদ"। মুদিতার বৃদ্ধি-হ্রাসের অনুপাতে ঈর্ষার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। 'ঈর্ষা' রাক্ষসী; 'মুদিতা' দেবী।

উপেক্ষা : উপেক্ষা-উপ = নিরপেক্ষভাবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে ✓ইক্খ = দেখা, দৃষ্টিপাত করা, তাকান। উপেক্ষা হলো লোভ ও দ্বেষবর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। ইহা মনের সাম্যাবস্থা। রাগ (ইন্দ্রিয়-অনুরাগ) ইহার প্রত্যক্ষ শত্রু

এবং নির্বোধ উপেক্ষা ইহার পরোক্ষ শত্রু। লোভ এবং দ্বেষ উপেক্ষা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। নিরপেক্ষ-ভাব (নিরপেক্ষতা) ইহার মুখ্য লক্ষণ। উপেক্ষা উত্তম-অধম, প্রিয়-অপ্রিয়, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ, সুখ-দুঃখ এবং এরূপ সকল বিরুদ্ধ যুগলে বিদ্যমান থাকে।

সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্বে কীভাবে চার প্রকার অপ্রমেয় ভাবনা করা হয়, সে বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে। অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে চার প্রকার ধ্যানস্তরে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার মধ্যে কোনটি কখন বিদ্যমান থাকে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পর্বে কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত... সরণ, অরণের সাথে চারি অপ্রমেয়ের সম্পর্ক কী তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

১৪. শিক্ষাপদ বিভঙ্গ

শিক্ষাপদ বিভঙ্গে পঞ্চশীল নামে পরিচিত পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা হলো : প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ, অদত্ত গ্রহণ (চুরি) হতে বিরতি শিক্ষাপদ, মিথ্যাকামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরতি শিক্ষাপদ, মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি শিক্ষাপদ, সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদজনক বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ। এ অধ্যায়ে অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন ও প্রশ্নজিজ্ঞাসা (প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষণ) পর্বের মাধ্যমে পঞ্চ শিক্ষাপদকে বিভাজন করা হয়েছে। অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ ও সুরা-মেরয়-মদ্যাদি প্রমাদজনক বস্তু সেবন বিরতির সময়ে যে কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয় সেই চিত্তগুলোর অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন সেখানে বলা হয়েছে : "প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ কিরূপ?" যেই সময়ে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা প্রাণিহত্যা ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি, অক্রিয়া অকরণ, দোষবর্জন, সীমা অনতিক্রম, সেতুঘাত (প্রাণিহত্যার হেতু বা কারণ ধ্বংস)—ইহাকে প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত।

তদ্রুপভাবে চুরি, ব্যভিচারাদি প্রত্যেকটি বিরতির ক্ষেত্রে আট প্রকার কুশলচিত্তের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে এবং বিশ্লেষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ছন্দাধিপতি, বীর্যাধিপতি, চিত্তাধিপতি ও মীমাংসাধিপতির মাধ্যমে হীনভাবে, মধ্যমভাবে, প্রণীতভাবে কুশল-চিত্ত উৎপত্তির বিষয়টি অনুপুঙ্খভাবে

বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পর্বে কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত... সরণ, অরণের সহিত পঞ্চ শিক্ষাপদের সম্পর্ক নির্ণয় করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৫. প্রতিসম্ভিদা বিভঙ্গ

পালি 'পটিসম্ভিদা' শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে Childers সাহেব তার A Dictionary of the pali Language গ্রন্থে আলোচনা করেছেন (পৃ. ৩৬৬-৩৬৭)। তার আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৌদ্ধযুগের পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের (পটিসম্ভিদা = প্রতিসম্ভিদা = প্রতিসংবিদা) প্রয়োগ হয়নি। পালি ভাষায় এবং পরে বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। তবে বৌদ্ধ-সংস্কৃতে শব্দটির উৎপত্তি ✓ভিদ্ ধাতু থেকে নয় বরং ✓বিদ্ ধাতু থেকে এবং প্রতি-সম্‌পূর্বক বিদ্ = প্রতিসংবিদ্ একটি স্ত্রীলিঙ্গান্ত শব্দ। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পালিতেও পটি সম্‌পূর্বক বিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায় একই অর্থে। যেমন 'পটিসংবিদিত', 'পটিসংবেদেতি' ইত্যাদি। কিন্তু তা হলেও প্রতিসম্ভিদা বিভঙ্গে 'পটিসম্ভিদা' শব্দটি ভিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন বলে অর্থ ও লক্ষ্যের দিকে যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

পটিসম্ভিদা চার প্রকার; যথা : ১. অর্থ-প্রতিসম্ভিদা ২. ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা ৩. নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা ৪. প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

মহাপণ্ডিত ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত ত্রিপিটক সমুদ্র মন্থন করে তাঁর জিনালংকার নামক কাব্যগ্রন্থে (১১৫৬ খ্রি.) চারি পটিসম্ভিদা সম্বন্ধে চারটি গাথা রচনা করেছেন যার থেকে চারি প্রতিসম্ভিদার অর্থ বোধগম্য হয় :

১. যং কিঞ্চি পচ্চযুপ্পন্নং বিপাকা চ ক্রিয়া তথা,
নিব্বানং ভাসিতত্থাতি পঞ্চেতে অত্থসঞ্ঞিতা।
২. ফল-নিব্বত্তকো হেতু অরিযমগ্‌গ চ ভাসিতং,
কুসলাকুসলঞ্চেতি পঞ্চেতে ধম্মসঞ্ঞিতা।
৩. তস্মিং অত্থে চ ধম্মে চ সভাবনিরুত্তি তু,
নিরুত্তীতি চ নিদ্দিট্‌ঠা নিরুত্তিকুসলেন সা।
৪. ঞাণমারম্ম কত্বা তিবিধং পচ্চবেক্‌খতো,
তীসু ঞাণেসু যং ঞাণ পটিভানন্তি তং মতন্তি।

(জিনালংকারো)

অর্থাৎ, ১. যেকোনো প্রত্যয়োৎপন্ন পদার্থ (The thing created from cause) বিপাক সকল, ক্রিয়া, নির্বাণ এবং বুদ্ধভাষিত বাণীর অর্থ—এই পঞ্চ অবস্থার নাম অর্থ। এই পঞ্চ অর্থের বিস্তৃত বিশ্লেষণ জ্ঞানই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা।

২. কার্যোৎপাদক কারণ, আর্যমার্গ, সর্বজ্ঞভাষিত বাণী, কুশল এবং অকুশল কর্ম—এই অবস্থা পঞ্চকের নাম ধর্ম। ধর্মসমূহের অনুশীলনজনিত জ্ঞান ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা।

৩. সেই অর্থ এবং ধর্মে যা স্বভাব নিরুক্তি, নিরুক্তিকুশল বুদ্ধ তাকে নিরুক্তি আখ্যা দিয়েছেন। পঞ্চ অর্থ ও পঞ্চ ধর্ম সমবায়ে দশ প্রকার নিরুক্তি। এই দশবিধ নিরুক্তিতে জ্ঞান নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা।

৪. উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানকে উপলক্ষ করে গবেষণা করলে সে জ্ঞানত্রয়ে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তা প্রতিভাণ নামে অভিহিত হয়। দেখা গেল প্রতিভাণ বিংশতি প্রকার, ইহাতে উৎপন্ন জ্ঞান প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

সূত্র অনুসারে বিভাজন পর্বে চার প্রকার প্রতিসম্ভিদাকে সংগ্রহ বার (সংক্ষিপ্ত বিবরণ), সত্য বার, হেতু বার, ধর্মবার, প্রতীত্যসমুৎপাদ বার ও পরিয়ত্তি বার—এই ছয়টি উপবিভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন পর্বে চারি প্রতিসম্ভিদাকে কুশল বার, অকুশল বার, বিপাক বার, ক্রিয়া বার—এই চারটি উপবিভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে মূলত কুশল-চিত্ত, অকুশল-চিত্ত, বিপাক-চিত্ত ও ক্রিয়াচিত্তে কোন কোন ধর্মসমূহ বিদ্যমান থাকে বা উৎপন্ন হয়; সেগুলি নির্দেশ করা হয়েছে এবং এই ধর্মগুলির ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কোন জ্ঞান কোন প্রতিসম্ভিদার অন্তর্ভুক্ত তা অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পর্বে চার প্রকার প্রতিসম্ভিদার সাথে কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত... সরণ, অরণ ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয়পূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৬. জ্ঞান বিভঙ্গ

এ বিভঙ্গে জ্ঞানের নানাবিধ পরিধিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে মাতিকা পর্বে এক প্রকারে জ্ঞানবত্থু, দুই প্রকারে জ্ঞানবত্থু, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় ও দশ প্রকারে জ্ঞানবত্থুতে জ্ঞানের নানাবিধ পরিধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। একক নির্দেশ, দুক নির্দেশাদি পর্বে পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দশক মাতিকায় বুদ্ধের দশ প্রকার তথাগত বলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করে দশক নির্দেশে বিস্তারিতভাবে দশ প্রকার তথাগত বলের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একক মাতিকায় চক্ষু-বিজ্ঞানাদি পঞ্চবিজ্ঞান যে হেতু নহে, অহেতুক, সপ্রত্যয়, সংস্কৃত, অরূপ, লৌকিক, সাসব ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে একক নির্দেশ পর্বে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা

হয়েছে। দুক মাতিকায় লৌকিক প্রজ্ঞা, লোকোত্তর প্রজ্ঞা; সাসব প্রজ্ঞা, অনাসব প্রজ্ঞা; সংযোজনীয় প্রজ্ঞা, অসংযোজনীয় প্রজ্ঞা; গ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা, অগ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দুক নির্দেশ পর্বে এগুলোকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিক মাতিকায় চিন্তাময় প্রজ্ঞা, শ্রুতময় প্রজ্ঞা, ভাবনাময় প্রজ্ঞা; দানময় প্রজ্ঞা, শীলময় প্রজ্ঞা, ভাবনাময় প্রজ্ঞা; অধিশীলে প্রজ্ঞা, অধিচিত্তে প্রজ্ঞা, অধিপ্রজ্ঞায় প্রজ্ঞাদি বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিক নির্দেশ পর্বে এগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুষ্ক মাতিকায় কর্মের কৃত জ্ঞান, সত্যানুলোমিক জ্ঞান, মার্গ অধিকৃতের জ্ঞান, ফল অধিকৃতের জ্ঞানাদি বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করে চতুষ্ক নির্দেশ পর্বে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চক মাতিকায় ‘পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি’ ও পঞ্চজ্ঞানিক সম্যক সমাধির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন ও পঞ্চক নির্দেশে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। ছক্ক মাতিকা ও নির্দেশ পর্বে বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্য শ্রোত্রাদি ছয় প্রকার অভিজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তক মাতিকা ও নির্দেশে সাতাত্তর প্রকার জ্ঞানবস্তুর বিষয়ে আলোচনা দৃষ্ট হয়। অষ্টক মাতিকা ও নির্দেশ পর্বে চারি মার্গে ও চারি ফলে প্রজ্ঞা বিষয়টি, নবক মাতিকা ও নির্দেশ পর্বে “নয় প্রকার আনুপূর্বিক-বিহার-সমাপত্তি সম্পর্কে প্রজ্ঞা” বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৭. ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ

এই ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গে মূলত মাতিকা পর্বে চিত্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হয়েছে এবং নির্দেশ পর্বে সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে একক মাতিকা, দুক মাতিকা এভাবে দশক মাতিকা, পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে। এরপর আধ্যাত্মিক স্কন্ধের সহিত সম্পৃক্ত আঠারো প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত, বাহ্যিক স্কন্ধের সহিত সম্পৃক্ত আঠারো প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত—এই ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাবিচরিতকে অতীত, অনাগত, বর্তমান কাল হিসেবে একশত আট প্রকার তৃষ্ণা বিচরিতের বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করে ‘তৃষ্ণাবিচরিত নির্দেশ’ পর্বে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একক নির্দেশ পর্বে জন্মমদ, গোত্রমদাদি তিয়াত্তর প্রকার অকুশল বিষয়ের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। দুক নির্দেশ পর্বে ক্রোধ এবং উপনাহ; ম্রক্ষ এবং পর্যাসাদি আঠারো প্রকার অকুশল বিষয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তিক নির্দেশে তিন প্রকার অকুশল মূল; তিন প্রকার অকুশল বির্তকাদি পঁয়ত্রিশ প্রকার অকুশল বিষয়ের বর্ণনা আছে। চতুষ্ক নির্দেশ পর্বে চার প্রকার আসব;

চার প্রকার গ্রন্থি; চার প্রকার ওঘাদি পনেরো প্রকার অকুশল বিষয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। পঞ্চক নির্দেশে পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন; পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনাদি পনেরো প্রকার অকুশল বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ছক্ক নির্দেশে ছয় প্রকার বিবাদমূল; ছয় প্রকার ছন্দ রাগাদি চৌদ্দ প্রকার অকুশল বিষয়ের বর্ণনা আছে। সপ্তক নির্দেশে সাত প্রকার অনুশয়; সাত প্রকার সংযোজনাদি সাত প্রকার অকুশল অবস্থার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অষ্টক নির্দেশে অষ্টবিধ ক্লেশবত্থু, অষ্টবিধ আলস্যের ভিত্তি ইত্যাদি আট প্রকার অকুশল অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। নবক মাতিকায় নয় প্রকার আঘাতবত্থু, নয় প্রকার পুরুষ মলাদি নয় প্রকার অকুশল অবস্থা ব্যাখ্যাত হয়েছে। দশক মাতিকায় দশ প্রকার ক্লেশবত্থু, দশ প্রকার আঘাতবত্থু ইত্যাদি সাত প্রকার অকুশল অবস্থার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গের দীর্ঘ অকুশল অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণের কারণ হলো যাতে করে সুখকামীগণ অকুশল কী, অকুশলের বিপাক কী, কোন বিষয়গুলি দুঃখমুক্তির বাঁধা, কোন বিষয়গুলি প্রাণীগণকে কলুষিত করে ইত্যাদি বিষয় সম্যক জ্ঞানে জানতে পারে এবং সতর্কতার সাথে সেগুলি বর্জন করে কুশলের পূর্ণতায় দুঃখমুক্তি অর্জন করতে পারে।

১৮. ধর্মহৃদয় বিভঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায় হলো ধর্মহৃদয় বিভঙ্গ। এটাকে পূর্ববর্ণিত অধ্যায়গুলির পরিশিষ্ট বলা চলে। কারণ এতে পূর্ববর্ণিত অধ্যায়ের বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে। এতে প্রথমে রয়েছে সর্ব (ধর্ম) সংগ্রাহিক বার (বিভাগ)। এতে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয়, হেতু, আহার, স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা ও চিত্ত কত প্রকার হয়ে থাকে—এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। অতঃপর উৎপত্তি-অনুৎপত্তি বারে (বিভাগে) কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু ও অপ্রতিপন্নের (অসংশ্লিষ্টের) ক্ষেত্রে স্কন্ধ, আয়তনাদি কত প্রকার তা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিপন্ন-অপ্রতিপন্ন বারেও কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু ও প্রতিপন্ন-অপ্রতিপন্নের ক্ষেত্রে স্কন্ধ, আয়তনাদি কত প্রকার তা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষিত হয়েছে। ধর্মদর্শনবারে কামধাতুর অন্তর্গত সত্ত্বগণের মধ্যে কোন কোন সত্ত্বের কত প্রকার স্কন্ধ, আয়তনাদি আবির্ভূত হয় তা অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। রূপধাতুর ক্ষেত্রে রূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সত্ত্বের কোন কোন স্কন্ধ, আয়তনাদি আবির্ভূত হয় তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। অরূপধাতুর ক্ষেত্রেও অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন কোন স্কন্ধ,

আয়তনাদি আবির্ভূত হয় তা বিশ্লেষিত হয়েছে। ভূম্যান্তর দর্শনবারে (বিভাগে) কামাবচর ধর্মসমূহ, কামাবচর নহে তাদৃশ ধর্মসমূহ, তদ্রূপভাবে রূপাবচর, অরূপাবচর, প্রতিপন্ন (লৌকিক) ও অপ্রতিপন্ন (লোকোত্তর) ধর্মসমূহ কোনগুলি তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। উৎপাদক-কর্ম এবং আয়ুপ্রমাণ বিভাগে উৎপাদক-কর্ম পর্বে সম্মুতি দেবতা বলতে রাজা, দেবী, কুমার (রাজকুমার); উৎপত্তি দেবতা বলতে চতুর্মহারাজিক দেবগণ হতে শুরু করে তদুপরি দেবগণ; এবং বিশুদ্ধি দেবতা বলতে 'অর্হৎকে' বুঝানো হয়েছে। দান, শীলাদি অনুশীলন করে সত্ত্বগণের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষত্রিয় মহাধনীর সাহচর্যে, কেউ কেউ ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির সাহচর্যে এবং কিছু কিছু সত্ত্ব চতুর্মহারাজিক দেবগনের সাহচর্যে বা তদুপরি দেবগণের সাহচর্যে যে উৎপন্ন হন তার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। আয়ুপ্রমাণ পর্বে মনুষ্যগণের আয়ু শতবর্ষ অথবা তদপেক্ষা কম বা বেশি বলে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় পঞ্চশত বছর এবং মনুষ্য গণনায় নব্বই লক্ষ বৎসর; ত্রয়তিংশ দেবগণের দিব্য এক সহস্র বৎসর এবং মনুষ্য গণনায় তিন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর; যাম দেবগণের দিব্য দুই সহস্র বৎসর এবং মনুষ্য গণনায় চৌদ্দ কোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর; তুষিত দেবগণের দিব্য চারি সহস্র বৎসর এবং মনুষ্য গণনায় সাতান্ন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর; নির্মাণরতি দেবগণের দিব্য আট সহস্র বৎসর এবং মনুষ্য গণনায় দুইশত ত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর এবং পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণের দিব্য ষোলো সহস্র বৎসর এবং মনুষ্য গণনায় নয়শত একুশ কোটি ষাট লক্ষ বৎসর বলে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান ও তৃতীয় ধ্যানকে সীমিতাকারে বা মধ্যমাকারে বা সর্বোত্তমাকারে ভাবনা করে রূপব্রহ্মলোকের কোন কোন স্তরে উৎপন্ন হয় এবং সেখানকার আয়ুপ্রমাণ কত তাও ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ ধ্যান ভাবনা করে আলম্বনের বিভিন্নতা-হেতু, মনস্কার, ছন্দাদির বিভিন্নতা-হেতু সত্ত্বগণ রূপ ও অরূপ ব্রহ্মলোকের কোন কোন স্তরে উৎপন্ন হয় ও সেখানকার আয়ুপ্রমাণ কত তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবচক্রের সর্বোচ্চ আয়ু বলতে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনপ্রাপ্ত দেবগণের চুরাশি সহস্র (হাজার) কল্পকে বলা হয়েছে।

প্রকৃত অর্থে অনন্তকালের তুলনায় এই চুরাশি হাজার কল্পও অতি নগণ্য সময়। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গ, রূপব্রহ্ম ও অরূপব্রহ্মের সর্বোচ্চ আয়ুস্তর লাভ করলে ও সেই আয়ুক্ষয়ে সত্ত্বগণকে পুনরায় দুর্গতিপ্রাপ্ত হতে হয়। যেহেতু কোনো ভবই নিত্য ও নিরাপদ নয়। তদ্ধেতু মহাকারুণিক বুদ্ধ সকল প্রকার

ভবতৃষ্ণা পরিহার করে সত্ত্বগণ যাতে সর্বাসব ক্ষয়ে অনাসব বিমুক্তি লাভে সক্ষম হন সেই শিক্ষা, উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্মপ্রচার জীবনে। অভিজ্ঞেয়াদি বিভাগে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, আঠারো প্রকার ধাতু, চারি সত্য, বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়, নয় প্রকার হেতু, চার প্রকার আহার, সাত প্রকার স্পর্শ, সাত প্রকার বেদনা, সাত প্রকার সংজ্ঞা, সাত প্রকার চেতনা এবং সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) অভিজ্ঞেয়; কত প্রকার পরিজ্ঞেয়; কত প্রকার ভাবিতব্য; কত প্রকার সাক্ষাৎকরণীয়; কত প্রকার পরিত্যাজ্য নহে; কত প্রকার ভাবিতব্য নহে; কত প্রকার সাক্ষাৎকরণীয় নহে; তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। সালম্বন-অনালম্বন বিভাগে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার সালম্বন; কত প্রকার অনালম্বন তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

দৃষ্ট-শ্রুতাদি দর্শন বিভাগে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার দৃষ্ট; কত প্রকার শ্রুত; কত প্রকার অনুভূত (মুত); কত প্রকার বিজ্ঞাত; তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

তিকাদি দর্শন বারে (বিভাগে) কুশলতিক পর্বে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার কুশল, কত প্রকার অকুশল, কত প্রকার অব্যাকৃত তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

বেদনা তিক পর্বে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার সুখ-বেদনার সহিত অথবা দুঃখ-বেদনার সহিত অথবা অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

বিপাক তিক পর্বে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার বিপাক, কত প্রকার বিপাকধর্মী, কত প্রকার নৈববিপাক-না-বিপাকধর্মীধর্ম তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

উপাদিন্ন তিকে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কত প্রকার অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কত প্রকার অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

বিতর্ক তিকে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার সবিতর্ক-সবিচার; কত প্রকার অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কত প্রকার অবিতর্ক-অবিচার; তা বিশ্লেষিত হয়েছে। রূপ-দুক পর্বে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার রূপ; কত প্রকার অরূপ; তা বর্ণিত হয়েছে। লৌকিক দুকে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদির মধ্যে কত প্রকার লৌকিক; কত প্রকার লোকোত্তর তা বিশ্লেষিত হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভঙ্গের আঠারোটি অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা

করা হলো। বিভঙ্গের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা যাতে সৃষ্টি হয় সেই বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ভূমিকাতে। এই লেখনিতে আমি অভিধর্মার্থসংগ্রহ সহ যেসব গ্রন্থ হতে সাহায্য নিয়েছি সেইসব গ্রন্থের তালিকা এই গ্রন্থের শেষের দিকে সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থসমূহের গ্রন্থকারগণের নিকট আমি চির ঋণী।

বর্তমানে বিশ্বে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর সহজ লভ্যতায় বিনোদন এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। তদুপরি দেশে গল্প ও নাটক-উপন্যাস জাতীয় বইয়ের ছড়াছড়ি। যেহেতু আমরা জন্ম-জন্মান্তর হতে লোভ-দ্বেষ-মোহের অনুশীলন করে আসছি তাই আমাদের মন গল্প-উপন্যাসের দিকেই বেশি ধাবিত হয়। কারণ সেখানে লোভ-দ্বেষ-মোহের যথেষ্ট খোরাক বিদ্যমান। তাই লোভ-দ্বেষ-মোহবর্জিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ অনেকের পক্ষে রুচিকর হয় না। জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করা জ্ঞানীদের পক্ষেও বহু ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, অপরের কথাই বা কী! অতএব এই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে অমৃতরূপ ধর্মরস পান করতে হলে বিপুল শ্রদ্ধা ও গভীর একাগ্রতার সহিত পাঠ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে একই অধ্যায় পুনঃপুন অধ্যয়ন করে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

বিনীত
অনুবাদক
জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু

“নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স”

অভিধর্মপিটকে

বিভঙ্গ বঙ্গানুবাদ

১. স্কন্ধ[1] বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন

১. পঞ্চস্কন্ধ—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ।

১. রূপস্কন্ধ

২. তন্মধ্যে রূপস্কন্ধ কাকে বলে? যা কিছু রূপ আছে অতীত-অনাগত-বর্তমানের, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরের বা নিকটের, সেই সমস্ত রূপের একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে (পুঞ্জীভূত) যে সংগ্রহ, তাকে (সমষ্টিগতভাবে) রূপস্কন্ধ বলে।

৩. (ক) তন্মধ্যে অতীত রূপ কাকে বলে? চারি মহাভূত রূপ এবং চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ; যা অতীত, নিরুদ্ধ, বিগত, বিপরিণত (পরিবর্তিত), অস্তগত (অদৃশ্য), অন্তর্হিত, উৎপন্ন হয়ে বিগত, অতীত (তিরোহিত),

---

[1] **স্কন্ধ :** পালি খন্ধ। বাংলা সাহিত্যে স্কন্ধ বলতে সাধারণত কাঁধ, গর্দান, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়, সর্গ ইত্যাদি বিবিধ অর্থ বুঝায়। আচার্য বুদ্ধঘোষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কন্ধ একটি বহু বচনান্ত শব্দ। এর অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে রাশি, পুঞ্জ, স্তূপসমূহ ইত্যাদি দ্বারা। পাঁচ প্রকার স্কন্ধের সমন্বয়ে জীবের জীবনপ্রবাহ চলমান থাকে। রূপ, বেদনা. সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এগুলোকে পঞ্চস্কন্ধ বলে। আর এই পঞ্চস্কন্ধকে সংক্ষেপে নামরূপ বলে হয়। বিরূপতীতি রূপং বিরূপভাব প্রাপ্ত হয় বলের রূপস্কন্ধকে ‘রূপ’ বলে। আর বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ স্বাভাবিকভাবে রূপকায়ের প্রতি নমিত হয় বলে উক্ত চারি অরূপস্কন্ধের সমষ্টিকে ‘নাম’ বলে। পালি ত্রিপিটক সাহিত্যে উক্ত শব্দটির পর্যায়ভেদে বিবিধ অর্থ থাকলেও বিশেষত জীবনপ্রবাহের অস্তিত্ব হলো স্কন্ধ।

অতীতাংশের অন্তর্গত, তাকে অতীত রূপ বলে।

(খ) তন্মধ্যে অনাগত রূপ কাকে বলে? চারি মহাভূত রূপ এবং চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ; যা অজাত, অভূত, অসঞ্জাত, অপ্রসূত, অনাবির্ভূত, অপ্রাদুর্ভূত, অনুৎপন্ন, অসমুৎপন্ন, অনুৎপাদিত, অসমুত্থিত, অনাগত, অনাগতাংশের অন্তর্গত, তাকে অনাগত রূপ বলে।

(গ) তন্মধ্যে বর্তমান রূপ কাকে বলে? চারি মহাভূত রূপ এবং চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ; যা জাত, ভূত, সঞ্জাত, প্রসূত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উৎপাদিত, সমুত্থিত, বর্তমান, বর্তমান অংশের অন্তর্গত, তাকে বর্তমান রূপ বলে।

৪. (ক) তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ রূপ কাকে বলে? সেই সেই সত্ত্বগণের যেই রূপ অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : চারি মহাভূত রূপ এবং চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ; তাকে অভ্যন্তরীণ রূপ বলে।

তন্মধ্যে বাহ্যিক রূপ কাকে বলে? যা সেই সেই অপর সত্ত্বগণের, অপর পুদ্‌গলগণের অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং গৃহীত রূপ; যেমন : চারি মহাভূত রূপ এবং চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ; ইহাকে বাহ্যিক রূপ বলে।

৫. (ক) তন্মধ্যে স্থূল রূপ কাকে বলে? চক্ষু-আয়তন, রূপ (বর্ণ)-আয়তন, শ্রোত্র (কর্ণ)-আয়তন, শব্দ-আয়তন, ঘ্রাণ (নাসিকা)-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, রস-আয়তন, কায় (ত্বক)-আয়তন, স্পৃশ্য-আয়তন (ত্বক-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ), ইহাকে স্থূল রূপ বলে।

(খ) তন্মধ্যে সূক্ষ্ম রূপ কাকে বলে? স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্য-বিজ্ঞপ্তি, আকাশ-ধাতু, রূপের লঘুতা, রূপের মৃদুতা, রূপের কর্মণ্যতা, রূপের উপচয়, রূপের সন্ততি বা অবিচ্ছন্নতা, রূপের জরতা, রূপের অনিত্যতা, কবলীকৃত (গলাধঃকরণীয়) আহার, ইহাকে সূক্ষ্ম রূপ বলে।

৬. (ক) তন্মধ্যে হীন রূপ কাকে বলে? সেই সেই সত্ত্বগণের যেই রূপ নিকৃষ্ট, অবজ্ঞাকৃত, উপেক্ষিত, ঘৃণাব্যঞ্জক, অচিত্তকৃত, হীন, হীনসদৃশ, হীনসম্মত, অনিষ্টজনক, অবাঞ্ছিত, অমনোজ্ঞ (নিরানন্দজনক); যেমন : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্য; ইহাকে হীন রূপ বলে।

(খ) তন্মধ্যে উত্তম রূপ কাকে বলে? সেই সেই সত্ত্বগণের যেই রূপ উৎকৃষ্ট, অবজ্ঞারহিত, অভিপ্রেত, অঘৃণ্য, চিত্তকৃত, উত্তম, উত্তমসদৃশ, উত্তমসম্মত, ইষ্ট (প্রীতিকর), বাঞ্ছিত, মনোজ্ঞ; যেমন : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস,

স্পৃশ্য; ইহাকে উত্তম (প্রণীত) রূপ বলে। সেই সেই (হীন-উত্তম) রূপের (সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য) তুলনা করে হীন-উত্তম (প্রণীত) রূপ উপলব্ধি করা উচিত।

৭. (ক) তন্মধ্যে দূর রূপ কাকে বলে? স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক-বিজ্ঞপ্তি, আকাশ-ধাতু, রূপের লঘুতা, রূপের মৃদুতা, রূপের কর্মণ্যতা, রূপের উপচয়, রূপের সন্ততি (প্রবাহ), রূপের জরতা, রূপের অনিত্যতা, কবলীকৃত (গ্রাস করে) আহার অথবা অন্য যা কিছু রূপ আছে অনাসন্ন, অসমীপস্থ, দূরে, অনিকটবর্তী, ইহাকে দূর রূপ বলে।

(খ) তন্মধ্যে নিকট (সন্তিক) রূপ কাকে বলে? চক্ষু আয়তন... (প্যারা নং ৫) (ক)... স্পৃশ্য-আয়তন অথবা অন্য যা কিছু রূপ আছে আসন্ন, সমীপস্থ, অদূরে, নিকটবর্তী (সন্তিকে), ইহাকে নিকট রূপ বলে। এই রূপের সাথে সেই (দূর) রূপের তুলনা করে দূর-নিকট রূপ উপলব্ধি করা উচিত।

২. বেদনাস্কন্ধ (অনুভূতি-পুঞ্জ)

৮. তন্মধ্যে বেদনাস্কন্ধ কাকে বলে? যা কিছু বেদনা (অনুভূতি) আছে অতীত-অনাগত-বর্তমানের, অভ্যন্তীরণ বা বাহ্যিক (বাহিরের), স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উন্নত, দূরের বা নিকটের; সেই সমস্ত বেদনার একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে (পুঞ্জীভূত) যে সংগ্রহ, তাকে (সমষ্টিগতভাবে) বেদনস্কন্ধ বলে।

৯. (ক) তন্মধ্যে অতীত বেদনা কাকে বলে? যেই বেদনাসমূহ অতীত, নিরুদ্ধ, বিগত, বিপরিণত, অস্তগত, অন্তর্হিত, উৎপন্ন হয়ে বিগত, অতীত অংশের অন্তর্গত; যেমন : সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা, ইহাকে অতীত বেদনা বলে।

(খ) তন্মধ্যে অনাগত বেদনা কাকে বলে? যেই বেদনাসমূহ অজাত, অভূত, অসঞ্জাত, অপ্রসূত, অনাবির্ভূত, অপ্রাদুর্ভূত, অনুৎপন্ন, অসমুৎপন্ন, অনুৎপাদিত, অসমুত্থিত, অনাগত, অনাগত অংশের অন্তর্গত; যেমন : সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা, ইহাকে অনাগত বেদনা বলে।

(গ) তন্মধ্যে বর্তমান বেদনা কাকে বলে? যেই বেদনাসমূহ জাত, ভূত, সঞ্জাত, প্রসূত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উৎপাদিত, সমুত্থিত, বর্তমান, বর্তমান অংশের অন্তর্গত; যেমন : সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা, ইহাকে বর্তমান বেদনা বলে।

১০. (ক) তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ বেদনা কাকে বলে? সেই সেই সত্ত্বগণের

যেই বেদনা অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; ইহাকে অভ্যন্তরীণ বেদনা বলে।

(খ) তন্মধ্যে বাহ্যিক বেদনা কাকে বলে? সেই সেই অপর সত্ত্বগণের, অপর পুদ্গলগণের যেই বেদনা অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা, ইহাকে বাহ্যিক বেদনা বলে।

১১. তন্মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম বেদনা কিরূপ? অকুশল-বেদনা স্থূল, কুশল-অব্যাকৃত-বেদনা সূক্ষ্ম। কুশল-অকুশল-বেদনা স্থূল, অব্যাকৃত[1] বেদনা সূক্ষ্ম। দুঃখ-বেদনা স্থূল, সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সূক্ষ্ম। সুখ-দুঃখ-বেদনা স্থূল, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সূক্ষ্ম। সমাপত্তি-অলাভীর বেদনা স্থূল, সমাপত্তিলাভীর বেদনা সূক্ষ্ম। আসব (আসক্তি) যুক্ত বেদনা স্থূল, অনাসব (আসক্তিহীন) বেদনা সূক্ষ্ম। সেই সেই বেদনা (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে স্থূল-সূক্ষ্ম বেদনা উপলব্ধি করা উচিত।

১২. তন্মধ্যে হীন ও উত্তম বেদনা কিরূপ? অকুশল-বেদনা হীন, কুশল-অব্যাকৃত-বেদনা উত্তম। কুশল-অকুশল-বেদনা হীন, অব্যাকৃত-বেদনা উত্তম। দুঃখ-বেদনা হীন, সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উত্তম। সুখ-দুঃখ-বেদনা হীন, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উত্তম। সমাপত্তি-অলাভীর বেদনা হীন (নিকৃষ্ট), সমাপত্তিলাভীর বেদনা উত্তম। আসবযুক্ত বেদনা হীন, অনাসব বেদনা উত্তম। সেই সেই বেদনা (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে হীন-উত্তম বেদনা উপলব্ধি করা উচিত।

১৩. (ক) তন্মধ্যে দূর বেদনা কিরূপ? অকুশল-বেদনা কুশল-অব্যাকৃত-বেদনা হতে দূরে; কুশল-অব্যাকৃত-বেদনা অকুশল-বেদনা হতে দূরে; কুশল-বেদনা অকুশল-অব্যাকৃত-বেদনা হতে দূরে; অকুশল-অব্যাকৃত-বেদনা কুশল-বেদনা হতে দূরে; অব্যাকৃত-বেদনা কুশল-অকুশল-বেদনা হতে দূরে;

---

[1] **অব্যাকৃত :** পালি অব্যাকত। পালি সাহিত্যে অব্যাকৃত শব্দটি পর্যায়ভেদে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) অব্যাখ্যাত (২) অনির্ধারিত বা অনির্দিষ্ট। যেই সব নিয়মপ্রণালি বা বিষয় জীবগণের ইহ-পারত্রিক কোনো উপকারে আসে না বলে বুদ্ধকর্তৃক বিজ্ঞপ্তি বা ব্যাখ্যা করা হয়নি তা অব্যাকৃত (অব্যাখ্যাত) ধর্ম। মালুঙ্ক্যপুত্রের লোক শাশ্বাত? অশাশ্বাত? ইত্যাদি দশবিধ প্রশ্ন বুদ্ধ নিষ্প্রয়োজনহেতু অব্যাকৃত রেখেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে 'অব্যাকৃত' শব্দটি অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুশলাকুশল আকারে অনির্দিষ্ট অর্থাৎ যা কুশলও নহে এবং অকুশলও নহে তাই অব্যাকৃত।

কুশল-অকুশল-বেদনা অব্যাকৃত-বেদনা হতে দূরে; দুঃখ-বেদনা সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা হতে দূরে; সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা দুঃখ-বেদনা হতে দূরে; সুখ-বেদনা দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা হতে দূরে; দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সুখ-বেদনা হতে দূরে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সুখ-দুঃখ-বেদনা হতে দূরে; সুখ-দুঃখ-বেদনা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা হতে দূরে; সমাপত্তি-অলাভীর বেদনা সমাপত্তিলাভীর বেদনা হতে দূরে; সমাপত্তিলাভীর বেদনা সমাপত্তি-অলাভীর বেদনা হতে দূরে; আসবযুক্ত বেদনা অনাসব বেদনা হতে দূরে; অনাসব বেদনা আসবযুক্ত বেদনা হতে দূরে, ইহাকে দূর বেদনা বলে।

(খ) তন্মধ্যে নিকট (সন্তিক) বেদনা কিরূপ? অকুশল-বেদনা অকুশল-বেদনার নিকটে; কুশল-বেদনা কুশল-বেদনার নিকটে; অব্যাকৃত-বেদনা অব্যাকৃত-বেদনার নিকটে। দুঃখ-বেদনা দুঃখ-বেদনার নিকটে; সুখ-বেদনা সুখ-বেদনার নিকটে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অদুঃখ-অসুখ-বেদনার নিকটে; সমাপত্তি-অলাভীর বেদনা সমাপত্তি-অলাভীর বেদনার নিকটে; সমাপত্তিলাভীর বেদনা সমাপত্তিলাভীর বেদনার নিকটে; আসবযুক্ত বেদনা আসবযুক্ত বেদনার নিকটে; অনাসব বেদনা অনাসব বেদনার নিকটে, ইহাকে নিকট বেদনা বলে। সেই সেই বেদনা (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে দূর-নিকট বেদনা উপলব্ধি করা উচিত।

৩. সংজ্ঞাস্কন্ধ

১৪. তন্মধ্যে সংজ্ঞাস্কন্ধ কাকে বলে? যা কিছু সংজ্ঞা আছে অতীত-অনাগত-বর্তমানের, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরের বা নিকটের; সেই সমস্ত সংজ্ঞার একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে (পুঞ্জীভূত) যে সংগ্রহ তাকে (সমষ্টিগতভাবে) সংজ্ঞাস্কন্ধ বলে।

১৫. (ক) তন্মধ্যে অতীত-সংজ্ঞা কাকে বলে? যে সংজ্ঞাসমূহ অতীত, নিরুদ্ধ, বিগত, বিপরিণত, অস্তগত, অন্তর্হিত, উৎপন্ন হয়ে বিগত, অতীত, অতীত অংশের অন্তর্গত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায় (দেহ)-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ইহাকে অতীত সংজ্ঞা বলে।

(খ) তন্মধ্যে অনাগত সংজ্ঞা কাকে বলে? যে সংজ্ঞাসমূহ অজাত, অভূত, অসঞ্জাত, অপ্রসূত, অনাবির্ভূত, অপ্রাদুর্ভূত, অনুৎপন্ন, অসমুৎপন্ন, অনুৎপাদিত, অসমুত্থিত, অনাগত, অনাগত অংশের অন্তর্গত; যেমন : চক্ষু-

সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ইহাকে অনাগত সংজ্ঞা বলে।

(গ) তন্মধ্যে বর্তমান সংজ্ঞা কাকে বলে? যে সংজ্ঞাসমূহ জাত, ভূত, সঞ্জাত, প্রসূত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উৎপাদিত, সমুত্থিত, বর্তমান, বর্তমান অংশের অন্তর্গত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ইহাকে বর্তমান সংজ্ঞা বলে।

১৬ (ক) তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংজ্ঞা কাকে বলে? সেই সেই সত্ত্বগণের যেই সংজ্ঞা অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ইহাকে অভ্যন্তরীণ সংজ্ঞা বলে।

(খ) তন্মধ্যে বাহ্যিক সংজ্ঞা কাকে বলে? সেই সেই অপর সত্ত্বগণের, অপর পুদ্‌গলগণের যেই সংজ্ঞা অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ইহাকে বাহ্যিক সংজ্ঞা বলে।

১৭. তন্মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম সংজ্ঞা কিরূপ? প্রতিঘ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা স্থূল, অধিবচন-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা সূক্ষ্ম। অকুশল-সংজ্ঞা স্থূল, কুশল-অব্যাকৃত-সংজ্ঞা সূক্ষ্ম। কুশল-অকুশল-সংজ্ঞা স্থূল, অব্যাকৃত-সংজ্ঞা সূক্ষ্ম। দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা স্থূল, সুখ-বেদনা এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা সূক্ষ্ম। সুখ-বেদনা এবং দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা স্থূল, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা সূক্ষ্ম। সমাপত্তি-অলাভীর সংজ্ঞা স্থূল, সমাপত্তিলাভীর সংজ্ঞা সূক্ষ্ম। আসবযুক্ত-সংজ্ঞা স্থূল, অনাসব-সংজ্ঞা সূক্ষ্ম। সেই সেই সংজ্ঞা (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে স্থূল-সূক্ষ্ম সংজ্ঞা উপলব্ধি করা উচিত।

১৮. তন্মধ্যে হীন ও উন্নত সংজ্ঞা কিরূপ? অকুশল-সংজ্ঞা হীন, কুশল-অব্যাকৃত-সংজ্ঞা উত্তম (উন্নত)। কুশল-অকুশল-সংজ্ঞা হীন, অব্যাকৃত-সংজ্ঞা উত্তম। দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা হীন, সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা উত্তম। সুখ-বেদনা এবং দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা হীন, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা উত্তম। সমাপত্তি-অলাভীর সংজ্ঞা হীন,

সমাপত্তিলাভীর সংজ্ঞা উত্তম। আসবযুক্ত-সংজ্ঞা হীন, অনাসব-সংজ্ঞা উত্তম। সেই সেই সংজ্ঞা (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে হীন-উত্তম সংজ্ঞা উপলব্ধি করা উচিত।

১৯. (ক) তন্মধ্যে দূর সংজ্ঞা কিরূপ? অকুশল-সংজ্ঞা কুশল-অকুশল-সংজ্ঞা হতে দূরে; কুশল-অব্যাকৃত-সংজ্ঞা অকুশল-সংজ্ঞা হতে দূরে; কুশল-সংজ্ঞা অকুশল-অব্যাকৃত-সংজ্ঞা হতে দূরে; অকুশল-অব্যাকৃত-সংজ্ঞা কুশল-সংজ্ঞা হতে দূরে; অব্যাকৃত-সংজ্ঞা কুশল-অকুশল-সংজ্ঞা হতে দূরে; কুশল-অকুশল-সংজ্ঞা অব্যাকৃত-সংজ্ঞা হতে দূরে; দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা হতে দূরে; সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা হতে দূরে; সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা হতে দূরে; দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা হতে দূরে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা হতে দুরে; সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা হতে দূরে; সমাপত্তি-অলাভীর সংজ্ঞা সমাপত্তিলাভীর সংজ্ঞা হতে দূরে; সমাপত্তিলাভীর সংজ্ঞা সমাপত্তি-অলাভীর সংজ্ঞা হতে দূরে; আসবযুক্ত-সংজ্ঞা অনাসব-সংজ্ঞা হতে দূরে; অনাসব-সংজ্ঞা আসবযুক্ত-সংজ্ঞা হতে দূরে, ইহাকে দূর সংজ্ঞা বলে।

(খ) তন্মধ্যে নিকট সংজ্ঞা কিরূপ? অকুশল-সংজ্ঞা অকুশল-সংজ্ঞার নিকটে; কুশল-সংজ্ঞা কুশল-সংজ্ঞার নিকটে; অব্যাকৃত (কুশল-অকুশলাকারে অনির্দিষ্ট) সংজ্ঞা অব্যাকৃত-সংজ্ঞার নিকটে; দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞার নিকটে; সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞার নিকটে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংজ্ঞার নিকটে; সমাপত্তি-অলাভীর সংজ্ঞা সমাপত্তি-অলাভীর সংজ্ঞার নিকটে; সমাপত্তিলাভীর সংজ্ঞা সমাপত্তিলাভীর সংজ্ঞার নিকটে; আসবযুক্ত-সংজ্ঞা আসবযুক্ত-সংজ্ঞার নিকটে; অনাসব-সংজ্ঞা অনাসব-সংজ্ঞার নিকটে, ইহাকে নিকট (সন্তিক) সংজ্ঞা বলে। সেই সেই সংজ্ঞা (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে দূর-নিকট সংজ্ঞা উপলব্ধি করা উচিত।

৪. সংস্কারস্কন্ধ

২০. তন্মধ্যে সংস্কারস্কন্ধ কাকে বলে? যা কিছু সংস্কার আছে অতীত-

অনাগত-বর্তমানের, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরের বা নিকটের, সেই সমস্ত সংস্কারের একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে (পুঞ্জীভূত) যে সংগ্রহ তাকে (সমষ্টিগতভাবে) সংস্কারস্কন্ধ বলে।

২১. (ক) তন্মধ্যে অতীত সংস্কার কাকে বলে? যেই সংস্কারসমূহ অতীত, নিরুদ্ধ, বিগত, বিপরিণত, অস্তগত, অন্তর্হিত, উৎপন্ন হয়ে বিগত, অতীত, অতীত অংশের অন্তর্গত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা; এগুলিকে অতীত সংস্কার বলে।

(খ) তন্মধ্যে অনাগত সংস্কার কাকে বলে? যেই সংস্কারসমূহ অজাত, অভূত, অসঞ্জাত, অপ্রসূত, অনাবির্ভূত, অপ্রাদুর্ভূত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা; এগুলোকে অনাগত সংস্কার বলে।

(গ) তন্মধ্যে বর্তমান সংস্কার কাকে বলে? যেই সংস্কারসমূহ জাত, ভূত, সঞ্জাত, প্রসূত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উৎপাদিত, সমুত্থিত, বর্তমান, বর্তমান অংশের অন্তর্গত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা; এগুলোকে বর্তমান সংস্কার বলে।

২২. (ক) তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কার কাকে বলে? সেই সেই সত্ত্বগণের যেই সংস্কারসমূহ অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা; এগুলোকে অভ্যন্তরীণ সংস্কার বলে।

(খ) তন্মধ্যে বাহ্যিক সংস্কার কাকে বলে? সেই সেই অপর সত্ত্বগণের, অপর পুদ্গলগণের যেই সংস্কারসমূহ অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা; এগুলোকে বাহ্যিক সংস্কার বলে।

২৩. তন্মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম সংস্কার কী প্রকার? অকুশল সংস্কার স্থূল, কুশল-অব্যাকৃত সংস্কার সূক্ষ্ম। কুশল-অকুশল সংস্কার স্থূল, অব্যাকৃত সংস্কার

সূক্ষ্ম। দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার স্থূল, সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার সূক্ষ্ম। সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার স্থূল, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার সূক্ষ্ম। সমাপত্তি-অলাভীর সংস্কার স্থূল, সমাপত্তিলাভীর সংস্কার সূক্ষ্ম। আসবযুক্ত সংস্কার স্থূল, অনাসব সংস্কার সূক্ষ্ম। সেই সেই সংস্কারসমূহকে (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে স্থূল-সূক্ষ্ম সংস্কার উপলব্ধি করা উচিত।

২৪. তন্মধ্যে হীন ও উত্তম সংস্কার কিরূপ? অকুশল সংস্কার হীন, কুশল-অব্যাকৃত সংস্কার উত্তম। কুশল-অকুশল সংস্কার হীন, অব্যাকৃত সংস্কার উত্তম। দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার হীন, সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার উত্তম। সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার হীন, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার উত্তম। সমাপত্তি-অলাভীর সংস্কার হীন, সমাপত্তিলাভীর সংস্কার উত্তম। আসবযুক্ত সংস্কার হীন, অনাসব সংস্কার উত্তম। সেই সেই সংস্কারসমূহকে (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে হীন-উত্তম সংস্কার উপলব্ধি করা উচিত।

২৫. (ক) তন্মধ্যে দূর সংস্কার কী প্রকার? অকুশল সংস্কার কুশল-অব্যাকৃত সংস্কার হতে দূরে; কুশল-অব্যাকৃত সংস্কার অকুশল সংস্কার হতে দূরে; কুশল সংস্কার অকুশল-অব্যাকৃত সংস্কার হতে দূরে; অকুশল-অব্যাকৃত সংস্কার কুশল সংস্কার হতে দূরে; অব্যাকৃত সংস্কার কুশল-অকুশল সংস্কার হতে দূরে; কুশল-অকুশল সংস্কার অব্যাকৃত সংস্কার হতে দূরে; দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার হতে দূরে; সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার হতে দূরে; সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত হতে দূরে; সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার হতে দূরে; দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার হতে দূরে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার হতে দূরে; সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার হতে দূরে; সমাপত্তি-অলাভীর সংস্কার সমাপত্তিলাভীর সংস্কার হতে দূরে; সমাপত্তিলাভীর সংস্কার সমাপত্তি-অলাভীর সংস্কার হতে দূরে; আসবযুক্ত সংস্কার অনাসব সংস্কার হতে দূরে; অনাসব সংস্কার আসবযুক্ত সংস্কার হতে দূরে, ইহাকে দূর সংস্কার বলে।

(খ) তন্মধ্যে নিকট সংস্কার কী প্রকার? অকুশল সংস্কার অকুশল

সংস্কারের নিকটে; কুশল সংস্কার কুশল সংস্কারের নিকটে; অব্যাকৃত সংস্কার অব্যাকৃত সংস্কারের নিকটে; দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কারের নিকটে; সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কারের নিকটে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কার অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত সংস্কারের নিকটে; সমাপত্তি-অলাভীর সংস্কার সমাপত্তি-অলাভীর সংস্কারের নিকটে; সমাপত্তিলাভীর সংস্কার সমাপত্তিলাভীর সংস্কারের নিকটে; আসবযুক্ত সংস্কার আসবযুক্ত সংস্কারের নিকটে; আসবহীন (অনাসব) সংস্কার অনাসব সংস্কারের নিকটে, ইহাকে নিকট সংস্কার বলে। সেই সেই সংস্কারসমূহকে (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে দূর-নিকট সংস্কারসমূহ উপলব্ধি করা উচিত।

৫. বিজ্ঞানস্কন্ধ

২৬. তন্মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধ কাকে বলে? যা কিছু বিজ্ঞান অতীত-অনাগত বর্তমানের, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরের বা নিকটের, সেই সমস্ত বিজ্ঞানের একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে (পুঞ্জীভূত) যে সংগ্রহ তাকে (সমষ্টিগতভাবে) বিজ্ঞানস্কন্ধ বলে।

২৭. (ক) তন্মধ্যে অতীত বিজ্ঞান কাকে বলে? যেই বিজ্ঞান অতীত, নিরুদ্ধ, বিগত, বিপরিণত, অস্তগত, অন্তর্হিত, উৎপন্ন হয়ে বিগত, অতীত, অতীত অংশের অন্তর্গত; যেমন : চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র (কর্ণ)-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ (নাসিকা)-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইহাকে অতীত বিজ্ঞান বলে।

(খ) তন্মধ্যে অনাগত বিজ্ঞান কাকে বলে? যেই বিজ্ঞান অজাত, অভূত, অসঞ্জাত, অপ্রসূত, অনাবির্ভূত, অপ্রাদুর্ভূত, অনুৎপন্ন, অসমুৎপন্ন, অনুৎপাদিত, অসমুত্থিত, অনাগত, অনাগত-অংশের অন্তর্গত; যেমন : চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইহাকে অনাগত-বিজ্ঞান বলে।

(গ) তন্মধ্যে বর্তমান বিজ্ঞান কাকে বলে? যেই বিজ্ঞান জাত, ভূত, সঞ্জাত, প্রসূত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উৎপাদিত, সমুত্থিত, বর্তমান, বর্তমান অংশের অন্তর্গত; যেমন : চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইহাকে বর্তমান বিজ্ঞান বলে।

২৮. (ক) তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান কাকে বলে? সেই সেই সত্ত্বগণের

যেই বিজ্ঞান অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইহাকে অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান বলে।

(খ) তন্মধ্যে বাহ্যিক বিজ্ঞান কাকে বলে? সেই অপর সত্ত্বগণের, অপর পুদ্গলগণের যেই বিজ্ঞান অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত, স্বীয়, নিজস্ব এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত; যেমন : চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইহাকে বাহ্যিক বিজ্ঞান বলে।

২৯. তন্মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিজ্ঞান কিরূপ? অকুশল বিজ্ঞান স্থূল, কুশল-অব্যাকৃত বিজ্ঞান সূক্ষ্ম। কুশল-অকুশল বিজ্ঞান স্থূল, অব্যাকৃত বিজ্ঞান সূক্ষ্ম। দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান স্থূল, সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান সূক্ষ্ম। সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান স্থূল, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান সূক্ষ্ম। সমাপত্তি-অলাভীর বিজ্ঞান স্থূল, সমাপত্তিলাভীর বিজ্ঞান সূক্ষ্ম। আসবযুক্ত বিজ্ঞান স্থূল, অনাসব বিজ্ঞান সূক্ষ্ম। সেই সেই বিজ্ঞান (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে স্থূল-সূক্ষ্ম বিজ্ঞান উপলব্ধি করা উচিত।

৩০. তন্মধ্যে হীন ও উত্তম বিজ্ঞান কিরূপ? অকুশল বিজ্ঞান হীন, কুশল-অব্যাকৃত বিজ্ঞান উত্তম। কুশল-অকুশল বিজ্ঞান হীন, অব্যাকৃত বিজ্ঞান উত্তম। দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান হীন, সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান উত্তম। সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান হীন, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান উত্তম। সমাপত্তি-অলাভীর বিজ্ঞান হীন, সমাপত্তিলাভীর বিজ্ঞান উত্তম। আসবযুক্ত বিজ্ঞান হীন, অনাসব বিজ্ঞান উত্তম। সেই সেই বিজ্ঞান (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে হীন-উত্তম বিজ্ঞান উপলব্ধি করা উচিত।

৩১. তন্মধ্যে দূর-বিজ্ঞান কিরূপ? অকুশল বিজ্ঞান কুশল-অব্যাকৃত বিজ্ঞান হতে দূরে; কুশল-অব্যাকৃত বিজ্ঞান অকুশল বিজ্ঞান হতে দূরে; কুশল বিজ্ঞান অকুশল-অব্যাকৃত বিজ্ঞান হতে দূরে; অকুশল-অব্যাকৃত বিজ্ঞান কুশল বিজ্ঞান হতে দূরে; অব্যাকৃত বিজ্ঞান কুশল-অকুশল বিজ্ঞান হতে দূরে; কুশল-অকুশল বিজ্ঞান অব্যাকৃত বিজ্ঞান হতে দূরে; দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান হতে দূরে; সুখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান হতে দূরে; সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত

বিজ্ঞান হতে দূরে; দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান হতে দুরে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান হতে দূরে; সুখ-দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান হতে দূরে; সমাপত্তি-অলাভীর বিজ্ঞান সমাপত্তিলাভীর বিজ্ঞান হতে দূরে; সমাপত্তিলাভীর বিজ্ঞান সমাপত্তি-অলাভীর বিজ্ঞান হতে দূরে; আসবযুক্ত বিজ্ঞান অনাসব বিজ্ঞান হতে দূরে; অনাসব বিজ্ঞান আসবযুক্ত বিজ্ঞান হতে দূরে, ইহাকে দূর বিজ্ঞান বলে।

তন্মধ্যে নিকট বিজ্ঞান কী প্রকার? অকুশল বিজ্ঞান অকুশল বিজ্ঞানের নিকটে; কুশল বিজ্ঞান কুশল বিজ্ঞানের নিকটে; অব্যাকৃত বিজ্ঞান অব্যাকৃত বিজ্ঞানের নিকটে; দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞানের নিকটে; সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞানের নিকটে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞান অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত বিজ্ঞানের নিকটে; সমাপত্তি-অলাভীর বিজ্ঞান সমাপত্তি-অলাভীর বিজ্ঞানের নিকটে; সমাপত্তিলাভীর বিজ্ঞান সমাপত্তিলাভীর বিজ্ঞানের নিকটে; আসবযুক্ত বিজ্ঞান আসবযুক্ত বিজ্ঞানের নিকটে; অনাসব বিজ্ঞান অনাসব বিজ্ঞানের নিকটে, ইহাকে নিকট বিজ্ঞান বলে। সেই সেই বিজ্ঞান (পরস্পরের সাথে) তুলনা করে দূর-নিকট বিজ্ঞান উপলব্ধি করা উচিত।

[সূত্র-অনুসারে বিভাজন সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন

৩২. পঞ্চস্কন্ধ : রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ।

১. রূপস্কন্ধ

৩৩. তন্মধ্যে রূপস্কন্ধ কী প্রকার? এক প্রকারে রূপস্কন্ধ—সমস্ত রূপ হেতু নয়, অহেতুক,[1] হেতু-বিপ্রযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন, সপ্রত্যয়,[2] সংস্কৃত,[3] রূপ,

---

[1] লোভ-দ্বেষাদির ছয় হেতু চৈতসিক, রূপের গুণ নহে। এই অর্থে রূপ 'অহেতুক'।

[2] রূপালম্বন, শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন এবং স্পৃশ্যালম্বনাকারে জড় লোভাদি হেতু-উৎপত্তির আলম্বন-প্রত্যয় বা আলম্বনোপনিশ্রয় প্রত্যয় হয়; এই জন্য রূপ 'সপ্রত্যয়'। এতে এটি প্রতীয়মান হলো যে, রূপের প্রভাবে যে তৃষ্ণা বা দ্বেষ জন্মে, তার হেতু নিজ চিত্তে; এবং ওই ব্যক্তি বা বস্তু তৃষ্ণা বা দ্বেষ উৎপত্তির উপনিশ্রয় বা উপলক্ষ মাত্র।

লৌকিক,[4] সাসব[5] (আসবযুক্ত), সংযোজনীয় (সংযোজনসমূহের বিষয় বা আলম্বন), গ্রন্থিনীয় বা বন্ধনীয় (গ্রন্থি বা বন্ধনসমূহের বিষয়), ওঘনীয় (দুঃখ সমুদ্রের আলম্বন বা বিষয়), যোগনীয় (সংযোগের বিষয়), নীবরণীয় (প্রতিবন্ধকের আলম্বন বা বিষয়), পরামৃষ্ট (বিকৃতির বিষয়), উপাদানীয় (আসক্তির বিষয়), দূষণের বিষয়, অব্যাকৃত, অনালম্বন,[6] অচৈতসিক, চিত্ত-বিপ্রযুক্ত, নৈববিপাক-না-বিপাকধর্মীধর্ম (বিপাক বা ফলদানও নহে আর বিপাক উৎপাদকও নয়), অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক (অদূষিত-দূষণের বিষয়), সবিতর্ক-সবিচার নহে, অবিতর্ক-বিচারমাত্র নহে, অবিতর্ক-অবিচার, প্রীতিসহগত নহে, সুখসহগত নহে, উপেক্ষাসহগত নহে, দর্শনের দ্বারা অথবা ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে,[7] দর্শনের দ্বারা বা ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য হেতুক নহে (হেতুযুক্ত বা কারণযুক্ত নহে), আচয়গামীও নহে (জন্ম-মৃত্যুতে আবর্তনশীল বা পুনর্জন্মের সঞ্চয়কারীও নহে), অপচয়গামীও নহে (পুনর্জন্মের ক্ষয়কারী বা নির্বাণপথে প্রবর্তনশীলও নহে), শৈক্ষ্য-অশৈক্ষ্য অবস্থাও নয়, সীমিত, কামাবচর,[1] রূপাবচর নহে, অরূপাবচর নহে, পর্যায়পন্ন (যেমন : লৌকিকের অন্তর্গত), অপ্রতিপন্নও নহে (অর্থাৎ লোকোত্তর নহে), অনিয়ত, অনিয়্যানিক (মুক্তির দিকে বা নির্বাণে নিয়ে যায় না), উৎপন্ন ছয় প্রকার বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য), অনিত্য, জরা বা বার্ধক্যাভিভূত—এরূপে এক প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে। দুই প্রকারে রূপস্কন্ধ—কোনো কোনো রূপ আছে যা উপাদা, কোনো কোনো রূপ আছে যা উপাদা নয়। কোনো কোনো রূপ আছে যা (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে) গৃহীত, কোনো কোনো রূপ আছে যা অগৃহীত। কোনো কোনো রূপ আছে যা গৃহীত (উপাদিন্ন) আর উপাদানের (আসক্তির) বিষয়, কোনো কোনো রূপ

---

[3] রূপ প্রত্যয় সমবায়ে উৎপন্ন বলে 'সমবায়ে কৃত অর্থাৎ সংস্কৃত'।

[4] পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ নামক লোকের (অনিত্য বিষয়ের) অন্তর্গত বলে রূপ লৌকিক (লোকীয়)।

[5] অকুশল চিত্তোৎপত্তির আলম্বন বলে রূপ কামাসবাদির সহযোগী, এজন্য ইহা 'সাসব'।

[6] রূপ চিত্তের আলম্বনাকারেই ব্যবহৃত হয়, নিজে কোনো প্রকার আলম্বন গ্রহণ করতে পারে না; এজন্য ইহা 'অনালম্বন'।

[7] তদঙ্গ-প্রহাণাদি দ্বারা পঞ্চ নীবরণকে যেই প্রকারে পরিত্যাগ করা যায়, রূপকে সেই উপায়ে পরিত্যাগ করা যায় না; এজন্য রূপ 'অপ্রহাতব্য' (পরিত্যাগযোগ্য নহে)।

[1] কামতৃষ্ণার (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্যের জন্য তৃষ্ণার) বিচরণভূমি-স্বরূপ বলে 'কামাবচর'।

আছে যা অগৃহীত (অনুপাদিন্ন) আর উপাদানের বিষয়। কোনো কোনো রূপ আছে যা সনিদর্শন (দৃশ্যমান), কোনো কোনো রূপ আছে যা অনিদর্শন (অদৃশ্যমান)। কোনো কোনো রূপ আছে যা সপ্রতিঘ, কোনো কোনো রূপ আছে যা অপ্রতিঘ। কোনো কোনো রূপ আছে যা ইন্দ্রিয়, কোনো কোনো রূপ আছে যা ইন্দ্রিয় নয়। কোনো কোনো রূপ আছে যা মহাভূত, কোনো কোনো রূপ আছে যা মহাভূত নয়। কেনো কোনো রূপ আছে যা বিজ্ঞপ্তি বা ইঙ্গিত, কোনো কোনো রূপ আছে যা বিজ্ঞপ্তি (ইঙ্গিত) নহে। কোনো কোনো রূপ আছে যা চিত্ত সমুত্থিত (চিত্তজ বা চিত্ত-উৎপন্ন), কোনো কোনো রূপ আছে যা চিত্ত সমুত্থিত বা চিত্তজ নয়। কোনো কোনো রূপ আছে যা চিত্তের সহিত একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, কোনো কোনো রূপ আছে যা চিত্তের সহিত একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না। কোনো কোনো রূপ আছে যা চিত্তের অনুসারী বা চিত্তানুযায়ী পরিবর্তনকারী, কোনো কোনো রূপ আছে যা চিত্তানুসারী নয়। কোনো কোনো রূপ আছে যা অভ্যন্তরীণ, কোনো কোনো রূপ আছে যা বাহ্যিক। কোনো কোনো রূপ আছে যা স্থূল, কোনো কোনো রূপ আছে যা সূক্ষ্ম। কোনো কোনো রূপ আছে যা দূরে, কোনো কোনো রূপ আছে যা নিকটে... (ধর্মসঙ্গণীর রূপকান্ডে যেরূপ বিভাগ করা হয়েছে, এখানেও সেইরূপ বিভাগ বা বিশ্লেষণ করা উচিত। (প্যারা নং ধর্মসঙ্গণী ৫৮৪, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৭০)... কোনো কোনো রূপ আছে যা কবলীকৃত আহার, কোনো কোনো রূপ আছে যা কবলীকৃত আহার নয়; এরূপে দুই প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে।

তিন প্রকারে রূপস্কন্ধ—যা সেই অভ্যন্তরীণ (অন্তরস্থ) রূপ তা উপাদা (উৎপন্ন), যা সেই বাহ্যিক (বাহির) রূপ তা উপাদা হয়ে থাকে, (আবার) উপাদা হয় না। যা সেই অভ্যন্তরীণ রূপ তা গৃহীত (উপাদিন্ন) হয়ে থাকে, যা সেই বাহ্যিক রূপ তা উপাদিন্ন (গৃহীত) হয়ে থাকে, (আবার) অনুপাদিন্ন (অগৃহীত) হয়ে থাকে। যা সেই অভ্যন্তরীণ রূপ তা উপাদিন্ন-উপাদানিয় (গৃহীত ও উপাদানের বা আসক্তির বিষয়), যা সেই বাহ্যিক রূপ তা উপাদিন্ন-উপাদানীয় হয়ে থাকে, (আবার) অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় (অগৃহীত ও আসক্তির বিষয়) হয়ে থাকে।... (ধ.স. প্যারা নং ৫৮৫)... যা সেই অভ্যন্তরীণ রূপ তা কবলীকৃত আহার হয় না, যা সেই বাহ্যিক রূপ তা কবলীকৃত আহার হয়ে থাকে, (আবার) কবলীকৃত আহার হয় না; এরূপে তিন প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে।

চার প্রকারে রূপস্কন্ধ—যা সেই উপাদা রূপ তা উপাদিন্ন (গৃহীত) হয়ে

থাকে, আবার অনুপাদিন্ন (অগৃহীতও) হয়ে থাকে, যা সেই উপাদা রূপ নয় তা উপাদিন্ন হয়ে থাকে, অনুপাদিন্ন হয়ে থাকে। যা সেই উপাদা রূপ তা উপাদিন্ন-উপাদানীয় (আসক্তির বিষয়) হয়ে থাকে, (আবার) অনুপাদিন্ন-উপাদনীয় হয়ে থাকে, যা সেই উপাদা রূপ নয় তা উপাদিন্ন-উপাদানীয় হয়ে থাকে, (আবার) অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় হয়ে থাকে। যা সেই উপাদা রূপ তা সপ্রতিঘ (সংঘর্ষণাকারে উৎপন্ন) হয়ে থাকে, (আবার) অপ্রতিঘ হয়ে থাকে, যা সেই উপাদা রূপ নয় তা সপ্রতিঘ হয়ে থাকে, (আবার) অপ্রতিঘ হয়ে থাকে। যা সেই উপাদা রূপ তা স্থূল হয়ে থাকে, (আবার) সূক্ষ্ম হয়ে থাকে, যা সেই উপাদা রূপ নয় তা স্থূল হয়ে থাকে (আবার) সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। যা সেই উপাদা রূপ তা দূরে হয়ে থাকে, (আবার) নিকটে হয়ে থাকে, যা সেই উপাদা রূপ নয় তা দূরে হয়ে থাকে, (আবার) নিকটে হয়ে থাকে। ... (ধ.স.প্যারা নং ৫৮৬)... দৃষ্ট, শ্রুত, মুত (আঘ্রাত-স্বাদিত-স্পৃষ্ট অর্থাৎ গন্ধ, রস ও স্পৃশ্যকে অনুভূতির স্তরে জানা), বিজ্ঞাত (মনের দ্বারা জ্ঞাত) রূপ; এরূপে চার প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে।

পাঁচ প্রকারে রূপস্কন্ধ—পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু এবং যা উপাদা রূপ (উক্ত চারি ধাতু হতে উৎপন্ন)। এরূপে পাঁচ প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে। ছয় প্রকারে রূপস্কন্ধ—চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় রূপ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় রূপ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রূপ, কায়-বিজ্ঞেয় রূপ, মনো-বিজ্ঞেয় রূপ; এরূপে ছয় প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে।

সাত প্রকারে রূপস্কন্ধ—চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় রূপ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রূপ, কায়-বিজ্ঞেয় রূপ, মনোধাতু-বিজ্ঞেয় রূপ, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-বিজ্ঞেয় রূপ; এরূপে সাত প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে।

আট প্রকারে রূপস্কন্ধ—চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় রূপ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় রূপ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রূপ, কায়-বিজ্ঞেয় রূপ যা সুখ-সংস্পর্শ আছে, আর দুঃখ-সংস্পর্শ আছে, মনোধাতু-বিজ্ঞেয় রূপ, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-বিজ্ঞেয় রূপ; এরূপে আট প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে।

নয় প্রকারে রূপস্কন্ধ—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয় এবং যেই রূপ ইন্দ্রিয় নয়; এরূপে নয় প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে।

দশ প্রকারে রূপস্কন্ধ—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, ন-ইন্দ্রিয় রূপ (ইন্দ্রিয় নয়) সপ্রতিঘ আছে, অপ্রতিঘ আছে; এরূপে দশ প্রকারে রূপস্কন্ধ

হয়ে থাকে।

একাদশ প্রকারে রূপস্কন্ধ—চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পৃশ্য-আয়তন এবং যেই রূপ অনিদর্শন-অপ্রতিঘ ধর্মায়তন প্রতিপন্ন (সংযুক্ত); এরূপে একাদশ প্রকারে রূপস্কন্ধ হয়ে থাকে। ইহাকে রূপস্কন্ধ বলা হয়।

২. বেদনাস্কন্ধ

৩৪. তন্মধ্যে বেদনাস্কন্ধ কিরূপ? এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত, দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সহেতুক হয়ে থাকে, অহেতুক হয়ে থাকে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। চার প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অন্তর্ভুক্ত আছে (যেমন লোকোত্তরে রূপ অন্তর্ভুক্ত নহে)। পাঁচ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সুখ-ইন্দ্রিয় আছে, দুঃখ-ইন্দ্রিয় আছে, সৌমনস্য (মানসিক আনন্দ)-ইন্দ্রিয় আছে, দৌর্মনস্য (মানসিক-নিরানন্দ)-ইন্দ্রিয় আছে, উপেক্ষা (সুখ-দুঃখশূন্য অবস্থা)-ইন্দ্রিয় আছে; এরূপে পাঁচ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

ছয় প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা; এরূপে ছয় প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

সাত প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা; এরূপে সাত প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

আট প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা আছে যা সুখময়, আর যা দুঃখময়, মনোধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা; এরূপে আট প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

নয় প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা

আছে যা কুশল, যা অকুশল, যা অব্যাকৃত; এরূপে নয় প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ সুখ-বেদনা আছে, দুঃখ-বেদনাও আছে, মনোধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা আছে যা কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত; এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৩৫. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সহেতুক হয়ে থাকে, অহেতুক হয়ে থাকে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—বিপাক আছে, বিপাকধর্মীধর্ম (স্বভাব) আছে, নৈববিপাক-না-বিপাকধর্মীধর্ম আছে (বিপাকও নয় বিপাকধর্মী অর্থাৎ বিপাক প্রদানের স্বভাবসুলভ প্রকৃতিসম্পন্নও নয়)। উপাদিন্ন-উপাদানীয় (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে গৃহীত এবং আসক্তির বিষয়) আছে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় (যা আসক্তির বিষয় নয় এরূপ) আছে। সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক (কলুষিত-ক্লেশের বিষয়) আছে, অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে। সবিতর্ক-সবিচার আছে, অবিতর্ক-বিচার মাত্র আছে, অবিতর্ক-অবিচার আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজ্য ও ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্য আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক বা হেতুযুক্ত আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক ও ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক আছে। আচয়গামী (পুনর্জন্মের সঞ্চয়কারী) আছে, অপচয়গামী (পুনর্জন্ম ধ্বংসকারী) আছে, আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে। শৈক্ষ্য আছে, অশৈক্ষ্য আছে, শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে। সীমিত (ক্ষুদ্র) আছে, মহদ্গত আছে, অপ্রমাণ আছে। সীমিত-আলম্বন (আরম্মন) আছে, মহদ্গত-আলম্বন আছে, অপ্রমাণ-আলম্বন আছে। হীন আছে, মধ্যম আছে, উত্তম (প্রণীত) আছে। মিথ্যায় নিয়ত (মিথ্যা বিষয়ে স্থিত) আছে, সম্যক-নিয়ত (যথার্থ বিষয়ে স্থিত) আছে, অনিয়ত আছে। মার্গ-আলম্বন আছে, মার্গহেতুক আছে, মার্গ-অধিপতি আছে। উৎপন্ন আছে, অনুৎপন্ন আছে, উৎপত্তিশীল আছে। অতীত আছে, অনাগত আছে, বর্তমান আছে। অতীত-আলম্বন আছে, অনাগত-আলম্বন আছে, বর্তমান-আলম্বন আছে। আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ) আছে, বাহ্যিক (বাহির) আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আছে। আধ্যাত্মিক-আলম্বন

আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক-আলম্বন আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)... এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৩৬. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে,... হেতু নয়, সহেতুক আছে। হেতু নয়, অহেতুক আছে। লৌকিক আছে, লোকোত্তর আছে। কোনো (এক) প্রকারে বিজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য), কোনো (অন্য) প্রকারে জ্ঞাতব্য নয়। আসবযুক্ত আছে, আসবহীন (অনাসব) আছে। আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। আসব-বিপ্রযুক্ত-সাসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত-অনাসব আছে। সংযোজনীয় আছে, অসংযোজনীয় আছে। সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত আছে। সংযোজন বিপ্রযুক্ত-সংযোজনীয় (সংযোজনের বিষয়) আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত-অসংযোজনীয় আছে। গ্রন্থিনীয় (বন্ধনীয়) আছে, অগ্রন্থিনীয় আছে। গ্রন্থি (বন্ধন)-সম্প্রযুক্ত আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত আছে। গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত-গ্রন্থিনীয় আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত-অগ্রন্থিনীয় আছে। ওঘনীয় (দুঃখ-সমুদ্রের বিষয়) আছে, অনোঘনীয় আছে। ওঘ-সম্প্রযুক্ত আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত আছে। ওঘ-বিপ্রযুক্ত-ওঘনীয় আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত-অনোঘনীয় আছে। যোগনীয় (সংযোগের বিষয়) আছে, অযোগনীয় আছে। যোগ-সম্প্রযুক্ত আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত আছে। যোগ-বিপ্রযুক্ত-যোগনীয় আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত অযোগনীয় আছে। নীরবণীয় (আবরণের বিষয়) আছে, অনীবরণীয় আছে। নীবরণ-সম্প্রযুক্ত আছে, নীবরণ-বিপ্রযুক্ত আছে। নীবরণ-বিপ্রযুক্ত-নীবরনীয় আছে, নীবরণ-বিপ্রযুক্ত-অনীবরণীয় আছে। পরামৃষ্ট (বিকৃতির বিষয়) আছে, অপরামৃষ্ট আছে। পরামাস (বিকৃতি বা দূষণ)-সম্প্রযুক্ত আছে, পরামাস-বিপ্রযুক্ত আছে। পরামাস-বিপ্রযুক্ত-পরামৃষ্ট আছে, পরামাস-বিপ্রযুক্ত-অপরামৃষ্ট আছে। উপাদিন্ন (গৃহীত) আছে, অনুপাদিন্ন আছে। উপাদানীয় আছে (আসক্তির বিষয়), অনুপাদানীয় আছে। উপাদান-সম্প্রযুক্ত আছে, উপাদান-বিপ্রযুক্ত আছে। উপাদান-বিপ্রযুক্ত-উপাদানীয় আছে, উপাদান-বিপ্রযুক্ত-অনুপাদানীয় আছে। সংক্লেশিক (ক্লেশের বিষয়) আছে, অসংক্লেশিক আছে। সংক্লিষ্ট আছে, অসংক্লিষ্ট আছে। ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত আছে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত আছে। ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক আছে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত- অসংক্লেশিক আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজ্য আছে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্য আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজহেতুক আছে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে,

ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক আছে। সবিতর্ক আছে, অবিতর্ক আছে। সবিচার আছে, অবিচার আছে। সপ্রীতিক আছে, অপ্রীতিক আছে। প্রীতিসহগত আছে, প্রীতিহীন আছে। কামাবচর আছে, নহে কামাবচর আছে। রূপাবচর আছে, নহে রূপাবচর আছে। অরূপাবচর আছে, নহে অরূপাবচর আছে। পর্যায়পন্ন (যেমন : লৌকিকের অন্তর্ভুক্ত) আছে, অপর্যায়পন্ন (যেমন : লোকোত্তরের অন্তর্ভুক্ত) আছে। নিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীতকারী) আছে, অনিয়্যানিক আছে। নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে। সউত্তর আছে, অনুত্তর আছে। সরণ (অশান্ত বা বিলাপযুক্ত) আছে, অরণ (শান্ত বা বিলাপহীন) আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৩৭. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সরণ আছে, অরণ আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—বিপাক আছে, বিপাকধর্মী ধর্ম আছে, নৈব-বিপাক-না-বিপাকধর্মী ধর্ম আছে। উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে... (৩৫ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক-আলম্মন (আলম্বন) আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক-আলম্বন আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[দুকমূলক যুগ্ম বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এখানে সমাপ্ত]

৩৮. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)... এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৩৯. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (প্যারা নং ৩৪ দেখুন) ...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪০. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—হেতু নয়, সহেতুক আছে; হেতু নয়, অহেতুক আছে। লৌকিয় (কাম, রূপ ও অরূপ লোকের অন্তর্গত) আছে, লোকোত্তর (ত্রিলোকের ঊর্ধ্বে) আছে, এক প্রকারে বিজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য) আছে, অন্য প্রকারে বিজ্ঞেয় নহে। সাসব আছে, অনাসব আছে। আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত

আছে। আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে।... (৩৬ নং প্যারা দেখুন)... রণযুক্ত আছে, রণহীন আছে।

তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪১. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—বিপাক আছে, বিপাকধর্মীধর্ম আছে, নৈব-বিপাক-না-বিপাকধর্মী ধর্ম আছে। উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে। সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে। সবিতর্ক-সবিচার আছে, অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে, অবিতর্ক-অবিচার আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে ও ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক ও ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক আছে। আচয়গামী আছে, অপচয়গামী আছে, আচয়গামীও নয়, অপচয়গামীও নয় এরূপ আছে। শৈক্ষ্য আছে, অশৈক্ষ্য আছে, শৈক্ষ্যও নয় অশৈক্ষ্যও নয় এরূপ আছে। পরিত্ত (সীমিত) আছে, মহদ্গত আছে, অপ্রমাণ আছে। পরিত্তালম্বন আছে, মহদ্গত আলম্বন আছে, অপ্রমাণ আলম্বন আছে। হীন আছে, মধ্যম আছে, উত্তম আছে। মিথ্যা বিষয়ে বা বিশ্বাসে নিয়ত (স্থির) আছে, সম্যক (যথার্থ) বিশ্বাসে নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে। মার্গ-আলম্বন আছে, মার্গহেতুক আছে, মার্গাধিপতি আছে। উৎপন্ন আছে, অনুৎপন্ন আছে, উৎপত্তিশীল (উৎপত্তি হচ্ছে এরূপ) আছে। অতীত আছে, অনাগত আছে, বর্তমান আছে। অতীত-আলম্বন আছে, অনাগত-আলম্বন আছে, বর্তমান-আলম্বন আছে। আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে, অধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আছে। আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যত্মিক-বাহ্যিক-আলম্বন আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪২. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। হেতু নয় সহেতুক আছে, হেতু নয় অহেতুক আছে। লৌকিয় আছে, লোকোত্তর আছে। কোনো

প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় আছে, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নেই তাদৃশ আছে। সাসব আছে, অনাসব আছে। আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে। সংযোজনীয় আছে, অসংযোজনীয় আছে... (৩৬ নং প্যারা দেখুন)... রণযুক্ত আছে, রণহীন আছে।

তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক-আলম্বন আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[তিন মূলক এখানে সমাপ্ত]

৪৩. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)... এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪৪. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—বিপাক আছে, বিপাকধর্মীধর্ম আছে। নৈব-বিপাক-না-বিপাকধর্মীধর্ম আছে... (৩৪ নং প্যাপরা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪৫. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—হেতু নয় সহেতুক আছে, হেতু নয় অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪৬. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—লৌকিয় আছে, লোকোত্তর আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪৭. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় আছে, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সবিতর্ক-সবিচার আছে, অবিতর্ক বিচারমাত্র আছে, অবিতর্ক-

অবিচার আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪৮. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সাসব আছে, অনাসব আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজ্য ও ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্য আছে... (৩৪ নং প্যারা দেুখন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৪৯. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে। দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক ও ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক আছে।... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫০. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—আচয়গামী আছে, অপচয়গামী আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)... এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫১. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সংযোজনীয় আছে, অসংযোজনীয় আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫২. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—পরিত্ত (সীমিত) আছে, মহদ্‌গত আছে, অপ্রমাণ আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫৩. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—পরিত্তালম্বন আছে, মহদ্‌গত আলম্বন আছে, অপ্রমাণ আলম্বন আছে... (৩৪ নং প্যারা

দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫৪. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—গ্রন্থিনীয় (বন্ধনীয়) আছে, অগ্রন্থিনীয় আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—হীন আছে, মধ্যম আছে, উত্তম আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫৫. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—মিথ্যায় নিয়ত আছে, সম্যক (পবিত্র বিশ্বাসে) নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে।... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫৬. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয় আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—মার্গালম্বন আছে, মার্গহেতুক আছে, মার্গাধিপতি আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫৭. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—ওঘনীয় আছে, অনোঘনীয় আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—উৎপন্ন আছে, অনুৎপন্ন আছে, উৎপত্তিশীল (উৎপত্তি হচ্ছে এমন) আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫৮. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—ওঘ-সম্প্রযুক্ত আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—অতীত আছে, অনাগত আছে, বর্তমান আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৫৯. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—ওঘ-বিপ্রযুক্ত ওঘনীয় আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত অনোঘনীয় আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—অতীত আলম্বন আছে, অনাগত আলম্বন আছে, বর্তমান আলম্বন আছে... (৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৬০. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—যোগনীয় আছে, অযোগনীয় আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আছে...

(৩৪ নং প্যারা দেখুন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৬১. এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—যোগ-সম্প্রযুক্ত আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৩৪ নং প্যারা দেুখন)...। এরূপে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[উভয় দিক হতে বৃদ্ধি এখানে সমাপ্ত]

সাত প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অপর্যায়পন্ন) আছে—এরূপে সাত প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে সাত প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—বিপাক আছে... (৩৫ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (যেমন লোকোত্তর) আছে—এরূপে সাত প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

চব্বিশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শ প্রত্যয়ে (কারণে উৎপন্ন) কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত-বেদনাস্কন্ধ আছে; শ্রোত্র (কর্ণ)-সংস্পর্শ প্রত্যয়ে কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত-বেদনাস্কন্ধ আছে; ঘ্রাণ (নাসিকা)-সংস্পর্শ প্রত্যয়ে কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত-বেদনাস্কন্ধ আছে; জিহ্বা-সংস্পর্শ প্রত্যয়ে কুশল, অকুল ও অব্যাকৃত-বেদনাস্কন্ধ আছে; কায় (দেহ বা শরীর)-সংস্পর্শ প্রত্যয়ে কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত-বেদনাস্কন্ধ আছে; মনোসংস্পর্শ প্রত্যয়ে কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত-বেদনাস্কন্ধ আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা—এরূপে চব্বিশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে চব্বিশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ বিপাক আছে... (৩৫ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ... (৩৫ নং প্যারা)... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ... (৩৫ নং প্যারা)... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ...

(৩৫ নং প্যারা)... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ... (৩৫ নং প্যারা)... মনোসংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ বিপাক আছে... (৩৫ নং প্যারা)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা... মনোসংস্পর্শজ বেদনা—এরূপে চব্বিশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

ত্রিশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে (অর্থাৎ ত্রিআর্বত হতে মুক্ত বা লোকোত্তর); শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা—এরূপে ত্রিশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

বহু প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনোসংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা—এরূপে বহু প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে বহুপ্রকারে বেদনাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ বিপাক আছে... (৩৫ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ ... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনাস্কন্ধ... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিপাক আছে... (৩৫ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-

সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা। এভাবে বহু প্রকারে বেদনাস্কন্ধ হয়ে থাকে, ইহাকে বেদনাস্কন্ধ (অনুভূতিপুঞ্জ) বলা হয়।

৩. সংজ্ঞাস্কন্ধ

৬২. তন্মধ্যে সংজ্ঞাস্কন্ধ কিরূপ? এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকার সংজ্ঞাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। চার প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে। পাঁচ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সুখেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, সৌমনস্যেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দৌর্মনস্যেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, উপেক্ষেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, এভাবে পাঁচ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে। ছয় প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা। এভাবে ছয় প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে। সাত প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা। এভাবে সাত প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

আট প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা আছে সুখসহগত, আছে দুঃখসহগত, মনোধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা—এভাবে আট প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

নয় প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা আছে কুশল, আছে অকুশল, আছে অব্যাকৃত—এভাবে নয় প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৬৩. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে,

অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)... এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৬৪. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—বিপাক আছে, বিপাকধর্মীধর্ম আছে, বিপাকও নহে বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে। উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে। সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে। সবিতর্ক-সবিচার আছে, অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে, অবিতর্ক-অবিচার আছে। প্রীতিসহগত আছে, সুখসহগত আছে, উপেক্ষাসহগত আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুকও নহে এবং ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে। আচয়গামী (পুনর্জন্মের সঞ্চয়শীল) আছে, অপচয়গামী (পুনর্জন্মের ধ্বংসকারী) আছে, আচয়গামীও নহে অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে। শৈক্ষ্য আছে, অশৈক্ষ্য আছে, শৈক্ষ্যও নয় অশৈক্ষ্যও নয় তাদৃশ আছে। পরিত্ত আছে, মহদ্গত আছে, অপ্রমাণ আছে। পরিত্তালম্বন আছে, মহদ্গত আলম্বন আছে, অপ্রমাণ আলম্বন আছে। হীন আছে, মধ্যম আছে, উত্তম আছে। মিথ্যা বিষয়ে নিয়ত (স্থির) আছে, যথার্থ বিষয়ে নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে। মার্গ-আলম্বন আছে, মার্গহেতুক আছে, মার্গাধিপতি আছে। উৎপন্ন আছে, অনুৎপন্ন আছে, উৎপত্তিশীল আছে। অতীত আছে, অনাগত আছে, বর্তমান আছে। অতীত আলম্বন আছে, অনাগত আলম্বন আছে, বর্তমান আলম্বন আছে। আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ) আছে, বাহ্যিক আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আছে। আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৬৫. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। হেতু নয়, সহেতুক (হেতুযুক্ত) আছে; হেতু নয়, অহেতুক আছে। লৌকিয় আছে, লোকোত্তর আছে। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য) আছে, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে তাদৃশ আছে। সাসব আছে, অনাসব

আছে। আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে। সংযোজনীয় (সংযোজনের বিষয় বা যোগ্য) আছে, অসংযোজনীয় আছে। সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত আছে। সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় আছে। গ্রন্থিনীয় (বন্ধনীয়) আছে, অগ্রন্থিনীয় আছে। গ্রন্থি (বন্ধন)-সম্প্রযুক্ত আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত আছে। গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয় আছে। ওঘনীয় (সংসার স্রোতের আলম্বন বা বিষয়) আছে, অনোঘনীয় আছে। ওঘ-সম্প্রযুক্ত আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত আছে। ওঘ-বিপ্রযুক্ত ওঘনীয় আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত অনোঘনীয় আছে। যোগনীয় (সংয়োগের বিষয়) আছে, অযোগনীয় আছে। যোগ-সম্প্রযুক্ত আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত আছে। যোগ-বিপ্রযুক্ত যোগনীয় আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত অযোগনীয় আছে। নীবরণীয় আছে, অনীবরণীয় আছে। নীবরণ-সম্প্রযুক্ত আছে, নীবরণ-বিপ্রযুক্ত আছে। নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয় আছে, নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয় আছে। পরামৃষ্ট (বিকৃত বা দূষণের বিষয়) আছে, অপরামৃষ্ট আছে। পরামাস (বিকৃতমত) সংযুক্ত আছে, পরামাস-বিপ্রযুক্ত আছে। পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট আছে, পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট আছে। উপাদিন্ন (গৃহীত) আছে, অনুপাদিন্ন আছে। উপাদানীয় (আসক্তির বিষয়) আছে, অনুপাদানীয় আছে। উপাদান (আসক্তি)-সম্প্রযুক্ত আছে, উপাদান (আসক্তি)-বিপ্রযুক্ত আছে। উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয় আছে, উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয় আছে। সংক্লেশিক (ক্লেশের বিষয়) আছে, অসংক্লেশিক আছে। সংক্লিষ্ট (কলুষিত) আছে, অসংক্লিষ্ট (অকলুষিত) আছে। ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত আছে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত আছে। ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক আছে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজ্য আছে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্য আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, দর্শনের দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক আছে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, ভাবনার দ্বারা অপরিত্যাজ্যহেতুক আছে। সবিতর্ক আছে, অবিতর্ক আছে। সবিচার আছে, অবিচার আছে। সপ্রীতিক (প্রীতিপূর্ণ) আছে, অপ্রীতিক আছে। প্রীতিসহগত আছে, প্রীতিসহগত নহে তাদৃশ আছে। সুখসহগত আছে, সুখসহগত নহে তাদৃশ আছে। উপেক্ষাসহগত আছে, উপেক্ষাসহগত নহে তাদৃশ্য আছে। কামাবচর আছে, কামাবচর নহে তাদৃশ আছে। রূপাবচর আছে, রূপাবচর নহে তাদৃশ আছে।

অরূপাবচর আছে, অরূপাবচর নহে তাদৃশ আছে। সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লৌকিক) আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে। নিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীতকারী) আছে, অনিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীত করে না এমন) আছে। নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে। সউত্তর আছে, অনুত্তর আছে। রণযুক্ত (অশান্ত) আছে, রণহীন (শান্ত) আছে।

তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৬৬. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—রণযুক্ত আছে, অরণযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে। বিপাক আছে... (৬৪ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে। (ধর্মসঙ্গণীর) কুশল তিকে যেভাবে ব্যাখ্যাত, সেভাবে সমস্ত তিক বিস্তারিতব্য।

[দুকমূলক এখানে সমাপ্ত]

৬৭. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৬৮. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে... (৬৫ নং প্যারা দেখুন)..রণযুক্ত আছে, রণহীন আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৬২ নং প্যারা দেখন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৬৯. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে। বিপাক আছে... (৬৪ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭০. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে... (৬৫ নং প্যারা দেখুন)... রণযুক্ত আছে, রণহীন আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ... (কিছু মূলে এই পে. সংযুক্ত হয়নি)... আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৬২ নং প্যারা দেুখন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[তিক মূলক এখানে সমাপ্ত]

৭১. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭২. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে।... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭৩. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—হেতু নয়, সহেতুক আছে; হেতু নয়, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—বিপাক আছে, বিপাকধর্মীধর্ম আছে, বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে... ৬২ নং প্যারা দেখুন...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭৪. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—লৌকিয় আছে, লোকোত্তর আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—উপাদিন্ন (গৃহীত)-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে... ৬২ নং প্যারা দেখুন...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭৫. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় আছে, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নাই। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সংক্লিষ্ট (অপবিত্র বা কলুষিত)-সংক্লেশিক (অনিষ্টকর) আছে, অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭৬. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সাসব আছে, অনাসব আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সবিতর্ক-সবিচার আছে, অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে, অবিতর্ক-অবিচার আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭৭. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—প্রীতিসহগত আছে, সুখসহগত আছে, উপেক্ষাসহগত আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭৮. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৭৯. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সংযোজনীয় আছে, অসংযোজনীয় আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮০. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—আচয়গামী আছে, অপচয়গামী আছে, আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)... এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮১. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—শৈক্ষ্য আছে, অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮২. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে

সংজ্ঞাস্কন্ধ—গ্রন্থিনীয় আছে, অগ্রন্থিনীয় আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ– পরিত্ত আছে, মহদ্গত আছে, অপ্রমাণ আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮৩. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—পরিত্তালম্বন আছে, মহদ্গত আলম্বন আছে, অপ্রমাণ আলম্বন আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮৪. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয় আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—হীন আছে, মধ্যম আছে, উত্তম আছে,... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮৫. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—ওঘনীয় আছে, অনোঘনীয় আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—মিথ্যায় নিয়ত আছে, সম্যক বিষয়ে নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮৬. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—ওঘ-সম্প্রযুক্ত আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ– মার্গ আলম্বন আছে, মার্গহেতুক আছে, মার্গাধিপতি আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)... । এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮৭. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—ওঘ-বিপ্রযুক্ত ওঘনীয় আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত অনোঘনীয় আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—উৎপন্ন আছে, অনুৎপন্ন আছে, উৎপত্তিশীল (উৎপন্ন হচ্ছে এমন) আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮৮. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—যোগনীয় আছে, অযোগনীয় আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—অতীত আছে, অনাগত আছে, বর্তমান আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৮৯. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—যোগ-সম্প্রযুক্ত আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে

সংজ্ঞাস্কন্ধ—অতীত আলম্বন আছে, অনাগত আলম্বন আছে, বর্তমান আলম্বন আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৯০. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—যোগ-বিপ্রযুক্ত যোগনীয় আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত অযোগনীয় আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ–আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ) আছে, বাহ্যিক আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৯১. এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—নীবরণীয় আছে, অনীবরণীয় আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[উভয় বদ্ধক এখানে সমাপ্ত]

সাত প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে (অর্থাৎ লোকোত্তর); এভাবে সাত প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে সাত প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সুখ-বেদনা (অনুভূতি)-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট বা অসংযুক্ত আছে (অর্থাৎ লোকোত্তর)।... (৬৪ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে। এভাবে সাত প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

চব্বিশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয় (কারণের দ্বারা উৎপন্ন) সংজ্ঞাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; শ্রোত্র বা কর্ণ সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; ঘ্রাণ বা নাসিকা সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; কায়-সংস্পর্শে প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-

সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা। এভাবে চব্বিশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে চব্বিশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (৬৪ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা। শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে,... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা... মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা। এভাবে চব্বিশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

ত্রিশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা... মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা। এভাবে ত্রিশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

বহু প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা... মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা। এভাবে বহু প্রকারে প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে বহু প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (৬৪ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহির আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের

প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংজ্ঞাস্কন্ধ সুখ-বেদনা সম্প্রযুক্ত আছে... (৬৪ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহির আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহির আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা, মনোসংস্পর্শজ-সংজ্ঞা। এভাবে বহু প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়ে থাকে। ইহাকে সংজ্ঞাস্কন্ধ বলা হয়।

৪. সংস্কারস্কন্ধ

৯২. তন্মধ্যে সংস্কারস্কন্ধ কিরূপ? এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু আছে, হেতু নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। চারি প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে।

পাঁচ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সুখেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, সৌমনস্যেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দৌর্মনস্যেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, উপেক্ষেন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে। এভাবে পাঁচ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

ছয় প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা। এভাবে ছয় প্রকার সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

সাত প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা, এভাবে সাত প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

আট প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা সুখসহগত আছে, দুঃখসহগত আছে, মনোধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা, এভাবে আট প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

নয় প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা... পূর্ববৎ... মনোধাতু-

সংস্পর্শজ চেতনা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, এভাবে নয় প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা... পূর্ববৎ... কায়-সংস্পর্শজ চেতনা সুখসহগত আছে, দুঃখসহগত আছে, মনোধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৯৩. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু আছে, হেতু নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে; দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে। বিপাক আছে; বিপাকধর্মীধর্ম আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে। উপাদিন্ন-উপাদানীয় (গৃহীত ও আসক্তির বিষয়) আছে; অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে। সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে; অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে; অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে। সবিতর্ক-সবিচার আছে; অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে; অবিতর্ক-অবিচার আছে। প্রীতিসহগত আছে; সুখসহগত আছে; উপেক্ষাসহগত আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে। আচয়গামী আছে; অপচয়গামী আছে; আচয়গামী ও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে। শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে। পরিত্ত (সীমিত) আছে; মহদ্গত আছে; অপ্রমাণ আছে। পরিত্তালম্বন আছে; মহদগ্তালম্বন আছে; অপ্রমাণালম্বন আছে। হীন আছে; মধ্যম আছে; উত্তম আছে। মিথ্যা বিষয়ে নিয়ত আছে; সম্যক বিষয়ে নিয়ত আছে; অনিয়ত আছে। মার্গ-আলম্বন আছে; মার্গ হেতুক আছে; মার্গাধিপতি আছে। উৎপন্ন আছে; অনুৎপন্ন আছে; উৎপত্তিশীল আছে। অতীত আছে, অনাগত আছে, বর্তমান আছে। আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আছে। আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৯৪. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে

সংস্কারস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। হেতু অথচ সহেতুক আছে, সহেতুক অথচ হেতু নহে তাদৃশ আছে। হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহে তাদৃশ আছে। হেতু নয়, সহেতুক আছে; হেতু নয়, অহেতুক আছে। লৌকিয় আছে, লোকোত্তর আছে। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় আছে, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে তাদৃশ আছে। আসব আছে, আসব নহে তাদৃশ আছে। সাসব আছে, অনাসব আছে। আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। আসব অথচ সাসব আছে, সাসব অথচ আসব নহে তাদৃশ আছে। আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে তাদৃশ আছে। আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে। সংযোজন আছে, সংযোজন নহে তাদৃশ আছে। সংযোজনীয় আছে, অসংযোজনীয় আছে। সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত আছে। সংযোজন অথচ সংযোজনীয় আছে, সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে তাদৃশ আছে। সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে তাদৃশ আছে। সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় আছে। গ্রন্থি (বন্ধন) আছে, গ্রন্থি নহে তাদৃশ আছে। গ্রন্থিনীয় আছে, অগ্রন্থিনীয় আছে। গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত আছে। গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয় আছে, গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে তাদৃশ আছে। গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত আছে, গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে তাদৃশ আছে। গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয় আছে। ওঘ আছে, ওঘ নহে তাদৃশ আছে। ওঘনীয় আছে, অনোঘনীয় আছে। ওঘ-সম্প্রযুক্ত আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত আছে। ওঘ অথচ ওঘনীয় আছে, ওঘনীয় অথচ ওঘ নহে তাদৃশ আছে। ওঘ অথচ ওঘ-সম্প্রযুক্ত আছে, ওঘ-সম্প্রযুক্ত অথচ ওঘ নহে তাদৃশ আছে। ওঘ-বিপ্রযুক্ত ওঘনীয় আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত অনোঘনীয় আছে। যোগ আছে, যোগ নহে তাদৃশ আছে। যোগনীয় আছে, অযোগনীয় আছে। যোগ-সম্প্রযুক্ত আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত আছে। যোগ অথচ যোগনীয় আছে, যোগনীয় অথচ যোগ নহে তাদৃশ আছে। যোগ অথচ যোগ-সম্প্রযুক্ত আছে, যোগ-সম্প্রযুক্ত অথচ যোগ নহে তাদৃশ আছে। যোগ-বিপ্রযুক্ত যোগনীয় আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত অযোগনীয় আছে। নীবরণ (আবরণ) আছে, নীবরণ নহে তাদৃশ আছে। নীবরনীয় আছে, অনীবরণীয় আছে। নীবরণ-সম্প্রযুক্ত আছে, নীবরণ-বিপ্রযুক্ত আছে। নীবরণ অথচ নীবরণীয় আছে, নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে

তাদৃশ আছে। নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত আছে, নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে তাদৃশ আছে। নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয় আছে, নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয় আছে।

পরামাস (বিকৃতমত বা মিথ্যাদৃষ্টি) আছে, পরামাস নহে তাদৃশ আছে। পরামৃষ্ট আছে, অপরামৃষ্ট আছে। পরামাস-সম্প্রযুক্ত আছে, পরামাস-বিপ্রযুক্ত আছে। পরামাস অথচ পরামৃষ্ট আছে, পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে তাদৃশ আছে। পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট আছে, পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট আছে। উপাদিন্ন আছে, অনুপাদিন্ন আছে। উপাদান আছে, উপাদান নহে তাদৃশ আছে। উপাদানীয় আছে, অনুপাদানীয় আছে। উপাদান-সম্প্রযুক্ত আছে, উপাদান-বিপ্রযুক্ত আছে। উপাদান অথচ উপাদানীয় আছে, উপাদানীয় অথচ উপাদান নহে তাদৃশ আছে। উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত আছে, উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথচ উপাদান নহে তাদৃশ আছে। উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয় আছে, উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয় আছে।

ক্লেশ আছে, ক্লেশ নহে তাদৃশ আছে। সংক্লেশিক আছে, অসংক্লেশিক আছে। সংক্লিষ্ট আছে, অসংক্লিষ্ট আছে। ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত আছে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত আছে। ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক আছে, সংক্লেশিক অথচ ক্লেশ নহে তাদৃশ আছে। ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট আছে, সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশ নহে তাদৃশ আছে। ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত আছে, ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশ নহে তাদৃশ আছে। ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক আছে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে।

সবিতর্ক আছে, অবিতর্ক আছে। সবিচার আছে, অবিচার আছে। সপ্রীতিক আছে, অপ্রীতিক আছে। প্রীতিসহগত আছে, প্রীতিসহগত নহে তাদৃশ আছে। সুখসহগত আছে, সুখসহগত নহে তাদৃশ আছে। উপেক্ষাসহগত আছে, উপেক্ষাসহগত নহে তাদৃশ আছে। কামাবচর আছে, কামাবচর নহে তাদৃশ আছে। রূপাবচর আছে, রূপাবচর নহে তাদৃশ আছে। অরূপাবচর আছে, অরূপাবচর নহে তাদৃশ আছে। পরিয়াপন্ন (সংশ্লিষ্ট) আছে, অপরিয়াপন্ন (অসংশ্লিষ্ট) আছে। নিয়্যানিক আছে, অনিয়্যানিক আছে। নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে। সউত্তর আছে, অনুত্তর আছে। সরণ আছে,

অরণ আছে।

তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৯৫. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সরণ আছে, অরণ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সুখ-বেদনা (অনুভূতি)-সম্প্রযুক্ত আছে... (৯৩ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[দুক মূলক এখানে সমাপ্ত]

৯৬. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু আছে, হেতু নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৯৭. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সরণ আছে, অরণ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৯৮. প্রক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু আছে, হেতু নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

৯৯. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সরণ আছে, অরণ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[তিকমূলক এখানে সমাপ্ত]

১০০. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু আছে, হেতু নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৯২ নং প্যারা

দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০১. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০২. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—বিপাক আছে, বিপাকধর্মীধর্ম আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০৩. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু অথচ সহেতুক আছে, সহেতুক অথচ হেতু নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০৪. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০৫. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু নহে, সহেতুক আছে; হেতু নহে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সবিতর্ক-সবিচার আছে, অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে, অবিতর্ক-অবিচার আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০৬. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—লৌকিয় আছে, লোকোত্তর আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—প্রীতিসহগত আছে, সুখসহগত আছে, উপেক্ষাসহগত আছে... (৯২ নং ব্যাখ্যা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০৭. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় আছে, কোনো প্রকারে

(অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে... (৯২ নং ব্যাখ্য দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০৮. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আসব আছে, আসব নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে... (৯২ নং ব্যাখ্য দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১০৯. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সাসব আছে, অনাসব আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আচয়গামী (জন্ম-মৃত্যুতে আবর্তনশীল) আছে; অপচয়গামী (নির্বাণ পথে প্রবর্তনশীল) আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১০. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—শৈক্ষ্য আছে, অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১১. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আসব অথচ সাসব আছে, সাসব অথচ আসব নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—পরিত্ত (সসীম বা সীমিত) আছে, মহদ্গত আছে, অপ্রমাণ আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১২. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—পরিত্তালম্বন আছে, মহদ্গত আলম্বন আছে, অপ্রমান আলম্বন আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১৩. একপ্রকার সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আসব-বিপ্রযুক্ত আসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হীন আছে, মধ্যম আছে, উত্তম আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১৪. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সংযোজন আছে, সংযোজন নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত আছে, সম্যক দৃষ্টিতে নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১৫. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সংযোজনীয় আছে, অসংযোজনীয় আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—মার্গ-আলম্বন আছে, মার্গ-হেতুক আছে, মার্গাধিপতি আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১৬. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—উৎপন্ন আছে, অনুৎপন্ন আছে, উৎপত্তিশীল আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১৭. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সংযোজন অথচ সংযোজনীয় আছে, সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—অতীত আছে, অনাগত আছে, বর্তমান আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১৮. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্পযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—অতীত-আলম্বন আছে, অনাগত-আলম্বন আছে, বর্তমান-আলম্বন আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১১৯. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে, আধ্যাত্মিক বাহ্যিক আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ

প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১২০. এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—গ্রন্থি আছে, গ্রন্থি নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক-আলম্বন আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[উভয় বদ্ধক এখানে সমাপ্ত]

সাত প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অপরিয়াপন্ন (অসংশ্লিষ্ট) আছে। এভাবে সাত প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে সাত প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে; কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে; অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে... (৯৩ নং প্যারা দেখুন) আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে; কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে; অসংশ্লিষ্ট আছে। এভাবে সাত প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

চব্বিশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; মনোসংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা। এভাবে চব্বিশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে চব্বিশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (৯৩ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক-আলম্বন আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেচতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা,

মনোসংস্পর্শজ চেতনা; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের... জিহ্বা-সংস্পর্শের... কায়-সংস্পর্শের... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (৯৩ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা। এভাবে চব্বিশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[... প্রথম উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে]

ত্রিশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (যা জীবন পর্যায়ব্যাপী নহে অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কামাবচর আছে, রপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা। এভাবে ত্রিশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

বহু প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে; চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা। এভাবে বহু প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে বহু প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (৯৩ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের

প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে সংস্কারস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (৯৩ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে, চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা, কায়-সংস্পর্শজ চেতনা, মনোসংস্পর্শজ চেতনা। এভাবে বহু প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ হয়ে থাকে। ইহাকে সংস্কারস্কন্ধ বলা হয়।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে চক্ষু-সংস্পর্শের মতো জানতে হবে।]

৫. বিজ্ঞানস্কন্ধ

১২১. তন্মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধ কিরূপ? এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। চার প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে। পাঁচ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সুখ-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে। এভাবে পাঁচ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

ছয় প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। এভাবে ছয় প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

সাত প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু। এভাবে সাত প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

আট প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-বিজ্ঞান; শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান আছে সুখসহগত, আছে দুঃখসহগত; মনোধাতু; মনোবিজ্ঞান-ধাতু। এভাবে আট প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

নয় প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-বিজ্ঞান; শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান; মনোধাতু; মনোবিজ্ঞান-ধাতু কুশল আছে, অকুশল আছে; অব্যাকৃত আছে। এভাবে নয় প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে

থাকে।

দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-বিজ্ঞান; শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান আছে সুখসহগত, আছে দুঃখসহগত; মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১২২. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে। বিপাক আছে; বিপাকধর্মীধর্ম আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে। উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে। সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে; অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে; অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে। সবিতর্ক-সবিচার আছে; অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে; অবিতর্ক-অবিচার আছে। প্রীতিসহগত আছে; সুখসহগত আছে; উপেক্ষাসহগত আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে। আচয়গামী (পুনর্জন্মের সঞ্চয়কারী) আছে; অপচয়গামী (পুনর্জন্মের রোধকারী) আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে। শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে। পরিত্ত (সীমিত) আছে; মহদ্গত আছে; অপ্রমাণ আছে। পরিত্ত-আলম্বন আছে; মহদ্গত-আলম্বন আছে; অপ্রমাণ-আলম্বন আছে। হীন আছে; মধ্যম আছে; উত্তম আছে। মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত আছে; সম্যক দৃষ্টিতে নিয়ত আছে; অনিয়ত আছে। মার্গ-আলম্বন আছে; মার্গ-হেতুক আছে; মার্গাধিপতি আছে। উৎপন্ন আছে; অনুৎপন্ন আছে; উৎপত্তিশীল আছে। অতীত আছে; অনাগত আছে; বর্তমান আছে। অতীত আলম্বন আছে; অনাগত-আলম্বন আছে; বর্তমান-আলম্বন আছে। আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ) আছে; বাহ্যিক আছে; আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আছে। আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে; বাহ্যিক-আলম্বন আছে; আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১২৩. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে

বিজ্ঞানস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে; হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। হেতু নহে, সহেতুক আছে; হেতু নহে, অহেতুক আছে। লৌকিক আছে; লোকোত্তর আছে। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় আছে; কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে তাদৃশ আছে। সাসব আছে; অনাসব আছে। আসব-সম্প্রযুক্ত আছে; আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব আছে; আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে। সংযোজনীয় আছে; অসংযোজনীয় আছে। সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে; সংযোজন-বিপ্রযুক্ত আছে। সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় আছে; সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় আছে।

গ্রন্থিনীয় আছে; অগ্রন্থিনীয় আছে। গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত আছে; গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত আছে। গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় আছে; গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয় আছে। ওঘনীয় আছে; অনোঘনীয় আছে। ওঘ-সম্প্রযুক্ত আছে; ওঘ-বিপ্রযুক্ত আছে। ওঘ-বিপ্রযুক্ত ওঘনীয় আছে; ওঘ-বিপ্রযুক্ত অনোঘনীয় আছে। যোগনীয় আছে; অযোগনীয় আছে। যোগ-সম্প্রযুক্ত আছে; যোগ-বিপ্রযুক্ত আছে। যোগ-বিপ্রযুক্ত যোগনীয় আছে; যোগ-বিপ্রযুক্ত অযোগনীয় আছে। নীবরণীয় আছে; অনীবরণীয় আছে। নীবরণ-সম্প্রযুক্ত আছে; নীবরণ-বিপ্রযুক্ত আছে। নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয় আছে; নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয় আছে।

পরামৃষ্ট আছে; অপরামৃষ্ট আছে। পরামাস-সম্প্রযুক্ত আছে; পরামাস-বিপ্রযুক্ত আছে। পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট আছে; পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট আছে। উপাদিন্ন আছে; অনুপাদিন্ন আছে। উপাদানীয় আছে; অনুপাদানীয় আছে। উপাদান-সম্প্রযুক্ত আছে; উপাদান-বিপ্রযুক্ত আছে। উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয় আছে; উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয় আছে। সংক্লেশিক আছে; অসংক্লেশিক আছে। সংক্লিষ্ট আছে; অসংক্লিষ্ট আছে। ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত আছে; ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত আছে। ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক আছে; ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে।

সবিতর্ক আছে; অবিতর্ক আছে। সবিচার আছে; অবিচার আছে। সপ্রীতিক আছে; অপ্রীতিক আছে। প্রীতিসহগত আছে; প্রীতিসহগত নহে তাদৃশ আছে। সুখসহগত আছে; সুখসহগত নহে তাদৃশ আছে। উপেক্ষাসহগত আছে; উপেক্ষাসহগত নহে তাদৃশ আছে। কামাবচর আছে;

কামাবচর নহে তাদৃশ আছে। রূপাবচর আছে; রূপাবচর নহে তাদৃশ আছে। অরূপাবচর আছে; অরূপাবচর নহে তাদৃশ আছে। সংশ্লিষ্ট আছে; অসংশ্লিষ্ট আছে। নিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীতকারী) আছে; অনিয়্যানিক আছে। নিয়ত আছে; অনিয়ত আছে। সউত্তর আছে; অনুত্তর আছে। সরণ আছে; অরণ আছে।

তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১২৪. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সরণ আছে; অরণ আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে। বিপাক আছে... (১২২ নং প্যারা দেখুন)... আধ্যাত্মিক-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[দুক মূলক এখানে সমাপ্ত]

১২৫. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—কুশল আছে; অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১২৬. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে... (১২৩ নং প্যারা দেখুন)... সরণ আছে, অরণ আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১২৭. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে। বিপাক আছে... (১২২ নং প্যারা দেখুন)... অভ্যন্তরীণ-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১২৮. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে

বিজ্ঞানস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে... (১২৩ নং প্যারা দেখুন)... সরণ আছে, অরণ আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—অভ্যন্তরীণ-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[তিক মূলক এখানে সমাপ্ত]

১২৯. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩০. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—হেতু-সম্প্রযুক্ত আছে, হেতু-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩১. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—হেতু নহে, সহেতুক আছে; হেতু নহে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—বিপাক আছে; বিপাকধর্মীধর্ম আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩২. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—লৌকিক আছে, লোকোত্তর আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩৩. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় আছে, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক আছে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩৪. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সাসব আছে, অনাসব আছে। তিন প্রকারে

বিজ্ঞানস্কন্ধ—সবিতর্ক-সবিচার আছে, অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে, অবিতর্ক-অবিচার আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩৫. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—আসব-সম্প্রযুক্ত আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—প্রীতিসহগত আছে, সুখসহগত আছে, উপেক্ষাসহগত আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩৬. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব আছে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে তাদৃশ আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩৭. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সংযোজনীয় আছে, অসংযোজনীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক আছে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে তাদৃশ আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩৮. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সংযোজন-সম্প্রযুক্ত আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—আচয়গামী আছে; অপচয়গামী আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৩৯. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় আছে, সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪০. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—গ্রন্থিনীয় আছে, অগ্রন্থিনীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—পরিত্ত আছে, মহদ্গত আছে, অপ্রমাণ আছে... (১২১ নং

প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪১. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—পরিত্ত-আলম্বন আছে, মহদ্গত-আলম্বন আছে, অপ্রমাণ-আলম্বন আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪২. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় আছে, গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—হীন আছে, মধ্যম আছে, উত্তম আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪৩. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—ওঘনীয় আছে, অনোঘনীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত আছে, সম্যক দৃষ্টিতে নিয়ত আছে, অনিয়ত আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪৪. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—ওঘ-সম্প্রযুক্ত আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—মার্গ-আলম্বন আছে, মার্গ-হেতুক আছে, মার্গ-অধিপতি আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪৫. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—ওঘ-বিপ্রযুক্ত ওঘনীয় আছে, ওঘ-বিপ্রযুক্ত অনোঘনীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—উৎপন্ন আছে, অনুৎপন্ন আছে, উৎপাদী (উৎপন্ন হবে এমন) আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪৬. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—যোগনীয় আছে, অযোগনীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—অতীত আছে, অনাগত আছে, বর্তমান আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪৭. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—যোগ-সম্প্রযুক্ত আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—অতীত-আলম্বন আছে, অনাগত-আলম্বন আছে, বর্তমান

আলম্বন আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪৮. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—যোগ-বিপ্রযুক্ত যোগনীয় আছে, যোগ-বিপ্রযুক্ত অযোগনীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—অভ্যন্তরীণ আছে, বাহ্যিক আছে, অভ্যন্তরীন-বাহ্যিক আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

১৪৯. এক প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—নীবরণীয় আছে, আনীবরণীয় আছে। তিন প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—অভ্যন্তরীণ-আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন আছে... (১২১ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে দশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

[উভয় বদ্ধক এখানে সমাপ্ত]

সাত প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে। এভাবে সাত প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে সাত প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে... (১২২ নং প্যারা দেখুন)... অভ্যন্তরীণ-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে। এভাবে সাত প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

চব্বিশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে; চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, এভাবে চব্বিশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে চব্বিশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (১২২ নং প্যারা দেখুন)...

অভ্যন্তরীণ আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন আছে; চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনোসংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ... অভ্যন্তরীণ-আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন আছে; চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। এভাবে চব্বিশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

ত্রিশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনোসংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। এভাবে ত্রিশ প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

বহু প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রান-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতায়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। এভাবে বহু প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে বহু প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ—চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (১২২ নং প্যারা দেখুন)... অভ্যন্তরীণ আলম্বন আছে, বাহ্যিক আলম্বন আছে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন আছে। কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে। অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে; শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... কায়-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে... মনোসংস্পর্শের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধ সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (১২২ নং প্যারা দেখুন)... অভ্যন্তরীণ-আলম্বন আছে, বাহ্যিক-আলম্বন আছে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক

আলম্বন আছে, কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অসংশ্লিষ্ট আছে; চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। এভাবে বহু প্রকারে বিজ্ঞানস্কন্ধ হয়ে থাকে। ইহাকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলা হয়।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন বা বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (পর্ব)

১৫০. পঞ্চস্কন্ধ—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ।

১৫১. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কয়টি কুশল, কয়টি অকুশল, কয়টি অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কয়টি সরণ (অশান্ত), কয়টি অরণ (শান্ত)?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

১৫২. রূপস্কন্ধ অব্যাকৃত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো (মাঝে-মাঝে) কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। 'সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত বা দুঃখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত'—এভাবে দুইটি স্কন্ধকে বলা উচিত নয়। তিনটি স্কন্ধ কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। রূপস্কন্ধ বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মী ধর্ম, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো উপাদিন্ন (তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মানবশে গৃহীত)-উপাদানীয় (উপাদানের বা আসক্তির আলম্বন), কখনো কখনো অনুপাদিন্ন (অগৃহীত)-উপাদানীয়। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় (আসক্তির আলম্বন নহে)।

রূপস্কন্ধ অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। রূপস্কন্ধ অবিতর্ক-অবিচার। তিনটি স্কন্ধ কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো

কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো (সংস্কারস্কন্ধ সম্পর্কে) এভাবে বলা অকর্তব্য (বলা উচিত নয়) যে, তা (অর্থাৎ সংস্কারস্কন্ধ) সবিতর্ক-সবিচার বা অবিতর্ক-বিচারমাত্র, বা অবিতর্ক-অবিচার। 'রূপস্কন্ধ প্রীতিসহগত বা সুখসহগত বা উপেক্ষাসহগত'—এভাবে বলা উচিত নয়। বেদনাস্কন্ধ কখনো কখনো প্রীতিসহগত হয়ে থাকে কিন্তু সুখসহগত বা উপেক্ষাসহগত হয় না। কখনো কখনো (বেদনাস্কন্ধকে) প্রীতিসহগত বলা উচিত নয়। তিনটি স্কন্ধ কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। কখনো কখনো 'প্রীতিসহগত বা সুখসহগত বা উপেক্ষাসহগত' বলে বলা উচিত নয়।

রূপস্কন্ধ দর্শনের দ্বারা বা ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। রূপস্কন্ধ দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। রূপস্কন্ধ আচয়গামীও (পুনর্জন্ম সঞ্চয়কারীও) নহে, অপচয়গামীও (পুনর্জন্ম ধ্বংসকারীও) নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো আচয়গামী, কখনো কখনো অপচয়গামী, কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে। রূপস্কন্ধ শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো কখনো অশৈক্ষ্য, কখনো কখনো শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। রূপস্কন্ধ পরিত্ত (সীমিত)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো পরিত্ত, কখনো কখনো মহদ্গত, কখনো কখনো অপ্রমাণ। রূপস্কন্ধ অনালম্বন (অর্থাৎ নিজে আলম্বন গ্রহণ করে না)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো পরিত্তালম্বন, কখনো কখনো মহদ্গত-আলম্বন, কখনো কখনো অপ্রমাণ-আলম্বন। কখনো কখনো 'পরিত্তালম্বন বা মহদ্গত-আলম্বন বা অপ্রমাণ-আলম্বন' বলে বলা উচিত নয়। রূপস্কন্ধ মধ্যম। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো হীন, কখনো কখনো মধ্যম, কখনো কখনো উত্তম। রূপস্কন্ধ অনিয়ত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত, কখনো কখনো সম্যক দৃষ্টিতে নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত।

রূপস্কন্ধ অনালম্বন (রূপস্কন্ধের কোনো আলম্বন নেই)। চারটি স্কন্ধ

কখনো কখনো মার্গালম্বন, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : যে উহারা (অর্থাৎ চারটি স্কন্ধ) মার্গালম্বন বা মার্গহেতুক বা মার্গাধিপতি। (পঞ্চস্কন্ধ) কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপাদী (উৎপত্তিশীল)। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। রূপস্কন্ধ অনালম্বন। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো অতীতালম্বন, কখনো কখনো অনাগতালম্বন, কখনো কখনো বর্তমান-আলম্বন। কখনো কখনো বলা অনুচিত যে, (চারটি স্কন্ধ) অতীতালম্বন বা অনাগত-আলম্বন বা বর্তমান-আলম্বন। (পঞ্চস্কন্ধ) কখনো কখনো আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ), কখনো কখনো বাহ্যিক, কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক। রূপস্কন্ধ অনালম্বন। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-আলম্বন, কখনো কখনো বাহ্যিক-আলম্বন, কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক-আলম্বন। (আবার) কখনো কখনো 'অভ্যন্তরীণ-আলম্বন বা বাহ্যিক-আলম্বন বা অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক আলম্বন' বলে বলা উচিত নয়। চারটি স্কন্ধ অনিদর্শন (অদৃশ্যমান)-অপ্রতিঘ (সংঘর্ষণাকারে অনুৎপাদিত)। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো সনিদর্শন-সপ্রতিঘ, কখনো কখনো অনিদর্শন-সপ্রতিঘ, কখনো কখনো অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

১৫৩. চারটি স্কন্ধ হেতু নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো হেতু, কখনো কখনো হেতু নহে। রূপস্কন্ধ অহেতুক। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সহেতুক, কখনো কখনো অহেতুক। রূপস্কন্ধ হেতু-বিপ্রযুক্ত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-বিপ্রযুক্ত। রূপস্কন্ধকে এভাবে বলা অনুচিত : (যেমন) "হেতু অথচ সহেতুক" অথবা "সহেতুক কিন্তু হেতু নহেও"। তিনটি স্কন্ধকে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "হেতু অথচ সহেতুকও" কখনো কখনো সহেতুক অথচ হেতু নহেও। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "সহেতুক অথচ হেতু নহেও"। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো হেতু অথচ সহেতুকও, কখনো কখনো সহেতুক অথচ হেতু নহেও। (আবার) কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু অথচ সহেতুকও" অথবা "সহেতুক অথচ হেতু নহেও"। রূপস্কন্ধকে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্তও" অথবা "হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহেও"। তিনটি স্কন্ধকে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্তও, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহেও।

(আবার) কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহার) হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহেও। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্তও, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহেও। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্তও" অথবা "হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহেও"। রূপস্কন্ধ হেতু নহে, অহেতুক। তিনটি স্কন্ধ কখনো কখনো হেতু নহে, সহেতুক, কখনো কখনো হেতু নহে, অহেতুক। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো হেতু নহে, সহেতুক, কখনো কখনো হেতু নহে, অহেতুক। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা অর্থাৎ সংস্কারস্কন্ধ) "হেতু নহে, অহেতুক"। (পঞ্চস্কন্ধ) সপ্রত্যয় বা কারণযুক্ত, সংস্কৃত।

চারটি স্কন্ধ অনিদর্শন (অদৃশ্যমান)। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো সনিদর্শন (দৃশ্যমান), কখনো কখনো অনিদর্শন। চারটি স্কন্ধ অপ্রতিঘ। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো সপ্রতিঘ (সংঘর্ষণাকারে উৎপন্ন), কখনো কখনো অপ্রতিঘ। রূপস্কন্ধ রূপ। চারটি স্কন্ধ অরূপ। রূপস্কন্ধ লৌকিয়। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো লৌকিয়, কখনো কখনো লোকোত্তর। (পঞ্চস্কন্ধ) কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয়, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে।

চারটি স্কন্ধ আসব[1] নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো আসব, কখনো কখনো আসব নহে। রূপস্কন্ধ সাসব (আসবের বিষয় বা আলম্বন)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সাসব, কখনো কখনো অনাসব। রূপস্কন্ধ আসব-বিপ্রযুক্ত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত।

রূপস্কন্ধকে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "আসব অথচ সাসব" অথবা "সাসব অথচ আসব নহে"। তিনটি স্কন্ধকে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা)

---

[1] **আসব** চার প্রকার; যথা : কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা-আসব। তন্মধ্যে 'কামাসব' ও 'ভবাসব' উভয়ই লোভ-চৈতসিক। 'দৃষ্টাসব' দৃষ্টি-চৈতসিক এবং "অবিদ্যাসব" মোহ-চৈতসিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে লোভ ও মোহ-চৈতসিক তিনটিকে আসব বলা হয় কেন? 'আ' উপসর্গের অর্থ অবধি, পর্যন্ত। যে চৈতসিক ভবাগ্র পর্যন্ত প্রবাহিত হয় তা আসব। অনাগামীর কামাসব ধ্বংস হলেও ভবাসব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। এজন্য অনাগামীরা অর্হত না হওয়া পর্যন্ত "শুদ্ধাবাসে" থাকেন। আসবের আর এক অর্থ সুরাদি মাদক-দ্রব্য। যে চৈতসিক মত্ততাসাধক, আসব সদৃশ। কামাসবের আলম্বন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য। ভবাসবের আলম্বন নিজের সত্তা বা অস্তিত্ব। দৃষ্টাসবের আলম্বন অবিনশ্বর আত্মা। অবিদ্যাসব এই সমস্তের সহিত জড়িত। তন্মধ্যে ভবাসব অর্হত্ত্বমার্গ পর্যন্ত, দৃষ্টাসব অরূপ-ভব পর্যন্ত এবং কামাসব অনাগামীমার্গ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

"আসব অথচ সাসব" অথবা "কখনো কখনো সাসব অথচ আসব নহে"। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (তিনটি স্কন্ধ) সাসব অথচ আসব নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো আসব অথচ সাসব, কখনো কখনো সাসব অথচ আসব নহে"। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "আসব অথচ সাসব" অথবা "সাসব অথচ আসব নহে"। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "আসব অথচ আসব সম্প্রযুক্ত" অথবা "আসব সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে"।

তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহারা) "আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত," কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত" অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে"। রূপস্কন্ধ আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (চারটি স্কন্ধ) "আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব" অথবা "আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব"।

চারটি স্কন্ধ সংযোজন[1] নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো সংযোজন, কখনো কখনো সংযোজন নহে। রূপস্কন্ধ সংযোজনীয় (সংযোজনের আলম্বন বা সংযোজনের যোগ্য)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সংযোজনীয়, কখনো কখনো অসংযোজনীয়। রূপস্কন্ধ সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : "সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে"। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহারা) সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (তিনটি স্কন্ধ) সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, কখনো কখনো

---

[1] **সংযোজন :** যেই সকল চৈতসিক তাদের অন্যান্য গুণ ব্যতীত, সংসারে সত্ত্বগণকে বন্ধন করে রাখার গুণও ধারণ করে সেই সকল চৈতসিককে সংযোজন বলে। তন্মধ্যে সৎকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ—এই পঞ্চ সংযোজন অধোভাগীয়, অর্থাৎ সত্ত্বগণকে নীচ জন্মে, দুর্গতিতে বন্ধন করে। এবং রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা—এই পাঁচটি উর্ধ্বভাগীয় অর্থাৎ ইহারা লোকীয় সুগতিতে বন্ধন করে রাখে। শুধু লোকোত্তরমার্গ ইহা ছিন্ন করতে পারে।

সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "সংযোজন অথচ সংযোজনীয়" অথবা "সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে"। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : "সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত" অথবা "সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে"। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (তিনটি স্কন্ধ) সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ)"সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত" অথবা "সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে"। রূপস্কন্ধ সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয়। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয়, কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয়" অথবা "সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয়"।

চারটি স্কন্ধ গ্রন্থি[1] (বন্ধন) নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো গ্রন্থি (হয়ে থাকে), কখনো কখনো গ্রন্থি নহে। রূপস্কন্ধ গ্রন্থিনীয় (গ্রন্থির যোগ্য বা আলম্বন)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো অগ্রন্থিনীয়। রূপস্কন্ধ গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : "গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়, গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে"।

তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহারা) গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (তিনটি স্কন্ধ) গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো গ্রন্থি অথচ

---

[1] **গ্রন্থি** চার প্রকার : অভিধ্যা-কায়-গ্রন্থি, ব্যাপাদ-কায়-গ্রন্থি, শীলব্রত-পরামর্শ-কায়-গ্রন্থি এবং ইহা সত্যাভিনিবেশ-কায়-গ্রন্থি। গ্রন্থি অর্থ গিরা; অভিধ্যা লোভ-চৈতসিক। ইহা নামকায়ের সহিত রূপকায়ের সংযোজন সম্পাদনে গ্রন্থি-স্বরূপ। শুধু ইহা নহে, অতীত কায়ের সহিত বর্তমান কায়ের এবং বর্তমান কায়ের সহিত ভাবী কায়ের গ্রন্থি-স্বরূপ। রূপরাগ, অরূপরাগও এখানে অভিপ্রেত। "ব্যাপাদ' এখানে সর্ববিধ দ্বেষ। দ্বেষ পাপের সঙ্গের চিত্তকে বন্ধন করে। "শীলব্রত-পরামর্শ' ও "সত্যাভিনিবেশ' দৃষ্টি-চৈতসিকের আলম্বন ভেদে দ্বিবিধ বিকাশ। যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি বিশ্বাসে ইহারা চিত্তকে আবদ্ধ রাখতে গ্রন্থিস্বরূপ।

গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়" অথবা "গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে"। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত" অথবা "গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে"। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহারা) গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (তিনটি স্কন্ধ) গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত" অথবা "গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে"। রূপস্কন্ধ গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয়। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (চারটি স্কন্ধ) "গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয়" অথবা "গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয়"।

চারটি স্কন্ধ ওঘ[1] নহে... যোগ[2] নহে... নীবরণ[3] (আবরণ) নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো নীবরণ, কখনো কখনো নীবরণ নহে। রূপস্কন্ধ নীবরণীয় (নীবরণের যোগ্য বা আলম্বন)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো

---

[1] ওঘ চার প্রকার : কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা। ওঘ বা বন্যা-স্রোতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় এরা সত্ত্বগণকে দুঃখর সংসার-স্রোতে জন্ম-মৃত্যুর আকারে ভাসিয়ে-ডুবিয়ে, ভাসিয়ে-ডুবিয়ে প্রবাবিত করে নিয়ে যায়।

[2] **যোগ :** অর্থাৎ এক জন্মের সহিত অন্য জন্মের যোগ করে দেয়।

[3] **নীবরণ :** যে সকল চৈতসিকের কারণে অনুৎপন্ন কুশল-চিত্ত বা কুশল-ধ্যান-চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে না, এবং উৎপন্ন কুশলাদি বৃদ্ধি পেতে পারে না, তাদের সাধারণ নাম নীবরণ বা নিবারণ। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পৃশ্য—এই পঞ্চ কামগুণে যে তৃষ্ণা তাই "কাম-ছন্দ"। ইহা লোভ-চৈতসিক এবং একাগ্রতার প্রতিপক্ষ। কামছন্দের আলম্বন-সংখ্যা বহু। কিন্তু একাগ্রতার আলম্বন একটিমাত্র। এইজন্য কামছন্দ একাগ্রতাকে ধ্যানাঙ্গের আকারে উৎপন্ন হতে বাধা দেয়। "ব্যাপাদ" অর্থ পরের অহিত চিন্তা; ইহা দ্বেষ চৈতসিক এবং দৌর্মনস্য স্বভাব; এজন্য ইহা "প্রীতিকে" ধ্যানাঙ্গের আকারে উৎপন্ন হতে বাধা দেয়। "স্ত্যান-মিদ্ধ" বির্তক ও বীর্যের প্রতিপক্ষ। স্ত্যান ও মিদ্ধের কৃত্য, আহার (পরিপোষক) ও পতিপক্ষ একই প্রকার বলে এই উভয় চৈতসিক যুগ্মভাবে গৃহীত হয়েছে। উভয়ের কৃত্য লীনভাব উৎপাদন; আহার, তন্দ্রা ও বিজৃম্ভতা। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের কৃত্য চিত্তে অশান্ত ভাব উৎপাদন; জ্ঞাতি-ব্যসনাদির ব্যতিক্রম ইহাদের আহার বা পরিপোষক এবং শমথ ও সৌমনস্য প্রতিপক্ষ। এজন্য ইহারাও যুগলরূপে গৃহীত হয়েছে। ইহা "সুখ" ধ্যানাঙ্গের উৎপত্তি নিবারণ করে। "অবিদ্যা" এইসব নীবরণের প্রত্যেকটির সহিত বিজড়িত।

নীবরণীয়, কখনো কখনো অনীবরণীয়। রূপস্কন্ধ নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) নীবরণ অথচ নীবরণীয়, নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : নীবরণ অথচ নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো নীবরণ অথচ নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "নীবরণ অথচ নীবরণীয়" অথবা "নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে"। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে"। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্পযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে"। রূপস্কন্ধ নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয়। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয়" অথবা "নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয়"।

[... নীবরণ-এর মতো পূর্ণ করতে হবে]

চারটি স্কন্ধ পরামাস (বিকৃত মত বা মিথ্যাদৃষ্টি) নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো পরামাস, কখনো কখনো পরামাস নহে। রূপস্কন্ধ পরামৃষ্ট (বিকৃত মতের আলম্বন)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো পরামৃষ্ট, কখনো কখনো অপরামৃষ্ট। রূপস্কন্ধ পরামাস-বিপ্রযুক্ত। তিনটি স্কন্ধ কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) পরামাস-সম্প্রযুক্ত অথবা পরামাস-বিপ্রযুক্ত। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : পরামাস অথচ পরামৃষ্ট, পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : পরামাস অথচ পরামৃষ্ট, কখনো কখনো পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (তিনটি স্কন্ধ) পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো পরামাস অথচ

পরামৃষ্ট, কখনো কখনো পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "পরামাস অথচ পরামৃষ্ট" অথবা "পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে"। রূপস্কন্ধ পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (চারটি স্কন্ধ) "পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট" অথবা "পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট"।

রূপস্কন্ধ অনালম্বন। চারটি স্কন্ধ সালম্বন (চারটি স্কন্ধের আলম্বন আছে বা নিজেরা আলম্বন গ্রহণ করে)। বিজ্ঞানস্কন্ধ চিত্ত। (অবশিষ্ট) চারটি স্কন্ধ চিত্ত নহে। তিনটি স্কন্ধ চৈতসিক (চিত্তবৃত্তি বা চিত্তের উপকরণ)। দুইটি স্কন্ধ অচৈতসিক। তিনটি স্কন্ধ চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। রূপস্কন্ধ চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। বিজ্ঞানস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "চিত্তের সাথে সম্প্রযুক্ত" অথবা "চিত্ত হতে বিপ্রযুক্ত"। তিনটি স্কন্ধ চিত্ত সংযুক্ত। রূপস্কন্ধ চিত্ত সংযুক্ত নহে। বিজ্ঞানস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "চিত্তের সাথে সংযুক্ত" অথবা "চিত্তের সাথে বিসংযুক্ত"। তিনটি স্কন্ধ চিত্ত-সমুত্থান (উদ্ভূত)। বিজ্ঞানস্কন্ধ চিত্তসমুত্থান নহে। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো চিত্ত-সমুত্থান (উদ্ভূত), কখনো কখনো চিত্তসমুত্থান নহে। তিনটি স্কন্ধ চিত্ত সহ-উৎপন্ন (এক সঙ্গে উৎপন্ন)। বিজ্ঞানস্কন্ধ চিত্ত সহ-উৎপন্ন নহে। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো সহ-উৎপন্ন, কখনো কখনো সহ-উৎপন্ন নহে। তিনটি স্কন্ধ চিত্তানুপরিবর্তনকারী (চিত্তের সহ-গমনকারী)। বিজ্ঞানস্কন্ধ চিত্তানুপরিবর্তী নহে। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তী, কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তী নহে। তিনটি স্কন্ধ চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান। দুইটি স্কন্ধ চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান নহে। তিনটি স্কন্ধ চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান-সহ-উৎপন্ন। দুইটি স্কন্ধ চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান-সহ-উৎপন্ন নহে। তিনটি স্কন্ধ চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, দুইটি স্কন্ধ চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী নহে।

বিজ্ঞানস্কন্ধ আধ্যাত্মিক। তিনটি স্কন্ধ বাহ্যিক। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ), কখনো কখনো বাহ্যিক। চারটি স্কন্ধ উপাদা (চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ) নহে। রূপস্কন্ধ কখনো কখনো উপাদা, কখনো কখনো উপাদা নহে। কখনো কখনো উপাদিন্ন (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে গৃহীত), কখনো কখনো অনুপাদিন্ন (অগৃহীত)। চারটি স্কন্ধ উপাদান নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো উপাদান,[1] কখনো কখনো উপাদান নহে।

[1] উপাদান চার প্রকার : কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত, আত্মবাদ। উপাদান অর্থ উপ + আদান, দৃঢ়

রূপস্কন্ধ উপাদানীয় (উপাদানের যোগ্য বা আলম্বন)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদানীয়। রূপস্কন্ধ উপাদান-বিপ্রযুক্ত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "উপাদান অথচ উপাদানীয়, উপাদানীয় অথচ উপাদান নহে"। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : উপাদান অথচ উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদানীয় অথচ উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদানীয় অথচ উপাদান নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো উপাদান অথচ উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদানীয় অথচ উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "উপাদান অথচ উপাদানীয়" অথবা "উপাদানীয় অথচ উপাদান নহে"। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত" অথবা "উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথচ উপাদান নহে"। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথচ উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (তিনটি স্কন্ধ) উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথচ উপাদান নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথচ উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত" অথবা (উহা) "উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথচ উপাদান নহে"। রূপস্কন্ধ উপাদান-বিপ্রযুক্ত-উপাদানীয়। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত-উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত-অনুপাদানীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (চারটি স্কন্ধ) "উপাদান-বিপ্রযুক্ত-উপাদানীয়" অথবা উপাদান-বিপ্রযুক্ত-অনুপাদানীয়"।

গ্রহণ। তৃষ্ণা তৃষ্ণার বিষয়কে, সর্প ভেক অনুসন্ধানের অনুরূপ অনুসন্ধান করে। চিত্ত যখন ওই বিষয়কে সর্পের ভেককে ধরে রাখার অনুরূপে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে ধরে রাখে ও রক্ষা করতে থাকে, তখন চিত্তে উপাদানের অবস্থা। লোভের বস্তু ও মিথ্যা অভিমতকে চিত্ত যখন রক্ষা করে, তখন যথাক্রমে কাম-উপাদান ও দৃষ্টি-উপাদান। পঞ্চস্কন্ধকে বা কোনো এক স্কন্ধকে অজড়, অব্যয়, অক্ষয়, 'আত্মা' বলে বিশ্বাসই আত্মাবাদোপাদান। ইহা মিথ্যাদৃষ্টির পরিণাম; পঞ্চস্কন্ধের প্রতি লোভ হেতু এবম্বিধ মিথ্যা ধারণা উৎপন্ন হয়। লোভ বিদ্যমান দোষকে দোষ বলে স্বীকার করে না, অনিত্যকে অনিত্য বলে স্বীকার করতে চায় না। পঞ্চস্কন্ধকে 'আমি' মনে করা তৃষ্ণাজনিত অভিনিবেশ বা আনন্দময় বিশ্বাস। ইহা "সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত"।

চারটি স্কন্ধ ক্লেশ[1] নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো ক্লেশ, কখনো কখনো ক্লেশ নহে। রূপস্কন্ধ সংক্লেশিক (ক্লেশের যোগ্য বা আলম্বন)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লেশিক। রূপস্কন্ধ অসংক্লিষ্ট। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট। রূপস্কন্ধ ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ বিপ্রযুক্ত। রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, (উহা) সংক্লেশিক অথচ ক্লেশ নহে। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, (উহারা) সংক্লেশিক অথচ ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) সংক্লেশিক অথচ ক্লেশ নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, কখনো কখনো সংক্লেশিক অথচ ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (সংস্কারস্কন্ধ) "ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক" অথবা (উহা) "সংক্লেশিক অথচ ক্লেশ নহে।" রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট" অথবা "সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশ নহে।" তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট, (উহারা) কখনো কখনো সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (তিনটি স্কন্ধ) কখনো কখনো সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশ নহে, কখনো কখনো বলা অনুচিত (সংস্কারস্কন্ধ) "ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট" অথবা (উহা) "সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশ নহে"।

রূপস্কন্ধকে বলা অনুচিত : (উহা) "ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশ নহে"। তিনটি স্কন্ধকে বলা অনুচিত : ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, (উহারা) কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশ নহে। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশ নহে"। রূপস্কন্ধ ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক, কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-অসংক্লেশিক। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক" অথবা "ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক"।

---

[1] ক্লেশ : যৎদ্বারা চিত্ত কলুষিত, পরিতপ্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মলিন ও নীচ হয়, তাই চিত্তের ক্লেশ বা ক্লেদ। ক্লেশ দশ প্রকার—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা।

রূপস্কন্ধ দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। রূপস্কন্ধ ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। রূপস্কন্ধ দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। রূপস্কন্ধ ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। রূপস্কন্ধ অবিতর্ক। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। রূপস্কন্ধ অবিচার। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। রূপস্কন্ধ অপ্রীতিক। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। রূপস্কন্ধ প্রীতি সহগত নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। দুইটি স্কন্ধ সুখসহগত নহে। তিনটি স্কন্ধ কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। দুইটি স্কন্ধ উপেক্ষাসহগত নহে। তিনটি স্কন্ধ কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে। রূপস্কন্ধ কামাবচার। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো কামাবচর, কখনো কখনো কামাবচর নহে। রূপস্কন্ধ রূপাবচর নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো রূপাবচর, কখনো কখনো রূপাবচর নহে। রূপস্কন্ধ অরূপাবচর নহে। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো অরূপাবচর, কখনো কখনো অরূপাবচর নহে। রূপস্কন্ধ সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লৌকিক)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর)। রূপস্কন্ধ অনিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীত করে না)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো নিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীতকারী), কখনো কখনো অনিয়্যানিক। রূপস্কন্ধ সউত্তর। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সউত্তর, কখনো কখনো অনুত্তর। রূপস্কন্ধ রণহীন (অরণ)। চারটি স্কন্ধ কখনো কখনো সরণ (রণযুক্ত বা অশান্ত), কখনো কখনো অরণ (শান্ত)।

[প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

[স্কন্ধ-বিভঙ্গ সমাপ্ত]

২. আয়তন[1] বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন

১৫৪. দ্বাদশ আয়তন—চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, শ্রোত্র (কর্ণ)-আয়তন, শব্দ-আয়তন, ঘ্রাণ (নাসিকা)-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, রস-আয়তন, কায় (শরীর)-আয়তন, স্পৃশ্য (স্পর্শযোগ্য বস্তু)-আয়তন, মন-আয়তন, ধর্ম (মনের আলম্বন বা চিন্তনীয় বিষয়)-আয়তন।

চক্ষু অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী (পরিবর্তনের অধীন বিষয় বা বস্তু); রূপ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; শ্রোত্র অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; শব্দ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; ঘ্রাণ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; গন্ধ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; জিহ্বা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; রস অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; কায় অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; স্পৃশ্য (স্প্রষ্টব্য) অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; মন অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী; ধর্ম অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বিপরিণামধর্মী।

সূত্র অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষন) [এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন

১৫৫. দ্বাদশ আয়তন—চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন, রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পৃশ্য-আয়তন, ধর্ম-আয়তন।

১৫৬. তন্মধ্যে চক্ষু-আয়তন কাকে বলে (কী রকম)? চারি মহাভূতকে ভিত্তি করে উৎপন্ন যেই দেহাশ্রিত, অনিদর্শন (অদৃশ্যমান), সপ্রতিঘ (সংঘর্ষণভাবাপন্ন), প্রসাদ[2] (চোখের স্বচ্ছ সংবেদনশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল

---

[1] আয়তন অর্থ উৎপত্তি স্থান, নিবাস স্থান। চক্ষু ও বর্ণ, দ্বার ও আলম্বনের আকারে চক্ষু-বিজ্ঞানের আয়তন বা উৎপত্তি স্থান। এই প্রকারে শ্রোত্র ও শব্দ শ্রোত্র-বিজ্ঞানের, ঘ্রাণ ও গন্ধ ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের, জিহ্বা ও রস জিহ্বা-বিজ্ঞানের, কায়া ও স্পৃশ্য কায়-বিজ্ঞানের, এবং মন ও ধর্ম মনোবিজ্ঞানের আয়তন। ইহাদের মধ্যে চক্ষাদি ছয়টি আধ্যাত্মিক বা দ্বারভূত দেহস্থ আয়তন। এবং রূপাদি ছয়টি আলম্বন-ভূত বহিরায়তন। ৫২ প্রকার চৈতসিক, ১৬ প্রকার সূক্ষ্ম রূপ এবং নির্বাণ এই ৬৯ প্রকার ধর্মই ধর্মায়তন।

[2] প্রসাদ : চোখের স্বচ্ছ সংবেদনশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা বা গুণ, যা দ্বারা দেখা কার্য

অবস্থা বা গুণ, যা দ্বারা দেখা কার্য সম্ভব হয়) চক্ষু; সেই অনিদর্শন, সপ্রতিঘ চক্ষু দ্বারা (কেউ) সনিদর্শন (দৃশ্যমান), সপ্রতিঘ রূপ দেখেছে বা দেখে বা দেখবে বা দেখতে পারে; ইহাই চক্ষু, ইহাই চক্ষু-আয়তন, ইহাই চক্ষু-ধাতু, ইহাই চক্ষু-ইন্দ্রিয়, ইহাই লোক, ইহাই দ্বার, ইহাই সমুদ্র, ইহাই শুভ্র বা পবিত্র, ইহাই ক্ষেত্র, ইহাই বাস্তু, ইহাই নেত্র, ইহাই নয়ন, ইহাই নিকটবর্তী সমুদ্র তীর, ইহাই শূন্য গ্রাম। ইহাকে চক্ষু-আয়তন বলা হয়।

১৫৭. তন্মধ্যে শ্রোত্র-অয়তন কাকে বলে? চারি মহাভূতকে ভিত্তি করে উৎপন্ন যেই দেহাশ্রিত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ শ্রোত্র-প্রসাদ; সেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ শ্রোত্র (কর্ণ) দ্বারা (কেউ) অনিদর্শন (অদৃশ্যমান), সপ্রতিঘ শব্দ শুনেছে বা শুনে বা শুনবে বা শুনতে পারে (শ্রবণ করে থাকে); ইহাই শ্রোত্র, ইহাই শ্রোত্রায়তন, ইহাই শ্রোত্র-ধাতু, ইহাই শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ইহাই লোক, ইহাই দ্বার, ইহাই সমুদ্র, ইহাই শুভ্র বা পবিত্র, ইহাই ক্ষেত্র, ইহাই বাস্তু, ইহাই নিকটবর্তী সমুদ্রতীর, ইহাই শূন্য গ্রাম, ইহাকে শ্রোত্র-আয়তন বলা হয়।

১৫৮. তন্মধ্যে ঘ্রাণ-আয়তন কাকে বলে? চারি মহাভূতকে ভিত্তি করে উৎপন্ন যেই দেহাশ্রিত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ ঘ্রাণ-প্রসাদ; সেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ ঘ্রাণ (নাসিকা) দ্বারা (কেউ) অনিদর্শন সপ্রতিঘ গন্ধ আঘ্রাণ করেছে (গন্ধ অনুভব করেছে) বা আঘ্রাণ করে বা আঘ্রাণ করবে বা আঘ্রাণ করে থাকে; ইহাই ঘ্রাণ, ইহাই ঘ্রাণ-আয়তন, ইহাই ঘ্রাণ-ধাতু, ইহাই ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, ইহাই লোক, ইহাই দ্বার, ইহাই সমুদ্র, ইহাই শুভ্র বা পবিত্র, ইহাই ক্ষেত্র, ইহাই বাস্তু, ইহাই নিকটবর্তী সমুদ্র তীর, ইহাই শূন্য গ্রাম। ইহাকে ঘ্রাণ-আয়তন বলা হয়।

১৫৯. তন্মধ্যে জিহ্বা-আয়তন কাকে বলে? চারি মহাভূতকে ভিত্তি করে উৎপন্ন যেই দেহাশ্রিত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ জিহ্বা-প্রসাদ; সেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ জিহ্বা দ্বারা (কেউ) অনিদর্শন, সপ্রতিঘ রস আস্বাদন করেছে বা আস্বাদন করে বা আস্বাদন করবে বা আস্বাদন করে থাকে; ইহাই জিহ্বা, ইহাই জিহ্বায়তন, ইহাই জিহ্বা-ধাতু, ইহাই জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, ইহাই লোক, ইহাই দ্বার, ইহাই সমুদ্র, ইহাই শুভ্র বা পবিত্র, ইহাই ক্ষেত্র, ইহাই বাস্তু, ইহাই নিকটবর্তী সমুদ্র তীর, ইহাই শূণ্য গ্রাম। ইহাকে জিহ্বা-আয়তন বলা হয়।

সম্ভব হয়।

১৬০. তন্মধ্যে কায়-আয়তন কাকে বলে? চারি মহাভূতকে ভিত্তি করে উৎপন্ন যেই দেহাশ্রিত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ কায়-প্রসাদ; সেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ কায় দ্বারা (কেউ) অনিদর্শন, সপ্রতিঘ স্পৃশ্য (স্প্রষ্টব্য) স্পর্শ করেছে বা স্পর্শ করে বা স্পর্শ করবে বা স্পর্শ করে থাকে; ইহাই কায়, ইহাই কায়-আয়তন, ইহাই কায়-ধাতু, ইহাই কায়-ইন্দ্রিয়, ইহাই লোক, ইহাই দ্বার, ইহাই সমুদ্র, ইহাই শুভ্র বা পবিত্র, ইহাই ক্ষেত্র, ইহাই বাস্তু, ইহাই নিকটবর্তী সমুদ্র তীর, ইহাই শূন্য গ্রাম, ইহাকে 'কায়-আয়তন' বলা হয়।

১৬১. তন্মধ্যে মনায়তন কিরূপ? এক প্রকারে মনায়তন—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে মনায়তন—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে মনায়তন—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। চার প্রকারে মনায়তন—কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অপরিয়াপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে। পাঁচ প্রকারে মনায়তন—সুখ-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে। ছয় প্রকারে মনায়তন—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। এভাবে ছয় প্রকারে মনায়তন। সাত প্রকারে মনায়তন—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু। এভাবে সাত প্রকারে মনায়তন। আট প্রকারে মনায়তন—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, সুখসহগত কায়-বিজ্ঞান আছে, দুঃখসহগত কায়-বিজ্ঞান আছে, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু। এভাবে আট প্রকারে মনায়তন।

নয় প্রকারে মনায়তন—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। এভাবে নয় প্রকারে মনায়তন। দশ প্রকারে মনায়তন—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, সুখসহগত কায়-বিজ্ঞান আছে, দুঃখসহগত কায়-বিজ্ঞান আছে, মনোধাতু, কুশল মনোবিজ্ঞান-ধাতু আছে, অকুশল মনোবিজ্ঞান-ধাতু আছে, অব্যাকৃত মনোবিজ্ঞান-ধাতু আছে। এভাবে দশ প্রকারে মনায়তন।

এক প্রকারে মনায়তন—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে মনায়তন—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে মনায়তন—সুখ-

বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত আছে... (১২২-১৪৯ নং প্যারা দেখুন)...। এভাবে বহু প্রকারে মনায়তন। ইহাকে মনায়তন বলা হয়।

১৬২. তন্মধ্যে রূপায়তন কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে (ভিত্তিতে) উৎপন্ন যেই রূপ বর্ণসদৃশ (বর্ণনিভ), সনিদর্শন (দৃশ্যমান), সপ্রতিঘ (সাংঘর্ষিক), নীল, পীত (হল্‌দে), লোহিত (লাল), শ্বেত, কালো (কৃষ্ণ), মঞ্জিষ্ঠা (গাঢ় লাল বর্ণের), সবুজ, সুবর্ণ বর্ণ, আম্রাঙ্কুর বর্ণ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, অণু (ক্ষুদ্র), স্থূল, চক্রাকার, পরিমণ্ডল বা গোলাকার, চতুষ্কোণ, ষড়কোণ, অষ্টকোণ, ষোলকোণ, নিম্ন, স্থল (উচ্চস্থান) ছায়া, সূর্যালোক (উজ্জ্বল), আলোক, অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন (অনুজ্জ্বল), তুষার (কুয়াশাচ্ছন্ন), ধূম (ধোঁয়া), রজ (ধুলা), চন্দ্রমণ্ডলের বর্ণসদৃশ, সূর্যমণ্ডলের বর্ণসদৃশ, তারকাপুঞ্জের (নক্ষত্ররাজির) বর্ণসদৃশ, দর্পণমণ্ডলের বর্ণসদৃশ, মনি-শঙ্খ-মুক্তা-বৈদূর্যের বর্ণসদৃশ, স্বর্ণ-রৌপের বর্ণসদৃশ; আরও অন্যান্য যা কিছু চারি মহাভূতোৎপন্ন বর্ণসদৃশ, সনিদর্শন, সপ্রতিঘ রূপ আছে; যেই সনিদর্শন, সপ্রতিঘ রূপকে (কেউ) অনিদর্শন, সপ্রতিঘ চক্ষু দ্বারা দেখেছে বা দেখে বা দেখবে বা দেখে থাকে; ইহাই রূপ, ইহাই রূপায়তন, ইহাই রূপধাতু। ইহাকে রূপায়তন বলা হয়।

১৬৩. তন্মধ্যে শব্দ-আয়তন কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন যেই শব্দ অদৃশ্য, সপ্রতিঘ, ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গ শব্দ, শঙ্খ শব্দ, পণব শব্দ, গীতশব্দ, বাদ্যশব্দ, সম্বোধনের বা করতালশব্দ, হস্তশব্দ (হাততালি শব্দ), সত্ত্বগণের ঘোষণা শব্দ, লৌহাদি ধাতুসমূহের সংঘর্ষণ বা সংঘট্টণ শব্দ, বাতাসের শব্দ, জলের শব্দ, মনুষ্যশব্দ, অমনুষ্যশব্দ; আরও অন্যান্য যা কিছু চারি মহাভূতোৎপন্ন অদৃশ্য, সপ্রতিঘ শব্দ আছে; সেই অদৃশ্য, সপ্রতিঘ শব্দকে (কেউ) অদৃশ্য, সপ্রতিঘ শ্রোত্র (কর্ণ) দ্বারা শ্রবণ করেছে বা শ্রবণ করে বা শ্রবণ করবে বা শ্রবণ করে থাকে; ইহাই শব্দ, ইহাই শব্দ-আয়তন, ইহাই শব্দ-ধাতু। ইহাকে শব্দায়তন বলা হয়।

১৬৪. তন্মধ্যে গন্ধ-আয়তন কাকে বলে? চারি মহাভূতোৎপন্ন যেই গন্ধ অদৃশ্য, সপ্রতিঘ, মূল গন্ধ, সারগন্ধ, চর্ম (ত্বক) গন্ধ, পত্র গন্ধ, পুষ্পগন্ধ, ফলগন্ধ, অপক্কগন্ধ, পঁচা মাংসের গন্ধ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ; আরও অন্যান্য যা কিছু চারি মহাভূতোৎপন্ন অদৃশ্য, সপ্রতিঘ গন্ধ আছে; যেই অদৃশ্য, সপ্রতিঘ গন্ধকে (কেউ) অদৃশ্য, সপ্রতিঘ ঘ্রাণ (নাসিকা) দ্বারা আঘ্রাণ করেছে বা আঘ্রাণ করে বা আঘ্রাণ করবে বা আঘ্রাণ করে থাকে; ইহাই গন্ধ, ইহাই গন্ধ-

আয়তন, ইহাই গন্ধ-ধাতু। ইহাকে গন্ধায়তন বলা হয়।

১৬৫. তন্মধ্যে রসায়তন কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন যেই রস অনিদর্শন (অদৃশ্য), সপ্রতিঘ, মূলরস, স্কন্ধ বা কান্ডের রস, ত্বকরস, পত্ররস, পুষ্পরস, ফলরস, অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু (তীক্ষ্ণ বা ঝাল), লবণাক্ত, ক্ষারধর্মী, অম্বল (মিষ্টি-টক স্বাদযুক্ত), কষায়, সুস্বাদু বা মিষ্ট, অস্বাদু; আরও অন্যান্য যা কিছু চারি মহাভূতোৎপন্ন অদৃশ্য, সপ্রতিঘ রস আছে; যেই অদৃশ্য, সপ্রতিঘ রসকে (কেউ) অদৃশ্য, সপ্রতিঘ জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করেছে বা আস্বাদন করে বা আস্বাদন করবে বা আস্বাদন করে থাকে; ইহাই রস, ইহাই রসায়তন, ইহাই রসধাতু। ইহাকে রসায়তন বলা হয়।

১৬৬. তন্মধ্যে স্পৃশ্য-আয়তন কাকে বলে? পৃথিবী-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু, কর্কশ (অসমান), মৃদু, মসৃণ, কঠোর, সুখ-সংস্পর্শ, দুঃখ-সংস্পর্শ, ভারী, লঘু; যেই অনিদর্শন, সপ্রতিঘ স্পৃশ্যকে (কেউ) অনিদর্শন, সপ্রতিঘ কায় দ্বারা স্পর্শ করেছে বা স্পর্শ করে বা স্পর্শ করবে বা স্পর্শ করে থাকে; ইহাই স্পৃশ্য, ইহাই স্পৃশ্য-আয়তন, ইহাই স্পৃশ্য-ধাতু। ইহাকে স্পৃশ্য-আয়তন বলে।

১৬৭. তন্মধ্যে ধর্মায়তন কাকে বলে? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ এবং ধর্মায়তন সংশ্লিষ্ট অনিদর্শন-অপ্রতিঘ রূপ আর অসংস্কৃত ধাতু।

তন্মধ্যে বেদনাস্কন্ধ কাকে বলে? এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৩৪ নং-৬১ নং প্যারা দেখুন)... এভাবে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ... (৬১ নং প্যারা উভতোবদ্ধকং দেখুন)... এভাবে বহু প্রকার বেদনাস্কন্ধ। ইহাকে বেদনাস্কন্ধ বলা হয়।

তন্মধ্যে সংজ্ঞাস্কন্ধ কাকে বলে? এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে, তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৬২ নং প্যারা দেখুন)... এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ... (৬৩ নং-৯১ নং প্যারা দেখুন)... এভাবে বহু প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ। ইহাকে সংজ্ঞাস্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে সংস্কারস্কন্ধ কাকে বলে? এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু আছে, হেতু নহে তাদৃশ আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... (৯২ নং প্যারা দেখুন)... এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ... (৯৩ নং-১২০

নং প্যারা দেখুন)... এভাবে বহু প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ। ইহাকে সংস্কারস্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে ধর্মায়তন সংশ্লিষ্ট অনিদর্শন-অপ্রতিঘ রূপ কাকে বলে? স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়... (ধর্মসঙ্গণীর ৫৯৫ নং প্যারা দেখুন)... কবলীকৃত আহার। ইহাকে "ধর্মায়তন সংশ্লিষ্ট অনিদর্শন-অপ্রতিঘ" রূপ বলা হয়।

তন্মধ্যে অসংস্কৃত ধাতু কাকে বলে? রাগ (লোভ বা আসক্তি) ক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়, ইহাকে অসংস্কৃত ধাতু বলা হয়। ইহাকে ধর্মায়তন বলা হয়।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন বা বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিভাজন)

১৬৮. দ্বাদশ আয়তন—চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, শব্দ-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, রস-আয়তন, কায়-আয়তন, স্পৃশ্য-আয়তন, মন-আয়তন, ধর্ম-আয়তন।

১৬৯. দ্বাদশ আয়তনের মধ্যে কয়টি কুশল, কয়টি অকুশল, কয়টি অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কয়টি সরণ (অশান্ত), কয়টি অরণ (শান্ত)?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

১৭০. দশ প্রকার আয়তন অব্যাকৃত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। দশ প্রকার আয়তনকে বলা অনুচিত : (উহারা) "সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত"। মনায়তন কখনো কখনো সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত। ধর্মায়তন কখনো কখনো সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা অর্থাৎ ধর্মায়তন) "সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত"। দশ প্রকার আয়তন বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে।

পাঁচ প্রকার আয়তন উপাদিন্ন (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে গৃহীত)-

উপাদানীয় (আসক্তির বিষয় বা যোগ্য)। শব্দায়তন অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। চার প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদানীয়[1]। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। দশ প্রকার আয়তন অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। দশ প্রকার আয়তন অবিতর্ক-অবিচার। মনায়তন কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। ধর্মায়তন কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ধর্মায়তন) "সবিতর্ক-সবিচার" অথবা "অবিতর্ক-বিচারমাত্র" অথবা "অবিতর্ক-অবিচার"। দশ প্রকারে আয়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : প্রীতিসহগত অথবা সুখসহগত অথবা উপেক্ষাসহগত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "প্রীতিসহগত" অথবা "সুখসহগত" অথবা "উপেক্ষাসহগত"।

দশ প্রকার আয়তন দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দশ প্রকার আয়তন দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দশ প্রকার আয়তন আচয়গামীও (পুনর্জন্মের সঞ্চয়শীলও) নহে, অপচয়গামীও (পুনর্জন্ম রোধকারীও) নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো আচয়গামী, কখনো কখনো অপচয়গামী। কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে। দশ প্রকার আয়তন শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো

---

[1] পালি : সিযা অনুপাদানিযা। ইংরেজি অনুবাদে উক্ত অংশটি অবিদ্যমান।

কখনো অশৈক্ষ্য। কখনো কখনো শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। দশ প্রকার আয়তন পরিত্ত (সীমিত)। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো পরিত্ত, কখনো কখনো মহদ্‌গত, কখনো কখনো অপ্রমাণ। দশ প্রকার আয়তন অনালম্বন। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো পরিত্তালম্বন, কখনো কখনো মহদ্‌গত-আলম্বন, কখনো কখনো অপ্রমাণালম্বন। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (দুই প্রকার আয়তন) পরিত্তালম্বন অথবা মহদ্‌গতালম্বন অথবা অপ্রমাণালম্বন। দশ প্রকার আয়তন মধ্যম। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো হীন, কখনো কখনো মধ্যম, কখনো কখনো উত্তম। দশ প্রকার আয়তন অনিয়ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত, কখনো কখনো সম্যক দৃষ্টিতে নিয়ত। কখনো কখনো অনিয়ত।

দশ প্রকার আয়তন অনালম্বন। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো মার্গালম্বন, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো বলা অনুচিত : মার্গালম্বন অথবা মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। পাঁচ প্রকার আয়তন কখনো কখনো উৎপন্ন। কখনো কখনো উৎপত্তিশীল (উৎপন্ন হবার হেতুযুক্ত) বলা অনুচিত : (উহারা) অনুৎপন্ন। শব্দায়তন কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) উৎপত্তিশীল। পাঁচ প্রকার আয়তন কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। ধর্মায়তন কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) উৎপন্ন অথবা অনুৎপন্ন অথবা উৎপত্তিশীল। একাদশ প্রকার আয়তন কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। ধর্মায়তন কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) অর্থাৎ (ধর্মায়তন) অতীত অথবা অনাগত অথবা বর্তমান। দশ প্রকার আয়তন অনালম্বন। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো অতীত-আলম্বন, কখনো কখনো অনাগত-আলম্বন, কখনো কখনো বর্তমান-আলম্বন। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) 'অতীত-আলম্বন' অথবা 'অনাগত-আলম্বন' অথবা 'বর্তমান-আলম্বন'। (সকল আয়তন) কখনো কখনো আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ), কখনো কখনো বাহ্যিক, কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক। দশ প্রকার আয়তন অনালম্বন। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-আলম্বন, কখনো কখনো বাহ্যিক-আলম্বন, কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা)

আধ্যাত্মিক-আলম্বন অথবা বাহ্যিক-আলম্বন অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন। রূপায়তন সনিদর্শন (দৃশ্যমান)-সপ্রতিঘ। নয় প্রকার আয়তন অনিদর্শন-সপ্রতিঘ। দুই প্রকার আয়তন অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

১৭১. একাদশ প্রকার আয়তন হেতু নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো হেতু, কখনো কখনো হেতু নহে। দশ প্রকার আয়তন অহেতুক। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সহেতুক, কখনো কখনো অহেতুক। দশ প্রকার আয়তন হেতু-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার আয়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : (উহারা) "হেতু অথবা সহেতুক" অথবা "সহেতুক কিন্তু হেতু নহে"। মনায়তনকে বলা অনুচিত : (উহা) হেতু অথচ সহেতুক, (উহা) কখনো কখনো সহেতুক অথচ হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "সহেতুক অথচ হেতু নহে"। ধর্মায়তন কখনো কখনো হেতু অথচ সহেতুক, কখনো কখনো সহেতুক অথচ হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু অথচ সহেতুক" অথবা "সহেতুক অথচ হেতু নহে"। দশ প্রকার আয়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : (উহারা) "হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত" অথবা "হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে"। মনায়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : (উহা) হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "হেতু-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতু নহে"। ধর্মায়তন কখনো কখনো হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ধর্মায়তন) "হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত" অথবা "হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে"। দশ প্রকার আয়তন হেতু নহে, অহেতুক। মনায়তন কখনো কখনো হেতু নহে, সহেতুক, কখনো কখনো হেতু নহে, অহেতুক। ধর্মায়তন কখনো কখনো হেতু নহে, সহেতুক, কখনো কখনো হেতু নহে, অহেতুক। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা "হেতু নহে, অহেতুক"।

একাদশ প্রকার আয়তন সপ্রত্যয়। ধর্মায়তন কখনো কখনো সপ্রত্যয়, কখনো কখনো অপ্রত্যয়। একাদশ প্রকার আয়তন সংস্কৃত। ধর্মায়তন কখনো কখনো সংস্কৃত, কখনো কখনো অসংস্কৃত। রূপায়তন সনিদর্শন (দৃশ্যমান)। একাদশ প্রকার আয়তন অনিদর্শন। দশ প্রকার আয়তন সপ্রতিঘ। দুই প্রকার আয়তন অপ্রতিঘ। দশ প্রকার আয়তন রূপ। মনায়তন

অরূপ। ধর্মায়তন কখনো কখনো রূপ, কখনো কখনো অরূপ। দশ প্রকার আয়তন লোকিয়। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো লোকিয়, কখনো কখনো লোকোত্তর। (সকল আয়তন) কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয়, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে।

একাদশ প্রকার আয়তন আসব নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো আসব, কখনো কখনো আসব নহে। দশ প্রকার আয়তন সাসব। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সাসব, কখনো কখনো অনাসব। দশ প্রকার আয়তন আসব-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার আয়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : (উহারা) আসব অথচ সাসব, সাসব অথচ আসব নহে। মনায়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : (উহা) আসব অথচ সাসব, কখনো কখনো সাসব অথচ আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (মনায়তন) সাসব অথচ আসব নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো আসব অথচ সাসব, কখনো কখনো সাসব অথচ আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "আসব অথচ সাসব" অথবা "সাসব কিন্তু আসব নহে"। দশ প্রকার আয়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : (উহারা) "আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত" অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। মনায়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : (উহা) আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে"। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত" অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসব নহে"। কখনো কখনো দশ প্রকার আয়তন আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব" অথবা "আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব"।

একাদশ প্রকার আয়তন সংযোজন নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো সংযোজন, কখনো কখনো সংযোজন নহে। দশ প্রকার আয়তন সংযোজনীয় (সংযোজনের আলম্বন)। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সংযোজনীয়, কখনো কখনো অসংযোজনীয়। দশ প্রকার আয়তন সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার আয়তন সম্বন্ধে বলা অনুচিত : (উহারা)

সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, সংযোজনীয় অথবা সংযোজন নহে। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "সংযোজন অথচ সংযোজনীয়" অথবা "সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে"। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত" অথবা "সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে"। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত" অথবা "সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজন নহে"। দশ প্রকার আয়তন সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয়। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "সংযোজন-বিপ্রযুক্ত-সংযোজনীয়" অথবা "সংযোজনীয়-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয়"।

একাদশ প্রকার আয়তন গ্রন্থি নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো গ্রন্থি, কখনো কখনো গ্রন্থি নহে। দশ প্রকার আয়তন গ্রন্থিনীয়। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো অগ্রন্থিনীয়। দশ প্রকার আয়তন গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়, গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়" অথবা "গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত" অথবা "গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি

নহে”। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) “গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত” অথবা “গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থি নহে”। দশ প্রকার আয়তন গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয়। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) “গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয়” অথবা “গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয়”।

একাদশ প্রকার আয়তন ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো নীবরণ, কখনো কখনো নীবরণ নহে। দশ প্রকার আয়তন নীবরণীয়। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো নীবরণীয়, কখনো কখনো অনীবরণীয়। দশ প্রকার আয়তন নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণ অথচ নীবরণীয়, নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) নীবরণ অথচ নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) “নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে”। ধর্মায়তন কখনো কখনো নীবরণ অথচ নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) ‘নীবরণ অথচ নীবরণীয়’ অথবা ‘নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) “নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত” অথবা “নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে”। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) “নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত” অথবা “নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। দশ প্রকার আয়তন নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয়। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) “নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয় অথবা “নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয়”।

একাদশ প্রকার আয়তন পরামাস (বিকৃত মত) নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো পরামাস, কখনো কখনো পরামাস নহে। দশ প্রকার আয়তন পরামৃষ্ট (পরামাস বা বিকৃত মতের আলম্বন)। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো পরামৃষ্ট, কখনো কখনো অপরামৃষ্ট। দশ প্রকার আয়তন পরামাস-বিপ্রযুক্ত। মনায়তন কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। ধর্মায়তন কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) পরামাস-সম্প্রযুক্ত অথবা পরামাস-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "পরামাস অথচ পরামৃষ্ট," "পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে"। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) পরামাস অথচ পরামৃষ্ট, কখনো কখনো পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো পরামাস অথচ পরামৃষ্ট, কখনো কখনো পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "পরামাস অথচ পরামৃষ্ট"। অথবা "পরামৃষ্ট অথচ পরামাস নহে"। দশ প্রকার আয়তন পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট" অথবা (উহা) "পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট"।

দশ প্রকার আয়তনের কোনো আলম্বন নেই (অনালম্বন)। মনায়তন সালম্বন (মনায়তনের আলম্বন আছে)। ধর্মায়তন কখনো কখনো সালম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন। মনায়তন চিত্ত। একাদশ প্রকার আয়তন চিত্ত নহে। একাদশ প্রকার আয়তন অচৈতসিক। ধর্মায়তন কখনো কখনো চৈতসিক, কখনো কখনো অচৈতসিক। দশ প্রকার আয়তন চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। ধর্মায়তন কখনো কখনো চিত্ত সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) "চিত্তের সাথে সম্প্রযুক্ত" অথবা (উহা) "চিত্ত হতে বিপ্রযুক্ত"। দশ প্রকার আয়তন চিত্ত-বিসংশ্লিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট। ধর্মায়তন কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, কখনো কখনো চিত্ত অসংশ্লিষ্ট। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) "চিত্তের সাথে সংশ্লিষ্ট" অথবা "চিত্তের সাথে অসংশ্লিষ্ট"। ছয় প্রকার আয়তন চিত্ত-সমুত্থান (উদ্ভূত) নহে। ছয় প্রকার আয়তন কখনো কখনো চিত্ত-সমুত্থান, কখনো কখনো চিত্ত-সমুত্থান নহে। একাদশ প্রকার আয়তন চিত্ত-সহোৎপন্ন (চিত্তের সাথে একসঙ্গে উৎপন্ন) নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো চিত্ত-সহোৎপন্ন (সহজাত),

কখনো কখনো চিত্ত-সহোৎপন্ন নহে। একাদশ প্রকার আয়তন চিত্তানুপরিবর্তনকারী নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তনকারী, কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তনকারী নহে। একাদশ প্রকার আয়তন চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান (উদ্ভূত), কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। একাদশ প্রকার আয়তন চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহোৎপন্ন। ধর্মায়তন কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহোৎপন্ন, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহোৎপন্ন নহে। একাদশ প্রকার আয়তন চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তনকারী নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তনকারী, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তনকারী নহে।

ছয় প্রকার আয়তন অভ্যন্তরীণ। ছয় প্রকার আয়তন বাহ্যিক। নয় প্রকার আয়তন উপাদা (চারি মহাভূতোৎপন্ন)। দুই প্রকার আয়তন উপাদা নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো উপাদা, কখনো কখনো উপাদা নহে। পাঁচ প্রকার আয়তন উপাদিন্ন (তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মানবশে গৃহীত)। শব্দায়তন অনুপাদিন্ন (অগৃহীত)। ছয় প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপাদিন্ন, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন। একাদশ প্রকার আয়তন উপাদান (আসক্তি) নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো উপাদান, কখনো কখনো উপাদান নহে। দশ প্রকার আয়তন উপাদানীয় (উপাদানের বিষয় বা আলম্বন)। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদানীয়। দশ প্রকার আয়তন উপাদান-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান অথচ উপাদানীয়, উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) উপাদান অথচ উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : উপাদানীয় অথচ উপাদান নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো উপাদান অথচ উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "উপাদান অথচ উপাদানীয়" অথবা "উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে"। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত" অথবা "উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে"। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান

নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত" অথবা "উপদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে"। দশ প্রকার আয়তন উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয়। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয়" অথবা "উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয়"।

একাদশ প্রকার আয়তন ক্লেশ নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো ক্লেশ, কখনো কখনো ক্লেশ নহে। দশ প্রকার আয়তন সংক্লেশিক। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লেশিক। দশ প্রকার আয়তন অসংক্লিষ্ট। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট। দশ প্রকার আয়তন ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, কখনো কখনো সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, কখনো কখনো সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক" অথবা "সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে"। দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট" অথবা "সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে"। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট" অথবা "সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে"।

দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে"। মনায়তন সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশ নহে। ধর্মায়তন কখনো কখনো ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত :

(উহা) "ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে"। দশ প্রকার আয়তন ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক, কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক" অথবা "ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক"।

দশ প্রকার আয়তন দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দশ প্রকার আয়তন ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দশ প্রকার আয়তন দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দশ প্রকার আয়তন ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দশ প্রকার আয়তন অবিতর্ক। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। দশ প্রকার আয়তন অবিচার। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। দশ প্রকার আয়তন অপ্রীতিক। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। দশ প্রকার আয়তন প্রীতিসহগত নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। দশ প্রকার আয়তন সুখসহগত নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। দশ প্রকার আয়তন উপেক্ষাসহগত নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে।

দশ প্রকার আয়তন কামাবচর। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো কামাবচর, কখনো কখনো কামাবচর নহে। দশ প্রকার আয়তন রূপাবচর নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো রূপাবচর, কখনো কখনো রূপাবচর নহে। দশ প্রকার আয়তন অরূপাবচর নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো অরূপাবচর, কখনো কখনো অরূপাবচর নহে। দশ প্রকার আয়তন পরিয়াপন্ন (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বা লৌকিক)। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর)। দশ প্রকার আয়তন অনিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীত করে না)। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো

নিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীতকারী), কখনো কখনো অনিয়্যানিক। দশ প্রকার আয়তন অনিয়ত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। দশ প্রকার আয়তন সউত্তর। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সউত্তর, কখনো কখনো অনুত্তর। দশ প্রকার আয়তন অরণ (শান্ত)। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো সরণ (অশান্ত), কখনো কখনো অরণ (শান্ত)।

[প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

[আয়তন বিভঙ্গ বিশ্লেষণ সমাপ্ত]

৩. ধাতু[1] বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন

১৭২. ছয় প্রকার ধাতু—পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, বিজ্ঞান-ধাতু।

১৭৩. তন্মধ্যে পৃথিবীধাতু কাকে বলে? পৃথিবীধাতু দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ) পৃথিবীধাতু কাকে বলে? যা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, কঠিন, শক্ত, ঘন, কাঠিন্য, অভ্যন্তরীণ, (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে) গৃহীত; যেমন : কেশ (চুল), লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক (কিড্‌নী), হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর্য, মল; অথবা অন্যান্য যা কিছু আছে (যা) অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, কঠিন, শক্ত, ঘন, কাঠিন্য, অভ্যন্তরীণ, গৃহীত, ইহাকে আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু বলে।

তন্মধ্যে বাহ্যিক পৃথিবীধাতু কাকে বলে? যা বাহ্যিক, কঠিন, শক্ত, ঘন, কাঠিন্য, বাহির, অগৃহীত; যেমন : লোহা, তামা, টিন, সিসা, চাঁদি, মুক্তা, মণি, বৈদুর্যমুণি, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রূপা, স্বর্ণ, পদ্মরাগমণি (চুনি), মসারগল্ল (বিড়াল-অক্ষি, যা দ্বারা অন্ধকারে দেখা যায়), তৃণ, কাষ্ঠ, কঙ্খর, নুড়ি (বালুকণা), ভূমি (পৃথিবী বা মাটি), পাথর, পর্বত; অথবা অন্যান্য যা কিছু আছে (যা) বাহ্যিক, কঠিন, শক্ত, ঘন, কাঠিন্য, বাহির, (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে) অগৃহীত, ইহাকে পৃথিবী ধাতু বলে। যা আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু এবং যা বাহ্যিক পৃথিবীধাতু, তাদের একত্রিতভাবে রাশিকৃত সংক্ষিপ্তাকারে (পুঞ্জীভূত) যে সংগ্রহ; তাকে (সমষ্টিগতভাবে) পৃথিবীধাতু বলে।

১৭৪. তন্মধ্যে আপধাতু কাকে বলে? আপধাতু দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক আপধাতু কাকে বলে? যা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, আপ (সংসক্তি), আঠাল, আসঞ্জন (একত্রে সংবদ্ধ থাকা), আবদ্ধ, রূপের বন্ধনত্ব, অভ্যন্তরীণ, গৃহীত; যেমন : পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, ঘর্ম, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, সিকনি (নাসিকামল), লসিকা, মূত্র;

---

[1] ধাতু : "অত্তনো সভাবং ধারেন্তী'তি ধাতুযো"। যারা নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে, অর্থাৎ আত্মার স্বভাব ধারণ করে না, তারা ধাতু।

আরও অন্যান্য যা কিছু আছে (যা) অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, আপ, আঠাল, আসঞ্জন, আবদ্ধ, রূপের বন্ধনত্ব, অভ্যন্তরীণ, গৃহীত, ইহাকে আধ্যাত্মিক আপধাতু বলে।

তন্মধ্যে বাহ্যিক আপধাতু কাকে বলে? যা বাহ্যিক আপ, আঠাল, আসঞ্জন, আবদ্ধ, রূপের বন্ধনত্ব, বাহির, অগৃহীত; যেমন : মূলরস, কাণ্ডরস, ত্বকরস, পত্ররস, পুষ্পরস, ফলরস, দুধ, দই, ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু, গুড়, ভূমির বা আকাশের জলরাশি; আরও অন্যান্য যা কিছু আছে যা বাহ্যিক, আপ, আঠাল, আসঞ্জন, আবদ্ধ, রূপের বন্ধনত্ব, বাহির, অগৃহীত, ইহাকে বাহ্যিক আপধাতু বলে। যা আধ্যাত্মিক আপধাতু এবং যা বাহ্যিক আপধাতু তাদের একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে (পুঞ্জীভূত) যে সংগ্রহ; তাকে (সমষ্টিগতভাবে) আপধাতু বলে।

১৭৫. তন্মধ্যে তেজধাতু কাকে বলে? তেজধাতু দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক তেজধাতু কাকে বলে? যা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, তেজ (অগ্নি), তেজগত, উষ্ণ, উষ্ণতা, উত্তাপ, উত্তপ্ত, অভ্যন্তরীণ, গৃহীত; যেমন : যৎদ্বারা (কেউ) সন্তপ্ত (উত্তপ্ত) হয়, যৎদ্বারা কেউ জীর্ণ (জরাগ্রস্ত) হয়, যৎদ্বারা (কেউ) দগ্ধ হয়, যৎদ্বারা ভোজিত-পানকৃত-খাদিত-স্বাদিত আহার্যবস্তু সম্যকরূপে পরিপাক হয়; আরও অন্যান্য যা কিছু আছে যা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, তেজ, তেজগত, উষ্ণ, উষ্ণতা, উত্তাপ, উত্তপ্ত, অভ্যন্তরীণ, গৃহীত, ইহাকে আধ্যাত্মিক তেজধাতু বলে।

তন্মধ্যে বাহ্যিক তেজধাতু কাকে বলে? যা বাহ্যিক, তেজ, তেজগত, উষ্ণ, উষ্ণতা, উত্তাপ, উত্তপ্ত, বাহির, অগৃহীত; যেমন : কাষ্ঠাগ্নি, পলাল (খড়)-অগ্নি, তৃণাগ্নি, গোময়-অগ্নি, তুষ-অগ্নি, জঞ্জাল (আবর্জনা)-অগ্নি, বজ্র-অগ্নি (বৈদ্যুতিক-অগ্নি), অগ্নি-সন্তাপ, সূর্য-সন্তাপ, কাষ্ঠ-স্তূপ হতে উৎপন্ন সন্তাপ (উত্তাপ), তৃণ-স্তূপ হতে উৎপন্ন সন্তাপ, ধান্য-স্তূপ হতে উৎপন্ন সন্তাপ, পণ্য (মালপত্র)-স্তূপ হতে উৎপন্ন সন্তাপ; আরও অন্যান্য যা কিছু আছে যা বাহ্যিক, তেজ, তেজগত, উষ্ণ, উষ্ণতা, উত্তাপ, উত্তপ্ত, বাহির, অগৃহীত, ইহাকে বাহ্যিক তেজধাতু বলে। যা আধ্যাত্মিক তেজধাতু এবং যা বাহ্যিক তেজধাতু—তাদের একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে যে সংগ্রহ; তাকে (সমষ্টিগতভাবে) তেজধাতু বলে।

১৭৬. তন্মধ্যে বায়ুধাতু কাকে বলে? বায়ুধাতু দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক বায়ুধাতু কাকে বলে? যা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, বায়ু, বায়ুময়, রূপের অস্থিরতা বা চঞ্চলতা, অভ্যন্তরীণ, গৃহীত;

যেমন : শরীরস্থ ঊর্ধ্বগামী বায়ু (উদ্‌গার), অধঃগামী বায়ু, কুক্ষিশয় বায়ু (উদরাশ্রিত বায়ু), কোষ্ঠাশয় বায়ু (অন্ত্রাশ্রিত বায়ু), শরীরস্থ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চরণকারী বায়ু, শস্ত্রক-বায়ু,[1] ক্ষুরক-বায়ু,[2] উৎপলক-বায়ু,[3] আশ্বাস, প্রশ্বাস; আরও অন্যান্য যা কিছু যা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, বায়ু, বায়ুময়, রূপের অস্থিরতা, অভ্যন্তরীণ, গৃহীত, ইহাকে আধ্যাত্মিক বায়ুধাতু বলে।

তন্মধ্যে বাহ্যিক বায়ুধাতু কাকে বলে? যা বাহ্যিক বায়ু, বায়ুময়, রূপের বিচরণশীলতা, বাহির, অগৃহীত; যেমন : পূর্বদিকে প্রবাহিত বায়ু, পশ্চিম দিকে প্রবাহিত বায়ু, উত্তরদিকে প্রবাহিত বায়ু, দক্ষিণদিকে প্রবাহিত বায়ু, রজপূর্ণ (অবিশুদ্ধ) বায়ু, রজহীন (বিশুদ্ধ) বায়ু, শীতল বায়ু, উষ্ণ বায়ু, মৃদু বায়ু, প্রচণ্ড বায়ু, কালো বায়ু,[4] প্রলয়ঙ্কারী বায়ু (ঊর্ধ্ব আকাশে প্রবল বেগে প্রবাহিত বাতাস), পক্ষ বায়ু, (পাখির ডানার আঘাতে উৎপন্ন বায়ু), সুপর্ণ বা গরুড় পক্ষীর ডানার আঘাতে উৎপন্ন বায়ু, তালপাতার পাখার বায়ু, (অন্যান্য) পাখার বায়ু, আরও অন্যান্য যা কিছু আছে যা বাহ্যিক বায়ু, বায়ুপূর্ণ, রূপের বিচরণশীলতা, বাহির, (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে) অগৃহীত, ইহাকে বাহ্যিক বায়ুধাতু বলে। যা আধ্যাত্মিক বায়ুধাতু এবং যা বাহ্যিক বায়ুধাতু—তাদের একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে যে সংগ্রহ; তাকে (সমষ্টিগতভাবে) বায়ুধাতু বলে।

১৭৭. তন্মধ্যে আকাশধাতু কাকে বলে? আকাশধাতু দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যিক আছে। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক আকাশধাতু কাকে বলে? যা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, আকাশ, মুক্তস্থান বা ফাঁকাস্থান, শূন্য, শূন্যস্থান, বিবর (ছিদ্র), রন্ধ্র, রক্ত-মাংসের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট স্থান, অভ্যন্তরীণ, (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে) অগৃহীত। যেমন : কর্ণছিদ্র, নাসিকাছিদ্র, মুখদ্বার, (শরীরের) যেই শূন্যস্থান দ্বারা (প্রাণীগণ) ভোজিত-পানকৃত-খাদিত-স্বাদিত আহার্যবস্তু

---

[1] শস্ত্রক বায়ু: পালি সত্থকবাত। শরীরাভ্যন্তরে যেই সঞ্চিত বায়ু ছুরি কাঁচি প্রভৃতি শস্ত্র দ্বারা কাটার ন্যায় বিদ্ধ করতে থাকে, বাত বেদনা, মর্মান্তিক বা উগ্র কর্তনকারী বেদনা বা দৈহিক যন্ত্রণা।

[2] ক্ষুরক বায়ু : পালি খুরকবাত। ক্ষুর দ্বারা কর্তন করার ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে যে সঞ্চিত বায়ু বিদ্ধ করতে থাকে।

[3] উৎপলক বায়ু : পালি উপ্পলকবাত। শরীরের মধ্যে নরকযন্ত্রণা প্রদানকারী বাতাস বা বায়ু।

[4] কালো বায়ু : সাময়িক বাতাস, কালো মেঘের সহিত প্রবাহিত বায়ু।

গলাধঃকরণ করে, যেই শূন্য স্থানে ভোজিত-পানকৃত-খাদিত-স্বাদিত আহার্যবস্তু সংস্থিত হয়, যেই শূন্য স্থান দিয়ে সেই ভোজিত-পানকৃত-খাদিত স্বাদিত আহার্যবস্তু অধোভাগে নির্গমন করে; আরও অন্যান্য যাহা কিছু আছে যা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, আকাশ, ফাঁকাস্থান, শূন্য, শূন্যস্থান, বিবর, রন্ধ্র, রক্তমাংসের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট স্থান, অভ্যন্তরীণ, (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে) গৃহীত, ইহাকে আধ্যাত্মিক আকাশধাতু বলে।

তন্মধ্যে বাহ্যিক আকাশধাতু কাকে বলে? যা বাহ্যিক আকাশ, ফাঁকাস্থান, শূন্য, শূন্যস্থান, বিবর, রন্ধ্র, চারি-মহাভূতের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, বাহির, (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে) অগৃহীত, ইহাকে বাহ্যিক আকাশ ধাতু বলে। যা আধ্যাত্মিক আকাশ ধাতু এবং যা বাহ্যিক আকাশধাতু; তাদের একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে যে সংগ্রহ, তাকে (সমষ্টিগতভাবে) আকাশধাতু বলে।

১৭৮. তন্মধ্যে বিজ্ঞান-ধাতু কিরূপ? চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু,[1] শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই বিজ্ঞান-ধাতু। ইহাই ছয় প্রকার ধাতু।

১৭৯. অন্যভাবে ছয় প্রকার ধাতু—সুখধাতু, দুঃখধাতু, সৌমনস্যধাতু, দৌর্মনস্যধাতু, উপেক্ষাধাতু, অবিদ্যাধাতু।

১৮০. তন্মধ্যে সুখধাতু কাকে বলে? যা কায়িক (দৈহিক) স্বস্তি (শান্তি), কায়িক সুখ, কায়-সংস্পর্শজ স্বস্তি সুখ অনুভব (উপলব্ধি), কায়-সংস্পর্শজ স্বস্তি সুখ-বেদনা (অনুভূতি), ইহাকে সুখ ধাতু বলে।

তন্মধ্যে দুঃখধাতু কাকে বলে? যা কায়িক অস্বস্তি (অশান্তি), কায়িক দুঃখ, কায়-সংস্পর্শজ অস্বস্তি ও দুঃখ অনুভব, কায়-সংস্পর্শজ অস্বস্তি ও দুঃখ-বেদনা, ইহাকে দুঃখধাতু বলে।

---

[1] কুশল-অকুশলের বিপাক ভেদে দুই প্রকার চক্ষু-বিজ্ঞানই চক্ষু-বিজ্ঞানধাতু। দুই প্রকার শ্রোত্র-বিজ্ঞানই শ্রোত্র-বিজ্ঞানধাতু, তদ্রুপ ঘ্রাণ-বিজ্ঞানধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞানধাতু, কায়-বিজ্ঞানধাতু। এই পঞ্চ বিজ্ঞানকে "ধাতু" বলে কেন? অর্থকারেরা বলেন "যা নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে, অর্থাৎ আত্মার স্বভাব ধারণ করে না, তা-ই ধাতু। এই পঞ্চ বিজ্ঞানের স্বভাব স্ব স্ব বাস্তুর "কৃত্য-জানন"। চক্ষু-বিজ্ঞানের স্বভাব চক্ষু-বাস্তুর দর্শনকৃত্য অবগত হওয়া। চক্ষু ভিন্ন অন্য কিছুই এই দর্শনকৃত্য সম্পাদন করতে পারে না; এবং চক্ষু-বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনো বিজ্ঞান এই দর্শনকৃত্য অবগত হতে পারে না। এই দর্শন স্বভাব বিশিষ্টতার কারণে চক্ষুও "ধাতু" এবং দর্শনকৃত্য জানন বিশিষ্টতার কারণে চক্ষু-বিজ্ঞানও ধাতু। সেইরূপ অন্যান্য বিজ্ঞানধাতু বুঝতে হবে।

তন্মধ্যে সৌমনস্যধাতু কাকে বলে? যা চৈতসিক (মানসিক) স্বস্তি ও চৈতসিক সুখ, চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তি ও সুখ অনুভব, চিত্ত সংস্পর্শজ স্বস্তি ও সুখ-বেদনা, ইহাকে সৌমনস্যধাতু বলে।

তন্মধ্যে দৌর্মনস্যধাতু কাকে বলে? যা চৈতসিক অস্বস্তি ও চৈতসিক, দুঃখ, চিত্ত-সংস্পর্শজ অস্বস্তি ও দুঃখ অনুভব, চিত্ত-সংস্পর্শজ অস্বস্তি ও দুঃখ-বেদনা, ইহাকে দৌর্মনস্যধাতু বলে।

তন্মধ্যে উপেক্ষাধাতু কাকে বলে? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব (উপলব্ধি), চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা, ইহাকে উপেক্ষাধাতু বলে।

তন্মধ্যে অবিদ্যাধাতু কাকে বলে? যা অজ্ঞান, অদর্শন, অনুপলব্ধি, অননুবোধ, হৃদয়ঙ্গম করা হয় নাই এমন অবস্থা, অপ্রাপ্তি, অসংগ্রাহক, অবিচক্ষণতা, বিবেচনাহীনতা, অপ্রত্যবেক্ষণ বা অপর্যবেক্ষণ, অপ্রত্যক্ষ কর্ম, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, অসম্প্রজ্ঞান বা বোধশক্তিহীনতা, মোহ বা মূঢ়তা, প্রমোহ বা বিহ্বলতা, সম্মোহ, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা, অজ্ঞতার প্রবাহ, অবিদ্যা-যোগ (অজ্ঞানতা সংযোগ), অবিদ্যানুশয় বা অজ্ঞানতার অর্ন্তনিহিত প্রবণতা, অজ্ঞতার ঝোঁক, অজ্ঞানতারূপ অর্গল (প্রতিবন্ধক), মোহ অকুশলমূল, ইহাকে অবিদ্যাধাতু বলে। এগুলো হলো ছয় প্রকার ধাতু।

১৮১. অন্যভাবে ছয় প্রকার ধাতু—কামধাতু, ব্যাপাদ-ধাতু, বিহিংসা-ধাতু, নৈষ্ক্রম্যধাতু, অব্যাপাদ-ধাতু, অবিহিংসা-ধাতু।

১৮২. তন্মধ্যে কামধাতু কিরূপ? কাম প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ, মিথ্যা সংকল্প, ইহাকে কাম-ধাতু বলে। নিম্নে অবীচি নিরয় হতে ঊর্ধ্বে পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোক পর্যন্ত এই বিচরণক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, ইহাকে কামধাতু বলে।

তন্মধ্যে ব্যাপাদ-ধাতু কাকে বলে? ব্যাপাদ প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ, মিথ্যা সংকল্প, ইহাকে ব্যাপাদ-ধাতু বলে। দশ প্রকার আঘাতের (শত্রুতা বা বিদ্বেষ) কারণের মধ্যে চিত্তের যে আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ (দ্বেষ), প্রতিকূলতা, কোপ, প্রকোপ (প্রচণ্ডতা), সম্প্রকোপ (ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ), দ্বেষ (রাগ), বিদ্বেষ, অতিশয় ঘৃণা, চিত্তের রুক্ষতা (বদ্‌মেজাজ), মনের প্রদুষ্টতা, ক্রোধ, ক্রুদ্ধভাব, ক্ষোভ, অপকারেচ্ছা, বিকৃতি, ভ্রষ্টতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, বিরক্তি, বিরোধ, বিরোধিতা, হিংস্রতা, অসহিষ্ণুতা, চিত্তের নিরানন্দভাব, ইহাকে ব্যাপাদ-ধাতু বলে।

তন্মধ্যে বিহিংসা-ধাতু কাকে বলে? বিহিংসা প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই বিহিংসা-ধাতু। এখানে কোনো একজন হস্ত দ্বারা বা ডেলা (মৃত্তিকা বা পাথর খণ্ড) দ্বারা, দণ্ড (লাঠি) দ্বারা, শস্ত্র (তলোয়ার) দ্বারা বা রজ্জু (দড়ি) দ্বারা বা যেকোনো অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অপরাপর সত্ত্বগণকে আঘাত করে; যা এরূপ উৎপীড়ন, অত্যাচার, হিংসা, অনিষ্টকরণ, রোষ, আঘাতকরণ (ঝগড়া-বিবাদ), অপরের প্রতি আঘাত, ইহাকে বিহিংসা-ধাতু বলে।

তন্মধ্যে নৈষ্ক্রম্যধাতু কাকে বলে? নৈষ্ক্রম্য প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ, সম্যক সংকল্প, ইহাকে নৈষ্ক্রম্য (সাংসারিক কামনা-বাসনা ত্যাগ) ধাতু বলে। অধিকন্তু সমস্ত কুশল ধর্মই নৈষ্ক্রম্যধাতু।

তন্মধ্যে অব্যাপাদ-ধাতু কাকে বলে? অব্যাপাদ প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ, সম্যক সংকল্প, ইহাকে অব্যাপাদ-ধাতু বলে। যা সত্ত্বগণের প্রতি মিত্রতা, বন্ধুত্ব, উপচিকীর্ষা (পরোপকারের ইচ্ছা), সৌহার্দ্য (সখ্যতা), মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি; ইহাই অব্যাপাদ-ধাতু।

তন্মধ্যে অবিহিংসা-ধাতু কাকে বলে? অবিহিংসা প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ, সম্যক (যথার্থ)-সংকল্প, ইহাকে অবিহিংসা-ধাতু বলে। যা সত্ত্বগণের প্রতি করুণা (দয়া), পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, সহানুভূতি, করুণা-চিত্তবিমুক্তি; ইহাই অবিহিংসা-ধাতু। এগুলি হলো ছয় প্রকার ধাতু।

এভাবে এই তিনটি ছক্ক (ছয় প্রকার ধাতুগুচ্ছ)-এর একত্রিতভাবে রাশিকৃত, সংক্ষিপ্তাকারে যে সংগ্রহ তাকে (সমষ্টিগতভাবে) আঠারো (অষ্টাদশ) প্রকার ধাতু বলে।

[সূত্র অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন

১৮৩. আঠারো প্রকার ধাতু—চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু, শ্রোত্রধাতু, শব্দধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়ধাতু, স্পৃশ্যধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু, মনোধাতু, ধর্মধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু।

১৮৪. তন্মধ্যে চক্ষুধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতকে ভিত্তি করে উৎপন্ন

চক্ষু প্রসাদ, যা দেহাশ্রিত, অদৃশ্যমান, সপ্রতিঘ (সংঘর্ষণভাবাপন্ন); সেই অনিদর্শন সপ্রতিঘ চক্ষু দ্বারা... পূর্ববৎ... (১৫৬নং প্যারা দেখুন)... ইহাই শূন্য গ্রাম, ইহাকে চক্ষুধাতু বলা হয়।

তন্মধ্যে রূপধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতের ভিত্তিতে উৎপন্ন যেই রূপ বর্ণসদৃশ (বর্ণনিভ)... পূর্বোক্ত (১৬২ নং প্যরা দেখুন)... ইহাই রূপধাতু। ইহাকে রূপধাতু বলে।

তন্মধ্যে চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু কাকে বলে? চক্ষু এবং রূপের প্রত্যয়ে (কারণে) উৎপন্ন চিত্ত, মন, মানস (স্মরণক্রিয়া), হৃদয় (অর্থাৎ মনন বা অন্তর), প্রভাস্বর (অর্থাৎ চিত্ত), মন, মনায়তন মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তজ্জাত (তদুৎপন্ন) চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু বলে।

তন্মধ্যে শ্রোত্রধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতের ভিত্তিতে উৎপন্ন শ্রোত্র প্রসাদ, যা দেহাশ্রিত, অদৃশ্যমান, সপ্রতিঘ; সেই অদৃশ্যমান, সপ্রতিঘ শ্রোত্র দ্বারা... পূর্বোক্ত (১৫৭ নং প্যারা দেখুন)... ইহাই শূন্য গ্রাম, ইহাকে শ্রোত্রধাতু বলে।

তন্মধ্যে শব্দধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন যেই শব্দ অদৃশ্য, সপ্রতিঘ... পূর্বোক্ত (১৬৩ নং প্যারা দেখুন)... ইহাই শব্দধাতু, ইহাকে শব্দধাতু বলে।

তন্মধ্যে শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু কাকে বলে? শ্রোত্র এবং শব্দের প্রত্যয়ে উৎপন্ন চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর (অর্থাৎ চিত্ত), মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু বলে।

তন্মধ্যে ঘ্রাণধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন ঘ্রাণ-প্রসাদ যা দেহাশ্রিত, অদৃশ্যমান, সপ্রতিঘ; সেই অদৃশ্যমান সপ্রতিঘ ঘ্রাণ-দ্বারা... পূর্বোক্ত (প্যারা নং ১৫৮ নং দেখুন)... ইহাই শূন্য গ্রাম, ইহাকে ঘ্রাণধাতু বলে।

তন্মধ্যে গন্ধধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন যেই গন্ধ অদৃশ্য, সপ্রতিঘ... (১৬৪ নং প্যারা)... ইহাই গন্ধধাতু, ইহাকে গন্ধধাতু বলে।

তন্মধ্যে ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু কাকে বলে? ঘ্রাণ এবং গন্ধের প্রত্যয়ে উৎপন্ন চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর, মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, এবং তদুৎপন্ন ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু

বলে।

তন্মধ্যে জিহ্বাধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন জিহ্বা-প্রসাদ যা দেহাশ্রিত, অদৃশ্যমান, সপ্রতিঘ; সেই অদৃশ্যমান, সপ্রতিঘ জিহ্বা দ্বারা... পূর্বোক্ত (১৫৯ নং প্যারা)... ইহাই শূন্য গ্রাম, ইহাকে জিহ্বাধাতু বলে।

তন্মধ্যে রসধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন যেই রস অদৃশ্য, সপ্রতিঘ... পূর্বোক্ত (১৬৫ নং প্যারা)... ইহাই রসধাতু, ইহাকে রসধাতু বলে।

তন্মধ্যে জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু কাকে বলে? জিহ্বা এবং রসের প্রত্যয়ে উৎপন্ন চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর, মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু বলে।

তন্মধ্যে কায়ধাতু কাকে বলে? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন কায়-প্রসাদ যা দেহাশ্রিত, অদৃশ্যমান, সপ্রতিঘ; সেই অদৃশ্যমান, সপ্রতিঘ কায় দ্বারা... পূর্বোক্ত (১৬০ নং প্যারা)... ইহাই শূন্য গ্রাম, ইহাকে কায়ধাতু বলে।

তন্মধ্যে স্পৃশ্যধাতু কাকে বলে? পৃথিবী ধাতু... ইহাই স্পৃশ্যধাতু; ইহাকে স্পৃশ্যধাতু বলে।

তন্মধ্যে কায়-বিজ্ঞান-ধাতু কাকে বলে? কায় এবং স্পৃশ্যের প্রত্যয়ে (কারণে) উৎপন্ন চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর (অর্থাৎ চিত্ত), মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন কায়-বিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে কায়-বিজ্ঞান-ধাতু বলে।

তন্মধ্যে মনোধাতু[1] কাকে বলে? চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হওয়ার পর সমনন্তরে (অর্থাৎ ঠিক পর মুহূর্তে) চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর (অর্থাৎ চিত্ত), মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন মনোধাতু উৎপন্ন হয়; শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু... পূর্বোক্ত... ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু... পূর্ববৎ... জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু... পূর্বোক্ত... কায়-বিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হওয়ার পর সমনন্তরে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর

---

[1] মনোধাতু : পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত এবং সম্প্রতীচ্ছ চিত্তদ্বয়ের সাধারণ নাম মনোধাতু। এই চিত্তত্রয় 'মনন' স্বভাববিশিষ্ট কী মনন করে? পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত 'মনস্কারের' নির্দেশিত রূপাদি আলম্বন মনন করে; সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত পঞ্চ বিজ্ঞান গৃহীত আলম্বন মনন করে। এইরূপ মনন স্বভাববিশিষ্ট বলে এই তিন চিত্ত 'মনোধাতুত্রিক'।

(অর্থাৎ চিত্ত), মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন মনোধাতু উৎপন্ন হয়; অধিকন্তু সমস্ত ধর্মের প্রতি প্রথম মনোনিবেশের সময় চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর (অর্থাৎ চিত্ত), মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন মনোধাতু উৎপন্ন হয়, ইহাকে মনোধাতু বলে।

তন্মধ্যে ধর্মধাতু কাকে বলে? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ এবং ধর্মায়তন সংশ্লিষ্ট অনিদর্শন (অদৃশ্য)-অপ্রতিঘ (সংঘর্ষণহীন) রূপ ও অসংস্কৃত ধাতু।

তন্মধ্যে বেদনাস্কন্ধ কিরূপ? এক প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে বেদনাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... পূর্বোক্ত (৩৪ নং প্যারা)... এভাবে দশ প্রকারে বেদনাস্কন্ধ... পূর্বোক্ত (৩৫-৬১ নং প্যারা)... এভাবে বহু প্রকারে বেদনাস্কন্ধ। ইহাকে বেদনাস্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে সংজ্ঞাস্কন্ধ কাকে বলে? এক প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... পূর্বোক্ত (৬২ নং প্যারা)... এভাবে দশ প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ... পূর্বোক্ত (৬৩-৯১ নং প্যারা)... এভাবে বহু প্রকারে সংজ্ঞাস্কন্ধ। ইহাকে সংজ্ঞাস্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে সংস্কারস্কন্ধ কাকে বলে? এক প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—হেতু আছে, অহেতু আছে। তিন প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে... পূর্বোক্ত (৯২ নং প্যারা)... এভাবে দশ প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ... পূর্বোক্ত (৯৩-১২০ নং প্যারা)... এভাবে বহু প্রকারে সংস্কারস্কন্ধ, ইহাকে সংস্কারস্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে ধর্মায়তন সংশ্লিষ্ট অনিদর্শন-অপ্রতিঘ রূপ কাকে বলে? স্ত্রী-ইন্দ্রিয়... পূর্বোক্ত ৭. (ক) নং প্যারা)... কবলীকৃত আহার, ইহাকে ধর্মায়তন সংশ্লিষ্ট অনিদর্শন-অপ্রতিঘ রূপ বলে।

তন্মধ্যে অসংস্কৃতধাতু কাকে বলে? রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়, ইহাকে অসংস্কৃতধাতু বলে। ইহাই ধর্মধাতু।

তন্মধ্যে মনোবিজ্ঞান-ধাতু[1] কাকে বলে? চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়ে

---

[1] মনোবিজ্ঞান-ধাতু : চক্ষু-বিজ্ঞানাদি দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান ও মনোধাতুত্রিক ব্যতীত অবশিষ্ট

নিরুদ্ধ হওয়ার পর সমনন্তরে মনোধাতু উৎপন্ন হয়, মনোধাতু উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হলে সমনন্তরে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর, মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু... পূর্ববৎ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু... পূর্বোক্ত... জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু... পূর্বোক্ত... কায়-বিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হলে সমনন্তরে মনোধাতু উৎপন্ন হয়, মনোধাতু, উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হলে (তৎ) সমনন্তরে চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর, মন মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; মন এবং ধর্মের প্রত্যয়ে (কারণে) চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর, মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহাকে মনোবিজ্ঞান-ধাতু বলে।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ)

১৮৫. আঠারো প্রকার ধাতু—চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু, শ্রোত্রধাতু, শব্দধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়ধাতু, স্পৃশ্যধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু, মনধাতু, ধর্মধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু।

১৮৬. আঠারো প্রকার ধাতুর মধ্যে কয়টি কুশল, কয়টি অকুশল, কয়টি অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কয়টি সরণ (অশান্ত), কয়টি অরণ (শান্ত)?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

১৮৭. ষোলো প্রকার ধাতু অব্যাকৃত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। দশ প্রকার ধাতু সম্পর্কে এরূপ বলা অনুচিত : (উহারা) "সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত"। পাঁচ প্রকার ধাতু অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত। কায়-বিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত।

অর্থাৎ ২১ কুশল চিত্ত, ১২ অকুশল চিত্ত, ২৪ বিপাক চিত্ত এবং ১৯ ক্রিয়াচিত্ত—এই ৭৬ প্রকার চিত্তের সাধারণ নাম 'মনোবিজ্ঞান-ধাতু'। কারণ তাদের সকলের একই স্বভাব—'আলম্বন বিজানন'।

মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত। ধর্ম-ধাতু কখনো কখনো সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা অর্থাৎ ধর্মধাতু) "সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত" বা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত"।

দশ প্রকার ধাতু বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। পাঁচ প্রকার ধাতু বিপাক। মনোধাতু কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও (স্বভাব) নহে।

দশ প্রকার ধাতু উপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে গৃহীত)-উপাদানীয় (উপাদানের বা দৃঢ় আসক্তির আলম্বন বা বিষয়)। শব্দধাতু অনুপাদিন্ন (অগৃহীত)-উপাদানীয়। পাঁচ প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় (আসক্তির বিষয় নহে)।

ষোলো প্রকার ধাতু অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। পনেরো প্রকার ধাতু অবিতর্ক-অবিচার। মনোধাতু সবিতর্ক-সবিচার। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। ধর্মধাতু কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ধর্মধাতু) "সবিতর্ক-সবিচার" অথবা "অবিতর্ক-বিচারমাত্র" অথবা "অবিতর্ক-অবিচার"। দশ প্রকার ধাতু সম্পর্কে এরূপ বলা অনুচিত : (উহারা) "প্রীতিসহগত" অথবা "সুখসহগত" অথবা "উপেক্ষাসহগত"। পাঁচ প্রকার ধাতু উপেক্ষাসহগত, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু প্রীতিসহগত নহে, কখনো কখনো সুখসহগত, উপেক্ষাসহগত নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "সুখসহগত"। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। কখনো কখনো বলা অনুচিত : প্রীতিসহগত, অথবা সুখসহগত, অথবা

উপেক্ষাসহগত।

ষোলো প্রকার ধাতু দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। ষোলো প্রকার ধাতু দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। ষোলো প্রকার ধাতু আচয়গামীও (পুনর্জন্মের সঞ্চয়কারী) নহে, অপচয়গামীও (পুনর্জন্মের ধ্বংসকারী) নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো আচয়গামী, কখনো কখনো অপচয়গামী। কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে। ষোলো প্রকার ধাতু শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো কখনো অশৈক্ষ্য। কখনো কখনো শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে।

ষোলো প্রকার ধাতু পরিত্ত (সামান্য)। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো পরিত্ত, কখনো কখনো মহদ্‌গত (অসামান্য), কখনো কখনো অপ্রমাণ (সীমাহীন)। দশ প্রকার ধাতু অনালম্বন। ছয় প্রকার ধাতু পরিত্তালম্বন। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো পরিত্তালম্বন, কখনো কখনো মহদ্‌গত-আলম্বন, কখনো কখনো অপ্রমাণ-আলম্বন। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (এরা) "পরিত্ত-আলম্বন" বা "মহদ্‌গত-আলম্বন" বা "অপ্রমাণ-আলম্বন"। ষোলো প্রকার ধাতু মধ্যম। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো হীন, কখনো কখনো মধ্যম, কখনো কখনো উত্তম (প্রণীত)। ষোলো প্রকার ধাতু অনিয়ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো মিথ্যায় নিয়ত, কখনো কখনো সম্যক বিষয়ে নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত।

দশ প্রকার ধাতু অনালম্বন। ছয় প্রকার ধাতু সম্পর্কে এরূপ বলা অনুচিত : (এরা) মার্গ-আলম্বন অথবা মার্গ-হেতুক অথবা মার্গ-অধিপতি। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো মার্গ-আলম্বন, কখনো কখনো মার্গ-হেতুক, কখনো কখনো মার্গ-অধিপতি। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (এরা) মার্গ-আলম্বন অথবা মার্গ- হেতুক অথবা মার্গ-অধিপতি। দশ প্রকার ধাতু কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল (উৎপন্ন হবার কারণ-যুক্ত)। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (এরা) অনুৎপন্ন। শব্দধাতু কখনো কখনো

উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) উৎপত্তিশীল। ছয় প্রকার ধাতু কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। ধর্মধাতু কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) উৎপন্ন বা অনুৎপন্ন বা উৎপত্তিশীল। সতেরো প্রকার ধাতু কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। ধর্মধাতু কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) অতীত অথবা অনাগত অথবা বর্তমান। দশ প্রকার ধাতু অনালম্বন। ছয় প্রকার ধাতু বর্তমান-আলম্বন। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো অতীত-আলম্বন, কখনো কখনো অনাগত-আলম্বন, কখনো কখনো বর্তমান-আলম্বন। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) অতীত-আলম্বন অথবা অনাগত-আলম্বন অথবা বর্তমান-আলম্বন। (সকল ধাতু) কখনো কখনো আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ), কখনো কখনো বাহ্যিক, কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক।

দশ প্রকার ধাতু অনালম্বন। ছয় প্রকার ধাতু কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-আলম্বন, কখনো কখনো বাহ্যিক-আলম্বন, কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-আলম্বন, কখনো কখনো বাহ্যিক-আলম্বন, কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক-আলম্বন। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) আধ্যাত্মিক-আলম্বন অথবা বাহ্যিক-আলম্বন অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আলম্বন। রূপধাতু সনিদর্শন-সপ্রতিঘ। নয় প্রকার ধাতু অনিদর্শন-সপ্রতিঘ। আট প্রকার ধাতু অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

১৮৮. সতেরো প্রকার ধাতু হেতু নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো হেতু, কখনো কখনো হেতু নহে। ষোলো প্রকার ধাতু অহেতুক। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সহেতুক, কখনো কখনো অহেতুক। ষোলো প্রকার ধাতু হেতু-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-বিপ্রযুক্ত। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) “হেতু অথচ (অধিকন্তু) সহেতুক” অথবা “সহেতুক কিন্তু হেতু নহে”। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (ইহা) “হেতু অথচ সহেতুক” কখনো কখনো সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত :

(ইহা) সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো হেতু অথচ সহেতুক, কখনো কখনো সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "হেতু অথচ সহেতুক" অথবা "সহেতুক কিন্তু হেতু নহে"। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত" অথবা "হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু অথচ (অধিকন্তু) হেতু-সম্প্রযুক্ত" অথবা "হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে"। ষোলো প্রকার ধাতু হেতু নহে, অহেতুক। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো হেতু নহে, সহেতুক। কখনো কখনো হেতু নহে, অহেতুক। ধর্মধাতু কখনো কখনো হেতু নহে, সহেতুক। কখনো কখনো হেতু নহে, অহেতুক। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা "হেতু নহে, অহেতুক"।

সতেরো প্রকার ধাতু সপ্রত্যয়। ধর্মধাতু কখনো কখনো সপ্রত্যয়, কখনো কখনো অপ্রত্যয়। সতেরো প্রকার ধাতু সংস্কৃত। ধর্মধাতু কখনো কখনো সংস্কৃত, কখনো কখনো অসংস্কৃত। রূপধাতু সনিদর্শন। সতেরো প্রকার ধাতু অনিদর্শন (অদৃশ্যমান)। দশ প্রকার ধাতু সপ্রতিঘ। আট প্রকার ধাতু অপ্রতিঘ। দশ প্রকার ধাতু রূপ। সাত প্রকার ধাতু অরূপ। ধর্মধাতু কখনো কখনো রূপ, কখনো কখনো অরূপ। ষোলো প্রকার ধাতু লোকিয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। (সকল প্রকার ধাতু) কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে।

সতেরো প্রকার ধাতু আসব নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো আসব, কখনো কখনো আসব নহে। ষোলো প্রকার ধাতু সাসব। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সাসব, কখনো কখনো অনাসব। ষোলো প্রকার ধাতু আসব-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে (এরূপ) বলা অনুচিত : (উহারা) আসব অথচ সাসব, সাসব কিন্তু আসব নহে। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) আসব অথচ সাসব, কখনো কখনো সাসব কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : সাসব কিন্তু আসব নহে।

ধর্মধাতু কখনো কখনো আসব অথচ সাসব, কখনো কখনো সাসব কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ধর্মধাতু) "আসব অথচ সাসব" অথবা "সাসব কিন্তু আসব নহে"।

যোলো প্রাকর ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : "আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত" অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। ধর্মধাতু কখনো কখনো আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত" অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। যোলো প্রকার ধাতু আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব" অথবা "আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব"।

সতেরো প্রকার ধাতু সংযোজন নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো সংযোজন, কখনো কখনো সংযোজন নহে। যোলো প্রকার ধাতু সংযোজনীয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সংযোজনীয়, কখনো কখনো অসংযোজনীয়। যোলো প্রকার ধাতু সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। যোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, সংযোজনীয় অথচ সংযোজন নহে। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো সংযোজন অথচ সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "সংযোজন অথচ সংযোজনীয়" অথবা "সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে"। যোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত" অথবা "সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত

কিন্তু সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : “সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত” অথবা “সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে”। ষোলো প্রকার ধাতু সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয়। কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, অসংযোজনীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : “সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয়” অথবা “সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, অসংযোজনীয়”।

সতেরো প্রকার ধাতু গ্রন্থি নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো গ্রন্থি, কখনো কখনো গ্রন্থি নহে। ষোলো প্রকার ধাতু গ্রন্থিনীয় (গ্রন্থির আলম্বন বা বিষয়)। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো অগ্রন্থিনীয়। ষোলো প্রকার ধাতু গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে (এরূপ) বলা অনুচিত : (উহারা) গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়, গ্রন্থিনীয় অথচ গ্রন্থি নহে। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) “গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে”। ধর্মধাতু কখনো কখনো গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ধর্মধাতু) “গ্রন্থি অথচ গ্রন্থিনীয়” অথবা “গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে”। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) “গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত” অথবা “গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে”। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) “গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত” অথবা “গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে”। ষোলো প্রকার ধাতু গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, গ্রন্থিনীয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, গ্রন্থিনীয়। কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, অগ্রন্থিনীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : “গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, গ্রন্থিনীয়” অথবা “গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, অগ্রন্থিনীয়”।

সতেরো প্রকার ধাতু ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো নীবরণ, কখনো কখনো নীবরণ নহে। ষোলো প্রকার ধাতু নীবরণীয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো নীবরণীয়, কখনো কখনো অনীবরণীয়। ষোলো প্রকার ধাতু নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো

কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (ইহারা) নীবরণ অথচ (অধিকন্তু) নীবরণীয়, নীবরণীয় কিন্তু নীবরণ নহে। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহা) নীবরণ অথচ নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণীয় কিন্তু নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো নীবরণ অথচ নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণীয় অথচ নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "নীবরণ অথচ নীবরণীয়" অথবা "নীবরণ কিন্তু নীবরণ নহে"। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : "নীবরন অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : "নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত" কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে"। ধর্মধাতু কখনো কখনো নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে"। ষোলো প্রকার ধাতু নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, নীবরণীয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, নীবরণীয়। কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, অনীবরণীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, নীবরণীয়" অথবা নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, অনীবরণীয়"।

[... নীবরণের মত করে জানতে হবে]

সতেরো প্রকার ধাতু পরামাস (বিকৃত মত) নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো পরামাস, কখনো কখনো পরামাস নহে। ষোলো প্রকার ধাতু পরামৃষ্ট (বিকৃত মতের আলম্বন বা বিষয়)। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো পরামৃষ্ট, কখনো কখনো অপরামৃষ্ট। ষোলো প্রকার ধাতু পরামাস-বিপ্রযুক্ত। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। ধর্মধাতু কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) "পরামাস-সম্প্রযুক্ত" অথবা পরামাস-বিপ্রযুক্ত"। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (উহারা) "পরামাস অথচ পরামৃষ্ট, পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (ইহা) "পরামাস অথচ পরামৃষ্ট" কখনো কখনো পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে"। ধর্মধাতু কখনো কখনো পরামাস

অথচ পরামৃষ্ট, কখনো কখনো পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "পরামাস অথচ পরামৃষ্ট" অথবা "পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে"। ষোলো প্রকার ধাতু পরামাস-বিপ্রযুক্ত, পরামৃষ্ট। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত, পরামৃষ্ট। কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত, অপরামৃষ্ট। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহারা) "পরামাস-বিপ্রযুক্ত, পরামৃষ্ট" অথবা "পরামাস-বিপ্রযুক্ত, অপরামৃষ্ট"।

দশ প্রকার ধাতু অনালম্বন (আলম্বন গ্রহণ করে না)। সাত প্রকার ধাতু সালম্বন (অর্থাৎ আলম্বন গ্রহণ করে বা আলম্বন আছে)। ধর্মধাতু কখনো কখনো সালম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন। সাত প্রকার ধাতু চিত্ত। একাদশ প্রকার ধাতু চিত্ত নহে। সতেরো প্রকার ধাতু অচৈতসিক। ধর্মধাতু (চিত্তবৃত্তি) কখনো কখনো চৈতসিক, কখনো কখনো অচৈতসিক। দশ প্রকার ধাতু চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। কখনো কখনো চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। সাত প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : (ইহারা) "চিত্তের সাথে সম্প্রযুক্ত" অথবা "চিত্ত হতে বিপ্রযুক্ত"। দশ প্রকার ধাতু চিত্ত-বিসংশ্লিষ্ট (অসংশ্লিষ্ট)। ধর্মধাতু কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট নহে। সাত প্রকার ধাতু সম্পর্কে বলা অনুচিত : "চিত্তের সাথে সংশ্লিষ্ট" অথবা "চিত্ত হতে অসংশ্লিষ্ট"।

দ্বাদশ (বার) প্রকার ধাতু চিত্ত-সমুত্থান (চিত্তের দ্বারা উৎপন্ন বা উদ্ভূত) নহে। ছয় প্রকার ধাতু কখনো কখনো চিত্ত-সমুত্থান, কখনো কখনো চিত্তসমুত্থান নহে। সতেরো প্রকার ধাতু চিত্ত-সহোৎপন্ন (সহাবস্থানকারী) নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো চিত্ত-সহোৎপন্ন, কখনো কখনো চিত্ত-সহোৎপন্ন নহে। সতেরো প্রকার ধাতু চিত্তানুপরিবর্তনকারী নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তনকারী, কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তনকারী নহে। সতেরো প্রকার ধাতু চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। সতেরো প্রকার ধাতু চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহোৎপন্ন নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহোৎপন্ন, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহোৎপন্ন নহে। সতেরো প্রকার ধাতু চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তনকারী নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তনকারী, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তনকারী নহে। বার প্রকার ধাতু আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীন)। ছয় প্রকার ধাতু বাহ্যিক।

নয় প্রকার ধাতু উপাদা (অর্থাৎ চারি মহাভূতোৎপন্ন), আট প্রকার ধাতু

উপাদা নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো উপাদা, কখনো কখনো উপাদা নহে।

দশ প্রকার ধাতু উপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও দৃষ্টিবশে গৃহীত)। শব্দধাতু অনুপাদিন্ন (অগৃহীত)। সাত প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপাদিন্ন, কখনো কখনো উপাদিন্ন নহে। সতেরো প্রকার ধাতু উপাদান নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো উপাদান, কখনো কখনো উপাদান নহে। ষোলো প্রকার ধাতু উপাদানীয় (উপাদানের বা আসক্তির আলম্বন বা বিষয়)। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদানীয়। ষোলো প্রকার ধাতু উপাদান-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহারা) "উপাদান অথচ উপাদানীয়, উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) "উপাদান অথচ উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে"। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে"। ধর্মধাতু কখনো কখনো উপাদান অথচ উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "উপাদান অথচ উপাদানীয়" অথবা "উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে"।

ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহারা) "উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত" অথবা "উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে এরূপ বলা অনুচিত : (ইহা) "উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে"। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে"। ধর্মধাতু কখনো কখনো উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত" অথবা "উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে"। ষোলো ধাতু উপাদান-বিপ্রযুক্ত, উপাদানীয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত, উপাদানীয়। কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত, অনুপাদানীয়। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহারা) "উপাদান-বিপ্রযুক্ত, উপাদানীয়" অথবা "উপাদান-বিপ্রযুক্ত, অনুপাদানীয়"।

সতেরো প্রকার ধাতু ক্লেশ নহে। ধর্মধাতু কখনো কখনো ক্লেশ, কখনো কখনো ক্লেশ নহে। ষোলো প্রকার ধাতু সংক্লেশিক। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লেশিক। ষোলো প্রকার ধাতু

অসংক্লিষ্ট। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট। ষোলো প্রকার ধাতু ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহারা) "ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, কখনো কখনো সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে"। ধর্মধাতু কখনো কখনো ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক, কখনো কখনো সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক" অথবা "সংক্লেশিক অথচ ক্লেশ নহে"।

ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহারা) "ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট" অথবা "সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) "ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট" কখনো কখনো (ইহা) সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে"। ধর্মধাতু কখনো কখনো ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট" অথবা "সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে"। ষোলো প্রকার ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে"। মনোবিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো (ইহা) ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে"। ধর্মধাতু কখনো কখনো ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহা) "ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত" অথবা "ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে"। ষোলো প্রকার ধাতু ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত, সংক্লেশিক। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত, সংক্লেশিক। কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত, অসংক্লেশিক। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (ইহারা) "ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত, সংক্লেশিক" অথবা "ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত, অসংক্লেশিক"।

ষোলো প্রকার ধাতু দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। ষোলো প্রকার ধাতু ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো

ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। ষোলো প্রকার ধাতু দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। ষোলো প্রকার ধাতু ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে।

পনেরো প্রকার ধাতু অবিতর্ক। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। পনেরো প্রকার ধাতু অবিচার। মনোধাতু সবিচার। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। ষোলো প্রকার ধাতু অপ্রীতিক। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। ষোলো প্রকার ধাতু প্রীতিসহগত নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। পনেরো প্রকার ধাতু সুখসহগত নহে। তিন প্রকার ধাতু কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। একাদশ (এগার) প্রকার ধাতু উপেক্ষাসহগত নহে। পাঁচ প্রকার ধাতু উপেক্ষাসহগত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে।

ষোলো প্রকার ধাতু কামাবচর। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো কামাবচর, কখনো কখনো কামাবচর নহে। ষোলো প্রকার ধাতু রূপাবচর নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো রূপাবচর, কখনো কখনো রূপাবচর নহে। ষোলো প্রকার ধাতু অরূপাবচর নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো অরূপাবচর, কখনো কখনো অরূপাবচর নহে। ষোলো প্রকার ধাতু সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লৌকিক)। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর)। ষোলো প্রকার ধাতু অনিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীত করে না)। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো নিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীত করে), কখনো কখনো অনিয়্যানিক। ষোলো প্রকার ধাতু অনিয়ত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। ষোলো প্রকার ধাতু সউত্তর। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সউত্তর, কখনো কখনো অনুত্তর। ষোলো প্রকার ধাতু অরণ (শান্ত)। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো সরণ (অশান্ত), কখনো কখনো অরণ।

[প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পর্ব প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত[

[ধাতু-বিভঙ্গ ধাতু বিশ্লেষণ সমাপ্ত]

৪. সত্য বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ

১৮৯. চার প্রকার আর্যসত্য[1]—দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখসমুদয় (দুঃখের কারণ) আর্যসত্য, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য, দুঃখনিরোধের উপায় আর্যসত্য।

১. দুঃখ সত্য

১৯০. তন্মধ্যে দুঃখ আর্যসত্য কাকে বলে? জন্মও দুঃখ, জরাও দুঃখ, মরণও দুঃখ, শোক-রোদন-কায়িক যন্ত্রণা, মানসিক যন্ত্রণা, হাহুতাশও দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়-বিচ্ছেদ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ।

১৯১. তন্মধ্যে জন্ম কাকে বলে? ভিন্ন ভিন্ন (সেই সেই) সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বনিকায়ে যে জন্মগ্রহণ, উৎপত্তি, অবতরণ, প্রকাশ, স্কন্ধসমূহের প্রাদুর্ভাব, আয়তনসমূহ লাভ—একে জন্ম বলে।

১৯২. তন্মধ্যে জরা কাকে বলে? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বনিকায়ে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের যে জরাজীর্ণতা, খণ্ডদন্ততা, পলিতকেশতা, লোলচর্মতা, আয়ুক্ষয়, ইন্দ্রিয়-পরিপক্বতা—একেই জরা বলে।

১৯৩. তন্মধ্যে মরণ কাকে বলে? যে কোনো জন্মে জীবন হতে সত্ত্বের যে চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্তি, স্কন্ধসমূহের ভঙ্গ, কলেবর নিক্ষেপ এবং জীবিতীন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ—একেই মরণ বলে।

১৯৪. তন্মধ্যে শোক কাকে বলে? জ্ঞাতি পরিহানি বা ভোগ পরিহানি বা রোগ পরিহানি বা শীল পরিহানি বা দৃষ্টি পরিহানি বা অন্যান্য পরিহানিজনিত দুর্দশাগ্রস্ত ও শারীরিক দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে শোক, শোচনা, শোক গ্রস্ততা, অন্তঃশোক, অন্তঃপরিশোক, চিত্তের প্রদাহ, দৌর্মনস্য, শোকশৈল্য—একেই শোক বলে।

১৯৫. তথায় পরিদেবন (বিলাপ) কাকে বলে? জ্ঞাতি পরিহানি বা ভোগপরিহানি বা রোগ পরিহানি বা শীল পরিহানি বা দৃষ্টি পরিহানি বা

---

[1] আর্যসত্য : আর্য অর্থ সম্ভ্রান্ত, শ্রেষ্ট, পবিত্র, উত্তম, আদর্শস্থানীয় বিশেষার্থে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে আট আর্য পুদ্গল। বৌদ্ধ সাহিত্যে আর্য শব্দটিকে পূতচরিত্র বুদ্ধ ও জীবন্মুক্তগণের সাধারণ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হয়েছে। আর্যসত্য অর্থ শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র সত্য। অর্থাৎ আর্যকর্তৃক উপলব্ধ, প্রকাশিত ও আর্যভূমিতে পরিচালনাকারী সত্য।

অন্যান্য পরিহানিজনিত দুর্দশাগ্রস্ত ও শারীরিক দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে বিলাপ, রোদন, ক্রন্দন, কান্নায় ভেঙ্গে পড়া, কান্নায় গড়াগড়ি দেওয়া, রোদনে সংজ্ঞাহীন হওয়া, আর্তনাদ করা , আর্তনাদ গ্রস্ততা, প্রলাপ বকা, অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন, খেদ প্রকাশ—একেই পরিদেবন বলে।

১৯৬. তথায় দুঃখ (শারীরিক কষ্ট) কাকে বলে? যা কায়িক (দৈহিক) অস্বস্তি (অশান্তি), কায়িক কষ্ট; কায়সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখজনক অভিজ্ঞতা; কায়সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখজনক (কষ্টকর) অনুভূতি—একে দুঃখ বলে।

১৯৭. তথায় দৌর্মনস্য (মানসিক অশান্তি) কাকে বলে? যা চৈতসিক (মানসিক) অস্বস্তি, চৈতসিক দুঃখ (কষ্ট), চিত্ত সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভূতি—একে দৌর্মনস্য বলে।

১৯৮. তথায় ক্ষোভ বা হাহুতাশ কাকে বলে? জ্ঞাতি পরিহানি বা ভোগ পরিহানি বা রোগ পরিহানি বা শীল পরিহানি বা দৃষ্টি পরিহানি বা অন্যান্য পরিহানি দ্বারা পীড়িত ও শারীরিক দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে মনস্তাপ, হাহুতাশ, মানসিক সন্তাপ, বেদনায় ভেঙ্গে পড়া—একে ক্ষোভ বা হাহুতাশ (উপায়াস) বলে।

১৯৯. তথায় অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ কাকে বলে? এ জগতে অনিষ্ট (অবাঞ্ছিত), অকমনীয়, অমনোজ্ঞ (অপ্রিয়) রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ,স্পৃশ্য ও ধর্মের (ভাবের) সহিত অথবা অনর্থকামী, অহিতকামী, অসুখকামী, অমঙ্গলকামী ও ভয়কামী ব্যক্তির সহিত যে মিলন, সমাগম, সংযোগ, মিশ্রণ (একত্রে সহবাস)—একে অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ বলে।

২০০. তথায় প্রিয়-বিচ্ছেদ দুঃখ কাকে বলে? এ জগতে যা ইষ্ট (বাঞ্ছিত) কমনীয়, মনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম (ভাব) অথবা যারা অর্থকামী হিতকামী, মঙ্গলকামী অভয়কামী মাতাপিতা, ভাই-বোন, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতী-আত্মীয় (রক্তের সম্পর্কিত); তাদের সহিত যে অমিলন, অসংযোগ, অমিশ্রণ (বিচ্ছেদ)—একে প্রিয়-বিচ্ছেদ দুঃখ বলে।

২০১. তথায় ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ কাকে বলে? জন্মাধীন (জন্মধর্মী) সত্ত্বগণের এরূপ ইচ্ছা হয়—অহো! যদি আমরা জন্মাধীন না হতাম; যদি আমাদের জন্ম না হতো! এ তো ইচ্ছা দ্বারা প্রাপ্তব্য নয়। ইহাও ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ। জরাপরায়ণ সত্ত্বগণের... পূর্ববৎ... ব্যাধিপরায়ণ সত্ত্বগণের... পূর্ববৎ... মরণাধীন সত্ত্বগণের শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, ক্ষোভ পরায়ন

সত্ত্বগণের এরূপ ইচ্ছা হয়—অহো! যদি আমরা শোক, বিলাপ, দৌর্মনস্য, ক্ষোভপরায়ণ না হতাম; আমাদের যেন শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, ক্ষোভ না আসে। কিন্তু ইচ্ছার দ্বারা তো ইহা প্রাপ্তব্য নয়। ইহাও ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ।

২০২. তথায় সংক্ষেপে বলতে গেলে পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধ দুঃখ কাকে বলে? যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। এগুলোকে সংক্ষেপে পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধ দুঃখ বলে। ইহাকে দুঃখ আর্যসত্য বলা হয়।

২. সমুদয় সত্য

২০৩. তথায় দুঃখ-সমুদয় (দুঃখোৎপত্তির কারণ) আর্যসত্য কাকে বলে? যে তৃষ্ণা পুনঃপুন জন্মদায়িনী (পুনর্জন্মের কারণ), নন্দিরাগ সহাগতা (যার সহিত আনন্দ ও আসক্তি থাকে) তত্র তত্র অভিনন্দিনী (যেখানে যেখানে) পঞ্চস্কন্ধ প্রাদুর্ভূত হয় সেখানে সেখানে অভিনন্দনকারিনী) যথা : কাম তৃষ্ণা (রূপাদি পঞ্চকামগুণে তৃষ্ণা), ভবতৃষ্ণা (আস্তিক্য বাসনা), বিভবতৃষ্ণা (নাস্তিক্য বাসনা)।

সেই উৎপাদ্যমান তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন হয় এবং সেই নিবেশমান তৃষ্ণা কোথায় নিবিষ্ট (প্রতিষ্ঠিত বা স্থিত) হয়? জগতে যা প্রিয়রূপ ও সাতরূপ (মধুর বা সুখদায়ক) এতেই উৎপাদ্যমান তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্টশীল তৃষ্ণা নিবিষ্ট হয়।

জগতে প্রিয়রূপ ও সুখদায়ক রূপ কী? এ জগতে চক্ষু প্রিয়রূপ ও সুখকর রূপ; এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে শ্রোত্র... পূর্ববৎ... জগতে ঘ্রাণ... জগতে জিহ্বা... জগতে কায়... জগতে মন প্রিয়রূপ ও সুখকর রূপ; এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

রূপ এ জগতে প্রিয়রূপ ও সুখদায়ক রূপ; এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে শব্দ... জগতে গন্ধ... জগতে রস... জগতে স্পৃশ্য... জগতে ধর্ম (ভাব) প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

চক্ষু-বিজ্ঞান জগতে প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ

থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে শ্রোত্র-বিজ্ঞান... জগতে ঘ্রাণ-বিজ্ঞান... জগতে জিহ্বা-বিজ্ঞান..জগতে কায়-বিজ্ঞান... জগতে মনোবিজ্ঞান প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

জগতে চক্ষু-সংস্পর্শ প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয। জগতে শ্রোত্র-সংস্পর্শ... ঘ্রাণ-সংস্পর্শ... জিহ্বা-সংস্পর্শ... কায়-সংস্পর্শ... মনো-সংস্পর্শ প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

জগতে চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা (অনুভূতি) প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা... ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা... জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা... কায়-সংস্পর্শজ বেদনা... মনোসংস্পর্শজ বেদনা প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

জগতে রূপ-সংজ্ঞা প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। শব্দ-সংজ্ঞা... পূর্ববৎ গন্ধ-সংজ্ঞা... পূর্ববৎ...রস-সংজ্ঞা... পূর্ববৎ... স্পৃশ্য-সংজ্ঞা... পূর্ববৎ... ধর্ম-সংজ্ঞা জগতে প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

জগতে রূপ-সঞ্চেতনা প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে শব্দ-সঞ্চেতনা... পূর্ববৎ... জগতে গন্ধ-সঞ্চেতনা... পূর্ববৎ... জগতে রস-সঞ্চেতনা... পূর্ববৎ... জগতে স্পৃশ্য সঞ্চেতনা... পূর্ববৎ... জগতে ধর্ম-সঞ্চেতনা প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

জগতে রূপ-তৃষ্ণা প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। শব্দ তৃষ্ণা... পূর্ববৎ... গন্ধ-তৃষ্ণা... পূর্ববৎ... রস-তৃষ্ণা... পূর্ববৎ... স্পৃশ্য তৃষ্ণা... পূর্ববৎ... ধর্ম (ভাব)-তৃষ্ণা জগতে প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

জগতে রূপ-বিতর্ক প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। শব্দ-বিতর্ক... পূর্ববৎ... গন্ধ-বিতর্ক... পূর্ববৎ... রস-বিতর্ক পূর্ববৎ... স্পৃশ্য-বিতর্ক... পূর্ববৎ... ধর্ম-বিতর্ক প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়।

জগতে রূপ-বিচার প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। শব্দ-বিচার জগতে প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে গন্ধ-বিচার প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে রস-বিচার প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে স্পৃশ্য-বিচার প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। জগতে ধর্মবিচার প্রিয় ও সুখকর। এতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্ট হবার কারণ থাকলে নিবিষ্ট হয়। একে দুঃখ-সমুদয় দুঃখোৎপত্তির কারণ আর্যসত্য বলে।

৩. নিরোধ সত্য

২০৪. তথায় দুঃখনিরোধ আর্যসত্য কিরূপ? সেই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগ, মুক্তি এবং অনাসক্তিকেই দুঃখনিরোধ আর্যসত্য বলে।

সেই তৃষ্ণা কোথায় (কোনো বস্তু বা আলম্বনে) ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়?

এ জগতে যা কিছু প্রিয় ও সুখকর (বস্তু বা আলম্বন); এতেই সেই তৃষ্ণা প্রহীনমান (ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে) প্রহীন (ক্ষয়) হয় এবং নিরুদ্ধমান (নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে) নিরুদ্ধ হয়।

এ জগতে প্রিয় ও সুখকর কি? জগতে চক্ষু প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শ্রোত্র... পূর্ববৎ... ঘ্রাণ... পূর্ববৎ... জিহ্বা... পূর্ববৎ... কায়... পূর্ববৎ... জগতে মন প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে রূপ প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শব্দ... পূর্ববৎ... গন্ধ... পূর্ববৎ... রস... পূর্ববৎ... স্পৃশ্য... পূর্ববৎ... ধর্ম প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে চক্ষু-বিজ্ঞান প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শ্রোত্র-বিজ্ঞান... পূর্ববৎ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞান... পূর্ববৎ... জিহ্বা-বিজ্ঞান... পূর্ববৎ... কায়-বিজ্ঞান... পূর্ববৎ... মনোবিজ্ঞান প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে চক্ষু-সংস্পর্শ প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শ্রোত্র-সংস্পর্শ... পূর্ববৎ... ঘ্রাণ-সংস্পর্শ... পূর্ববৎ... জিহ্বা-সংস্পর্শ... পূর্ববৎ... কায়-সংস্পর্শ... পূর্ববৎ... মনো-সংস্পর্শ প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে চক্ষু-সংস্পর্শ বেদনা প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শ্রোত্র-সংস্পর্শ বেদনা... পূর্ববৎ... ঘ্রাণ-সংস্পর্শ বেদনা... পূর্ববৎ... জিহ্বা-সংস্পর্শ বেদনা... পূর্ববৎ... কায়-সংস্পর্শ বেদনা... পূর্ববৎ... মনো-সংস্পর্শ বেদনা প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে রূপ-সংজ্ঞা প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শব্দ-সংজ্ঞা... পূর্ববৎ... গন্ধ-সংজ্ঞা... পূর্ববৎ... রস-সংজ্ঞা... পূর্ববৎ... স্পৃশ্য-সংজ্ঞা... পূর্ববৎ... ধর্ম-সংজ্ঞা প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে রূপ-সঞ্চেতনা প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শব্দ-সঞ্চেতনা... পূর্ববৎ... গন্ধ-সঞ্চেতনা... পূর্ববৎ... রস-সঞ্চেতনা... পূর্ববৎ... স্পৃশ্য-সঞ্চেতনা... পূর্ববৎ... ধর্ম-সঞ্চেতনা প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই

তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে রূপ-তৃষ্ণা প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শব্দ-তৃষ্ণা... পূর্ববৎ... গন্ধ-তৃষ্ণা... পূর্ববৎ... রস-তৃষ্ণা... পূর্ববৎ... স্পৃশ্য-তৃষ্ণা... পূর্ববৎ... ধর্ম-তৃষ্ণা প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে রূপ-বিতর্ক প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শব্দ-বিতর্ক... পূর্ববৎ... গন্ধ-বিতর্ক... পূর্ববৎ... রস-বিতর্ক... পূর্ববৎ... স্পৃশ্য-বিতর্ক... পূর্ববৎ... ধর্ম-বিতর্ক প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে রূপ-বিচার প্রিয় ও সুখকর; এতেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শব্দ-বিচার... পূর্ববৎ... গন্ধ-বিচার... পূর্ববৎ... রস-বিচার... পূর্ববৎ... স্পৃশ্য-বিচার... পূর্ববৎ... ধর্ম-বিচার প্রিয় ও সুখকর; এতেই সেই তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষয় হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। একেই দুঃখনিরোধ আর্যসত্য বলে।

৪. মার্গ (উপায় বা পথ) সত্য

২০৫. তথায় দুঃখনিরোধের প্রতিপদা (পথ) আর্যসত্য কিরূপ? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধের পথ। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

তথায় সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? দুঃখ (সম্পর্কে) জ্ঞান, দুঃখ-সমুদয় (দুঃখোৎপত্তির কারণ সম্পর্কে) জ্ঞান, দুঃখনিরোধ (সম্পর্কে) জ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় (সম্পর্কে) জ্ঞান; ইহাই সম্যক দৃষ্টি।

তথায় সম্যক সংকল্প কিরূপ? নৈস্ক্রম্য (কামনা ত্যাগ) সংকল্প, অব্যাপাদ (ক্রোধ ত্যাগ) সংকল্প ও অবিহিংসা (হত্যাদি হিংসা ত্যাগ) সংকল্পই সম্যক সংকল্প নামে অভিহিত।

তথায় সম্যক বাক্য কিরূপ? মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরতি, পিশুন (ভেদ) বাক্য বলা হতে বিরতি, পরুষ (কর্কশ) বাক্য বলা হতে বিরতি, সম্প্রলাপ

(বৃথা বাক্য) হতে বিরতি—একেই সম্যক বাক্য বলে।

তথায় সম্যক কর্ম কিরূপ? প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত গ্রহণ (চুরি, ডাকাতি) হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরতি; ইহাই সম্যক কর্ম।

তথায় সম্যক জীবিকা কিরূপ? এ বুদ্ধশাসনে আর্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করে সম্যক (নির্দোষ) জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে—এটাই সম্যক জীবিকা।

তথায় সম্যক প্রচেষ্টা কিরূপ? এ বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মের অনুৎপাদন চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ ও অকুশল ধর্মের ক্ষয়ের চেষ্টা; অনুৎপন্ন কুশল (পুণ্য) ধর্ম উৎপাদনের চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্যায়াম এবং দৃঢ় চিত্ত গ্রহণ করেন; ইহাই সম্যক প্রচেষ্টা।

তথায় সম্যক স্মৃতি কিরূপ? এখানে (বুদ্ধশাসনে) বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু (রূপস্কন্ধ) জগতে অভিধ্যা (লোভ)-দৌর্মনস্য দমন করে (রূপ) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। সেরূপ বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু (বেদনাস্কন্ধ) জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু (বিজ্ঞানস্কন্ধ) জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু (সংজ্ঞা ও সংস্কারস্কন্ধ) জগতে অভিধ্যা-দৌমর্নস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। এটাই সম্যক স্মৃতি।

তথায় সম্যক সমাধি কিরূপ? এখানে (বুদ্ধশাসনে) ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে বিতর্ক-বিচার ও বিবেকজ[1] (নির্জনতা)-জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করেন। তিনি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত হওয়ার দরুন অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত, বিতর্ক ও বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতি-সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করেন। প্রীতিতেও বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় তিনি উপেক্ষাশীল (সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন) হয়ে অবস্থান করেন।

---

[1] বিবেক : বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা, নির্বাণ। কায়বিবেক অর্থ গণবর্জন; লোকালয় হতে দূরে বাস। চিত্তবিবেক অর্থ চিত্তের ক্লেশ বর্জন। উপাধি বিবেক অর্থ সংস্কার বর্জন, নির্বাণ। ত্রিবিধ বিবেক পরস্পরের পূরক ও পরিপোষক। বিবেকজ অর্থ বিবেক হতে উৎপন্ন।

যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাজ্য হয় এবং পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়, তিনি সেই সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করে; ইহাই সম্যক সমাধি নামে অভিহিত হয়।

[ইহাকে দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য বলে]

[সূত্রান্ত ভাজনীয় সূত্র অনসুারে বিভাজন সমাপ্ত[

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন (ব্যাখ্যা)

২০৬. চার প্রকার সত্য—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখনিরোধের উপায়।

তথায় দুঃখসমুদয় (দুঃখোৎপত্তির কারণ) কি? তৃষ্ণা; ইহাই দুঃখসমুদয়।

তথায় দুঃখ কিরূপ? অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব (আসক্তির বিষয় বা আলম্বন) কুশলমূল, অবশিষ্ট সাসব কুশল ধর্মসমূহ, সাসব কুশলাকুশল ধর্মের বিপাকসমূহ, ক্রিয়া ধর্মসমূহ যা কুশলও নহে অকুশলও নহে এমনকি কর্মবিপাকও নহে এবং সমস্ত রূপ; ইহাই দুঃখ।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণার প্রহান (ক্ষয় বা পরিত্যাগ); ইহাই দুঃখ-নিরোধ।

তথায় দুঃখনিরোধের প্রতিপদা (উপায়) কিরূপ? এখানে (বুদ্ধ শাসনে) যখন একজন ভিক্ষু নিয্যানিক (নির্বাণে উপনীত করে এমন) অপচয়গামী (পুনর্জন্মরোধকারী) লোকোত্তর ধ্যান-ভাবনা (সমৃদ্ধ) করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও (মার্গের) প্রথম স্তর প্রাপ্তির (সাক্ষাতের) জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... পূর্ববৎ... প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন যা দুঃখজনক উপায়ে (দুঃখ-প্রতিপদায়) এবং দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় (মন্থর গতিতে উৎপন্ন জ্ঞানে) অর্জিত; সেই সময়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গ হয়; (যেমন)—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

তথায় সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচার, ধর্মবিচার, তদন্ত, অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যক্ষভাবে বিচারকরণ, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, নিপুণতা, চিন্তা, পরিক্ষণ, ভূরি, মেধা, পরিজ্ঞান, বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, প্রতোদ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞা-প্রাসাদ, প্রজ্ঞালোক, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচার সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ এবং মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক দৃষ্টি নামে অভিহিত।

তথায় সম্যক সংকল্প কিরূপ? যা তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ (মানসিক বিষয় মনে অভিনিরূপন বা দৃঢ়করণ), সম্যক সংকল্প, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক সংকল্প বলে।

তথায় সম্যক বাক্য কাকে বলে? যা চতুর্বিধ বাক্য দুশ্চরিত্র হতে বিরতি, নিবৃত্তি, প্রতিনিবৃত্তি, বিরতিকরণ, অক্রিয়া, না করণ, প্রবর্তিত না করণ, সীমা অনতিক্রম, (মিথ্যা ভাষণের হেতু) ধ্বংসকরণ (সেতুঘাত), সম্যক বাক্য, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক বাক্য বলে।

তথায় সম্যক কর্ম কাকে বলে? যা ত্রিবিধ কায়িক দুশ্চরিত্র হতে বিরতি, নিবৃত্তি, প্রতিনিবৃত্তি, বিরতভাব, অক্রিয়া, নাকরণ, প্রবর্তিত না করণ, সীমা অতিক্রম না করণ, (মিথ্যা কর্ম সম্পাদনের হেতু) ধ্বংসকরণ (সেতুঘাত), সম্যক কর্ম, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক কর্ম বলে।

তথায় সম্যক জীবিকা কাকে বলে? যা মিথ্যা জীবিকা হতে বিরতি, নিবৃত্তি, প্রতিনিবৃত্তি, বিরতভাব, অক্রিয়া, অকরণ, অপ্রবর্তন, সীমা অনতিক্রম, (মিথ্যাজীবিকার হেতু) ধ্বংসকরণ (সেতুঘাত), সম্যক জীবিকা, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক জীবিকা বলে।

তথায় সম্যক প্রচেষ্টা কিরূপ? যা চৈতসিক (মানসিক) বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ, চেষ্টা, পরাক্রম, উদ্যোগ, পরিশ্রম, উৎসাহ, উদ্যম, শক্তি, ধৈর্যতা, অশিথিল পরাক্রমতা, অনিক্ষিপ্ত ছন্দতা (আবেগ), অনিক্ষিপ্ত ধুরতা (কার্য), কর্ম প্রচেষ্টা, কর্মশক্তি, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক চেষ্টা, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক প্রচেষ্টা বলে।

তথায় সম্যক স্মৃতি কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি স্মরণতা-ধারণতা-ভাসমান নহে তাদৃশ অবস্থা-নির্ভুলতা, মনোযোগিতা, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ আর মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক স্মৃতি।

তথায় সম্যক সমাধি কাকে বলে? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি, অবস্থিতি, স্থিরতা, অবিক্ষেপ, মানসিক অবিচলিত অবস্থা, শমথ (শান্তভাব), সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-বল, সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ আর মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক সমাধি বলে। ইহাই দুঃখনিরোধের উপায়। (অধিকন্তু) অবশিষ্ট (তৎ) সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ দুঃখনিরোধের উপায়ের সাথে সংযুক্ত।

২০৭. তথায় দুঃখসমুদয় কিরূপ? তৃষ্ণা এবং অবশিষ্ট ক্লেশ। ইহাই দুঃখসমুদয়।

তথায় দুঃখ কিরূপ? অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশল মূল, অবশিষ্ট সাসব কুশল ধর্মসমূহ, কুশলাকুশল ধর্মের সাসব বিপাকসমূহ; কুশলও নহে অকুশলও নহে কর্মবিপাকও নহে এমন ক্রিয়া ধর্মসমূহ এবং সর্ব প্রকার রূপ; ইহাই দুঃখ নামে খ্যাত।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণা এবং অবশিষ্ট ক্লেশসমূহের প্রহানকেই (পরিক্ষয়) দুঃখনিরোধ বলে।

তথায় দুঃখনিরোধের উপায় কিরূপ? এখানে যখন কোনো ভিক্ষু নিয়্যানিক ও অপচয়গামী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... পূর্ববৎ... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্ধাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন, সেই সময়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গ (উৎপন্ন) হয়; যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক, জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ইহাই দুঃখনিরোধের উপায়। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ দুঃখনিরোধের উপায়ের সাথে সম্প্রযুক্ত।

২০৮. তথায় দুঃখসমুদয় (দুঃখোৎপত্তির কারণ) কিরূপ? তৃষ্ণা ও অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ এবং অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, ইহাকে দুঃখসমুদয় বলে।

তথায় দুঃখ কিরূপ? তিন প্রকার সাসব কুশলমূল, অবশিষ্ট সাসব কুশল ধর্মসমূহ, কুশলাকুশল ধর্মের সাসব বিপাক ধর্মসমূহ, কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে এমন ক্রিয়া ধর্মসমূহ এবং সমস্ত প্রকার রূপ; ইহাই দুঃখ নামে অভিহিত।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণা, অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ এবং অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহের প্রহানকেই (ক্ষয় সাধন করাকে) দুঃখনিরোধ বলে।

তথায় দুঃখনিরোধের উপায় কিরূপ? এখানে (বুদ্ধ শাসনে) যখন কোনো ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক (নিয়্যানিক) ও পুনর্জন্ম রোধকারী (অপচয়গামী) লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামসমূহ হতে পৃথক হয়ে... পূর্ববৎ... প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন যা দুঃখজনক উপায়ে মন্থরগতিতে লব্ধ জ্ঞানে অর্জিত (দ্বন্ধাভিজ্ঞায়), সেই সময়ে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ হয়ে থাকে—(যেমন) সম্যক দৃষ্টি... পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি। ইহাকে দুঃখনিরোধের উপায় বলা হয়। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদার সাথে সম্প্রযুক্ত।

২০৯. তথায় দুঃখসমুদয় কিরূপ? তৃষ্ণা এবং অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ ও অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব (আসক্তিযুক্ত) কুশলমূল,

ইহাকে দুঃখোৎপত্তির কারণ (সমুদয়) বলে। তথায় দুঃখ কিরূপ? অবশিষ্ট সাসব (আসক্তির বিষয় বা আলম্বন) কুশল ধর্মসমূহ; কুশলাকুশল ধর্মের সাসব বিপাক ধর্মসমূহ; কুশল ও নহে অকুশলও নহে এবং কর্ম বিপাকও নহে এমন ক্রিয়া ধর্মসমূহ ও সমস্ত রূপ; ইহাই দুঃখ নামে অভিহিত।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণার, অবশিষ্ট ক্লেশসমূহের, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহের ও তিন প্রকার সাসব কুশলমূলের পরিত্যাগকে (ক্ষয়সাধনকে) দুঃখনিরোধ বলে।

তথায় দুঃখনিরোধের উপায় কিরূপ? এখানে যখন কোনো ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্ম ক্ষয়কারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি (তখন) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও (মার্গের) প্রথমস্তর লাভের জন্য কামসমূহ হতে পৃথক হয়ে... পূর্ববৎ... প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন; যা দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত; সেই সময়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গ হয়ে থাকে (যেমন)—সম্যক দৃষ্টি... পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি। ইহাই দুঃখনিরোধের উপায়। অবশিষ্ট ধর্মসমুহ দুঃখনিরোধের উপায়ের সাথে সম্প্রযুক্ত।

২১০. তথায় দুঃখসমুদয় কিরূপ? তৃষ্ণা, অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশলমূল এবং অবশিষ্ট সাসব কুশল ধর্মসমূহ; ইহাই দুঃখসমুদয়।

তথায় দুঃখ কিরূপ? কুশলাকুশল ধর্মের সাসব বিপাকসমূহ, ক্রিয়া ধর্মসমূহ যা কুশলও নহে অকুশলও নহে কর্মবিপাকও নহে এবং সর্ব প্রকার রূপ; ইহাই দুঃখ।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণা, অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশলমূল এবং অবশিষ্ট সাসব কুশল ধর্মসমূহের পরিত্যাগকে দুঃখনিরোধ বলে।

তথায় দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা কিরূপ? এখানে যখন কোনো ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্ম ক্ষয়কারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন তিনি (তখন) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও প্রথমস্তর লাভের জন্য কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... পূববৎ... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময় অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয়ে থাকে (যেমন)—সম্যক দৃষ্টি... পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি। ইহাই দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদার সহিত সম্প্রযুক্ত।

২১১. চার প্রকার সত্য—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধের উপায়।

তথায় দুঃখসমুদয় কিরূপ? তৃষ্ণা; ইহাই দুঃখসমুদয়।

তথায় দুঃখ কিরূপ? অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশলমূল, অবশিষ্ট সাসব কুশল ধর্মসমূহ, কুশল-অকুশল ধর্মের সাসব বিপাকসমূহ, ক্রিয়া ধর্মসমূহ যা কুশলও নহে অকুশলও নহে কর্মবিপাকও নহে এবং সর্ব প্রকার রূপ; ইহাই দুঃখ নামে অভিহিত।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণার পরিত্যাগ; ইহাই দুঃখনিরোধ।

তথায় দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা কিরূপ? এখানে যখন কোন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন; তিনি (তখন) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর লাভের জন্য কামসমূহ হতে পৃথক হয়ে... পূর্ববৎ... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যানে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গ মার্গ হয়ে থাকে—(যেমন) সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

তথায় সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচার সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক দৃষ্টি বলে।

তথায় সম্যক সংকল্প কিরূপ? যা তর্ক, বিতর্ক... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা)... সম্যক সংকল্প, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক সংকল্প।

তথায় সম্যক প্রচেষ্টা কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক প্রচেষ্টা।

তথায় সম্যক স্মৃতি কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক স্মৃতি।

তথায় সম্যক সমাধি কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক সমাধি। ইহাকে দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা সাথে সম্প্রযুক্ত।

২১২. তথায় দুঃখসমুদয় কিরূপ? তৃষ্ণা, অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশল মূল, অবশিষ্ট সাসব কুশল

ধর্মসমূহ; ইহাই দুঃখসমুদয়।

তথায় দুঃখ কিরূপ? কুশলাকুশল ধর্মের সাসব বিপাকসমূহ, ক্রিয়া ধর্মসমূহ যা কুশলও নহে অকুশলও নহে কর্মবিপাকও নহে এবং সর্ব প্রকার রূপ; ইহাই দুঃখ।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণা, অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশল মূল এবং অবশিষ্ট সাসব কুশলধর্মের পরিত্যাগকে দুঃখনিরোধ বলে।

তথায় দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা কিরূপ? এখানে যখন কোনো ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্ম ক্ষয়কারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, (তখন) তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, (মার্গের) প্রথম স্তর লাভের জন্য কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... পূর্ববৎ... দুঃখ প্রতিপ্রদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় প্রথমধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গ মার্গ হয়ে থাকে (যেমন)—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ইহাকে দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদার সাথে সম্প্রযুক্ত।

২১৩. চার প্রকার সত্য—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা।

তথায় দুঃখসমুদয় কিরূপ? তৃষ্ণা; ইহাই দুঃখসমুদয়।

তথায় দুঃখ কিরূপ? অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশলমূল, অবশিষ্ট সাসব কুশল ধর্মসমূহ, কুশলাকুশলধর্মের সাসব বিপাকসমূহ, ক্রিয়া ধর্মসমূহ যা কুশলও নহে অকুশলও নহে কর্মবিপাকও নহে এবং সর্ব প্রকার রূপ; ইহাই দুঃখ।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণার পরিত্যাগকে দুঃখনিরোধ বলে।

তথায় দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা কিরূপ? এখানে যখন কোনো ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্ম ক্ষয়কারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথমস্তর লাভের জন্য কামসমূহ হতে বিরত (পৃথক) হয়ে... পূর্ববৎ... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় প্রথমধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... পূর্ববৎ (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ (মনে স্থৈর্যতা বা শান্তি) হয়ে থাকে। ইহাকে দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা বলে।

২১৪. তথায় দুঃখসমুদয় কিরূপ? তৃষ্ণা, অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশলমূল এবং অবশিষ্ট সাসব কুশল

ধর্মসমূহ, ইহাকে দুঃখসমুদয় বলে।

তথায় দুঃখ কিরূপ? কুশলাকুশল ধর্মের সাসব বিপাকসমূহ, ক্রিয়া ধর্মসমূহ যা কুশলও নহে অকুশলও নহে কর্মবিপাকও নহে এবং সর্ব প্রকার রূপ, ইহাকে দুঃখ বলে।

তথায় দুঃখনিরোধ কিরূপ? তৃষ্ণা, অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ, অবশিষ্ট অকুশল ধর্মসমূহ, তিন প্রকার সাসব কুশলমূল এবং অবশিষ্ট সাসব কুশল ধর্মসমূহের পরিত্যাগকে দুঃখনিরোধ বলে।

তথায় দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা কিরূপ? এখানে যখন কোনো ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন (তখন) তিনি মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ পরিত্যাগের জন্য, (মার্গের) প্রথম স্তর অধিগমের জন্য কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... পূর্ববৎ (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় প্রথমধ্যান প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... পূর্ববৎ (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। ইহাকে দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা বলে।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ)

২১৫. চার প্রকার আর্যসত্য—দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখসমুদয় আর্যসত্য, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য, দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

২১৬. চার প্রকার আর্যসত্যের মধ্যে কয়টি (কোন কোনটি) কুশল? কয়টি (কোন কোনটি) অকুশল? কয়টি অব্যাকৃত?... পূর্ববৎ (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কয়টি সরণ (অশান্ত), কয়টি অরণ (শান্ত)?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

২১৭. সমুদয় সত্য অকুশল। মার্গসত্য কুশল। নিরোধ সত্য অব্যাকৃত (কুশলাকুশল আকারে অবর্ণিত)। দুঃখসত্য কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত। নিরোধ সত্য সম্পর্কে এরূপ বলা অনুচিত : (উহাতে) সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত অথবা দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত অথবা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত। দুঃখসত্য কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত

সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত অথবা দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত, অথবা অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য বিপাকধর্মধর্মী (বিপাক উৎপাদনশীল)। নিরোধসত্য বিপাকও নহে, বিপাকধর্মধর্মীও নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মধর্মী, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মধর্মীও নহে। সমুদয়সত্য অনুপাদিন্ন (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে অগৃহীত) উপাদানীয় (আসক্তির বিষয় বা আলম্বন)। দুই প্রকার সত্য অনুপাদিন্ন (অগৃহীত)-অনুপাদানীয় (আসক্তির বিষয় বা আলম্বন নহে)। দুঃখসত্য কখনো কখনো উপাদিন্ন (গৃহীত)-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়।

সমুদয় সত্য সংক্লিষ্ট (দূষিত)-সংক্লেশিক (দূষণের বিষয়)। দুই প্রকার সত্য অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। দুঃখসত্য কখনো কখনো সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক। সমুদয় সত্য সবিতর্ক-সবিচার। নিরোধসত্য অবিতর্ক-অবিচার। মার্গসত্য কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। দুঃখসত্য কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা অর্থাৎ দুঃখসত্য) সবিতর্ক-সবিচার অথবা অবিতর্ক-বিচারমাত্র অথবা অবিতর্ক-অবিচার। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। নিরোধসত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) প্রীতিসহগত অথবা সুখসহগত অথবা উপেক্ষাসহগত। দুঃখসত্য কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) প্রীতিসহগত অথবা সুখসহগত অথবা উপেক্ষাসহগত।

দুই প্রকার সত্য দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। সমুদয় সত্য কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য। দুঃখসত্য কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দুই প্রকার সত্য দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। সমুদয় সত্য কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো

কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক। দুঃখসত্য কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। সমুদয় সত্য আচয়গামী (পুনর্জন্মের সঞ্চয়কারী)। মার্গসত্য অপচয়গামী (পুনর্জন্ম রোধকারী)। নিরোধ সত্য আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো আচয়গামী, কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, কখনো কখনো অপচয়গামীও নহে। মার্গসত্য শৈক্ষ্য[1]। তিন প্রকার সত্য শৈক্ষ্যও নহে অশৈক্ষ্যও নহে। সমুদয় সত্য পরিত্ত (সীমিত)। দুই প্রকার সত্য অপ্রমাণ। দুঃখসত্য কখনো কখনো পরিত্ত, কখনো কখনো মহদ্গত। নিরোধসত্য অনালম্বন। মার্গসত্য অপ্রমাণ-আলম্বন। সমুদয় সত্য কখনো কখনো পরিত্তালম্বন, কখনো কখনো মহদ্গত-আলম্বন (কিন্তু) অপ্রমাণ-আলম্বন নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) পরিত্তালম্বন অথবা মহদ্গত-আলম্বন। দুঃখসত্য কখনো কখনো পরিত্তালম্বন, কখনো কখনো মহদ্গত-আলম্বন, কখনো কখনো অপ্রমাণ-আলম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) পরিত্তালম্বন অথবা মহদ্গত-আলম্বন অথবা অপ্রমাণ-আলম্বন।

সমুদয় সত্য হীন। দুই প্রকার সত্য প্রণীত (উত্তম)। দুঃখসত্য কখনো কখনো হীন, কখনো কখনো মধ্যম। নিরোধসত্য অনিয়ত। মার্গসত্য সম্যক বিষয়ে নিয়ত (স্থিত)। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো নিয়ত (স্থিত), কখনো কখনো অনিয়ত। নিরোধসত্য অনালম্বন। সমুদয় সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) মার্গালম্বন বা মার্গহেতুক বা মার্গাধিপতি। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন। এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) উৎপাদী (উৎপন্নের কারণভূত)। নিরোধ সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) উৎপন্ন অথবা অনুৎপন্ন অথবা উৎপাদী। দুঃখসত্য কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপাদী। তিন প্রকার সত্য কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান (কালীয়)। নিরোধ সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা

---

[1] পালি সেখো : শৈক্ষ্য; শিক্ষাব্রতী; যিনি লোকোত্তর মার্গ লাভ করেছেন, এখনো অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় রত। শৈক্ষ্য উপলব্ধি করেন 'যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সব্বং তং নিরোধধম্মং' যা কিছু উদয়ধর্মী তৎ সমস্ত বিলয়ধর্মী। অর্হতের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন তিনি অশৈক্ষ্য।

অনুচিত : (উহা) অতীত অথবা অনাগত অথবা বর্তমান। নিরোধসত্য অনালম্বন। মার্গসত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) অতীতালম্বন অথবা অনাগত-আলম্বন অথবা বর্তমান-আলম্বন। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো অতীতালম্বন, কখনো কখনো অনাগত আলম্বন, কখনো কখনো বর্তমান-আলম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) অতীতালম্বন অথবা অনাগতালম্বন অথবা বর্তমান-আলম্বন। নিরোধসত্য বাহ্যিক (বাহির)। তিন প্রকার সত্য কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ, কখনো কখনো বাহ্যিক, কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক। নিরোধ সত্য অনালম্বন। মার্গসত্য বাহির-আলম্বন। সমুদয় সত্য কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-আলম্বন, কখনো কখনো বাহির-আলম্বন, কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-বাহির-আলম্বন। দুঃখসত্য কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-আলম্বন, কখনো কখনো বাহির-আলম্বন, কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-বাহির-আলম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) অভ্যন্তরীণ-আলম্বন বা বাহির-আলম্বন বা অভ্যন্তরীণ-বাহির আলম্বন। তিন প্রকার সত্য অনিদর্শন-অপ্রতিঘ (অদৃশ্যমান-অসাংঘর্ষিক)। দুঃখসত্য কখনো কখনো সনিদর্শন-সপ্রতিঘ, কখনো কখনো অনিদর্শন-সপ্রতিঘ, কখনো কখনো অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (দুইটি করে বর্ণনা)

২১৮. সমুদয়-সত্য হেতু। নিরোধ-সত্য হেতু নহে। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো হেতু, কখনো কখনো হেতু নহে। দুই প্রকার সত্য সহেতুক। নিরোধ-সত্য অহেতুক। দুঃখসত্য কখনো কখনো সহেতুক, কখনো কখনো অহেতুক। দুই প্রকার সত্য হেতু-সম্প্রযুক্ত। নিরোধসত্য হেতু-বিপ্রযুক্ত। দুঃখসত্য কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য হেতু অথচ (অধিকন্তু) সহেতুক। নিরোধ সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) হেতু অথচ সহেতুক অথবা সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। মার্গসত্য কখনো কখনো হেতু অথচ সহেতুক, কখনো কখনো সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো হেতু অথচ সহেতুক, কখনো কখনো সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) হেতু অথচ সহেতুক অথবা সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। সমুদয়-সত্য হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত। নিরোধসত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত অথবা হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। মার্গসত্য কখনো কখনো হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু

নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত অথবা হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। নিরোধসত্য হেতু নহে, অহেতুক। সমুদয় সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু নহে, সহত্তুক" অথবা "হেতু নহে, অহেতুক," মার্গসত্য কখনো কখনো হেতু নহে, সহেতুক। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা হেতু নহে, অহেতুক"। দুঃখসত্য কখনো কখনো হেতু নহে, সহেতুক; কখনো কখনো হেতু নহে, অহেতুক। কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা হেতু নহে, অহেতুক"।

তিন প্রকার সত্য সপ্রত্যয় (কারণযুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত)। নিরোধসত্য অপ্রত্যয়। তিন প্রকার সত্য সংস্কৃত (কার্যকারণে উৎপন্ন)। নিরোধসত্য অসংস্কৃত। তিন প্রকার সত্য অনিদর্শন। দুঃখসত্য কখনো কখনো সনিদর্শন, কখনো কখনো অনিদর্শন। তিন প্রকার সত্য অপ্রতিঘ। দুঃখসত্য কখনো কখনো সপ্রতিঘ, কখনো কখনো অপ্রতিঘ। তিন প্রকার সত্য অরূপ। দুঃখসত্য কখনো কখনো রূপ, কখনো কখনো অরূপ। দুই প্রকার সত্য লৌকিক। দুই প্রকার সত্য লোকোত্তর। (সকল সত্য) কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে।

সমুদয়-সত্য আসব। দুই প্রকার সত্য আসব নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো আসব, কখনো কখনো আসব নহে। দুই প্রকার সত্য সাসব। দুই প্রকার সত্য অনাসব। সমুদয়সত্য আসব-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য আসব-বিপ্রযুক্ত। দুঃখসত্য কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য আসব অধিকন্তু (অথচ) সাসব। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "আসব আথচ সাসব" অথবা "সাসব কিন্তু আসব নহে"। দুঃখসত্য কখনো কখনো আসব অথচ সাসব, কখনো কখনো সাসব কিন্তু আসব নহে। সমুদয় সত্য আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত". অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু (অথচ) আসব নহে"। দুঃখসত্য কখনো কখনো আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত "অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। দুই প্রকার সত্য আসব-বিপ্রযুক্ত, অনাসব।

সমুদয় সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) “আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব” অথবা “আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব”। দুঃখসত্য কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : “আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব” অথবা “আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব”।

সমুদয় সত্য সংযোজন। দুই প্রকার সত্য সংযোজন নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো সংযোজন, কখনো কখনো সংযোজন নহে। দুই প্রকার সত্য সংযোজনীয় (সংযোজনের বিষয় বা আলম্বন)। দুই প্রকার সত্য অসংযোজনীয়, সমুদয় সত্য সংযোজন-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। দুঃখসত্য কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য সংযোজন অধিকন্তু সংযোজনীয়। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) “সংযোজন অধিকন্তু সংযোজনীয়” অথবা “সংযোজন কিন্তু সংযোজনীয় নহে”। দুঃখসত্য কখনো কখনো সংযোজন অধিকন্তু সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে। সমুদয় সত্য সংযোজন অধিকন্তু সংযোজন-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) সংযোজন অধিকন্তু সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথবা সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো সংযোজন অধিকন্তু সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) সংযোজন অধিকন্তু সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথবা সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে। দুই প্রকার সত্য সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, অসংযোজনীয়। সমুদয় সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় অথবা সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয়। দুঃখসত্য কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয়। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় অথবা সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয়।

সমুদয়সত্য গ্রন্থি। দুই প্রকার সত্য গ্রন্থি নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো গ্রন্থি, কখনো কখনো গ্রন্থি নহে। দুই প্রকার সত্য গ্রন্থিনীয়। দুই প্রকার সত্য অগ্রন্থিনীয়। দুই প্রকার সত্য গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থিনীয়। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থিনীয় অথবা গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে। সমুদয়

সত্য গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথবা গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথবা গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথবা গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। দুই প্রকার সত্য গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয়। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয়। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় অথবা গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয়।

সমুদয় সত্য ওঘ... যোগ... নীবরণ। দুই প্রকার সত্য নীবরণ নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো নীবরণ, কখনো কখনো নীবরণ নহে। দুই প্রকার সত্য নীবরণীয়। দুই প্রকার সত্য অনীবরণীয়। সমুদয় সত্য নীবরণ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। দুঃখসত্য কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য নীবরণ অধিকন্তু নীবরণীয়। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "নীবরণ অধিকন্তু নীবরণীয়" অথবা "নীবরণীয় কিন্তু নীবরণ নহে"। দুঃখসত্য কখনো কখনো নীবরণ অধিকন্তু নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণীয় কিন্তু নীবরণ নহে। সমুদয় সত্য নীবরণ অধিকন্তু নীবরণ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথবা নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো নীবরণ অধিকন্তু নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : নীবরণ অধিকন্তু নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথবা নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। দুই প্রকার সত্য নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয়। সমুদয় সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয় অথবা নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয়। দুঃখসত্য কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয়। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয় অথবা নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয়।

[... নীবরণের মতো করে জানতে হবে]

তিন প্রকার সত্য পরামাস (বিকার) নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো পরামাস, কখনো কখনো পরামাস নহে। দুই প্রকার সত্য পরামৃষ্ট (বিকৃত),

দুই প্রকার সত্য অপরামৃষ্ট। দুই প্রকার সত্য পরামাস-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। দুঃখসত্য কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) পরামাস-সম্প্রযুক্ত অথবা পরামাস-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) পরামাস অধিকন্তু পরামৃষ্ট, পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) পরামাস অধিকন্তু পরামৃষ্ট অথবা পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো পরামাস অধিকন্তু পরামৃষ্ট, কখনো কখনো পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। দুই প্রকার সত্য পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট। কখনো কখনো বলা অনুচিত : "পরামাস-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট" অথবা "পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট"। দুই প্রকার সত্য সালম্বন, নিরোধসত্য অনালম্বন। দুঃখসত্য কখনো কখনো সালম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন। তিন প্রকার সত্য চিত্ত নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্ত, কখনো কখনো চিত্ত নহে। দুই প্রকার সত্য চৈতসিক। নিরোধ সত্য চৈতসিক নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো চৈতসিক, কখনো কখনো অচৈতসিক। দুই প্রকার সত্য চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। নিরোধসত্য চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) চিত্তের সাথে সম্প্রযুক্ত অথবা চিত্তের সাথে বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য চিত্ত-সংশ্লিষ্ট। নিরোধসত্য চিত্ত অসংশ্লিষ্ট। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্তের সাথে সংশ্লিষ্ট, কখনো কখনো চিত্তের সাথে অসংশ্লিষ্ট। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) চিত্তের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা চিত্তের সাথে অসংশ্লিষ্ট (সম্পর্ক রহিত)। দুই প্রকার সত্য চিত্ত-সমুত্থান (সমুত্থিত)। নিরোধসত্য চিত্ত-সমুত্থিত নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্ত-সমুত্থিত, কখনো কখনো চিত্ত-সমুত্থিত নহে। দুই প্রকার সত্য চিত্ত-সহোৎপন্ন (সহজাত)। নিরোধসত্য চিত্ত-সহোৎপন্ন নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্ত-সহোৎপন্ন, কখনো কখনো চিত্ত-সহোৎপন্ন নহে। দুই প্রকার সত্য চিত্তানুপরিবর্তী। নিরোধ-সত্য চিত্তের সহ-গমণকারী (চিত্তানুপরিবর্তী) নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তী, কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তী নহে। দুই প্রকার সত্য চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান। নিরোধসত্য চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। দুই প্রকার সত্য চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহজাত।

নিরোধসত্য চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহজাত নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ (সহজাত), কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ নহে। দুই প্রকার সত্য চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী। নিরোধসত্য চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী নহে। তিন প্রকার সত্য বাহির। দুঃখসত্য কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ, কখনো কখনো বাহির।

তিন প্রকার সত্য উপাদা (চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ) নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো উপাদা, কখনো কখনো উপাদা নহে। তিন প্রকার সত্য অনুপাদিন্ন (তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মানবশে অগৃহীত)। দুঃখসত্য কখনো কখনো উপাদিন্ন (গৃহীত), কখনো কখনো অনুপাদিন্ন। সমুদয় সত্য উপাদান। দুই প্রকার সত্য উপাদান নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো উপাদান, কখনো কখনো উপাদান নহে। দুই প্রকার সত্য উপাদানীয়। দুই প্রকার সত্য অনুপাদানীয়। দুই প্রকার সত্য উপাদান-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য অনুপাদানীয়। দুই প্রকার সত্য উপাদান-বিপ্রযুক্ত। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য উপাদান অধিকন্তু উপাদানীয়। দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান অধিকন্তু উপাদানীয় অথবা উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো উপাদান অধিকন্তু উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। সমুদয় সত্য কখনো কখনো উপাদান অধিকন্তু উপাদান-সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) উপাদান অধিকন্তু উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথবা উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে। দ্বিবিধ সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান অধিকন্তু উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথবা উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো উপাদান অধিকন্তু উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) উপাদান অধিকন্তু উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথবা উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদন নহে। দুই প্রকার সত্য উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয়। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয়। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয় অথবা উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয়।

সমুদয় সত্য ক্লেশ। দ্বিবিধ সত্য ক্লেশ নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো

ক্লেশ, কখনো কখনো ক্লেশ নহে। দ্বিবিধ সত্য সংক্লেশিক। দ্বিবিধ সত্য অসংক্লেশিক। সমুদয় সত্য সংক্লিষ্ট। দ্বিবিধ সত্য অসংক্লিষ্ট। দুঃখসত্য কখনো কখনো সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট। সমুদয় সত্য ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত। দ্বিবিধ সত্য ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। দুঃখসত্য কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। সমুদয় সত্য ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লেশিক। দ্বিবিধ সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লেশিক অথবা সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লেশিক, কখনো কখনো সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। সমুদয় সত্য ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লেশিক। দ্বিবিধ সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লিষ্ট অথবা সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লিষ্ট অথবা সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। সমুদয় সত্য ক্লেশ অধিকন্তু ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত। দ্বিবিধ সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অধিকন্তু ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথবা ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো ক্লেশ অধিকন্তু ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ক্লেশ নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ অধিকন্তু ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথবা ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। দ্বিবিধ সত্য ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক। সমুদয় সত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক অথবা ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক। দুঃখসত্য কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (উহা) ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক অথবা ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক। দ্বিবিধ সত্য দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দ্বিবিধ সত্য কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দ্বিবিধ সত্য ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দ্বিবিধ সত্য কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দ্বিবিধ সত্য দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার সত্য ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। সমুদয় সত্য সবিতর্ক। নিরোধসত্য অবিতর্ক। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো

কখনো অবিতর্ক। সমুদয় সত্য সবিচার। নিরোধ সত্য অবিচার। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। নিরোধসত্য অপ্রীতিক। তিন প্রকার সত্য কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। নিরোধসত্য প্রীতিসহগত নহে। তিন প্রকার সত্য কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। নিরোধ সত্য সুখসহগত নহে। তিন প্রকার সত্য কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। নিরোধ সত্য উপেক্ষাসহগত নহে। তিন প্রকার সত্য কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে।

সমুদয় সত্য কামাবচর। দুই প্রকার সত্য কামাবচর নহে। দুঃখ সত্য কখনো কখনো কামাবচর, কখনো কখনো কামাবচর নহে। তিন প্রকার সত্য রূপাবচর নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো রূপাবচর, কখনো কখনো রূপাবচর নহে। তিন প্রকার সত্য অরূপাবচর নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো অরূপাবচর, কখনো কখনো অরূপাবচর নহে। দুই প্রকার সত্য সংশ্লিষ্ট বা লৌকিক (পরিয়াপন্ন)। দুই প্রকার সত্য অসংশ্লিষ্ট (লোকোত্তর)। মার্গসত্য নিয্যানিক (নির্বাণে উপনয়নকারী)। তিন প্রকার সত্য অনিয্যানিক। মার্গসত্য নিয়ত। নিরোধ সত্য অনিয়ত। দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। দুই প্রকার সত্য সউত্তর। দুই প্রকার সত্য অনুত্তর। সমুদয় সত্য সরণ (অশান্ত)। দুই প্রকার সত্য অরণ (শান্ত)। দুঃখসত্য কখনো কখনো সরণ, কখনো কখনো অরণ।

[প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

[সত্য বিভঙ্গ বিশ্লেষণ সমাপ্ত]

৫. ইন্দ্রিয় বিভঙ্গ

১. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন

২১৯. বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়[1]—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয়,[2] লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়,[3] লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়[4]।

২২০. তথায় চক্ষু-ইন্দ্রিয় কিরূপ? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন চক্ষু-প্রসাদ যা দেহাশ্রিত, অনিদর্শন, সপ্রতিঘ; সেই অনিদর্শন, সপ্রতিঘ চক্ষু দ্বারা (কেউ) সনিদর্শন সপ্রতিঘ রূপ দেখেছে বা দেখে বা দেখবে বা দেখতে পারে; ইহাই চক্ষু, ইহাই চক্ষু-আয়তন, ইহাই চক্ষু-ধাতু, ইহাই চক্ষু-ইন্দ্রিয়, ইহাই লোক, ইহাই দ্বার, ইহাই সমুদ্র, ইহাই শুভ্র বা পবিত্র, ইহাই ক্ষেত্র, ইহাই বাস্তু, ইহাই নেত্র, ইহাই নয়ন, ইহাই নিকটবর্তী সমুদ্র তীর, ইহাই শূন্য গ্রাম। ইহাকে চক্ষু-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়... পূর্ববৎ (১৫৭ নং প্যারা)... ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়... পূর্ববৎ (১৫৮ নং প্যারা)... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়... পূর্ববৎ (১৫৯ নং প্যারা)... কায়-ইন্দ্রিয় কিরূপ? চারি মহাভূতের আশ্রয়ে উৎপন্ন কায়প্রসাদ... পূর্ববৎ (১৬০ নং প্যারা)... শূন্যগ্রাম। ইহাকে কায়-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় মন-ইন্দ্রিয় কিরূপ? এক প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়—স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত। দুই প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়—সহেতুক আছে, অহেতুক আছে। তিন প্রকারে মন-

---

[1] ইন্দ্রিয় : ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলে ইন্দ্রিয়। চক্ষু যখন দর্শন-কার্য সম্পাদনে চক্ষু-বিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকাদির উৎপত্তিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে, তখন ইহা ইন্দ্রিয় নামে কথিত হয়। চক্ষু দুর্বল কিংবা তীক্ষ্ণ হলে তদুৎপন্ন বিজ্ঞানাদিও দুর্বল কিংবা তীক্ষ্ণ হয়। এরূপ অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি দ্রষ্টব্য।

[2] ইহা স্রোতাপত্তি-মার্গজ্ঞান অর্থাৎ স্রোতাপত্তিমার্গে সম্প্রযুক্ত অমোহ চৈতসিকই 'অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়।

[3] স্রোতাপত্তি-ফলজ্ঞান হতে অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞান পর্যন্ত মধ্যের ছয় জ্ঞান অর্থাৎ ত্রিবিধ উপরিমার্গ ও ত্রিবিধ নিম্ন ফলচিত্তে সম্প্রযুক্ত অমোহ চৈতসিকই লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়।

[4] ইহা অর্হত্ত্বফল জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়—কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। চার প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়—কামাবচর আছে, রূপাবচর আছে, অরূপাবচর আছে, অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর) আছে। পাঁচ প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়—সুখ-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়-সম্প্রযুক্ত আছে। ছয় প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়—চক্ষু-বিজ্ঞান... পূর্ববৎ (১৬১ নং প্যারা)... মনোবিজ্ঞান। এভাবে ছয় প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়।

সাত প্রকারে মন ইন্দ্রিয়—চক্ষু-বিজ্ঞান... পূর্ববৎ (১৬১ নং প্যারা)... কায়বিজ্ঞান, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু। এভাবে সাত প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়।

আট প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়—চক্ষু-বিজ্ঞান... পূর্ববৎ (১৬১ নং প্যারা) সুখসহগত কায়-বিজ্ঞান আছে, দুঃখসহগত কায়-বিজ্ঞান আছে, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু। এভাবে আট প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়।

নয় প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়—চক্ষুবিজ্ঞান... পূর্ববৎ (১৬১ নং প্যারা)... কায়বিজ্ঞান, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু কুশল আছে, অকুশল আছে অব্যাকৃত আছে। এভাবে নয় প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়।

দশ প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়—চক্ষুবিজ্ঞান... পূর্ববৎ (১৬১ নং প্যারা)... সুখসহগত কায়বিজ্ঞান আছে, দুঃখসহগত কায়-বিজ্ঞান আছে, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু কুশল আছে, অকুশল আছে, অব্যাকৃত আছে। এভাবে দশ প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়... পূর্ববৎ (১৬১ নং প্যারা)... এভাবে বহু প্রকারে মন-ইন্দ্রিয়। ইহাকে মন-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় স্ত্রী-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা স্ত্রীলোকের স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রীজনোচিত আকার-আকৃতি), স্ত্রী-নিমিত্ত (স্ত্রীলোককে স্ত্রীভাবত্বে দর্শন), স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ বা চলাফেরা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার বা হাবভাব, নারীত্ব, স্ত্রীভাব বা স্ত্রীলোক সুলভ স্বভাব; ইহাই স্ত্রী-ইন্দ্রিয়।

তথায় পুরুষ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা পুরুষের পুংলিঙ্গ (পুরুষ জনোচিত আকার-আকৃতি), পুরুষ-নিমিত্ত, পুরুষের ন্যায় আচার-আচরণ, পুরুষের ব্যবহার বা হাবভাব, পুরুষত্ব, পুরুষ সুলভ স্বভাব বা পুংভাব; ইহাই পুরুষ-ইন্দ্রিয়।

তথায় জীবিত-ইন্দ্রিয় কিরূপ? জীবিত-ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—রূপ-জীবিত-ইন্দ্রিয় আছে, অরূপ-জীবিত ইন্দ্রিয় আছে।

তথায় রূপ-জীবিত-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা সেই রূপী-ধর্মসমূহের (দৈহিক বা দৃশ্যমান রূপ সমূহের) আয়ু, স্থিতি, পুষ্টি, সময়ক্ষেপন বা কাল যাপন, ঈর্যা

(চর্যা বা গতিবিধি), অবস্থিতি, রক্ষণ, জীবন বা জীবনকাল, জীবিত-ইন্দ্রিয়—একেই রূপ-জীবিত-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় অরূপ-জীবিত-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা সেই অরূপী (অদৃশ্যমান) ধর্মসমূহের আয়ু, স্থিতি, পুষ্টি, সময়ক্ষেপন বা কাল যাপন, ঈর্যা (চর্যা বা গতিবিধি), অবস্থিতি, রক্ষণ, জীবন বা জীবনকাল, জীবিত, জীবিত-ইন্দ্রিয়—একেই অরূপ জীবিত-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় সুখ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা কায়িক (দৈহিক) স্বস্তি (শান্তি), কায়িক সুখ; কায়-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখজনক অনুভব (অভিজ্ঞতা); কায়-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখজনক অনুভূতি—একে সুখ ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় দুঃখ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা কায়িক অস্বস্তি, কায়িক দুঃখ; কায়-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখজনক অনুভব (অভিজ্ঞতা); কায়-সংস্পর্শজ অস্বস্তিকর দুঃখজনক অনুভূতি—একে দুঃখ-ইন্দ্রিয়-বলে।

তথায় সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি, চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখজনক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখজনক অনুভূতি—একে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা চৈতসিক অস্বস্তি, চৈতসিক দুঃখ, চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর, দুঃখজনক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখজনক অনুভূতি—একে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অনুভূতি (বেদনা)—একে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা শ্রদ্ধা, সত্য বলে ধারণা, বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাসজনিত সত্যতা, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল—একেই শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় বীর্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা চৈতসিক (মানসিক) বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ, চেষ্টা, পরাক্রম, উদ্যোগ, পরিশ্রম, উৎসাহ, উদ্যম, শক্তি, ধৈর্যতা, অশিথিল পরাক্রমতা, অনিক্ষিপ্ত আবেগ, অনিক্ষিপ্ত কার্য, কর্ম প্রচেষ্টা, কর্মশক্তি, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্যবল—একে বীর্য-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় স্মৃতি-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতিস্মরণতা-ধারণতা-ভাসমান নহে তাদৃশ ভাব বা অবস্থা-নির্ভুলতা, মনোযোগিতা, স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-বল, সম্যক (যথার্থ) স্মৃতি—একে স্মৃতি-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় সমাধি-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি, অবস্থিতি, স্থিরতা, অবিক্ষেপ, মানসিক অবিচলিত অবস্থা, শমথ, সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-বল, সম্যক-সমাধি—একে সমাধি-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি—একে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় অজ্ঞাতজ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় কিরূপ? সেই অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অপ্রাপ্ত, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ধর্মসমূহের সাক্ষাতের জন্য যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন—একে অজ্ঞাতজ্ঞাতর্থী-ইন্দ্রিয় বলে।

তথায় লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় কিরূপ? সেই জ্ঞাত, দৃষ্ট, প্রাপ্ত, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ধর্মসমূহের সাক্ষাতের জন্য যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান,... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা) অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গপ্রতিপন্ন—একে লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে।

তথায় লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় কিরূপ? সেই পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট, প্রাপ্ত, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ধর্মসমূহের সাক্ষাতের জন্য যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান... পূর্ববৎ (২০৬ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ-প্রতিপন্ন—একে লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় বলে।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা

২২১. বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, অজ্ঞাতজ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়।

২২২. বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কতো প্রকার (কোনটি) কুশল, কতো প্রকার (কোনটি) অকুশল, কতো প্রকার (কোনটি) অব্যাকৃত... পূর্ববৎ (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কয়টি সরণ (অশান্ত), কয়টি (কোনটি) অরণ (শান্ত) ?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

২২৩. দশ প্রকার ইন্দ্রিয় অব্যাকৃত। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় অকুশল। অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় কুশল। চার প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো (মাঝে মাঝে) কুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত।

বার প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত অথবা দুঃখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত অথবা অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত অথবা দুঃখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত অথবা অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত।

সাত প্রকার ইন্দ্রিয় বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় বিপাক। দুই প্রকার ইন্দ্রিয় বিপাকধর্মীধর্ম (বিপাক উৎপাদনশীল)। লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় (মধ্যবর্তী জ্ঞান) কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদিন্ন (গৃহীত)-উপাদানীয় (উপাদানের বা দৃঢ় আসক্তির বিষয় বা আলম্বন)। দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয় অনুপাদিন্ন (অগৃহীত)-উপাদানীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সংক্লিষ্ট সংক্লেশিক। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় অবিতর্ক-অবিচার। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সবিতর্ক-সবিচার। উপেক্ষা-

ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। এগারো প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার।

এগারো প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) প্রীতিসহগত অথবা সুখসহগত অথবা উপেক্ষাসহগত। সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো প্রীতিসহগত; সুখসহগত নহে; উপেক্ষাসহগত নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) প্রীতিসহগত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। চার প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) প্রীতিসহগত অথবা সুখসহগত অথবা উপেক্ষাসহগত।

পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক। কখনো কখনো দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে।

দশ প্রকার ইন্দ্রিয় আচয়গামীও (পুনর্জন্মের সঞ্চয়কারী) নহে, অপচয়গামীও (পুনর্জন্ম ধ্বংসকারীও) নহে। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় আচয়গামী। অজ্ঞাতজ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় অপচয়গামী। লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় কখনো কখনো অপচয়গামী, কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো আচয়গামী, কখনো কখনো অপচয়গামী। কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। দুই প্রকার ইন্দ্রিয় শৈক্ষ্য। লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় (পরিপূর্ণ পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি) অশৈক্ষ্য। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো কখনো অশৈক্ষ্য। কখনো কখনো শৈক্ষ্যও নহে,

অশৈক্ষ্যও নহে।

দশ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিত্ত (সীমিত)। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অপ্রমাণ। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো পরিত্ত, কখনো কখনো মহদ্‌গত, কখনো কখনো অপ্রমাণ। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় অনালম্বন। দুই প্রকার ইন্দ্রিয় পরিত্ত-আলম্বন। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অপ্রমাণ-আলম্বন। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো পরিত্ত- আলম্বন, কখনো কখনো মহদ্‌গত-আলম্বন, অপ্রমান-আলম্বন নহে। কখনো কখনো (এভাবে) বলা অনুচিত : (উহা) পরিত্ত-আলম্বন অথবা মহদ্‌গত-আলম্বন। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো পরিত্ত-আলম্বন, কখনো কখনো মহদ্‌গত-আলম্বন, কখনো কখনো অপ্রমাণ-আলম্বন। কখনো কখনো (এভাবে) বলা অনুচিত : (এরা) পরিত্ত-আলম্বন বা মহদ্‌গত আলম্বন অথবা অপ্রমাণ-আলম্বন।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় মধ্যম, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় হীন, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় উত্তম। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো মধ্যম, কখনো কখনো উত্তম। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো হীন, কখনো কখনো মধ্যম, কখনো কখনো উত্তম। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় অনিয়ত। অজ্ঞাতজ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় সম্যক (যথার্থ অবস্থায়) নিয়ত (স্থিত)। চার প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সম্যক নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো মিথ্যায় (অযথার্থে) নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো মিথ্যায় নিয়ত, কখনো কখনো সম্যক অবস্থায় (সম্যকত্বে) নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় অনালম্বন। চার প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে (এভাবে) বলা অনুচিত : (উহারা) মার্গ-আলম্বন অথবা মার্গহেতুক অথবা মার্গ-অধিপতি। অজ্ঞাতজ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় মার্গালম্বন নহে, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো (এভাবে) বলা অনুচিত : (উহা) মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় মার্গালম্বন নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো মার্গালম্বন, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) মার্গালম্বন অথবা মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি।

দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল (উৎপন্ন হবার কারণযুক্ত)। এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) অনুৎপন্ন। দুই প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন। এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উৎপত্তিশীল। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উৎপন্ন,

কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় অনালম্বন। দুই প্রকার ইন্দ্রিয় বর্তমান-আলম্বন। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) অতীত-আলম্বন অথবা অনাগত-আলম্বন অথবা বর্তমান-আলম্বন। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো অতীত-আলম্বন, কখনো কখনো অনাগত-আলম্বন, কখনো কখনো বর্তমান-আলম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) অতীত-আলম্বন বা অনাগত-আলম্বন বা বর্তমান-আলম্বন। (সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ, কখনো কখনো বাহ্যিক, কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় অনালম্বন। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় বাহ্যিক-আলম্বন। চার প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-আলম্বন, কখনো কখনো বাহ্যিক-আলম্বন, কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক-আলম্বন। আট প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-আলম্বন, কখনো কখনো বাহ্যিক-আলম্বন, কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক-আলম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) অভ্যন্তরীণ-আলম্বন অথবা বাহ্যিক-আলম্বন অথবা অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক-আলম্বন। পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় অনিদর্শন-সপ্রতিঘ। সতেরো প্রকার ইন্দ্রিয় অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

২২৪. চার প্রকার ইন্দ্রিয় হেতু। আঠারো প্রকার ইন্দ্রিয় হেতু নহে। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় সহেতুক। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় অহেতুক। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সহেতুক, কখনো কখনো অহেতুক। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় হেতু-সম্প্রযুক্ত। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় হেতু-বিপ্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-বিপ্রযুক্ত। চার প্রকার ইন্দ্রিয় হেতু অধিকন্তু সহেতুক। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) হেতু অধিকন্তু সহেতুক অথবা সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অথচ সহেতুক, সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) হেতু অথচ সহেতুক, কখনো কখনো সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : সহেতুক কিন্তু হেতু নহে।

চার প্রকার ইন্দ্রিয় হেতু অথচ (অধিকন্তু) হেতু-সম্প্রযুক্ত। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত

অথবা হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত, হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় হেতু নহে, অহেতুক। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় হেতু নহে, সহেতুক। চার প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা "হেতু নহে, অহেতুক"। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো হেতু নহে সহেতুক, কখনো কখনো হেতু নহে অহেতুক।

(সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) সপ্রত্যয়, সংস্কৃত, অদৃশ্যমান। পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় সপ্রতিঘ। সতেরো প্রকার ইন্দ্রিয় অপ্রতিঘ। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় রূপ। চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় অরূপ। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো রূপ, কখনো কখনো অরূপ। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় লোকীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় লোকোত্তর। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো লোকীয়, কখনো কখনো লোকোত্তর। (সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে।

(সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) আসব নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সাসব। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অনাসব। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সাসব, কখনো কখনো অনাসব। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় আসব-বিপ্রযুক্ত। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় আসব-সম্প্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "আসব অধিকন্তু সাসব" অথবা "সাসব কিন্তু আসব নহে"। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) "আসব অথচ সাসব" অথবা "সাসব কিন্তু আসব নহে"। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) "আসব অধিকন্তু সাসব, কখনো কখনো সাসব কিন্তু আসব নহে"। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : সাসব কিন্তু আসব নহে।

পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) "আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত " অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"।

দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত, আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত,

কখনো কখনো আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় আসব-বিপ্রযুক্ত, অনাসব। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) "আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব" অথবা "আসব-বিপ্রযুক্ত, অনাসব"। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব। কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত, অনাসব। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব। কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত, অনাসব। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) "আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব" অথবা "আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব"।

(সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) সংযোজন নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সংযোজনীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অসংযোজনীয়। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সংযোজনীয়, কখনো কখনো অসংযোজনীয়। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয় সংযোজন-সম্প্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) সংযোজন অধিকন্তু সংযোজনীয়, সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) সংযোজন অধিকন্তু সংযোজনীয় অথবা সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) সংযোজন অধিকন্তু সংযোজনীয়, কখনো কখনো সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) সংযোজনীয় কিন্তু সংযোজন নহে।

পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) "সংযোজন অধিকন্তু সংযোজন-সম্প্রযুক্ত" অথবা "সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে"। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) সংযোজন অধিকন্তু সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) সংযোজন অধিকন্তু সংযোজন-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : (এরা) সংযোজন-সম্প্রযুক্ত কিন্তু সংযোজন নহে।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, অসংযোজনীয়। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এটি) সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয় অথবা সংযোজন-

বিপ্রযুক্ত, অসংযোজনীয়, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয়। কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, অসংযোজনীয়। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয়। কখনো কখনো সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, অসংযোজনীয়। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, সংযোজনীয় অথবা সংযোজন-বিপ্রযুক্ত, অসংযোজনীয়।

(সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) গ্রন্থি নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রন্থিনীয়। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো অগ্রন্থিনীয়। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থিনীয়, গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থিনীয় অথবা গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থিনীয়, কখনো কখনো গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) গ্রন্থিনীয় কিন্তু গ্রন্থি নহে।

পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথবা গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) গ্রন্থি অধিকন্তু গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত কিন্তু গ্রন্থি নহে।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, গ্রন্থিনীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, অগ্রন্থিনীয়। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) "গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, গ্রন্থিনীয়" অথবা "গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয়"। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, গ্রন্থিনীয়। কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, অগ্রন্থিনীয়। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, গ্রন্থিনীয়। কখনো কখনো গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, অগ্রন্থিনীয়। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (এরা) "গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, গ্রন্থিনীয়" অথবা "গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত, অগ্রন্থিনীয়"।

(সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে। দশ প্রকার

ইন্দ্রিয় নীবরণীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অনীবরণীয়। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো নীবরণীয়, কখনো কখনো অনীবরণীয়। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় নীবরণ-সম্প্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণ অধিকন্তু নীবরণীয়, নীবরণীয় কিন্তু নীবরণ নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণ অধিকন্তু নীবরণীয় অথবা নীবরণীয় কিন্তু নীবরণ নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণ অধিকন্তু নীবরণীয়, কখনো কখনো নীবরণীয় কিন্তু নীবরণ নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : নীবরণীয় কিন্তু নীবরণ নহে।

পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণ অধিকন্তু নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথবা নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) নীবরণ অধিকন্তু নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণ অধিকন্তু নীবরণ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) নীবরণ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নীবরণ নহে।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, নীবরণীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, অনীবরণীয়। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) "নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, নীবরণীয়" অথবা "নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, অনীবরণীয়"। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, নীবরণীয়। কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, অনীবরণীয়। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, নীবরণীয়। কখনো কখনো নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, অনীবরণীয়। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, নীবরণীয়" অথবা "নীবরণ-বিপ্রযুক্ত, অনীবরণীয়"।

(সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) পরামাস (বিকার) নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় পরামৃষ্ট (বিকৃত)। তিন প্রকার আলম্বন অপরামৃষ্ট। নয় প্রকার আলম্বন কখনো কখনো পরামৃষ্ট, কখনো কখনো অপরামৃষ্ট। ষোলো প্রকার ইন্দ্রিয় পরামাস-বিপ্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো পরামাস-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) পরামাস অধিকন্তু পরামৃষ্ট, পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) পরামাস অধিকন্তু পরামৃষ্ট

অথবা পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) পরামাস অধিকন্তু পরামৃষ্ট অথবা পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) পরামৃষ্ট কিন্তু পরামাস নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় পরামাস-বিপ্রযুক্ত, পরামৃষ্ট। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় পরামাস-বিপ্রযুক্ত, অপরামৃষ্ট। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত, পরামৃষ্ট। কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত, অপরামৃষ্ট। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত, পরামৃষ্ট। কখনো কখনো পরামাস-বিপ্রযুক্ত, অপরামৃষ্ট। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : পরামাস-বিপ্রযুক্ত, পরামৃষ্ট অথবা পরামাস-বিপ্রযুক্ত, অপরামৃষ্ট।

সাত প্রকার ইন্দ্রিয় অনালম্বন। চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় সালম্বন। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সালম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন। একুশ প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত নহে। মন-ইন্দ্রিয় চিত্ত। তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চৈতসিক। আট প্রকার ইন্দ্রিয় অচৈতসিক (চৈতসিক নহে)। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চৈতসিক, কখনো কখনো চৈতসিক নহে। তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো চিত্ত-বিপ্রযুক্ত। মন-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : চিত্তের সহিত সম্প্রযুক্ত অথবা চিত্তের সহিত বিপ্রযুক্ত।

তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সংশ্লিষ্ট। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-অসংশ্লিষ্ট। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, কখনো কখনো চিত্ত-অসংশ্লিষ্ট। মন-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) চিত্তের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা চিত্তের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সমুত্থান। আট প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সমুত্থান নহে। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চিত্ত-সমুত্থান, কখনো কখনো চিত্ত-সমুত্থান নহে। তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সহভূ চিত্তের সহিত সহাবস্থানকারী (সহজাত বা সহোৎপন্ন)। আট প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্তের সহিত সহাবস্থানকারী নহে। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চিত্তের সহিত সহাবস্থানকারী, কখনো কখনো চিত্তের সহিত সহাবস্থানকারী নহে। তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্তানুপরিবর্তী (চিত্তের অনুসারী বা চিত্তের সহিত সহ-গমনকারী)। আট প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্তানুপরিবর্তী নহে। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তনকারী, কখনো কখনো চিত্তানুপরিবর্তনকারী নহে।

তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান। আট প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-

সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ। আট প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ নহে। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ নহে। তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তনকারী। আট প্রকার ইন্দ্রিয় চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তনকারী নহে। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুসারী, কখনো কখনো চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুসারী নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় অভ্যন্তরীণ। ষোলো প্রকার ইন্দ্রিয় বাহ্যিক।

সাত প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদা (চারি মহাভূত রূপোৎপন্ন)। চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদা নহে। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপাদা, কখনো কখনো উপাদা নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদিন্ন (তৃষ্ণা, মান ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে গৃহীত)। চার প্রকার ইন্দ্রিয় অনুপাদিন্ন। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপাদিন্ন, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন। (সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) উপাদান নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদানীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অনুপাদানীয়। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদানীয়। ষোলো প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদান-বিপ্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান অধিকন্তু উপাদানীয়, উপাদানীয় কিন্তু উপদান নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান অধিকন্তু উপাদানীয়, উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান অধিকন্তু উপাদানীয় অথবা উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান অধিকন্তু উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদানীয় কিন্তু উপাদান নহে।

ষোলো প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "উপাদান অধিকন্তু উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথবা উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে"। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান অধিকন্তু উপাদান-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান-সম্প্রযুক্ত কিন্তু উপাদান নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদান-বিপ্রযুক্ত, অনুপাদানীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো

উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয়। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয়, কখনো কখনো উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয়। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয় অথবা উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয়।

(সকল প্রকার ইন্দ্রিয়) ক্লেশ নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সংক্লেশিক। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অসংক্লেশিক। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লেশিক। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় অসংক্লিষ্ট। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সংক্লিষ্ট। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লেশিক, সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লেশিক" অথবা "সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে"। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লেশিক, কখনো কখনো সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) সংক্লেশিক কিন্তু ক্লেশ নহে।

পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহারা) ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লিষ্ট অথবা সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লিষ্ট, (ইহা) সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সর্ম্পাকে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অধিকন্তু সংক্লিষ্ট, কখনো কখনো সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) সংক্লিষ্ট কিন্তু ক্লেশ নহে।

পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অধিকন্তু ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথবা ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (ইহা) ক্লেশ অধিকন্তু ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ অধিকন্তু ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। কখনো কখনো বলা অনুচিত : ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত কিন্তু ক্লেশ নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-অসংক্লেশিক। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা

অনুচিত : (উহা) ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক অথবা ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-অসংক্লেশিক। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক, কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-অসংক্লেশিক। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক, কখনো কখনো ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-অসংক্লেশিক। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-সংক্লেশিক অথবা ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-অসংক্লেশিক।

পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক, কখনো কখনো ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় অবিতর্ক। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সবিতর্ক। বার প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় অবিচার। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সবিচার। বার প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। এগারো প্রকার ইন্দ্রিয় অপ্রীতিক। এগারো প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক।

এগারো প্রকার ইন্দ্রিয় প্রীতিসহগত নহে। একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। বার প্রকার ইন্দ্রিয় সুখসহগত নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। বার প্রকার ইন্দ্রিয় উপেক্ষাসহগত নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে।

দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কামাবচর। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কামাবচর নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো কামাবচর, কখনো কখনো কামাবচর নহে। তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় রূপাবচর নহে। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো রূপাবচর, কখনো কখনো রূপাবচর নহে। চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় অরূপাবচর নহে। আট প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো অরূপাবচর, কখনো কখনো অরূপাবচর নহে। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লৌকিক)। তিন প্রকার

ইন্দ্রিয় অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর)। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট, কখনো কখনো অসংশ্লিষ্ট। একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় অনিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীত করে না)। অজ্ঞাতজ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় নিয়্যানিক (নির্বাণে উপনীতকারী)। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো নিয়্যানিক, কখনো কখনো অনিয়্যানিক। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় অনিয়ত। অজ্ঞাতজ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় নিয়ত। একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সউত্তর। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অনুত্তর। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সউত্তর, কখনো কখনো অনুত্তর। পনেরো প্রকার ইন্দ্রিয় অরণ (শান্ত)। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সরণ (অশান্ত)। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সরণ, কখনো কখনো অরণ।

[প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত[

[ইন্দ্রিয় বিভঙ্গ এখানে সমাপ্ত]

৬. প্রতীত্যসমুৎপাদ[1] বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ (বিভাজন)

২২৫. অবিদ্যার প্রত্যয়ে (কারণে) সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন; ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন (বিলাপ)-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস (হতাশা) উৎপন্ন হয়। এভাবে সমগ্র দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়।

২২৬. তন্মধ্যে অবিদ্যা কিরূপ? দুঃখ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ে (দুঃখোৎপত্তির কারণ সম্পর্কে) অজ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে অজ্ঞান, দুঃখ-নিরোধ গামী প্রতিপদায় অজ্ঞান, ইহাকে অবিদ্যা বলা হয়।

তথায় অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার কিরূপ? পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার, কায়-সংস্কার, বাক্য-সংস্কার, চিত্ত-সংস্কার।

তথায় পুণ্যাভিসংস্কার কিরূপ? কামাবচর ও রূপাবচরের দানময়-শীলময়-ভাবনাময় কুশল চেতনা, ইহাকে পুণ্যাভিসংস্কার বলে।

তথায় অপুণ্যাভিসংস্কার কিরূপ? কামাবচরের অকুশল (পাপ) চেতনা, ইহাকে অপুণ্যাভিসংস্কার বলে।

তথায় আনেঞ্জাভিসংস্কার কিরূপ? অরূপাবচরের কুশল (পুণ্য) চেতনা, ইহাকে আনেঞ্জাভিসংস্কার বলে।

তথায় কায়-সংস্কার কীরূপ; কায়-সঞ্চেতনাই কায়-সংস্কার; বাক্য-সঞ্চেতনাই বাক্য-সংস্কার; মনো-সঞ্চেতনাই চিত্ত-সংস্কার। ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার।'

২২৭. তথায় 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান কিরূপ? চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-

---

[1] **প্রতীত্য-সমুৎপাদ :** 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- প্রতীত্য শব্দের 'প্রতি' অভিমুখার্থ এবং 'ইত্য' গম্যার্থ, ইহা প্রদর্শন করতে গিয়ে 'প্রতিমুখ বা অভিমুখ' বলা হয়েছে। অভিমুখে গমন করে বলে হেতুসমুহ 'প্রতীত্য' নামে এবং সহযোগী ধর্মকে উৎপন্ন করে বলে 'সমুৎপাদ' নামে কথিত। অবলম্বনপূর্বক প্রবর্তিত হয়—এইজন্য প্রতীত্য এবং উৎপন্ন হওয়ার সময়ে সমবায়ে ও সম্যকরূপে উৎপন্ন হয় অথচ একক নহে, হেতু ছাড়াও নহে—এজন্য সমুৎপাদ।

বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান।'

২২৮. তথায় 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তথায় 'নাম' কাকে বলে? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, ইহাকে 'নাম' বলে। তথায় 'রূপ' কাকে বলে? চারি মহাভূত এবং চার প্রকার মহাভূতের আশ্রয়ে (ভিত্তিতে) উৎপন্ন রূপ, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই "বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ"।

২২৯. তথায় "নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন" কিরূপ? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন; ইহাই "নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন"।

২৩০. তথায় "ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ" কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনোসংস্পর্শ; ইহাই "ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ"।

২৩১. তথায় "স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা (অনুভূতি)" কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা; ইহাই "স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা"।

২৩২. তথায় "বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা" কিরূপ? রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পৃশ্য-তৃষ্ণা, ধর্ম-তৃষ্ণা; ইহাই "বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা"।

২৩৩. তথায় "তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান" কিরূপ? কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রতপরামর্শ উপাদান, আত্মবাদ-উপাদান; ইহাই "তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান"।

২৩৪. তথায় "উপাদানের প্রত্যয়ে ভব" কিরূপ? ভব দ্বিবিধ—কর্মভব আছে, উৎপত্তিভব আছে। তথায় কর্মভব কিরূপ? পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার; ইহাই কর্মভব। সমস্ত ভবগামী কর্মই কর্মভব।

তথায় উৎপত্তিভব কিরূপ? কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব (সচেতন অস্তিত্ব বা জীবন), অসংজ্ঞাভব (অচেতন অস্তিত্ব), নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব, এক বোকারভব (একস্কন্ধভব), চারিবোকার ভব (চারিস্কন্ধ ভব), পঞ্চবোকার ভব (পঞ্চস্কন্ধ ভব); ইহাই উৎপত্তি ভব। এভাবে ইহা কর্মভব, ইহা উৎপত্তি ভব। ইহাই 'উপাদানের প্রত্যয়ে ভব'।

২৩৫. তথায় ভবের প্রত্যয়ে জন্ম কিরূপ? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বনিকায়ে যে জন্মগ্রহণ, উৎপত্তি, অবতরণ, প্রকাশ, স্কন্ধসমূহের প্রাদুর্ভাব, আয়তনসমূহ লাভ, ইহাকে জন্ম বলে।

২৩৬. তথায় 'জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ' কিরূপ? জরা আছে, মরণ আছে। তথায় জরা কিরূপ? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বনিকায়ে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের যে জরাজীর্ণতা, খন্ডদন্ততা, পলিত কেশতা, লোলচর্মতা, আয়ুক্ষয়, ইন্দ্রিয় পরিপক্কতা, ইহাকে জরা বলে।

তথায় মরণ কিরূপ? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বনিকায় হতে যে চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কাল প্রাপ্তি, স্কন্ধসমূহের ভঙ্গ, কলেবর নিক্ষেপ এবং জীবিত-ইন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ, ইহাকে মরণ বলে। এভাবে ইহা জরা, ইহা মরণ। ইহাই "জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ"।

২৩৭. তথায় শোক কিরূপ? জ্ঞাতি পরিহানি বা ভোগ পরিহানি বা রোগ পরিহানি বা শীল পরিহানি বা দৃষ্টি পরিহানি বা অন্যান্য পরিহানিজনিত দুর্দশাগ্রস্ত ও শারীরিক দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে শোক, শোচনা, শোকগ্রস্ততা, অন্তশোক, অন্তপরিশোক, চিত্তের প্রদাহ, দৌর্মনস্য, শোকশৈল্য, ইহাকে শোক বলে।

২৩৮. তথায় পরিদেবন (বিলাপ) কিরূপ? জ্ঞাতি পরিহানি বা ভোগ পরিহানি বা রোগ পরিহানি বা শীল পরিহানি বা দৃষ্টি পরিহানি বা অন্যান্য পরিহানিজনিত দুর্দশাগ্রস্ত ও শারীরিক দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে বিলাপ, রোদন, ক্রন্দন, কান্নায় ভেঙ্গে পড়া, কান্নায় গড়াগড়ি দেয়া, রোদনে সংজ্ঞাহীন হওয়া, আর্তনাদ করা, আর্তনাদ গ্রস্ততা, প্রলাপ বকা, অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন, খেদ প্রকাশ, ইহাকে পরিদেবন বলে।

২৩৯. তথায় দুঃখ কিরূপ? যা কায়িক অস্বস্তি, কায়িক কষ্ট; কায়-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা; কায়-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখজনক বেদনা (অনুভূতি), ইহাকে দুঃখ বলে।

২৪০. তথায় দৌর্মনস্য (মানসিক অশান্তি) কিরূপ? যা চৈতসিক অস্বস্তি, চৈতসিক দুঃখ (কষ্ট); চিত্তসংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভূতি, ইহাকে দৌর্মনস্য বলে।

২৪১.তথায় উপায়াস (হাহুতাশ বা নৈরাশ্য) কিরূপ? জ্ঞাতি পরিহানি বা ভোগ পরিহানি বা রোগ পরিহানি বা শীল পরিহানি বা দৃষ্টি পরিহানি বা অন্যান্য পরিহানিজনিত দুর্দশাগ্রস্ত ও শারীরিক দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে মনস্তাপ, হাহুতাশ (নৈরাশ্য), মানসিক সন্তাপ, বেদনায় ভেঙ্গে পড়া, ইহাকে

উপায়াস (হাহুতাশ বা নৈরাশ্য) বলে।

২৪২. এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের (দুঃখরাশির) উৎপত্তি হয় বলতে (বুঝায়)—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সঙ্গতি (মিলন) হয়, সমাগম (আগম) হয়, সমোধান (সমাবেশ) হয়, প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) হয়। সেজন্য বলা হয়—“এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়”।

[সূত্র অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিশ্লেষণ

১. প্রত্যয় চতুষ্ক

২৪৩. অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম; নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[প্রত্যয় চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

২. হেতু চতুষ্ক

২৪৪. অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (যা) অবিদ্যাহেতুক; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (যা) সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞানহেতুক; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামহেতুক; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (যা) অবিদ্যাহেতুক; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞানহেতুক; নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ নামহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (যা) অবিদ্যাহেতুক; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞানহেতুক; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামরূপহেতুক; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (যা) অবিদ্যাহেতুক; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞানহেতুক; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন নামরূপহেতুক; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[হেতু চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

৩. সম্প্রযুক্ত চতুষ্ক

২৪৫. অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (যা) অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত; সংস্কারের

প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (যা) সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত; নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ নাম-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত নাম; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামরূপ-সম্প্রযুক্ত; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত নাম; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[সম্প্রযুক্ত চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

৪. পারস্পরিক (অঞ্ঞমঞ্ঞ) চতুষ্ক

২৪৬. অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, (অধিকন্তু) সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন,

ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নাম; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান; নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়েও নাম; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নামরূপ; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নামরূপ; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[পারস্পরিক (অঞ্ঞমঞ্ঞ) চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

মাতিকা (সারাংশ)

২৪৭. সংস্কারের প্রত্যয়ে অবিদ্যা... বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে অবিদ্যা... নামের

প্রত্যয়ে অবিদ্যা... ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে অবিদ্যা... স্পর্শের প্রত্যয়ে অবিদ্যা... বেদনার প্রত্যয়ে অবিদ্যা... তৃষ্ণার প্রত্যয়ে অবিদ্যা... উপাদানের প্রত্যয়ে অবিদ্যা... অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[... ২৪৩-২৪৬ নং অন্তর্ভুক্ত প্যারা দেখুন]

[মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৫. প্রত্যয় চতুষ্ক

২৪৮. কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন (মনের আলম্বন) বা যা কিছুর (অন্যান্য আলম্বনের) সংস্রবে (সংস্পর্শে) সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত (মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত) অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়); সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৪৯. তথায় অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল (প্রতিবন্ধক), মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা।

তথায় 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা (অভিপ্রায় বা সংকল্প), সঞ্চেতনাত্ব (মনোভাব); ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তথায় 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর (অর্থাৎ চিত্ত), মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তথায় 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম'।

তথায় নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, প্রভাস্বর (অর্থাৎ চিত্ত), মন, মনায়তন, মন-ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ,

তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন'।

তথায় ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শন বা সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তথায় 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি), চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখজনক অভিজ্ঞতা; চিত্ত সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখজনক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তথায় 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা' কিরূপ? যা রাগ (কাম প্রবৃত্তি), অনুরাগ (প্রেম বা স্নেহ), অনুনয় (কামনা-বাসনা), অনুরোধ (প্রার্থনা বা স্পৃহা), নন্দি (আমোদ উৎসাহ), নন্দিরাগ (ইন্দ্রিয়সুখে অভিলাষ), চিত্তের অনুরাগ (আকাঙ্ক্ষা); ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা'।

তথায় 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান' কিরূপ? যা দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা), দৃষ্টিগত (কুসংস্কার), দৃষ্টিগ্রহণ (মিথ্যাদৃষ্টিরূপ জঙ্গল), দৃষ্টিকান্তার (মিথ্যাদৃষ্টিরূপ মরুভূমি), দৃষ্টিবিতন্ডা (বিকৃত মতবাদহেতু পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ), দৃষ্টি-শঙ্খা (সন্দেহবাদ), দৃষ্টি সংযোজন, বদ্ধসংস্কার (ভুল বিশ্বাস), ভ্রান্ত ধারণা প্রতিষ্ঠাকরণ (দৃঢ়গ্রহণ), অভিনিবেশ (দৃঢ়-বিশ্বাস), বিকার, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, মিথ্যা অবস্থা, তীর্থায়তন (প্রচলিত বিরুদ্ধ বা ভ্রান্ত ধর্মমত), বিপরীত দৃষ্টি বা ধারণা, ইহাকে 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান' বলে।

তথায় 'উপাদানের প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? উপাদান ব্যতীত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'উপাদানের প্রত্যয়ে ভব'।

তথায় 'ভবের প্রত্যয়ে জন্ম' কিরূপ? যা সেই সেই ধর্মসমূহের জন্ম, উৎপত্তি, অবতরণ, প্রকাশ, আবির্ভাব; ইহাই 'ভবের প্রত্যয়ে জন্ম'।

তথায় 'জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ' কিরূপ? জরা আছে, মরণ আছে। তথায় জরা কিরূপ? যা সেই সেই ধর্ম সমূহের জরা, জীর্ণতা, আয়ুক্ষয়; ইহাই জরা। তথায় মরণ কিরূপ? যা সেই সেই ধর্মসমূহের ক্ষয়, ব্যয়, ভেদ, বিভাজন (অসংহতি), অনিত্যতা, অন্তর্ধান (তিরোধান); ইহাই মরণ। এভাবে ইহা জরা, ইহা মরণ। ইহাকে 'জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ' বলে।

এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয় বলতে (বুঝায়)—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সঙ্গতি (মিলন) হয়, সমাগম (আগমন) হয়, সমোধান (সমাবেশ) হয়, প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) হয়। সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫০. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে

বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম; নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫১. তথায় অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল (প্রতিবন্ধক), মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা।

তথায় 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব (মনোভাব), ইহাকে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' বলে।

তথায় 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তথায় 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম'।

নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ (হয়)। তন্মধ্যে 'নাম কিরূপ? স্পর্শ ব্যতীত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শন সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা দেখুন)... সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫২. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫৩. তথায় অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা দেখুন)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা।

তথায় 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তথায় সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতুর; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তথায় 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই নাম।

তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি), শ্রোত্র-আয়তনের উপচয়, ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়, জিহ্বা-আয়তনের উপচয়, কায়-আয়তনের উপচয় অথবা অন্যান্য যে সমস্ত চিত্তজ, চিত্তহেতুক ও চিত্ত-সমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ'। নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন (উৎপন্ন হয়)। নাম আছে, রূপ আছে।

তথায় 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই নাম। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? যেই রূপকে আশ্রয়ে করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে), ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাকে নামরূপ বলে।

তথায় 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন'।

তথায় 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ বা সংস্পর্শন, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা দেখুন)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫৪. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫৫. তথায় অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা দেখুন)... অবিদ্যারূপ অর্গল (প্রতিবন্ধক), মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'।

তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি), শ্রোত্র-আয়তনের উৎপত্তি (উপচয়), ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়, জিহ্বা-আয়তনের উপচয়, কায়-আয়তনের উপচয় অথবা অন্যান্য যা কিছু রূপ আছে (যা) চিত্তজ, চিত্তহেতুক ও চিত্তসমুত্থান, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ'।

নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন (উৎপন্ন হয়)। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চার প্রকার মহাভূত এবং যেই রূপকে আশ্রয় করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে), ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন' কিরূপ? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন; ইহাই 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শন, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা দেখুন)... সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[প্রত্যয় চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

৬. হেতু চতুষ্ক

২৫৬. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়, যা) অবিদ্যাহেতুক; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞানহেতুক; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামহেতুক; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫৭. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা দেখুন)... অবিদ্যারূপ অর্গল (প্রতিবন্ধক), মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞানহেতুক' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান হেতুক'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামহেতুক' কিরূপ? যা চিত্ত, মন মানস... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামহেতুক'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি), চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখজনক অনুভব (অভিজ্ঞতা), চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখজনক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক' কিরূপ? যা রাগ (কাম প্রবৃত্তি), অনুরাগ (প্রেম বা স্নেহ)... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা দেখুন)... চিত্তের অনুরাগ; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক'।

তন্মধ্যে 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক' কিরূপ? যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা দেখুন)... তীর্থায়তন, বিপরীত দৃষ্টি; ইহাই 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা দেখুন)... সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫৮. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞানহেতুক; নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ নামহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৫৯. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা দেখুন) অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞানহেতুক' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞানহেতুক'।

নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ (হয়, যা) নামহেতুক। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? স্পর্শ ব্যতীত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ নামহেতুক' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শ বা সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শন বা সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ নামহেতুক'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা দেখুন)... সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬০. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়, যা) অবিদ্যাহেতুক; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞানহেতুক; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামরূপহেতুক; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬১. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা দেখুন)... অবিদ্যারূপ অর্গল (প্রতিবন্ধক), মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক'।

তথায় 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞানহেতুক' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি), শ্রোত্র-আয়তনের উপচয়, ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়, জিহ্বা-আয়তনের উপচয়, কায়-আয়তনের উপচয় অথবা অন্যান্য যা কিছু চিত্তজ, চিত্তহেতুক ও চিত্তসমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম,

ইহা রূপ। ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞানহেতুক'।

নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন (উৎপন্ন হয়, যা) নামরূপহেতুক। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? যেই রূপকে ভিত্তি করে (আশ্রয় করে) মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে), ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা 'রূপ'। ইহাই 'নামরূপ' বলে অভিহিত।

তন্মধ্যে নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামরূপহেতুক কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যার দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামরূপহেতুক'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শন বা সংস্পর্শনকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬২. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়, যা) অবিদ্যাহেতুক; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞানহেতুক; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন নামরূপহেতুক; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬৩. তন্মধ্যে অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা) অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যাহেতুক'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কারহেতুক'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞানহেতুক' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে নাম কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি), শ্রোত্র-আয়তনের উপচয়, ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়, জিহ্বা-আয়তনের উপচয়, কায়-আয়তনের উপচয় অথবা অন্যান্য যা কিছু চিত্তজ,

চিত্তহেতুক ও চিত্ত-সমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলা হয়। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাকে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞানহেতুক' বলা হয়।

নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন (উৎপন্ন হয়, যা) নামরূপহেতুক। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ কাকে বলে? চার প্রকার মহাভূত এবং যেই রূপকে ভিত্তি (আশ্রয়) করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে); ইহাই 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন নামরূপহেতুক' কিরূপ? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন, ইহাকে 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন নামরূপহেতুক' বলা হয়।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি), চৈতসিক সুখ; চিত্তসংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক' কিরূপ? যা রাগ (কাম প্রবৃত্তি), অনুরাগ... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের অনুরাগ; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনাহেতুক'।

তন্মধ্যে 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক' কিরূপ? যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... তীর্থায়তন, বিপরীত দৃষ্টি; ইহাই 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণাহেতুক'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[হেতু চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

৭. সম্প্রযুক্ত চতুষ্ক

২৬৪. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়, যা) অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা

স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম (জাতি) জাতির প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬৫. তন্মধ্যে অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ-অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শন বা সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি), চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকরও সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিজনক সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা রাগ, অনুরাগ... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের অনুরাগ; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... তীর্থায়তন, বিপরীত দৃষ্টি; ইহাই 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬৬. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়, যা) অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত; নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ নাম-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের

প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬৭. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত'।

নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ (হয়, যা) নাম-সম্প্রযুক্ত। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? স্পর্শ ব্যতীত; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ নাম-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ-নাম সম্প্রযুক্ত'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬৮. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়, যা) অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত নাম; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৬৯. তথায় 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চিত্ত,

মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত' তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত নাম' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তথায় 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি); শ্রোত্র-আয়তনের উপচয়; ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়; জিহ্বা-আয়তনের উপচয়; কায়-আয়তনের উপচয়, অথবা অন্যান্য যা কিছু চিত্তজ, চিত্তহেতুক, চিত্তসমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত নাম'।

নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন (উৎপন্ন হয়, যা) নামরূপ-সম্প্রযুক্ত। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? যেই রূপকে আশ্রয় করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয়, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামরূপ-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামরূপ-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭০. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়, যা) অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত নাম; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা বেদনা-সম্প্রযুক্ত; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭১. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশল; ইহাই অবিদ্যা।

তন্মধ্যে ' অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা

চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার সম্প্রযুক্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত নাম' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি); শ্রোত্র-আয়তনের উপচয়; ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়; জিহ্বা-আয়তনের উপচয়; কায়-আয়তনের উপচয়; অথবা অন্যান্য যা কিছু চিত্তজ, চিত্তহেতুক, চিত্ত-সমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত নাম'।

নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন (উৎপন্ন হয়, যা) নাম-সম্প্রযুক্ত ষষ্ঠায়তন। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে নাম কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চারি প্রকার মহাভূত এবং যেই রূপকে আশ্রয় করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে), ইহাকে রূপ বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন আয়তন; ইহাই 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন' নাম-সম্প্রযুক্ত ষষ্ঠায়তন।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[সম্প্রযুক্ত চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

৮. পারস্পরিক (অঞ্ঞমঞ্ঞ) চতুষ্ক

২৭২. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়) (অধিকন্তু) সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা (উৎপন্ন হয়)। সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে সংস্কার। বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম; নামের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান। নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নাম। ষষ্ঠায়তনের

প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ। বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা। উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জাতি (জন্ম); জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭৩. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'। তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম'।

তন্মধ্যে 'নাম প্রত্যয়েও বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা দেখুন)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নাম'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি),

চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা' কিরূপ? যা রাগ, অনুরাগ... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের অনুরাগ—'ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা'।

তন্মধ্যে 'তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি), চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা'।

তন্মধ্যে 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান' কিরূপ? যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... তীর্থায়তন, বিপরীত দৃষ্টি; ইহাই 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান'।

তন্মধ্যে 'উপাদানের প্রত্যয়ে ও তৃষ্ণা' কিরূপ? যা রাগ... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের অনুরাগ; ইহাই 'উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা'।

তন্মধ্যে উপাদানের প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? উপাদান ব্যতীত, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'উপাদনের প্রত্যয়ে ভব'।

তন্মধ্যে 'ভবের প্রত্যয়ে জন্ম' কিরূপ? যা সেই সেই ধর্ম সমূহের জন্ম, উৎপত্তি, অবতরণ, প্রকাশ, আবির্ভাব; ইহাই 'ভবের প্রত্যয়ে জন্ম'।

তন্মধ্যে জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ কিরূপ? জরা আছে, মরণ আছে। তন্মধ্যে 'জরা' কিরূপ? যা সেই সেই ধর্মসমূহের জরা, জীর্ণতা, আয়ুক্ষয়; ইহাই 'জরা'। তন্মধ্যে 'মরণ' কিরূপ? যা সেই সেই ধর্মসমূহের ক্ষয়, ব্যয়, ভেদ, বিভাজন (অসংহতি), অনিত্যতা, অন্তর্ধান; ইহাই 'মরণ'। এভাবে ইহা জরা, ইহা মরণ। ইহাই 'জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ'।

'এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়' বলতে (বুঝায়)—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সঙ্গতি (মিলন) হয়, সমাগম (আগমন) হয়, সমোধান (সমাবেশ) হয়, প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) হয়। সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭৪. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়); আবার সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা (উৎপন্ন হয়)। সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার। বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম; নামের প্রত্যয়েও

বিজ্ঞান। নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়েও নাম। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ। বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা। উপাদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭৫. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান'।

নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ (উৎপন্ন হয়)। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? স্পর্শ ব্যতীত, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়েও নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়েও নাম'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭৬. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়), আবার সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা (উৎপন্ন হয়); সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপের

প্রত্যয়েও বিজ্ঞান; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নামরূপ; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭৭. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞনের প্রত্যয়ে নামরূপ' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তথায় 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'।

তন্মধ্যে রূপ কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি); শ্রোত্র-আয়তনের উপচয়; ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়; জিহ্বা-আয়তনের উপচয়; কায়-আয়তনের উপচয়; অথবা অন্যান্য যা কিছু চিত্তজ, চিত্তহেতুক, চিত্ত-সমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও নামরূপ'।

নামরূপের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়)। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে রূপ কাকে বলে? যেই রূপকে আশ্রয় করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বর্তমান থাকে), ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'নামরূপের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামরূপের

প্রত্যয়েও বিজ্ঞান'।

নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন (উৎপন্ন হয়)। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'।। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? যেই রূপকে আশ্রয় করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে), ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নামরূপ' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে নাম কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রাথমিক উৎপত্তি); শ্রোত্র-আয়তনের উপচয়; ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়; জিহ্বা-আয়তনের উপচয়; কায়-আয়তনের উপচয়; অথবা অন্যান্য যা কিছু চিত্তজ, চিত্তহেতুক, চিত্ত-সমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা) তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু—ইহা স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেই জন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭৮. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়), আবার সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা (উৎপন্ন হয়); সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নামরূপ; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়েও বেদনা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়েও তৃষ্ণা; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৭৯. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং

প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল (প্রতিবন্ধক), মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়েও অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে।

তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি); শ্রোত্র- আয়তনের উপচয়; ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়; জিহ্বা-আয়তনের উপচয়, কায়-আয়তনের উপচয়; অথবা অন্যান্য যা কিছু চিত্তজ, চিত্তহেতুক, চিত্ত-সমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা 'নাম', ইহা 'রূপ'। ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ'।

নামরূপের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়)। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তথায় 'রূপ' কাকে বলে? যেই রূপকে নিশ্রয় (আশ্রয়) করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে), ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'নামরূপের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামরূপের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান'।

নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন (উৎপন্ন হয়)। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তথায় 'রূপ' কাকে বলে? যেই রূপকে নিশ্রয় (আশ্রয়) করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে), ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন' কিরূপ? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-

আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন; ইহাই 'নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন'।

নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন (উৎপন্ন হয়)। নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে 'নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কিরূপ? চার প্রকার মহাভূত এবং যেই রূপকে আশ্রয় করে মনোবিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে); ইহাই 'রূপ' বলে এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নামরূপ' কিরূপ? নাম আছে, রূপ আছে। তন্মধ্যে নাম কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'নাম'। তন্মধ্যে 'রূপ' কাকে বলে? চক্ষু-আয়তনের উপচয় (প্রারম্ভিক উৎপত্তি); শ্রোত্র-আয়তনের উপচয়; ঘ্রাণ-আয়তনের উপচয়; জিহ্বা আয়তনের উপচয়; কায়-আয়তনের উপচয়; অথবা অন্যান্য যা কিছু চিত্তজ, চিত্তহেতুক, চিত্ত-সমুত্থান রূপ আছে, ইহাকে 'রূপ' বলে। এভাবে ইহা নাম, ইহা রূপ। ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নামরূপ'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... পূর্ববৎ (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞানধাতু- ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি), চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)... সেজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[পারস্পরিক বা অন্যোন্য (অঞ্ঞমঞ্ঞ) চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

৯. অকুশল নির্দেশ

২৮০. কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়... (২৪৮-২৭৯ নং অন্তর্ভুক্ত প্যারা)... সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত রূপালম্বন (আশ্রয় করে) বা... (উল্লিখিত উদাহরণের মতো পূরণ করতে হবে)... রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা অন্যান্য

যা কিছুর (আলম্বনের) সংস্পর্শে সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত (অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়); সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়); সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮১. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'।

তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'... পূর্ববৎ (২৪৯ নং প্যারা)...।

তন্মধ্যে 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ' কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ (সিদ্ধান্ত), স্থির সংকল্প (মন সংগঠনকরণ), (চিত্তের) সিদ্ধান্তে স্থিরতা; ইহাই 'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ।'

তন্মধ্যে 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব'... পূর্ববৎ (২৪৯–২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত, অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথার্থ সংশোধন সহ)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮২. কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা যা কিছুর (অন্যান্য আলম্বনের) সংস্পর্শে উপেক্ষাসহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮৩. তন্মধ্যে অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... পূর্ববৎ (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা... (২৪৯ নং প্যারা দেখুন)...।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে,

অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা (অনুভূতি); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'... (২৪৯–২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত, 'উপেক্ষার' ক্ষেত্রে যথার্থ সংশোধন বা পরিবর্তন সহ)... সেইজন্য বলা হয়েছে—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮৪. কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে উপেক্ষাসহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক (সসংস্কারের সহিত) অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়... (২৪৯–২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত, উপেক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধন সহ)... উপেক্ষাসহগত দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত রূপালম্বন (আশ্রয় করে) বা... (উল্লিখিত উদাহরণের মত পূরণ করতে হবে)... রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা যা কিছুর (অন্যান্য আলম্বনের) আশ্রয়ে (সংস্পর্শে) উপেক্ষাসহগত দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত সংস্কারের সহিত অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮৫. তন্মধ্যে অবিদ্যা কিরূপ?... (২৪৯-২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত, উপেক্ষা ও অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধন সহ)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮৬. কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে দৌর্মনস্যসহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় রূপালম্বনকে আশ্রয় করে বা... (উল্লেখিত উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা অন্যান্য যা কিছুর (আলম্বনের) আশ্রয়ে দৌর্মনস্যসহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রতিঘ, প্রতিঘের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮৭. তন্মধ্যে অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই 'অবিদ্যা'... (২৪৯

নং প্যারা)... ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক অস্বস্তি (অশান্তি), চৈতসিক দুঃখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখ অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে প্রতিঘ' কিরূপ? যা চিত্তের আঘাত... (১৮২ নং প্যারা)... হিংস্রতা, অসহিষ্ণুতা, চিত্তের নিরানন্দভাব; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে প্রতিঘ'।

তন্মধ্যে 'প্রতিঘের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ' কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ (সিদ্ধান্ত), স্থির-সংকল্প, (চিত্তের) সিদ্ধান্তে স্থিরতা; ইহাই 'প্রতিঘের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ'।

তন্মধ্যে 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব'... (২৪৯–২৭৯ নং প্যারা; দৌর্মনস্য, প্রতিঘ ও উপেক্ষার ক্ষেত্রে যথোচিত সংশোধন সহ জ্ঞাতব্য)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮৮. কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা অন্যান্য যা কিছুর (আলম্বনের) আশ্রয়ে উপেক্ষাসহগত বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসার প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৮৯. তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল—ইহই 'অবিদ্যা'... (২৪৯ নং প্যারা)... ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা (অনুভূতি); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে বিচিকিৎসা' কিরূপ? যা সন্দেহ, সন্দেহভাব (অনিশ্চয়তা), সন্দেহকরণ (অনিশ্চয়ত্ব), বিমতি (কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা),

বিচিকিৎসা, দোদুল্যমানতা (অস্থির চিত্তভাব), দ্বিধাবিভক্ত পথ, সংশয়, অনেকবিধ মত বা ধারণা, দ্বিধা (ইতস্ততা), অব্যবস্থিতচিত্ততা, অবিচক্ষণতা (অমীমাংসিত ভাব), স্তম্ভিতত্ব (জড়তা), চিত্তের মনোবিলেখ (মানসিক হতবুদ্ধিতা); ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে বিচিকিৎসা'।

তন্মধ্যে 'বিচিকিৎসার প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? বিচিকিৎসা ব্যতীত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'বিচিকিৎসার প্রত্যয়ে ভব'... (উপেক্ষা এবং সন্দেহের ক্ষেত্রে যথোচিত পরিবর্তন সহ ২৪৯-২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৯০. কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা অন্যান্য যা কিছুর (আলম্বনের) সংস্রবে (আশ্রয়ে) উপেক্ষাসহগত ঔদ্ধত্য-সম্প্রযুক্ত অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে ঔদ্ধত্য, ঔদ্ধত্যের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৯১. তন্মধ্যে অবিদ্যা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ অর্গল, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা... (২৪৯ নং প্যারা)... ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা (অনুভূতি); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে ঔদ্ধত্য' কিরূপ? যা চিত্তের ঔদ্ধত্য (চঞ্চলতা বা ব্যাকুলতা), চিত্ত-বিক্ষেপ বা চিত্তচাঞ্চল্যতা, চিত্তের বিশৃঙ্খল অবস্থা; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে ঔদ্ধত্য'।

তন্মধ্যে 'ঔদ্ধত্যের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ' কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ (সিদ্ধান্ত), স্থির সংকল্প, (চিত্তের) সিদ্ধান্তে স্থিরতা; ইহাই 'ঔদ্ধত্যের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ'।

তন্মধ্যে 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব... (উপেক্ষা, ঔদ্ধত্য ও অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবর্তন বা

সংশোধন সহ ২৪৯-২৭৯ নং অন্তর্ভুক্ত প্যারা জ্ঞাতব্য)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[অকুশল নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১০. কুশল-নির্দেশ

২৯২. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা অন্যান্য যা কিছুর (আলম্বনের) সংস্রবে (আশ্রয়ে) সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ (শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস), প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৯৩. তন্মধ্যে কুশলমূল কিরূপ? অলোভ, অদ্বেষ (অক্রোধ), অমোহ।

তন্মধ্যে অলোভ কিরূপ? যা অলোভ, অলোলুপতা (নিঃস্বার্থতা) অলোলুপত্ব, অনুরাগহীনতা, অনাসক্তি, অনাসক্তত্ব, অনভিধ্যা (লিপ্সাহীনতা), অলোভ কুশলমূল (লোভহীনতামূলক পুণ্যকর্মের মূল বা হেতু); ইহাই 'অলোভ'।

তন্মধ্যে অদ্বেষ কিরূপ? যা অদ্বেষ বা অক্রোধ, ক্রোধহীনতা, অক্রোধত্ব, হিংসা বিদ্বেষরহিত অবস্থা, নিরুপদ্রবতা, অদ্বেষ কুশলমূল; ইহাই 'অদ্বেষ'।

তন্মধ্যে অমোহ কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান... (২০৬ নং প্যারা অথবা ৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই 'অমোহ'। এগুলোকে কুশলমূল বলে।

তন্মধ্যে 'কুশল মূলের প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'কুশল মূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ?... (২৪৯ নং প্যারা)... বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম... (২৪৯ নং প্যারা)... নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন... (২৪৯ নং প্যারা)... ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ... (২৪৯ নং প্যারা)... স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা... (২৪৯ নং প্যারা)... ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ (শ্রদ্ধা) কিরূপ? যা শ্রদ্ধা, সত্য বলে

ধারণা, বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাসজনিত সত্যতা; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ (জ্ঞানপূর্বক বিশ্বাস)'।

তন্মধ্যে 'প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ' কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির সিদ্ধান্ত (মীমাংসা), (চিত্তের) সিদ্ধান্তে স্থিরতা, ইহাকে 'প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ' বলে।

তন্মধ্যে 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত, (অবিশষ্ট) বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, ইহাকে 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব' বলে... (কুশলমূল, প্রসাদ ও অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবর্তনসহ ২৪৯-২৭৯ নং অন্তর্ভুক্ত প্যারা জ্ঞাতব্য)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৯৪. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; যা রূপালম্বনকে (আশ্রয় করে হয়ে থাকে) বা... (২৯২ নং এবং ২৯৩ নং প্যারা)... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত (কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়) যা রূপালম্বনকে... (উল্লিখিত উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... রূপালম্বনকে বা শব্দালম্বনকে বা গন্ধালম্বনকে বা রসালম্বনকে বা স্পৃশ্যালম্বনকে বা ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যেই যেই আলম্বনকে আশ্রয় করে সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে কুশল মূলের প্রত্যয়ে সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৯৫. তন্মধ্যে কুশলমূল কিরূপ? অলোভ, অদ্বেষ।

তন্মধ্যে অলোভ কিরূপ? যা অলোভ, অলোলুপতা, অলোলুপত্ব, অনুরাগহীনতা, অনাসক্তি, অনাসক্তত্ব, অনভিধ্যা (লিপ্সাহীনতা), অলোভ কুশলমূল; ইহাই অলোভ।

তন্মধ্যে অদ্বেষ কিরূপ? যা অদ্বেষ বা অক্রোধ, ক্রোধহীনতা, অক্রোধত্ব, হিংসাবিদ্বেষ রহিত অবস্থা, নিরুপদ্রবতা, অদ্বেষ কুশলমূল; ইহাই অদ্বেষ। ইহাকে কুশলমূল বলে।

তন্মধ্যে 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'... (২৯৩ নং প্যারা)...

ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি), চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'... (কুশল মূল, শ্রদ্ধা ও অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধন সহ ২৪৯-২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৯৬. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; যা রূপালম্বনকে আশ্রয় করে হয়ে থাকে বা... (উল্লিখিত উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... রূপালম্বনকে বা শব্দালম্বনকে বা গন্ধালম্বনকে বা রসালম্বনকে বা স্পৃশ্যালম্বনকে বা ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যেই যেই আলম্বনকে আশ্রয় করে উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ,, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৯৭. তন্মধ্যে কুশলমূল কিরূপ? অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ; ইহাই কুশলমূল।

তন্মধ্যে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার... (২৯৩ নং প্যারা)... ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'... (কুশলমূল, উপেক্ষা, প্রসাদ এবং অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবর্তন সহ ২৪৯-২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

২৯৮. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়, যা রূপালম্বনকে আশ্রয় করে হয়ে থাকে বা... (উল্লিখিত উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... রূপালম্বনকে বা

শব্দালম্বনকে বা গন্ধালম্বকে বা রসালম্বনকে বা স্পৃশ্যালম্বনকে বা ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য আলম্বনকে আশ্রয় করে উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

২৯৯. তন্মধ্যে কুশলমূল কিরূপ? অলোভ, অদ্বেষ; ইহাই কুশলমূল।

তন্মধ্যে 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'... (কুশলমূল, উপেক্ষা, প্রসাদ এবং অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোচিত পরিবর্তনসহ ২৪৯-২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে কেবল সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০০. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে রূপভূমিতে (রূপলোকে) উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করা হয়, তখন তিনি (একজন ভিক্ষু) কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে (বিরত হয়ে)... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্ন-নিমিত্তের আশ্রয়ে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০১. তন্মধ্যে কুশলমূল কিরূপ? অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ; ইহাই কুশলমূল।

তন্মধ্যে 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'... (কুশলমূল, প্রসাদ এবং অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবর্তন সহ ২৪৯-২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০২. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করা হয়, তখন একজন ভিক্ষু সর্বপ্রকারে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা) নৈবসংজ্ঞা-না-

অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০৩. তন্মধ্যে কুশলমূল কিরূপ? অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ; ইহাই কুশলমূল।

তন্মধ্যে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'... (২৯৩ নং প্যারা)... ইহাই ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি, চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা)[1]; ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'... (কুশলমূল, উপেক্ষা, প্রসাদ ও অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবর্তন সহ ২৪৯-২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০৪. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) বিমুক্তিদায়ক (নিয়্যানিক) ও পুনর্জন্মরোধকারী (অপচয়গামী) লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... পূর্ববৎ... প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন, যা দুঃখজনক উপায়ে (দুঃখ-প্রতিপদায়) ও মন্থরগতিতে লব্ধ জ্ঞানে (দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায়) অর্জিত; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০৫. তন্মধ্যে কুশলমূল কিরূপ? অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ।

---

[1] বর্তমান মূল পালি এবং বার্মা, শ্রীলংকা ও P.T.S. এর কিছু মূল পালিতে সুখ-বেদনার উল্লেখ থাকলেও এস্থলে তা ভুল বলে মনে হচ্ছে; যেহেতু অরূপধ্যানে অদুঃখ-অসুখ বেদনাই বিদ্যমান থাকে। তদ্ধেতু ২৯৭ নং প্যারা অনুসারে পাঠ করা উচিত। থাইল্যান্ডের কিছু মূল পালিতে পরবর্তী পাঠ প্রদত্ত হয়েছে।

তন্মধ্যে অলোভ কিরূপ?... (২৯৩ নং প্যারা)... অদ্বেষ... (২৯৩ নং প্যারা)... অমোহ? যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'অমোহ'। ইহাদেরকে 'কুশলমূল' বলে।

তন্মধ্যে 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'... (২৯৩ নং প্যারা)... ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি, চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ' কিরূপ? যা শ্রদ্ধা, সত্য বলে ধারণা, বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাসজনিত সত্যতা; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ'।

তন্মধ্যে 'প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ' কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির সিদ্ধান্ত (মীমাংসা), (চিত্তের) সিদ্ধান্তে স্থিরতা; ইহাই 'প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ'।

তন্মধ্যে 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত (অবশিষ্ট) বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব'... (কুশলমূল, প্রসাদ ও অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবর্তনসহ ২৪৯-২৭৯ নং প্যারা অন্তর্ভুক্ত)... ইহাই 'জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ'।

'এভাবে এই ধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়' বলতে বুঝাচ্ছে, এভাবে এই ধর্মসমূহের সঙ্গতি (মিলন) হয়, সমাগম (আগমন) হয়, সমোধান (সমাবেশ) হয়, প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) হয়, তদ্ধেতু বলা হয়—এভাবে এই ধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়।

[কুশল নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১১. অব্যাকৃত নির্দেশ

৩০৬. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে রূপালম্বনকে আশ্রয় করে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত (উপচিত) বিপাক (স্বরূপ) উপেক্ষা-সহগত চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের

প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০৭. তন্মধ্যে সংস্কার কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই সংস্কার।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু—ইহই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম'।

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শকরণ, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অভিজ্ঞতা (অনুভব); চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ-বেদনা (অনুভূতি); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? বেদনা ব্যতীত, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে ভব'... (২৪৯ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০৮. ... সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়, যা) সংস্কারহেতুক; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞানহেতুক; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নামহেতুক; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তনহেতুক; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শহেতুক; বেদনার প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩০৯. ... সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সংস্কার-সম্প্রযুক্ত; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন নাম-সম্প্রযুক্ত; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ষষ্ঠায়তন-সম্প্রযুক্ত; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা স্পর্শ-সম্প্রযুক্ত; বেদনার প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩১০. ... সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়), বিজ্ঞানের প্রত্যয়েও সংস্কার (উৎপন্ন হয়); বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়েও বিজ্ঞান; নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়েও নাম, ষষ্ঠায়তনের

প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়েও ষষ্ঠায়তন; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়েও স্পর্শ; বেদনার প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩১১. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে শব্দালম্বনকে আশ্রয় করে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) উপেক্ষাসহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... (শেষ উদাহরণ এর মত পূরণ করতে হবে)... গন্ধালম্বনকে আশ্রয় করে উপেক্ষাসহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়,... রসালম্বনকে আশ্রয় করে উপেক্ষাসহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... স্পৃশ্যালম্বনকে আশ্রয় করে সুখসহগত কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়), বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম;, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩১২. তন্মধ্যে 'সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'সংস্কার'... (৩০৭ নং প্যারা)... ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা কায়িক (দৈহিক) স্বস্তি, কায়িক সুখ; কায়-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); কায়-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক বেদনা (অনুভূতি); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? বেদনা ব্যতীত, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে ভব'... (২৪৯ নং এবং ৩০৮-৩১০ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩১৩. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) উপেক্ষাসহগত মনোধাতু উৎপন্ন হয়; যা রূপালম্বনকে বা শব্দালম্বনকে বা গন্ধালম্বনকে বা রসালম্বনকে বা স্পৃশ্যালম্বনকে বা ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) আশ্রয় করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩১৪. তন্মধ্যে ‘সংস্কার’ কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই ‘সংস্কার’।

তন্মধ্যে ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’ কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোধাতু; ইহাই ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’... (৩০৭ নং প্যারা)... ইহাই ‘ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ’।

তন্মধ্যে ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’ কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা (অনুভূতি); ইহাই ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’।

তন্মধ্যে ‘বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’ কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা, চিত্তের সিদ্ধান্তে স্থিরতা; ইহাই ‘বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’।

তন্মধ্যে ‘অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব’ কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই ‘অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব’... (২৪৯ নং এবং ৩০৮-৩১০ নং প্যারা দেখুন, অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবর্তন সহ)... সেইজন্য বলা হয়—“এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়”।

৩১৫. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক সৌমনস্যসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়, যা রূপালম্বনকে বা শব্দালম্বনকে বা গন্ধালম্বনকে বা রসালম্বনকে বা স্পৃশ্যালম্বনকে বা ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) ভিত্তি (আশ্রয়) করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩১৬. তন্মধ্যে ‘সংস্কার’ কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই ‘সংস্কার’।

তন্মধ্যে ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’ কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তজ্জাত মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’... (৩০৭ নং প্যারা)... ইহাই ‘ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ’।

তন্মধ্যে ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’ কিরূপ? যা চৈতসিক শান্তি, চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-

সংস্পর্শজ-স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’।

তন্মধ্যে ‘বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’ কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা, চিত্তের সিদ্ধান্তে স্থিরতা; ইহাই ‘বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’।

তন্মধ্যে ‘অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব’ কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব’... (অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধন বা পরিবর্তন সহ ২৪৯ নং ও ৩০৮-৩১০ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—‘এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়’।

৩১৭. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা অন্যান্য যা-কিছুর (আলম্বনের) আশ্রয়ে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়), বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩১৮. তন্মধ্যে ‘সংস্কার’ কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই ‘সংস্কার’।

তন্মধ্যে ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’ কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তজ্জাত মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’... (৩০৭ নং প্যারা)... ইহাই ‘ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ’।

তন্মধ্যে ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’ কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অনুভূতি (বেদনা); ইহাই ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’।

তন্মধ্যে ‘বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’ কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা, চিত্তের সিদ্ধান্তে স্থিরতা; ইহাই ‘বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’।

তন্মধ্যে ‘অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব’ কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই ‘অধিমোক্ষের

প্রত্যয়ে ভব’... (অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধন সহ ২৪৯ নং এবং ৩০৮-৩১০ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—“এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়”।

৩১৯. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... (ঐ) উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... রূপালম্বন বা শব্দালম্বন বা গন্ধালম্বন বা রসালম্বন বা স্পৃশ্যালম্বন বা ধর্মালম্বন বা অন্যান্য যা কিছুর (আলম্বনের) আশ্রয়ে উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩২০. তন্মধ্যে ‘সংস্কার’ কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই ‘সংস্কার’।

তন্মধ্যে ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’ কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’... (৩০৭ নং প্যারা)... ইহাই ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’।

তন্মধ্যে ‘বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ’ কিরূপ? যা শ্রদ্ধা, সত্য বলে ধারণা, বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস জনিত সত্যতা; ইহাই ‘বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ’।

তন্মধ্যে ‘প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’ কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা, চিত্তের সিদ্ধান্তে স্থিরতা; ইহাই ‘প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’।

তন্মধ্যে অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই ‘অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব’... (প্রসাদ ও অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধন সহ ২৪৯ নং ও ৩০৮-৩১০ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩২১.কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তখন তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী কৃৎস্নে প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়... (ধর্মসঙ্গনীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ (স্থৈর্যতা) হয়—এই ধর্মসমূহ কুশল।

সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (১৮৪ নং প্যারা)... পৃথিবী কৃৎস্ন (নিমিত্তে উৎপন্ন) প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩২২. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করা হয়, তখন (একজন ভিক্ষু) সর্বপ্রকারে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-নসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে—এই ধর্মসমূহ কুশল।

সেই অরূপাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক (হিসেবে) তিনি সর্বপ্রকারে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩২৩. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... পূর্ববৎ... প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন, যা দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে...

(ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে—এই ধর্মসমূহ কুশল।

সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কর্মজ ভাবিত বিপাক (হিসেবে) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়), বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে এই ধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়।

৩২৪. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অকুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক উপেক্ষাসহগত চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা রূপালম্বনকে (আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়)... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... উপেক্ষাসহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা শব্দালম্বনকে... (ঐ) উপেক্ষাসহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা গন্ধালম্বনকে... উপেক্ষা-সহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা রসালম্বনকে... দুঃখ-সহগত কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা স্পৃশ্যালম্বনকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রতয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩২৫. তন্মধ্যে সংস্কার কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই সংস্কার।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'... (৩০৭ নং প্যারা)... ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা কায়িক অস্বস্তি, কায়িক দুঃখ, কায়-সংস্পর্শজ অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা), কায়-সংস্পর্শজ অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? বেদনা ব্যতীত, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে ভব'... (২৪৯ নং এবং ৩০৮-৩১০ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—"এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের

উৎপত্তি হয়”।

৩২৬. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অকুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক উপেক্ষাসহগত মনোধাতু উৎপন্ন হয়, যা রূপালম্বনকে বা শব্দালম্বনকে বা গন্ধালম্বনকে বা রসালম্বনকে বা স্পৃশ্যালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩২৭. তন্মধ্যে ‘সংস্কার’ কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই ‘সংস্কার’।

তন্মধ্যে ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’ কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোধাতু; ইহাই ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান’... (৩০৭ নং প্যারা)... ইহাই ‘ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ’।

তন্মধ্যে ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’ কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা), চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা (অনুভূতি); ইহাই ‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’।

তন্মধ্যে ‘বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’ কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত, চিত্তের সিদ্ধান্তে স্থিরতা বা দৃঢ়তা; ইহাই ‘বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ’।

তন্মধ্যে ‘অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব’ কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই ‘অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব’... (অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধন সহ ২৪৯ নং এবং ৩০৮-৩১০ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—“এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়”।

৩২৮. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অকুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়, যা রূপালম্বনকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মালম্বনকে বা যা কিছুকে (অন্যান্য আলম্বনকে) ভিত্তি করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র

দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩২৯. তন্মধ্যে সংস্কার কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই সংস্কার।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'... (অধিমোক্ষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধনসহ ২৪৯ নং ও ৩০৮-৩১০ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—"এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়"।

৩৩০. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে (তাদৃশ) উপেক্ষাসহগত ক্রিয়া মনোধাতু উৎপন্ন হয়; যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... স্পৃশ্যকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে (তাদৃশ) সৌমনস্যসহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে (তাদৃশ) উপেক্ষাসহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়), বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৩১. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত যেই সময়ে কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে (তাদৃশ) সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সংস্কারের সহিত... (ঐ) সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞান-ধাতু

উৎপন্ন হয়; যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা অন্যান্য যেকোন কিছুকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে সসংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৩২. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে (তাদৃশ) ক্রিয়া রূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারে (বর্তমান অস্তিত্বে সুখে অবস্থান কালে) তিনি কামসমূহ হতে পৃথক বা বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী কৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (উৎপন্ন হয়), বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৩৩. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে (তাদৃশ) ক্রিয়া অরূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন; দৃষ্টধর্ম সুখবিহারকালে তিনি সর্বপ্রকারে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে, সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

[অব্যাকৃত নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১২. অবিদ্যামূলক কুশল নির্দেশ

৩৩৪. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়, যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে

থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৩৫. তন্মধ্যে 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার'... (২৪৯ নং প্যারা)... ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি, চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর সুখদায়ক বেদনা (অনুভূতি); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ' কিরূপ? যা শ্রদ্ধা, সত্য বলে ধারণা, বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাসজনিত সত্যতা; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ'।

তন্মধ্যে 'প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ' কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা, চিত্তের সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা; ইহাই 'প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ'।

তন্মধ্যে 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত; বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব'... (২৪৯ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—'এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়'।

৩৩৬. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষর প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৩৭. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়); সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ; প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ; অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম,

জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৩৮. ... সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার হয়; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ; প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ; অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৩৯. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... (ঐ) উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪০. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবীকৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন; ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪১. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি সর্বপ্রকারে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে, সুখ পরিত্যাগ করতঃ... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের

প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪২. কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, প্রথম স্তর (ভূমি) প্রাপ্তির জন্য, বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন; তিনি কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে এই ধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়।

[অবিদ্যামূলক কুশল নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১৩. কুশলমূলক বিপাক নির্দেশ

৩৪৩. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) উপেক্ষাসহগত চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার (উৎপন্ন হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪৪. তন্মধ্যে 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'... (৩০৭ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪৫. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) উপেক্ষাসহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা শব্দকে আলম্বন করে হয়ে থাকে... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... উপেক্ষাসহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা গন্ধকে আলম্বন করে হয়ে থাকে... উপেক্ষাসহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা রসকে আলম্বন

করে হয়ে থাকে... (ঐ)... সুখসহগত কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা স্পৃশ্যকে আলম্বন করে হয়ে থাকে... (ঐ) উপেক্ষাসহগত মনোধাতু উৎপন্ন হয়, যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে বা... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়, যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা.. পে (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়-আলম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের, প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪৬. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়, ... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... (ঐ) উপেক্ষাসহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪৭. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্ন নিমিত্তে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে—এই ধর্মসমূহ কুশল।

সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক (হিসেবে) তিনি

কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী কৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪৮. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি সর্বপ্রকারে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে, সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে—এই ধর্মসমূহ কুশল।

সেই অরূপাবচর কুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক (হিসেবে) তিনি সর্বপ্রকারে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে, সুখ পরিত্যাগ করে... পে (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৪৯. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে (একজন ভিক্ষু) বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও (মার্গের) প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, যা দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে—এই ধর্মসমূহ কুশল।

সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত (কর্মজ) ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, যা দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত এবং শূন্যতা; সেই সময়ে কুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের

প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে প্রসাদ, প্রসাদের প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে এই ধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়।

[কুশলমূলক বিপাক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১৪. অকুশলমূলক বিপাক নির্দেশ

৩৫০. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অকুশল কর্মের কর্মজ (কৃত) সঞ্চিত বিপাক উপেক্ষাসহগত চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে অকুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়), সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৫১. তন্মধ্যে 'অকুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অকুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'... (৩০৭ নং প্যারা)... সেইজন্য বলা হয়—"এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়"।

৩৫২. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অকুশল কর্মের কর্মজ সঞ্চিত বিপাক উপেক্ষাসহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা শব্দকে আলম্বন করে হয়ে থাকে... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... উপেক্ষাসহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা গন্ধকে আলম্বন করে হয়ে থাকে... উপেক্ষাসহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা রসকে আলম্বন করে হয়ে থাকে... দুঃখসহগত কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা স্পৃশ্যকে আলম্বন করে হয়ে থাকে... উপেক্ষাসহগত মনোধাতু উৎপন্ন হয়, যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... স্পৃশ্যকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে অকুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৫৩. কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অকুশল কর্মের কর্মজ

সঞ্চিত বিপাক উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়, যা রূপকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে হয়ে থাকে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন করে হয়ে থাকে, সেই সময়ে অকুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম, নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন, ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ, অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ। এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৩৫৪. তন্মধ্যে 'অকুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার' কিরূপ? যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব; ইহাই 'অকুশলমূলের প্রত্যয়ে সংস্কার'।

তন্মধ্যে 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'।

তন্মধ্যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম' কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ; ইহাই 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম।'

তন্মধ্যে 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'নামের প্রত্যয়ে ষষ্ঠায়তন'।

তন্মধ্যে 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ' কিরূপ? যা স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শন, সংস্পর্শনত্ব; ইহাই 'ষষ্ঠায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ'।

তন্মধ্যে 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে, চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা'।

তন্মধ্যে 'বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ' কিরূপ? যা চিত্তের অধিমোক্ষ, স্থির সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা, চিত্তের সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা; ইহাই 'বেদনার প্রত্যয়ে অধিমোক্ষ'।

তন্মধ্যে 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব' কিরূপ? অধিমোক্ষ ব্যতীত, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'অধিমোক্ষের প্রত্যয়ে ভব'।

তন্মধ্যে 'ভবের প্রত্যয়ে জন্ম' কিরূপ? যা সেই সেই ধর্মসমূহের জন্ম, উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিপূর্ণ বিদ্যমানতা, প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব); ইহাই 'ভবের প্রত্যয়ে জন্ম'।

তন্মধ্যে ‘জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ’ কিরূপ? জরা আছে, মরণ আছে। তন্মধ্যে ‘জরা’ কিরূপ? যা সেই সেই (ভিন্ন ভিন্ন) ধর্মসমূহের জরা, জীর্ণতা, আয়ুক্ষয়; ইহাই ‘জরা’। তন্মধ্যে ‘মরণ’ কিরূপ? যা সেই সেই (ভিন্ন) (ভিন্ন) ধর্মসমূহের ক্ষয়, ব্যয়, ভেদ, ভঙ্গুরতা, অনিত্যতা, অন্তর্ধান; ইহাই ‘মরণ’। এভাবে ইহা জরা, ইহা মরণ। ইহাই ‘জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ।’

‘এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়’ বলতে বুঝায় ‘এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সঙ্গতি (মিলন) হয়, সমাগম (আগমন) হয়, সমোধান (সমাবেশ) হয়, প্রাদুর্ভাব হয়। সেইজন্য বলা হয়—“এভাবে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়”।

[অকুশলমূলক বিপাক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

[প্রতীত্যসমুৎপাদ বিভঙ্গ সমাপ্ত]

৭. স্মৃতি-উপস্থান[1] বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন

৩৫৫. চার প্রকার স্মৃতি-উপস্থান (স্মৃত্যুপস্থান)—এখানে (এই বুদ্ধশাসনে) বীর্যবান (উদ্যমী), সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (জগতে) অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে অধ্যাত্ম (নিজ) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বাহির (অপর) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; অধ্যাত্ম-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে অধ্যাত্ম বেদনায় (অনুভূতিতে) বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বাহির বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; অধ্যাত্ম-বাহির বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে অধ্যাত্ম চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, বাহির চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; অধ্যাত্ম-বহির চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে অধ্যাত্ম ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; অধ্যাত্ম-বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

১. কায়ানুদর্শন নির্দেশ

৩৫৬. কিভাবে ভিক্ষু অধ্যাত্ম কায়ে[2] কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন?

---

[1] সতিপট্ঠান একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। দুই প্রকারে এর বিশ্লেষণ করা যায়; যেমন : 'সতি+পট্ঠান' অথবা সতি+উপট্ঠান, স্মৃতি-প্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থাপন। আলম্বনের যথার্থ স্বভাব নির্ধারণের জন্য চিত্তের তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করা এবং সেই নির্ধারিত যথাস্বভাবে স্মৃতির অবিছিন্ন ও অভ্রান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করার নামই স্মৃতিপ্রস্থান পঞ্চস্কন্ধের যথাভূত স্বভাবে জ্ঞানার্জন ও সেই জ্ঞানে স্মৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা। একটি মাত্র "স্মৃতি" চৈতসিক কায়া, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম (সংজ্ঞা ও সংস্কার) এই চারি আলম্বন-ভেদে চার প্রকার হয়েছে।

[2] **কায় :** পালি ভাষায় কায় শব্দটিকে সন্ধি বিশ্লেষণ করলে ক + আয় = কায়। 'ক' অর্থ কুৎসিৎ, কদাকার, অশুচি কেশ, লোম, মল, মূত্রাদি। আয় অর্থ সঞ্চয় করা। বত্রিশ প্রকার অশুচি ঘৃণিত পদার্থের সমন্বয়ে এই কায় বা দেহ গঠিত। সাধকের চিন্তার পরিসরে 'কায়' অর্থ অশুচি পদার্থের সঞ্চয়াগার বিশেষ। সত্যিই এই কায় জীবিতাবস্থায় যেমন অশুচি, তেমন মৃতাবস্থায়ও অশুচি।

এখানে একজন ভিক্ষু অধ্যাত্ম কায়ে পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হতে মস্তক কেশের অধোভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ত্বকাবৃত দেহ মধ্যে নানা প্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন—এ দেহে (কায়ে) আছে "কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক (কিডনি), হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদরস্থ অপক্ক খাদ্য, বিষ্ঠা (মল), পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, ঘর্ম, মেদ, অশ্রু, বসা (চর্বি), থুথু, শিক্নি, লসিকা, মূত্র," তিনি সেই নিমিত্তকে (আলম্বনকে) অভ্যাস (অনুশীলন) করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা (সিদ্ধান্ত) করেন।

তিনি সেই নিমিত্তকে অভ্যাস করে ভাবনা করে বহুলীকৃত (পুনঃপুন অভ্যাস) করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করে বাহির কায়ে (অপর দেহে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য) চিত্ত আরোপিত (প্রয়োগ) করেন।

কিভাবে ভিক্ষু বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু বাহির কায়ে পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হতে মস্তক কেশের অধোভাগ পর্যন্ত ত্বকাবৃত দেহে নানা প্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন—এ দেহে আছে "কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, কিডনী (বৃক্ক), হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদরস্থ অপক্ক খাদ্য, বিষ্ঠা (মল), পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ (ঘর্ম), মেদ, অশ্রু, বসা (চর্বি), থুথু, শিক্নি, লসিকা, মূত্র"। তিনি সেই নিমিত্ত অভ্যাস করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করে অধ্যাত্ম-বাহির কায়ে (তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য) চিত্ত আরোপিত করেন।

কিভাবে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-বাহির কায়ে পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হতে মস্তক কেশের অধোভাগ পর্যন্ত ত্বকাবৃত দেহে নানা প্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন—এই দেহে আছে "কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস,স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, কিড্নী (বৃক্ক), হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদরস্থ অপক্ক খাদ্য, বিষ্ঠা (মল), পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ (ঘর্ম), মেদ, অশ্রু, বসা (চর্বি), থুথু, শিক্নি, লসিকা, মূত্র"। এভাবে একজন বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে (লোকে) অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে অধ্যাত্ম-বাহির কায়ে (স্বীয় ও অপর দেহে) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান

করেন।

৩৫৭. 'অনুদর্শী' অর্থ তন্মধ্যে অনুদর্শন কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকে 'অনুদর্শন' বলে। এই অনুদর্শনের দ্বারা তিনি যুক্ত (ভূষিত), সংযুক্ত (বিভূষিত), আগত, সমাগত, সিদ্ধ (উপপন্ন), সম্পন্ন ও সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'অনুদর্শী' কথিত হয়।

৩৫৮. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় (অর্থ) চার প্রকার ঈর্যাপথ (শারীরিক চালচলন প্রণালি) চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, পালন বা রক্ষা করেন, যাপন করেন (অগ্রসর হন), বজায় রাখেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৩৫৯. বীর্যবান (উদ্যমী) বলতে বুঝায় (অর্থ) তন্মধ্যে বীর্য বা উদ্যম কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই বীর্য বা উদ্যম। এই বীর্যের দ্বারা তিনি ভূষিত (যুক্ত), বিভূষিত, আগত, সমাগত, সিদ্ধ (অধিকৃত), সম্পন্ন ও সমন্বাগত হন। তদ্ধেতু' বীর্যবান' বলে কথিত হয়।

৩৬০. 'সম্প্রজ্ঞাত' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'সম্প্রজ্ঞান' কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকে 'সম্প্রজ্ঞান' বলে। এই সম্প্রজ্ঞান দ্বারা তিনি ভূষিত, বিভূষিত, আগত, সমাগত, সিদ্ধ, সম্পন্ন ও সমন্বাগত হন। তদ্ধেতু 'সম্প্রজ্ঞাত' বলে কথিত হয়।

৩৬১. 'স্মৃতিমান' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'স্মৃতি' কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি; ইহাই 'স্মৃতি'। এই স্মৃতি দ্বারা তিনি ভূষিত, বিভূষিত, আগত, সমাগত, সিদ্ধ, সম্পন্ন ও সমন্বাগত হন। তদ্ধেতু 'স্মৃতিমান' বলা হয়।

৩৬২. 'জগতে (লোকে) অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত (বিদূরিত) করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে জগত (লোক) কিরূপ? এই অভিন্ন (পূর্বোক্ত) কায়ই জগৎ। অধিকন্তু পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই জগৎ। ইহাই জগত (লোক)। তন্মধ্যে 'অভিধ্যা' কিরূপ? যা রাগ (কাম প্রবৃত্তি), অনুরাগ (প্রেম বা স্নেহ)... (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে 'অভিধ্যা' বলে। তন্মধ্যে 'দৌর্মনস্য' কিরূপ'? যা চৈতসিক অস্বস্তি, চৈতসিক দুঃখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই দৌর্মনস্য। এভাবে এই অভিধ্যা এবং এই

দৌর্মনস্য এই জগতে বিনীত (দমিত) হয়, বিদূরিত হয়, শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত (প্রশমিত) হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান (বিনাশ) হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত (ক্ষীণ) হয়, বিশোষিত (বিশুষ্ক) হয়, তিরোহিত (পরিসমাপ্তি) হয়। তদ্ধেতু 'জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমিত করে' বলে কথিত হয়।

[কায়ানুদর্শন নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

২. বেদনানুদর্শন নির্দেশ

৩৬৩. কিভাবে ভিক্ষু অধ্যাত্ম (নিজ) বেদনা বিষয়ে বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু সুখ-বেদনা অনুভবকালে "সুখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; দুঃখ-বেদনা অনুভবকালে "দুঃখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভবকালে "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সামিষ সুখ-বেদনা অনুভবকালে "সামিষ সুখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; নিরামিষ সুখ-বেদনা অনুভব কালে "নিরামিষ সুখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভবকালে "সামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; নিরামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভবকালে "নিরামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভবকালে "সামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; নিরামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভবকালে "নিরামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করছি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সেই নিমিত্ত অভ্যাস করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা (স্থির সিদ্ধান্ত) করেন। তিনি সেই নিমিত্তকে অভ্যাস করে ভাবনা করে বহুলীকৃত করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করে বাহির বেদনা বিষয়ে চিত্ত আরোপিত করেন।

কিভাবে ভিক্ষু বাহির বেদনা বিষয়ে বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু (অপরে) সুখ-বেদনা অনুভব কালে "সুখ-বেদনা অনুভব করছেন" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (অপরে) দুঃখ-বেদনা অনুভবকালে "দুঃখ-বেদনা অনুভব করছেন" বলে তা প্রকষ্টরূপে জানেন; (অপরে) অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভবকালে "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করছেন"

বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (অপরে) সামিষ সুখ-বেদনা অনুভবকালে "সামিষ সুখ-বেদনা অনুভব করছেন" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (অপরে) নিরামিষ সুখ-বেদনা অনুভবকালে "নিরামিষ সুখ-বেদনা অনুভব করছেন" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (অপরে) সামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভবকালে "সামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভব করছেন" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (অপরে) নিরামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভবকালে" "নিরামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভব করছেন" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (অপরে) সামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভবকালে "সামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করছেন" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; নিরামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব কালে "নিরামিষ অদুঃখ-অসুঃখবেদনা অনুভব করছেন" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সেই নিমিত্ত অভ্যাস করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা (স্থির সিদ্ধান্ত) করেন। তিনি সেই নিমিত্তকে অভ্যাস করে, ভাবনা করে, বহুলীকৃত করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করে অধ্যাত্ম-বাহির বেদনা বিষয়ে (তার) চিত্ত আরোপিত (প্রয়োগ) করেন।

কিভাবে একজন ভিক্ষু অধ্যাত্ম-বাহির বেদনা বিষয়ে বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু সুখ-বেদনাকে "সুখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; দুঃখ-বেদনাকে "দুঃখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সামিষ সুখ-বেদনাকে "সামিষ সুখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; নিরামিষ সুখ-বেদনাকে "নিরামিষ সুখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সামিষ দুঃখ-বেদনাকে "সামিষ দুঃখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; নিরামিষ দুঃখ-বেদনাকে "নিরামিষ দুঃখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে "সামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; "নিরামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে "নিরামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। এভাবে একজন বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতের প্রতি অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে অধ্যাত্ম-বাহির বেদনা বিষয়ে বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৩৬৪. 'অনুদর্শী' অর্থ... (৩৫৭ নং প্যারা)... 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায়... (৩৫৮ নং প্যারা)... 'বীর্যবান' বলতে বুঝায়... (৩৫৯ নং প্যারা)... 'সম্প্রজ্ঞাত' বলতে বুঝায়... (৩৬০ নং প্যারা)... 'স্মৃতিমান'

বলতে বুঝায়... (৩৬১ নং প্যারা)... ‘জগতে (লোকে) অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে’ বলতে বুঝায় তন্মধ্যে জগত (লোক) কিরূপ? তদনুরূপ (পূর্বোক্ত) বেদনাই জগত (লোক)। অধিকন্তু পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই জগৎ। ইহাকে জগত বা লোক বলে। তন্মধ্যে ‘অভিধ্যা’ কিরূপ? যা রাগ (কাম প্রবৃত্তি), অনুরাগ... (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের আকাঙ্খা; ইহাই ‘অভিধ্যা’। তন্মধ্যে ‘দৌর্মনস্য’ কিরূপ? যা চৈতসিক অস্বস্তি, চৈতসিক দুঃখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই ‘দৌর্মনস্য’। এভাবে এই অভিধ্যা এবং এই দৌমর্নস্য এই জগতে বিনীত হয়, বিদূরিত হয়, শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, ক্ষীণ হয়, বিশুষ্ক হয়, তিরোহিত (পরিসমাপ্তি) হয়। তদ্ধেতু বলা হয়—“জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে”।

[বেদনানুদর্শন নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৩. চিত্তানুদর্শন নির্দেশ

৩৬৫. কিভাবে ভিক্ষু অধ্যাত্ম চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু চিত্ত সরাগ (আসক্তিযুক্ত) হলে “আমার চিত্ত সরাগ হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত বীতরাগ (আসক্তি হীন) হলে “আমার চিত্ত বীতরাগ হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সদ্বেষ (ক্রোধযুক্ত) হলে “আমার চিত্ত সদ্বেষ হয়েছে”বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত বীতদ্বেষ (ক্রোধহীন) হলে “আমার চিত্ত বীতদ্বেষ হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সমোহ হলে “আমার চিত্ত সমোহ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত বীতমোহ হলে” আমার চিত্ত বীতমোহ হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সংক্ষিপ্ত হলে “আমার চিত্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে”বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে “আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। চিত্ত মহদ্গত (মহিমান্বিত) হলে “আমার চিত্ত মহদ্গত হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত অমহদ্গত হলে “আমার চিত্ত অমহদ্গত হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সউত্তর হলে “আমার চিত্ত সউত্তর হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত অনুত্তর হলে “আমার চিত্ত অনুত্তর হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সমাহিত হলে “আমার চিত্ত সমাহিত হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত অসমাহিত হলে “আমার চিত্ত অসমাহিত হয়েছে” বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত

বিমুক্ত হলে "আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত বিমুক্ত না হলে "আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়নি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তিনি সেই নিমিত্তকে অভ্যাস করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করেন; তিনি সেই নিমিত্তকে অভ্যাস করে ভাবনা করে বহুলীকৃত করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করে বাহির চিত্তের প্রতি (তার) চিত্ত আরোপিত (প্রয়োগ) করেন।

কিভাবে ভিক্ষু বাহির চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু অপরের চিত্ত সরাগ হলে "তার চিত্ত সরাগ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত বীতরাগ হলে "তার চিত্ত বীতরাগ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত সদ্বেষ হলে "তার চিত্ত সদ্বেষ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত বীতদ্বেষ হলে "তার চিত্ত বীতদ্বেষ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত সমোহ হলে "তার চিত্ত সমোহ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত বীতমোহ হলে "তার চিত্ত বীতমোহ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত সংক্ষিপ্ত হলে "তার চিত্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে "তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত মহদ্গত হলে "তার চিত্ত মহদ্গত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত অমহদ্গত হলে "তার চিত্ত অমহদ্গত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত সউত্তর হলে "তার চিত্ত সউত্তর হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত অনুত্তর হলে "তার চিত্ত অনুত্তর হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত সমাহিত হলে "তার চিত্ত সমাহিত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত অসমাহিত হলে "তার চিত্ত অসমাহিত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত বিমুক্ত হলে "তার চিত্ত বিমুক্ত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের চিত্ত বিমুক্ত না হলে "তার চিত্ত বিমুক্ত হয়নি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সেই নিমিত্তকে চর্চা করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করেন। তিনি সেই নিমিত্তকে চর্চা করে ভাবনা করে, বহুলীকৃত করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করে অধ্যাত্ম-বাহির চিত্তে (তার) চিত্ত পর্যবেক্ষনার্থে প্রয়োগ করেন।

কিভাবে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-বাহির চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন?

এখানে ভিক্ষু চিত্ত সরাগ হলে "চিত্ত সরাগ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, চিত্ত বীতরাগ হলে "চিত্ত বীতরাগ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সদ্বেষ হলে "চিত্ত সদ্বেষ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, চিত্ত বীতদ্বেষ হলে "চিত্ত বীতদ্বেষ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সমোহ হলে "চিত্ত সমোহ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা চিত্ত বীতমোহ হলে "চিত্ত বীতমোহ হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সংক্ষিপ্ত হলে "চিত্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে "চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত মহদগত হলে "চিত্ত মহদ্গত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, চিত্ত অমহদ্গত হলে "চিত্ত অমহদ্গত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সউত্তর হলে "চিত্ত সউত্তর হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, চিত্ত অনুত্তর হলে "চিত্ত অনুত্তর হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত সমাহিত হলে "চিত্ত সমাহিত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, চিত্ত অসমাহিত হলে "চিত্ত অসমাহিত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চিত্ত বিমুক্ত হলে "চিত্ত বিমুক্ত হয়েছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, চিত্ত বিমুক্ত না হলে "চিত্ত বিমুক্ত হয়নি" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; এভাবে একজন বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে অধ্যাত্ম-বাহির চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৩৬৬. 'অনুদর্শী' বলতে বুঝায়... (৩৫৭ নং প্যারা)... 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায়... (৩৫৮ নং প্যারা)... 'বীর্যবান' বলতে বুঝায়... (৩৫৯ নং প্যারা)... 'সম্প্রজ্ঞাত' বলতে বুঝায়... (৩৬০ নং প্যারা)... 'স্মৃতিমান' বলতে বুঝায়... (৩৬১ নং প্যারা)... 'জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে জগত কিরূপ? তাদৃশ (পূর্বোক্ত) চিত্তই জগৎ। অধিকন্তু পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই লোক বা জগত ইহাই—লোক বা জগৎ। তন্মধ্যে অভিধ্যা কিরূপ? যা রাগ, অনুরাগ... (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই 'অভিধ্যা'। তন্মধ্যে 'দৌর্মনস্য' কিরূপ? যা চৈতসিক অস্বস্তি, চৈতসিক দুঃখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর দুঃখদায়ক অনুভূতি (বেদনা); ইহাই 'দৌর্মনস্য'। এভাবে এই অভিধ্যা এবং এই দৌর্মনস্য এই জগতে বিনীত (দমিত) হয়, বিদূরিত হয়, শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, ক্ষীণ হয়, বিশুষ্ক হয়, তিরোহিত (সমাপ্তি) হয়।

তদ্ধেতু 'জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে' বলে বলা হয়েছে।

[চিত্তানুদর্শন নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৪. ধর্মানুদর্শন নির্দেশ

৩৬৭. কিভাবে ভিক্ষু অধ্যাত্ম ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন?

এখানে ভিক্ষু (স্বীয়) অন্তরে কামবাসনা (কামছন্দ) থাকলে "আমার ভিতর কাম বাসনা আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, অন্তরে কামনাবাসনা না থাকলে "আমার ভিতর কামবাসনা নেই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। যেভাবে অনুৎপন্ন কামবাসনা উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন কাম-বাসনা প্রহীন হয়, তা-ও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে প্রহীন কামবাসনা ভবিষ্যতে (উত্তরকালে)আর উৎপত্তি হয় না, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। অন্তরে ব্যাপাদ (বিদ্বেষ) থাকলে... (সর্বশেষ উদাহরণ এর মত পূরণ করতে হবে)... অন্তরে স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) থাকলে... অন্তরে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য থাকলে... অন্তরে বিচিকিৎসা (সংশয়) থাকলে "আমার ভিতর বিচিকিৎসা আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, অন্তরে বিচিকিৎসা না থাকলে "আমার ভিতর বিচিকিৎসা নেই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। যেভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন বিচিকিৎসা প্রহীন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে প্রহীন বিচিকিৎসা ভবিষ্যতে আর উৎপত্তি হয় না, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

(স্বীয়) অন্তরে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে "আমার ভিতর স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অন্তরে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ না থাকলে "আমার ভিতর স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ নাই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অন্তরে ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... (সর্বশেষ উদাহরণ দৃষ্টব্য)... অন্তরে বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... অন্তরে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... অন্তরে প্রশ্রদ্ধি-(প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... অন্তরে সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... অন্তরে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে "আমার ভিতর উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, অন্তরে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ না থাকলে "আমার ভিতর উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ নাই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন;

যেভাবে উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সেই নিমিত্তকে চর্চা করেন; ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করেন। তিনি সেই নিমিত্তকে চর্চা করে, ভাবনা করে, বহুলীকৃত করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করে পর্যবেক্ষনার্থে বাহির ধর্মে (তার) চিত্ত নিয়োজিত (প্রয়োগ) করেন।

কিভাবে ভিক্ষু বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু অপরের মধ্যে কামবাসনা থাকলে "তার ভিতর কামবাসনা আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, অপরের মধ্যে কামবাসনা না থাকলে "তার ভিতর কামবাসনা নাই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন কামনা বাসনা উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন কাম বাসনার প্রহীন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে প্রহীন কামনাবাসনার ভবিষ্যতে আর উৎপত্তি না হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। অপরের মধ্যে ব্যাপাদ থাকলে... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে দ্রষ্টব্য)... অপরের মধ্যে স্ত্যান-মিদ্ধ থাকলে... অপরের মধ্যে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য থাকলে... (ঐ) অপরের মধ্যে বিচিকিৎসা থাকলে "তার মধ্যে বিচিকিৎসা আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, অপরের মধ্যে বিচিকিৎসা না থাকলে "তার মধ্যে বিচিকিৎসা নেই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন বিচিকিৎসা প্রহীন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে প্রহীন বিচিকিৎসার ভবিষ্যতে আর উৎপত্তি না হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

অপরের মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে "তার মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, অপরের মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ না থাকলে "তার মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ নাই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের মধ্যে ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, থাকলে... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে দ্রষ্টব্য)... অপরের মধ্যে বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... অপরের মধ্যে প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... অপরের মধ্যে প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... অপরের মধ্যে সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... অপরের মধ্যে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে "তার মধ্যে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অপরের উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ না থাকলে "তার মধ্যে উপেক্ষা- সম্বোধ্যঙ্গ নাই"

বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন উপেক্ষা- সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন উপেক্ষা- সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সেই নিমিত্তকে অভ্যাস করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমভাবে মীমাংসা করেন। তিনি সেই নিমিত্তকে অভ্যাস করে, ভাবনা করে, বহুলীকৃত করে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তমরূপে মীমাংসা করে অধ্যাত্ম-বাহির ধর্মে (পর্যবেক্ষণার্থে) চিত্ত আরোপিত করেন।

কিভাবে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-বাহির ধর্মেধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু কামবাসনা থাকলে "কামনাবাসনা আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; কাম বাসনা না থাকলে "কাম বাসনা নাই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন কামবাসনা উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন কামবাসনা প্রহীন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; এবং যেভাবে প্রহীন কামবাসনার ভবিষ্যতে আর উৎপত্তি হয় না, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; ব্যাপাদ থাকলে... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে দ্রষ্টব্য)... স্ত্যান-মিদ্ধ থাকলে... ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য থাকলে... বিচিকিৎসা থাকলে "বিচিকিৎসা আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা বিচিকিৎসা না থাকলে "বিচিকিৎসা নাই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন বিচিকিৎসা প্রহীন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে প্রহীন বিচিকিৎসার ভবিষ্যতে আর উৎপত্তি হয় না, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে "স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ না থাকলে "স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ নাই' বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে দ্রষ্টব্য)... বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ" থাকলে... প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে... উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ থাকলে "উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ আছে" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অথবা, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ না থাকলে "উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ নেই" বলে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যেভাবে অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন; এবং যেভাবে উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। এভাবে একজন বীর্যবান,

সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে অধ্যাত্ম-বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৩৬৮. অনুদর্শী বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'অনুদর্শন' কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকে 'অনুদর্শন' বলে। এই অনুদর্শন দ্বারা তিনি ভূষিত (যুক্ত), বিভূষিত (সংযুক্ত), আগত, সমাগত, সিদ্ধ, সম্পন্ন, ও সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'অনুদর্শী' বলা হয়।

৩৬৯. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় চার প্রকার ঈর্যাপথ চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, পালন বা রক্ষা করেন, যাপন করেন, বজায় রাখেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৩৭০. 'বীর্যবান' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে বীর্য কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই বীর্য বা উদ্যম। এই বীর্যের দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৬৮ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'বীর্যবান' বলে কথিত হয়।

৩৭১. 'সম্প্রজ্ঞাত' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'সম্প্রজ্ঞান' কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই 'সম্প্রজ্ঞান'। এই সম্প্রজ্ঞান দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৬৮ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'সম্প্রজ্ঞাত' বলে কথিত হয়।

৩৭২. 'স্মৃতিমান' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'স্মৃতি' কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি; ইহাই 'স্মৃতি'। এই স্মৃতি দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৬৮ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'স্মৃতিমান' বলে কথিত হন।

৩৭৩. 'জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'জগত' কিরূপ? তাদৃশ (পূর্বোক্ত) ধর্মসমূহই জগৎ। অধিকন্তু পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধই জগত (লোক); ইহাই জগৎ। তন্মধ্যে অভিধ্যা কিরূপ? যা রাগ, অনুরাগ... (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই 'অভিধ্যা'। তন্মধ্যে 'দৌর্মনস্য' কিরূপ? যা চৈতসিক অস্বস্তি, চৈতসকি দুঃখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর ও দুঃখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্তসংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর ও দুঃখদায়ক বেদনা (অনুভূতি); ইহাই 'দৌর্মনস্য'। এভাবে এই অভিধ্যা এবং এই দৌর্মনস্য এই জগতে বিনীত (দমিত) হয়, বিদূরিত হয়, শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, ক্ষীণ হয়, বিশুষ্ক হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু "জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য

দমিত করে” বলে কথিত হয়।

[ধর্মানুদর্শন নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

[সূত্র অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন

৩৭৪. চার প্রকার স্মৃতি-উপস্থান—এখানে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৩৭৫. কিভাবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু যেই সময়ে বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্ম রোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য এবং মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন এবং কায়ে কায়ানুদর্শী হন; যা সেই সময়ে স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক-স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গপ্রতিপন্ন, ইহাকে ‘স্মৃতি-উপস্থান’ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৭৬. কিভাবে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু যেই সময়ে বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন এবং বেদনায় বেদনানুদর্শী হন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক-স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে ‘স্মৃতি-উপস্থান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৭৭. কিভাবে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এভাবে ভিক্ষু যখন বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন এবং চিত্তে চিত্তানুদর্শী হন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক-স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে ‘স্মৃতি-উপস্থান’ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৭৮. কিভাবে ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু যেই সময়ে বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক-স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে 'স্মৃতি-উপস্থান' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ' স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৭৯. তন্মধ্যে স্মৃতি-উপস্থান কিরূপ? এখানে ভিক্ষু যেই সময়ে বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথমস্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে 'স্মৃতি-উপস্থান' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৮০. চারি প্রকার স্মৃতি-উপস্থান—এখানে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৩৮১. কিভাবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু যেই সময়ে বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন এবং কায়ে কায়ানুদর্শী হন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ-প্রতিপন্ন; ইহাই 'স্মৃতি-উপস্থান'। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৮২. কিভাবে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে

যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ.স. ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানেরকৃত ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শুন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন এবং বেদনায় বেদনানুদর্শী হন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'স্মৃতি-উপস্থান'। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৮৩. কিভাবে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী হন? এভাবে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, (তখন) তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহহতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ.স. ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন এবং চিত্তে চিত্তানুদর্শী হন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই স্মৃতি-উপস্থান। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৮৪. কিভাবে ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, (তখন) তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে,... (ধ.স. ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা) দুঃখ-প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান

করেন এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'স্মৃতি-উপস্থান'। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

৩৮৫. তন্মধ্যে 'স্মৃতি-উপস্থান' কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, (তখন) তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম ভূমি প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ.স.২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় প্রথম ধ্যান-সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন (এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হন)[1]; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'স্মৃতি-উপস্থান'। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-উপস্থান-সম্প্রযুক্ত।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা

৩৮৬. চার প্রকার স্মৃতি-উপস্থান—এখানে একজন বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৩৮৭. চার প্রকার স্মৃতি-উপস্থাপনের মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) কুশল, কত প্রকার (কোনটি) অকুশল, কত প্রকার (কোনটি) অব্যাকৃত?... (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কত প্রকার (কোনটি) সরণ (অশান্ত), কত প্রকার (কোনটি) অরণ (শান্ত)?

---

[1] মূল পালিতে না থাকলেও বন্ধনীর অভ্যন্তরের অংশটি সাধারণত এখানে সংযুক্ত থাকে।

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৩৮৮. (চার প্রকার স্মৃতি-উপস্থান) কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম (বিপাক উৎপাদনশীল)। অনুপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে অগৃহীত), অনুপাদানীয় (উপাদানের আলম্বন নহে)। অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। কখনো কখনো আচয়গামী (পুনর্জন্ম সঞ্চয়কারী), কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও (পুনর্জন্ম রোধকারী) নহে। কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো কখনো অশৈক্ষ্য। অপ্রমাণ, অপ্রমাণ-আলম্বন, প্রণীত (উত্তম)। কখনো কখনো সম্যকত্বে (যথার্থ অবস্থায়) নিয়ত (স্থিত), কখনো কখনো অনিয়ত। মার্গালম্বন নহে, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল (উৎপন্ন হবার কারণযুক্ত)। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। এভাবে বলা অনুচিত : অতীত-আলম্বন অথবা অনাগত-আলম্বন অথবা বর্তমান-আলম্বন। কখনো কখনো অধ্যাত্ম (অভ্যন্তরীণ), কখনো কখনো বাহ্যিক, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহ্যিক। বাহ্যিক-আলম্বন, অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

৩৮৯. (চার প্রকার স্মৃতি-উপস্থান) হেতু নহে, সহেতুক, হেতু-সম্প্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু সহেতুক, (এরা) সহেতুক, কিন্তু হেতু নহে। এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত, (উহারা) হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে, হেতু নহে, সহেতুক।

(চার প্রকার স্মৃতি-উপস্থান) সপ্রত্যয়, সংস্কৃত, অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, অরূপ, লোকোত্তর। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে। আসব নহে, অনাসব (আসবের আলম্বন

নহে), আসব-বিপ্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : আসব অধিকন্তু সাসবও (আসবের আলম্বনও), সাসব কিন্তু আসব নহে। এখানে বলা অনুচিত : আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্তও অথবা আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। আসব-বিপ্রযুক্ত, অনাসব। সংযোজন নহে... (এই অনুচ্ছেদের 'আসব' এর মত পূরণ করতে হবে)... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস নহে... সালম্বন, চিত্ত নহে, চৈতসিক, চিত্ত সম্প্রযুক্ত, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তসমুত্থান, চিত্ত সহভূ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, বাহ্যিক, উপাদা নহে, অনুপাদিন্ন, উপাদান নহে... ক্লেশ নহে... (ঐ) দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। (চার প্রকার স্মৃতি-উপস্থান) কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে। কামাবচর নহে, রূপাবচর নহে, অরূপাবচর নহে। অপরিয়াপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর)। কখনো কখনো নিয়্যানিক, কখনো কখনো অনিয়্যানিক। কখনো কখনো নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত, অনুত্তর, অরণ (শান্ত)।

[প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

[স্মৃতি-উপস্থান বিভঙ্গ সমাপ্ত]

৮. সম্যক প্রধান বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন

৩৯০. চারি সম্যক প্রধান (যথার্থ প্রচেষ্টা)—এখানে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য বলবতী ছন্দ (ইচ্ছা) পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করে তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন। উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করে তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন। উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির (রক্ষার) জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যেগ গ্রহণ করেন ও তৎবিষয়ে চিত্তে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন।

৩৯১. কিভাবে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষন করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যেগ গ্রহণ করে তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন। তন্মধ্যে অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহ কিরূপ? তিন প্রকার অকুশলমূল—লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং তৎসঙ্গে সংঘটিত ক্লেশসমূহ। তৎসম্প্রযুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; তৎসমুত্থিত কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনোকর্ম; এগুলোকে "অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম" বলে। এভাবে এই অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য তিনি বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করে তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন।

৩৯২. 'ইচ্ছা (ছন্দ) পোষণ করেন' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'ইচ্ছা' কিরূপ? যা আগ্রহ, ঔসুক্য (অভিপ্রায়), চিকীর্ষা (করার ইচ্ছা), কুশল (পুণ্য) ধর্মছন্দ (ধর্ম পালনের ইচ্ছা); ইহাই 'ইচ্ছা'। এই ইচ্ছা পোষণ করেন, উৎপন্ন করেন, উত্থান করেন, সমুত্থান করেন, জন্ম দেন, প্রকাশ করেন। তদ্ধেতু 'ইচ্ছা পোষণ করেন' বলা হয়।

৩৯৩. "প্রবল চেষ্টা করেন' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে চেষ্টা 'কীরূপ? যা চৈতসিক বীর্য (উদ্যম) আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই 'চেষ্টা'। এই চেষ্টা দ্বারা তিনি ভূষিত, বিভূষিত, আগত, সমাগত, সিদ্ধ, সম্পন্ন, ও সমন্বাগত হন। তদ্ধেতু "প্রবল চেষ্টা করেন" বলে কথিত হয়।

৩৯৪. "উদ্যোগ (বীর্য) গ্রহণ করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে "উদ্যোগ' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা) সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই 'উদ্যোগ' (বীর্য)। এই উদ্যোগ (বীর্য) গ্রহণ করেন, শুরু করেন, পালন (রক্ষা) করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু "উদ্যোগ (বীর্য) গ্রহণ করেন" বলে কথিত হয়।

৩৯৫. "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'চিত্ত'। এই চিত্তকে উৎসাহিত করেন, ধারণ করেন, সাহার্য্য করেন, সমর্থন করেন। তদ্ধেতু "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলে কথিত হয়।

৩৯৬. "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে "প্রচেষ্টা" কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই 'প্রচেষ্টা'। এই প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত। তদ্ধেতু "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলে কথিত হয়।

৩৯৭. কিভাবে ভিক্ষু উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করে তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। তন্মধ্যে উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহ কিরূপ? তিন প্রকার অকুশলমূল—লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং তৎসঙ্গে সংঘটিত ক্লেশসমূহ। তৎসম্প্রযুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; তৎসমুত্থিত কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনোকর্ম; এগুলোকে উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্ম বলা হয়। এভাবে এই উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করে তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন।

৩৯৮. "ইচ্ছা পোষণ করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে ইচ্ছা কিরূপ? যা ইচ্ছা (আগ্রহ), ঔৎসুক্য (অভিপ্রায়), চিকীর্ষা (করার ইচ্ছা) কুশল ধর্মছন্দ; ইহাই ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পোষণ করেন, উৎপন্ন করেন, উত্থান করেন, সমুত্থান করেন, জন্ম দেন, প্রকাশ করেন। তদ্ধেতু "ইচ্ছা পোষণ করেন" বলে কথিত হয়।

৩৯৯. "প্রবল চেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চেষ্টা কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই 'চেষ্টা'। এই চেষ্টা দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৭৫ নং প্যারা)... সমন্বিত। তদ্ধেতু "প্রবল চেষ্টা করেন" বলে কথিত হয়।

৪০০. "উদ্যোগ (বীর্য) গ্রহণ করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে উদ্যোগ কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই উদ্যোগ। এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, শুরু করেন, পালন (রক্ষা) করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু "উদ্যোগ গ্রহণ করেন" বলে কথিত হয়।

৪০১. "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই চিত্ত। এই চিত্তকে উৎসাহিত করেন, ধারণ করেন, সাহার্য্য করেন, সমর্থন করেন। তদ্ধেতু "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলে কথিত হয়।

৪০২. "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'প্রচেষ্টা' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই 'প্রচেষ্টা।' এই প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" কথিত হয়।

৪০৩. কিভাবে ভিক্ষু অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন। তন্মধ্যে অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ কিরূপ? তিন প্রকার কুশলমূল—অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ। তৎসম্প্রযুক্ত বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ। তৎসমুত্থিত কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনোকর্ম—এইগুলোকে "অনুৎপন্ন কুশলধর্ম" বলে। এভাবে এই অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য তিনি বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন।

৪০৪. "বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন" বলতে বুঝায়... (৩৯২ নং প্যারা)... "প্রবল চেষ্টা করেন"বলতে বুঝায়... (৩৯৩ নং প্যারা) "উদ্যোগ গ্রহণ করেন "বলতে বুঝায়... (৩৯৪ নং প্যারা)... চিত্তকে উৎসাহিত করেন... (৩৯৫ নং প্যারা)... "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'প্রচেষ্টা' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই 'প্রচেষ্টা'। এই প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৫৭ নং

প্যারা)... সমন্বিত। তদ্ধেতু "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলে কথিত হয়।

৪০৫. কিভাবে ভিক্ষু উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। তন্মধ্যে উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ কিরূপ? তিন প্রকার কুশলমূল—অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ। তৎসম্প্রযুক্ত, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; তৎসমুত্থিত কায়কর্ম, বাক্কর্ম, মনোকর্ম; এগুলোকে 'উৎপন্ন কুশলধর্ম' বলে। এভাবে এই উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তিনি বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন।

৪০৬. "স্থিতির জন্য" বলতে বুঝায় যা স্থিতি তা অভ্রান্তি; যা অভ্রান্তি তা বৃদ্ধি; যা বৃদ্ধি তা বিপুলতা; যা বিপুলতা তা ভাবনা; যা ভাবনা তা পরিপূর্ণতা।

৪০৭. "ইচ্ছা পোষণ করেন" বলতে বুঝায়... (৩৯২ নং প্যারা)... "প্রবল চেষ্টা করেন" বলতে বুঝায়... (৩৯৩ নং প্যারা)... "উদ্যোগ গ্রহণ করেন" বলতে বুঝায়... (৩৯৪ নং প্যারা)... "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলতে বুঝায়... (৩৯৫ নং প্যারা)... "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'প্রচেষ্টা' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা; ইহাই 'প্রচেষ্টা'। এই প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৫৭ নং প্যারা)... হন। তদ্ধেতু "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলে কথিত হয়।

[সূত্র অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৪০৮. চার প্রকার সম্যক প্রধান (প্রচেষ্টা)—এখানে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। অনুৎপন্ন কুশল

ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন।

৪০৯. কিভাবে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় (অর্জিত) প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিনি অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন।

৪১০. "ইচ্ছা পোষণ করেন " বলতে বুঝায় তন্মধ্যে ইচ্ছা কিরূপ? যা ইচ্ছা (আগ্রহ), ঔৎসুক্য (অভিপ্রায়), চিকীর্ষা (করার ইচ্ছা) কুশল ধর্মছন্দ; ইহাই ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পোষণ করেন, উৎপন্ন করেন, উত্থান করেন, সমুত্থান করেন, জন্ম দেন, প্রকাশ করেন। তদ্ধেতু "ইচ্ছা পোষণ করেন" বলে কথিত হয়।

৪১১. "প্রবল চেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চেষ্টা কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'চেষ্টা'। এই চেষ্টা দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৭৫ নং প্যারা)... সমন্বিত। তদ্ধেতু "প্রবল চেষ্টা করেন" বলে কথিত হয়।

৪১২. "উদ্যোগ (বীর্য) গ্রহণ করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'উদ্যোগ' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই উদ্যোগ। এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, শুরু করেন, পালন (রক্ষা) করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন, তদ্ধেতু "উদ্যোগ গ্রহণ করেন" বলে কথিত হয়।

৪১৩. "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ?

যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই চিত্ত। এই চিত্তকে উৎসাহিত করেন, ধারণ করেন, সাহার্য্য করেন, সমর্থন করেন। তদ্ধেতু "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলে কথিত হয়।

৪১৪. "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'প্রচেষ্টা' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা—বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক প্রচেষ্টা'। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক প্রধান (প্রচেষ্টা)-সম্প্রযুক্ত।

৪১৫. কিভাবে ভিক্ষু উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য বলবর্তী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুর্ণজন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিনি উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন।

৪১৬. "ইচ্ছা পোষণ করেন" বলতে বুঝায়... (৪১০ নং... প্যারা)... "প্রবল চেষ্টা করেন" বলতে বুঝায়... (৪১১ নং প্যারা)... মহাউদ্যোগ গ্রহণ করেন... (৪১২ নং প্যারা)... চিত্তকে উৎসাহিত করেন... (৪১৩ নং প্যারা)... "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'প্রচেষ্টা কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক প্রধান (প্রচেষ্টা) বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক প্রধান-সম্প্রযুক্ত।

৪১৭. কিভাবে ভিক্ষু অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। এখানে ভিক্ষু যখন বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিনি অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ

করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন।

৪১৮. "ইচ্ছা পোষণ করেন" বলতে বুঝায়... (৪১০ নং প্যারা)... "প্রবল চেষ্টা করেন" বলতে বুঝায়... (৪১১ নং প্যারা)... উদ্যোগ গ্রহণ করেন... (৪১২ নং প্যারা)... চিত্তকে উৎসাহিত করেন... (৪১৩ নং প্যারা)... কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। তন্মধ্যে 'প্রচেষ্টা' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে সম্যক প্রধান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক-প্রধান-সম্প্রযুক্ত।

৪১৯. কিভাবে ভিক্ষু উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনা পূর্ণতায় প্রাপ্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিনি উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন।

৪২০. "স্থিতির জন্য" বলতে বুঝায় যা স্থিতি তা অভ্রান্তি; যা অভ্রান্তি তা বৃদ্ধি; যা বৃদ্ধি তা বিপুলতা; যা বিপুলতা তা ভাবনা; যা ভাবনা তা পরিপূর্ণতা।

৪২১. "ইচ্ছা পোষণ করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'ইচ্ছা' কিরূপ? যা আগ্রহ, ঔৎসুক্য, করার ইচ্ছা, কুশলধর্মছন্দ; ইহাই 'ইচ্ছা'। এই ইচ্ছা পোষণ করেন, উৎপন্ন করেন, উত্থান করেন, সমুত্থান করেন, জন্ম দেন, প্রকাশ করেন। তদ্ধেতু "ইচ্ছা পোষণ করেন" বলে কথিত হয়।

৪২২. "প্রবল চেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চেষ্টা' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'চেষ্টা'। এই চেষ্টা দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু "প্রবল চেষ্টা করেন" বলে কথিত হয়।

৪২৩. "মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'উদ্যোগ' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা) সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'উদ্যোগ'। এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, শুরু করেন, পালন করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু "মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন" বলে কথিত হয়।

৪২৪. "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু—'ইহাই 'চিত্ত,'। এই চিত্তকে উৎসাহিত করেন, ধারণ করেন, সাহার্য্য করেন, সমর্থন করেন। তদ্ধেতু "চিত্তকে উৎসাহিত করেন" বলে কথিত হয়।

৪২৫. "কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন" বলতে বুঝায় তন্মধ্যে সম্যক প্রধান প্রচেষ্টা কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা) সম্যক প্রচেষ্টা (ব্যায়াম), মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক প্রধান। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যকপ্রধান-সম্প্রযুক্ত।

৪২৬. তন্মধ্যে সম্যক প্রধান (প্রচেষ্টা) কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক প্রধান'। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক প্রধান সম্প্রযুক্ত।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা (বিশ্লেষণ)

৪২৭. চারি সম্যক প্রধান—এখানে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন। উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য... উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন, প্রবল চেষ্টা করেন, মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৎবিষয়ে

চিত্তকে উৎসাহিত করেন এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করেন।

৪২৮. চারি সম্যক প্রধানের মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) কুশল, কত প্রকার অকুশল, কত প্রকার (কোনটি) অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কত প্রকার (কোনটি) সরণ (অশান্ত), কত প্রকার অরণ (শান্ত)?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৪২৯. (চারি সম্যক প্রধান) কেবল (শুধু) কুশলই হয়ে থাকে। কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। বিপাকধর্মীধর্ম অনুপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে অগৃহীত)-অনুপাদানীয় (উপাদান বা আসক্তির আলম্বন নহে)। অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক (ক্লেশের আলম্বন নহে)। কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার। কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যাহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। অপচয়গামী (পুনর্জন্ম রোধকারী), শৈক্ষ্য, অপ্রমাণ, অপ্রমাণ-আলম্বন, প্রণীত, সম্যক অবস্থায় নিয়ত, মার্গালম্বন নহে, মার্গহেতুক। কখনো কখনো মার্গাধিপতি, কখনো কখনো 'মার্গাধিপতি' বলে বলা অনুচিত। কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো 'উৎপত্তিশীল' বলে বলা অনুচিত। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। "অতীত-আলম্বন অথবা অনাগত-আলম্বন অথবা বর্তমান আলম্বন" এভাবে বলা অনুচিত। কখনো কখনো অধ্যাত্ম, কখনো কখনো বাহির, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির। বাহির আলম্বন। অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

৪৩০. (চারি সম্যক প্রধান) হেতু নহে, সহেতুক নহে, হেতু-সম্প্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু সহেতুকও, সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্তও, হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। হেতু নহে, সহেতুক, সপ্রত্যয়, সংস্কৃত, অনিদর্শন (অদৃশ্যমান), অপ্রতিঘ, অরূপ, লোকোত্তর। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য,

কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে। আসব নহে, অনাসব, আসব-বিপ্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু সাসব" অথবা সাসব কিন্তু আসব নহে"। এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত" অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। আসব-বিপ্রযুক্ত, অনাসব। সংযোজন নহে... (এই অনুচ্ছেদের "আসব' এর মত পূরণ করতে হবে)... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস নহে... সালম্বন, চিত্ত নহে, চৈতসিক, চিত্ত সম্প্রযুক্ত, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তসমুত্থান, চিত্ত সহভূ, চিত্তানুপরিবর্তী, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ। চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, বাহির, উপাদা নহে। অনুপাদিন্ন, উপাদান নহে... ক্লেশ নহে... দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক।

কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে। কামাবচর নহে, রূপাবচর নহে, অরূপাবচর নহে, অপরিয়াপন্ন, নিয়্যানিক, নিয়ত, অনুত্তর, অরণ (শান্ত)।

[প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

[সম্যক প্রধান বিভঙ্গ সমাপ্ত]

৯. ঋদ্ধিপাদ বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৪৩১. চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ[1]—এখানে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান সংস্কার-সমন্বিত (সমৃদ্ধ) ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন।

১. ছন্দ ঋদ্ধিপাদ[2]

৪৩২. কিভাবে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন? যদি ভিক্ষু ছন্দকে অধিপতি[3] করে সমাধি লাভ করেন, চিত্তের একাগ্রতা লাভ করেন (প্রাপ্ত হন), ইহাকে ''ছন্দ-সমাধি" বলে। তিনি অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমুহের অনুৎপত্তির জন্য ছন্দ (রুচি) জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন, কঠোর চেষ্টা করেন; উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমুহের ক্ষয়ের জন্য ছন্দ (ইচ্ছা) জন্মান,

---

[1] **ঋদ্ধিপাদ :** ঋদ্ধি অর্থ অসাধারণ শক্তি; পাদ অর্থ লাভের উপায়। সুতরাং ঋদ্ধিপাদ অসাধারণ শক্তি লাভের উপায়। এই উপায় চেতনা-জাত, বির্দশন-জাত নহে এবং ইহা চুতুর্বিধ : ছন্দ, চিত্ত. বীর্য, মীমাংসা বা প্রজ্ঞা। ইহারা প্রত্যেকে অধিপতি স্বভাববিশিষ্ট।

[2] **ছন্দ :** ইচ্ছা মাত্রই ছন্দ; কিন্তু এখানে তৃষ্ণাছন্দ অভিপ্রেত নহে। কর্তৃকাম্যতা-ছন্দই এখানে উদ্দিষ্ট বিষয়। ইহা চিকীর্ষা বা করার ইচ্ছা; পাবার বা উপভোগের ইচ্ছা নহে। দান-চিত্তে ছন্দ যুক্ত হয়, লোভ যুক্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব কুশল চিত্তে। কর্তৃকাম্যতা-ছন্দ আলম্বন ইচ্ছা করলেও তৃষ্ণার ন্যায় আস্বাদার্থ আসক্তির সহিত ইচ্ছা করে না। এই ছন্দ বদ্ধমূল তৃষ্ণা হতে বলবত্তর। সেই অবস্থায় ইহা "ছন্দাধিপতি" "ছন্দ-ঋদ্ধি-পাদ" নাম প্রাপ্ত হয় এবং ধ্বংসে সক্ষম হয়।

[3] **অধিপতি :** আধিপত্য বা ইন্দ্রত্ব করা। অধিপতি এবং ইন্দ্রিয়—এ দুয়ের ভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অধিপত্য রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, তিনি রাজ্যের সর্বময় কর্তারূপে মন্ত্রীগণের উপর আধিপত্য করেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে মন্ত্রিগণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁরা নিজেদের বিভাগীয় রাজকর্ম পরিচালনা করেন এবং অন্যের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় কেবল সহ-অবস্থানশীল রূপের উপর আধিপত্য করে কিন্তু কর্ণেন্দ্রিয়ের আলম্বনের উপর আধিপত্য করে না। অধিপতির ক্ষেত্রে সে সকল প্রকার সহজাত চৈতসিকের উপর কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয়ে আধিপত্য করে। দুই অধিপতি একসঙ্গে আধিপত্য করতে পারে না। ইন্দ্রয়িগুলি সমপদবিশিষ্ট।

প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন, কঠোর চেষ্টা করেন; অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসূমহের উৎপত্তির জন্য ছন্দ জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন, কঠোর চেষ্টা করেন; উৎপন্ন কুশল ধর্মসূমহের স্থিতি, অভ্রান্তি (সংরক্ষণ), বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন এবং ভাবনায় পরিপূর্ণতার জন্য ছন্দ জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন, কঠোর চেষ্টা করেন; এগুলোকে 'প্রধান-সংস্কার' বলে। এভাবে ইহা ছন্দ-সমাধি এবং এগুলোর একত্রিতভাবে রাশিকৃত সংক্ষিপ্তাকারে (পুঞ্জীভুত) যে সংগ্রহ—তা (সমষ্টিগতভাবে) 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার' নামে অভিহিত (বিবেচিত) হয়।

৪৩৩. তন্মধ্যে 'ছন্দ' কিরূপ? যা ছন্দ (আগ্রহ), ঔৎসুক্য, করার ইচ্ছা, কুশল ধর্মছন্দ; ইহাই 'ছন্দ'।

তন্মধ্যে 'সমাধি' কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি, অবস্থিতি, স্থিরতা, অবিক্ষেপ, মানসিক অবিচল অবস্থা, শমথ, সমাধি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-বল, সম্যক-সমাধি, ইহাকে 'সমাধি' বলে।

তন্মধ্যে 'প্রধান-সংস্কার' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ, চেষ্টা, পরাক্রম, উদ্যোগ, পরিশ্রম, উৎসাহ, উদ্যম, শক্তি, ধৈর্যতা, অশিথিল পরাক্রমতা, অনিক্ষিপ্ত আবেগ, অনিক্ষিপ্ত কার্য, কর্ম প্রচেষ্টা, কর্মশক্তি, বীর্য-ইন্দ্রিয়, বীর্য-বল, সম্যক প্রচেষ্টা, ইহাকে 'প্রধান-সংস্কার' বলে। এভাবে এই ছন্দ, সমাধি এবং প্রধান-সংস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত, বিভূষিত, আগত, সমাগত, সিদ্ধ, সম্পন্ন ও সমন্বিত, হন। তদ্ধেতু 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত' বলা হয়।

৪৩৪. 'ঋদ্ধি' বলতে বুঝায় যা সেই ধর্মসমূহের ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, (উন্নতি), পূর্ণতা (সাফল্য), লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকার্য (উপলব্ধি), উপসম্পাদা (কৃতিত্ব অর্জন)।

'ঋদ্ধিপাদ' বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত অবস্থা অর্জনকারী (অর্থাৎ যিনি ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, তার) বেদনাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ।

'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলতে বুঝায় সেই ধর্মসমূহকে চর্চা (সেবন) করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু 'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলে কথিত হয়।

২. বীর্য ঋদ্ধিপাদ

৪৩৫. কিভাবে ভিক্ষু বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সম্বলিত ঋদ্ধিপাদ

ভাবনা করেন? যদি ভিক্ষু বীর্যকে অধিপতি করে সমাধি লাভ করেন, চিত্তের একাগ্রতা লাভ করেন, ইহাকে 'বীর্য সমাধি' বলে। তিনি অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের অনুৎপত্তির জন্য ছন্দ (রুচি) জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন, কঠোর চেষ্টা করেন; উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহের বিনাশের জন্য... (প্রথম উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য... উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, অভ্রান্তি (সংরক্ষণ), বৃদ্ধি, বৈপুল্য বর্ধন এবং ভাবনায় পরিপূর্ণতার জন্য ছন্দ জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন, কঠোরভাবে চেষ্টা করেন। এগুলোকে 'প্রধান সংস্কার' বলে। এভাবে ইহা বীর্য-সমাধি এবং এগুলি প্রধান সংস্কার। এগুলির একতিত্রতভাবে রাশিকৃত সংক্ষিপ্তাকারে যে সংগ্রহ—তা (সমষ্টিগতভাবে) 'বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার' নামে অভিহিত (বিবেচিত) হয়।

৪৩৬. তন্মধ্যে 'বীর্য' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, ইহাকে 'বীর্য' বলে।

তন্মধ্যে 'সমাধি' কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি, অবস্থিতি স্থিরতা, অবিক্ষেপ, মানসিক অবিচল অবস্থা, শমথ, সমাধি ইন্দ্রিয়, সমাধি বল, সম্যক সমাধি, ইহাকে 'সমাধি' বলে।

তন্মধ্যে 'প্রধান-সংস্কার' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, ইহাকে 'প্রধান-সংস্কার' বলে। এভাবে এই বীর্য, এই সমাধি এবং এই প্রধান-সংস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত' বলে কথিত হয়।

৪৩৭. 'ঋদ্ধি' বলতে বুঝায় যা সেই ধর্মসমূহের ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, পূর্ণতা, লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, উপসম্পদা।

'ঋদ্ধিপাদ' বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত অবস্থা অর্জনকারীর বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ।

'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলতে বুঝায় সেই ধর্মসমূহের চর্চা করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু 'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলে কথিত হয়।

৩. চিত্ত ঋদ্ধিপাদ

৪৩৮. কিভাবে ভিক্ষু চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন? যদি ভিক্ষু চিত্তকে অধিপতি করে সমাধি লাভ করেন, চিত্তের একাগ্রতা লাভ করেন, ইহাকে ‘চিত্ত-সমাধি’ বলে। তিনি অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য ছন্দ জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন এবং কঠোরভাবে চেষ্টা করেন; উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের ক্ষয়ের জন্য... (প্রথম উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য... উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, অভ্রান্তি, বৃদ্ধি, বৈপুল্য এবং ভাবনায় পরিপূর্ণতা জন্য ছন্দ জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন, কঠোরভাবে চেষ্টা করেন। এগুলিকে ‘প্রধান-সংস্কার’ বলে। এভাবে ইহা চিত্ত-সমাধি এবং এগুলি প্রধান-সংস্কার; এগুলির একতিত্রতভাবে রাশিকৃত সংক্ষিপ্তাকারে যে সংগ্রহ—তা (সমষ্টিগতভাবে) ‘চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার’ নামে অভিহিত (বিবেচিত) হয়।

৪৩৯. তন্মধ্যে ‘চিত্ত’ কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই ‘চিত্ত’।

তন্মধ্যে ‘সমাধি’ কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি; ইহাই ‘সমাধি’।

তন্মধ্যে ‘প্রধান-সংস্কার’ কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, ইহাকে ‘প্রধান-সংস্কার’ বলে। এভাবে এই চিত্ত, এই সমাধি এবং এই প্রধান-সংস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু ‘চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত’ বলে কথিত হন।

৪৪০. ‘ঋদ্ধি’ বলতে বুঝায় যা সেই ধর্মসমূহের ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, পূর্ণতা, লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

‘ঋদ্ধিপাদ’ বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত অবস্থা অর্জনকারীর বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ।

‘ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন’ বলতে বুঝায় সেই ধর্মসমূহের চর্চা করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু ‘ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন’ বলে কথিত হয়।

৪. মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ

৪৪১. কিভাবে ভিক্ষু মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন? যদি ভিক্ষু মীমাংসাকে অধিপতি করে সমাধি লাভ করেন, চিত্তের একাগ্রতা লাভ করেন, ইহাকে 'মীমাংসা-সমাধি' বলে। তিনি অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের অনুৎপত্তির জন্য ছন্দ (রুচি) জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন এবং কঠোরভাবে চেষ্টা করেন; উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহের পরিত্যাগের জন্য... (প্রথম উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য... উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, অভ্রান্তি, বৃদ্ধি, বৈপুল্য এবং ভাবনায় পরিপূর্ণতা জন্য ছন্দ জন্মান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্ত নিয়োজিত করেন এবং কঠোরভাবে চেষ্টা করেন। এগুলিকে 'প্রধান-সংস্কার' বলে। এভাবে ইহা মীমাংসা-সমাধি এবং এগুলি প্রধান-সংস্কার; এগুলির একতিত্রতভাবে রাশিকৃত সংক্ষিপ্তাকারে যে সংগ্রহ—তা (সমষ্টিগতভাবে) 'মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার' নামে অভিহিত (বিবেচিত) হয়।

৪৪২. তন্মধ্যে 'মীমাংসা' কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকে 'মীমাংসা বলে'।

তন্মধ্যে 'সমাধি' কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, ইহাকে 'সমাধি' বলে।

তন্মধ্যে 'প্রধান-সংস্কার' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, ইহাকে 'প্রধান-সংস্কার' বলে। এভাবে এই মীমাংসা দ্বারা, এই সমাধি দ্বারা এবং এই প্রধান-সংস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত' বলে কথিত হন।

৪৪৩. 'ঋদ্ধি' বলতে বুঝায় যা সেই ধর্মসমূহের ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, পূর্ণতা, লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

'ঋদ্ধিপাদ' বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত অবস্থা অর্জনকারীর বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ।

'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলতে বুঝায় সেই ধর্মসমূহের চর্চা করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু 'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলে কথিত হয়।

[সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৪৪৪. চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ—এখানে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন।

১. ছন্দ ঋদ্ধিপাদ

৪৪৫. কিভাবে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তি-দায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর (ভূমি) প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২২০ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে তিনি ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন।

৪৪৬. তন্মধ্যে 'ছন্দ' কিরূপ? যা ছন্দ (আগ্রহ), ঔৎসুক্য, করার ইচ্ছা, কুশল ধর্মছন্দ; ইহাই 'ছন্দ (রুচি বা ইচ্ছা)'।

তন্মধ্যে 'সমাধি' কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে 'সমাধি' বলে।

তন্মধ্যে 'প্রধান-সংস্কার' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, ইহাকে বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে 'প্রধান-সংস্কার' বলে। এভাবে এই ছন্দ, এই সমাধি দ্বারা এবং এই প্রধান-সংস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত' বলে কথিত হন।

৪৪৭. 'ঋদ্ধি' বলতে বুঝায় যা সেই ধর্মসমূহের ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, পূর্ণতা, লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

'ঋদ্ধিপাদ' বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত অবস্থা (অর্থাৎ ঋদ্ধি) অর্জনকারীর স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... উদ্যম (প্রগ্রহ), অবিক্ষেপ।

'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলতে বুঝায় সেই ধর্মসমূহের চর্চা করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু 'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলে কথিত হয়।

২. বীর্য ঋদ্ধিপাদ

৪৪৮. কিভাবে ভিক্ষু বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত (সমৃদ্ধ) ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তি-দায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর (ভূমি) প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে তিনি বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন।

৪৪৯. তন্মধ্যে 'বীর্য' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা (ব্যায়াম), বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে 'বীর্য' বলে।

তন্মধ্যে 'সমাধি' কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে 'সমাধি' বলে।

তন্মধ্যে 'প্রধান-সংস্কার' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা। ইহাকে বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'প্রধান-সংস্কার'। এভাবে এই বীর্য, সমাধি এবং প্রধান-সংস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত' বলে কথিত হন।

৪৫০. 'ঋদ্ধি' বলতে বুঝায় যা সেই ধর্মসমূহের ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, পূর্ণতা, লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

'ঋদ্ধিপাদ' বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত অবস্থা (অর্থাৎ ঋদ্ধি) অর্জনকারীর স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... প্রগ্রহ (উদ্যম), অবিক্ষেপ।

'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলতে বুঝায় সেই ধর্মসমূহের চর্চা করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু 'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলে কথিত হয়।

৩. চিত্ত ঋদ্ধিপাদ

৪৫১. কিভাবে ভিক্ষু চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত (সমৃদ্ধ) ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তি-দায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত

হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্ধাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিনি চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত (সমৃদ্ধ) ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন।

৪৫২. তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'চিত্ত'।

তন্মধ্যে 'সমাধি' কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন, ইহাকে 'সমাধি' বলে।

তন্মধ্যে 'প্রধান-সংস্কার' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'প্রধান-সংস্কার'। এভাবে এই চিত্ত, এই সমাধি এবং এই প্রধান-সংস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত' বলে কথিত হয়।

৪৫৩. 'ঋদ্ধি' বলতে বুঝায় যা সেই ধর্মসমূহের ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, পূর্ণতা, লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

'ঋদ্ধিপাদ' বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত অবস্থা (অর্থাৎ ঋদ্ধি) অর্জনকারীর স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... উদ্যেম, অবিক্ষেপ।

'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলতে বুঝায় সেই ধর্মসমূহের চর্চা করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু 'ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন' বলে কথিত হয়।

৪. মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ

৪৫৪. কিভাবে ভিক্ষু মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত (সমৃদ্ধ) ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তি-দায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্ধাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিনি মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন।

৪৫৫. তন্মধ্যে 'মীমাংসা' কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গপ্রতিপন্ন; ইহাই 'মীমাংসা'।

তন্মধ্যে ‘সমাধি’ কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই ‘সমাধি’।

তন্মধ্যে ‘প্রধান-সংস্কার’ কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই ‘প্রধান-সংস্কার’। এভাবে এই মীমাংসা, এই সমাধি এবং এই প্রধান-সংস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত, বিভূষিত, সমৃদ্ধ, সুসমৃদ্ধ, সিদ্ধ, সম্পন্ন এবং সমন্বিত হন। তদ্ধেতু ‘মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত’ বলে কথিত হয়।

৪৫৬. ‘ঋদ্ধি’ বলতে বুঝায় যা সেই ধর্মসমূহের ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, পূর্ণতা, লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

‘ঋদ্ধিপাদ’ বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত অবস্থা (অর্থাৎ ঋদ্ধি) অর্জনকারীর স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... উদ্যেম, অবিক্ষেপ।

‘ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন’ বলতে বুঝায় সেই ধর্মসমূহের চর্চা করেন, ভাবনা করেন, বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু ‘ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন’ বলে কথিত হয়।

৪৫৭. চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ—ছন্দ ঋদ্ধিপাদ, বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ, মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ।

৪৫৮. তন্মধ্যে ‘ছন্দ ঋদ্ধিপাদ’ কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তি-দায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দন্ধাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা ছন্দ (আগ্রহ), ঔৎসক্য, করার ইচ্ছা, কুশল ধর্মছন্দ; ইহাই ছন্দ ঋদ্ধিপাদ। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ-সম্প্রযুক্ত।

৪৫৯. তন্মধ্যে ‘বীর্য ঋদ্ধিপাদ’ কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তি-দায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দন্ধাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা চৈতসিক বীর্য আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গপ্রতিপন্ন; ইহাই ‘বীর্য’ ঋদ্ধিপাদ। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ-সম্প্রযুক্ত।

৪৬০. তন্মধ্যে 'চিত্ত ঋদ্ধিপাদ' কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তি-দায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য, মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'চিত্ত' ঋদ্ধিপাদ। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ-সম্প্রযুক্ত।

৪৬১. তন্মধ্যে 'মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ' কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তি-দায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সমম্যকদৃষ্টি, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গপ্রতিপন্ন; ইহাই 'মীমাংসা' ঋদ্ধিপাদ। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মীমাংসা-ঋদ্ধিপাদ-সম্প্রযুক্ত।

[অভিধর্ম অনুসারে বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ)

৪৬২. চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ—এখানে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন, বীর্য-সমাধি... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... চিত্ত-সমাধি... মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন।

৪৬৩. চারি ঋদ্ধিপাদের মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) কুশল, কত প্রকার (কোনটি) অকুশল, কত প্রকার (কোনটি) অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তভূক্ত)... কত প্রকার (কোনটি) সরণ (অশান্ত), কত প্রকার (কোনটি) অরণ?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৪৬৪. (চারি ঋদ্ধিপাদ) কেবল (শুধু) কুশলই হয়ে থাকে। কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। বিপাকধর্মীধর্ম। অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। অসংশ্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র,

কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। অপচয়গামী (পুনর্জন্মরোধকারী), শৈক্ষ্য, অপ্রমাণ, অপ্রমাণ-আলম্বন, প্রণীত, সম্যক অবস্থায় নিয়ত। মার্গালম্বন নহে মার্গহেতুক, মার্গাধিপতি নহে। কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখানো 'উৎপত্তিশীল' বলে বলা উচিত নহে। কখনো কখনো অতীত কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। "অতীত-আলম্বন অথবা অনাগত-আলম্বন অথবা বর্তমান আলম্বন"—এভাবে বলা অনুচিত। কখনো কখনো অধ্যাত্ম কখনো কখনো বাহির, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির। বহির-আলম্বন। অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (দুইটি করে বর্ণনা)

৪৬৫. মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ হেতু, তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ হেতু নহে। (চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ) সহেতুক, হেতু-সম্প্রযুক্ত। মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ হেতু অধিকন্তু সহেতুকও। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু সহেতুক, (উহারা) সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ হেতু অথচ (অধিকন্তু) হেতু-সম্প্রযুক্ত। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত, (উহারা) হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ হেতু নহে, সহেতুক। মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা "হেতু নহে, অহেতুক"। (চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ) সপ্রত্যয়, সংস্কৃত, অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, অরূপ, লোকোত্তর। কোনো প্রকারে (এক প্রকার) জ্ঞাতব্য, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে। আসব নহে, অনাসব। আসব-বিপ্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু সাসব" অথবা "সাসব কিন্তু আসব নহে"। এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব।

(চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ) সংযোজন নহে... (পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের 'আসব' এর মতো করে পূরণ করতে হবে)... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস নহে... সালম্বন। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত নহে, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ চিত্ত। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চৈতসিক, চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ অচৈতসিক। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সম্প্রযুক্ত। চিত্ত ঋদ্ধিপাদ সম্পর্কে

এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "চিত্তের সাথে সম্প্রযুক্ত" অথবা "চিত্তের সাথে বিপ্রযুক্ত"। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সংশ্লিষ্ট। চিত্ত ঋদ্ধিপাদ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "চিত্তের সাথে সংশ্লিষ্ট" অথবা "চিত্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নহে।" তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত সমুত্থিত। চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ চিত্তসমুত্থান নহে। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সহভূ (চিত্ত-সহ-অবস্থিতি), চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ চিত্ত সহভূ নহে। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-অনুপরবর্তী, চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-অনুপরিবর্তী নহে। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ নহে। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী নহে। তিন প্রকার ঋদ্ধিপাদ বাহির, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ অভ্যন্তরীণ। (চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ) উপাদা নহে, অনুপাদিন্ন। উপাদান নহে... (প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদের 'আসব' এর মতো করে পূরণ করতে হবে)... ক্লেশ নহে... দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে। কামাবচর নহে, রূপাবচর নহে, অরূপবচর নহে। অপ্রতিপন্ন (সংশ্লিষ্ট নহে অর্থাৎ লোকোত্তর), নিয়্যনিক (বিমুক্তিদায়ক), নিয়ত, অনুত্তর, অরণ (শান্ত)।

[প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা এখানে সমাপ্ত]

[ঋদ্ধিপাদ বিভঙ্গ সমাপ্ত]

১০. বোধ্যঙ্গ বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৪৬৬. সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৬৭. তন্মধ্যে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? এখানে ভিক্ষু স্মৃতিমান হন, পরম (শ্রেষ্ঠ) তীক্ষ্ণ স্মৃতিদ্বারা সমন্বিত (সমৃদ্ধ) হন, (বিমুক্তি সম্বন্ধে) দীর্ঘকাল ধরে কৃত ও ভাষিত বিষয় তিনি স্মরণ করেন, অনুস্মরণ করেন; ইহাই 'স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ'।

তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান কালে সেই ধর্মকে (চিরকৃত ও চিরভাসিত বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা (অনুসন্ধান) করেন, প্রকৃষ্টরূপে বিচার (পরীক্ষা) করেন, পূর্ণাঙ্গভাবে মীমাংসা (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে স্থির সিদ্ধান্ত) করেন; ইহাই 'ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ'।

সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা, বিচার ও পর্ণাঙ্গ মীমাংসাকারীর অশিথিল বীর্য (উদ্যম) আরব্ধ (দৃঢ়) হয়; ইহাই 'বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ'।

আরব্ধবীর্যের (দৃঢ় উদ্যমীর) নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়; ইহাই 'প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ'।

প্রীতিমনের কায়ও (নামকায় বা মানসিক স্কন্ধ) প্রশান্ত হয়, চিত্তও প্রশান্ত হয়; ইহাই 'প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ'।

প্রশান্ত কায়ের (মানসিক স্কন্ধের) ও সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়; ইহাই 'সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ'।

তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে সমাহিত চিত্ত হয়ে উত্তমরূপে নিরপেক্ষক (সমতা রক্ষাকারী) হন; ইহাই 'উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ'।

৪৬৮. সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৬৯. তন্মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? অধ্যাত্ম ধর্মের প্রতি স্মৃতি আছে, বাহির ধর্মের প্রতি স্মৃতি আছে। অধ্যাত্ম ধর্মের প্রতি যেই স্মৃতি, সেই স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে। বাহির ধর্মের

প্রতি যেই স্মৃতি; সেই স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে।

তন্মধ্যে ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? অধ্যাত্ম ধর্মের প্রতি প্রবিচয় (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা বা বিচার-বিশ্লেষণ) আছে, বাহির ধর্মের প্রতি প্রবিচয় আছে। অধ্যাত্ম ধর্মের প্রতি যেই প্রবিচয়; সেই ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে। বাহির ধর্মের প্রতি যেই প্রবিচয়, সেই ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে।

তন্মধ্যে বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? কায়িক বীর্য আছে, চৈতসিক বীর্য আছে। যা কায়িক বীর্য; সেই বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তিত (চালিত) করে। যা চৈতসিক বীর্য; সেই বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বানের দিকে চালিত করে।

তন্মধ্যে প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? সবিতর্ক-সবিচার প্রীতি আছে, অবিতর্ক-অবিচার প্রীতি আছে। যা সবিতর্ক-সবিচার প্রীতি; সেই প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে। যা অবিতর্ক-অবিচার প্রীতি; সেই প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে।

তন্মধ্যে প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? কায় প্রশ্রদ্ধি আছে, চিত্ত প্রশ্রদ্ধি আছে। যা কায় প্রশ্রদ্ধি; সেই প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে। যা চিত্ত প্রশ্রদ্ধি; সেই প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে।

তন্মধ্যে সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? সবিতর্ক-সবিচার সমাধি আছে, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি আছে। যা সবিতর্ক-সবিচার সমাধি; সেই সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে। যা অবিতর্ক-অবিচার সমাধি; সেই সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে।

তন্মধ্যে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? অধ্যাত্ম ধর্মের প্রতি উপেক্ষা আছে, বাহির ধর্মের প্রতি উপেক্ষা আছে। যা অধ্যাত্ম ধর্মের প্রতি উপেক্ষা; সেই উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে। যা বাহির ধর্মের প্রতি উপেক্ষা; সেই উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গও অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে চালিত করে।

৪৭০. সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-

সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৭১. তন্মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন... (সর্বশেষ উদাহরণ এর মতো পূরণ করতে হবে)... ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন... বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, ভাবনা করেন... (ঐ) প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন... সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন... (ঐ) বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন।

[সূত্র অনুসারে বিভাজন বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৪৭২. সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৭৩. তন্মধ্যে সপ্ত বোধ্যঙ্গ কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর (ভূমি) সম্প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ হয়ে থাকে—স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ... (মধ্যবর্তী সম্বোধ্যঙ্গ)... উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৭৪. তন্মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ।

তন্মধ্যে ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক-দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ।

তন্মধ্যে বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য-আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ।

তন্মধ্যে প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা প্রীতি, প্রমোদ্য (আনন্দ), আমোদ,

প্রমোদ, উল্লাস, মহানন্দ, আহ্লাদ, পরম উল্লাস, চিত্তের আনন্দপূর্ণ মনোবৃত্তি, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ; ইহাই প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ।

তন্মধ্যে প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা বেদনাস্কন্ধের, সংজ্ঞাস্কন্ধের, সংস্কারস্কন্ধের ও বিজ্ঞানস্কন্ধের প্রশান্তি, পরিণত শান্তি, শান্তিভাব, প্রশান্তিভাব, প্রকৃত উপশমত্ব, প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ; ইহাই প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ।

তন্মধ্যে সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ।

তন্মধ্যে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, সর্বোচ্চ উপেক্ষা, চিত্তের মধ্যস্থতা, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ; ইহাই উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। এগুলোকে সপ্ত বোধ্যঙ্গ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সপ্ত বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

৪৭৫. সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ... (মধ্যবর্তী সম্বোধ্যঙ্গ)... উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৭৬. তন্মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

[... প্রথম উদাহরণ অনুসারে প্রত্যেকটি পূরণ করতে হবে, কিন্তু ৪৭৪ নং প্যারার মতো যথোপযুক্ত সংশোধনসহ]

তন্মধ্যে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা

উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, সর্বোচ্চ উপেক্ষা, চিত্তের মধ্যস্থতা, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ; ইহাই উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

৪৭৭. সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ... (মধ্যবর্তী সম্বোধ্যঙ্গ)... উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৭৮. তন্মধ্যে সপ্ত বোধ্যঙ্গ কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা স্পর্শ হয়... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়—এই ধর্মগুলি কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কর্মজত্ব ও ভাবিতত্ব বিপাক (স্বরূপ), তিনি কামনা-সমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে বোধ্যঙ্গ হয়ে থাকে, (যেমন)—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ... (মধ্যবর্তী সম্বোধ্যঙ্গ)... উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৭৯. তন্মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন– ইহাই 'স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ'।... (পরবর্তী পঞ্চ সম্বোধ্যঙ্গ, ৪৭৪ নং প্যারা দেখুন)...।

তন্মধ্যে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? যা উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, সর্বোচ্চ উপেক্ষা, চিত্তের মধ্যস্থতা, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ; ইহাই উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ। এগুলোকে সপ্ত বোধ্যঙ্গ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সপ্ত বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

৪৮০. সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ... (মধ্যবর্তী সম্বোধ্যঙ্গ)... উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৮১. তন্মধ্যে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে... এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কর্মজত্ব (কৃতত্ব) ও

ভাবিতত্ব বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ-প্রতিপন্ন; ইহাই স্মৃতি-সম্বোধ্যাঙ্গ। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর (ভূমি) প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃতত্ব ও ভাবিতত্ব বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে.. (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, সর্বোচ্চ উপেক্ষা, চিত্তের মধ্যস্থতা, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ; ইহাই উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা (বিশ্লেষণ)

৪৮২. সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

৪৮৩. সপ্ত বোধ্যঙ্গের মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) কুশল, কত প্রকার কত প্রকার (কোনটি) অকুশল, কত প্রকার (কোনটি) অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট যথোপযুক্ত তিক ও দুকসমূহ)... কত প্রকার সরণ, কত প্রকার অরণ?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৪৮৪. (সপ্ত বোধ্যঙ্গ) কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। (সপ্ত বোধ্যঙ্গ) কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম। অনুপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে অগৃীত)-অনুপাদানীয় (আসক্তির আলম্বন নহে)। অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ প্রীতিসহগত নহে, সুখসহগত, উপেক্ষাসহগত নহে। ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। (সপ্ত বোধ্যঙ্গ) দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যাহেতুক নহে। কখনো কখনো অপচয়গামী (পুনর্জন্ম রোধকারী), কখনো কখনো আচয়গামীও (পুনর্জন্ম সঞ্চয়শীলও) নহে, অপচয়গামীও নহে। কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো কখনো অশৈক্ষ্য। অপ্রমাণ, অপ্রমাণ-আলম্বন, প্রণীত। কখনো কখনো সম্যক অবস্থায় নিয়ত (স্থির), কখনো কখনো অনিয়ত। মার্গালম্বন নহে, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "মার্গহেতুক" অথবা "মার্গ-অধিপতি"। কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। এভাবে বলা অনুচিত : অতীতালম্বন অথবা অনাগতালম্বন অথবা বর্তমানালম্বন। কখনো কখনো অধ্যাত্ম (অভ্যন্তরীণ), কখনো কখনো বাহির, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির। বাহির-আলম্বন। অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

৪৮৫. ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ হেতু, ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ হেতু-সম্প্রযুক্ত। ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ হেতু অথচ (অধিকন্তু) সহেতুক। ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অথচ সহেতুক, (উহারা) সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত। ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত, (উহারা)

হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ হেতু নহে, সহেতুক। ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : “হেতু নহে, সহেতুক” অথবা “হেতু নহে, অহেতুক”। (সপ্ত বোধ্যঙ্গ) সপ্রত্যয় (কারণ আছে এমন), সংস্কৃত, অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, অরূপ, লোকোত্তর। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে। আসব নহে অনাসব (আসবের আলম্বন নহে)। আসব-বিপ্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : “আসব অথচ সাসব (আসবের আলম্বন)” অথবা “সাসব কিন্তু আসব নহে”। “আসব অথবা আসব-সম্প্রযুক্ত” অথবা “আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে”। আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব। সংযোজন নহে... (বর্তমান অনুচ্ছেদের ‘আসব’ এর মতো করে পূরণ করতে হবে)... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস নহে... সালম্বন। চিত্ত নহে চৈতসিক। চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্ত-সমুত্থান, চিত্ত-সহভূ, চিত্তানুপরিবর্তী, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, বাহির, উপাদা নহে, অনুপাদিন্ন, উপাদান নহে... ক্লেশ নহে... দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার।

প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ অপ্রীতিক, ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ প্রীতিসহগত নহে। ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ সুখসহগত। ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ উপেক্ষাসহগত নহে। ছয় প্রকার বোধ্যঙ্গ কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে। (সপ্ত বোধ্যঙ্গ) কামাবচর নহে, রূপাবচর নহে, অরূপাবচর নহে। অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর)। কখনো কখনো নিয্যানিক (বিমুক্তিদায়ক), কখনো কখনো নিয্যানিক নহে। কখনো কখনো নিয়ত (বিপাক কাল স্থির), কখনো কখনো অনিয়ত, (বিপাক কাল অস্থির) অনুত্তর, অরণ।

[প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা এখানে সমাপ্ত]

[বোধ্যঙ্গ বিভঙ্গ সমাপ্ত]

১১. মার্গাঙ্গ[1] বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৪৮৬. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৪৮৭. তন্মধ্যে সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? দুঃখ (সম্পর্কে) জ্ঞান, দুঃখসমুদয় (দুঃখোৎপত্তির কারণ সম্পর্কে) জ্ঞান, দুঃখনিরোধ (সম্পর্কে) জ্ঞান, দুঃখনিরোধের উপায় (সম্পর্কে) জ্ঞান; ইহাই সম্যক দৃষ্টি।

তথায় সম্যক সংকল্প কিরূপ? নৈষ্ক্রম্য (কামনা ত্যাগ) সংকল্প, অব্যাপদ (ক্রোধ ত্যাগ) সংকল্প ও অবিহিংসা (ইত্যাদি হিংসা ত্যাগ) সংকল্পই সম্যক সংকল্প নামে অভিহিত।

তথায় সম্যক বাক্য কিরূপ? মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরতি, পিশুন (ভেদ) বাক্য বলা হতে বিরতি, পরুষ (কর্কশ) বাক্য বলা হতে বিরতি, সম্প্রলাপ (বৃথা) বাক্য বলা হতে বিরতি—একেই সম্যক বাক্য বলে।

তথায় সম্যক কর্ম কিরূপ? প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত গ্রহণ (ডাকাতি) হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরতি; ইহাই সম্যক কর্ম।

তথায় সম্যক জীবিকা কিরূপ? এ বুদ্ধ শাসনে আর্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করে সম্যক (নির্দোষ) জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। এটাই সম্যক জীবিকা।

তথায় সম্যক প্রচেষ্টা কিরূপ? এ বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মের অনুৎপাদন প্রচেষ্টা, উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের ক্ষয়ের প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল (পুণ্য) ধর্ম উৎপাদনের প্রচেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্যায়াম এবং দৃঢ় চিত্ত গ্রহণ করেন; ইহাই সম্যক প্রচেষ্টা।

তথায় সম্যক স্মৃতি কিরূপ? এখানে (বুদ্ধ শাসনে) বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু (রূপস্কন্ধ) জগতে অভিধ্যা (লোভ) দৌর্মনস্য দমন করে

---

[1] **মগ্গঙ্গানি :** অর্থকথা অনুসারে মার্গ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা : যে মার্গ নির্বাণ প্রত্যাশীগণ অনুসরণ করেন বা যা ক্লেশ ধ্বংস করে তা-ই মার্গ। (নিব্বানত্থিকেহি) মগ্গীয়তী'তি বা কিলেস মারেন্তো গচ্ছতী'তি মগ্গগো) মার্গের এ সংজ্ঞা সাধারণ মার্গ থেকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে যে নির্দেশ করে তা পরিস্কাররূপে বুঝা যায়।

(রূপ) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। সেরূপ বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু (বেদনাস্কন্ধ) জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু (বিজ্ঞানস্কন্ধ) জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু (সংজ্ঞা ও সংস্কারস্কন্ধ) জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। এটাই সম্যক স্মৃতি।

তথায় সম্যক সমাধি কিরূপ? এখানে (বুদ্ধ শাসনে) ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে বিতর্ক-বিচার ও বিবেকজ (নির্জনতা) জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান স্তরে আরোহণ করে অবস্থান করেন। তিনি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত হওয়ার দরুন অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক ও বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান স্তরে আরোহণ করে অবস্থান করেন। প্রীতিতেও বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় তিনি উপেক্ষাশীল (সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন) হয়ে অবস্থান করেন। যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাজ্য হয় এবং পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়। তিনি সেই সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করেন; ইহাই সম্যক সমাধি নামে অভিহিত হয়।

৪৮৮. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৪৮৯. তন্মধ্যে সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবনা করেন... (সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে)... সম্যক সংকল্প ভাবনা করেন... সম্যক বাক্য ভাবনা করেন... সম্যক কর্ম ভাবনা করেন... সম্যক জীবিকা ভাবনা করেন... সম্যক প্রচেষ্টা ভাবনা করেন... সম্যক স্মৃতি... বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সমাধি ভাবনা করেন।

[সূত্র অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৪৯০. অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক

কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৪৯১. তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গ হয়ে থাকে, (যেমন)—সম্যক দৃষ্টি... (মধ্যবর্তী মার্গাঙ্গ)... সম্যক সমাধি।

৪৯২. তন্মধ্যে সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক দৃষ্টি'।

তন্মধ্যে 'সম্যক সংকল্প' কিরূপ? যা তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ, সম্যক সংকল্প, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক সংকল্প'।

তন্মধ্যে 'সম্যক বাক্য' কিরূপ? যা চতুর্বিধ বাক্য দুশ্চরিত্র হতে বিরতি, নিবৃত্তি, প্রতিনিবৃত্তি, বিরতিকরণ, অক্রিয়া, অকরণ, প্রবর্তিত না করণ, সীমা অনতিক্রম, (মিথ্যাভাষণের হেতু) ধ্বংসকরণ, সম্যক বাক্য, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক বাক্য'।

তন্মধ্যে 'সম্যক কর্ম' কীরূপ"? যা ত্রিবিধ কায়িক দুশ্চরিত্র হতে বিরতি, নিবৃত্তি, প্রতিনিবৃত্তি, বিরতিকরণ, অক্রিয়া, অকরণ, প্রবর্তিত না করণ, সীমা অনতিক্রম, (মিথ্যাকর্ম সম্পাদনের হেতু) ধ্বংসকরণ, সম্যক কর্ম, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক কর্ম'।

তন্মধ্যে জীবিকা কিরূপ? যা মিথ্যা জীবিকা হতে বিরতি, নিবৃত্তি, প্রতিনিবৃত্তি, বিরতিকরণ, অক্রিয়া, অকরণ, প্রবর্তিত না করণ, সীমা অনতিক্রম, (মিথ্যাজীবিকার হেতু) ধ্বংসকরণ, সম্যক জীবিকা, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক প্রচেষ্টা।

তন্মধ্যে 'সম্যক প্রচেষ্টা' কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্য-আরম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক প্রচেষ্টা।

তন্মধ্যে 'সম্যক স্মৃতি' কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক স্মৃতি'।

তন্মধ্যে 'সম্যক সমাধি' কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক সমাধি' ইহাকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ অষ্টাঙ্গিক মার্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

৪৯৩. পঞ্চাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৪৯৪. তন্মধ্যে পঞ্চাঙ্গিক মার্গ কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গিক মার্গ হয়ে থাকে (যেমন)—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৪৯৫. তন্মধ্যে সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক দৃষ্টি।

তন্মধ্যে সম্যক সংকল্প কিরূপ? যা তর্ক, বিতর্ক... (১৮২ নং প্যারা)... সম্যক সংকল্প, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক সংকল্প।

তন্মধ্যে সম্যক প্রচেষ্টা কিরূপ? যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক প্রচেষ্টা।

তন্মধ্যে সম্যক স্মৃতি কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক স্মৃতি।

তন্মধ্যে সম্যক সমাধি কিরূপ? যা চিত্তের স্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক সমাধি ইহাকে পঞ্চঙ্গিক মার্গ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ পঞ্চাঙ্গিক মার্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

৪৯৬. পঞ্চাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৪৯৭. তন্মধ্যে সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ

হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক দৃষ্টি। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক দৃষ্টির সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক সংকল্পের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক প্রচেষ্টার সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক স্মৃতির সহিত সম্প্রযুক্ত।

[... প্রথম উদাহরণ অনুসারে প্রত্যেকটি পূরণ করতে হবে, কিন্তু ৪৯৫ নং প্যারার মতো যথোপযুক্ত সংশোধনসহ]

তন্মধ্যে সম্যক সমাধি কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা চিত্তের স্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক সমাধি। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক সমাধির সহিত সম্প্রযুক্ত।

৪৯৮. অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি... (মধ্যবর্তী মার্গাঙ্গ)... সম্যক সমাধি।

৪৯৯. তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ও ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গ হয়ে থাকে (যেমন)—সম্যক দৃষ্টি... (মধ্যবর্তী মার্গাঙ্গ)... সম্যক সমাধি। ইহাকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ অষ্টাঙ্গিক মার্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

৫০০. পঞ্চাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা,

সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৫০১. তন্মধ্যে 'পঞ্চাঙ্গিক মার্গ' কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ.স. ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ও ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গিক মার্গ হয়ে থাকে (যেমন)—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ইহাকে পঞ্চাঙ্গিক মার্গ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ পঞ্চাঙ্গিক মার্গের সহিত সম্প্রযুক্ত।

৫০২. পঞ্চাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৫০৩. তন্মধ্যে সম্যক দৃষ্টি কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ.স. ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ও ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা) অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই 'সম্যক দৃষ্টি'। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক দৃষ্টির সহিত সম্প্রযুক্ত... (প্রথম উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে), কিন্তু ৪৯৫ নং প্যারার মতো যথোপযুক্ত সংশোধন সহ)... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক সংকল্পের সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক প্রচেষ্টার সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক স্মৃতির সহিত সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে সম্যক সমাধি কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামনাসমূহ হতে পৃথক হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ. স. ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করেন। সেই সময়ে যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি, অবস্থিতি, স্থিরতা, অবিক্ষেপ, মানসিক অবিচলিত অবস্থা, শমথ, সমাধি ইন্দ্রিয়, সমাধি বল, সম্যক সমাধি, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গ প্রতিপন্ন; ইহাই সম্যক সমাধি। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্যক সমাধির সহিত সম্প্রযুক্ত।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা (বিশ্লেষণ)

৫০৪. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৫০৫. আট প্রকার মার্গাঙ্গের মধ্যে কত প্রকার (কোন্‌টি) কুশল, কত প্রকার অকুশল, কত প্রকার অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট যথোপযুক্ত তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কত প্রকার সরণ, কত প্রকার অরণ?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৫০৬. (আট প্রকার মার্গাঙ্গ) কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। সম্যক সংকল্প সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত; সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। (আট প্রকার মার্গাঙ্গ) কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম। অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক।

সম্যক সংকল্প অবিতর্ক-বিচারমাত্র। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো

অবিতর্ক-অবিচার। সম্যক সংকল্প প্রীতিসহগত, সুখসহগত, উপেক্ষাসহগত নহে। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। (আট প্রকার মার্গাঙ্গ) দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। কখনো কখনো অপচয়গামী (পুনর্জন্মরোধকারী), কখনো কখনো আচয়গামীও (পুনর্জন্ম সঞ্চয়কারীও) নহে, অপচয়গামীও নহে। কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো কখনো অশৈক্ষ্য। অপ্রমাণ, অপ্রমাণ-আলম্বন, প্রণীত। কখনো কখনো সম্যক অবস্থায় নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। মার্গালম্বন নহে, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গ-অধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি"। কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। এভাবে বলা অনুচিত : অতীতালম্বন অথবা অনাগতালম্বন অথবা বর্তমানালম্বন। কখনো কখনো অধ্যাত্ম (অভ্যন্তরীণ), কখনো কখনো বাহির, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির। বাহির-আলম্বন। অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

৫০৭. সম্যক দৃষ্টি হেতু, সাত প্রকার মার্গাঙ্গ হেতু নহে। (আট প্রকার মার্গাঙ্গ) সহেতুক, হেতু-সম্প্রযুক্ত। সম্যক দৃষ্টি হেতু অধিকন্তু (অথচ) সহেতুক। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু সহেতুক, (উহারা) সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। সম্যক দৃষ্টি হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত, (উহারা) হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ হেতু নহে, সহেতুক। সম্যক দৃষ্টি সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা "হেতু নহে অহেতুক"।

(আট প্রকার মার্গাঙ্গ) সপ্রত্যয়, সংস্কৃত, অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, অরূপ, লোকোত্তর। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য (বিজ্ঞেয়), কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে। (আট প্রকার মার্গাঙ্গ) আসব নহে, অনাসব (আসবের আলম্বন নহে), আসব-বিপ্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু সাসব" অথবা "সাসব কিন্তু আসব নহে"। এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত" অথবা " আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু

আসব নহে”। আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব।

(আট প্রকার মার্গাঙ্গ) সংযোজন নহে... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস নহে... সালম্বন। চিত্ত নহে চৈতসিক, চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্তসমুত্থান, চিত্ত সহভূ, চিত্ত-অনুপরিবর্তী, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান অনুপরিবর্তী, বাহির, উপাদা নহে অনুপাদিন্ন।

[... পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের ‘আসব’-এর মতো করে পূরণ করতে হবে]

(আট প্রকার মার্গাঙ্গ) উপাদান নহে... ক্লেশ নহে... দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। সম্যক সংকল্প অবিতর্ক। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। সম্যক সংকল্প সবিচার। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। সম্যক সংকল্প সপ্রীতিক। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। সম্যক সংকল্প প্রীতিসহগত। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। সম্যক সংকল্প সুখসহগত। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। সম্যক সংকল্প উপেক্ষাসহগত নহে। সাত প্রকার মার্গাঙ্গ কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে। (আট প্রকার মার্গাঙ্গ) কামাবচর নহে, রূপাবচর নহে, অরূপাবচর নহে। অসংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লোকোত্তর)। কখনো কখনো নিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক), কখনো কখনো অনিয়্যানিক। কখনো কখনো নিয়ত (বিপাক কাল স্থির), কখনো কখনো অনিয়ত, অনুত্তর, অরণ।

[প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা বিশ্লেষণ এখানে সমাপ্ত]

[মার্গাঙ্গ বিভঙ্গ সমাপ্ত]

১২. ধ্যান বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৫০৮. এখানে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সবরশীলে সংবৃত (সংযত) হয়ে অবস্থান করেন; আচার-গোচর-সম্পন্ন হন; অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণে ভয়দর্শী হন; শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে (পর্যবেক্ষণ করে) চরিত্র শিক্ষা (অনুশীলন) করেন; ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার (রক্ষিতেন্দ্রিয়) হন; ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন; রাত্রির পূর্বভাগে (প্রথম যামে) এবং অপর ভাগে (শেষযামে) জাগরণ শীলতায় নিয়োজিত থাকেন; দৃঢ়বীর্য (উদ্যম) ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসহকারে বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহের ভাবনায় নিয়োজিত হন; তিনি অভিগমনে, প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; অবলোকনে, বিলোকনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; সঙ্কোচনে, প্রসারনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; মল-মূত্র ত্যাগে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; গতিতে স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে (নিরবে) সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; তিনি অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, গহীন বনে (বনপ্রান্তে), উন্মুক্ত আকাশতলে ও পলালপুঞ্জে (শস্যহীন তৃণরাশিতে নির্জন শয্যাসন আশ্রয় (ভজনা) করেন; যেখানে অল্পশব্দ (শব্দ নেই), অল্পনির্ঘোষ (নির্ঘোষ নেই), যেখানে বিজন-বাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্য সমাগম রহিত, যা ধ্যানানুশীলনের পক্ষে উপযুক্ত; তিনি অরণ্যগত বা বৃক্ষমূলগত বা শূন্যাগারগত হয়ে পদ্মাসনে বসে দেহকে (দেহাগ্রভাগ) ঋজুভাবে রেখে, পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন; তিনি লোকে (ইহজগতে) অভিধ্যা (লোভ, অনুরাগ, কামছন্দ) পরিত্যাগ করে অভিধ্যা-বিগত চিত্তে অবস্থান (বিচরণ) করেন; অভিধ্যা হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ব্যাপাদ (ক্রোধ) এবং দ্বেষ-প্রকোপ পরিত্যাগ করে তিনি অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে অবস্থান করেন; ব্যাপাদ এবং দ্বেষ প্রকোপ হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য, দেহ ও মনের জড়তা) পরিত্যাগ করে তিনি স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত, আলোক-সংজ্ঞী (আলোক-সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ) এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হয়ে অবস্থান করেন; স্ত্যানমিদ্ধ হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করে তিনি অনুদ্ধত এবং অধ্যাত্মে উপশান্ত চিত্ত হয়ে

অবস্থান করেন; ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিত্যাগ করে তিনি বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ এবং কুশল ধর্ম বিষয়ে অসন্দিগ্ধ (অকথংকথী) হয়ে অবস্থান করেন; বিচিকিৎসা হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলতাকারী এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করে যাবতীয় কামসমূহ হতে বিরত হয়েও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন; বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে অবস্থান করেন; প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষক হয়ে (উপেক্ষার ভাবে) অবস্থান করেন; স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়ে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন; যেই অবস্থাকে আর্যগন 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে অবস্থান করেন; সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ বিষাদ) অস্তমিত করে, অদুঃখ-অসুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান অধিগত হয়ে অবস্থান করেন; সর্ব রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করে ও প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্মসংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করে 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ভাবনা করে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' নামক (প্রথম অরূপ) ধ্যান স্তর লাভ করে অবস্থান করেন; সর্বতোভাবে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তর সমতিক্রম করে 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ভাবনা করে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' (দ্বিতীয় অরূপ) ধ্যান স্তর লাভ করে অবস্থান করেন; সর্বতোভাবে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সমতিক্রম করে 'কিছুই নাই' এরূপ ভাবনা করে আকিঞ্চন-আয়তন (তৃতীয় অরূপ) ধ্যান স্তর লাভ করে অবস্থান করেন; সর্বতোভাবে 'আকিঞ্চন-আয়তন' সমতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন লাভ করে অবস্থান করেন।

[মাতিকা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে সমাপ্ত]

৫০৯. 'এখানে' বলতে বুঝায় এই দৃষ্টির (এস্থলে সম্যক দর্শনে), এই সহিষ্ণুতায় (উপলব্ধিকরণে ধৈর্য্যশীলতায়), এই রুচির, এই ধারণে (ধৃত বিশ্বাসে), এই ধর্মে, এই বিনয়ে, এই ধর্মবিনয়ে, এই প্রবচনে (এই ধর্মশাস্ত্রে বা ত্রিপিটকে), এই ব্রহ্মচর্যে, এই শাস্তা-শাসনে। তদ্ধেতু 'এখানে' বলে কথিত হয়।

৫১০. 'ভিক্ষু' বলতে বুঝায় সংজ্ঞা (পদবী) দ্বারা ভিক্ষু; প্রতিজ্ঞা দ্বারা ভিক্ষু; ভিক্ষা করে বলে ভিক্ষু; ভিক্ষান্নজীবি ভিক্ষু; ভিক্ষাচর্যায় উপনীত ভিক্ষু;

ছিন্নবস্ত্রধারী বলে ভিক্ষু; পাপ-অকুশল ধর্মকে ধ্বংস করে বলে ভিক্ষু; পাপ-অকুশল ধর্মসমূহ বিনষ্টভাব প্রাপ্ত হয়েছে বলে ভিক্ষু; ক্লেশসমূহের সীমিত (সাবশেষ) পরিত্যাগে ভিক্ষু; ক্লেশসমূহের অসীমিত (নিরবশেষ) পরিত্যাগে ভিক্ষু; শৈক্ষ্য ভিক্ষু; অশৈক্ষ্য ভিক্ষু; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে এমন ভিক্ষু; অগ্র ভিক্ষু; ভদ্র ভিক্ষু; মন্ড (উৎকৃষ্ট) ভিক্ষু; সার ভিক্ষু; সমগ্র সংঘ কৃর্তক নানা প্রশ্নোত্তরে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মাধ্যমে 'জ্ঞপ্তি চতুর্থ' কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষু।

৫১১. 'প্রাতিমোক্ষ' বলতে বুঝায় কুশল ধর্মসমূহের সম্প্রাপ্তির জন্য ইহা (অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষ) শীল, প্রতিষ্ঠা, আদি, চরণ, সংযম, সংবর, মুখ্য (প্রধান), সর্বোত্তম (উপায়)। সংবর বলতে বুঝায় কায়িক অব্যতিক্রম (নিয়ম অলঙ্ঘন), বাচনিক অব্যতিক্রম, কায়িক-বাচনিক অব্যতিক্রম। সংবৃত বলতে বুঝায় এই প্রাতিমোক্ষ-সংবর দ্বারা তিনি ভূষিত হন, বিভূষিত হন, আগত হন, সমাগত হন, সিদ্ধ হন, সমৃদ্ধ হন, সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'প্রাতিমোক্ষ-সংবরে সংবৃত (সংযত)' বলে কথিত হয়।

৫১২. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় চার প্রকার ঈর্যাপথ (শারীরিক চালচলন প্রণালি) চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, পালন বা রক্ষা করেন, যাপন করেন (অগ্রসর হন), বজায় রাখেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৫১৩. 'আচার-গোচরসম্পন্ন' বলতে বুঝায় আচার আছে, অনাচার আছে।

তন্মধ্যে 'অনাচার' কিরূপ? কায়িক ব্যতিক্রম (শারীরিকভাবে নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন), বাচনিক ব্যতিক্রম, কায়িক-বাচনিক-ব্যতিক্রম, ইহাকে 'অনাচার' বলে। সর্বপ্রকার দুঃশীলতাই অনাচার। এখানে কেউ কেউ বেণুদান দ্বারা বা পত্রদান দ্বারা বা পুষ্পদান দ্বারা বা ফলদানদ্বারা বা চূর্ণ (সাবান জাতীয়) দান দ্বারা বা দন্তকাষ্ঠদান দ্বারা বা চাটুকারিতা (তোষামোদকরণ) দ্বারা বা মুগসুপ্যতা দ্বারা (সত্যাসত্য মিশ্রিত বাক্যে অপরকে সন্তুষ্ট করা) বা পরিভৃত্যতা দ্বারা (পিতা-মাতার মন পেতে তাদের ছেলে-মেয়েদের আদর করা) বা সংবাদ-বাহন (জঙ্ঘাপেষণিক বা দূতক্রিয়া) দ্বারা বা বুদ্ধ কর্তৃক নিন্দিত (গর্হিত) অন্যান্য মিথ্যাজীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, ইহাকে 'অনাচার' বলে।

তন্মধ্যে 'আচার' কিরূপ? কায়িক অব্যতিক্রম, বাচনিক অব্যতিক্রম, কায়িক-বাচনিক অব্যতিক্রম, ইহাকে 'আচার' বলে। সর্ব প্রকার শীলসংবরই

আচার। এখানে কেউ কেউ বেণুদান দ্বারা বা পত্রদান দ্বারা বা পুষ্পদান দ্বারা বা ফলদান দ্বারা চূর্ণদান দ্বারা বা দন্তকাষ্ঠদান দ্বারা বা চাটুকারিতা দ্বারা বা মুগসুপ্যতা দ্বারা বা পরিভৃত্যতা দ্বারা বা সংবাদ-প্রদান-কর্ম দ্বারা বা বুদ্ধ কর্তৃক নিন্দিত (ঘৃণিত) অন্যান্য মিথ্যাজীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন না, ইহাকে 'আচার' বলে।

৫১৪. 'গোচর' বলতে বুঝায় গোচর আছে, অগোচর আছে।

তন্মধ্যে 'অগোচর' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ বেশ্যাগোচর হন (কেব্যালয়ে আহার ভিক্ষার্থ গমন করেন) বা বিধবাগোচর হন বা স্থূলকুমারী (অবিবাহিত বয়স্কা কুমারী) গোচর হন বা নপুংসকগোচর হন বা ভিক্ষুণীগোচর হন বা পানাগার (মদের দোকান) গোচর হন; রাজগণের সহিত বা রাজমহামাত্যের সহিত বা তীর্থিকগণের সহিত বা তীর্থিকশ্রাবকের সহিত অননুকূল (অনুচিত) সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করেন; যে সকল কুল শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন, অনুদার (অদাতা), আক্রোশক ও পরিভাষক (নিন্দুক); ভিক্ষুদের, ভিক্ষুণীদের, উপাসকও উপাসিকাগণের অনর্থকামী, অহিতকামী, অসুখকামী ও অশান্তিকামী (ভয় বা বিপাদকামী); সেই সকল কুলের (বংশের বা গোষ্ঠীর বা পরিবারের) সেবা করে (আশ্রয় করে বাঁচে), ভজনা করে (নিকটে যায়), পর্যুপাসনা করে (পুনঃপুন গমন করে)। ইহাকে 'অগোচর' বলে।

তন্মধ্যে 'গোচর' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ বেশ্যাগোচর হন না বা বিধবাগোচর হন না বা স্থূলকুমারী গোচর হন না বা নপুংসক গোচর হন না বা ভিক্ষুনীগোচর হন না বা পানাগারগোচর হন না; রাজগণের সহিত বা রাজমহামাত্যগণের সহিত বা তীর্থিকগণের সহিত বা তীর্থিক শ্রাবকগণের সহিত অনুচিত সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হন না; যে সকল কুল শ্রদ্ধাসম্পন্ন, প্রসন্ন, উদার (দাতা), (যাদের গৃহ) কাষায় বস্ত্রের প্রভাযুক্ত, (যাদের গৃহ) ঋষিদের (ভিক্ষুদের) বাত-প্রতিবাতে (শরীরের বায়ুতে) পূর্ণ; যারা ভিক্ষুদের, ভিক্ষুণীদের, উপাসকদের ও উপসিকাদের অর্থকামী, হিতকামী, সুখকামী, অভয়কামী (শান্তিকামী); সেই সকল কুলের সেবা করে, ভজনা করে ও পর্যুপাসনা করে। ইহাকে গোচর বলে। এভাবে এই আচার এবং গোচর দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'আচারগোচর সম্পন্ন' বলে কথিত হয়।

৫১৫. 'অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণে ভয়দর্শী হন' বলতে বুঝায়

তন্মধ্যে 'অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণ' কিরূপ? সেই নিন্দনীয়

আচরণসমূহ;—যা অল্পমাত্র (ছোট অপরাধ), তুচ্ছ (সামান্য), লঘু (হালকা), লঘুসম্মত (ক্ষুদ্র অপরাধ বলে স্বীকৃত) এবং যেগুলোকে সংযম করা উচিত (করণীয়), সংবর করা উচিত, (সেগুলিকে দমনের ক্ষেত্রে) চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত ও মনস্কার (মনোযোগ) আকর্ষণ করা উচিত : এইগুলিকে 'অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণ' বলে। এভাবে এই অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণসমূহের প্রতি তিনি দোষদর্শী হন, ভয়দর্শী হন, আদীনবদর্শী হন এবং (সেই অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণ হতে) নিঃসরণদর্শী হন (মুক্ত থাকেন)। তদ্ধেতু 'অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণে ভয়দর্শী হন' বলে কথিত হয়।

৫১৬. 'শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে (পর্যবেক্ষণ করে) চরিত্র (আচরণ) শিক্ষা করেন, বলতে বুঝায় তন্মধ্যে শিক্ষাপদ (শীল) কিরূপ? ভিক্ষুগণের জন্য ভিক্ষুশীল, ভিক্ষুণীগণের ভিক্ষুণীশীল, উপাসকগণের উপাসকশীল, উপাসিকাগণের উপাসিকা-শীল। এগুলিকে শীল (শিক্ষাপদ) বলে। এভাবে এই শিক্ষাপদসমূহ (শীল) সর্ব প্রকারে সর্বতোভাবে অশেষভাবে নিঃশেষভাবে (সম্পূর্ণরূপে) গ্রহণ (পর্যবেক্ষণ) করে চরিত্র শিক্ষা করেন। তদ্ধেতু 'শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র শিক্ষা করেন' বলে কথিত হয়।

৫১৭. 'ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার হন' বলতে বুঝায় ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বারতা (রক্ষিতভাব) আছে, অগুপ্তদ্বারতা (অরক্ষিতভাব) আছে।

তন্মধ্যে 'ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করে (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ) নিমিত্তগ্রাহী হন এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে কামব্যঞ্জক আকারগ্রাহী) অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হয়ে বিচরণ করলে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর (প্রতিপন্ন) হন না, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন না, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন না। শ্রোত্র (কর্ণ) দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ (আলম্বন) আঘ্রাণ করে... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পৃশ্য (আলম্বন) স্পর্শ করে... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন, যে কারণে মনেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়ে বিচরণ করলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য প্রতিপন্ন হন না, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করেন না, মনেন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হন না। যা এই ষড় ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তি (অসংযম), অসতর্কতা, অরক্ষা, অসংবর (অনিয়ন্ত্রণ), ইহাকে 'ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা' বলে।

তন্মধ্যে ' ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বারতা' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ চক্ষু দ্বারা

রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী হন না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে অসংযত হয়ে অবস্থান করলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য প্রতিপন্ন হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পৃশ্য স্পর্শ করে... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে কারণে মনেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়ে বিচরণ (অবস্থান) করলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য প্রতিপন্ন হন, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করেন, মনেন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। যা এই ষড়ইন্দ্রিয়ে গুপ্তি, সতর্কতা, রক্ষা, সংবর; ইহাইকে 'ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বারতা' বলে। ইন্দ্রিয়সমূহে এই গুপ্তদ্বারতা দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার' বলে কথিত হয়।

৫১৮. 'ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন' বলতে বুঝায় ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা আছে, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা আছে।

তন্মধ্যে 'ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ অযথার্থভাবে ও অজ্ঞানসহকারে (অবিবেচনায়) আহার গ্রহণ করেন—দাবার (ক্রীড়ার) জন্য, মত্ততার জন্য, মন্ডন (দেহ সৌষ্ঠব) ও বিভূষণের জন্য। তথায় ভোজনের প্রতি যেই অসন্তুষ্টিতা, অমাত্রাজ্ঞতা ও অবিবেচনা; ইহাই 'ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা' বলে।

তন্মধ্যে 'ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ যথার্থভাবে ও জ্ঞানপূর্বক আহার গ্রহণ করেন—দাবার (ক্রীড়ার) জন্য নহে, মত্ততার জন্যও নহে, মন্ডন ও বিভূষণের জন্যও নহে। ইহা শুধু শরীর স্থিতির নিমিত্ত, জীবন যাপনের নিমিত্ত, ক্ষুধা-যন্ত্রণার উপশমের জন্য এবং মার্গ-ব্রহ্মচর্যের সহায়তার নিমিত্ত। এভাবে পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার উপশম করব, (অপরিমিত ভোজনজনিত) নতুন বেদনা উৎপন্ন করব না, যাতে আমার জীবনযাত্রা নির্দোষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার হয়। তথায় ভোজনের প্রতি যেই সন্তুষ্টিতা, মাত্রাজ্ঞতা ও জ্ঞানপূর্বক বিবেচনা, ইহাকে 'ভোজনে মাত্রজ্ঞতা' বলে। এই 'ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা' দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা' বলে।

৫১৯. কিভাবে ভিক্ষু রাত্রির পূর্বভাগে ও শেষভাগে জাগরণশীলতায় নিয়োজিত থাকেন? এখানে ভিক্ষু দিবসে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন, রাত্রির প্রথম যামে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশন

দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন, রাত্রির মধ্যম যামে পায়ের উপর পা (ডান পায়ের উপর বাম পা) রেখে, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের সহিত যথাসময়ে গাত্রোত্থান ধারণা মনে রেখে দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ শর্যায় শয়ন করেন। রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুত্থান করে চঙ্ক্রমণ ও ধ্যানাসনে উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। এভাবে ভিক্ষু রাত্রির পূর্বভাগে ও শেষযামে জাগরণশীলতায় নিয়োজিত থাকেন।

৫২০. 'দৃঢ় বীর্য' বলতে বুঝায় যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক প্রচেষ্টা।

৫২১. তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি বলতে বুঝায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২২ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি।

৫২২. 'বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহের ভাবনায় নিয়োজিত হন' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'বোধিপক্ষীয় ধর্ম' কিরূপ? সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ। ইহাকে 'বোধিপক্ষীয় ধর্ম' বলে। এভাবে এই বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহকে তিনি চর্চা (অনুশীলন) করেন, ভাবনা করেন ও বহুলীকৃত করেন। তদ্ধেতু 'বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহের ভাবনায় নিয়োজিত হন' বলে কথিত হয়।

৫২৩. কিভাবে ভিক্ষু অভিগমনে-প্রত্যাগমণে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; অবলোকনে-বিলোকনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; সংকোচনে প্রসারণে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; মল-মূত্র ত্যাগে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; এখানে ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে অভিগমন করেন; স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে প্রত্যাগমন করেন; স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে অবলোকন করেন; স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে বিলোকন করেন; স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে সংকোচন করেন; স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে প্রসারণ করেন; স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; সংঘাটি পাত্র-চীবর-ধারণে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; মল-মূত্র ত্যাগে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন।

৫২৪. তন্মধ্যে স্মৃতি কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি, স্মৃতি-স্মরণতা-ধারণতা-ভাসমান নহে তাদৃশ অবস্থা-নির্ভুলতা, মনোযোগিতা, স্মৃতি, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-বল, সম্যক-স্মৃতি, ইহাকে 'স্মৃতি' বলে।

৫২৫. 'সম্প্রজ্ঞান' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'সম্প্রজ্ঞতা' কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন, বিচার, ধর্মবিচার, তদন্ত, অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যক্ষভাবে বিচারকরণ, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, নিপুনতা, চিন্তা, পরীক্ষণ, ভূরি, মেধা, পরিজ্ঞান, বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, প্রতোদ-প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞা-প্রাসাদ, প্রজ্ঞালোক, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকে সম্প্রজ্ঞতা বলে। এভাবে এই স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং)... সমন্বিত হন। এভাবে ভিক্ষু স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সহকারে অভিগমন করেন; স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সহকারে প্রত্যাগমন করেন; স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সহকারে অবলোকন করেন; স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সহকারে বিলোকন করেন; স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সহকারে সঙ্কোচন করেন, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সহকারে প্রসারণ করেন; স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; সজ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে-স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; ভোজনে পানে, খাদনে, আস্বাদনে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; মল-মূত্র ত্যাগে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন; গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে ও তুষ্ণীভাবে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন।

৫২৬. 'নির্জন' বলতে বুঝায় শয্যাসন (বাসস্থান) যদি নিকটে হয় এবং তা গৃহী বা প্রব্রজিত দ্বারা জনাকীর্ণ না হয়, তবে সেটি নির্জন। শর্য্যাসন যদি দূরে হয় এবং তা গৃহী বা প্রব্রজিত দ্বারা জনাকীর্ণ না হয়, তবে সেটি নির্জন।

৫২৭. 'শয্যাসন (বাসস্থান)' বলতে বুঝায় মঞ্চ ও শয্যাসন; পীঠ ও (কেদারা বা চেয়ার) শয়নাসন; গদি ও শয়নাসন; উপাধান ও (মাথার বালিশ) শয়নাসন; বিহার ও শয়নাসন; অঢ্ডযোগ ও (গরুড় পক্ষীর বক্র ডানার মতো অর্থাৎ দোচালা ঘর) শয়নাসন; প্রাসাদ ও শয়নাসন; চিলেকোঠা ও শয়নাসন; তাঁবু ও (বৃত্তাকার ঘর) শয়নাসন; লেণ ও (একজনের বাসযোগ্য প্রস্তরের ক্ষুদ্র গুহাকক্ষ) শয়নাসন; গুহা ও (এ স্থলে বৃহৎ গুহা) শয়নাসন; বৃক্ষমূল ও শয়নাসন; বাঁশবন (বাঁশের ঘন জঙ্গল) ও শয়নাসন অথবা এমনকি ভিক্ষুগণ যেখানেই প্রত্যাগমন করেন, সেই সমস্ত স্থান ও শয়নাসন।

৫২৮. 'নির্জন শয়নাসন আশ্রয় (ভজনা) করেন' বলতে বুঝায় এই নির্জন শয়নাসন ভজনা করেন, সন্তোষ সহকারে অবলম্বন করেন, ব্যবহার করেন,

গ্রহণ করেন, সুব্যবহার করেন। তদ্ধেতু 'নির্জন শয়নাসন আশ্রয় (ভজনা) করেন' বলে কথিত হয়।

৫২৯. 'অরণ্য' বলতে বুঝায় (গ্রাম বা নগরের) বহিস্থ ইন্দ্রখীলের (বাহির সীমানার) পর সমস্তই অরণ্য।

৫৩০. 'বৃক্ষমূল' বলতে বুঝায় বৃক্ষমূল মাত্রই বৃক্ষমূল। পর্বত মাত্রই পর্বত। কন্দর মাত্রই কন্দর। গিরিগুহা মাত্রই গিরিগুহা। শ্মশান মাত্রই শ্মশান। উন্মুক্ত আকাশতল মাত্রই উন্মুক্ত আকাশতল। পলালপুঞ্জ মাত্রই পলালপুঞ্জ।

৫৩১. 'গহীন বন' দূরবর্তী শয়নাসনেরই অধিবচন (নামকরণ); 'গহীন বন' বনষণ্ডের (গভীর জঙ্গলের) অধিবচন; 'গহীন বন' ভয়সঙ্কুল শয়নাসনের অধিবচন; 'গহীন বন' লোমহর্ষক শয়নাসনের অধিবচন; 'গহীন বন' প্রান্তিক (দূরবর্তী) শয়নাসনের অধিবচন; 'গহীন বন' মনুষ্য-উপাচার-রহিত (মনুষ্য প্রতিবেশিত্বহীন) শয়নাসনের অধিবচন। 'গহীন বন' দুরারোহ (উপস্থিত হওয়া দুরূহ) শয়নাসনের অধিবচন।

৫৩২. 'অল্পশব্দ' বলতে বুঝায় শয়নাসন যদি নিকটে হয় এবং তা গৃহী বা প্রব্রজিত দ্বারা জনাকীর্ণ না হয়, তবে সেটি অল্পশব্দ। শয়নাসন যদি দূরে হয় এবং তা গৃহী বা প্রব্রজিত দ্বারা জনাকীর্ণ না হয়, তবে সেটি অল্পশব্দ।

৫৩৩. 'অল্পনির্ঘোষ (তুমুল কোলাহলহীন)' বলতে বুঝায় যাহাই অল্পশব্দ তাহাই অল্পনির্ঘোষ। যাহাই অল্পনির্ঘোষ তাহাই বিজনবাত। যাহাই বিজনবাত তাহাই মনুষ্য সমাগমরহিত। যাহাই মনুষ্য সমাগমরহিত তাহাই ধ্যানানুশীলনের পক্ষে উপযুক্ত।

৫৩৪. 'অরণ্যগত বা বৃক্ষমূলগত বা শূন্যগারগত বলতে' বুঝায় অরণ্যে গমন করেছেন বা বৃক্ষমূলে গমন করেছেন বা শূন্যাগারে গমন করেছেন।

৫৩৫. 'পদ্মাসনে বসে (উপবেশন করে)' বলতে বুঝায় পদ্মাসনে (পায়ের উপর পা আড়াআড়িভাবে রেখে উপবেশন করা) উপবেশন করেন (উপবিষ্ট হন)।

৫৩৬. 'দেহকে ঋজুভাবে রেখে' বলতে বুঝায় দেহ ঋজু (সোজা) হয়, স্থিরকৃত ও প্রণিহিত (সুপ্রতিষ্ঠিত) হয়।

৫৩৭. 'পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে স্মৃতি কাকে বলে? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি, ইহাকে 'স্মৃতি' বলে। এই স্মৃতি নাসিকাগ্রে বা মুখনিমিত্তে (অর্থাৎ উপরি ঠোঁটের মধ্যবর্তী স্থানে, যেখানে নাসিকা বায়ু স্পর্শিত হয়) উপস্থাপিত

হয়, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্ধেতু 'পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে' বলে কথিত হয়।

৫৩৮. 'লোকে (ইহজগতে) অভিধ্যা পরিত্যাগ করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'অভিধ্যা' কিরূপ? যা রাগ, অনুরাগ... (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে অভিধ্যা বলে।

তন্মধ্যে 'লোক (জগত)' কিরূপ? পঞ্চোপাদানস্কন্ধ হলো লোক, ইহাকে লোক বা জগত বলে। এই অভিধ্যা এই লোকে (জগতে) শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত (পরিসমাপ্তি) হয়। তদ্ধেতু 'লোকে (জগতে) অভিধ্যা পরিত্যাগ করে' বলে কথিত হয়।

৫৩৯. 'অভিধ্যা-বিগত চিত্তে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে 'চিত্ত' বলে। এই চিত্ত অভিধ্যা-বিগত (অভিধ্যা হতে মুক্ত) হয়। তদ্ধেতু 'অভিধ্যা-বিগত চিত্তে' বলে কথিত হয়।

৫৪০. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় চার প্রকার ইর্যাপথ চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, রক্ষা করেন, যাপন করেন, বজায় রাখেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৫৪১. 'অভিধ্যা হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'অভিধ্যা' কিরূপ? যা রাগ, অনুরাগ... (২৪৯ নং প্যারা)... চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই অভিধ্যা।

তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা) তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে 'চিত্ত' বলে। এই অভিধ্যা হতে তিনি চিত্তকে শোধন (শুদ্ধ) করেন, বিশোধন করেন, পরিশুদ্ধ (পরিশোধন) করেন, মোচন (মুক্ত) করেন, বিমুক্ত (বিমোচন) করেন, পরিমোচন করেন। তদ্ধেতু 'অভিধ্যা হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন' বলে কথিত হয়।

৫৪২. 'ব্যাপাদ (ক্রোধ) ও বিদ্বেষ (দ্বেষ-প্রকোপ) পরিত্যাগ করে' বলতে বুঝায় ব্যাপাদ আছে, দ্বেষ-প্রকোপ আছে।

তন্মধ্যে ব্যাপাদ কিরূপ? যা চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিকূলতা, কোপ, প্রকোপ, সম্প্রকোপ, দ্বেষ, বিদ্বেষ, অতিশয় ঘৃণা, চিত্তের রুক্ষতা (বদ্‌মেজাজ), মনের প্রদুষ্টতা, ক্রোধ, ক্রুদ্ধভাব, ক্ষোভ, অপকারেচ্ছা, বিকৃতি, ভ্রষ্টতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, বিরক্তি, বিরোধ, বিরোধিতা, হিংস্রতা, অসহিষ্ণুতা, চিত্তের নিরানন্দভাব, ইহাকে 'ব্যাপাদ' বলে।

তন্মধ্যে বিদ্বেষ (দ্বেষপ্রকোপ) কিরূপ? যা ব্যাপাদ তা বিদ্বেষ, যা বিদ্বেষ তা ব্যাপাদ। এভাবে এই ব্যাপাদ এবং এই বিদ্বেষ শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'ব্যাপাদ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে' বলে কথিত হয়।

৫৪৩. 'অব্যাপন্ন চিত্তে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত অব্যাপন্ন (ব্যাপাদ হীন) হয়। তদ্ধেতু 'অব্যাপন্ন চিত্তে' বলে কথিত হয়।

৫৪৪. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৫৪৫. 'ব্যাপাদ-বিদ্বেষ হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন' বলতে বুঝায় ব্যাপাদ আছে, বিদ্বেষ আছে।

তন্মধ্যে 'ব্যাপাদ' কিরূপ? যা চিত্তের আঘাত... (৫৪২ নংপ্যারা)... হিংস্রতা, অসহিষ্ণুতা, চিত্তের নিরানন্দভাব; ইহাই ব্যাপাদ।

তন্মধ্যে 'বিদ্বেষ' কিরূপ? যা ব্যাপাদ তা বিদ্বেষ, যা বিদ্বেষ তা ব্যাপাদ।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই চিত্ত। তিনি এই ব্যাপাদ-বিদ্বেষ হতে এই চিত্তকে শোধন করেন, বিশোধন করেন, পরিশোধন করেন, মোচন করে বিমোচন করেন, পরিমোচন করেন। তদ্ধেতু 'ব্যাপাদ-বিদ্বেষ হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন' বলে কথিত হয়।

৫৪৬. 'স্ত্যানমিদ্ধ পরিত্যাগ করে' বলতে বুঝায় স্ত্যান আছে, মিদ্ধ আছে।

তন্মধ্যে স্ত্যান (থিন) কিরূপ? যা চিত্তের অতৎপরতা (অনুৎসুক), অকর্মণ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, ঢিলামিতা, লীনতা (জড়তা), মন্থরতা, জড়সড় অবস্থা, স্ত্যান (অলসতা), আলস্যপরায়ণতা, চিত্তের স্তব্ধতা (কুঁড়েমিতা), ইহাকে 'স্ত্যান' বলে।

তন্মধ্যে 'মিদ্ধ' কিরূপ? যা কায়ের (নাম কায়ের বা মানসিক স্কন্ধের) অতৎপরতা, অকর্মণ্যতা, আবৃতভাব, আচ্ছাদিতভাব, প্রতিবন্ধকতা, মিদ্ধ, নিদ্রা, তন্দ্রা, নিদ্রালুতা, সুপ্তি, তন্দ্রাভিভূত অবস্থা , ইহাকে 'মিদ্ধ' বলে। এভাবে এই স্ত্যান (থিন) এবং এই মিদ্ধ শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'স্ত্যানমিদ্ধ পরিত্যাগ করে' বলে কথিত হয়।

৫৪৭. 'স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত হয়ে' বলতে বুঝায় সেই স্ত্যানমিদ্ধের ত্যাগ, বর্জন, মুক্তি, প্রহীন, প্রত্যাখ্যান, পরিত্যাগ, নিক্ষেপকরণ। তদ্ধেতু 'স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত হয়ে' বলে কথিত হয়।

৫৪৮. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৫৪৯. 'আলোক সংজ্ঞী' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'সংজ্ঞা' কিরূপ? যা সংজ্ঞা, সংজানন, সংজাননত্ব, ইহাকে সংজ্ঞা বলে। এই সংজ্ঞা আলোকিত (উজ্জ্বল) হয়, অনাবৃত (বিকশিত) হয়, পরিশুদ্ধ (নির্মল) হয়, অত্যন্ত শুভ্র (পরিষ্কৃত) হয়। তদ্ধেতু 'আলোকসংজ্ঞী' বলে কথিত হয়।

৫৫০. 'স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'স্মৃতি' কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি; ইহাই 'স্মৃতি'। তন্মধ্যে 'সম্প্রজ্ঞতা' কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকে সম্প্রজ্ঞতা বলে। এভাবে এই স্মৃতি এবং এই সম্প্রজ্ঞতা দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা) সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান' বলে কথিত হয়।

৫৫১. 'স্ত্যানমিদ্ধ হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন' বলতে বুঝায় স্ত্যান আছে, মিদ্ধ আছে।

তন্মধ্যে 'স্ত্যান' কিরূপ? ... (৫৪৬ নং প্যারা)... ইহাকে স্ত্যান বলে।

তন্মধ্যে 'মিদ্ধ' কিরূপ?... (৫৪৬ নং প্যারা)... ইহাকে মিদ্ধ বলে।

তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ?... (১৮৪ নং প্যারা)... ইহাই চিত্ত। এই চিত্ত এই স্ত্যানমিদ্ধ হতে শোধন (শুদ্ধ) হয়, বিশোধন হয়, পরিশুদ্ধ হয়, মোচন (মুক্ত) হয়, বিমোচন হয়, পরিমোচন হয়। তদ্ধেতু 'স্ত্যানমিদ্ধ হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন' বলে কথিত হয়।

৫৫২. 'ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করে' বলতে বুঝায় ঔদ্ধত্য আছে, কৌকৃত্য আছে।

তন্মধ্যে 'ঔদ্ধত্য' কিরূপ? যা চিত্তের ঔদ্ধত্য (ব্যাকুলতা বা চঞ্চলতা), অনুপশম, চিত্তবিক্ষেপ বা চিত্তচাঞ্চল্যতা, চিত্তের ভ্রান্তত্ব বা বিশৃঙ্খল অবস্থা, ইহাকে ঔদ্ধত্য বলে।

তন্মধ্যে 'কৌকৃত্য' কিরূপ? অকপ্পিয়ে (অকর্তব্যে) কপ্পিয় (কর্তব্য) ধারণা, কপ্পিয়ে অকপ্পিয় ধারণা, অবর্জনীয়ে (অদোষাবহে) বর্জনীয় ধারণা, বর্জনীয়ে অবর্জনীয় ধারণা; যা এইরূপ কৌকৃত্য, মনস্তাপ, অনুশোচনা, অনুতাপ, চিত্তের বিপ্রতিসার, মনের হতবুদ্ধিতা (কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা), ইহাকে

কৌকৃত্য বলে। এভাবে এই ঔদ্ধত্য এবং এই কৌকৃত্য শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করে' বলে কথিত হয়।

৫৫৩. 'অনুদ্ধত' বলতে বুঝায় সেই ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের ত্যাগ, বর্জন, মুক্তি, প্রহীন, প্রত্যাখান, পরিত্যাগ-নিক্ষেপকরণ। তদ্ধেতু 'অনুদ্ধত' বলে কথিত হয়।

৫৫৪. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৫৫৫. 'উপশান্ত চিত্ত' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত অধ্যাত্মভাবে শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়। তদ্ধেতু 'অধ্যাত্মে উপশান্ত চিত্ত' বলে কথিত হয়।

৫৫৬. 'ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে' বলতে বুঝায় ঔদ্ধত্য আছে, কৌকৃত্য আছে।

তন্মধ্যে 'ঔদ্ধত্য' কিরূপ? যা চিত্তের ঔদ্ধত্য, অনুপশম, চিত্ত-বিক্ষেপ, চিত্তের ভ্রান্তত্ব বা বিশৃঙ্খলা; ইহাই 'ঔদ্ধত্য'।

তন্মধ্যে 'কৌকৃত্য' কিরূপ?... (৫৫২ নং প্যারা)... ; ইহাই 'কৌকৃত্য'।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ?... (১৮৪ নং প্যারা)... ইহাই 'চিত্ত'। এই চিত্ত এই ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হতে শোধিত হয়, বিশোধিত হয়, পরিশোধিত হয়, মোচন হয়, পরিমোচন হয়। তদ্ধেতু 'ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে' বলে কথিত হয়।

৫৫৭. 'বিচিকিৎসা পরিত্যাগ করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'বিচিকিৎসা' কিরূপ? যা সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, অনিশ্চয়ত্ব, বিমতি, সন্দেহ, দ্বিধাবিভক্ত পথ (দোদুল্যমানতা), সংশয়, অনেক প্রকার মত বা ধারণা, দ্বিধা, অব্যবস্থিত চিত্ততা, অপ্রবেশ বা অবিচক্ষণতা, স্তম্ভিতত্ব, মানসিক বা চিত্ত চেতনায় হতবুদ্ধিতা; ইহাই বিচিকিৎসা। এই বিচিকিৎসা শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'বিচিকিৎসা পরিত্যাগ করে' বলে কথিত হয়।

৫৫৮. 'বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ' বলতে বুঝায় এই বিচিকিৎসা তিনি তীর্ণ হন, উত্তীর্ণ হন, মুক্ত হন (বিজিত হন), পারগত হন, পার অনুপ্রাপ্ত হন। তদ্ধেতু

'বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ' বলে কথিত হয়।

৫৫৯. 'কুশলধর্ম বিষয়ে অসন্দিগ্ধ (অকথংকথী) হয়' বলতে বুঝায় এই বিচিকিৎসা দ্বারা তিনি কুশল ধর্মের প্রতি দ্বিধাগ্রস্ত হন না, সংশয়াপন্ন হন না, অসন্দিগ্ধ হন, নিঃসন্দেহ হন, সন্দেহমুক্ত হন তদ্ধেতু 'কুশলধর্ম বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হয়' বলে কথিত হয়।

৫৬০. 'বিচিকিৎসা হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'বিচিকিৎসা' কিরূপ? যা সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, অনিশ্চয়ত্ব,[1] স্তম্ভিতত্ব, চিত্তের হতবুদ্ধিতা; ইহাই 'বিচিকিৎসা'।

তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তজ্জাত মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ইহাই 'চিত্ত'। এই চিত্ত এই বিচিকিৎসা হতে শোধন করেন, বিশোধন করেন, পরিশোধন করেন, মোচন করেন, বিমোচন করেন, পরিমোচন করেন। তদ্ধেতু 'বিচিকিৎসা হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন' বলে কথিত হয়।

৫৬১. 'এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করে' বলতে বুঝায় এই পঞ্চ নীবরণ শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করে' বলে কথিত হয়।

৫৬২, 'চিত্তের উপক্লেশ' বলতে বুঝায় এই পঞ্চ নীবরণ চিত্তের উপক্লেশ।

৫৬৩. 'প্রজ্ঞার দুর্বলতাকারী' বলতে বুঝায় এই পঞ্চ নীবরণের কারণে অনুৎপন্ন প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না, অধিকন্তু (এমনকি) উৎপন্ন প্রজ্ঞাও নিরুদ্ধ (অন্তর্ধান) হয়। তদ্ধেতু 'প্রজ্ঞার দুর্বলতাকারী' বলে কথিত হয়।

৫৬৪. 'কামসমূহ হতে বিরত হয়ে ও অকুশলধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'কামসমূহ' কিরূপ? ছন্দ কাম, রাগ (আসক্তি) কাম, ছন্দরাগ কাম, সংকল্প কাম, রাগ কাম, সংকল্পরাগ কাম—এগুলিকে 'কাম' বলে।

তন্মধ্যে 'অকুশল ধর্মসমূহ' কিরূপ? কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান, মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, কৌকৃত, বিচিকিৎসা—এগুলিকে 'অকুশলধর্ম' বলে। এভাবে তিনি এই কামসমূহ এবং এই অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত (বিচ্ছন্ন) হন।

৫৬৫. 'সবিতর্ক-সবিচার' বলতে বুঝায় বিতর্ক আছে, বিচার আছে।

---

[1] [কিছু কিছু মূল পালিতে এখানে 'পে' অন্তর্ভুক্ত]।

তন্মধ্যে 'বিতর্ক' কিরূপ? যা তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প, স্থিরতা, নিযুক্তি, চিত্তের নিবিষ্টকরণ, সম্যক সংকল্প, ইহাকে বিতর্ক বলে।

তন্মধ্যে 'বিচার' কিরূপ? যা গতি বা ক্রিয়া, বিচার (যথার্থ নির্ণয়), অনুবিচার, উপবিচার, চিত্তের অনুসন্ধান, ভালোরূপে বিবেচনা, ইহাকে 'বিচার' বলে। এভাবে এই বিতর্ক এবং এই বিচার দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হয়। তদ্ধেতু 'সবিতর্ক-সবিচার' বলে কথিত হয়।

৫৬৬. 'বিবেকজ (নির্লিপ্ততাজাত)' বলতে বুঝায় বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা—উহারা এই বিবেক (নির্লিপ্ততা) হতে জাত (উৎপন্ন) সঞ্জাত (সৃষ্ট), প্রসূত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত (প্রকাশিত) হয়। তদ্ধেতু 'বিবেকজ' বলে কথিত হয়।

৫৬৭. 'প্রীতি-সুখ' বলতে বুঝায় প্রীতি আছে, সুখ আছে।

তন্মধ্যে 'প্রীতি' কিরূপ? যা প্রীতি, প্রামোদ্য, আমোদ, প্রমোদ, উল্লাস, মহানন্দ, আহ্লাদ, পরম উল্লাস, চিত্তের আনন্দপূর্ণ মনোবৃত্তি, ইহাকে 'প্রীতি' বলে।

তন্মধ্যে 'সুখ' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি (শান্তি), চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা) , ইহাকে 'সুখ' বলে। এই সুখ এই প্রীতির সাথে সহগত হয়, সহজাত হয়, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু 'প্রীতিসুখ' বলে কথিত হয়।

৫৬৮. 'প্রথম' বলতে বুঝায় আনুপূর্বিক গণনায় প্রথম। ইহা প্রথমে সম্প্রাপ্ত (অধিগত) হয় বলে 'প্রথম' বলা হয়।

৫৬৯. 'ধ্যান' বলতে বুঝায়'—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা।

৫৭০. 'লাভ করে (সম্প্রাপ্ত)' বলতে বুঝায় যা প্রথম ধ্যানের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

৫৭১. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায়... (৫৪০ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৫৭২. 'বিতর্ক-বিচারের উপশমে' বলতে বুঝায় বিতর্ক আছে, বিচার আছে।

তন্মধ্যে 'বিতর্ক' কিরূপ? যা তর্ক, বিতর্ক... (৫৬৫ নং প্যারা) সম্যক সংকল্প; ইহাই 'বিতর্ক'।

তন্মধ্যে 'বিচার' কিরূপ? যা গতি বা ক্রিয়া (পরীক্ষা), বিচার, উপবিচার, অনুবিচার, চিত্তের অনুসন্ধান, ভালোরূপে বিবেচনা; ইহাই 'বিচার'। এভাবে এই বিতর্ক এবং এই বিচার শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'বিতর্ক-বিচারের উপশমে' বলে কথিত হয়।

৫৭৩. 'আধ্যাত্মিক' বলতে বুঝায় অভ্যন্তরীন (ব্যক্তিগত), আত্ম-সম্বন্ধীয় (নিজস্ব)।

৫৭৪. 'সম্প্রসাদী' বলতে বুঝায় যা শ্রদ্ধা, সত্য বলে ধারণা (আত্ম-বিশ্বাস), বিশ্বাস (জ্ঞানজাত আস্থা), ধর্মে বিশ্বাসজনিত সত্যতা (অভিপ্রসাদ)।

৫৭৫. 'চিত্তের একীভাব (একাগ্র অবস্থা)' বলতে বুঝায় যা চিত্তের স্থিতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক সমাধি।

৫৭৬. 'অবিতর্ক-অবিচার' বলতে বুঝায় বিতর্ক আছে, বিচার আছে। তন্মধ্যে 'বিতর্ক' কিরূপ? যা তর্ক, বিতর্ক... (৫৬৫ নং প্যারা) সম্যক সংকল্প; ইহাই 'বিতর্ক'।

তন্মধ্যে 'বিচার' কিরূপ? যা পরীক্ষা কার্য, বিচার, অনুবিচার, উপবিচার, চিত্তের অনুসন্ধানতা, ভালোরূপে বিবেচনা; ইহাই 'বিচার'। এভাবে এই বিতর্ক এবং এই বিচার শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, ধ্বংস হয়, অন্তর্ধান হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'অবিতর্ক-অবিচার' বলে কথিত হয়।

৫৭৭. 'সমাধিজ' বলতে বুঝায় সম্প্রসাদ এবং প্রীতিসুখ উহারা এই সমাধি (একাগ্রতা) হতে জাত, সঞ্জাত, প্রসূত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত। তদ্ধেতু 'সমাধিজ' বলে কথিত হয়।

৫৭৮. 'প্রীতিসুখ' বলতে বুঝায় প্রীতি আছে, সুখ আছে।

তন্মধ্যে 'প্রীতি' কিরূপ? ... (৫৬৭ নং প্যারা)... ইহাই 'প্রীতি।' তন্মধ্যে 'সুখ' কিরূপ?... (৫৬৭ নং প্যারা)... ইহাই 'সুখ'। এই সুখ এই প্রীতিসহগত হয়, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু প্রীতিসুখ বলে কথিত হয়।

৫৭৯. 'দ্বিতীয়' বলতে বুঝায় আনুপূর্বিক গণনায় দ্বিতীয়। ইহা দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্প্রাপ্ত হয় বলে 'দ্বিতীয়' বলা হয়।

৫৮০. 'ধ্যান' বলতে বুঝায় সম্প্রসাদ, প্রীতিসুখ, চিত্তের একাগ্রতা।

৫৮১. অধিগত হয়ে (লাভ করে) বলতে বুঝায় যা দ্বিতীয় ধ্যানের লাভ,

প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

৫৮২. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৫৮৩. 'প্রীতির প্রতিও বিরাগী' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'প্রীতি' কিরূপ? যা প্রীতি, প্রামোদ্য, আমোদ, প্রমোদ, উল্লাস, মহানন্দ, আহ্লাদ, পরম উল্লাস, চিত্তের আনন্দপূর্ণ মনোবৃত্তি; ইহাই 'প্রীতি'। এই প্রীতি শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, ধ্বংস হয়, অন্তর্ধান হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'প্রীতির প্রতিও বিরাগী' বলে কথিত হয়।

৫৮৪. 'উপেক্ষক' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'উপেক্ষা' কিরূপ? যা উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, সর্বোচ্চ উপেক্ষা, চিত্তের মধ্যস্থতা; ইহাই 'উপেক্ষা'। এই উপেক্ষা দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'উপেক্ষা' বলে কথিত হয়।

৫৮৫. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৫৮৬. 'স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'স্মৃতি' কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি; ইহাই 'স্মৃতি'।

তন্মধ্যে 'সম্প্রজ্ঞতা' কিরূপ? যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই 'সম্প্রজ্ঞতা।' এভাবে এই স্মৃতি এবং এই সম্প্রজ্ঞতা দ্বারা তিনি ভূষিত হন... (৩৫৭ নং প্যারা)... সমন্বিত হন। তদ্ধেতু 'স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত' বলে কথিত হয়।

৫৮৭. 'কায়ে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'সুখ' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি, চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখজনক অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা)—'ইহাকে 'সুখ' বলে।

তন্মধ্যে 'কায়' কিরূপ? সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহাই 'কায়'। এই সুখ এই কায় দ্বারা অনুভব করেন। তদ্ধেতু 'কায়ে সুখ অনুভব করেন' বলে কথিত হয়।

৫৮৮. 'যেই অবস্থাকে আর্যগণ আখ্যা দেন' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'আর্য' কিরূপ? বুদ্ধগণ এবং বুদ্ধের শ্রাবকগণকেই আর্য বলে। তাঁরা এই আখ্যা দেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপ্ত করেন, প্রতিষ্ঠা করেন, বিবৃত করেন, ব্যাখ্যা দেন, সুস্পষ্ট (ঘোষণা) করেন, প্রকাশিত করেন। তদ্ধেতু 'যেই অবস্থাকে

আর্যগণ আখ্যা দেন’ বলে কথিত হয়।

৫৮৯. ‘উপেক্ষক (উপেক্ষাসম্পন্ন), স্মৃতিমান ও সুখবিহারী’ বলতে বুঝায় তন্মধ্যে ‘উপেক্ষা’ কিরূপ? যা উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, সর্বোচ্চ উপেক্ষা, চিত্তের মধ্যস্থতা; ইহাই ‘উপেক্ষা।’

তন্মধ্যে ‘স্মৃতি’ কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি; ইহাই ‘স্মৃতি’।

তন্মধ্যে ‘সুখ’ কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি, চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা) ; ইহাই ‘সুখ’। এভাবে এই উপেক্ষা, এই স্মৃতি এবং এই সুখ দ্বারা সমন্বিত হয়ে (ভূষিত হয়ে) তিনি চারি ইর্যাপথ চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, পালন (রক্ষা) করেন, যাপন করেন, বজায় রাখেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু ‘উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী (সুখে অবস্থানকারী) বলে কথিত হয়।

৫৯০. ‘তৃতীয়’ বলতে বুঝায় আনুপূর্বিক (ক্রম অনুসারে) গণনায় তৃতীয়। ইহা তৃতীয় পর্যায়ে সম্প্রাপ্ত হয় বলে ‘ তৃতীয়’ বলে কথিত হয়।

৫৯১. ‘ধ্যান’ বলতে বুঝায় উপেক্ষা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞতা, সুখ এবং চিত্তের একাগ্রতা।

৫৯২. ‘অধিগত হয়ে (লাভ করে) বলতে বুঝায় যা তৃতীয় ধ্যানের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকার্য, অর্জন (অধিগত-অবস্থা)।

৫৯৩. ‘অবস্থান করেন’ বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... ‘অবস্থান করেন’ বলে কথিত হয়।

৫৯৪. ‘সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে’ বলতে বুঝায় সুখ আছে, দুঃখ আছে।

তন্মধ্যে ‘সুখ’-কীরূপ? যা কায়িক স্বস্তি, কায়িক সুখ; কায়-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভব; কায়-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা), ইহাকে ‘সুখ’ বলে।

তন্মধ্যে ‘দুঃখ’ কিরূপ? যা কায়িক অস্বস্তি (অশান্তি), কায়িক দুঃখ; কায়-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর ও দুঃখদায়ক অনুভব; কায়-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর ও দুঃখদায়ক অনুভূতি (বেদনা), ইহাকে ‘দুঃখ’ বলে। এভাবে এই সুখ এবং এই দুঃখ শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, ধ্বংস হয়, অন্তর্ধান হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু ‘সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে’ বলে কথিত হয়।

৫৯৫. ‘পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে’ বলতে বুঝায়

সৌমনস্য আছে, দৌর্মনস্য আছে।

তন্মধ্যে 'সৌমনস্য' কিরূপ? যা চৈতসিক স্বস্তি, চৈতসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভূতি (বেদনা), ইহাকে 'সৌমনস্য' বলে।

তন্মধ্যে 'দৌর্মনস্য' কিরূপ? যা চৈতসিক অস্বস্তি ও চৈতসিক দুঃখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর ও দুঃখদায়ক অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অস্বস্তিকর ও দুঃখদায়ক অনুভূতি (বেদনা), ইহাকে 'দৌর্মনস্য' বলে। এভাবে এই সৌমনস্য এবং এই দৌর্মনস্য পূর্বেই শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, অস্তমিত হয়, ধ্বংস হয়, অন্তর্ধান হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে' বলে কথিত হয়।

৫৯৬. 'অদুঃখ-অসুখ' বলতে বুঝায় যা চৈতসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ অনুভূতি (বেদনা)। তদ্ধেতু 'অদুঃখ-অসুখ' বলে কথিত হয়।

৫৯৭. 'উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'উপেক্ষা' কিরূপ? যা উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, সর্বোচ্চ উপেক্ষা, চিত্তের মধ্যস্থতা; ইহাই 'উপেক্ষা'।

তন্মধ্যে স্মৃতি কিরূপ? যা স্মৃতি, অনুস্মতি... (২২০ নং প্যারা)... সম্যক স্মৃতি; ইহাই 'স্মৃতি'। এই স্মৃতি এই উপেক্ষা দ্বারা বিবৃত (বিকশিত) হয়, পরিশুদ্ধ হয়, অত্যন্ত শুভ্র (পরিষ্কৃত) হয়। তদ্ধেতু 'উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ' বলে কথিত হয়।

৫৯৮. 'চতুর্থ' বলতে বুঝায় আনুপূর্বিক গণনায় চতুর্থ। ইহা চতুর্থ পর্যায়ে সম্প্রাপ্ত হয় বলে 'চতুর্থ' বলা হয়।

৫৯৯. 'ধ্যান' বলতে বুঝায় উপেক্ষা, স্মৃতি ও চিত্তের একাগ্রতা।

৬০০. অধিগত হয়ে (লাভ করে) বলতে বুঝায় যা চতুর্থ ধ্যানের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

৬০১. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৬০২. 'সর্ব রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে রূপসংজ্ঞা কিরূপ? রূপাবচর সমাপত্তিলাভীর বা অধিকারীর বা দৃষ্টধর্ম-সুখবিহারীর (এই জগতে ইহ জন্মে সুখে অবস্থানকারীর) সংজ্ঞা, সংজানন, সংজাননত্বকে 'রূপসংজ্ঞা' বলে। এই রূপসংজ্ঞা তিনি অতিক্রম করেন, টপকে যান (উত্তীর্ণ

হন), সমতিক্রম করেন। তদ্ধেতু 'সর্ব রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করে' বলে কথিত হয়।

৬০৩. 'প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে প্রতিঘ সংজ্ঞা কিরূপ? রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পৃশ্যসংজ্ঞা—এগুলিকে প্রতিঘ-সংজ্ঞা বলে। এই প্রতিঘ সংজ্ঞাগুলি শান্ত হয়, শমিত হয়, উপশান্ত হয়, নির্বাপিত হয়, ধ্বংস হয়, অন্তর্ধান হয়, বিনষ্ট হয়, শোষিত হয়, বিশোষিত হয়, তিরোহিত হয়। তদ্ধেতু 'প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে' বলে কথিত হয়।

৬০৪. 'নানাত্ম-সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'নানাত্ম-সংজ্ঞা' কিরূপ? (ধ্যান) অলাভীর কিন্তু মনোধাতু এবং মনোবিজ্ঞান-ধাতু সমন্বিতের যে সংজ্ঞা, সংজানন, সংজাননত্ব—এগুলিকে নানাত্ম সংজ্ঞা বলে। এই নানাত্ম সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার করেন না (মনযোগী হন না)। তদ্ধেতু 'নানত্ম-সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করে' বলে কথিত হয়।

৬০৫. 'অনন্ত আকাশ' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে 'আকাশ' কিরূপ? যা আকাশ, নভোমন্ডল, মুক্তস্থান, খালিস্থান, গহ্বর (শূন্যস্থান), ফাঁকাস্থান, চারি মহাভূত কর্তৃক অসংপৃষ্ট (অনস্পর্শিত), ইহাকে আকাশ বলে। এই আকাশে চিত্ত স্থাপন করেন, সংস্থাপন করেন এবং অনন্তে স্ফূরিত করেন। তদ্ধেতু 'অনন্ত আকাশ' বলে কথিত হয়।

৬০৬. 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' বলতে বুঝায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভীর বা অধিকারীর বা দৃষ্টধর্মে-সুখবিহারীর চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ।

৬০৭. 'লাভ করে' বলতে বুঝায় যা আকাশ-অনন্ত-আয়তনের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকার্য, অর্জন।

৬০৮. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৬০৯. 'সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তর সমতিক্রম করে' বলতে বুঝায় এই আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করেন, টপকে যান, (উত্তীর্ণ হন), সমতিক্রম করেন। তদ্ধেতু 'সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তর সমতিক্রম করে' বলে কথিত হয়।

৬১০. 'অনন্ত বিজ্ঞান' বলতে বুঝায় তিনি বিজ্ঞান (চিত্ত) দ্বারা সেই একই আকাশকে স্পর্শ করেন, মনোনিবেশ করেন এবং অনন্তরূপে সম্প্রসারিত (স্ফূরিত) করেন। তদ্ধেতু 'অনন্ত বিজ্ঞান' বলে কথিত হয়।

৬১১. 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' বলতে বুঝায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তর

লাভীর বা অধিকারীর বা দৃষ্টধর্মে-সুখে অবস্থানকারীর চিত্ত–চৈতসিক ধর্মসমূহ।

৬১২. 'লাভ করে' বলতে বুঝায় যা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকার্য, অর্জন।

৬১৩. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৬১৪. 'সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সমতিক্রম করে' বলতে বুঝায় এই বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করেন, টপকে যান (উত্তীর্ণ হন), সমতিক্রম করেন; তদ্ধেতু 'সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে' বলে কথিত হয়।

৬১৫. 'কিছুই নাই' বলতে বুঝায় তিনি সেই বিজ্ঞানকে ভাবনা করেন, বিবেচনা করেন, অন্তরভাবনা করেন (পরিপূর্ণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন) কিন্তু তিনি দর্শন করেন—সেখানে কিছুই নাই। তদ্ধেতু 'কিছু নাই' বলে কথিত হয়।

৬১৬. 'আকিঞ্চন-আয়তন' বলতে বুঝায় আকিঞ্চন-আয়তন স্তর লাভীর বা অধিকারীর বা দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীর চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ।

৬১৭. 'লাভ করে' বলতে বুঝায় যা আকিঞ্চন-আয়তনের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকার্য, অর্জন।

৬১৮. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৫৪০ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৬১৯. 'সর্বতোভাবে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে' বলতে বুঝায় এই আকিঞ্চন-আয়তন তিনি অতিক্রম করেন, টপকে যান (উত্তীর্ণ হন), সমতিক্রম করেন। তদ্ধেতু 'সর্বতোভাবে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে' বলে কথিত হয়।

'নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী' বলতে বুঝায় তিনি সেই একই আকিঞ্চন-আয়তনের প্রতি শান্তভাবে মনোনিবেশ করেন, সংস্কার-অবশেষ–সমাপত্তি ভাবনা করেন। তদ্ধেতু 'নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী' বলে কথিত হয়।

৬২০. 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন' বলতে বুঝায় নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন স্তর লাভীর বা অধিকারীর বা দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীর চিত্ত চৈতসিক ধর্মসমূহ।

৬২১. 'লাভ করে' বলতে বুঝায় যা নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণ, অর্জন।

৬২২. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় চারি ঈর্যাপদ চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, রক্ষা করেন, যাপন করেন, বজায় রাখেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

[সূত্র অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

১. রূপাবচর কুশল

৬২৩. চারি প্রকার ধ্যান—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান।

৬২৪. তন্মধ্যে প্রথম ধ্যান কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, (তখন) তিনি কামনাসমূহ হতে পৃথক (বিরত) হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে (পৃথিবী-কৃৎস্নকে ভিত্তি করে) উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গিক ধ্যান হয়ে থাকে—(যেমন) বিতর্ক বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে প্রথম ধ্যান বলে। (অধিকন্তু) অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, (তখন) তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সেই সময়ে তিন অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে; (যেমন)—প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে দ্বিতীয় ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে তৃতীয় ধ্যান কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি প্রীতির প্রতিও বিরাগ হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে; (যেমন)—সুখ, চিত্তের একাত্রতা। ইহাকে তৃতীয় ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে চতুর্থ ধ্যান কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই-অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে; (যেমন)—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে চতুর্থ ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

[ধ্যানিক (ধ্যান সম্বন্ধীয়) চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

৬২৫. এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পাঁচ অঙ্গ বিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে; (যেমন)—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে প্রথম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কাম অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন অবিতর্ক-বিচারমাত্র বিবেকজ প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে চার অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে দ্বিতীয় ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিন অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে তৃতীয় ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে চতুর্থ ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

এখানে সেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন পঞ্চম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই প্রকার অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে পঞ্চম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান—সম্প্রযুক্ত।

[ধ্যানিক পঞ্চম এখানে সমাপ্ত]

২. অরূপাবচর কুশল

৬২৬. এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য

মার্গ ভাবনা করেন, তিনি সর্বতোভাবে আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করেন এবং সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহকে চতুর্থ ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

৩. লোকোত্তর কুশল

৬২৭. চার প্রকার ধ্যান—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান।

৬২৮. তন্মধ্যে প্রথম ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক (নিয়্যানিক) ও পুনর্জন্মরোধকারী (অপচয়গামী) লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর (ভূমি) প্রাপ্তির জন্য, কামসমূহ হতে পৃথক (বিরত) হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ-প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গিক ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে প্রথম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিন অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে দ্বিতীয় ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে তৃতীয় ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, তিনি প্রীতির প্রতি বিরাগী... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে—সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে 'তৃতীয় ধ্যান' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে চতুর্থ ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু

বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, তিনি সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে চতুর্থ ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

[ধ্যানিক চতুষ্ক এখানে সমাপ্ত]

৬২৯. এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গিক ধ্যান হয়ে থাকে—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে প্রথম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামসমূহ হতে বিরত হয়ে, অকুশলধর্ম হতে বিরত হয়ে দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অবিতর্ক-বিচারমাত্র বিবেকজ প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে চারি অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে; (যেমন)—বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে দ্বিতীয় ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, বিতর্ক-বিচারের উপশয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তিন অঙ্গ বিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে; (যেমন)—প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে তৃতীয় ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান

করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে চতুর্থ ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় পঞ্চম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে; (যেমন)—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে পঞ্চম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

[ধ্যানিক পঞ্চক এখানে সমাপ্ত]

৪. রূপাবচর বিপাক

৬৩০. চার প্রকার ধ্যান—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান।

৬৩১. তন্মধ্যে প্রথম ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গিক ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে প্রথম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পৃথবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন পঞ্চম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে (যেমন)—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে পঞ্চমধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৬৩১ নং প্যারার প্রথম ধ্যান অনুসারে পূরণ করতে হবে কিন্তু যথোপযুক্ত সংশোধনসহ]

৫. অরূপাবচর কুশল

৬৩২. এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করে এবং সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই অরূপাবচর কুশল কর্মের কৃত সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করে এবং সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে চতুর্থ ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

৬. লোকোত্তর বিপাক

৬৩৩. চার প্রকার ধ্যান—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান।

৬৩৪. তন্মধ্যে প্রথম ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য, কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখ জনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্ম সঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে; (যেমন)—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে প্রথম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু

বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্যে ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্যে, বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ভাবিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত পঞ্চম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গ বিশিষ্ট ধ্যান করেন থাকে—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে পঞ্চম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৬৩৪ নং প্যারার প্রথম ধ্যান অনুসারে পূরণ করতে হবে যথোপযুক্ত সংশোধন সহ]

৭. রূপারূপবচর ক্রিয়া

৬৩৫. চার প্রকার ধ্যান—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান।

৬৩৬. তন্মধ্যে প্রথম ধ্যান কিরূপ? এখানে যখন একজন ভিক্ষু ক্রিয়া রূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে, যা দৃষ্টধর্ম সুখবিহার (বর্তমান অস্তিত্বে সুখে অবস্থানের কারণ হয়); তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে পঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে প্রথম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু ক্রিয়া রূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন; যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে; যা দৃষ্টধর্ম সুখবিহার; তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... প্রথম ধ্যান... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন পঞ্চম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে পঞ্চম ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

৬৩৭. এখানে যখন একজন ভিক্ষু ক্রিয়া অরূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন;

যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে, যা দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার, তিনি সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করে ও সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে দুই অঙ্গবিশিষ্ট ধ্যান হয়ে থাকে, (যেমন)—উপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা। ইহাকে চতুর্থ ধ্যান বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ ধ্যান-সম্প্রযুক্ত।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ)

৬৩৮. চার প্রকার ধ্যান—এখানে ভিক্ষু কামসমূহ হতে বিরত হয়ে ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে সবিতর্ক-সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন... বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমন্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন... প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়ে সুখ অনুভব করেন, যেই অবস্থাকে আর্যগণ উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী আখ্যা দেন, সেই তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন... সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে অদুঃখ-অসুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন।

[... P.T.S এর রোমান সংস্করণে এই 'পে' দেখা যায় না]

৬৩৯. চার প্রকার ধ্যানের মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) কুশল, কত প্রকার অকুশল, কতপ্রকার অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট তিক ও দুকসমূহও অন্তর্ভুক্ত)... কত প্রকার সরণ, কত প্রকার অরণ?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৬৪০. (চার প্রকার ধ্যান) কখনো কখনো কুশল; কখনো কখনো অব্যাকৃত। তিন প্রকার ধ্যান এখানে উৎপন্ন (তাদের নিজ হতে উৎপন্ন বা স্ব-উৎপন্ন) সুখ-বেদনা ব্যতীত সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। চতুর্থ ধ্যান এখানে উৎপন্ন (তদুৎপন্ন) সুখ-বেদনা ব্যতীত সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। চার প্রকার ধ্যান কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। কখনো কখনো

উপাদিন্ন (তৃষ্ণাও মিথ্যাদৃষ্টিবশে গৃহীত)-উপাদানীয় (উপাদান বা আসক্তির আলম্বন), কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক; কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক। প্রথম ধ্যান এখানে উৎপন্ন (স্ব-উৎপন্ন) বিতর্ক-বিচার ব্যতীত সবিতর্ক-সবিচার। তিন প্রকার ধ্যান অবিতর্ক-অবিচার। দুই প্রকার ধ্যান এখানে উৎপন্ন প্রীতি ব্যতীত প্রীতিসহগত। তিন প্রকার ধ্যান এখানে উৎপন্ন সুখ ব্যতীত সুখসহগত। চতুর্থ ধ্যান এখানে উৎপন্ন উপেক্ষা ব্যতীত উপেক্ষাসহগত। (চার প্রকার ধ্যান) দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। কখনো কখনো আচয়গামী (পুনর্জন্ম সঞ্চয়শীল), কখনো কখনো অপচয়গামী (পুনর্জন্মরোধকারী)। কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে। কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো কখনো অশৈক্ষ্য। কখনো কখনো শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। কখনো কখনো মহদ্গত, কখনো কখনো অপ্রমাণ। তিন প্রকার ধ্যান সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : পরিত্তালম্বন অথবা মহদ্গতালম্বন, কখনো কখনো অপ্রমাণালম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : অপ্রমাণালম্বন; চতুর্থ ধ্যান কখনো কখনো পরিত্তালম্বন, কখনো কখনো মহদ্গতালম্বন, কখনো কখনো অপ্রমাণালম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : পরিত্তালম্বন অথবা মহদ্গতালম্বন অথবা অপ্রমাণালম্বন। (চার প্রকার ধ্যান) কখনো কখনো মধ্যম, কখনো কখনো প্রণীত। কখনো কখনো সম্যক (অবস্থার সাথে) নিয়ত (বিপাক কাল)। তিন প্রকার ধ্যান মার্গালম্বন নহে, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। চতুর্থ ধ্যান কখনো কখনো মার্গালম্বন, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : মার্গালম্বন অথবা মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। (চার প্রকার ধ্যান) কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। তিন প্রকার ধ্যান সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : অতীতালম্বন অথবা অনাগতালম্বন অথবা বর্তমানালম্বন। চতুর্থ ধ্যান কখনো কখনো অতীতালম্বন, কখনো কখনো অনাগতালম্বন, কখনো কখনো বর্তমানালম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : অতীতালম্বন অথবা অনাগতালম্বন অথবা বর্তমানালম্বন। (চার প্রকার ধ্যান)

কখনো কখনো অধ্যাত্ম, কখনো কখনো বাহির, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির। তিন প্রকার ধ্যান কখনো কখনো বাহিরালম্বন। চতুর্থ ধ্যান কখনো কখনো অধ্যাত্মালম্বন, কখনো কখনো বাহিরালম্বন, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির-আলম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : অধ্যাত্মালম্বন অথবা বাহিরালম্বন অথবা অধ্যাত্ম-বাহির আলম্বন। (চার প্রকার ধ্যান) অনিদর্শন, অপ্রতিঘ।

২. দুক (দুটি করে বর্ণনা)

৬৪১. (চার প্রকার ধ্যান) হেতু নহে, সহেতুক, হেতু-সম্প্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অথচ (অধিকন্তু) সহেতুক, সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত, হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে, হেতু নহে, সহেতুক।

(চার প্রকার ধ্যান) সপ্রত্যয় (সকারণ), সংস্কৃত, অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, অরূপ, কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য, কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে। (চার প্রকার ধ্যান) আসব নহে, কখনো কখনো সাসব, কখনো কখনো অনাসব। আসব-বিপ্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : আসব অধিকন্তু সাসব, কখনো কখনো সাসব কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত অথবা আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব; কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত, অনাসব।

(চার প্রকার ধ্যান) সংযোজন নহে... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস নহে... সালম্বন। চিত্ত নহে, চৈতসিক, চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্ত-সমুত্থান, চিত্ত-সহভূ (সহাবস্থানকারী), চিত্ত-অনুপরিবর্তী, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, বাহির, উপাদানীয় (চারি মহাভূতোৎপন্ন) নহে, কখনো কখনো উপাদিন্ন, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন।

[... পূর্ববর্তী প্যারার 'আসব' এর মতো পূরণ করতে হবে]

(চার প্রকার ধ্যান) উপাদান নহে... ক্লেশ নহে... দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। প্রথম ধ্যান—এখানে উৎপন্ন (তদুৎপন্ন) বিতর্ক ব্যতীত সবিতর্ক, তিন প্রকার ধ্যান

অবিতর্ক। প্রথম ধ্যান—এখানে উৎপন্ন (স্বজাত) বিচার ব্যতীত সবিচার, তিন প্রকার ধ্যান অবিচার। দুই প্রকার ধ্যান—এখানে উৎপন্ন (স্বজাত) প্রীতি ব্যতীত সপ্রীতিক, দুই প্রকার ধ্যান অপ্রীতিক। দুই প্রকার ধ্যান—এখানে উৎপন্ন (স্বজাত) প্রীতি ব্যতীত প্রীতিসহগত, দুই প্রকার ধ্যান প্রীতিসহগত নহে। তিন প্রকার ধ্যান—এখানে উৎপন্ন (অর্থাৎ স্বজাত) সুখ ব্যতীত সুখসহগত, চতুর্থ ধ্যান সুখসহগত নহে। চতুর্থ ধ্যান—এখানে উৎপন্ন (স্বজাত) উপেক্ষা ব্যতীত উপেক্ষাসহগত, তিন প্রকার ধ্যান উপেক্ষাসহগত নহে। (চার প্রকার ধ্যান) কামাবচর নহে। কখনো কখনো রূপাবচর, কখনো কখনো রূপাবচর নহে। তিন প্রকার ধ্যান অরূপাবচর নহে। চতুর্থ ধ্যান কখনো কখনো অরূপাবচর, কখনো কখনো অরূপাবচর নহে। (চারি ধ্যান) কখনো কখনো প্রতিপন্ন (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বা লৌকিক), কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন (অর্থাৎ লোকোত্তর)। কখনো কখনো নিয়্যানিক বা বিমুক্তিদায়ক, কখনো কখনো অনিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক নহে)। কখনো কখনো নিয়ত বা স্থির (বিপাক কাল), কখনো কখনো অনিয়ত। কখনো কখনো সউত্তর, কখনো কখনো অনুত্তর, অরণ।

[... প্রারম্ভিক প্যারার ‘আসব’ এর মতো করে পূরণ করতে হবে]

[প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ) এখানে সমাপ্ত]

[ধ্যান বিভঙ্গ সমাপ্ত]

১৩. অপ্রমেয় বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৬৪২. চার প্রকার অপ্রমেয়—এখানে ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিকও (স্ফুরিত করে অবস্থান করেন)। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক (আড়াআড়ি), সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগত) মৈত্রীসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমাণ (অপ্রমেয়), অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। করুণাসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিকও (স্ফুরিত করে অবস্থান করেন)। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগৎ) করুণাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমাণ, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। মুদিতাসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিকও (স্ফুরিত করে অবস্থান করেন)। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক মুদিতাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমাণ, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। উপেক্ষাসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিকও (স্ফুরিত করে অবস্থান করেন)। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক উপেক্ষাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমাণ, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন।

১. মৈত্রী

৬৪৩. কিভাবে ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন? যেমন (তিনি) একজন প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখে মৈত্রীপোষণ করে থাকেন, তদ্রুপভাবে (একইভাবে) তিনি সমস্ত সত্ত্বগণকে মৈত্রীর দ্বারা স্ফুরিত করেন।

তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? যা সত্ত্বগণের প্রতি (ভালোবাসা), মৈত্রীকর্ম (মিত্রতাকরণ), মৈত্রীভাব (সৌহার্দ্য বা বন্ধুত্বকরণ), মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, শুভ্র, মন, মনায়তন,

মনিন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত এই মৈত্রীর সাথে সহগত হয়, সহজাত সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু 'মৈত্রীসহগত চিত্তে (চিত্ত দ্বারা)' বলে কথিত হয়।

৬৪৪. 'এক দিক' বলতে কি বুঝায় পূর্বদিক বা পশ্চিম দিক বা উত্তর দিক বা দক্ষিণ দিক বা ঊর্ধ্ব অধঃ বা তির্যক বা বিপরীত বা মধ্যবর্তী দিক।

৬৪৫. 'স্ফুরিত করে' বলতে বুঝায় স্ফুরিত করে, পরিব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) করে।

৬৪৬. 'অবস্থান করেন,' বলতে বুঝায় চারি ইর্যাপথ চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, পালন (রক্ষা) করেন, অগ্রসর হন, যাপন করেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৬৪৭. 'তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক বলতে' বুঝায় যেমন এক দিক তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তদ্রুপভাবে তৃতীয় দিক, তদ্রুপভাবে চতুর্থ দিক, তদ্রুপভাবে ঊর্ধ্ব, তদ্রুপভাবে অধঃ, তদ্রুপভাবে বিপরীত বা মধ্যবর্তী দিক।

৬৪৮. 'সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগৎ)' বলতে বুঝায় সর্বপ্রকার সর্ব, সর্বতোভাবে (সমগ্রভাবে) সর্ব, অশেষ, নিঃশেষ। 'সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক'—ইহা সর্বভাব প্রকাশক বচন।

৬৪৯. 'মৈত্রীসহগত চিত্তে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? যা সত্ত্বগণের প্রতি মৈত্রী, মিত্রতাকরণ, সৌহার্দ্য (মৈত্রীভাব), মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তি ইহাকে মৈত্রী বলে।

তন্মধ্যে 'চিত্ত' কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত এই মৈত্রীর সাথে সহগত হয়, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু 'মৈত্রীসহগত চিত্তে' বলে কথিত হয়।

৬৫০. 'বিপুল' বলতে বুঝায় যা বিপুল তা মহদ্‌গত; যা মহদ্‌গত তা অপ্রমাণ; যা অপ্রমাণ তা অবৈর; যা অবৈর তা অব্যাপাদ।

৬৫১. 'স্ফুরিত করে' বলতে কি বুঝায় স্ফুরিত করে, পরিব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) করে।

৬৫২. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায়... (৬৪৬ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

২. করুণা

৬৫৩. কিভাবে ভিক্ষু করুণাসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান

করেন? যেমন : (তিনি) একজন দুর্গত (দরিদ্র) ও দুরবস্থাগ্রস্ত (দুঃখী) ব্যক্তিকে দেখে (তার প্রতি) করুণাপরায়ণ হন; একইভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীকে (সত্ত্বগণকে) করুণা দ্বারা স্ফুরিত করেন।

তন্মধ্যে করুণা কিরূপ? যা সত্ত্বগণের প্রতি করুণা (দয়া), পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, করুণা-চিত্তবিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত এই করুণার সাথে সহগত হয়, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু "করুণাসহগত চিত্তে" বলে কথিত হয়।

৬৫৪. 'এক দিক' বলতে বুঝায় পূর্বদিক বা পশ্চিম দিক বা উত্তর দিক বা দক্ষিণ দিক বা ঊর্ধ্ব অধঃ বা তির্যক বা বিপরীত বা মধ্যবর্তী দিক।

৬৫৫. 'স্ফুরিত করে' বলতে কি বুঝায় স্ফুরিত করে, পরিব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) করে।

৬৫৬. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় চারি ইর্যাপথ চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, পালন (রক্ষা) করেন, অগ্রসর হন, যাপন করেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৬৫৭. 'তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক বলতে' বুঝায় যেমন এক দিক তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তদ্রুপভাবে তৃতীয় দিক, তদ্রুপভাবে চতুর্থ দিক, তদ্রুপভাবে ঊর্ধ্ব, তদ্রুপভাবে অধঃ, তদ্রুপভাবে তির্যক, তদ্রুপভাবে বিপরীত বা মধ্যবর্তী দিক।

৬৫৮. 'সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগত)' বলতে বুঝায় সর্ব-প্রকারে সর্ব, সর্বতোভাবে (সমগ্রভাবে) সর্ব, অশেষ, নিঃশেষ। 'সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক'—ইহা সর্বভাব প্রকাশক বচন।

৬৫৯. 'করুণাসহগত চিত্তে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে করুণা কিরূপ? যা সত্ত্বগণের প্রতি করুণা, পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, করুণা-চিত্তবিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত এই করুণার সাথে সহগত হয়, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু "করুণাসহগত চিত্তে" বলে কথিত হয়।

৬৬০. 'বিপুল' বলতে বুঝায় যা বিপুল তা মহদ্গত; যা মহদ্গত তা অপ্রমাণ; যা অপ্রমাণ তা অবৈর; যা অবৈর তা অব্যাপাদ।

৬৬১. 'স্ফুরিত করে' বলতে বুঝায় স্ফুরিত করে, পরিব্যাপ্ত করে।

৬৬২. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৬৪৬ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৩. মুদিতা

৬৬৩. কিভাবে ভিক্ষু মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন? যেমন : (তিনি) একজন প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখে মুদিতাপরায়ণ হন। একইভাবে তিনি সমস্ত সত্ত্বগণকে মুদিতা দ্বারা স্ফুরিত করেন।

তন্মধ্যে মুদিতা কিরূপ? যা সত্ত্বগণের প্রতি মুদিতা (পরের সুখে সুখানুভব), মুদিতাকর্ম (পরের উন্নতি বা মঙ্গল দর্শনে সহানুভূতি) মুদিতাভাব (পরের উন্নতি ও ঐশ্বর্যে সন্তুষ্টি বা আনন্দ), মুদিতা-চিত্ত বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত এই মুদিতার সাথে সহগত হয়, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু "মুদিতাসহগত চিত্তে" বলে কথিত হয়।

৬৬৪. 'এক দিক' বলতে বুঝায় পূর্বদিক বা পশ্চিম দিক বা উত্তর দিক বা দক্ষিণ দিক বা অধঃ বা ঊর্ধ্ব বা তির্যক বা বিপরীত বা মধ্যবর্তী দিক।

৬৬৫. 'স্ফুরিত করে' বলতে বুঝায় স্ফুরিত করে, পরিব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) করে।

৬৬৬. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় চারি ইর্যাপথ চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, পালন (রক্ষা) করেন, অগ্রসর হন, যাপন করেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৬৬৭. 'তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক বলতে' বুঝায় যেমন এক দিক তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তদ্রুপভাবে তৃতীয় দিক, তদ্রুপভাবে চতুর্থ দিক, তদ্রুপভাবে ঊর্ধ্ব, তদ্রুপভাবে অধঃ, তদ্রুপভাবে তির্যক, তদ্রুপভাবে বিপরীত বা মধ্যবর্তী দিক।

৬৬৮. 'সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগৎ)' বলতে বুঝায় সর্ব-প্রকার সর্ব, সর্বতোভাবে (সমগ্রভাবে) সর্ব, অশেষ, নিঃশেষ। 'সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক'—ইহা সর্বভাব প্রকাশক বচন।

৬৬৯. 'মুদিতাসহগত চিত্তে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে মুদিতা কিরূপ? যা

সত্ত্বগণের প্রতি মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত এই মুদিতার সাথে সহগত হয়, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু 'মুদিতাসহগত চিত্ত (চিত্ত দ্বারা)' বলে কথিত হয়।

৬৭০. 'বিপুল' বলতে বুঝায় যা বিপুল তা মহদ্গত; যা মহদ্গত তা অপ্রমাণ; যা অপ্রমাণ তা অবৈর; যা অবৈর তা অব্যাপাদ।

৬৭১. 'স্ফুরিত করে' বলতে বুঝায় স্ফুরিত করে, পরিব্যাপ্ত করে।

৬৭২. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৬৪৬ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৪. উপেক্ষা

৬৭৩. কিভাবে ভিক্ষু উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন? যেমন : (তিনি) মনোজ্ঞও নহেন, অমনোজ্ঞও নহেন এমন একজন ব্যক্তিকে দেখে (ঐ ব্যক্তির প্রতি) উপেক্ষক হন। একইভাবে তিনি সমস্ত সত্ত্বগণকে উপেক্ষা দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন।

তন্মধ্যে উপেক্ষা কিরূপ? যা সত্ত্বগণের প্রতি উপেক্ষা, উপেক্ষাকর্ম (নিরপেক্ষতা বা মনের সমভাব) উপেক্ষাভাব (অপক্ষপাতিত্ব), উপেক্ষা-চিত্ত বিমুক্তি, ইহাকে উপেক্ষা বলে।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত এই উপেক্ষার সাথে সহগত হয়, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু 'উপেক্ষাসহগত চিত্ত' বলে কথিত হয়।

৬৭৪. 'এক দিক' বলতে বুঝায় পূর্বদিক বা পশ্চিম দিক বা উত্তর দিক বা দক্ষিণ দিক বা ঊর্ধ্ব বা অধঃ বা তির্যক বা বিপরীত বা মধ্যবর্তী দিক।

৬৭৫. 'স্ফুরিত করে' বলতে বুঝায় স্ফুরিত করে, পরিব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) করে।

৬৭৬. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় চারি ইর্যাপথ চালিত করেন, প্রবর্তন করেন, পালন (রক্ষা) করেন, অগ্রসর হন, যাপন করেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন। তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

৬৭৭. 'তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক' বলতে বুঝায় যেমন এক দিক

তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তদ্রুপভাবে তৃতীয় দিক, তদ্রুপভাবে চতুর্থ দিক, তদ্রুপভাবে ঊর্ধ্ব, তদ্রুপভাবে অধঃ, তদ্রুপভাবে তির্যক, তদ্রুপভাবে বিপরীত বা মধ্যবর্তী দিক।

৬৭৮. 'সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগত)' বলতে বুঝায় সর্ব-প্রকারে সর্ব, সর্বতোভাবে (সমগ্রভাবে) সর্ব, অশেষ, নিঃশেষ। 'সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক'—ইহা সর্ব-ভাব প্রকাশক বচন।

৬৭৯. 'উপেক্ষাসহগত চিত্তে' বলতে বুঝায় তন্মধ্যে উপেক্ষা কিরূপ? যা সত্ত্বগণের প্রতি উপেক্ষা, উপেক্ষা-কর্ম, উপেক্ষাভাব, উপেক্ষা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে উপেক্ষা বলে।

তন্মধ্যে চিত্ত কিরূপ? যা চিত্ত, মন, মানস... (১৮৪ নং প্যারা)... তদুৎপন্ন মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে চিত্ত বলে। এই চিত্ত এই উপেক্ষার সাথে সহগত হয়, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। তদ্ধেতু 'উপেক্ষা-সহগত চিত্তে ' বলে কথিত হয়।

৬৮০. 'বিপুল' বলতে বুঝায় যা বিপুল তা মহদ্গত; যা মহদ্গত তা অপ্রমাণ; যা অপ্রমাণ তা অবৈর; যা অবৈর তা অব্যাপাদ।

৬৮১. 'স্ফুরিত করে' বলতে বুঝায় স্ফুরিত করে, পরিব্যাপ্ত করে।

৬৮২. 'অবস্থান করেন' বলতে বুঝায় ... (৬৪৬ নং প্যারা)... তদ্ধেতু 'অবস্থান করেন' বলে কথিত হয়।

[সূত্র অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন (বিশ্লেষণ)

৬৮৩. চার প্রকার অপ্রমেয়—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা।

৬৮৪. তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; যা সেই সময়ে মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোক উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

৬৮৫. এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে, অকুশলধর্ম হতে বিরত হয়ে অবিতর্ক-বিচারমাত্র বিবেকজ-প্রীতিসুখ সমন্বিত মৈত্রীসহগত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

৬৮৬. তন্মধ্যে করুণা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... করুণাসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে করুণা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে

উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... করুণাসহগত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে করুণা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... করুণাসহগত তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

৬৮৭. এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... করুণাসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে, অশুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে অবিতর্ক-বিচারমাত্র বিবেকজ-প্রীতিসুখ সমন্বিত করুণাসহগত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... করুণাসহগত তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... করুণাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

৬৮৮. তন্মধ্যে মুদিতা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি কামসমূহ হতে বিরত

হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মুদিতাসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মুদিতার সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে মুদিতা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... মুদিতাগতসহ দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মুদিতার সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে মুদিতা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মুদিতাসহগত তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ দুমিতার সাথে সম্প্রওযুক্ত।

৬৮৯. এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মুদিতাসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মুদিতার সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়, অশুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে অবিতর্ক-বিচারমাত্র বিবেকজ-প্রীতিসুখ সমন্বিত মুদিতাসহগত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মুদিতার সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... মুদিতাসহগত তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; যা সেই সময়ে মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মুদিতার সাথে সম্প্রযুক্ত।

এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোক উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মুদিতাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মুদিতা, মুদিতাকর্ম,

মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মুদিতার সাথে সম্প্রযুক্ত।

৬৯০. তন্মধ্যে উপেক্ষা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... উপেক্ষাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; যা সেই সময়ে উপেক্ষা, উপেক্ষাকর্ম, উপেক্ষাভাব, উপেক্ষা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে উপেক্ষা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ উপেক্ষার সাথে সম্প্রযুক্ত।

৬৯১. চার প্রকার অপ্রমেয়—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা।

৬৯২. তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা) মৈত্রীসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহের কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; যা সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহের কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা) দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... মৈত্রীসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৬৯২ নং প্যারার প্রথম ধ্যান অনুসারে পূরণ করতে হবে কিন্তু যথোপযুক্ত সংশোধনসহ]

৬৯৩. তন্মধ্যে করুণা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা) করুণাসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান

করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহের কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... করুণাসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে করুণা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... করুণাসহগত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহের কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... করুণাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা করুণা, করুণাকর্ম, করুণাভাব, করুণা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে করুণা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ করুণার সাথে সম্প্রযুক্ত।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৬৯৩ নং প্যারার প্রথম ধ্যান অনুসারে পূরণ করতে হবে কিন্তু যথোপযুক্ত সংশোধন সহ]

৬৯৪. তন্মধ্যে মুদিতা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা) মুদিতাসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহর কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মুদিতাসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; যা সেই সময়ে মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মুদিতার সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে মুদিতা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন; তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... মুদিতাসহগত দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; যা সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহর কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত

বিপাক (স্বরূপ) তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... (২০৫ নং প্যারা)... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... মুদিতাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মুদিতা, মুদিতাকর্ম, মুদিতাভাব, মুদিতা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মুদিতা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মুদিতার সাথে সম্প্রযুক্ত।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৬৯৪ নং প্যারার প্রথম ধ্যান অনুসারে পূরণ করতে হবে কিন্তু যথোপযুক্ত সংশোধন সহ]

৬৯৫. তন্মধ্যে উপেক্ষা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা) উপেক্ষাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহর কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত বিপাক (স্বরূপ) তিনি সুখ পরিত্যাগ করে ও দুঃখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... উপেক্ষাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা উপেক্ষা, উপেক্ষাকর্ম, উপেক্ষাভাব, উপেক্ষা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে উপেক্ষা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ উপেক্ষার সাথে সম্প্রযুক্ত।

৬৯৬. চার প্রকার অপ্রমেয়—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা।

৬৯৭. তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু ক্রিয়া রূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন; যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে, যা দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার, (বর্তমান অস্তিত্বে সুখে অবস্থানের কারণ হয়); তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... মৈত্রীসহগত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে যা মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে মৈত্রী কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু ক্রিয়া রূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন; যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে, যা দৃষ্টধর্ম সুখবিহার, তিনি বিতর্ক-বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... মৈত্রীসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; যা সেই সময়ে মৈত্রী, মৈত্রীকর্ম, মৈত্রীভাব, মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে মৈত্রী বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ মৈত্রীর সাথে সম্প্রযুক্ত।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৬৯৭ নং প্যারার প্রথম ধ্যান অনুসারে পূরণ করতে হবে কিন্তু যথোপযুক্ত সংশোধনসহ]

৬৯৮. তন্মধ্যে করুণা কিরূপ?... (যথোপযুক্ত সংশোধনসহ ৬৯৭ নং প্যারার মতো)... তন্মধ্যে মুদিতা কিরূপ... তন্মধ্যে উপেক্ষা কিরূপ? এখানে যেই সময়ে একজন ভিক্ষু ক্রিয়া রূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন; যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে, যা দৃষ্টধর্ম সুখবিহার; তিনি সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... উপেক্ষাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; যা সেই সময়ে উপেক্ষা, উপেক্ষাকর্ম, উপেক্ষাভাব, উপেক্ষা-চিত্ত-বিমুক্তি, ইহাকে উপেক্ষা বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ উপেক্ষার সাথে সম্প্রযুক্ত।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ)

৬৯৯. চার প্রকার অপ্রমেয়—এখানে একজন ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক (স্ফুরিত করে অবস্থান করেন)। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক (আড়াআড়ি), সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগত) মৈত্রীসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমাণ, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। করুণাসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিকও (স্ফুরিত করে অবস্থান করেন)। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগত) করুণাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমাণ, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। মুদিতাসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিকও (স্ফুরিত করে অবস্থান করেন)। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগত) মুদিতাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমাণ, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। উপেক্ষাসহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিকও (স্ফুরিত করে অবস্থান করেন)। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত লোক (প্রাণীজগৎ) উপেক্ষাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমাণ, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন।

৭০০. চার প্রকার অপ্রমেয়ের মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) কুশল, কত প্রকার অকুশল, কত প্রকার অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট যথোপযুক্ত তিক ও

দুকসমূহ)... কত প্রকার সরণ, কত প্রকার অরণ?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৭০১. (চার প্রকার অপ্রমেয়) কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। তিন প্রকার অপ্রমেয় সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, উপেক্ষা অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্পযুক্ত। (চার প্রকার অপ্রমেয়) কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। কখনো কখনো উপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে গৃহীত)—উপাদানীয় (আসক্তির আলম্বন), কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। অসংশ্লিষ্ট-সংক্লেশিক। তিন প্রকার অপ্রমেয় কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। উপেক্ষা অবিতর্ক-অবিচার। তিন প্রকার অপ্রমেয় কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, উপেক্ষাসহগত নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : প্রীতিসহগত, উপেক্ষা উপেক্ষাসহগত। (চার প্রকার অপ্রমেয়) দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। কখনো কখনো আচয়গামী (পুনর্জন্মের সঞ্চয়শীল), কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, কখনো কখনো অপচয়গামীও নহে। শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। মহদ্‌গত। এভাবে বলা অনুচিত : পরিত্তালম্বন অথবা মহদ্‌গতালম্বন অথবা অপ্রমাণালম্বন। মধ্যম। অনিয়ত। এভাবে বলা অনুচিত : মার্গালম্বন অথবা মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। কখনো কখনো অতীত কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। এখভাবে বলা অনুচিত : অতীতালম্বন অথবা বর্তমানালম্বন। কখনো কখনো অধ্যাত্ম, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির। বাহির-আলম্বন। অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (যুগ্ম বা দুটি করে বর্ণনা)

৭০২. মৈত্রী হেতু। তিন প্রকার অপ্রমেয় হেতু নহে। (চার প্রকার অপ্রমেয়) সহেতুক, হেতু-সম্প্রযুক্ত। মৈত্রী হেতু অধিকন্তু সহেতুক। তিন প্রকার অপ্রমেয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু, সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। মৈত্রী হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত। তিন প্রকার অপ্রমেয়

সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত, হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু হেতু নহে। তিন প্রকার অপ্রমেয় হেতু নহে, সহেতুক। মৈত্রী সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা "হেতু নহে, অহেতুক"। (চার প্রকার অপ্রমেয়) সপ্রত্যয়, সংস্কৃত, অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, অরূপ, লৌকিক। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য), কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে (জ্ঞাতব্য নহে)। আসব নহে সাসব, আসব-বিপ্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু সাসব, (উহারা) সাসব কিন্তু আসব নহে। এভাবে বলা অনুচিত : আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত অথবা আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে। আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব।

(চার প্রকার অপ্রমেয়) সংযোজন নহে... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস... নহে... সালম্বন। চিত্ত নহে চৈতসিক। চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্ত-সমুত্থান, চিত্ত-সহভূ। চিত্ত-অনুপরিবর্তী, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ। চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, বাহির উপাদা নহে। কখনো কখনো উপাদিন্ন, কখনো কখনো অনুপাদিন্ন। উপাদান নহে,... ক্লেশ নহে... দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। তিন প্রকার অপ্রমেয় কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক, উপেক্ষা অবিতর্ক। তিন প্রকার অপ্রমেয় কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার, উপেক্ষা অবিচার। তিন প্রকার অপ্রমেয় কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক, উপেক্ষা অপ্রীতিক। তিন প্রকার অপ্রমেয় কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে, উপেক্ষা প্রীতিসহগত নহে। তিন প্রকার অপ্রমেয় সুখসহগত, উপেক্ষা সহগত নহে, উপেক্ষা উপেক্ষাসহগত। তিন প্রকার অপ্রমেয় উপেক্ষাসহগত নহে। (চার প্রকার অপ্রমেয়) কামাবচর নহে, রূপাবচর, অরূপাবচরও নহে। প্রতিপন্ন (অর্থাৎ লৌকিক), অনিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক নহে), অনিয়ত, সউত্তর, অরণ।

[... পূর্ববর্তী প্যারার 'আসব'-এর মতো পূরণ করতে হবে]

[প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এখানে সমাপ্ত]

[অপ্রমেয় বিভঙ্গ সমাপ্ত]

১৪. শিক্ষাপদ বিভঙ্গ

১. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন

৭০৩. পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদ—প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ, অদত্ত গ্রহণ (চুরি) হতে বিরতি শিক্ষাপদ, মিথ্যাকামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরতি শিক্ষাপদ, মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি শিক্ষাপদ, সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ।

৭০৪. তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা প্রাণিহত্যা ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি, অক্রিয়া, অকরণ, দোষবর্জন, সীমা অনতিক্রম, সেতুঘাত (প্রাণিহত্যার হেতু বা কারণ ধ্বংস), ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি' শিক্ষাপদ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চেতনার সহিত সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... প্রগ্রহ ও অবিক্ষেপ হয়ে থাকে, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে।

তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত... জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা প্রাণিহত্যা ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি, অক্রিয়া, অকরণ, দোষবর্জন, সীমা অনতিক্রম,

সেতুঘাত, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৭০৪ নং-এর উপরিউক্ত ত্রিবিধ অনুচ্ছেদ যথোপযুক্ত সংশোধনসহ দ্রষ্টব্য]

৭০৫. তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চেতনার সহিত সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... প্রগ্রহ (চেষ্টা বা উদ্যম), অবিক্ষেপ, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে।

৭০৬. তন্মধ্যে 'অদত্ত-গ্রহণ (চুরি) হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ?... মিথ্যাকামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরতি শিক্ষাপদ... মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি শিক্ষাপদ... সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ কিরূপ? যেই সময়ে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু বর্জনকারীর সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; যা সেই সময়ে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি, অক্রিয়া, অকরণ, দোষ বর্জন, সীমা অনতিক্রম, সেতুঘাত, ইহাকে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু বর্জনকারী সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; যা সেই সময়ে চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব, ইহাকে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চেতনার সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু বর্জনকারীর সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন

হয়; সেই সময়ে যা স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... উদ্যম, অবিক্ষেপ, ইহাকে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে।

তন্মধ্যে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু বর্জনকারীর সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি, অক্রিয়া, অকরণ, দোষবর্জন, সীমা অনতিক্রম, সেতুঘাত, ইহাকে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত।

৭০৭. তন্মধ্যে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু বর্জনকারীর উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; যা সেই সময়ে চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব, ইহাকে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চেতনার সাথে সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ কিরূপ? যেই সময়ে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু বর্জনকারীর উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে যা স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... প্রগ্রহ (উদ্যম), অবিক্ষেপ, ইহাকে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ বলে।

৭০৮. পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদ—প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ; অদত্ত গ্রহণ (চুরি) হতে বিরতি শিক্ষাপদ; মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি শিক্ষাপদ; মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি শিক্ষাপদ; সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ।

৭০৯. তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে কামাবচর কুশল-চিত্ত 'উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত

হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে (উত্তমভাবে)... ছন্দাধিপতি হয়ে (ছন্দকে অধিপতি করে)... বীর্যাধিপতি হয়ে... চিত্তাধিপতি হয়ে... মীমাংসাধিপতি হয়ে... ছন্দাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে..প্রণীতভাবে... বীর্যাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... চিত্তাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... মীমাংসাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর; সেই সময়ে যা প্রাণিহত্যা ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি অক্রিয়া, অকরণ, দোষবর্জন, সীমা অনতিক্রম, সেতুঘাত, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত হীনভাবে..মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... ছন্দাধিপতি হয়ে... বীর্যাধিপতি হয়ে... চিত্তাধিপতি হয়ে... মীমাংসাধিপতি হয়ে... ছন্দাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... বীর্যাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... চিত্তাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... মীমাংসাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর; সেই সময়ে যা চেতনা, সঞ্চেতনা, সঞ্চেতনাত্ব, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চেতনার সহিত সম্প্রযুক্ত।

তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত হীনভাবে মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... ছন্দাধিপতি হয়ে... বীর্যাধিপতি হয়ে... চিত্তাধিপতি হয়ে... মীমাংসাধিপতি হয়ে... ছন্দাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... বীর্যাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... চিত্তাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... মীমাংসাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর; সেই সময়ে যা স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... উদ্যম বা প্রগ্রহ, অবিক্ষেপ, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে।

তন্মধ্যে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-

সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত হীনভাবে... মধ্যমভাবে-প্রণীতভাবে... ছন্দাধিপতি হয়ে... বীর্যাধিপতি হয়ে... চিত্তাধিপতি হয়ে... ছন্দাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... বীর্যাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... চিত্তাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে প্রাণিহত্যা বর্জনকারীর; সেই সময়ে যা প্রাণিহত্যা ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি, অক্রিয়া, অকরণ, দোষবর্জন, সীমা অনতিক্রম, সেতুঘাত, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চেতনার সহিত সম্প্রযুক্ত... স্পর্শ... প্রগ্রহ (উদ্যম), অবিক্ষেপ, ইহাকে 'প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে।

৭১০. তন্মধ্যে 'অদত্ত-গ্রহণ (চুরি) হতে বিরতি শিক্ষাপদ' কিরূপ?... মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি শিক্ষাপদ... মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি শিক্ষাপদ... সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ কিরূপ? যেই সময়ে কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... ছন্দাধিপতি হয়ে... বীর্যাধিপতি হয়ে... চিত্তাধিপতি হয়ে... মীমাংসাধিপতি হয়ে... ছন্দাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে বীর্যাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... চিত্তাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... মীমাংসাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু, বর্জনকারীর; যা সেই সময়ে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি, অক্রিয়া, অকরণ, দোষবর্জন, সীমা অনতিক্রম, সেতুঘাত, ইহাকে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে। অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চেতনার সহিত সম্প্রযুক্ত... স্পর্শ... (ধর্মসঙ্গনীর ১নং প্যারা)... প্রগ্রহ (উদ্যম), অবিক্ষেপ, ইহাকে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে।

৭১১. তন্মধ্যে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি 'শিক্ষাপদ' কিরূপ? যেই সময়ে কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের

সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... ছন্দাধিপতি হয়ে... বীর্যাধিপতি হয়ে... চিত্তাধিপতি হয়ে... ছন্দাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... বীর্যাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে... চিত্তাধিপতি হয়ে হীনভাবে... মধ্যমভাবে... প্রণীতভাবে সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, বিরতি, অক্রিয়া, অকরণ, দোষ-বর্জন, সীমা অনতিক্রম, সেতুঘাত, ইহাকে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ বলে।' অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বিরতির সহিত সম্প্রযুক্ত... অবশিষ্ট ধর্মসমূহ চেতনার সাথে সম্প্রযুক্ত... স্পর্শ... প্রগ্রহ (উদ্যম), অবিক্ষেপ, ইহাকে 'সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ' বলে।

৭১২. কোন ধর্মসমূহ শিক্ষা (নীতি)? যেই সময়ে সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; তা রূপালম্বনকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয় আলম্বনসমূহ)... ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) ভিত্তি করে (আশ্রয় করে) হয়ে থাকে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ শিক্ষা (নীতি)।

কোন ধর্মসমূহ শিক্ষা? যেই সময়ে সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; তা রূপালম্বনকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) ভিত্তি করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ শিক্ষা।

৭১৩. কোন ধর্মসমূহ শিক্ষা? যেই সময়ে রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন... (৬২৪ নং প্যারার যথোপযুক্ত অংশটি দেখুন)... অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করেন... (৬২৫ নং প্যারার যথোপযুক্ত অংশটি দেখুন)... বিমুক্তিদায়ক ও অপচয়গামী (পুনর্জন্মরোধকারী) লোকোত্তর ধ্যান ভাবন করেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত

হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ২৭৭ নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ শিক্ষা (নীতি)।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

২. প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ)

৭১৪. পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদ—প্রাণিহত্যা হতে বিরতি শিক্ষাপদ, অদত্ত-গ্রহণ (চুরি) হতে বিরতি শিক্ষাপদ, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি শিক্ষাপদ, মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি শিক্ষাপদ, সুরা-মেরয়-মদ্য- ইত্যাদি প্রমাদকর বস্তু সেবন হতে বিরতি শিক্ষাপদ।

৭১৫. পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদের মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) কুশল, কত প্রকার অকুশল, কত প্রকার অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট যথোপযুক্ত তিকও দুকসমূহ)... কত প্রকার সরণ, কত প্রকার অরণ?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৭১৬. (পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদ) শুধু কুশলই হয়। কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, বিপাকধর্মীধর্ম। অনুপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও মানবশে গৃহীত)-উপাদানীয় (আসক্তির বিষয় বা আলম্বন), অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত।

(পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদ) দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। আচয়গামী (পুনর্জন্ম সঞ্চয়শীল)। শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। পরিত্ত (সীমিত), পরিত্তালম্বন, মধ্যম, অনিয়ত। এভাবে বলা অনুচিত : মার্গালম্বন অথবা মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, 'উৎপত্তিশীল' বলে বলা অনুচিত। কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। বর্তমানালম্বন। কখনো কখনো অধ্যাত্ম, কখনো কখনো বাহির, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির। বাহির-আলম্বন। অনিদর্শন-অপ্রতিঘ।

২. দুক (দুটি করে বর্ণনা)

৭১৭. (পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদ) হেতু নহে, সহেতুক। হেতু-সম্প্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু (অথচ) সহেতুক, (তারা) সহেতুক কিন্তু হেতু নহে। এভাবে বলা অনুচিত : হেতু অধিকন্তু হেতু-সম্প্রযুক্ত; হেতু-সম্প্রযুক্ত কিন্তু নহে। হেতু নহে, সহেতুক। সপ্রত্যয়, সংস্কৃত, অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, অরূপ, লৌকিক। কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) জ্ঞাতব্য; কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) জ্ঞাতব্য নহে।

(পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদ) আসব নহে সাসব, আসব-বিপ্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : আসব অধিকন্তু সাসব, (তারা) সাসব কিন্তু আসব নহে। এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত", (তারা) 'আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব। সংযোজন নহে... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে... যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস নহে... সালম্বন, চিত্ত নহে, চৈতসিক, চিত্ত-সম্প্রযুক্ত চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্ত-সমুত্থান, চিত্ত-সহভূ, চিত্তানুপরিবর্তী, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী। বাহির, উপাদা নহে, অনুপাদিন্ন। উপাদান নহে... ক্লেশ নহে।

(পাঁচ প্রকার শিক্ষাপদ) দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। সবিতর্ক, সবিচার, কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে। কামাবচর, রূপাবচর নহে, অরূপাবচর নহে। প্রতিপন্ন, অনিয়্যানিক, অনিয়ত, সউত্তর, অরণ।

[প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এখানে সমাপ্ত]

[শিক্ষাপদ বিভঙ্গ এখানে সমাপ্ত]

১৫. প্রতিসম্ভিদা[1] বিভঙ্গ

১. সূত্র অনুসারে বিভাজন

১. সংগ্রহ বার (সারাংশ বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৭১৮. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি (ভাষাতত্ত্ব) প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। অর্থে যেই জ্ঞান (অর্থ সম্পর্কে যেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়) তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্মে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা; তৎসম্পর্কে (অর্থাৎ অর্থ ও ধর্ম বিষয়ে) ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (প্রকৃত ভাষাতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণগত সংজ্ঞা বা বিবরণ সম্পর্কে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা; (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। ইহা সংগ্রহ বার (সারাংশ বিভাগ)।

২. সত্যবার

৭১৯. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। দুঃখ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা; দুঃখ-সমুদয় (দুঃখোৎপত্তির কারণ) সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা; দুঃখ-নিরোধ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা; দুঃখ-নিরোধের উপায় সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা; তৎসম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা; (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। ইহা সত্যবার (সত্য বিভাগ)।

---

[1] পালি 'পটিসম্ভিদা' শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে Childers সাহেব তার A Dictionary of the pali Language গ্রন্থে আলোচনা করেছেন (পৃ. ৩৬৬-৩৬৭)। তার আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৌদ্ধযুগের পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের (পটিসম্ভিদা = প্রতিসম্ভিদা = প্রতিসংবিদ্যা) প্রয়োগ হয়নি। পালি ভাষায় এবং পরে বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। তবে বৌদ্ধ-সংস্কৃতে শব্দটির উৎপত্তি ✓ভিদ্ ধাতু থেকে নয় বরং ✓বিদ্ ধাতু থেকে এবং পতি-সম্‌পূর্বক বিদ্ = পতিসংবিদ্ একটি স্ত্রীলিঙ্গান্ত শব্দ। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পালিতেও পটি সম্‌পূর্বক বিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায় একই অর্থে। যেমন 'পটিসংবিদিত', 'পটিসংবেদেতি' ইত্যাদি। কিন্তু তা হলেও পতিসম্ভিদা বিভঙ্গে 'পটিসম্ভিদা' শব্দটি ভিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন বলে অর্থ ও লক্ষ্যের দিকে যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

৩. হেতুবার

৭২০. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। হেতু (কারণ) সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা; হেতুফলে (কারণের ফল সম্পর্কে) যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা; তৎসম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা; (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। ইহা হেতুবার (কারণ বিভাগ)।

৪. ধর্মবার

৭২১. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। যেই ধর্মসমূহ জাত, ভূত (উৎপন্ন), সঞ্জাত (প্রসূত), আবির্ভূত, প্রকাশিত, প্রাদুর্ভূত; এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই ধর্মসমূহ হতে সেই ধর্মসমূহ জাত, ভূত; সঞ্জাত, আবির্ভূত, প্রকাশিত ও প্রাদুর্ভূত হয়; সেই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা। তৎসম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। ইহা ধর্মবার।

৫. প্রতীত্য-সমুৎপাদ বার

৭২২. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। জরা-মরণ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা; জরা-মরণ-সমুদয় (জরা-মরণের কারণ) সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা; জরা-মরণ-নিরোধ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা; জরা-মরণ নিরোধের উপায় সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা। তৎসম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭২৩. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। জন্ম সম্পর্কে যেই জ্ঞান... ভব সম্পর্কে যেই জ্ঞান... উপাদান সম্পর্কে যেই জ্ঞান... তৃষ্ণা সম্পর্কে যেই জ্ঞান... বেদনা সম্পর্কে যেই জ্ঞান... স্পর্শ সম্পর্কে যেই জ্ঞান... ষড়ায়তন সম্পর্কে যেই জ্ঞান... নামরূপ সম্পর্কে যেই জ্ঞান... বিজ্ঞান সম্পর্কে যেই জ্ঞান... সংস্কার সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা; সংস্কার সমুদয়

(উৎপত্তির কারণ) সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা; সংস্কার নিরোধ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা; সংস্কার-নিরোধের উপায় সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা। তৎসম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপ (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ) সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। ইহা প্রতীত্য-সমুৎপাদ বার।

[... সংস্কারের মতো প্রত্যেকটি পূরণ করতে হবে]

৬. পরিয়ত্তি বার

৭২৪. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

তন্মধ্যে ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা কিরূপ? এখানে ভিক্ষু ধর্ম সম্পর্কে (এভাবে) জানেন—সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক (ইত্যুক্তক), জাতক, অদ্ভূতধর্ম ও বেদল্য। ইহাকে ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা বলে। তিনি সেই সেই ভাষিত বিষয়ের (ধর্মের) অর্থ সম্পর্কে জানেন—"এই ভাষিতের এই অর্থ, ইহা এই ভাষিতের (ধর্মের) অর্থ"। ইহাকে অর্থ-প্রতিসম্ভিদা বলে। তৎসম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় বা বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। ইহা পরিয়ত্তি বার।

২. অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন

১. কুশল বার

৭২৫. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত, যা রূপালম্বনকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) ভিত্তি (আশ্রয়) করে (উৎপন্ন) হয়ে থাকে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে, এই ধর্মসমূহ কুশল। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা। উহাদের (সেই ধর্মসমূহের) বিপাক সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই

ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে," (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭২৬. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে কামাবচর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত; যা রূপালম্বকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে আশ্রয় করে (উৎপন্ন) হয়ে থাকে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা। উহাদের (সেই ধর্মসমূহের) বিপাক সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তির সাহার্য্যে সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় বা বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে," (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭২৭. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করা হয়, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা। উহাদের বিপাক সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তির সাহার্য্যে সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে

ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে, " (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭২৮. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করা হয়, তিনি সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করে, সুখ পরিত্যাগ-করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ.স. ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্মপ্রতিসম্ভিদা। উহাদের বিপাক সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞাসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭২৯. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ কুশল? যেই সময়ে বিমুক্তিদায়ক (নিয়্যানিক) ও পুনর্জন্মরোধকারী (অপচয়গামী) লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করা হয়, তখন তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনাসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ.স. ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। উহাদের (সেই ধর্মসমূহের) বিপাক সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে", এই জ্ঞানসমূহ

সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

২. অকুশল বার

৭৩০. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত (মিথ্যাদৃষ্টি)-সম্প্রযুক্ত, যা রূপালম্বনকে... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) ভিত্তি করে উৎপন্ন হয়ে থাকে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধ.স. ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অকুশল। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা। উহাদের বিপাক সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" এই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৩১. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অকুশল? যেই সময়ে অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত... দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... দৌর্মনস্যসহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত... দৌর্মনস্যসহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত ঔদ্ধত্য-সম্প্রযুক্ত অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়, যা রূপালম্বনকে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন) ধর্মালম্বনকে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়ে থাকে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অকুশল। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্মপ্রতিসম্ভিদা। উহাদের বিপাক সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে

ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৩. বিপাক বার

৭৩২. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কৃতত্ব (কর্মজ) ও সঞ্চিতত্ব বিপাক (স্বরূপ) রূপকে আলম্বন (অবলম্বন) করে উপেক্ষাসহগত চক্ষু-বিজ্ঞান হয়; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা (অনুভূতি) হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে থাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, উপেক্ষা হয়ে থাকে, চিত্তের একাগ্রতা হয়ে থাকে, মন-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিতিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, অথবা সেই সময়ে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা-কিছু অরূপী (অদৃশ্যমান) ধর্মসমূহ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি-অভিলাপে যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৩৩. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কর্মজ (কৃতত্ব) ও সঞ্চিতত্ব বিপাক (স্বরূপ) শব্দকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... গন্ধকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... রসকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... স্পৃশ্যকে আলম্বন করে সুখসহগত কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে থাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, সুখ হয়ে থাকে, চিত্ত-একাগ্রতা হয়ে থাকে, মন-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, সুখ-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, অথবা সেই সময়ে প্রতীত্য-সমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা কিছু অরূপী

ধর্মসমূহ হয়ে থাকে; এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে, (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

[... ৭৩২ নং এর চক্ষু-বিজ্ঞান অনুসারে পড়তে হবে এবং যথোপযুক্ত সংশোধন সহ খালি অংশগুলি পূরণ করতে হবে]

৭৩৪. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কৃতত্ব (কর্মজ) ও সঞ্চিতত্ব বিপাক (স্বরূপ) রূপকে আলম্বন করে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়-আলম্বন)... স্পৃশ্যকে আলম্বন করে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত মনোধাতু উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে থাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, বিতর্ক হয়ে থাকে, বিচার হয়ে থাকে, উপেক্ষা হয়ে থাকে, চিত্ত-একাগ্রতা হয়ে থাকে, মনিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে অথবা সেই সময়ে প্রতীত্য-সমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা কিছু অরূপী (অদৃশ্য) ধর্মসমূহ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা,

৭৩৫. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কৃতত্ব (কর্মজ) ও সঞ্চিতত্ব বিপাক (হিসেবে) রূপকে আলম্বন করে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... বা ধর্মকে আলম্বন করে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে করে) আশ্রয় করে সৌমনস্যসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে

থাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, বিতর্ক হয়ে থাকে, বিচার হয়ে থাকে, প্রীতি হয়ে থাকে, সুখ হয়ে থাকে, চিত্ত-একাগ্রতা হয়ে থাকে, মনিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, অথবা সেই সময়ে প্রতীত্য-সমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা কিছু অরূপী (অদৃশ্য) ধর্মসমূহ থাকে; এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে), যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৩৬. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কৃতত্ব (কৃত অবস্থার) ও সঞ্চিতত্ব (সঞ্চিত অবস্থার) বিপাক (স্বরূপ) রূপকে আলম্বন করে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... বা ধর্মকে আলম্বন করে বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) আশ্রয় করে উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে তাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, বিতর্ক হয়ে থাকে, বিচার হয়ে থাকে, উপেক্ষা হয়ে থাকে, চিত্তের একাগ্রতা হয়ে থাকে, মনিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিত- ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে অথবা সেই সময়ে প্রতীত্য-সমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা কিছু অরূপী (অদৃশ্যমান) ধর্মসমূহ আছে; এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহ সম্পর্কে প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানে দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—'এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে' (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৩৭. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে কামাবচর কুশল কর্মের কৃতত্ব (কৃত অবস্থার) ও সঞ্চিতত্ব বিপাক (স্বরূপ) সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত

মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... সসংস্কারের সহিত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; যা রূপকে আলম্বন করে বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... ধর্মকে আলম্বন করে বা অন্যান্য যা কিছুকে আশ্রয় করে হয়ে থাকে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহ সম্পর্কে প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—'এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে' (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা

[... ৭৩৬ নং এর উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু অনুসারে পড়তে হবে এবং যথোপযুক্ত সংশোধনসহ খালিস্থান পূরণ করতে হবে]

৭৩৮. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে রূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করা হয়, তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী কৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই রূপাবচর কুশল কর্মের কৃতত্ব (কর্মজ) ও সঞ্চিত অবস্থার বিপাক স্বরূপ তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... পৃথিবী-কৃৎস্নে উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (পে ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহ সম্পর্কে প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্ম-নিরক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-

প্রতিসম্ভিদা।

৭৩৯. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অরূপলোকে উৎপত্তির জন্য মার্গ ভাবনা করা হয়, তিনি সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করে, সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই অরূপাবচর কুশল কর্মের কৃতত্ব ও সঞ্চিতত্ব বিপাক (স্বরূপ), তিনি সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করে, সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহ সম্পর্কে প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" এই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৪০. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে বিমুক্তিদায়ক ও পুনর্জন্মরোধকারী (অপচয়গামী) লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করা হয়, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও মার্গের প্রথম স্তর (ভূমি) প্রাপ্তির জন্য, কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ কুশল। সেই লোকোত্তর কুশল ধ্যানের কৃত ও ভাবিত অবস্থার বিপাক (স্বরূপ) তিনি কামসমূহ হতে বিরত হয়ে... (২০৫ নং প্যারা)... দুঃখজনক প্রতিপদায়, দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় ও শূন্যতায় অর্জিত প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা।

যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয়, সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি-অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—'এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত করে' (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৪১. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অকুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত অবস্থার বিপাক (স্বরূপ) রূপকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... শব্দকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... গন্ধকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... রসকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... স্পৃশ্যকে আলম্বন করে দুঃখসহগত কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে থাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, দুঃখ হয়ে থাকে, চিত্তের একাগ্রতা হয়ে থাকে, মনিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, দুঃখ-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিতিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, অথবা সেই সময়ে প্রতীত্য-সমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা কিছু অরূপী (অদৃশ্য) ধর্মসমূহ থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে সেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

[... ৭৪১ নং এর কায়বিজ্ঞান অনুসারে যথোপযুক্ত সংশোধন সহ পড়তে ও পূরণ করতে হবে]

৭৪২. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে অকুশল কর্মের কৃত ও সঞ্চিত অবস্থার বিপাক (স্বরূপ) রূপকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত মনোধাতু উৎপন্ন হয়... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... স্পৃশ্যকে আলম্বন করে বা... রূপকে আলম্বন করে উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয় বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... বা ধর্মকে আলম্বন করে বা অন্যান্য যা কিছুকে আলম্বন

(আশ্রয়) করে উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে থাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, বিতর্ক হয়ে থাকে, বিচার হয়ে থাকে, উপেক্ষা হয়ে থাকে, চিত্তের একাগ্রতা হয়ে থাকে, মনিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিতিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, অথবা সেই সময়ে প্রতীত্য-সমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা কিছু অরূপী (অদৃশ্য) ধর্মসমূহ থাকে; এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় বা ধারণা জন্মে, সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

[... বর্তমান প্যারার 'উপেক্ষাসহগত মনোবিজ্ঞান-ধাতু' অনুসারে পড়তে ও পূরণ করতে হবে]

৪. ক্রিয়া বার

৭৪৩. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে রূপালম্বন বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়-আলম্বন)... স্পৃশ্যালম্বন বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) আশ্রয় করে উপেক্ষাসহগত ক্রিয়া মনোধাতু উৎপন্ন হয়; যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে থাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, বিতর্ক হয়ে থাকে, বিচার হয়ে থাকে, উপেক্ষা হয়ে থাকে, চিত্তের একাগ্রতা হয়ে থাকে, মনিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিত-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, অথবা সেই সময়ে প্রতীত্য-সমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা কিছু অরূপী (অদৃশ্য) ধর্মসমূহ থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৪৪. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে রূপালম্বন বা... (মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ালম্বন)... বা ধর্মালম্বন বা অন্যান্য যা কিছুকে (আলম্বনকে) আশ্রয় করে সৌমনস্যসহগত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে; সেই সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে, বেদনা হয়ে থাকে, সংজ্ঞা হয়ে থাকে, চেতনা হয়ে থাকে, চিত্ত হয়ে থাকে, বিতর্ক হয়ে থাকে, বিচার হয়ে থাকে, উপেক্ষা হয়ে থাকে, চিত্ত-একাগ্রতা হয়ে থাকে, বীর্য-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, সমাধি-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, মন-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, জীবিতিন্দ্রিয় হয়ে থাকে, অথবা সেই সময়ে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বা কার্যকারণ-নীতিগত অন্যান্য যা কিছু অরূপী (অদৃশ্য) ধর্মসমূহ থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৪৫. তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

কোন ধর্মসমূহ অব্যাকৃত? যেই সময়ে সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া মনোবিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয়; যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে,... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... সৌমনস্যসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত... উপেক্ষাসহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারের সহিত... রূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন... ক্রিয়া অরূপাবচর ধ্যান ভাবনা করেন; যা কুশলও নহে, অকুশলও নহে, কর্মবিপাকও নহে, যা দৃষ্টধর্ম সুখবিহার (প্রত্যক্ষ জীবনে সুখে অবস্থানের কারণ) হয়ে থাকে... সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করে, সুখ পরিত্যাগ করে... (২০৫ নং প্যারা)... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞাসহগত চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; সেই

সময়ে স্পর্শ হয়ে থাকে... (ধর্মসঙ্গণীর ১নং প্যারা)... অবিক্ষেপ হয়ে থাকে। এই ধর্মসমূহ অব্যাকৃত। এই ধর্মসমূহ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। যেই নিরুক্তি দ্বারা সেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি হয় (ধারণা জন্মে), সেই (প্রজ্ঞপ্তি) সম্পর্কে ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা।

যেই জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে এভাবে জানা যায়—"এই জ্ঞানসমূহ এই অর্থ প্রকাশিত (ব্যাখ্যা) করে" (এই) জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৪৬. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা কামাবচর কুশলের মধ্যে চার প্রকার জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়, অধিকন্তু ক্রিয়ার মধ্যে চার প্রকার জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা এইগুলিতেও উৎপন্ন হয়, অধিকন্তু চার প্রকার মার্গ ও চারি প্রকার ফলেও উৎপন্ন হয়।

[অভিধর্ম অনুসারে বিভাজন এখানে সমাপ্ত]

৩. প্রশ্নজিজ্ঞাসা (প্রশ্নাকারে বিশ্লেষণ)

৭৪৭. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

৭৪৮. চার প্রকার প্রতিসম্ভিদার মধ্যে কত প্রকার (কোনটি) কুশল, কত প্রকার অকুশল, কত প্রকার অব্যাকৃত... (অবশিষ্ট যথোপযুক্ত তিক ও দুকওসমূহ)... কত প্রকার সরণ, কত প্রকার অরণ?

১. তিক (ত্রয়ী বা তিনটি করে বর্ণনা)

৭৪৯. (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। কখনো কখনো সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত, কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা অনুপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে অগৃহীত)-উপাদানীয় (আসক্তির আলম্বন বা বিষয়)। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়, কখনো

কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা অসংক্লিষ্ট (অদূষিত)-অসংক্লেশিক (দূষণের বিষয় বা আলম্বন নহে)। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক, কখনো কখনো অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক।

তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা সবিতর্ক-সবিচার। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার, কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র, কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে।

তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো আচয়গামী (পুনর্জন্মের সঞ্চয়শীল), কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো আচয়গামী, কখনো কখনো অপচয়গামী, কখনো কখনো আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে'।

তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো শৈক্ষ্য, কখনো কখনো অশৈক্ষ্য, কখনো কখনো শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা পরিত্ত (সীমিত)। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো পরিত্ত, কখনো কখনো অপ্রমাণ। নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা পরিত্তালম্বন। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো পরিত্তালম্বন, কখনো কখনো মহদ্গতালম্বন, কখনো কখনো অপ্রমাণালম্বন।

তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা মধ্যম, অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো মধ্যম, কখনো কখনো প্রণীত (উত্তম)। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা অনিয়ত। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো সম্যক (অবস্থার সাথে) নিয়ত বা স্থির (বিপাক-কাল), কখনো কখনো অনিয়ত। নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "মার্গালম্বন অথবা মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি"। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা মার্গালম্বন নহে, কখনো কখনো মার্গহেতুক, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) মার্গহেতুক অথবা মার্গাধিপতি। দুই প্রকার প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো মার্গালম্বন, মার্গহেতুক নহে, কখনো কখনো মার্গাধিপতি। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) "মার্গালম্বন অথবা মার্গাধিপতি"।

তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) উৎপত্তিশীল। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো উৎপন্ন, কখনো কখনো অনুৎপন্ন, কখনো কখনো উৎপত্তিশীল। (চার

প্রকার প্রতিসম্ভিদা) কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান। নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা বর্তমানালম্বন। দুই প্রকার প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো অতীতালম্বন, কখনো কখনো অনাগতালম্বন, কখনো কখনো বর্তমানালম্বন। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো অতীতালম্বন, কখনো কখনো অনাগতালম্বন, কখনো কখনো বর্তমানালম্বন। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) "অতীত-আলম্বন অথবা অনাগত-আলম্বন অথবা বর্তমান-আলম্বন"। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) কখনো কখনো অধ্যাত্ম (অভ্যন্তরীণ), কখনো কখনো বাহির, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির। নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা বাহির-আলম্বন। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো অধ্যাত্ম-আলম্বন, কখনো কখনো বাহির-আলম্বন, কখনো কখনো আধ্যাত্মিক-বাহির-আলম্বন। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) অনিদর্শন (অদৃশ্য)-অপ্রতিঘ (অসাংঘর্ষিক)।

২. দুক (যুগ্ম বা দুইটি করে বর্ণনা)

৭৫০. (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) হেতু, সহেতুক, হেতু-সম্প্রযুক্ত, হেতু অথচ (অধিকন্তু) সহেতুক, হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত। এভাবে বলা অনুচিত : "হেতু নহে, সহেতুক" অথবা "হেতু নহে, অহেতুক"।

(চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) সপ্রত্যয় (সকারণ), সংস্কৃত, অনিদর্শন, অপ্রতিঘ, অরূপ। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা লৌকিক। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য), কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) আসব নহে। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা সাসব। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো সাসব, কখনো কখনো অনাসব। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) আসব-বিপ্রযুক্ত। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহারা) আসব অধিকন্তু সাসব, সাসব অধিকন্তু আসব নহে। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : (উহা) আসব অধিকন্তু সাসব, কখনো কখনো সাসব কিন্তু আসব নহে। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : সাসব অধিকন্তু আসব নহে। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "আসব অধিকন্তু আসব-সম্প্রযুক্ত " অথবা "আসব-সম্প্রযুক্ত কিন্তু আসব নহে"। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা আসব-বিপ্রযুক্ত, সাসব। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব, কখনো কখনো আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব।

(চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) সংযোজন নহে... গ্রন্থি নহে... ওঘ নহে...

যোগ নহে... নীবরণ নহে... পরামাস (বিকার) নহে... সালম্বন। চিত্ত নহে, চৈতসিক, চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট, চিত্ত-সমুত্থান, চিত্ত-সহভূ, চিত্তানুসারী (চিত্তানুপরিবর্তী)। চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-সহভূ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী, বাহির। উপাদা (চারি মহাভূতোৎপন্ন) নহে, অনুপাদিন্ন।

[... পূর্ববর্তী 'আসব'-এর মতো করে পূরণ করতে হবে]

(চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) উপাদান নহে... ক্লেশ নহে... দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে। দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা সবিতর্ক। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো সবিতর্ক, কখনো কখনো অবিতর্ক। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা সবিচার। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো সবিচার, কখনো কখনো অবিচার। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) কখনো কখনো সপ্রীতিক, কখনো কখনো অপ্রীতিক। কখনো কখনো প্রীতিসহগত, কখনো কখনো প্রীতিসহগত নহে। কখনো কখনো সুখসহগত, কখনো কখনো সুখসহগত নহে। কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত, কখনো কখনো উপেক্ষাসহগত নহে। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা কামাবচর। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো কামাবচর, কখনো কখনো কামাবচর নহে। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) রূপাবচর নহে, অরূপাবচর নহে। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা প্রতিপন্ন বা সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ লৌকিক)। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো প্রতিপন্ন (অর্থাৎ লৌকিক), কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর)। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা অনিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক নহে)। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো নিয়্যানিক, কখনো কখনো অনিয়্যানিক। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা অনিয়ত। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো নিয়ত, কখনো কখনো অনিয়ত। তিন প্রকার প্রতিসম্ভিদা সউত্তর। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা কখনো কখনো সউত্তর, কখনো কখনো অনুত্তর। (চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা) অরণ।

[প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা এখানে সমাপ্ত]

[প্রতিসম্ভিদা-বিভঙ্গ এখানে সমাপ্ত]

১৬. জ্ঞান বিভঙ্গ

১. একক মাতিকা

৭৫১. এক প্রকারে জ্ঞানবত্থু—পঞ্চবিজ্ঞান হেতু নহে; অহেতুক; হেতু-বিপ্রযুক্ত; সপ্রত্যয়; সংস্কৃত; অরূপ; লৌকিক; সাসব; সংযোজনীয়; গ্রন্থিনীয়; ওঘনীয়; যোগনীয়; নীবরণীয়; পরামৃষ্ট (বিকৃত); উপাদানীয়; সংক্লেশিক; অব্যাকৃত; সালম্বন; অচৈতসিক; বিপাক; উপাদিন্ন-উপাদানীয়; অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক; সবিতর্ক-সবিচার নহে; অবিতর্ক-বিচারমাত্র নহে; অবিতর্ক-অবিচার; প্রীতিসহগত নহে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে; ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে; দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে; ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজহেতুক নহে; আচয়গামীও (পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুও সঞ্চয়শীল) নহে; অপচয়গামীও (পুনর্জন্ম রোধকারীও) নহে; শৈক্ষ্যও নহে; অশৈক্ষ্যও নহে; পরিত্ত (সীমিত); কামাবচর; রূপাবচর নহে; অরূপাবচর নহে; প্রতিপন্ন (সংক্লিষ্ট অর্থাৎ লৌকিক); অপ্রতিপন্ন নহে (অসংক্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর নহে); অনিয়ত; অনিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক নহে)।

(২) (পঞ্চবিজ্ঞান) উৎপন্ন-বত্থুক; উৎপন্ন আলম্বন;

(৩) পূর্বজাত-বত্থুক; পূর্বজাত আলম্বন;

(৪) আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ) বত্থুক; বাহির-আলম্বন;

(৫) অসম্ভিন্ন-বত্থুক; অসম্ভিন্ন-আলম্বন;

(৬) নানা-বত্থক; নানা-আলম্বন;

(৭) পরস্পরের গোচর-বিষয় (আলম্বন) অনুভব করে না (জ্ঞাত হয় না);

(৮) একাগ্রতা ব্যতীত উৎপন্ন হয় না;

(৯) মনোযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না;

(১০) ধারাবাহিকভাবে (নিরবচ্ছিন্নভাবে) উৎপন্ন হয় না;

(১১) অপূর্ব-অপশ্চাৎ অর্থাৎ যুগপৎ উৎপন্ন হয় না;

(১২) পরস্পরের সমনন্তরে (অব্যবহিত পরে বা ঠিক পরে) উৎপন্ন হয় না;

(১৩) পঞ্চবিজ্ঞান ধারণাহীন (জানতে অক্ষম);

(১৪) পঞ্চবিজ্ঞান দ্বারা অভিনিপাতমাত্র ব্যতীত (অর্থাৎ আলম্বনের প্রবেশ ব্যতীত) কিঞ্চিৎ মাত্র ধর্ম সম্পর্কেও জানতে পারে না (বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে না);

(১৫) পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও কিঞ্চিৎমাত্র ধর্ম জানতে পারে না;

(১৬) পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র ঈর্যাপথও প্রবর্তন (চালিত) করতে পারে না;

(১৭) পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও কিঞ্চিৎমাত্র ঈর্যাপথও প্রবর্তন করতে পারে না;

(১৮) পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কায়কর্ম ও বাক্‌কর্ম প্রতিষ্ঠা (সম্পাদন) করতে পারে না;

(১৯) পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও কায়কর্ম ও বাক্‌কর্ম প্রতিষ্ঠা (সম্পাদন) করতে পারে না;

(২০) পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কুশল-অকুশল ধর্ম সম্পাদন করতে পারে না;

(২১) পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও কুশল-অকুশল ধর্ম সম্পাদন করতে পারে না;

(২২) পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা (সমাধি) সম্প্রাপ্তও হন না, (সমাধি হতে) উত্থিতও হন না;

(২৩) পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও সম্প্রাপ্ত হন না, উত্থিতও হন না;

(২৪) পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুও বরণ করে না, উৎপন্নও হয় না (অর্থাৎ পুনর্জন্ম নেয় না);

(২৫) পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও চ্যুত হন না, উৎপন্নও হন না;

(২৬) পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা নিদ্রাও যায় না, জাগ্রতও হয় না, স্বপ্নও দেখে না;

(২৭) পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও নিদ্রা যায় না, জাগ্রতও হয় না, স্বপ্নও দেখে না।

এভাবে এক প্রকারে জ্ঞানবত্থু (জ্ঞানের ভিত্তি) হয়ে থাকে।

২. দুক মাতিকা

৭৫২. দুই প্রকারে জ্ঞানবত্থু—

(১) লৌকিক প্রজ্ঞা; লোকোত্তর প্রজ্ঞা;

(২) কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য) প্রজ্ঞা; কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় প্রজ্ঞা;

(৩) সাসব প্রজ্ঞা; অনাসব প্রজ্ঞা;

(৪) আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব প্রজ্ঞা; আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব প্রজ্ঞা;

(৫) সংযোজনীয় প্রজ্ঞা; অসংযোজনীয় প্রজ্ঞা;

(৬) সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় প্রজ্ঞা; সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় প্রজ্ঞা;

(৭) গ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা; অগ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা;

(৮) গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা; গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা;

(৯) ওঘনীয় প্রজ্ঞা; অনোঘনীয় প্রজ্ঞা;

(১০) ওঘ-বিপ্রযুক্ত ওঘনীয় প্রজ্ঞা; ওঘ-বিপ্রযুক্ত অনোঘনীয় প্রজ্ঞা;

(১১) যোগনীয় প্রজ্ঞা; অযোগনীয় প্রজ্ঞা;

(১২) যোগ-বিপ্রযুক্ত যোগনীয় প্রজ্ঞা; যোগ-বিপ্রযুক্ত অযোগনীয় প্রজ্ঞা;

(১৩) নীবরণীয় প্রজ্ঞা; অনীবরণীয় প্রজ্ঞা;

(১৪) নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয় প্রজ্ঞা; নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয় প্রজ্ঞা;

(১৫) পরামৃষ্ট প্রজ্ঞা; অপরামৃষ্ট প্রজ্ঞা;

(১৬) পরামাস (বিকার)-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট প্রজ্ঞা; পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট প্রজ্ঞা;

(১৭) উপাদিন্ন প্রজ্ঞা; অনুপাদিন্ন প্রজ্ঞা;

(১৮) উপাদানীয় প্রজ্ঞা; অনুপাদানীয় প্রজ্ঞা;

(১৯) উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয় প্রজ্ঞা; উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয় প্রজ্ঞা;

(২০) সংক্লেশিক প্রজ্ঞা; অসংক্লেশিক প্রজ্ঞা;

(২১) ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক প্রজ্ঞা; ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক প্রজ্ঞা;

(২২) সবিতর্ক প্রজ্ঞা; অবিতর্ক প্রজ্ঞা;

(২৩) সবিচার প্রজ্ঞা; অবিচার প্রজ্ঞা;

(২৪) সপ্রীতিক প্রজ্ঞা; অপ্রীতিক প্রজ্ঞা;

(২৫) প্রীতিসহগত প্রজ্ঞা; ন-প্রীতিসহগত প্রজ্ঞা;

(২৬) সুখসহগত প্রজ্ঞা; সুখসহগত নহে এমন প্রজ্ঞা;

(২৭) উপেক্ষাসহগত প্রজ্ঞা; উপেক্ষাসহগত নহে এমন প্রজ্ঞা;

(২৮) কামাবচর প্রজ্ঞা; কামাবচর নহে এমন প্রজ্ঞা;

(২৯) রূপাবচর প্রজ্ঞা; রূপাবচর নহে এমন প্রজ্ঞা;

(৩০) অরূপাবচর প্রজ্ঞা; অরূপাবচর নহে এমন প্রজ্ঞা;

(৩১) প্রতিপন্ন (সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লৌকিক) প্রজ্ঞা; অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর) প্রজ্ঞা;

(৩২) নিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক) প্রজ্ঞা; অনিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক নহে)

প্রজ্ঞা;

(৩৩) নিয়ত প্রজ্ঞা; অনিয়ত প্রজ্ঞা;

(৩৪) সউত্তর প্রজ্ঞা; অনুত্তর প্রজ্ঞা;

(৩৫) বিপাকের কারণ বিষয়ে প্রজ্ঞা; কারণের বিপাক বিষয়ে প্রজ্ঞা।

এভাবে দুই প্রকারে জ্ঞানবত্থু।

৩. তিক মাতিকা

৭৫৩. তিন প্রকারে জ্ঞানবত্থু—

(১) চিন্তাময় প্রজ্ঞা; শ্রুতময় প্রজ্ঞা; ভাবনাময় প্রজ্ঞা;

(২) দানময় প্রজ্ঞা; শীলময় প্রজ্ঞা; ভাবনাময় প্রজ্ঞা;

(৩) অধিশীলে প্রজ্ঞা; অধিচিত্তে প্রজ্ঞা; অধিপ্রজ্ঞায় প্রজ্ঞা;

(৪) আয় কৌশলে প্রজ্ঞা; অপায় (ক্ষতি) কৌশলে দক্ষতা; উপায় কৌশলে দক্ষতা;

(৫) বিপাক প্রজ্ঞা; বিপাকধর্মীধর্ম প্রজ্ঞা; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে এমন প্রজ্ঞা;

(৬) উপাদিন্ন-উপাদানীয় প্রজ্ঞা; অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় প্রজ্ঞা; অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় প্রজ্ঞা;

(৭) সবিতর্ক-সবিচার প্রজ্ঞা; অবিতর্ক-বিচারমাত্র প্রজ্ঞা; অবিতর্ক-অবিচার প্রজ্ঞা;

(৮) প্রীতিসহগত প্রজ্ঞা; সুখসহগত প্রজ্ঞা; উপেক্ষাসহগত প্রজ্ঞা;

(৯) আচয়গামী প্রজ্ঞা; অপচয়গামী প্রজ্ঞা; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে এমন প্রজ্ঞা;

(১০) শৈক্ষ্য প্রজ্ঞা; অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে এমন প্রজ্ঞা;

(১১) পরিত্ত প্রজ্ঞা; মহদ্গত প্রজ্ঞা; অপ্রমাণ প্রজ্ঞা;

(১২) পরিত্তালম্বন প্রজ্ঞা; মহদ্গতালম্বন প্রজ্ঞা; অপ্রমাণালম্বন প্রজ্ঞা;

(১৩) মার্গালম্বন প্রজ্ঞা; মার্গহেতুক প্রজ্ঞা; মার্গাধিপতি প্রজ্ঞা;

(১৪) উৎপন্ন প্রজ্ঞা; অনুৎপন্ন প্রজ্ঞা; উৎপত্তিশীল প্রজ্ঞা;

(১৫) অতীত প্রজ্ঞা; অনাগত প্রজ্ঞা; বর্তমান প্রজ্ঞা;

(১৬) অতীতালম্বন প্রজ্ঞা; অনাগতালম্বন প্রজ্ঞা; বর্তমানালম্বন প্রজ্ঞা;

(১৭) অধ্যাত্ম প্রজ্ঞা; বাহির প্রজ্ঞা; অধ্যাত্ম-বাহির প্রজ্ঞা;

(১৮) অধ্যাত্মালম্বন প্রজ্ঞা; বাহিরালম্বন প্রজ্ঞা; অধ্যাত্ম-বাহিরালম্বন

প্রজ্ঞা;

(১৯) সবিতর্ক-সবিচার প্রজ্ঞা যা বিপাক আছে; বিপাকধর্মীধর্ম আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে এমনও আছে;

(২০) উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে;

(২১) প্রীতিসহগত আছে; সুখসহগত আছে; উপেক্ষাসহগত আছে;

(২২) আচয়গামী আছে; অপচয়গামী আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে এমন আছে;

(২৩) শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে;

(২৪) পরিত্ত আছে; মহদ্গত আছে; অপ্রমাণ আছে;

(২৫) পরিত্তালম্বন আছে; মহদ্গতালম্বন আছে; অপ্রমাণালম্বন আছে;

(২৬) মার্গালম্বন আছে; মার্গহেতুক আছে; মার্গাধিপতি আছে;

(২৭) উৎপন্ন আছে; অনুৎপন্ন আছে; উৎপত্তিশীল আছে;

(২৮) অতীত আছে; অনাগত আছে; বর্তমান আছে;

(২৯) অতীতালম্বন আছে; অনাগতালম্বন আছে; বর্তমানালম্বন আছে;

(৩০) অধ্যাত্ম আছে; বাহির আছে; অধ্যাত্ম-বাহির আছে;

(৩১) অধ্যাত্মালম্বন আছে; বাহিরালম্বন আছে; অধ্যাত্ম-বাহিরালম্বন আছে;

(৩২) অবিতর্ক-বিচারমাত্র প্রজ্ঞা যা বিপাক আছে; বিপাকধর্মীধর্ম আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে;

(৩৩) উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে;

(৩৪) আচয়গামী আছে; অপচয়গামী আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে;

(৩৫) শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে;

(৩৬) উৎপন্ন আছে; অনুৎপন্ন আছে; উৎপত্তিশীল আছে;

(৩৭) অতীত আছে; অনাগত আছে; বর্তমান আছে;

(৩৮) অধ্যাত্ম আছে; বাহির আছে; অধ্যাত্ম-বাহির আছে;

(৩৯) অবিতর্ক-বিচারমাত্র প্রজ্ঞা যা বিপাক আছে; বিপাকধর্মীধর্ম (স্বভাব) আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে;

(৪০) উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে;

(৪১) প্রীতিসহগত আছে; সুখসহগত আছে; উপেক্ষাসহগত আছে;

(৪২) আচয়গামী আছে; অপচয়গামী আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে;

(৪৩) শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে;

(৪৪) পরিত্তালম্বন আছে; মহদ্গতালম্বন আছে; অপ্রমাণালম্বন আছে;

(৪৫) মার্গালম্বন আছে; মার্গহেতুক আছে; মার্গাধিপতি আছে;

(৪৬) উৎপন্ন আছে; অনুৎপন্ন আছে; উৎপত্তিশীল আছে;

(৪৭) অতীত আছে; অনাগত আছে; বর্তমান আছে;

(৪৮) অতীতালম্বন আছে; অনাগতালম্বন আছে; বর্তমানালম্বন আছে;

(৪৯) অধ্যাত্ম আছে; বাহির আছে; অধ্যাত্ম-বাহির আছে;

(৫০) অধ্যাত্মালম্বন আছে; বাহিরালম্বন আছে; অধ্যাত্ম-বাহিরালম্বন আছে;

(৫১) প্রীতিসহগত প্রজ্ঞা; সুখসহগত প্রজ্ঞা যা বিপাক আছে; বিপাকধর্মীধর্ম আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে;

(৫২) উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে;

(৫৩) সবিতর্ক-সবিচার আছে; অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে; অবিতর্ক-অবিচার আছে;

(৫৪) আচয়গামী আছে; অপচয়গামী আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে;

(৫৫) শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে;

(৫৬) পরিত্ত আছে; মহদ্গত আছে; অপ্রমাণ আছে;

(৫৭) পরিত্তালম্বন আছে; মহদ্গতালম্বন আছে; অপ্রমাণালম্বন আছে;

(৫৮) মার্গালম্বন আছে; মার্গহেতুক আছে; মার্গাধিপতি আছে;

(৫৯) উৎপন্ন আছে; অনুৎপন্ন আছে; উৎপত্তিশীল আছে;

(৬০) অতীত আছে; অনাগত আছে; বর্তমান আছে;

(৬১) অতীতালম্বন আছে; অনাগতালম্বন আছে; বর্তমানালম্বন আছে;

(৬২) অধ্যাত্ম আছে; বাহির আছে; অধ্যাত্ম-বাহির আছে;

(৬৩) অধ্যাত্মালম্বন আছে; বাহিরালম্বন আছে; অধ্যাত্ম-বাহিরালম্বন আছে;

(৬৪) উপেক্ষাসহগত প্রজ্ঞা যা বিপাক আছে; বিপাকধর্মীধর্ম আছে; বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ আছে;

(৬৫) উপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় আছে; অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় আছে;

(৬৬) আচয়গামী আছে; অপচয়গামী আছে; আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ আছে;

(৬৭) শৈক্ষ্য আছে; অশৈক্ষ্য আছে; শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ আছে;

(৬৮) পরিত্ত আছে; মহদ্গত আছে; অপ্রমাণ আছে;

(৬৯) পরিত্তালম্বন আছে; মহদ্গতালম্বন আছে; অপ্রমাণালম্বন আছে;

(৭০) মার্গালম্বন আছে; মার্গহেতুক আছে; মার্গাধিপতি আছে।

(৭১) উৎপন্ন আছে; অনুৎপন্ন আছে; উৎপত্তিশীল আছে।

(৭২) অতীত আছে; অনাগত আছে; বর্তমান আছে।

(৭৩) অতীতালম্বন আছে; অনাগতালম্বন আছে; বর্তমানালম্বন আছে।

(৭৪) অধ্যাত্ম আছে; বাহির আছে; অধ্যাত্ম-বাহির আছে।

(৭৫) অধ্যাত্মালম্বন আছে; বাহিরালম্বন আছে; অধ্যাত্ম-বাহিরালম্বন আছে। এভাবে তিন প্রকারে জ্ঞানবত্থু।

৪. চতুষ্ক মাতিকা

৭৫৪. চার প্রকার জ্ঞানবত্থু—

(১) কর্মের কৃত জ্ঞান (কর্মের স্বকীয়তা বা কর্মের সুনিদিষ্ট স্বভাব অর্থাৎ প্রত্যেক জীব স্ব স্ব কর্মের অধীন); সত্যানুলোমিক (সত্যানুযায়ী) জ্ঞান; মার্গ অধিকৃতের জ্ঞান; ফল অধিকৃতের জ্ঞান।

(২) দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান; দুঃখোৎপত্তির কারণ সম্পর্কে জ্ঞান; দুঃখ-নিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান; দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান।

(৩) কামাবচর প্রজ্ঞা; রূপাবচর প্রজ্ঞা; অরূপাবচর প্রজ্ঞা; অপ্রতিপন্ন (অসংক্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর) প্রজ্ঞা।

(৪) ধর্মে লোকোত্তর) জ্ঞান; অন্বয় (অনুবর্তী) জ্ঞান; পর্যায় (অন্তরস্পর্শী) জ্ঞান; সম্মতি জ্ঞান।

(৫) আচয়ের (সঞ্চয়ের) প্রজ্ঞা আছে, অপচয়ের (ব্যয়ের) নহে;

অপচয়ের প্রজ্ঞা আছে, আচয়ের নহে; আচয় এবং অপচয় উভয়ের প্রজ্ঞা আছে; আচয়েরও নহে, অপচয়েরও নহে তাদৃশ প্রজ্ঞা আছে।

(৬) নির্বেধের প্রজ্ঞা আছে, প্রতিবেধের নহে; প্রতিবেধের প্রজ্ঞা আছে, নির্বেধের নহে; নির্বেধের এবং প্রতিবেধের (তদুভয়ের) প্রজ্ঞা আছে; নির্বেধেরও নহে, প্রতিবেধেরও নহে তাদৃশ প্রজ্ঞা আছে।

(৭) হানিভাগীয় প্রজ্ঞা; স্থিতিভাগীয় প্রজ্ঞা; বিশেষভাগীয় প্রজ্ঞা; নির্বেধভাগীয় প্রজ্ঞা।

(৮) চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা।

(৯) চার প্রকার প্রতিপদা।

(১০) চার প্রকার আলম্বন।

(১১) জরা-মরণ সম্পর্কে জ্ঞান; জরা-মরণের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান; জরা-মরণের নিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান; জরা-মরণ নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান।

(১২-২১) জন্ম সম্পর্কে জ্ঞান... ভব সম্পর্কে জ্ঞান... উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান... তৃষ্ণা সম্পর্কে জ্ঞান... বেদনা সম্পর্কে জ্ঞান... স্পর্শ সম্পর্কে জ্ঞান... ষড়ায়তন সম্পর্কে জ্ঞান... নামরূপ সম্পর্কে জ্ঞান... বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান... সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান; সংস্কার উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে জ্ঞান; সংস্কার-নিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান; সংস্কার নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান। এভাবে চার প্রকার জ্ঞানবত্থু।

৫. পঞ্চক মাতিকা

৭৫৫. পাঁচ প্রকারে জ্ঞানবত্থু—

(১) পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি (২) পঞ্চজ্ঞানিক সম্যক সমাধি।

এভাবে পাঁচ প্রকার জ্ঞানবত্থু।

৬. ছক্ক মাতিকা

৭৫৬. ছয় প্রকারে জ্ঞানবত্থু—

(১) ছয় প্রকার অভিজ্ঞা সম্পর্কে প্রজ্ঞা।

এভাবে ছয় প্রকার জ্ঞানবত্থু।

৭. সপ্তক মাতিকা

৭৫৭. সাত প্রকারে জ্ঞানবত্থু—

(১) সাতাত্তর জ্ঞানবত্থু।

এভাবে সাত প্রকার জ্ঞানবত্থু।

৮. অষ্টক মাতিকা

৭৫৮. আট প্রকারে জ্ঞানবত্থু—

(১) চারি মার্গ এবং চারি ফলে প্রজ্ঞা।

এভাবে আট প্রকার জ্ঞানবত্থু।

৯. নবক মাতিকা

৭৫৯. নয় প্রকারে জ্ঞানবত্থু—

(১) নয় প্রকার আনুপূর্বিক-বিহার-সমাপত্তি সম্পর্কে প্রজ্ঞা।

এভাবে নয় প্রকার জ্ঞানবত্থু।

১০. দশক মাতিকা

৭৬০. দশ প্রকারে জ্ঞানবত্থু—তথাগতের দশ তথাগত বল যাতে সমন্বিত হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে অধিগত হন বা জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা উপলব্ধি করেন) পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। দশবল কি কি?

(১) এখানে তথাগত স্থানকে (কারণকে) স্থানরূপে, অবস্থানকে (অকারণকে) অস্থানরূপে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তথাগত যে স্থানকে স্থানরূপে, অস্থানকে অস্থানরূপে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে বলীয়ান (সমন্বিত) হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(২) পুনশ্চ, তথাগত অতীত, অনাগত ও বর্তমান কর্ম পরিগ্রহণের বিপাক (পরিণাম) হেতুত ও কারণত যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তথাগত যে অতীত অনাগত ও বর্তমান কর্ম পরিগ্রহণের বিপাক (পরিণাম) হেতুত ও কারণত যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে বলীয়ান (সমন্বিত) হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন; ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(৩) পুনশ্চ, তথাগত সর্বত্রগামী প্রতিপদা যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তথাগত যে সর্বত্রগামী প্রতিপদা যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে বলীয়ান (সমন্বিত) হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(৪) পুনশ্চ, তথাগত অনেক ধাতুর ও নানাধাতুর জগতকে (লোককে) যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তথাগত যে অনেক ধাতুর ও নানাধাতুর জগতকে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(৫) পুনশ্চ, তথাগত সত্ত্বগণের নানা অভিপ্রায় (প্রবণতা) সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তথাগত যে সত্ত্বগণের নানা অভিপ্রায় সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে সমন্বিত হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(৬) পুনশ্চ, তথাগত অন্য সত্ত্বগণের, অন্য পুদ্গালের মনোভাব (শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের অবস্থা) সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তথাগত যে অন্য সত্ত্বগণের অন্য পুদ্গালের মনোভাব সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে সমন্বিত হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(৭) পুনশ্চ, তথাগত ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি সমাপন্ন ব্যক্তির সংক্লেশ (মালিন্য), পবিত্রতা, উত্থান যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তথাগত যে ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি সমাপন্ন ব্যক্তির সংক্লেশ (মালিন্য), পবিত্রতা, উত্থান সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে সমন্বিত হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(৮) পুনশ্চ, তথাগত পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান (জাতিস্মর জ্ঞান) সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তথাগত যে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান সম্পর্কে

যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(৯) পুনশ্চ, তথাগত সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (জন্ম-মৃত্যু) সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তথাগত যে সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

(১০) পুনশ্চ, তথাগত আসবের (আসক্তির) ক্ষয় সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তথাগত যে আসবের ক্ষয় সম্পর্কে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন; (তদ্ধেতু) ইহা তথাগতের তথাগত বল। যেই বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্টস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত হন (নির্ভীকতা অনুভব করেন), পরিষদসমূহে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

[এভাবে দশ প্রকার জ্ঞানবত্থু]

[মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

১. একক নির্দেশ

৭৬১. পঞ্চবিজ্ঞান সর্বদা হেতু নহে; সর্বদা অহেতুক; সর্বদা হেতু-বিপ্রযুক্ত; সর্বদা সপ্রত্যয়; সর্বদা সংস্কৃত; সব সময় অরূপ; সর্বদা লৌকিক; সব সময় সাসব; সব সময় সংযোজনীয়; সব সময় গ্রন্থিনীয়; সব সময় ওঘনীয়; সব সময় যোগনীয়; সব সময় নীবরণীয়; সব সময় পরামৃষ্ট (বিকৃত); সব সময় উপাদানীয়; সব সময় সংক্লেশিক; সব সময় অব্যাকৃত; সব সময় সালম্বন; সব সময় অচৈতসিক; সব সময় বিপাক; সব সময় উপাদিন্ন-উপাদানীয়; সব সময় অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক; সব সময় সবিতর্ক-সবিচার নহে; সব সময় অবিতর্ক-বিচারমাত্র নহে; সব সময় অবিতর্ক-অবিচার; সব সময় প্রীতিসহগত নহে; সব সময় দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্য নহে; সব সময় দর্শনের দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে, ভাবনার দ্বারাও পরিত্যাজ্যহেতুক নহে; সব সময় আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে; সব সময় শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে; সব সময় পরিত্ত (সীমিত); সব সময় কামাবচর; সব সময় রূপাবচর

নহে; সব সময় অরূপাবচর নহে; সব সময় প্রতিপন্ন (সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লৌকিক); সব সময় অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর) নহে; সব সময় অনিয়ত; সব সময় অনিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক) নহে; সব সময় উৎপন্ন মনোবিজ্ঞানবিজ্ঞেয়; সব সময় অনিত্য; সব সময় জরাভিভূত।

৭৬২. পঞ্চবিজ্ঞান 'উৎপন্ন-বত্থুক, উৎপন্ন-আলম্বন' বলতে বুঝায় উহারা প্রত্যেকে উৎপন্ন-বত্থুতে এবং উৎপন্ন-আলম্বনে উৎপন্ন হয়।

'পূর্বজাত-বত্থুক, পূর্বজাত-আলম্বন' বলতে বুঝায় এরা প্রত্যেকে পূর্বজাত-বত্থুতে, পূর্বজাত-আলম্বনে উৎপন্ন হয়।

'আধ্যাত্মিক-বত্থুক, বাহির-আলম্বন' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের বত্থু আধ্যাত্মিক, আলম্বন বাহ্যিক।

'অসম্ভিন্ন-বত্থুক, অসম্ভিন্ন-আলম্বন' বলতে বুঝায় এরা প্রত্যেকে অসম্ভিন্ন-বত্থুতে, অসম্ভিন্ন-আলম্বনে উৎপন্ন হয়।

'নানা-বত্থুক, নানা-আলম্বন' বলতে বুঝায় চক্ষু-বিজ্ঞানের বত্থু (বাস্তু) এবং আলম্বন এক প্রকার; শ্রোত্র-বিজ্ঞানের বত্থু এবং আলম্বন অন্য প্রকার; ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের বত্থু এবং আলম্বন আরেক প্রকার; জিহ্বা-বিজ্ঞানের বত্থু এবং আলম্বন অন্য প্রকার; কায়-বিজ্ঞানের বত্থু এবং আলম্বন অন্য প্রকার।

৭৬৩. পরস্পরের গোচরবিষয় (আলম্বন) অনুভব করে না (জ্ঞাত হয় না) বলতে বুঝায় চক্ষু-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় (আলম্বন) শ্রোত্র-বিজ্ঞান অনুভব করে না (জ্ঞাত হয় না); শ্রোত্র-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় চক্ষু-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; চক্ষু-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় (আলম্বন) ঘ্রাণ-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় চক্ষু-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; চক্ষু-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় জিহ্বা-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; জিহ্বা-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় চক্ষু-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; চক্ষু-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় কায়-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; কায়-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় (আলম্বন) চক্ষু-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; শ্রোত্র-বিজ্ঞানের... ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের... জিহ্বা-বিজ্ঞানের... কায়-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় চক্ষু-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; চক্ষু-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় কায়-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; কায়-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় শ্রোত্র-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; শ্রোত্র-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় কায়-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; কায়-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় কায়-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; কায়-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় জিহ্বা-বিজ্ঞান জ্ঞাত হয় না; জিহ্বা-বিজ্ঞানের গোচরবিষয় কায়-বিজ্ঞান অনুভব করে না (জ্ঞাত হয় না)।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে চক্ষু-বিজ্ঞানের মত করে পড়তে হবে, যথোপযুক্ত সংশোধনসহ।]

৭৬৪. 'একাগ্রতা ব্যতীত উৎপন্ন হয় না' বলতে বুঝায় ইহা একাগ্রতারতের নিকট উৎপন্ন হয়।

'মনোযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না' বলতে বুঝায় এরা মনোযোগ অবস্থায় (মনোযোগকারীর) নিকট উৎপন্ন হয়।

'ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন হয় না' বলতে বুঝায় এরা পর্যায়ক্রমিকভাবে উৎপন্ন হয় না।

'অপূর্ব-অপশ্চাৎ অর্থাৎ যুগপৎ উৎপন্ন হয় না' বলতে বুঝায় এরা এক ক্ষণে (একই মূহুর্তে) উৎপন্ন হয় না।

৭৬৫. 'পরস্পরের সমনন্তরে (অব্যবহিত পরে বা ঠিক পরে) উৎপন্ন হয় না' বলতে বুঝায় উৎপন্ন চক্ষু-বিজ্ঞানের সমনন্তরে শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন শ্রোত্র-বিজ্ঞানের সমনন্তরে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন চক্ষু-বিজ্ঞানের সমনন্তরে ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের সমনন্তরে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন চক্ষু-বিজ্ঞানের সমনন্তরে জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন জিহ্বা-বিজ্ঞানের সমনন্তরে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন চক্ষু-বিজ্ঞানের সমনন্তরে কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন কায়-বিজ্ঞানের সমনন্তরে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন শ্রোত্র-বিজ্ঞানের... উৎপন্ন ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের... উৎপন্ন জিহ্বা-বিজ্ঞানের... উৎপন্ন কায়-বিজ্ঞানের সমনন্তরে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন চক্ষু-বিজ্ঞানের সমনন্তরে কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন কায়-বিজ্ঞানের সমনন্তরে শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন শ্রোত্র-বিজ্ঞানের সমনন্তরে কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন কায়-বিজ্ঞানের সমনন্তরে ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের সমনন্তরে কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন কায়-বিজ্ঞানের সমনন্তরে জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন জিহ্বা-বিজ্ঞানের সমনন্তরে কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

[... প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংশোধনসহ চক্ষু-বিজ্ঞানের শেষ উদাহরণ দ্রষ্টব্য।]

৭৬৬. 'পঞ্চবিজ্ঞান ধারণাহীন' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (আলম্বনের প্রতি) আবর্তন নাই, ধারণা বা জ্ঞান নাই, একাগ্রতা নাই, মনোযোগ নাই।

'পঞ্চবিজ্ঞান দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র ধর্মও জানতে পারে না' বলতে বুঝায়

পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র ধর্ম সম্পর্কেও জ্ঞাত হতে পারে না।

'অভিনিপাতমাত্র ব্যতীত' বলতে বুঝায় আঘাতকরণ ব্যতীত (অর্থাৎ আলম্বনে প্রবেশ ব্যতীত)।

'পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও কিঞ্চিৎমাত্র ধর্ম জানতে পারে না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরে মনোধাতুর দ্বারাও কিঞ্চিৎমাত্র ধর্ম জানতে পারে না।

'পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র ইর্যাপথও প্রবর্তন (চালিত) করতে পারে না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র ইর্যাপথও প্রবর্তন করতে পারে না। যেমন : গমন বা দাঁড়ান (স্থিতি) বা উপবেশন বা শয়ন (ইর্যাপথ)।

'পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কায়কর্ম ও বাক্‌কর্ম প্রতিষ্ঠা (সম্পাদন) করতে পারে না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কায়কর্ম (দৈহিক কর্ম) ও বাক্‌কর্ম (বাচনিক কর্ম) সম্পাদন করা যায় না।

'পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও কায়কর্ম ও বাক্‌কর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরে মনোধাতুর দ্বারাও কায়কর্ম ও বাক্‌কর্ম সম্পাদন করা যায় না।

'পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কুশল-অকুশল ধর্ম সম্পাদন করতে পারে না' বলতে বুঝায় 'পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা কুশল-অকুশল ধর্ম আচরণ (সম্পাদন) করতে পারে না।

'পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও কুশল-অকুশল ধর্ম সম্পাদন করতে পারে না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরে মনোধাতুর দ্বারাও কুশল-অকুশল ধর্ম আচরণ (সম্পাদন) করতে পারে না।

'পঞ্চবিজ্ঞান দ্বারা (সমাধি) সম্প্রাপ্ত হন না, উত্থিতও হন না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা (সমাধি) সম্প্রাপ্তও হন না, (সমাধি হতে) উত্থিতও হন না।

'পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও (সমাধি) সম্প্রাপ্ত হন না, উত্থিতও হন না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরে মনোধাতুর দ্বারাও (সমাধি) সম্প্রাপ্তও হন না, (সমাধি হতে) উত্থিতও হন না।

'পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যু বরণ করে না, উৎপন্নও হয় না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা চ্যুতও হয় না, উৎপত্তিও (জন্মও) হয় না।

'পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও মৃত্যু বরণ করে না, উৎপন্নও হয় না' বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরে মনোধাতুর দ্বারাও চ্যুত (মৃত্যু) হয় না,

উৎপত্তিও হয় না।

‘পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা নিদ্রা যায় না, জাগ্রতও হয় না, স্বপ্নও দেখে না’ বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারা ঘুমও হয় না, জাগ্রতও হওয়া যায় না, স্বপ্নও দেখা যায় না।

‘পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরেও নিদ্রা যায় না, জাগ্রতও হয় না, স্বপ্নও দেখে না’ বলতে বুঝায় পঞ্চবিজ্ঞানের সমনন্তরে মনোধাতুর দ্বারা নিদ্রাও যাওয়া যায় না, জাগ্রতও হওয়া যায় না, স্বপ্নও দেখা যায় না। এভাবে জ্ঞানবখুর সত্যনিষ্ঠ যথার্থ বিশ্লেষণই হলো প্রজ্ঞা।

[এভাবে এক প্রকারে জ্ঞানবখু]

[একক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

২. দুক নির্দেশ

৭৬৭. (১) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা লৌকিক প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা লোকোত্তর প্রজ্ঞা।

(২) সর্ব প্রকার প্রজ্ঞা কোনো প্রকারে (এক প্রকারে) বিজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য); কোনো প্রকারে (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞেয় নহে।

(৩) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা সাসব প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অনাসব প্রজ্ঞা।

(৪) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব প্রজ্ঞা।

(৫) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা সংযোজনীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অসংযোজনীয় প্রজ্ঞা।

(৬) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয় প্রজ্ঞা।

(৭) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা গ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অগ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা।

(৮) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা গ্রন্থি-

বিপ্রযুক্ত অগ্রন্থিনীয় প্রজ্ঞা।

(৯) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা ওঘনীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অনোঘনীয় প্রজ্ঞা।

(১০) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা ওঘ-বিপ্রযুক্ত ওঘনীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা ওঘ-বিপ্রযুক্ত অনোঘনীয় প্রজ্ঞা।

(১১) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা যোগনীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অযোগনীয় প্রজ্ঞা।

(১২) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা যোগ-বিপ্রযুক্ত যোগনীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা যোগ-বিপ্রযুক্ত অযোগনীয় প্রজ্ঞা।

(১৩) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা নীবরণীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অনীবরণীয় প্রজ্ঞা।

(১৪) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা নীবরণ-বিপ্রযুক্ত অনীবরণীয় প্রজ্ঞা।

(১৫) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা পরামৃষ্ট (বিকৃত) প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অপরামৃষ্ট প্রজ্ঞা।

(১৬) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা পরামাস (বিকার)-বিপ্রযুক্ত পরামৃষ্ট প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা পরামাস-বিপ্রযুক্ত অপরামৃষ্ট প্রজ্ঞা।

(১৭) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত বিপাক সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা উপাদিন্ন (গৃহীত) প্রজ্ঞা; ত্রিবিধ ভূমির কুশল, ত্রিবিধ ভূমির ক্রিয়া-অব্যাকৃত, চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অনুপাদিন্ন (অগৃহীত) প্রজ্ঞা।

(১৮) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা উপাদানীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অনুপাদানীয় প্রজ্ঞা।

(১৯) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানীয় প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে

প্রজ্ঞা, তা উপাদান-বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয় প্রজ্ঞা।

(২০) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা সংক্লেশিক প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অসংক্লেশিক প্রজ্ঞা।

(২১) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক প্রজ্ঞা।

(২২) বিতর্ক-সম্প্রযুক্ত যে প্রজ্ঞা তা সবিতর্ক প্রজ্ঞা; বিতর্ক-বিপ্রযুক্ত যে প্রজ্ঞা তা অবিতর্ক প্রজ্ঞা।

(২৩) বিচার-সম্প্রযুক্ত যে প্রজ্ঞা তা সবিচার প্রজ্ঞা; বিচার-বিপ্রযুক্ত যে প্রজ্ঞা তা অবিচার প্রজ্ঞা।

(২৪) প্রীতি-সম্প্রযুক্ত যে প্রজ্ঞা তা সপ্রীতিক প্রজ্ঞা; প্রীতি-বিপ্রযুক্ত যে প্রজ্ঞা তা অপ্রীতিক প্রজ্ঞা।

(২৫) প্রীতি-সম্প্রযুক্ত যে প্রজ্ঞা তা প্রীতিসহগত প্রজ্ঞা; প্রীতি-বিপ্রযুক্ত যে প্রজ্ঞা তা অপ্রীতিসহগত প্রজ্ঞা নহে।

(২৬) যা সুখ-সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞা তা সুখসহগত প্রজ্ঞা; যা সুখ-বিপ্রযুক্ত প্রজ্ঞা তা সুখসহগত প্রজ্ঞা নহে।

(২৭) যা উপেক্ষা-সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞা তা উপেক্ষাসহগত প্রজ্ঞা; যা উপেক্ষা-বিপ্রযুক্ত প্রজ্ঞা তা উপেক্ষাসহগত প্রজ্ঞা নহে।

(২৮) কামাবচর কুশল অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা কামাবচর প্রজ্ঞা; রূপাবচর প্রজ্ঞা, অরূপাবচর প্রজ্ঞা ও অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর) প্রজ্ঞা কামাবচর প্রজ্ঞা নহে।

(২৯) রূপাবচর কুশল অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা রূপাবচর প্রজ্ঞা; কামাবচর প্রজ্ঞা, অরূপাবচর প্রজ্ঞা এবং অসংশ্লিষ্ট লোকোত্তর প্রজ্ঞা অর্থাৎ রূপাবচর প্রজ্ঞা নহে।

(৩০) অরূপাবচর কুশল অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা অরূপাবচর প্রজ্ঞা; কামাবচর প্রজ্ঞা, রূপাবচর প্রজ্ঞা ও অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর প্রজ্ঞা অরূপাবচর প্রজ্ঞা নহে।

(৩১) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা প্রতিপন্ন (সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লৌকিক) প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর) প্রজ্ঞা।

(৩২) চারি মার্গ সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা নিয়্যানিক (বিমুক্তিদায়ক) প্রজ্ঞা;

ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্ভুক্ত কুশল, চতুর্বিধ ভূমির অন্তর্ভুক্ত বিপাক এবং ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা অনিয্যানিক প্রজ্ঞা।

(৩৩) চারি মার্গ সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা নিয়ত (স্থির) প্রজ্ঞা; ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল, চতুর্বিধ ভূমির অন্তর্গত বিপাক এবং ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা অনিয়ত (অস্থির) প্রজ্ঞা।

(৩৪) ত্রিবিধ ভূমির অন্তর্গত কুশল-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা সউত্তর প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা, তা অনুত্তর প্রজ্ঞা।

(৩৫) তন্মধ্যে 'বিপাকের কারণ (হেতু) বিষয়ে প্রজ্ঞা' কিরূপ?

অরহতের অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি উৎপত্তির সময় চতুর্বিধ ভূমির কুশল ও ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা বিপাকের কারণ বিষয়ক প্রজ্ঞা; অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি উৎপন্ন অবস্থায় অরহতের চতুর্বিধ ভূমির বিপাক ও ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞা তা কারণের বিপাক বিষয়ক প্রজ্ঞা।

[এভাবে দুই প্রকারে জ্ঞানবত্থু]

[দুক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৩. তিক নির্দেশ

৭৬৮. ১. (ক) তন্মধ্যে 'চিন্তাময় প্রজ্ঞা' কিরূপ? যোগবিহীত[1] কর্মায়তনে বা যোগবিহীত শিল্পায়তনে বা যোগবিহীত বিদ্যাস্থানে (অধ্যয়নের বিষয়ে) জ্ঞান বা কর্ম স্বকীয়তায় জ্ঞান বা সত্যানুকূল জ্ঞান বা রূপ অনিত্য বা বেদনা অনিত্য বা সংজ্ঞা অনিত্য বা সংস্কার অনিত্য বা বিজ্ঞান অনিত্য এই জ্ঞান; যা এইরূপ জ্ঞানের অনুকূল, ক্ষান্তি (ধৈর্য্য), দৃষ্টি (ধারণা), রুচি (ঝোঁক), অভিমত, দর্শন, ধর্মে বোধগম্যতা, পরের নিকট শ্রবণ ব্যতীত উপলব্ধি (প্রতিলাভ) ইহাকেই—'চিন্তাময়' প্রজ্ঞা বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'শ্রুতময় প্রজ্ঞা' কিরূপ? যোগবিহীত কর্মায়তনে বা যোগবিহীত শিল্পায়তনে বা যোগবিহীত বিদ্যাস্থানে জ্ঞান বা কর্ম স্বকীয়তায় জ্ঞান বা সত্যানুকূল জ্ঞান বা রূপ অনিত্য বা বেদনা অনিত্য বা সংজ্ঞা অনিত্য বা সংস্কার অনিত্য বা বিজ্ঞান অনিত্য এই জ্ঞান; এইরূপ (জ্ঞানের) অনুকূল, ক্ষান্তি, দৃষ্টি, রুচি, অভিমত, দর্শন, ধর্মে বোধগম্যতা, পরের নিকট হতে শ্রবণ করে প্রতিলাভ (উপলব্ধি), ইহাকেই 'শ্রুতময়' প্রজ্ঞা বলে।

(গ) সর্ব প্রকার সমাপত্তির (সমাপন্নের) প্রজ্ঞাই—'ভাবনাময় প্রজ্ঞা'।

---

[1] এস্থলে যোগ অর্থে প্রজ্ঞা। (অর্থকথা)

৭৬৯. ২. (ক) তন্মধ্যে 'দানময় প্রজ্ঞা' কিরূপ? দান সম্বন্ধে, দানের দ্বারা অর্জিত; যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'দানময় প্রজ্ঞা' বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'শীলময় প্রজ্ঞা' কিরূপ? শীলের সম্বন্ধে, শীলের দ্বারা অর্জিত; যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'শীলময় প্রজ্ঞা' বলে।

(গ) সর্ব প্রকার সমাপত্তির (সমাপন্নের) প্রজ্ঞাই—'ভাবনাময় প্রজ্ঞা'।

৭৭০. ৩. (ক) তন্মধ্যে 'অধিশীলে প্রজ্ঞা' কিরূপ? প্রাতিমোক্ষ-সংবরের সংবৃতের (সংযতের) যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অধিশীলে প্রজ্ঞা' বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'অধিচিত্তে প্রজ্ঞা' কিরূপ?

রূপাবচর-অরূপাবচর সমাপত্তিলাভীর যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অধিচিত্তে প্রজ্ঞা' বলে।

(গ) তন্মধ্যে 'অধিপ্রজ্ঞায় প্রজ্ঞা' কিরূপ?

চারি মার্গ এবং চারি ফলে যেই প্রজ্ঞা তাহাই—'অধিপ্রজ্ঞায় প্রজ্ঞা' বলে।

৭৭১. ৪. (ক) তন্মধ্যে 'আয়-কৌশলে দক্ষতা' কিরূপ? এই ধর্মসমূহে মনোনিবেশ করলে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহ প্রহীন (পরিত্যক্ত) হয়। অধিকন্তু এই ধর্মসমূহে মনোনিবেশ করলে অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ বৃদ্ধি, বৈপুল্য ও ভাবনায় পরিপূর্ণের দিকে সংবর্তিত (অগ্রসর) হয় তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'আয়-কৌশলে দক্ষতা' বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'অপায় (ক্ষতি)-কৌশলে দক্ষতা' কিরূপ? এই ধর্মসমূহে মনোনিবেশ করলে অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ নিরুদ্ধ হয়। অধিকন্তু এই ধর্মসমূহে মনোনিবেশ করলে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন অশুশল ধর্মসমূহ বৃদ্ধি ও বৈপুল্যের দিকে সংবর্তিত (অগ্রসর) হয় তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অপায়-কৌশলে দক্ষতা' বলে।

(গ) তন্মধ্যে 'উপায়-কৌশলে দক্ষতা' কিরূপ? পূর্বোক্ত সর্ব প্রকার উপায়ে (পদ্ধতিতে) যে প্রজ্ঞা—তা 'উপায় কৌশলে দক্ষতা' বলে।

৭৭২. ৫. (ক) চতুর্বিধ ভূমির অন্তর্গত বিপাক সম্বন্ধে যেই প্রজ্ঞা—তা বিপাক প্রজ্ঞা।

(খ) চতুর্বিধ ভূমির কুশল সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা বিপাকধর্মীধর্ম প্রজ্ঞা।

(গ) ত্রিবিধ ভূমির ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা নৈববিপাক-না-বিপাকধর্মীধর্ম প্রজ্ঞা (অর্থাৎ বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে তাদৃশ প্রজ্ঞা)।

৭৭৩. ৬. (ক) ত্রিবিধ ভূমির বিপাক সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা উপাদিন্ন-উপাদানীয় প্রজ্ঞা।

(খ) ত্রিবিধ ভূমির কুশল এবং ত্রিবিধ ভূমির ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় প্রজ্ঞা।

(গ) চারি মার্গে এবং চারি ফলে যেই প্রজ্ঞা—তা অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় প্রজ্ঞা।

৭৭৪. ৭. (ক) বিতর্ক-বিচার-সম্প্রযুক্ত যেই প্রজ্ঞা—তা সবিতর্ক-সবিচার প্রজ্ঞা।

(খ) বিতর্ক-বিপ্রযুক্ত এবং বিচার-সম্প্রযুক্ত যেই প্রজ্ঞা—তা অবিতর্ক-বিচারমাত্র প্রজ্ঞা।

(গ) বিতর্ক-বিচার বিপ্রযুক্ত যেই প্রজ্ঞা—তা অবিতর্ক-অবিচার প্রজ্ঞা।

৭৭৫. ৮. (ক) প্রীতি সম্প্রযুক্ত যেই প্রজ্ঞা—তা প্রীতিসহগত প্রজ্ঞা।

(খ) সুখ সম্প্রযুক্ত যেই প্রজ্ঞা—তা সুখসহগত প্রজ্ঞা।

(গ) উপেক্ষা সম্প্রযুক্ত যেই প্রজ্ঞা—তা উপেক্ষাসহগত প্রজ্ঞা।

৭৭৬. ৯. (ক) ত্রিবিধ ভূমির কুশল সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা আচয়গামী (সঞ্চয়শীল) প্রজ্ঞা।

(খ) চারি মার্গ সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা অপচয়গামী (পুনর্জন্ম রোধকারী) প্রজ্ঞা।

(গ) চতুর্বিধ ভূমির বিপাক সম্পর্কে এবং ত্রিবিধ ভূমির ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা আচয়গামীও নহে, অপচয়গামীও নহে তাদৃশ প্রজ্ঞা।

৭৭৭. ১০. (ক) চারি মার্গ এবং ত্রিবিধ ফল সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা শৈক্ষ্য প্রজ্ঞা।

(খ) সর্বোপরিস্থ অরহত্বফলে যেই প্রজ্ঞা—তা অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা।

(গ) তিন প্রকার ভূমির কুশল সম্পর্কে, তিন প্রকার ভূমির বিপাক সম্পর্কে এবং তিন প্রকার ভূমির ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা শৈক্ষ্যও

নহে, অশৈক্ষ্যও নহে তাদৃশ প্রজ্ঞা।

৭৭৮. ১১. (ক) কামাবচর কুশল-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা পরিত্ত (সীমিত) প্রজ্ঞা।

(খ) রূপাবচর এবং অরূপাবচরের কুশল-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা মহদ্গাত প্রজ্ঞা।

(গ) চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা অপ্রমাণ প্রজ্ঞা।

৭৭৯. ১২. (ক) তন্মধ্যে 'পরিত্তালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? পরিত্ত-ধর্ম সম্পর্কে (বিষয়ে) যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'পরিত্তালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

৭৮০. (খ) তন্মধ্যে 'মহদ্গাতালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? মহদ্গাত ধর্ম বিষয়ে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'মহদ্গাতালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

৭৮১. (গ) তন্মধ্যে 'অপ্রমাণালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? অপ্রমাণ ধর্ম বিষয়ে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অপ্রমাণালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

৭৮২. ১৩. (ক) তন্মধ্যে 'মার্গালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? আর্যমার্গকে আশ্রয় করে (আর্যমার্গ বিষয়ে) যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'মার্গালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

(খ) চারি মার্গে যেই প্রজ্ঞা তা মার্গহেতুক প্রজ্ঞা।

৭৮৩. (গ) তন্মধ্যে 'মার্গাধিপতি প্রজ্ঞা' কিরূপ? আর্যমার্গকে অধিপতি করে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'মার্গাধিপতি প্রজ্ঞা' বলে।

৭৮৪. ১৪. চতুর্বিধ ভূমির বিপাক সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা—তা কখনো কখনো উৎপন্ন; কখনো কখনো উৎপত্তিশীল; অনুৎপন্ন বলে বলা অনুচিত। চতুর্বিধ ভূমির কুশল এবং ত্রিবিধ ভূমির ক্রিয়া-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা কখনো কখনো উৎপন্ন; কখনো কখনো অনুৎপন্ন; উৎপত্তিশীল বলে বলা অনুচিত।

৭৮৫. ১৫. সকল প্রকার প্রজ্ঞা কখনো কখনো অতীত, কখনো কখনো অনাগত, কখনো কখনো বর্তমান।

৭৮৬. ১৬. (ক) তন্মধ্যে 'অতীতালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? অতীত ধর্ম সম্পর্কে (বিষয়ে) যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা) ... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অতীতালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

৭৮৭. (খ) তন্মধ্যে 'অনাগতালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? অনাগত ধর্ম সম্পর্কে (বিষয়ে) যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অনাগতালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

৭৮৮. (গ) তন্মধ্যে 'বর্তমানালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? বর্তমান ধর্ম সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়— ইহাকেই 'বর্তমানালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

৭৮৯. ১৭. সকল প্রকার প্রজ্ঞা কখনো কখনো অধ্যাত্ম, কখনো কখনো বাহির, কখনো কখনো অধ্যাত্ম-বাহির।

৭৯০. ১৮. (ক) তন্মধ্যে 'অধ্যাত্মালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? অধ্যাত্ম ধর্ম বিষয়ে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অধ্যাত্মালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

৭৯১. (খ) তন্মধ্যে 'বাহিরালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? বাহির ধর্ম সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'বাহিরালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

৭৯২. (গ) তন্মধ্যে 'অধ্যাত্ম-বাহিরালম্বন প্রজ্ঞা' কিরূপ? অধ্যাত্ম-বাহির ধর্ম সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অধ্যাত্ম-বাহিরালম্বন প্রজ্ঞা' বলে।

[এভাবে তিন প্রকার জ্ঞানবত্থু]

[তিক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৪.চতুষ্ক নির্দেশ

৭৯৩. ১. (ক) তন্মধ্যে 'কর্মের কৃত জ্ঞান (প্রত্যেক কর্মের অধীন)' কিরূপ? দানফল আছে, যজ্ঞফল আছে, আহুতিফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক আছে, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতাপিতা (মাতৃ-পিতৃ সেবার ফল) আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, আর সম্যকগত (সত্যাবগত) সম্যক প্রতিপন্ন (সত্যারূঢ়) শ্রামণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ ও প্রত্যেক্ষ করে প্রকাশ করেন—যা এইরূপ প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকেই 'কর্মের কৃত (কর্মের অধীন) জ্ঞান' বলে। সত্যানুলোমিক জ্ঞান ব্যতীত সর্ব প্রকার সাসব কুশল প্রজ্ঞা কর্মের কৃত জ্ঞান।

(খ) তন্মধ্যে 'সত্যানুলোমিক (সত্যানুকূল) জ্ঞান' কিরূপ? রূপ অনিত্য বা বেদনা অনিত্য বা সংজ্ঞা অনিত্য বা সংস্কার অনিত্য বা বিজ্ঞান অনিত্য; যা

এইরূপ জ্ঞানের অনুকূল, ক্ষান্তি (সহনশীলতা), দৃষ্টি (ধারণা), রুচি, অভিমত, দর্শন, ধর্মে বোধগম্যতা, ইহাকেই 'সত্যানুলোমিক জ্ঞান' বলে।

(গ) চারি মার্গ সম্পর্কে যে প্রজ্ঞা—তা মার্গ অধিকৃতের জ্ঞান।

(ঘ) চারি ফল সম্পর্কে যে প্রজ্ঞা তা ফল অধিকৃতের জ্ঞান।

৭৯৪. (২) মার্গ অধিকৃতের জ্ঞান হলো—দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান; দুঃখোৎপত্তির কারণ সম্পর্কে জ্ঞান; দুঃখনিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান; দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান।

(ক) তন্মধ্যে 'দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান' কিরূপ? দুঃখ সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান' বলে।

(খ-ঘ) দুঃখোৎপত্তির কারণ সম্পকে... দুঃখনিরোধ সম্পকে... দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকেই 'দুঃখনিরোধের উপায় জ্ঞান' বলে।

৭৯৫. (৩) কামাবচরের কুশল-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা কামাবচর প্রজ্ঞা; রূপাবচরের কুশল-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা রূপাবচর প্রজ্ঞা; অরূপাবচরের কুশল-অব্যাকৃত সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা অরূপাচর প্রজ্ঞা; চারি মার্গ এবং চারি ফল বিষয়ে যেই প্রজ্ঞা তা অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লোকোত্তর) প্রজ্ঞা বলে।

৭৯৬. ৪. (ক) তন্মধ্যে 'ধর্মে জ্ঞান' কিরূপ? চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা ধর্মে জ্ঞান।

(খ) তিনি এই জ্ঞাত, দৃষ্ট, প্রাপ্ত, বিদিত ও মর্মভেদিত (অন্তর-স্পর্শিত) ধর্ম দ্বারা অতীত-অনাগত সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—যে সমস্ত শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ অতীতকালে দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন (অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হয়েছিলেন); দুঃখোৎপত্তির কারণকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন; দুঃখ-নিরোধকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন; দুঃখ-নিরোধের উপায় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন; তারাও এই প্রকারে (পূর্ববর্ণিত আকারে অর্থাৎ ঠিক এর চেয়ে বেশীও নয় কমও নয় তদ্রুপ) দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন (জ্ঞাত হয়েছিলেন); তারাও ঠিক এই প্রকারে দুঃখোৎপত্তির কারণকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন; তারাও ঠিক এই প্রকারে দুঃখনিরোধকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন; তারাও ঠিক এই প্রকারে দুঃখনিরোধের উপায়কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়েছিলেন; যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অনাগতে (ভবিষ্যৎকালে) দুঃখকে

সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন (জ্ঞাত হবেন); দুঃখোৎপত্তির কারণকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন; দুঃখ-নিরোধকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন; দুঃখনিরোধের উপায়কে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন; তারাও ঠিক এই প্রকারে দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন; তারাও ঠিক এই প্রকারে দুঃখোৎপত্তির কারণকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন; তারাও ঠিক এই প্রকারে দুঃখ-নিরোধকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন; তারাও ঠিক এই প্রকারে দুঃখনিরোধের উপায়কে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন। তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকেই 'অন্বয় জ্ঞান' বলে।

(গ) তন্মধ্যে 'পর্যায় (অন্তরস্পর্শী) জ্ঞান' কিরূপ? এখানে ভিক্ষু নিজ চিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর পুদ্গলগণের চিত্ত-পর্যায় (চিত্তের অবস্থা) প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তিনি সরাগ (আসক্তিযুক্ত) চিত্তকে সরাগ চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; বীতরাগ (আসক্তিহীন) চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; বীতদ্বেষ চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; মহদ্গাত চিত্তকে মহদ্গাত চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অমহদ্গাত চিত্তকে অমহদ্গাত চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সউত্তর চিত্তকে সউত্তর চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; তথায় (চিত্ত-পর্যায় বিষয়ে) যা প্রজ্ঞা, প্রজানন ... (৫২৫ নং প্যারা) ... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি, ইহাকেই 'পর্যায় জ্ঞান' বলে।

(ঘ) ধর্মে জ্ঞান, অন্বয় জ্ঞান ও পর্যায় জ্ঞান ব্যতীত অবশিষ্ট প্রজ্ঞাই সম্মতি জ্ঞান।

৭৯৭. ৫. (ক) 'আচয়ের (সঞ্চয়ের) প্রজ্ঞা, অপচয়ের নহে' কিরূপ? কামাবচর কুশল সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা আচয়ের, অপচয়ের নহে।

(খ) চারি মার্গ সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা অপচয়ের, আচয়ের নহে।

(গ) রূপাবচর ও অরূপাবচর কুশল সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা আচয়েরও,

অপচয়েরও।

(ঘ) অবশিষ্ট প্রজ্ঞা আচয়েরও নহে, অপচয়েরও নহে।

৭৯৮. ৬. (ক) তন্মধ্যে 'নির্বেদের প্রজ্ঞা, প্রতিবেধের নহে' কিরূপ? যেই প্রজ্ঞার দ্বারা কামসমূহের প্রতি বীতরাগ হন কিন্তু অভিজ্ঞা ও সত্যসমূহ উপলব্ধি (হৃদয়ঙ্গম) করতে পারে না; ইহাই 'নির্বেদের প্রজ্ঞা, প্রতিবেধের নহে'।

(খ) কামসমূহে বীতরাগ সম্পন্ন সেই একই ব্যক্তি যেই প্রজ্ঞা দ্বারা অভিজ্ঞা উপলব্ধি করেন কিন্তু সত্যসমূহ উপলব্ধি করেন না; ইহাই 'প্রতিবেধের প্রজ্ঞা, নির্বেদের নহে'।

(গ) চারি মার্গ সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা তা নির্বেদের, প্রতিবেধের উভয়ের।

(ঘ) অবশিষ্ট প্রজ্ঞাসমূহ নির্বেদেরও নহে, প্রতিবেধেরও নহে।

৭৯৯. ৭. (ক) তন্মধ্যে 'হানিভাগীয় প্রজ্ঞা' কিরূপ? প্রথম ধ্যান লাভীর মনে যেই কামসহগত সংজ্ঞা-মনস্কার (ইতস্ততভাবে) উদিত হয় তা হানিভাগীয় প্রজ্ঞা।

(খ) সেই অনুধর্মে (ধর্মানুশীলনের দৃঢ়তায়) যেই স্মৃতি সংস্থিত (সুদৃঢ়) হয় তা স্থিতিভাগীয় প্রজ্ঞা।

(গ) অবিতর্ক সহগত যেই সংজ্ঞা মনস্কার (ইতস্ততভাবে) উদিত হয় তা বিশেষভাগীয় প্রজ্ঞা।

(ঘ) নির্বেদসহগত বিরাগসংযুক্ত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয়—তা নির্বেদভাগীয় প্রজ্ঞা। দ্বিতীয় ধ্যান লাভীর বিতর্কসহগত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা হানিভাগীয় প্রজ্ঞা। সেই ধর্মানুশীলনের দৃঢ়তায় যেই স্মৃতি সংস্থিত হয় তা স্থিতিভাগীয় প্রজ্ঞা। উপেক্ষাসহগত সংজ্ঞা-মনস্কার যে মনে উদিত হয় তা বিশেষভাগীয় প্রজ্ঞা। নির্বেদসহগত বিরাগ সংযুক্ত সংজ্ঞা-মনস্কার যে মনে উদিত হয় তা নির্বেদ-ভাগীয় প্রজ্ঞা। তৃতীয় ধ্যান লাভীর যেই প্রীতি সুখসহগত সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা হানিভাগীয় প্রজ্ঞা। সেই ধর্মানুশীলনের দৃঢ়তায় যেই স্মৃতি সংস্থিত হয় তা স্থিতিভাগীয় প্রজ্ঞা। অদুঃখ-অসুখসহগত যেই সংজ্ঞা মনস্কার মনে উদিত হয় তা বিশেষভাগীয় প্রজ্ঞা। নির্বেদসহগত বিরাগ সংযুক্ত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা নির্বেদভাগীয় প্রজ্ঞা। চতুর্থ ধ্যান লাভীর যেই উপেক্ষাসহগত সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা হানিভাগীয় প্রজ্ঞা। সেই ধর্মানুশীলনের দৃঢ়তায় যেই স্মৃতি সংস্থিত হয় তা স্থিতিভাগীয় প্রজ্ঞা। আকাশ-অনন্ত-আয়তনসহগত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা

বিশেষভাগীয় প্রজ্ঞা। নির্বেদসহগত বিরাগ-সংযুক্ত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা নির্বেদভাগীয় প্রজ্ঞা। আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান লাভীর যেই রূপসহগত সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা হানিভাগীয় প্রজ্ঞা। সেই অনুধর্মে (ধর্মানুশীলনের দৃঢ়তায়) যেই স্মৃতি সংস্থিত হয় তা স্থিতিভাগীয় প্রজ্ঞা। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনসহগত যেই সংজ্ঞা মনস্কার মনে উদিত হয় তা বিশেষভাগীয় প্রজ্ঞা। নির্বেদসহগত বিরাগ-সংযুক্ত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা নির্বেদভাগীয় প্রজ্ঞা। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যান লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তনসহগত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা হানিভাগীয় প্রজ্ঞা। সেই অনুধর্মে (ধর্মানুশীলনের দৃঢ়তায়) যেই স্মৃতি সংস্থিত হয় তা স্থিতিভাগীয় প্রজ্ঞা। আকিঞ্চন-আয়তনসহগত যেই সংজ্ঞা মনস্কার মনে উদিত হয় তা বিশেষভাগীয় প্রজ্ঞা। নির্বেদসহগত বিরাগসংযুক্ত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা নির্বেদভাগীয় প্রজ্ঞা। আকিঞ্চন-আয়তন ধ্যান লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনসহগত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা হানিভাগীয় প্রজ্ঞা। সেই অনুধর্মে (ধর্মানুশীলনের দৃঢ়তায়) যেই স্মৃতি সংস্থিত হয় তা স্থিতিভাগীয় প্রজ্ঞা। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনসহগত যেই সংজ্ঞা মনস্কার মনে উদিত হয় তা বিশেষভাগীয় প্রজ্ঞা। নির্বেদসহগত বিরাগসংযুক্ত যেই সংজ্ঞা-মনস্কার মনে উদিত হয় তা নির্বেদভাগীয় প্রজ্ঞা।

৮০০. (৮) তন্মধ্যে 'চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা' কিরূপ? অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। অর্থ সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা; ধর্ম সম্পর্কে যেই জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা; তৎসম্পর্কে (অর্থাৎ অর্থ ও ধর্ম বিষয়ে) ধর্মনিরুক্তি অভিলাপে (যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে) যেই জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা; এই জ্ঞানসমূহে যেই জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। এই গুলিই চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা।

৮০১. (৯) তন্মধ্যে 'চার প্রকার প্রতিপদা' কিরূপ? দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় (মন্থরগতিতে উৎপন্ন) অর্জিত প্রজ্ঞা; দুঃখজনক প্রতিপদায় ও ক্ষিপ্রাভিজ্ঞায় (দ্রুতগতিতে) অধিগত প্রজ্ঞা; সুখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা; সুখজনক প্রতিপদায় ও ক্ষিপ্রাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা।

(ক) তন্মধ্যে 'দঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা' কিরূপ?

কষ্টকর ও কঠোর পরিশ্রমে সমাধি উৎপত্তির সময় দন্ধভাবে (ধীরগতিতে) সেই অবস্থা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধিকারীর (অভিজ্ঞাতের) যেই প্রজ্ঞা,

প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'দুঃখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা' বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'দুঃখজনক প্রতিপদায় ও ক্ষিপ্রাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা' কিরূপ?

কষ্টকর ও কঠোর পরিশ্রমে সমাধি উৎপত্তির সময় ক্ষিপ্রভাবে (দ্রুতগতিতে) সেই অবস্থা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধিকারীর যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'দুঃখজনক প্রতিপদায় ও ক্ষিপ্রাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা' বলে।

(গ) তন্মধ্যে 'সুখখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা' কিরূপ?

কষ্টহীন ও কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত সমাধি উৎপত্তির সময় দন্ধভাবে (ধীরগতিতে) সেই অবস্থা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধিকারীর যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'সুখখজনক প্রতিপদায় ও দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা' বলে।

(ঘ) তন্মধ্যে 'সুখখজনক প্রতিপদায় ও ক্ষিপ্রাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা' কিরূপ?

কষ্টহীনভাবে ও কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত সমাধি উৎপত্তির সময় ক্ষিপ্রভাবে সেই অবস্থা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধিকারীর যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'সুখখজনক প্রতিপদায় ও ক্ষিপ্রাভিজ্ঞায় অধিগত প্রজ্ঞা' বলে।

৮০২. (১০) তন্মধ্যে 'চার প্রকার আলম্বন' কিরূপ? পরিত্ত (সীমিত) প্রজ্ঞা, পরিত্তালম্বন; পরিত্ত প্রজ্ঞা, অপ্রমাণালম্বন; অপ্রমাণ প্রজ্ঞা, পরিত্তালম্বন; অপ্রমাণ প্রজ্ঞা, অপ্রমাণালম্বন।

(ক) তন্মধ্যে 'পরিত্ত প্রজ্ঞা, পরিত্তালম্বন' কিরূপ? কঠোর পরিশ্রমে সমাধি লাভীর এবং আলম্বনকে স্বল্পাকারে স্ফুরিত (ব্যপ্ত) করার সময় যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'পরিত্ত প্রজ্ঞা, পরিত্তালম্বন' বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'পরিত্ত প্রজ্ঞা, অপ্রমাণালম্বন' কিরূপ? কঠোর পরিশ্রমে সমাধি লাভীর এবং আলম্বনকে বিপুলাকারে স্ফুরিত করার সময় যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'পরিত্ত প্রজ্ঞা, অপ্রমাণালম্বন' বলে।

(গ) তন্মধ্যে 'অপ্রমাণ প্রজ্ঞা, পরিত্তালম্বন' কিরূপ? কঠোর পরিশ্রম

ব্যতীত সমাধি লাভীর এবং আলম্বনকে স্বল্পাকারে স্ফুরিত করার সময় যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হ , ইহাকেই 'অপ্রমাণ প্রজ্ঞা, পরিত্তালম্বন' বলে।

(ঘ) তন্মধ্যে 'অপ্রমাণ প্রজ্ঞা, অপ্রমাণালম্বন' কিরূপ? কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত সমাধি লাভীর এবং আলম্বনকে বিপুলাকারে স্ফুরিত করার সময় যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'অপ্রমাণ প্রজ্ঞা, অপ্রমাণালম্বন' বলে।

(১১) মার্গ অধিকৃতের জ্ঞান; ইহা জরা-মরণ সম্পর্কে জ্ঞান; ইহা জরা-মরণ উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে জ্ঞান; ইহা জরা-মরণ নিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান; ইহা জরা-মরণ নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান।

(ক) তন্মধ্যে 'জরা-মরণ সম্পর্কে জ্ঞান' কিরূপ? জরা-মরণ ভিত্তি করে (অর্থাৎ জরা-মরণ সম্পর্কে) যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই 'জরা-মরণ সম্পর্কে জ্ঞান'।

(খ-ঘ) জরা-মরণোৎপত্তির কারণকে ভিত্তি করে... (সর্বশেষ উদাহারণ অনুসারে পূরণযোগ্য)... জরা-মরণ নিরোধকে ভিত্তি করে... জরা-মরণ নিরোধের উপায়কে ভিত্তি করে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই 'জরা-মরণ নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান'।

৮০৩. ১২-২১. মার্গ অধিকৃতের জ্ঞান, ইহা জন্ম সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা ভব সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা তৃষ্ণা সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা বেদনা সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা স্পর্শ সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা ষড়ায়তন সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা নামরূপ সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান; ইহা সংস্কারোৎপত্তির কারণ সম্পর্কে জ্ঞান... ইহা সংস্কার নিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান—ইহা সংস্কার নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান।

[... সর্বশেষ উদাহরণের মত করে পূরণযোগ্য]

তন্মধ্যে সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান কিরূপ? সংস্কার সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়; ইহাই 'সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান'।

সংস্কার উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে... সংস্কার নিরোধ সম্পর্কে... সংস্কার নিরোধের উপায় সম্পর্কে যেই প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)...

অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়; ইহাই সংস্কার নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান। এভাবে চার প্রকারে জ্ঞানবখু।

[চতুষ্ক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৫. পঞ্চক নির্দেশ

৮০৪. (১) তন্মধ্যে 'পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি' কিরূপ? প্রীতি স্ফুরণতা, সুখ স্ফুরণতা, চিত্ত স্ফুরণতা, আলোক স্ফুরণতা, প্রত্যবেক্ষণ (পর্যবেক্ষণ) নিমিত্ত। দ্বিবিধ ধ্যানে যেই প্রজ্ঞা তা প্রীতি স্ফুরণতা। ত্রিবিধ ধ্যানে যেই প্রজ্ঞা তা সুখ স্ফুরণতা। পরচিত্ত সম্পর্কে যে জ্ঞান তা চিত্ত স্ফুরণতা। দিব্যচক্ষু হলো আলোক স্ফুরণতা। সেই সেই সমাধি হতে উত্থিতের যেই প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান তা প্রত্যাবেক্ষণ নিমিত্ত। ইহাকেই 'পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি' বলে।

(২) তন্মধ্যে 'পঞ্চজ্ঞানিক সম্যক সমাধি' কিরূপ? এই সমাধি বর্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে সুখ বিপাকসম্পন্ন এই জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয়। এই সমাধি আর্য ও নিরামিষ (নিষ্কাম) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই সমাধি অ-কাপুরুষ সেবিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই সমাধি স্থির (শান্ত) প্রণীত প্রশান্তিলব্ধ একাগ্রতা অধিগত (প্রাপ্ত) সংস্কার দ্বারা অশাসিত ও অপ্রতিরুদ্ধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আমি নিজে স্মৃতি-সমন্বিত হয়ে এই সমাধিতে উপনীত হবো এবং উহা হতে উত্থান করব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; ইহাই পঞ্চজ্ঞানিক সম্যক সমাধি। এভাবে পঞ্চ প্রকারে জ্ঞানবখু।

[পঞ্চক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৬. ছক্ক নির্দেশ

৮০৫. তন্মধ্যে 'ছয় প্রকার অভিজ্ঞা সম্পর্কে প্রজ্ঞা' কিরূপ? বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান; বিশুদ্ধ শ্রোত্রধাতু (দিব্য শ্রোত্র) জ্ঞান; পরচিত্ত সম্পর্কে জ্ঞান; পূর্বনিবাস জ্ঞান; অনুস্মৃতি (জাতিস্মর), সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান; আসবক্ষয় জ্ঞান—এইগুলি 'ছয় প্রকার অভিজ্ঞা সম্পর্কে প্রজ্ঞা'। এভাবে ছয় প্রকার জ্ঞানবখু।

[ছক্ক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৭. সপ্তক নির্দেশ

৮০৬. তন্মধ্যে 'সাতাত্তর প্রকার জ্ঞানবত্থু' কিরূপ? জন্মের প্রত্যয়ে (কারণে) জরা-মরণ (হয়ে থাকে)—এই সম্পর্কে জ্ঞান; জন্ম ব্যতীত জরা-মরণ হয় না—এই সম্পর্কে জ্ঞান; অতীতকালেও জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ ছিল—এই সম্পর্কে জ্ঞান; জন্মের অবিদ্যমানে জরা-মরণ ছিল না—এই সম্পর্কে জ্ঞান; ভবিষ্যৎকালেও জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ (হবে)—এই সম্পর্কে জ্ঞান; জন্মের অবিদ্যমানে জরা-মরণ (হবে না)—এই সম্পর্কে জ্ঞান।

সেই বিষয়ে যা ধর্মস্থিতিজ্ঞান তাও ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী—এই সম্পর্কে জ্ঞান; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... উপাদানের প্রত্যয়ে ভব—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান—এই সম্পর্কে জ্ঞান;... অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার—এই সম্পর্কে জ্ঞান; অবিদ্যার অবিদ্যমানে সংস্কার হয় না—এই সম্পর্কে জ্ঞান; অতীতকালেও অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (হয়েছিল)—এই সম্পর্কে জ্ঞান; অবিদ্যার অবিদ্যমানে সংস্কার অবিদ্যমান (ছিল)—এই সম্পর্কে জ্ঞান; ভবিষ্যৎকালেও অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (হবে)—এই সম্পর্কে জ্ঞান; অবিদ্যার অবিদ্যমানে সংস্কারও অবিদ্যমান (হবে)—এই সম্পর্কে জ্ঞান; সেই বিষয়ে যা ধর্মস্থিতিজ্ঞান তাও ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী—এই সম্পর্কে জ্ঞান। এই গুলিই সাতাত্তর প্রকার জ্ঞানবত্থু (জ্ঞানের ভিত্তি)। এভাবে সাত প্রকার জ্ঞানবত্থু।

[... সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে প্রত্যেকটি পূরণ করতে হবে]

[সপ্তক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৮. অষ্টক নির্দেশ

৮০৭. তন্মধ্যে 'চারি মার্গে' এবং 'চারি ফলে প্রজ্ঞা' কিরূপ? স্রোতাপত্তি মার্গ সম্পর্কে প্রজ্ঞা; স্রোতাপত্তি ফল সম্পর্কে প্রজ্ঞা; সকৃদাগামী মার্গ সম্পর্কে প্রজ্ঞা; সকৃদাগামী ফল সম্পর্কে প্রজ্ঞা; অনাগামী মার্গ সম্পর্কে প্রজ্ঞা;

অনাগামী ফল সম্পর্কে প্রজ্ঞা; অরহত্ব মার্গ সম্পর্কে প্রজ্ঞা; অরহত্ব ফল সম্পর্কে প্রজ্ঞা; এই গুলি চারি মার্গ এবং চারি ফল সম্পর্কে প্রজ্ঞা। এভাবে আট প্রকারে জ্ঞানবখ্থু।

[অষ্টক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৯. নবক নির্দেশ

৮০৮. তন্মধ্যে নয় প্রকার আনুপূর্বিক-বিহার-সমাপত্তি সম্পর্কে প্রজ্ঞা কিরূপ? প্রথম-ধ্যান-সমাপত্তির প্রজ্ঞা; দ্বিতীয়-ধ্যান-সমাপত্তির প্রজ্ঞা; তৃতীয়-ধ্যান-সমাপত্তির প্রজ্ঞা; চতুর্থ-ধ্যান-সমাপত্তির প্রজ্ঞা; আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তির প্রজ্ঞা; বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তির প্রজ্ঞা; আকিঞ্চন-আয়তন-সমাপত্তির প্রজ্ঞা; নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তির প্রজ্ঞা; সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে উত্থিতের প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান—এইগুলো নয় প্রকার আনুপূর্বিক-বিহার-সমাপত্তি সম্পর্কে প্রজ্ঞা। এভাবে নয় প্রকারে জ্ঞানবখ্থু।

[নবক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১০. দশক নির্দেশ

৮০৯. (১) তন্মধ্যে 'তথাগতের স্থানকে (কারণকে) স্থানরূপে (কারণরূপে) এবং অস্থানকে (অকারণকে) অস্থানরূপে (অকারণরূপে) জানার যথার্থ জ্ঞান কিরূপ? এখানে তথাগত এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব (এবং) ইহার কোনো অবকাশ (সুযোগ) নেই যে একজন (সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন) ব্যক্তি (পুদ্গল) যেকোনো সংস্কারকে নিত্য বলে মনে করতে পারেন, এরূপ কারণ (হেতু) অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—কিন্তু "বাস্তবিক পক্ষে ইহা সম্ভব যে একজন পৃথগজন ব্যক্তি যেকোনো সংস্কারকে নিত্য বলে মনে করতে পারেন, এরূপ কারণ বিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ (সুযোগ) নেই যে একজন সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি যেকোনো সংস্কারকে সুখ বলে মনে করতে পারেন, এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে একজন পৃথগ্জন ব্যক্তি যেকোনো সংস্কারকে সুখ বলে মনে করতে পারেন, এরূপ কারণ বিদ্যামান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং

ইহার কোন সুযোগ (অবকাশ) নেই যে একজন সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যেকোনো সংস্কারকে আত্মা বলে বলে মনে করতে পারেন, এরূপ কারণ (হেতু) অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে একজন পৃথগ্‌জন ব্যক্তি যেকোনো সংস্কারকে আত্মা বলে মনে করতে পারেন, এরূপ কারণ বিদ্যামান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন সুযোগ (অবকাশ) নেই যে একজন সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তার মাতাকে হত্যা করতে পারেন, এরূপ কারণ (হেতু) অবিদ্যামান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে একজন পৃথগ্‌জন ব্যক্তি তার মাতাকে হত্যা করতে পারেন, এরূপ কারণ বিদ্যামান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে একজন সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তার পিতাকে হত্যা করবে... অরহতকে হত্যা করবে... প্রদুষ্টচিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত ঘটাবে... সংঘ ভেদ (সংঘের মধ্যে বিভেদ) করবে... অন্য শাস্তার শরণাপন্ন (অনুরাগী) হবে... অষ্টমবার ভবে উৎপন্ন হবে (অষ্টম জন্ম গ্রহণ করবে), এইরূপ কারণ (হেতু) অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে একজন পৃথগ্‌জন (সাধারণ ব্যক্তি) অষ্টমবার ভবে (সংসারে) উৎপন্ন হবে (জন্ম নেবে), এরূপ কারণ বিদ্যামান।

[... সর্বশেষ উদাহরণ অনুসারে পূরণ করতে হবে]

তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে একই সময়ে একই লোকধাতুতে (বিশ্ব-জগতে) দুইজন অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন, এরূপ কারণ অবিদ্যমান (ইহা হতে পারে না)"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে একই সময়ে একই লোকধাতুতে (জগতে) একজন মাত্র অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন, এরূপ কারণ বিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে একই সময়ে একই লোকধাতুতে (জগতে) দুইজন চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হবেন, এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে একই সময়ে একই লোকধাতুতে (জগতে) একজন মাত্র চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হবেন, এরূপ কারণ বিদ্যমান"।

তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে একজন স্ত্রীলোক অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন, এরূপ কারণ

(হেতু) অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা সম্ভব যে একজন পুরুষ অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ হবেন, এরূপ কারণ বিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে একজন স্ত্রীলোক চক্রবর্তী রাজা হবেন, এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে একজন পুরুষ চক্রবর্তী রাজা হবেন, এরূপ কারণ বিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে একজন স্ত্রীলোক শক্রত্ব লাভ করবেন, মারত্ব লাভ করবেন, ব্রহ্মত্ব লাভ করবেন; এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে একজন পুরুষ শক্রত্ব লাভ করবেন, মারত্ব লাভ করবেন, ব্রহ্মত্ব লাভ করবেন; এরূপ কারণ বিদ্যমান"।

তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে কায়িক দুশ্চরিত্রের বিপাক (শারীরিক দুষ্কার্যের ফল) আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হবে; এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে কায়িক দুশ্চরিত্রের বিপাক নিরানন্দজনক, অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞই হবে, এরূপ কারণ বিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব ও ইহার কোন অবকাশ নেই যে বাচনিক দুশ্চরিত্রের... মনোদুশ্চিত্রের (মানসিকভাবে কৃত দুষ্কার্যের) বিপাক আনন্দজনক, প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে, এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সম্ভব যে বাচনিক দুশ্চরিত্রের... মনোদুশ্চরিত্রের বিপাক নিরানন্দজনক, অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হবে; এরূপ কারণ বিদ্যমান"।

[... যথোপযুক্তভাবে পূরণ করতে হবে]

তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে কায়িক-সুচরিত্রের (কায়িকভাবে কৃত উত্তম কাজের) বিপাক নিরানন্দজনক, অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হবে; এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে কায়িকভাবে কৃত সুকর্মের বিপাক আনন্দজনক, প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে; এরূপ কারণ বিদ্যমান। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে বাচনিকভাবে কৃত সুকর্মের... মানসিকভাবে কৃত সুকর্মের বিপাক নিরানন্দজনক, অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হবে; এরূপ কারণ অবিদ্যমান"।

তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে, বাচনিক ভাবে কৃত সুকর্মের বিপাক... মানসিকভাবে কৃত সুকর্মের বিপাক আনন্দজনক, প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে; এরূপ কারণ বিদ্যমান"।

[... যথোপযুক্তভাবে পূরণ করতে হবে]

তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে কায়িকভাবে দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি তৎনিদানে তৎপ্রত্যয়ে (দুষ্কর্মের ফলবশতঃ) কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে; এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে কায়িকভাবে দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশত কায়-ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নরকে উৎপন্ন হবে (পুনঃ জন্ম গ্রহণ করবে); এরূপ কারণ বিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে বাচনিকভাবে দুষ্কর্মকারী... মানসিকভাবে দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশত কায়-ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে; এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এবাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে বাচনিকভাবে দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশত অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে... মানসিকভাবে দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশত কায়-ভেদে মুত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হবে; এরূপ কারণ বিদ্যমান"।

[... যথোপযুক্তভাবে পূরণ করতে হবে]

তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে কায়িকভাবে সুকর্মকারী ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হবে; এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে কায়িকভাবে সুকর্মকারী ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে; এরূপ কারণ বিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"ইহা অসম্ভব এবং ইহার কোন অবকাশ নেই যে বাচনকিভাবে সুকর্মকারী ব্যক্তি... মানসিক সুকর্মকারী ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হবে; এরূপ কারণ অবিদ্যমান"। তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্ভব যে বাচনিকভাবে সুকর্মকারী ব্যক্তি... মানসিকভাবে সুকর্মকারী ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত কায়-ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে; এরূপ কারণ বিদ্যমান"। যেই যেই ধর্মসমূহ হেতু এবং যেই

যেই ধর্মসমূহের উৎপত্তির কারণ হয়, তা তা কারণ; যেই যেই ধর্মসমূহ হেতু নহে এবং যেই যেই ধর্মসমূহের উৎপত্তির কারণ হয় না, তা তা অকারণ (অস্থান)। তন্মধ্যে যা প্রজ্ঞা, প্রজানন,... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই তথাগতের কারণকে কারণরূপে এবং অকারণকে অকারণরূপে জানার যথার্থ জ্ঞান।

[... যথোপযুক্তভাবে পূরণ করবে হবে]

৮১০. (২) তন্মধ্যে তথাগতের "অতীত, অনাগত ও বর্তমান কর্ম পরিগ্রহণের (সম্পাদিত কর্মের) বিপাক হেতুত ও কারণত যথার্থভাবে জানার জ্ঞান" কিরূপ? এখানে তথাগত এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"কিছু সম্পাদিত (কৃত) পাপকর্ম আছে যা গতিসম্পত্তি ব্যাহত করে, (গতিসম্পত্তিকে) ফলবর্তী করে না (পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করে না)"। কিছু সম্পাদিত পাপকর্ম আছে যা উপধিসম্পত্তি (দৈহিক সৌভাগ্য) ব্যাহত করে, (উপধিসম্পত্তিকে) ফলবতী করেনা। কিছু সম্পাদিত পাপকর্ম আছে যা কালসম্পত্তি (সুক্ষণ) প্রতিহত (ব্যাহত) করে, (সুক্ষণকে) ফলবতী করে না। কিছু সম্পাদিত পাপকর্ম আছে যা প্রয়োগ-সম্পত্তি ব্যাহত করে, (প্রয়োগ সম্পত্তিকে) ফলবতী করে না। কিছু সম্পাদিত পাপকর্ম আছে যা গতিবিপত্তি প্রাপ্ত করায় (গতিবিপত্তিকে) ফলবতী করে। কিছু সম্পাদিত পাপকর্ম আছে যা উপধি-বিপত্তিকে প্রাপ্ত করায়, ফলবতী করে। কিছু সম্পাদিত পাপকর্ম আছে যা কালবিপত্তি (অক্ষণ) প্রাপ্ত করায়, (চারি অপায়ে) ফল ভোগ করায়। কিছু সম্পাদিত পাপকর্ম আছে যা প্রয়োগবিপত্তি প্রাপ্ত করায়, ফলবতী করে। কিছু সম্পাদিত কল্যাণ (মঙ্গলজনক) কর্ম আছে যা গতিবিপত্তি ব্যাহত করে, (গতিবিপত্তিকে) ফলবতী করে না। কিছু সম্পাদিত কল্যাণকর্ম আছে যা উপধিবিপত্তি ব্যাহত করে, ফলবতী করে না। কিছু সম্পাদিত কল্যাণকর্ম আছে যা কালবিপত্তি ব্যাহত করে, ফলবতী করে না। কিছু সম্পাদিত কল্যাণকর্ম আছে যা প্রয়োগবিপত্তি ব্যাহত করে, ফলবতী করে না। কিছু সম্পাদিত কল্যাণকর্ম আছে যা গতিসম্পত্তি প্রাপ্ত করায়, (গতিসম্পত্তিকে) ফলবতী করে। কিছু সম্পাদিত কল্যাণকর্ম আছে যা উপধিসম্পত্তিকে প্রাপ্ত করায়, ফলবতী করে। কিছু সম্পাদিত কল্যাণকর্ম আছে যা কালসম্পত্তিকে প্রাপ্ত করায়, ফলবতী করে। কিছু সম্পাদিত কল্যাণকর্ম আছে যা প্রয়োগসম্পত্তি প্রাপ্ত করায়, ফলবর্তী করে। তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি—ইহা তথাগতের অতীত, অনাগত ও বর্তমান কর্মপরিগ্রহণের বিপাক হেতুত ও কারণত

যথার্থভাবে জানার জ্ঞান।

৮১১. (৩) তন্মধ্যে তথাগতের "সর্বত্রগামী প্রতিপদা সম্পর্কে যথাভূত (যথার্থ) জ্ঞান" কিরূপ? এখানে তথাগত এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—এই মার্গ, এই প্রতিপদা নরকগামী; তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—এই মার্গ, এই প্রতিপদা তির্যকলোকগামী; তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—এই মার্গ, এই প্রতিপদা প্রেতলোকগামী; তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—এই মার্গ, এই প্রতিপদা মনুষ্যলোকগামী; তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—এই মার্গ, এই প্রতিপদা দেবলোকগামী; তিনি এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—এই মার্গ, এই প্রতিপদা নির্বাণগামী; তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই তথাগতের সর্বত্রগামী প্রতিপদা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান।

৮১২. (৪) তন্মধ্যে তথাগতের "অনেক ধাতুর ও নানাধাতুর জগত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান" কিরূপ? এখানে তথাগত স্কন্ধ-নানাত্ব সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; আয়তন-নানাত্ব সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; ধাতু-নানাত্ব সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; "অনেক ধাতুর ও নানা ধাতুর লোক-নানাত্ব সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন"। তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই 'তথাগতের অনেক ধাতুর ও নানা ধাতুর জগত (লোক) সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান'।

৮১৩. (৫) তন্মধ্যে তথাগতের "সত্ত্বগণের নানা অভিপ্রায় (প্রবণতা) সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান" কিরূপ? এখানে তথাগত এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ আছে; প্রণীত (উত্তম) অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ আছে। হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করে, ভজনা (অনুসরণ) করে, পুনঃপুন মেলামেশা করে। প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করে, ভজনা করে, পুনঃপুন মেলামেশা করে।

অতীতকালেও হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করেছিল, ভজনা করেছিল, পুনঃপুন মেলামেশা করেছিল। প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করেছিল, ভজনা করেছিল, পুনঃপুন মেলামেশা করেছিল। ভবিষ্যৎকালেও হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করবে, ভজনা করবে, পুনঃপুন মেলামেশা করবে। প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করবে, ভজনা করবে, পুনঃপুন মেলামেশা করবে। তথায় যা

প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই তথাগতের 'সত্ত্বগণের নানা অভিপ্রায় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান'।

৮১৪. (৬) তন্মধ্যে তথাগতের "অপর সত্ত্বগণের, অপর পুদ্‌গলগণের ইন্দ্রিয়-পর্যায় (মনোভাব বা শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের অবস্থা) সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান কিরূপ? এখানে তথাগত সত্ত্বগণের আশয় সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অনুশয় সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; চরিত্র সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অভিপ্রায় সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; অল্প দোষযুক্ত, মহাদোষযুক্ত, তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়, মৃদু-ইন্দ্রিয়, সুশ্রী (ভালো গুণযুক্ত), বিশ্রী (গুণহীন), সুবিনীত, দুর্বিনীত, যোগ্য ও অযোগ্য সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

৮১৫. সত্ত্বগণের আশয় (প্রবৃত্তি) কিরূপ? "লোক (জগৎ) শাশ্বত" বা "লোক অশাশ্বত", "লোক অন্তবান" বা "লোক অনন্তবান;" "যেই জীব সেই শরীর" বা "জীব অন্য শরীর অন্য"; "মরণের পর তথাগত (সত্ত্ব) থাকে" বা "মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না" বা "মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে" বা "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না;" এভাবে সত্ত্বগণ ভবদৃষ্টি সন্নিশ্রিত (সংযুক্ত) হয়ে থাকেন বা বিভবদৃষ্টি সন্নিশ্রিত হয়ে থাকেন। এই উভয় অন্ত ত্যাগ করে এর প্রত্যয়ে (নির্দিষ্ট কারণত্বে) এবং প্রতীত্য-সমুৎপন্ন ধর্মে অনুকূল ক্ষান্তি (স্থিরতা) ও যথাভূত জ্ঞান প্রতিলাভ (অর্জিত) হয়। ইহা সত্ত্বগণের আশয়।

৮১৬. সত্ত্বগণের অনুশয়[1] কিরূপ? সাত প্রকার অনুশয়—কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয়। জগতে (লোকে) যা প্রিয়রূপ ও সাতরূপ (আনন্দজনক); এতেই সত্ত্বগণেই রাগানুশয় অনুশয়ন করে (সুপ্ত থাকে)। জগতে যা অপ্রিয়রূপ ও অসাতরূপ; এতেই সত্ত্বগণের প্রতিঘানুশয় অনুশয়ন করে; এভাবে এই দ্বিবিধ ধর্মে অবিদ্যা অনুক্ষণ (সব সময়) সংঘটিত হয় (বিদ্যমান

---

[1] **অনুশয় :** "থামগতট্‌ঠেন অনুসেন্তীতি অনুসয়া'—শক্তভাবে চিত্তসন্ততিতে শয়ন করে এই অর্থে অনুশয়; একটি বীজের মধ্যে যেমন ইহার ভবিষ্যতের অঙ্কুর, বৃক্ষ, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব ফুল-ফল ইত্যাদি যাবতীয় সন্ততি প্রচ্ছন্ন শক্তি আকারে নিহিত থাকে এবং মাটি, আদ্রতা জল বায়ু ইত্যাদি উপযুক্ত উপাদান লাভ করলে পুনঃ গজিয়ে উঠে, তেমন এই অনুশয়গুলি প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে প্রাণীগণের চিত্ত বা ভাবপ্রবাহে সুপ্ত, শায়িত থাকে। রূপ-রসগন্ধাদি অনুকূল অবলম্বন পেলেই ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির জলে উঠার ন্যায় জেগে উঠে। এই জাগরণই প্রাণিগণের জীবনে কাম-ক্রোধাদির তাড়না। জ্ঞানসাধনার চরম উৎকর্ষে না পৌঁছা পর্যন্ত অন্তরের এই সুপ্ত শক্তিগুলি নির্মূল হয় না।

থাকে) এবং তৎসহিত যুগ্মভাবে মান, দৃষ্টি এবং বিচিকিৎসাও দ্রষ্টব্য (অর্থাৎ তারাও সুপ্ত থাকে)। ইহাই সত্ত্বগণের অনুশয়।

৮১৭. সত্ত্বগণের চরিত্র কিরূপ? পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার, নীচ ভূমি প্রাপ্ত[1], মহাভূমিপ্রাপ্ত[2]; ইহাই সত্ত্বগণের চরিত্র।

৮১৮. সত্ত্বগণের অভিপ্রায় কিরূপ? হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ আছে, প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ আছে। হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করে, ভজনা করে, পুনঃপুন মেলামেশা করে। প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ প্রণীত অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করে, ভজনা করে, পুনঃপুন মেলামেশা করে।

অতীতকালেও হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করেছিল, ভজনা করেছিল, পুনঃপুন মেলামেশা করেছিল। প্রণীত অভিপ্রায়ের সত্ত্বগণ প্রণীত অভিপ্রায়ের সেবা করেছিল, ভজনা করেছিল, পুনঃপুন মেলামেশা করেছিল।

ভবিষ্যৎকালেও হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণ হীন অভিপ্রায়যুক্ত সত্ত্বগণকে সেবা করবে ভজনা করবে, পুনঃপুন মেলামেশা করবে। উত্তম অভিপ্রায়ের সত্ত্বগণ উত্তম অভিপ্রায়ের সত্ত্বগণকে সেবা করবে, ভজনা করবে, পুনঃপুন মেলামেশা করবে। ইহাই সত্ত্বগণের অভিপ্রায়।

৮১৯. সেই মহাদোষযুক্ত সত্ত্বগণ কারা? দশ প্রকারে ক্লেশবত্থু (বস্তু)—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, (পাপকার্যে) লজ্জা-হীনতা, (পাপকার্যে) ভয়হীনতা। এই দশ প্রকার ক্লেশ বত্থু যেই সত্ত্বগণের মধ্যে সেবিত, ভাবিত, বহুলীকৃত, বর্ধিত; ইহারাই সেই মহাদোষযুক্ত (মহারজ বা ক্লেশ যুক্ত) সত্ত্ব।

৮২০. সেই অল্পদোষযুক্ত সত্ত্বগণ কারা? এই দশ প্রকার ক্লেশবত্থু যেই সত্ত্বগণের মধ্যে অসেবিত, অভাবিত, অবহুলীকৃত ও অবর্ধিত; ইহারাই সেই অল্পদোষযুক্ত সত্ত্ব।

৮২১. সেই মৃদু-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সত্ত্বগণ কারা? পঞ্চ ইন্দ্রিয়—শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেই সত্ত্বগণের মধ্যে অসেবিত, অভাবিত, অবহুলীকৃত, অবর্ধিত; ইহারাই সেই মৃদু-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সত্ত্ব।

---

[1] পালি—পরিত্তভূমকো অর্থাৎ কামাবচর ভূমি বা স্তর (অর্থকথা)

[2] পালি—মহাভূমকো অর্থাৎ কামাবচর ব্যতীত অন্যান্য স্তরসমূহ, (অর্থকথা)

৮২২. সেই তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সত্ত্বগণ কারা? এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেই সত্ত্বগণের মধ্যে সেবিত, ভাবিত, বহুলীকৃত, বর্ধিত; ইহারাই সেই তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সত্ত্ব।

৮২৩. সেই বিশ্রী (অগুণযুক্ত) সত্ত্বগণ কারা? যেই সত্ত্বগণ পাপাশয় সম্পন্ন, পাপানুশয়যুক্ত, পাপচরিত্রযুক্ত, পাপ অভিপ্রায়যুক্ত, মহাদোষযুক্ত, মৃদু-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট; ইহারাই সেই বিশ্রী (অগুণযুক্ত) সত্ত্ব।

৮২৪. সেই সুশ্রী (ভালগুণযুক্ত) সত্ত্বগণ কারা? যেই সত্ত্বগণ কল্যাণ আশয়যুক্ত, কল্যাণচরিত্রযুক্ত, কল্যাণ অভিপ্রায়যুক্ত, অল্পদোষযুক্ত, তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট—ইহারাই সেই সুশ্রী (ভালগুণযুক্ত) সত্ত্ব।

৮২৫. দুর্বিনীত সত্ত্বগণ কারা? যেই সত্ত্বগণ অগুণযুক্ত (দোষপূর্ণ), প্রকৃতপক্ষে সেই সত্ত্বগণই দুর্বিনীত। যেই সত্ত্বগণ ভালগুণযুক্ত, বাস্তবিক সেই সত্ত্বগণই সুবিনীত।

৮২৬. সেই অযোগ্য সত্ত্বগণ কারা? যেই সত্ত্বগণ কর্মাবরণে সমন্বিত, ক্লেশাবরণে সমন্বিত, বিপাকাবরণে সমন্বিত, অশ্রদ্ধাবান, (কুশল সম্পাদনে) ছন্দহীন, দুষ্প্রাজ্ঞ (প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান সংযুক্ত), কুশল ধর্মের অপরিবর্তনীয় সম্যক অবস্থায় প্রবেশ করতে অক্ষম (অর্থাৎ মার্গ চিত্ত লাভে অক্ষম); ইহারাই যেই অযোগ্য সত্ত্ব।

৮২৭. সেই যোগ্য সত্ত্বগণ কারা? যেই সত্ত্বগণ কর্মাবরণে সমন্বিত নয়, ক্লেশাবরণে সমন্বিত নয়, বিপাকাবরণে সমন্বিত নয়, শ্রদ্ধাবান, (কুশলকর্ম সম্পাদনে) ইচ্ছুক, প্রজ্ঞাবান, কুশল ধর্মের অপরিবর্তনীয় সম্যক অবস্থায় প্রবেশ করতে সক্ষম (অর্থাৎ মার্গ-চিত্ত লাভে সক্ষম)। তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই তথাগতের “অপর সত্ত্বগণের, অপর পুদ্‌গলগণের ইন্দ্রিয়-পর্যায় (মনোভাব বা ইন্দ্রিয় অবস্থা) সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান”।

৮২৮. (৭) তন্মধ্যে তথাগতের “ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি-সমাপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সংক্লেশ (মালিন্য), পবিত্রতা, উত্থান যথার্থভাবে জানার জ্ঞান” কিরূপ? ধ্যানী বলতে বুঝায় চার প্রকার ধ্যানী। এক শ্রেণীর ধ্যানী আছে যারা প্রকৃতপক্ষে (ধ্যানস্তর) অর্জন করেন বটে কিন্তু পরিশেষে অকৃতকার্য (বিফল) হয়; এক শ্রেণীর ধ্যানী প্রকৃতপক্ষে বিফল হয় বটে কিন্তু পরিশেষে অর্জন করেন; এক শ্রেণীর ধ্যানী প্রকৃতপক্ষে অর্জন করেন; পরিশেষেও অর্জন করেন। এক শ্রেণীর ধ্যানী প্রকৃতপক্ষে বিফল হয়, পরিশেষেও বিফল হয়। ইহারা চার প্রকার ধ্যানী।

অপর চার প্রকার ধ্যানী—এক শ্রেণীর ধ্যানী মন্থরভাবে (দন্ধভাবে) (ধ্যান) সম্প্রাপ্ত হন, শীঘ্র উত্থিত হন; এক শ্রেণীর ধ্যানী শীঘ্র সম্প্রাপ্ত হন, দন্ধভাবে উত্থিত হন; এক শ্রেণীর ধ্যানী ধীরগতিতে সম্প্রাপ্ত হন, ধীরগতিতে উত্থিত হন; এক শ্রেণীর ধ্যানী শীঘ্র সম্প্রাপ্ত হন, শীঘ্র উত্থিত হন—ইহারা চার প্রকার ধ্যানী।

অপর চার প্রকার ধ্যানী—এক শ্রেণীর ধ্যানী সমাধিতে সমাধি-কুশল হন, কিন্তু সমাধিতে সমাপত্তিকুশল হন না; এক শ্রেণীর ধ্যানী সমাধিতে সমাপত্তিকুশল হন, কিন্তু সমাধিতে সমাধিকুশল হন না; এক শ্রেণীর ধ্যানী সমাধিতে সমাধিকুশল হন, এবং সমাধিতে সমাপত্তিকুশলও হন; এক শ্রেণীর ধ্যানী সমাধিতেও সমাধিকুশল হন না, এবং সমাধিতে সমাপত্তি কুশল ও হন না—ইহারাই চার প্রকার ধ্যানী।

ধ্যান বলতে বুঝায় চার প্রকার ধ্যান—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান।

বিমোক্ষ বলতে বুঝায় অষ্ট বিমোক্ষ। রূপী রূপসমূহ দর্শন করেন—ইহা প্রথম বিমোক্ষ।

অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী বাহির রূপ দর্শন করেন—ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

শুভ! এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়—ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করে, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ করে, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হয়ে 'আকাশ-অনন্ত' এই চিন্তা (ধ্যান) করে আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান) সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। সর্ব প্রকারে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ চিন্তা (ধ্যান) করে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান) সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন—ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

সর্ব প্রকারে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই নাই" এরূপ চিন্তা (ধ্যান) করে আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান) সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন—ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।

সর্ব প্রকারে আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন—ইহা সপ্তম বিমোক্ষ। সর্ব প্রকারে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন—ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

সমাধি বলতে বুঝায় তিন প্রকার সমাধি-সবিতর্ক-সবিচার সমাধি, অবিতর্ক-বিচারমাত্র সমাধি, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি।

সমাত্তিপতি বলতে বুঝায় নয় প্রকার আনুপূর্বিক বিহার সমাপত্তি প্রথম-ধ্যানসমাপত্তি, দ্বিতীয়-ধ্যানসমাপত্তি, তৃতীয়-ধ্যানসমাপত্তি, চতুর্থ-ধ্যানসমাপত্তি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি, আকিঞ্চন-আয়তন-সমাপত্তি, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন-সমাপত্তি, সংজ্ঞা বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি।

সংক্লেশ বলতে বুঝায় হানিভাগীয় ধর্ম; পবিত্রতা বিশেষভাগীয় ধর্ম; উত্থান বলতে পবিত্রতাই উত্থান; সেই সেই সমাধি হতে উত্থিত হয় বলেও উত্থান; এভাবে তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্ম বিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই তথাগতের "ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি-সমাপত্তি সম্পন্নের (লাভীর) সংক্লেশ, পবিত্রতা, উত্থান সম্পর্কে যথাভূত জ্ঞান"।

৮২৯. (৮) তন্মধ্যে তথাগতের পূর্বনিবাসানুস্মৃতি (জাতিস্মর জ্ঞান) সম্পর্কে যথাভূত (যথার্থ) জ্ঞান কিরূপ?

এখানে তথাগত নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন; যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমন কি শতসহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্পে ওই স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গ্রোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এরূপ আমার সুখদুঃখ অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হতে চ্যুত হয়ে সেই স্থানে আমি উৎপন্ন হই, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, এই আহার, এরূপ সুখদুঃখ অনুভব, এই পরমায়ু, তথা হতে চ্যুত হয়ে আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হয়েছি। এরূপ আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতি সহ নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। এভাবে তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই তথাগতের 'পূর্বনিবাসানুস্মৃতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান'।

৮৩০. (৯) তন্মধ্যে তথাগতের 'সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথাভূত জ্ঞান কিরূপ? এখানে তথাগত দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ, লোকাতীত, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখতে পান সত্ত্বগণ একস্থান হতে চ্যুত হয়ে অপর স্থানে উৎপন্ন হচ্ছে, প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—হীন-উৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম অধমবর্ণের সত্ত্বগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছে; এ সকল মহানুভব সত্ত্বগণ কায়-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক্-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, মনঃদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টি প্রণোদিত

কর্মপরিগ্রাহী হবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয়েছে; অথবা এ সকল মহানুভব জীব, কায়সুচরিত্র সমন্বিত, বাক্‌সুচরিত্র সমন্বিত, মনঃসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্যক দৃষ্টি প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। ইত্যাদিভাবে দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখতে পান—সত্ত্বগণ একস্থান হতে চ্যুত হয়ে অন্য স্থানে উৎপন্ন হচ্ছে। প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের সত্ত্বগণ আপন আপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবে তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই তথাগতের ‘সত্ত্বগণের চ্যুতি- উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান’।

৮৩১. (১০) তন্মধ্যে তথাগতের ‘আসবসমূহের ক্ষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান’ কিরূপ? এখানে তথাগত আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। এভাবে তথায় যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... (৫২৫ নং প্যারা)... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; ইহাই তথাগতের ‘আসবসমূহের ক্ষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান’।

[দশক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

[জ্ঞান বিভঙ্গ সমাপ্ত]

১৭. ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ[1]

১. একক মাতিকা

৮৩২. (১) জন্মমদ (২) গোত্রমদ (৩) আরোগ্যমদ (৪) যৌবনমদ (৫) জীবিতমদ (৬) লাভমদ (৭) সৎকারমদ (৮) গৌরবমদ (৯) মর্যাদামদ (১০) পরিবারমদ (১১) ভোগমদ (১২) বর্ণমদ (১৩) শ্রুত (পাণ্ডিত্য) মদ (১৪) প্রতিভানমদ (১৫) বিশারদমদ (১৬) পিণ্ডপাতিক মদ (১৭) অঘৃণ্যমদ (১৮) ঈর্যাপথমদ (১৯) ঋদ্ধিমদ (২০) যশমদ (২১) শীলমদ (২২) ধ্যানমদ (২৩) শিল্পমদ (২৪) উচ্চতামদ (২৫) (দৈহিক) পরিধিমদ (২৬) আকৃতিমদ (২৭) (দৈহিক) পটরিপূর্ণতামদ (২৮) মদ (অহঙ্কার) (২৯) প্রমাদ (কর্তব্যকর্মে অবহেলা) (৩০) রূঢ়তা (স্তম্ভিক অবস্থা) (৩১) প্রচন্ডতা (৩২) অতি ইচ্ছুকতা (লোলুপতা) (৩৩) মহেচ্ছুতা (৩৪) পাপেচ্ছুতা (৩৫) দম্ভ (অসার বাবুগিরি) (৩৬) বলবতী আকাঙ্ক্ষা (তৃষ্ণা) (৩৭) চাঞ্চল্য (৩৮) শিষ্টাচার হীনতা (অভদ্র আচরণ) (৩৯) অরতি (অনীহা) (৪০) ক্লান্তি (৪১) তন্দ্রালুতা (৪২) ভত্তসম্মদ (ভোজনজনিত অলসতা) (৪৩) মানসিক-অলসতা (ঢিলেভাব) (৪৪) কুহনা (৪৫) লপনা (৪৬) নৈমিত্তিকতা (৪৭) নিষ্পেষিকতা (৪৮) লাভের দ্বারা লাভ আকাঙ্ক্ষা (অনুসন্ধান) (৪৯) 'আমি শ্রেষ্ঠ' এরূপ মান (৫০)'আমি সদৃশ' এরূপ মান (৫১) 'আমি হীন' এরূপ মান (৫২) শ্রেষ্ঠের 'আমি শ্রেষ্ঠ' এরূপ মান (৫৩) শ্রেষ্ঠের 'আমি সদৃশ' এরূপ মান (৫৪) শ্রেষ্ঠের 'আমি হীন' এরূপ মান (৫৫) সদৃশের 'আমি শ্রেষ্ঠ' এরূপ মান (৫৬) সদৃশের 'আমি সদৃশ' এরূপ মান (৫৭) সদৃশের 'আমি হীন' এরূপ মান (৫৮) হীনের 'আমি শ্রেষ্ঠ' এরূপ মান (৫৯) হীনের 'আমি সদৃশ' এরূপ মান (৬০) হীনের 'আমি হীন' এরূপ মান (৬১) মান (৬২) অতিমান (৬৩) মানাতিমান (৬৪) আত্ম-অবজ্ঞা মান (৬৫) অধিমান (৬৬) আমিত্ব মান (আত্মশ্লাঘা) (৬৭) মিথ্যা মান (৬৮) জ্ঞানবিতর্ক (৬৯) জনপদ বিতর্ক (৭০) অমর বিতর্ক (৭১) পর-অনুকম্পা সংযুক্ত বিতর্ক (৭২) লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি-সংযুক্ত বিতর্ক (৭৩) অঘৃণ্য বিতর্ক।

[একক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

---

[1] চিত্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ বর্ণনা (তালিকা)।

২. দুক মাতিকা

৮৩৩. (১) ক্রোধ এবং উপনাহ (ক্রোধন্ধতা) (২) ম্রক্ষ এবং পর্যাস (৩) ঈর্ষা ও মাৎসর্য (৪) মায়া ও শঠতা (৫) অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণা (৬) ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি (৭) শাশ্বতদৃষ্টি এবং উচ্ছেদদৃষ্টি (৮) অন্তবান দৃষ্টি ও অনন্তবান দৃষ্টি (৯) পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি (১০) লজ্জাহীনতা ও ভয়হীনতা[1] (১১) অবাধ্যতা ও পাপমিত্রতা (১২) কুটিলতা ও অভদ্রতা (১৩) অসহিষ্ণুতা (অক্ষান্তি) ও অসংযমতা (দুর্বিনীত) (১৪) অশান্ত-অবস্থা (রূঢ়তা) ও অসহযোগিতা (১৫) ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা (অরক্ষিতভাব) ও ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা (১৬) বিস্মৃতিশীলতা ও অসম্প্রজ্ঞতা (১৭) শীলবিপত্তি ও দৃষ্টিবিপত্তি (১৮) অধ্যাত্ম-সংযোজন ও বাহির সংযোজন।

[দুক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৩. তিক মাতিকা

৮৩৪. (১) তিন প্রকার অকুশলমূল (২) তিন প্রকার অকুশল বিতর্ক (৩) তিন প্রকার অকুশল-সংজ্ঞা (৪) তিন প্রকার অকুশল ধাতু (৫) তিন প্রকার দুশ্চরিত্র (৬) তিন প্রকার আসব (৭) তিন প্রকার সংযোজন (৮) তিন প্রকার তৃষ্ণা (৯) অন্যভাবেও তিন প্রকার তৃষ্ণা (১০) অন্য প্রকারে ত্রিবিধ তৃষ্ণা (১১) তিন প্রকার এষণা (অন্বেষণ) (১২) তিন প্রকার মানশীলতা (অহংঙ্কার) (১৩) তিন প্রকার ভয় (১৪) তিন প্রকার তম (১৫) তিন প্রকার তীর্থায়তন (১৬) তিন প্রকার প্রতিবন্ধক (বাধা) (১৭) তিন প্রকার কলঙ্ক (দূষণ) (১৮) তিন প্রকার মল (১৯) তিন প্রকার বিষম (২০) অপর তিন প্রকার বিষম (২১) তিন প্রকার অগ্নি (২২) তিন প্রকার কষায় (রঞ্জন) (২৩) অপর তিন প্রকার কষায় (২৪) আস্বাদ দৃষ্টি, আত্মানুদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি (২৫) অরতি, উৎপীড়ন, অধর্মচর্যা (পাপাচার) (২৬) অবাধ্যতা, পাপমিত্রতা,

---

[1] কায়দুশ্চরিতাদির প্রতি লজ্জা ও ঘৃণাই হ্রী এবং আত্মমর্যাদাবোধই এই হ্রী বা লজ্জার কারণ। আর, কায় দুশ্চরিতাদি পাপ কর্মের প্রতি ভয়, উদ্বিগ্নতাই অপত্রপা। লোকনিন্দা, দুর্গতি-ভয় কারাদণ্ড ইত্যাদি বাহ্যিক আধিপত্যই অপত্রপার কারণ। হ্রী ও অপত্রপা, এই কুশল মনোবৃত্তি যার আছে তার পাপ প্রবৃত্তি বর্জন ও পুণ্যময় প্রবৃত্তির গঠনে অন্যের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। মানুষ্য জীবনে ইহারা দেবসম্পদ স্বরূপ, মানুষকে ইতর প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠ, মহৎ করে রাখে। এজন্য ইহাদের অপর নাম লোকপালক। ইহাদের বিপরীত অহ্রী ও অনপত্রপা বা লজ্জাহীনতা ও ভয়হীনতা যা মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে।

নানাত্বসংজ্ঞা (২৭) ঔদ্ধত্য, আলস্য, প্রমাদ (২৮) অসন্তুষ্টিতা, অসম্প্রজ্ঞানতা, মহেচ্ছা (অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা) (২৯) নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, প্রমাদ (৩০) অনাদরতা, অবাধ্যতা, পাপমিত্রতা (৩১) অশ্রদ্ধা, কৃপণতা, অলসতা (৩২) ঔদ্ধত্য, অসংবর, দুঃশীলতা (৩৩) আর্যগণের অদর্শনেচ্ছা, সদ্ধর্ম অশ্রবণেচ্ছা, ভর্ৎসনাপূর্ণ চিত্ততা (৩৪) বিস্মৃতিশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান, চিত্তের বিক্ষেপ (৩৫) অজ্ঞানপূর্ণ মনস্কার, কুমার্গ সেবন, মানসিক অলসতা (চিত্তের লীনভাব)।

[তিক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৪. চতুষ্ক মাতিকা

৮৩৫. (১) চার প্রকার আসব (২) চার প্রকার গ্রন্থি (৩) চার প্রকার ওঘ (৪) চার প্রকার যোগ (৫) চার প্রকার উপাদান (৬) চার প্রকার তৃষ্ণা উৎপত্তি (৭) চার প্রকার অগতিগমন (৮) চার প্রকার বিপ্রল্লাস (বিভ্রম) (৯) চার প্রকা অনার্য ভাষণ (ভাষা ব্যবহার) (১০) অপর চার প্রকার অনার্য ভাষণ (১১) চার প্রকার দুশ্চরিত্র (১২) অপর চার প্রকার দুশ্চরিত্র (১৩) চার প্রকার ভয় (১৪) অপর চার প্রকার ভয় (১৫) চার প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি।

[চতুষ্ক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৫. পঞ্চক মাতিকা

৮৩৬. (১) পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন (২) পঞ্চ উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (৩) পঞ্চ মাৎসর্য (৪) পঞ্চসঙ্গ (সংলগ্নতা বা বন্ধনী) (৫) পঞ্চ শল্য (বাণ) (৬) পঞ্চ চেতস্খিল (৭) চিত্তের পঞ্চ বিনিবন্ধ (৮) পঞ্চ নীবরণ (৯) পঞ্চ আনন্তরিক (গুরু) কর্ম (১০) পঞ্চ (মিথ্যা) দৃষ্টি (১১) পঞ্চ বৈর (১২) পঞ্চ ব্যসন (১৩ পঞ্চ অক্ষান্তিজনিত (অসহিষ্ণুতার) আদীনব (উপদ্রব) (১৪) পঞ্চ ভয় (১৫) পঞ্চ দৃষ্টকর্ম নির্বাণবাদ।

[পঞ্চক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৬. ছক্ক মাাতিকা

৮৩৭. (১) ছয় প্রকার বিবাদমূল (২) ছয় প্রকার ছন্দরাগ (৩) ছয় প্রকার বিরোধবত্থু (৪) ছয় প্রকার তৃষ্ণাকায় (৫) ছয় প্রকার অগৌরব (৬) ছয় প্রকার পরিহানী ধর্ম (৭) অপর ছয় প্রকার পরিহানী ধর্ম (৮) ছয় প্রকার

সৌমনস্য-উপবিচার (৯) ছয় প্রকার দৌমনস্য-উপবিচার (১০) ছয় প্রকার উপেক্ষা-উপবিচার (১১) ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত (সাংসারিক) সৌমনস্য (১২) ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত দৌমনস্য (১৩) ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত উপেক্ষা (১৪) ছয় প্রকার (মিথ্যা) দৃষ্টি।

[ছক্ক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৭. সপ্তক মাতিকা

৮৩৮. (১) সাত প্রকার অনুশয় (২) সাত প্রকার সংযোজন (৩) সাত প্রকার পূর্বাধিকার (পূর্ব সংস্কারযুক্ত) (৪) সাত প্রকার অসদ্ধর্ম (৫) সাত প্রকার দুশ্চরিত্র (৬) সাত প্রকার মান (৭) সাত প্রকার (মিথ্যা) দৃষ্টি।

[সপ্তক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৮. অষ্টক মাতিকা

৮৩৯. (১) অষ্টবিধ ক্লেশবত্থু (২) অষ্টবিধ আলস্যের ভিত্তি (৩) অষ্ট লোকধর্মে চিত্তের প্রতিঘাত (৪) অষ্টবিধ অনার্য ব্যবহার (কথন) (৫) অষ্টবিধ মিথ্যাত্ব (৬) অষ্টবিধ পুরুষদোষ (৭) অষ্টবিধ অসংজ্ঞীবাদ (৮) অষ্টবিধ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞীবাদ।

[অষ্টক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৯. নবক মাতিকা

৮৪০. (১) নয় প্রকার আঘাতবত্থু (২) নয় প্রকার পুরুষমল (৩) নয় প্রকার মান (৪) নয় প্রকার তৃষ্ণামূলক ধর্ম (৫) নয় প্রকার উত্তেজনা (৬) নয় প্রকার কল্পনা (অভিমান) (৭) নয় প্রকার চাঞ্চল্য (৮) নয় প্রকার প্রপঞ্চ (৯) নয় প্রকার সংস্কৃত।

[নবক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

১০. দশক মাতিকা

৮৪১. (১) দশ প্রকার ক্লেশবত্থু (২) দশ প্রকার আঘাতবত্থু (৩) দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ (৪) দশ প্রকার সংযোজন (৫) দশ প্রকার মিথ্যাত্ব (৬) দশ বত্থুক মিথ্যাদৃষ্টি (৭) দশবত্থুক অন্তগ্রাহিক দৃষ্টি (একান্তবাদী)।

[দশক মাতিকা এখানে সমাপ্ত]

৮৪২. আঠারো প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত[1] আধ্যাত্মিক (স্কন্ধের) সহিত সম্পৃক্ত (সংশ্লিষ্ট); আঠারো প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত বাহির স্কন্ধের সহিত সম্পৃক্ত; এগুলোকে একত্রিতভাবে পুঞ্জাকারে সংক্ষেপ করলে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত হয়ে থাকে। এভাবে অতীতে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত, অনাগতে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত, বর্তমানে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত; এগুলো একত্রিতভাবে সমষ্টি আকারে সংক্ষেপ করলে একশত আট প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত হয়ে থাকে। যেই বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মজাল বেয়্যাকরণে (ব্যাকরণ, ব্যাখ্যা-বিবৃতি, গাথাবিহীন সূত্রে) উক্ত (ব্যাখ্যাত) হয়েছে।

[মাতিকা সমাপ্ত]

১. একক নির্দেশ

১. জাতিমদ (জন্মমদ)

৮৪৩. তন্মধ্যে 'জন্মমদ' কিরূপ? জন্মের প্রত্যয় (জন্মকে ভিত্তি করে) যেই মদ (গর্ব), অহংকার, দম্ভ, মান অভিমান, গৌরব, (আত্মতৃপ্তি), মর্যাদা (উচ্চপদ), ঔদ্ধত্য (আত্মবিজ্ঞপ্তি), ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান (মিথ্যাবড়াই), চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, ইহাকে জন্মমদ বলে।

২-২৭. গোত্রমদাদি

৮৪৪. তন্মধ্যে গোত্রমদ কিরূপ? গোত্রের প্রত্যয়ে... আরোগ্যের প্রত্যয়ে... যৌবনের প্রত্যয়ে... জীবিতের প্রত্যয়ে... লাভের প্রত্যয়ে... সৎকারের প্রত্যয়ে... গৌরবের প্রত্যয়ে... মর্যাদার প্রত্যয়... পরিবারের প্রত্যয়... ভোগের প্রত্যয়ে... বর্ণের প্রত্যয়ে... শ্রুতের প্রত্যয়ে... প্রতিভাণের প্রত্যয়ে... বৈশারদ্যের প্রত্যয়ে... পিণ্ডপাতিক প্রত্যয়ে... অঘৃণ্য প্রত্যয়ে... ইর্যাপথ প্রত্যয়ে... ঋদ্ধি প্রত্যয়ে... যশ প্রত্যয়ে... শীল প্রত্যয়ে... ধ্যান প্রত্যয়ে... শিল্প প্রত্যয়ে... উচ্চতা প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে... দৈহিক পরিধি প্রত্যয়ে... আকৃতি প্রত্যয়ে... পরিপূর্ণতা প্রত্যয়ে যেই মদ, অহংকার, দম্ভ, মান, অভিমান, গৌরব, মর্যাদা, ঔদ্ধত্য, ধ্বজা, অনুমান, চিত্তের প্রস্রদ্ধি

---

[1] তণ্হাবিচরিত—তীব্র আকাঙ্ক্ষাযুক্ত চিন্তা, তৃষ্ণার ভাবনা, ঈপ্সিত বস্তু লাভের উপায় চিন্তা তৃষ্ণার অনুকূল স্বভাব।

লাভের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, ইহাকে পরিপূর্ণতা মদ বলে।

২৮. মদ

৮৪৫. তন্মধ্যে 'মদ' কিরূপ? যা মদ, অহংকার, দম্ভ, মান, অভিমান, গৌরব, মর্যাদা, ঔদ্ধত্য, ধ্বজা, অনুমান, চিত্তের প্রস্রব্ধি লাভের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, ইহাকে পরিপূর্ণতা মদ (গর্ব) বলে।

২৯. প্রমাদ

৮৪৬. তন্মধ্যে 'প্রমাদ' কিরূপ? কায়-দুশ্চরিত্র বা বাক্য দুশ্চরিত্র বা মনো দুশ্চরিত্র বা পঞ্চ কামগুণের প্রতি চিত্তের যে বশ্যতা (অধীনতা), পুনঃপুন বশ্যতা (প্রবনতা) অথবা কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় (পরিপূর্ণতায়) অসতর্ক-কার্যতা (অসাবধানতা), কার্যে অধ্যবসায়হীনতা, অদৃঢ়তা, অলসতা, নিক্ষিপ্ত-ধুরতা, নিক্ষিপ্ত-ছন্দতা (অনিচ্ছুকতা), অসেবন (অনভ্যাস), অভাবনা, অবহুলীকর্ম, অনধিষ্ঠান (দৃঢ় সংঙ্কল্পহীনতা), অননুশীলন, প্রমাদ; যা এরূপ প্রমাদ, অসতর্কাবস্থা, প্রমত্ততা, ইহাকে প্রমাদ বলে।

৩০. রূঢ়তা (স্তম্ভিত অবস্থা)

৮৪৭. তন্মধ্যে রূঢ়তা কিরূপ? যা স্তম্ভ (অচলতা), কঠিনতা, রূঢ়তা (নির্দয়তা), কর্কশতা, চণ্ডতা (উগ্রতা), চিত্তের অসরলতা, অমৃদুতা, ইহাকে রূঢ়তা বলে।

৩১. প্রচণ্ডতা

৮৪৮. তন্মধ্যে প্রচণ্ডতা কিরূপ? যা প্রচণ্ডতা, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, উগ্র অবস্থা, ইহাকে প্রচণ্ডতা বলে।

৩২. অতি ইচ্ছুকতা (লোলুপতা)

৮৪৯. তন্মধ্যে 'অতি ইচ্ছুকতা' কিরূপ? (প্রাপ্ত) চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীর প্রত্যয়-স্বরূপ ভৈষজ্য-উপকরণ বা পঞ্চ কামগুণের যেকোনোটির প্রতি অসন্তুষ্ট ব্যক্তির অধিক (সর্বোৎকৃষ্ট) পাবার ইচ্ছা; যা এরূপ ইচ্ছা পোষণ, অতি ইচ্ছুকতা (সর্বোৎকৃষ্ট পাবার আকাঙ্ক্ষা), রাগ (আসক্তি), অনুরাগ, চিত্তের মোহাচ্ছন্নতা (হতবুদ্ধিতা), ইহাকে অতি ইচ্ছুকতা বলে।

৩৩. মহেচ্ছুতা

৮৫০. তন্মধ্যে 'মহেচ্ছুতা' কিরূপ? চীবর... ৮৪৯ নং প্যারা...

ইচ্ছাপোষণ, মহেচ্ছুতা (সর্বাধিক পাবার আকাঙ্ক্ষা), রাগ... ; ইহাকে মহেচ্ছুতা বলে।

৩৪. পাপেচ্ছুতা

তন্মধ্যে 'পাপেচ্ছুতা' কিরূপ? এখানে কোন কোন ব্যক্তি (নিজে) অশ্রদ্ধাবান হয়েও এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন—'জনগণ আমাকে শ্রদ্ধাবান বলে জানুক'; দুঃশীল হয়েও 'জনগণ আমাকে শীলবান বলে মনে করুক'—এরূপ ইচ্ছা পোষন করেন; অল্প শ্রুত হয়েও 'জনগণ আমাকে বহুশ্রুত মনে করুক'—এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন; সংসর্গপ্রিয় হয়েও 'জনগণ আমাকে নির্জনপ্রিয় (একাকী বিচরণকারী) মনে করুক (জানুক)'—এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন। আলস্যপরায়ণ হয়েও 'জনগণ আমাকে আরব্ধ বীর্যবান (উদ্যমশীল) মনে করুক'—এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন; মূঢ়স্মৃতি (বিস্মৃতিপরায়ণ) হয়েও 'জনগণ আমাকে উপস্থিত-স্মৃতিসম্পন্ন (প্রত্যুতপন্নমতি) মনে করুক'—এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন; অসমাহিত হয়েও 'জনগণ আমাকে সমাহিত মনে করুক'—এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন; দুষ্প্রাজ্ঞ হয়েও 'জনগণ আমাকে প্রজ্ঞাবান মনে করুক'—এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন; অক্ষীণাসব ক্লেশ-অমুক্ত) হয়েও 'জনগণ আমাকে ক্ষীণাসব (ক্লেশমুক্ত) মনে করুক'—এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন; যা এরূপ ইচ্ছা, ইচ্ছাপোষণ, পাপেচ্ছুতা, রাগ (আকাঙ্ক্ষা), অনুরাগ (আসক্তি), চিত্তের মোহাচ্ছন্নতা (বিহ্বলতা), ইহাকে পাপেচ্ছুতা বলে।

৩৫. দম্ভ (অসার বাবুগিরি)

৮৫২. তন্মধ্যে 'দম্ভ' কিরূপ? যা দম্ভ, ভূষণ-প্রিয়তা, চতুরতা, ধূর্ততা, ছল, ভান, ইহাকে দম্ভ বলে।

৩৬. বলবতী আকাঙ্ক্ষা

৮৫৩. তন্মধ্যে 'বলবতী আকাঙ্ক্ষা' কিরূপ? যা বলবতী আকাঙ্ক্ষা, লোভ, তৃষ্ণা, লোলুপতা, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণতা, অভিলাস (ইচ্ছা), আকুলতা, দক্ষতা লাভের বলবতী ইচ্ছা, ইহাকে বলবতী আকাঙ্ক্ষা বলে।

৩৭. চাঞ্চল্য

৮৫৪. তন্মধ্যে 'চাঞ্চল্য' কিরূপ? চীবরের সাজসজ্জা, পাত্রের সাজসজ্জা, শয়নাসনের সাজসজ্জা বা এই পূতি (পঁচা) দেহের বা বাহ্যিক উপকরণের

মণ্ডন (সজ্জিতকরণ), বিভূষণ, সংশোভিতকরণ, সৌষ্ঠব সম্পাদন, লিপ্সা, আকাঙ্ক্ষা (লোলুপতা), চপলতা, চাঞ্চল্য; ইহাই চাঞ্চল্য বলে।

৩৮. শিষ্টাচার হীনতা (অভদ্র আচরণ)

৮৫৫. তন্মধ্যে 'শিষ্টাচার হীনতা' কিরূপ? মাতার প্রতি বা পিতর প্রতি বা জ্যেষ্ঠের প্রতি (বৃদ্ধের) প্রতি বা ভ্রাতার প্রতি বা আচার্যের প্রতি বা উপাধ্যায়ের প্রতি বা বুদ্ধের প্রতি বা শ্রাবকগণের প্রতি বা অন্যান্য গুরুস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ, বৈপরীত্য (সদা বিপরীতভাব), অনাদর (অবজ্ঞা), অসম্মান, অগৌরভ (অপমান), অনধীনতা (অননুবর্তি), ইহাকে অশিষ্টাচার (অভদ্র আচরণ)।

৩৯. অরতি (অনীহা)

৮৫৬. তন্মধ্যে 'অরতি' কিরূপ? নির্জন (দূরবর্তী) শয়নাসনের প্রতি বা অন্যান্য অধিকুশল (উচ্চতর কুশল) ধর্মের প্রতি অরতি, উৎসাহহীনতা, অনভিরতি, উদ্যোগহীনতা, উৎকণ্ঠা (উদ্বেগ), বিরক্তি; ইহাই অরতি।

৪০. ক্লান্তি

৮৫৭. তন্মধ্যে 'ক্লান্তি' কিরূপ? যা ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসাদ, অলসতা, ঢিলামি, অকর্মণ্যতা; ইহাই ক্লান্তি।

৪১. তন্দ্রালুতা

৮৫৮. তন্মধ্যে 'তন্দ্রালুতা' কিরূপ? যা কায়ের জৃম্ভণ (তন্দ্রালুতা), হাই, তোলা, আনমনা, বিমনা (অনিচ্ছুতা), অবসন্নমনা, সঙ্কোচনমনা, কায়িক অস্থিরতা; ইহাই তন্দ্রালুতা।

৪২. ভত্তসম্মদ (ভোজনজনিত অলসতা)

৮৫৯. তন্মধ্যে 'ভত্তসম্মদ' কিরূপ? ভুক্ত ব্যক্তির যা ভোজনজনিত মূর্চ্ছা, ভোজনজনিত শ্রান্তি, ভোজনজনিত অস্বস্তি (কায়িক ভারবোধ), কায়িক দুষ্টতা (শারীরিক অযোগ্যতা); ইহাই ভত্তসম্মদ।

৪৩. মানসিক অলসতা (ঢিলাভাব)

৮৬০. তন্মধ্যে 'মানসিক আলস্য' কিরূপ? যা চিত্তের অসুস্থতা (অনীহা), অকর্মণ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, সংলগ্নতা, জড়তা, ঢিলামিতা, স্তব্ধতা, ঔদাস্য, আলস্যতা, চিত্তের আলস্যপরায়ণতা; ইহাই মানসিক অলসতা।

৪৪. কুহনা (ছলনা বা প্রতারণা)

৮৬১. তন্মধ্যে 'কুহনা' কিরূপ? লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি-সন্নিশ্রিত (সংযুক্ত) পাপেচ্ছুর ও স্বভাবত ইচ্ছালোলুপের প্রত্যয় প্রতিসেবন হেতু (ব্যবহার্য বস্তু-উপকরণ উপভোগের জন্য) সামন্ত জল্পনা (পরোক্ষ স্বগুণ ভাষণ) অথবা ঈর্যাপথের বিন্যাস, স্থাপন, সংস্থাপন, ভ্রুকুটি, ভ্রুকুটি-করণ, কুহনা (ছলনা), প্রতারণা, কপটতা (ভণ্ডামি); ইহাই কুহনা।

৪৫. লপনা

৮৬২. তন্মধ্যে 'লপনা' কিরূপ? লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি-সন্নিশ্রিত (সংযুক্ত) পাপেচ্ছুর ও স্বভাবত ইচ্ছালোলুপের প্রত্যয় প্রতি যা অনুনয় (সানুনয় প্রার্থনা), তোষামোদ, আলাপ-আলোচনা, অত্যন্ত প্রশংসাকরণ, বক বক করে বলা (কথাবার্তা), যাচ্ঞাকরণ, উল্লেখকরণ, মিষ্টকবাক্যে তুষ্টকরণ, পুনঃপুন তুষ্টকরণ, প্রিয়বাক্য বলে সন্তুষ্টকরণ, অনুচিত স্তুতি, সত্যাসত্য কথায় অপরের মন সন্তুষ্টকরণ, (প্রাপ্তির আশায়) অপরের সন্তানদের আদরকরণ, ইহাকে লপনা বলে।

৪৬. নৈমিত্তিকতা

৮৬৩. তন্মধ্যে 'নৈমিত্তিকতা' কিরূপ? লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি (যশ)-সন্নিশ্রিত পাপেচ্ছুকের ও স্বভাবত ইচ্ছালোলুপের পরের প্রতি যেই নিমিত্ত (সঙ্কেত) জ্ঞাপন, নিমিত্তকর্ম (পরোক্ষে ইঙ্গিত), বিজ্ঞাপন (ইশারা) কথা, বিজ্ঞাপনকর্ম, পরোক্ষে আত্মগুণ প্রকাশন, পরিকথা, ইহাকে নৈমিত্তিকতা বলে।

৪৭. নিষ্পেষিকতা

৮৬৪. তন্মধ্যে 'নিষ্পেষিকতা' কিরূপ? লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি (যশ)-সন্নিশ্রিত পাপেচ্ছুকের ও স্বভাবত ইচ্ছালোলুপের পরের প্রতি যেই আক্রোশ, দুর্ব্যবহার (অপদস্থকরণ), তিরস্কার[1] (কলঙ্ক আরোপ), উৎক্ষেপনা[2], সমুৎক্ষেপনা[3], বিদ্রুপ[4], উপহাস[5], অপবাদ[6] (বিরুদ্ধ সমালোচনা),

---

[1] পালি 'গরহনা'—অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন ইত্যাদি বলে দোষারোপণ।

[2] দান দিচ্ছে না দেখে 'আহা দানপতি'! বলে উপহাস করা।

[3] দান দিচ্ছে না দেখে 'মহা দানপতি'! বলে বারংবার উহাস করা।

[4] 'এই ব্যক্তি কোনো রকমে জীবন যাপন করেন, কে এর বীজ (শস্য) আহার করবে

অপমান, দুর্নাম রটনা[7], অসাক্ষাতে নিন্দা অর্থাৎ সম্মুখে মধুর কথা বলে পরোক্ষ নিন্দা প্রচার; ইহাই নিষ্পেষিকতা।

৪৮. লাভের দ্বারা অন্বেষণ

৮৬৫. তন্মধ্যে 'লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ' কিরূপ? লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি-সন্নিশ্রিত পাপেচ্ছুক ও স্বভাবত ইচ্ছালোলুপ যে এখানে লব্ধ আমিষ (ভোগ্যবস্তু) অমুক স্থানে (সেখানে) নিয়ে যায় অথবা সেখানে লব্ধ ভোগ্যবস্তু এখানে আনয়ন করে; যা আমিষের এরূপ অন্বেষণ, অনুসন্ধান, খোঁজ, স্পৃহা, গবেষণা, প্রবৃত্তি (পাওয়ার চেষ্টা), ইহাকে 'লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ' বলে।

৪৯. আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান

৮৬৬. তন্মধ্যে 'আমি শ্রেষ্ঠ'—এরূপ মান কিরূপ?' এখানে কেউ কেউ জন্মকে ভিত্তি করে বা গোত্রকে ভিত্তি করে বা সৎপরিবারকে ভিত্তি করে বা দৈহিক বর্ণ-সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে বা ধনসম্পদকে ভিত্তি করে বা অধ্যয়নকে ভিত্তি করে বা কর্মায়তনকে ভিত্তি করে বা শিল্পায়তনকে ভিত্তি করে বা বিদ্যাস্থানকে ভিত্তি করে বা পাণ্ডিত্যকে ভিত্তি করে বা প্রতিভানকে ভিত্তি করে বা অন্যান্য বিষয়কে ভিত্তি করে মান উৎপন্ন করেন; যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব (আত্মতৃপ্তি), মর্যাদা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান (মিথ্যা বড়াই), চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই 'আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান'।

৫০. আমি সদৃশ এরূপ মান

৮৬৭. তন্মধ্যে 'আমি সদৃশ এরূপ মান' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মকে ভিত্তি করে বা গোত্রকে ভিত্তি করে বা সৎ পরিবারকে ভিত্তি করে বা দৈহিক বর্ণ-সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে বা ধনসম্পদকে ভিত্তি করে বা অধ্যয়নকে ভিত্তি করে বা কর্মায়তনকে ভিত্তি করে বা শিল্পায়তনকে ভিত্তি করে বা

বলে' বিদ্রুপ করা।

[5] "কী একে অদায়ক বলতেছে, তিনি প্রত্যহ সকলকে 'নাই' বচন দিয়ে থাকেন" এরূপ বলে উপহাস করা।

[6] "অদায়ক" বলে অপবাদ দেয়া।

[7] পালি 'অবণ্ণহারিকা'। এরূপে অবর্ণ (নিন্দা) ভয়েও আমাকে দেবে' ভেবে গৃহে হতে গৃহান্তরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, জনপদ হতে জনপদান্তরে অবর্ণ হরণ (নিন্দা প্রচারকরণ)। (The Path of purification)

বিদ্যাস্থানকে ভিত্তি করে বা পাণ্ডিত্যকে ভিত্তি করে বা প্রতিভানকে ভিত্তি করে বা অন্যান্য বিষয়কে ভিত্তি করে মান উৎপন্ন করেন; যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব (আত্মতৃপ্তি), মর্যাদা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান (মিথ্যা বড়াই), চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই 'আমি সদৃশ এরূপ মান'।

৫১. আমি হীন এরূপ মান

৮৬৮. তন্মধ্যে 'আমি হীন এরূপ মান' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মকে ভিত্তি করে বা গোত্রকে ভিত্তি করে বা সৎ পরিবারকে ভিত্তি করে বা দৈহিক বর্ণ-সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে বা ধনসম্পদকে ভিত্তি করে বা অধ্যয়নকে ভিত্তি করে বা কর্মায়তনকে ভিত্তি করে বা শিল্পায়তনকে ভিত্তি করে বা বিদ্যাস্থানকে ভিত্তি করে বা পাণ্ডিত্যকে ভিত্তি করে বা প্রতিভানকে ভিত্তি করে বা অন্যান্য বিষয়কে ভিত্তি করে অপমান (হীন মান) বোধ করেন; যা এরূপ আত্ম-অবজ্ঞা, আত্ম-অপমান, আত্ম-অসম্মান, আত্ম-তাচ্ছিল্য, আত্ম-উপহাস, আত্ম-অবহেলা, আত্ম-হেয়জ্ঞান, আত্ম-অবমাননা, আত্ম-পরাজয়; ইহাই 'আমি হীন এরূপ মান'।

৫২. শ্রেষ্ঠের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান

৮৬৯. তন্মধ্যে "শ্রেষ্ঠের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান" কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মেও দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎ পরিবারকে দ্বারা বা দৈহিক বর্ণ-সৌন্দর্যের দ্বারা বা ধনের দ্বারা বা অধ্যয়নের দ্বারা বা কর্মায়তনের দ্বারা বা শিল্পায়তনের দ্বারা বা বিদ্যাস্থানের দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা প্রতিভাণের দ্বারা বা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়ে নিজেকে নিজে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন (শ্রেষ্ঠস্থানে স্থাপন করেন); তিনি সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মান উৎপন্ন করেন। যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব (আত্মতৃপ্তি), মর্যাদা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান (মিথ্যা বড়াই), চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই "শ্রেষ্ঠের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান"।

৫৩. শ্রেষ্ঠের আমি সদৃশ এরূপ মান

৮৭০. তন্মধ্যে "শ্রেষ্ঠের আমি সদৃশ এরূপ মান" কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎপরিবারকে দ্বারা বা দৈহিক বর্ণ-সৌন্দর্যের দ্বারা বা ধনের দ্বারা বা অধ্যয়নের দ্বারা বা কর্মায়তনের দ্বারা বা শিল্পায়তনের দ্বারা বা বিদ্যাস্থানের দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা প্রতিভাণের দ্বারা বা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়ে নিজেকে নিজে অন্যদের সদৃশ বলে

মনে করেন। তিনি উহাকে আশ্রয় করে মান উৎপন্ন করেন। যা এরূপ মান... (৮৬৬ নং প্যারার শেষ অংশ)... প্রস্রব্ধি লাভের ইচ্ছা—ইহাই "শ্রেষ্ঠের আমি সদৃশ এরূপ মান"।

৫৪. শ্রেষ্ঠের আমি হীন এরূপ মান

৮৭১. তন্মধ্যে "শ্রেষ্ঠের আমি হীন এরূপ মান" কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎপরিবারকে দ্বারা বা দৈহিক বর্ণ-সৌন্দর্যের দ্বারা বা ধনের দ্বারা বা অধ্যয়নের দ্বারা বা কর্মায়তনের দ্বারা বা শিল্পায়তনের দ্বারা বা বিদ্যাস্থানের দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা প্রতিভাণের দ্বারা বা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়ে অন্যদের থেকে নিজেকে নিজে হীন বলে মনে করে। তিনি উহাকে ভিত্তি করে অপমান (হীন মান) বোধ করেন। যা এরূপ আত্ম-অবজ্ঞা, আত্ম-অপমান, আত্ম-অসম্মান, আত্ম-তাচ্ছিল্য, আত্ম-উপহাস, আত্ম-অবহেলা, আত্ম-হেয়জ্ঞান, আত্ম-অবমাননা, আত্ম-পরাজয়; ইহাই 'আমি হীন এরূপ মান'।

৫৫. সদৃশের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান

৮৭২. তন্মধ্যে "সদৃশের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান" কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মেও দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎ পরিবারকে দ্বারা ... (৮৬৬ নং এর মধ্যবর্তী অংশ)... বা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা সদৃশ হয়ে নিজেকে নিজে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন; তিনি উহাকে আশ্রয় করে মান উৎপন্ন করেন। যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব (আত্মতৃপ্তি)... (ঐ)... চিত্তের প্রস্রব্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই "সদৃশের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান"।

৫৬. সদৃশের আমি সদৃশ এরূপ মান

৮৭৩. তন্মধ্যে "সদৃশের আমি সদৃশ এরূপ মান" কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎপরিবারকে দ্বারা বা ... (৮৬৬ নং দেখুন মধ্যবর্তী অংশ)... বা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা সদৃশ হয়ে নিজেকে নিজে অন্যদের সদৃশ বলে মনে করেন; তিনি উহাকে আশ্রয় করে মান উৎপন্ন করেন; যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব (আত্মতৃপ্তি)... (ঐ)... চিত্তের প্রস্রব্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই "সদৃশের আমি সদৃশ এরূপ মান"।

৫৭. সদৃশের আমি হীন এরূপ মান

৮৭৪. তন্মধ্যে "সদৃশের আমি হীন এরূপ মান" কিরূপ? এখানে কেউ

কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎপরিবারের দ্বারা বা... (৮৬৬ নং দেখুন, মত্যবর্তী অংশ)... বা অন্যান্য বিষয়ে সদৃশ হয়ে নিজেকে নিজে অন্যদের হতে হীন বলে মনে করেন; তিনি উহাকে আশ্রয় করে অপমান (হীনমান) বোধ করেন; যা এরূপ আত্ম-অবজ্ঞা, আত্ম-অপমান, আত্ম-অসম্মান, আত্ম-তাচ্ছিল্য, আত্ম-উপহাস, আত্ম-অবহেলা, আত্ম-হেয়জ্ঞান, আত্ম-অবমাননা, আত্ম-পরাজয়; ইহাই "সদৃশের আমি হীন" এরূপ মান।

৫৮. হীনের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান

৮৭৫. তন্মধ্যে "হীনের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান" কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎপরিবারের দ্বারা... (৮৬৬ নং দেখুন, মধ্যবর্তী অংশ)... অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা হীন হয়ে নিজেকে নিজে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন; তিনি উহাকে আশ্রয় করে মান উৎপন্ন করেন। যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব, মর্যাদা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান (মিথ্যা বড়াই), চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই "হীনের আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান"।

৫৯. হীনের আমি সদৃশ এরূপ মান

৮৭৬. তন্মধ্যে "হীনের আমি সদৃশ এরূপ মান" কিরূপ? এখানে... (৮৭৫ নং প্যারা)... হীন হয়ে নিজেকে নিজে অন্যদের থেকে সদৃশ বলে মনে করেন; তিনি উহাকে আশ্রয় করে মান উৎপন্ন করেন; যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব (আত্মতৃপ্তি)... (ঐ)... চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই "হীনের আমি সদৃশ এরূপ মান"।

৬০. হীনের আমি হীন এরূপ মান

৮৭৭. তন্মধ্যে "হীনের আমি হীন এরূপ মান" কিরূপ? এখানে... (৮৭৫ নং প্যারা)... হীন হয়ে নিজেকে নিজে অন্যদের হতে হীন মনে করেন; তিনি উহাকে আশ্রয় করে অপমান (হীনমান) বোধ করেন; যা এরূপ আত্ম-অবজ্ঞা, আত্ম-অপমান, আত্ম-সম্মান, আত্ম-তাচ্ছিল্য, আত্ম-উপহাস, আত্ম-অবহেলা, আত্ম-হেয়জ্ঞান, আত্ম-অবমাননা, আত্ম-পরাজয়; ইহাই আমি হীন এরূপ মান"।

৬১. মান

৮৭৮. তন্মধ্যে 'মান' কিরূপ? যা মান, অভিমান, গৌরব (আত্মতৃপ্তি),

মর্যাদা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান (মিথ্যা বড়াই), চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই মান।

৬২. অভিমান

৮৭৯. তন্মধ্যে 'অভিমান' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎপরিবারের দ্বারা বা... (মধ্যবর্তী অংশ, ৮৬৬ নং প্যারা)... অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা নিজেকে নিজে অন্যদের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করেন। যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব, (আত্মতৃপ্তি), মর্যদা আত্মবিজ্ঞপ্তি ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান (মিথ্যা বড়াই), চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই অভিমান।

৬৩. মানাতিমান

৮৮০. তন্মধ্যে 'মানাতিমান' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎপরিবারের দ্বারা বা... (মধ্যবর্তী অংশ দেখুন, ৮৬৬ নং প্যারা)... অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা পূর্বকালে (প্রথমে) নিজেকে নিজে অন্যদের সদৃশ বলে মনে করেন (সদৃশরূপে স্থাপন করেন),পরবর্তীকালে নিজেকে নিজে অন্যদের হতে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব, মর্যাদা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান (মিথ্যা বড়াই), চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই মানাতিমান।

৬৪. আত্ম-অবজ্ঞা মান

৮৮১. তন্মধ্যে 'আত্ম-অবজ্ঞা মান' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রের দ্বারা বা সৎপরিবারের দ্বারা বা দৈহিক বর্ণ-সৌন্দর্যের দ্বারা বা ধনসম্পদের দ্বারা বা অধ্যয়নের দ্বারা বা কর্মায়তনের দ্বারা বা শিল্পায়তনের দ্বারা বা বিদ্যাস্থানের দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা প্রতিভাণের দ্বারা বা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা আত্ম-অবজ্ঞা মান মনে উৎপন্ন করেন (কল্পনা করেন)। যা এরূপ আত্ম-অবজ্ঞা, আত্ম-অপমান, আত্ম-অসম্মান, আত্ম-তাচ্ছিল্য, আত্ম-উপহাস, আত্ম-অবহেলা, আত্ম-হেয়জ্ঞান, আত্ম-অবমাননা, আত্ম-পরাজয়; ইহাই আত্ম-অবজ্ঞা মান।

৬৫. অধিমান

৮৮২. তন্মধ্যে অধিমান' কিরূপ? অপ্রাপ্তে প্রাপ্তসংজ্ঞী, অকৃতে কৃতসংজ্ঞী, অনধিগতে অধিগতসংজ্ঞী, অসাক্ষাৎকৃতে সাক্ষাৎকৃত সংজ্ঞী; যা এরূপ মান,

অভিমান, গৌরব, মর্যাদা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, জাহিরকরণ, অনুমান চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই অধিমান।

৬৬. আমিত্ব মান (আত্মাশ্লাঘা)

৮৮৩. তন্মধ্যে 'আমিত্ব মান' কিরূপ? 'আমি রূপ' এরূপ মান; আমি (রূপ) এরূপ ছন্দ; আমি (রূপ) এরূপ অনুশয়; আমি বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... 'আমি বিজ্ঞান' এরূপ মান; 'আমি (বিজ্ঞান)' এরূপ ছন্দ; 'আমি (বিজ্ঞান)' এরূপ অনুশয়; যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব, মর্যাদা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, জাহিরকরণ, অনুমান চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই আমিত্ব মান।

৬৭. মিথ্যা মান

৮৮৪. তন্মধ্যে 'মিথ্যা মান' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ পাপজনক কর্মায়তনের দ্বারা বা পাপজনক শিল্পায়তনের দ্বারা বা পাপজনক বিদ্যাস্থাপনের দ্বারা পাপজনক বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা প্রতিভাণের দ্বারা বা পাপজনক শীলের (আচারের) দ্বারা বা পাপজনক ব্রতের দ্বারা বা পাপজনক শীলব্রতের দ্বারা বা পাপজনক দৃষ্টির দ্বারা বা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা মান উৎপন্ন করেন; যা এরূপ মান, অভিমান, গৌরব, (আত্মতৃপ্তি) মর্যদা আত্ম-বিজ্ঞপ্তি, ধ্বজা (জাহিরকরণ), অনুমান, চিত্তের প্রস্রদ্ধি লাভের ইচ্ছা; ইহাই মিথ্যা মান।

৬৮. জ্ঞাতিবিতর্ক

৮৮৫. তন্মধ্যে 'জ্ঞাতিবিতর্ক' কিরূপ? জ্ঞাতিকে (আত্মীয়-স্বজন) আশ্রয় করে সাংসারিক (গৃহাশ্রিত) যে তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই জ্ঞাতিবিতর্ক।

৬৯. জনপদ বিতর্ক

৮৮৬. তন্মধ্যে 'জনপদ বিতর্ক' কিরূপ? জনপদকে (লোকালয়) ভিত্তি করে সংসার বিষয়ক (গৃহাশ্রিত) যে তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই জনপদ বিতর্ক।

৭০. অমর বিতর্ক

৮৮৭. তন্মধ্যে 'অমর বিতর্ক' কিরূপ? দুষ্করচর্যা প্রতিসংযুক্ত বা দৃষ্টিগত

(মিথ্যাদৃষ্টি) প্রতিসংযুক্ত বা গৃহাশ্রিত (সাংসারিক) যে তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই অমর-বিতর্ক।

৭১. পর-অনুকম্পা সংযুক্ত বিতর্ক

৮৮৮. তন্মধ্যে 'পর-অনুকম্পা সংযুক্ত বিতর্ক' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ গৃহীদের সহিত সহনন্দী (তাদের সহিত আনন্দিত) ও সহশোকী (তাদের সহিত শোকাগ্রস্ত) হয়ে অবস্থান করেন; তাদের সুখে সুখী হয়, তাদের দুঃখে দুঃখী হয়; (তাদের) করণীয় কার্য উৎপন্ন হলে নিজেই (তা সম্পাদনে) উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তথায় যা গ্রহাশ্রিত তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই 'পর-অনুকম্পা সংযুক্ত বিতর্ক'।

৭২. লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি সংযুক্ত বিতর্ক

৮৮৯. তন্মধ্যে 'লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি সংযুক্ত বিতর্ক' কিরূপ? 'লাভ-সৎকার-সুখ্যাতিকে ভিত্তি করে সাংসারিক (গৃহাশ্রিত) যে তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই 'লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি সংযুক্ত বিতর্ক'।

৭৩. অঘৃণ্য (অবজ্ঞা) সংযুক্ত বিতর্ক

৮৯০. তন্মধ্যে 'অঘৃণ্য প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ জন্মের দ্বারা বা গোত্রর দ্বারা বা সৎপরিবারের দ্বারা বর্ণ-সৌন্দর্যতার দ্বারা বা ধনের দ্বারা বা অধ্যয়নের দ্বারা বা কর্মায়তনের দ্বারা বা শিল্পায়তনের দ্বারা বা বিদ্যাস্থানের দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা প্রতিভাণের দ্বারা বা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা অপরে আমাকে অবজ্ঞা (ঘৃণা) করেননি বলে বিতর্ক করে। তথায় যা গ্রহাশ্রিত (সাংসারিক) তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই 'অঘৃণ্য (অবজ্ঞা) প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক'।

[একক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১. দুক নির্দেশ

১. ক্রোধ এবং উপনাহ

৮৯১. (ক) তন্মধ্যে 'ক্রোধ' কিরূপ? যা ক্রোধ, উত্তেজনা (রাগ), ক্রোধান্বিত অবস্থা, দ্বেষ, দূষণ (দোষ), অনিষ্টকরণ, বিদ্বেষ, অহিত, ক্ষতি, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চন্ডতা, প্রচন্ডতা, চিত্তের বিরক্তিকর অবস্থা; ইহাই ক্রোধ।

(খ) তন্মধ্যে 'উপনাহ' কিরূপ? পূর্বকালে ক্রোধ, অপরকালে উপনাহ। যা

এরূপ উপনাহ, শত্রুতা, বিপক্ষতা, ক্রোধের স্থায়িত্ব, স্থাপন, সংস্থাপন, সঙ্গীবদ্ধ আগমন, ধারাবাহিকতা ও দৃঢ়কর্ম (পাকাপোক্ত অবস্থা); ইহাই উপনাহ।

২. ম্রক্ষ এবং পর্যাস

৮৯২. (ক) তন্মধ্যে 'ম্রক্ষ' কিরূপ? যা ম্রক্ষ, পরনিন্দা, কলঙ্ক প্রদান, নিষ্ঠুরতা (দোষারোপ), নিষ্ঠুরকর্ম (নির্দয়তা); ইহাই ম্রক্ষ।

(খ) তন্মধ্যে 'পর্যাস' কিরূপ? যা পর্যাস বা পরগুণের সাথে নিজ গুণের তুলনা, তুলনা করা, তুলনাকারীর স্বভাব, আত্ম-প্রশংসা আহরণ, বিবাদের হেতু সৃজন, সমান ধুর গ্রহণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠরূপে না জেনে নিজ-তুল্য করা, মিথ্যা বা অযৌক্তিক হলেও আত্ম-গৃহীত মত অপরিত্যাগ; ইহাই পর্যাস।

৩. ঈর্ষা ও মাৎসর্য

৮৯৩. (ক) তন্মধ্যে ঈর্ষা কিরূপ? যা পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, সম্মান, বন্দনা ও পূজার প্রতি (সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য দর্শনে) অসহিষ্ণুতা বা ঈর্ষা, ঈর্ষা করা, ঈর্ষাপরায়ণতা, অসূয়া, অসূয়া করা, অসূয়া-কারিতা– ইহাই ঈর্ষা।

(খ) তন্মধ্যে মাৎসর্য কিরূপ? পাঁচ প্রকার মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, বর্ণ মাৎসর্য, ধর্ম মাৎসর্য। যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্য করা, মাৎসর্যপরায়ণতা, বুভুক্ষা (আহারের প্রতি অপরিমিত লোভেচ্ছা), দানে কার্পণ্য, ব্যয়কুণ্ঠতা (মুষ্টি-বদ্ধতা), চিত্তের সংকীর্ণতা; ইহাই মাৎসর্য।

৪. মায়া ও শঠতা

৮৯৪. (ক) তন্মধ্যে 'মায়া' কিরূপ? এখানে (ইহলোকে) কেউ কেউ কায়ে (দুঃশীলতা) আচরণ করে, বাক্যে দুশ্চরিত্র আচরণ করে, মনে দুশ্চরিত্র আচরণ করে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনের নিমিত্ত পাপেচ্ছা পোষণ করে। "আমাকে কেউ জানতে সমর্থ না হোক" এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করে। "আমাকে কেউ জানতে সমর্থ না হোক" এই ধারণায় সংকল্প পোষণ করে। "আমাকে কেউ জানতে সক্ষম না হোক" এই চেতনায় বাক্য প্রয়োগ করে। "আমাকে যেন কেউ জানতে না পারে" এই চেতনায় কায়িক পরাক্রম করে (কায় দ্বারা ঈঙ্গিত করে বা তাদৃশ কর্ম সম্পাদন করে)। যা এরূপ মায়া,

মায়াবিতা, আচ্ছাদন[1] বঞ্চনা, নিকতি বা ধূর্ততা[2], বিকিরণা[3], পরিহরণা[4], গূহণা, পরিগূহণা[5], ছাদনা[6], অনুক্তানী[7], অনাবীকর্ম[8], সম্পূর্ণরূপে আবৃতকরণ, ছল-ছাতুরী; ইহাই, মায়া।

(খ) তন্মধ্যে 'শঠতা' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ শঠ, অতিশয় শঠ, তার মধ্যে যে শঠতা, অসৎ-বৃত্তি, কর্কশতা, অমৃদুতা, পুরুষ স্বভাব, রুক্ষ স্বভাব, ক্রুর স্বভাব; ইহাই শঠতা।

৫. অবিদ্যা ও ভবচক্র

৮৯৫. (ক) তন্মধ্যে 'অবিদ্যা' বীরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যা।

(খ) তন্মধ্যে 'ভবতৃষ্ণা' কিরূপ? যা ভবের প্রতি ভবছন্দ, ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবতৃষ্ণা, ভবস্নেহ, ভব-উন্মাদনা, ভবমূর্ছা, ভবাসক্তি (সংলগ্নতা); ইহাই ভবতৃষ্ণা।

৬. ভব দৃষ্টি ও বিভব দৃষ্টি

৮৯৬. (ক) তন্মধ্যে 'ভব দৃষ্টি' কিরূপ? আত্মা এবং (অধিকন্তু) লোক বা জগত থাকবে (পুনঃ হবে) যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত দৃষ্টি (ধারণা) গ্রহণ; ইহাই ভব দৃষ্টি।

(খ) তন্মধ্যে 'বিভব দৃষ্টি' আত্মা এবং (অধিকন্তু) লোক (জগত) থাকবে না (পুনঃ হবে) যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত দৃষ্টি গ্রহণ; ইহাই বিভব দৃষ্টি।

৭.শাশ্বত দৃষ্টি ও উচ্ছেদ দৃষ্টি

---

[1] লোক চক্ষুর অন্তরালে পাপকর্ম সম্পাদন করে গোপন করার নাম 'আচ্ছাদন'।

[2] কায়-মনো-বাক্যে পাপকর্ম সম্পাদন করে অন্যথা প্রদর্শনের নাম 'নিকতি বা ধূর্ততা'।

[3] আমি এরূপ কর্ম আর কখনও করব না বলে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নাম 'বিকিরণা'।

[4] আমি এরূপ কর্ম আর কখনও করব না বলে সাময়িক বর্জনের ভাণ করার নাম 'পরিহরণা'।

[5] কায়াদি সংবরণের ভাণ প্রদর্শনের নাম 'গূহনা, পরিগূহনা'।

[6] তৃণাদি দ্বারা বিষ্টা আচ্ছাদনের ন্যায় কায়-মনো-বাক্যে কৃত পাপ আচ্ছাদনকে 'ছাদনা' বলে।

[7] আপনকৃত কর্ম আচ্ছাদন মানসে অপ্রকটভাবে বাক্যে প্রয়োগ করার নাম 'অনুক্তানী'

[8] আপনকৃত আপত্তিকর কর্মের বিষয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ না করার নাম 'অনাবীকর্ম'।

৮৯৭. (ক) তন্মধ্যে 'শাশ্বত দৃষ্টি' কিরূপ? আত্মা এবং (অধিকন্তু) লোক (জগত) শাশ্বত (পুনঃ হবে) যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত দৃষ্টি গ্রহণ; ইহাই শাশ্বত দৃষ্টি।

(খ) তন্মধ্যে 'উচ্ছেদ দৃষ্টি' কিরূপ? আত্মা এবং (অধিকন্তু) লোক উচ্ছেদ প্রাপ্ত হবে যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত দৃষ্টি গ্রহণ; ইহাই উচ্ছেদ দৃষ্টি।

৮.অন্তবান দৃষ্টি ও অনন্তবান দৃষ্টি

৮৯৮. (ক) তন্মধ্যে 'অন্তবান দৃষ্টি' কিরূপ? আত্মা ও লোক (জগত) অন্তবান (সসীম); যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই অন্তবান দৃষ্টি বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'অনন্তবান দৃষ্টি' কিরূপ? আত্মা ও লোক অনন্তবান (অসীম); যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই অনন্তবান দৃষ্টি বলে।

৯. পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি

৮৯৯. (ক) তন্মধ্যে 'পূর্বান্তানুদৃষ্টি' কিরূপ? পূর্বান্তকে আশ্রয় (ভিত্তি) করে উৎপন্ন যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই পূর্বান্তানুদৃষ্টি বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'অপরান্তানুদৃষ্টি' কিরূপ? পূর্বান্তকে আশ্রয় (ভিত্তি) করে উৎপন্ন যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই অপরান্তানুদৃষ্টি বলে।

১০. লজ্জাহীনতা ও ভয়হীনতা

৯০০. (ক) তন্মধ্যে 'লজ্জাহীনতা' কিরূপ? লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত না হওয়া, পাপ-অকুশল ধর্ম সম্প্রাপ্তিতে লজ্জাহীনতা (পাপ অকুশল কাজ সম্পাদনে লজ্জাবোধ না করা); ইহাই লজ্জাহীনতা।

(খ) তন্মধ্যে 'ভয়হীনতা' কিরূপ? ভয়যোগ্য বিষয়ে ভীত না হওয়া, পাপ-অকুশল ধর্ম সম্প্রাপ্তিতে (পাপ অকুশল কর্ম সম্পাদনে) নির্ভয়তা; ইহাই ভয়হীনতা।

১১.অবাধ্যতা ও পাপমিত্রতা

৯০১. (ক) তন্মধ্যে 'অবাধ্যতা' কিরূপ? সহকর্মী (ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রামণ,

শ্রামণী ও শিক্ষামানা) ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ (আপত্তি-প্রাপ্তি বা শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন সম্পর্কে) কিছু বললে (অর্থাৎ 'তুমি শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ করেছ, যথা শীঘ্র ইহার প্রতিকার কর' বলে কোনো প্রকার উপদেশ দিলে) অগ্রাহ্য করা, প্রতিবাদ করা, প্রত্যাভিযোগ করা, প্রতিকূলভাব গ্রহণ, বিপরীত বুদ্ধিতে উৎসাহী হওয়া, যথাকালে উপদেশ গ্রহণ না করা, অগৌরব করা, অবশ্যতা স্বীকার; ইহাই অবাধ্যতা।

(খ) তন্মধ্যে 'পাপমিত্রতা' কিরূপ? যে সকল পুদ্‌গল অশ্রদ্ধ, দুঃশীল, অল্পশ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞানহীন), মাৎসর্যপরায়ণ, দুষ্প্রাজ্ঞ; যা তাদের প্রতি সেবা, অনুসরণ, সংসর্গ, ভজনা, পূজনা, ভক্তি, অচলা ভক্তি, ঘনিষ্টতা (তদ্ভাব তদাপন্ন অবস্থা); ইহাকে পাপমিত্রতা বলে।

১২. কুটিলতা ও অভদ্রতা

৯০২. (ক) তন্মধ্যে 'কুটিলতা' কিরূপ? যা অসরলতা, অসাধুতা, অধার্মিকতা, বক্রতা, কুটিলতা; ইহাই কুটিলতা বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'অভদ্রতা' কিরূপ? যা অমৃদুতা, অভদ্রতা, কর্কশতা, অসভ্যতা, অনম্রতা, কঠিনতা (রূঢ়তা), চিত্তের অনমনীয়তা, নির্মমতা; ইহাই অভদ্রতা বলে।

১৩. অসহিষ্ণুতা ও অসংযমতা

৯০৩. (ক) তন্মধ্যে 'অসহিষ্ণুতা (অক্ষান্তি)' কিরূপ? যা অক্ষান্তি, অধৈর্য, অসহ্যতা, হিংস্রতা, তিতিক্ষাহীনতা, চিত্তের অসন্তুষ্টতা; ইহাই অসহিষ্ণুতা (অক্ষান্তি) বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'অসংযমতা' কিরূপ? কায়িক ব্যতিক্রম (বিধি বা নীতিলঙ্ঘন), বাচনিক ব্যতিক্রম, ইহাকে অসংযমতা বলে। সর্ব প্রকার দুঃশীলতাই অসংযমতা।

১৪. অশান্ত-অবস্থা ও অসহযোগিতা

৯০৪. (ক) তন্মধ্যে 'অশান্ত-অবস্থা (অকোমলতা)' কিরূপ? সেইরূপ বাক্য যা কন্টক সদৃশ, কর্কশ (শ্রুতিকটু), পরকুট (পরকে তিক্ততা প্রদানকারী), দুর্বাক্য (গালাগালি, মন্দকথা), ক্রোধ সন্নিহিত ও সমাধি লাভে সহায়ক নহে; তাদৃশ বাক্য ভাষিত হয়ে থাকে। তথায় যা অরুচিকর (অমধুর) বাক্য প্রয়োগ, অবন্ধুত্বপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, ইহাকে অশান্ত-অবস্থা বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'অসহযোগিতা' কিরূপ? দুই প্রকার সহযোগিতা (সাহার্য্য) আমিষ (সাংসারিক) সহযোগিতা ও ধর্ম সহযোগিতা। এখানে কেউ কেউ আমিষ-সহযোগিতা দ্বারা ধর্ম-সহযোগিতা দ্বারা অসহযোগিতাকারী হয়ে থাকে (অর্থাৎ আমিষ-সহযোগিতাও করে না, ধর্মসহযোগিতাও করে না); ইহাই অসহযোগিতা।

১৫. ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা ও ভোজনে অমাত্রাজ্ঞানতা

৯০৫. (ক) তন্মধ্যে 'ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করে (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ) নিমিত্তগ্রাহী হন এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে কামব্যঞ্জক আকারগ্রাহী) অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হয়ে বিচরণ করলে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর (প্রতিপন্ন) হন না, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন না, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন না। শ্রোত্র (কর্ণ) দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে... ঘ্রাণ দ্বার গন্ধ (আলম্বন) আঘ্রাণ করে... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পৃশ্য (আলম্বন) স্পর্শ করে... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন, যে কারণে মনেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়ে বিচরণ করলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য প্রতিপন্ন হন না, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করেন না, মনেন্দ্রিয় সংযম প্রাপ্ত হন না। যা এই ষড়ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তি (অসংযম), অসতর্কতা, অরক্ষা, অসংবর (অনিয়ন্ত্রক), ইহাকে 'ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা' বলে।

(খ) তন্মধ্যে 'ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ অযথার্থভাবে ও অজ্ঞানসহকারে (অবিবেচনায়) আহার গ্রহণ করেন—দাবার (ক্রীড়ার) জন্য, মত্ততার জন্য, মণ্ডন (দেহ সৌষ্ঠব) ও বিভূষণের জন্য। তথায় ভোজনের প্রতি যেই অসন্তুষ্টিতা, অমাত্রাজ্ঞতা ও অবিবেচনা, ইহাকে 'ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা' বলে।

১৬. বিস্মৃতিশীলতা (মুঢ়স্মৃতি) ও অসম্প্রজ্ঞতা

৯০৬. (ক) তন্মধ্যে 'বিস্মৃতিশীলতা' কিরূপ? যা অস্মৃতি, অননুস্মৃতি' অপ্রতিস্মৃতি, অস্মরণ, ধী-হীনতা, স্মৃতি-বিহ্বলতা, (অলাবু কটাহ জলে ভাসার ন্যায় যেই স্মৃতি) ভাসমান, অগভীর, নষ্ট স্মৃতি (অমনযোগীতা);

ইহাই বিস্মৃতিশীলতা (মুঢ়স্মৃতি)।

(খ) তন্মধ্যে 'অসম্প্রজ্ঞতা' কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... (১৮০ নং প্যারা) অবিদ্যারূপ প্রবিন্ধক, মোহ, অশুশলমূল; ইহাই অসম্প্রজ্ঞতা।

১৭. শীল বিপত্তি ও দৃষ্টি বিপত্তি

৯০৭. (ক) তন্মধ্যে 'শীল বিপত্তি' কিরূপ? যা কায়িক ব্যতিক্রম (দৈহিক দুশ্চরিত্রতা), বাচনিক ব্যতিক্রম, কায়িক-বাচনিক ব্যতিক্রম; ইহাই শীল বিপত্তি।

(খ) তন্মধ্যে 'দৃষ্টি বিপত্তি' কিরূপ? দান নাই, যজ্ঞ নাই... (৯৭১ নং প্যারা)... যাঁরা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ করেন—যা এইরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা) বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই দৃষ্টি বিপত্তি। সকল প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিই দৃষ্টিবিপত্তি।

১৮. অধ্যাত্ম-সংযোজন ও বাহির সংযোজন

৯০৮. (ক) তন্মধ্যে 'অধ্যাত্ম-সংযোজন' কিরূপ? পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন। (খ) পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন—বাহির সংযোজন।

[দুক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৩. তিক নির্দেশ

১. তিন প্রকার অকুশলমূল

৯০৯. তন্মধ্যে 'তিন প্রকার অকুশলমূল' কিরূপ? লোভ, দ্বেষ, মোহ।

(ক) তন্মধ্যে 'লোভ' কিরূপ? যা রাগ, অনুরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী (আনন্দ বা ইচ্ছা), নন্দীরাগ (প্রগাঢ় আনন্দ), চিত্তের অনুরাগ, ইচ্ছা, মূর্ছা, দৃঢ়ভাবে আসক্তি, সংসারাসক্তি, স্বার্থপরতা, বিষয়ানুরাগ, পঙ্ক (মালিন্য বা অবিশুদ্ধতা), তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মায়া, জন্মদাত্রী বা মাতা, সঞ্জননী বা উৎপাদনকারিনী, তীব্র লিপ্সা, কামনা, স্রোতাস্বিনী, আসক্তি, সূত্র, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন অবস্থা, অতি উৎসাহ, সঙ্গী (দ্বিতীয়া), প্রণিধি (প্রার্থনা), ভবতৃষ্ণা, কামপ্রবৃত্তি, বাঞ্ছা, ঘনিষ্টতা, স্নেহ, প্রত্যাশা, প্রতিবন্ধু, আশা, দীর্ঘাকাঙ্ক্ষা, ঔৎসক্যত্ব, রূপাশা (রূপের প্রতি আশা), শব্দের প্রতি আশা, গন্ধের প্রতি আশা, রসের প্রতি আশা, স্পর্শের প্রতি আশা, লাভের আশা, ধনের আশা, পুত্রের আশা, জীবিত থাকার আশা, অভিলাষ, চাওয়া, ইচ্ছা বা ঔৎসুক্য, লাভের কথা, লোভত্ব, লোলুপ্য, লোলুপতা, লোলুপ্যত্ব, অনুসন্ধান, অনুরোধ

বা বলবতী ইচ্ছা, প্রার্থনা, অধর্ম-রাগ, বিষমলোভ, নিকন্তি (অনুকাঙ্ক্ষা), লালসা, লুব্ধতা, চাহিদা, গৃধ্নুতা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পৃশ্যতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা, ওঘ (প্লাবন), যোগ (বন্ধন), গ্রন্থি, উপাদান (আসক্তি), আবরণ, নীবরণ, ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয় (সুপ্ত প্রবণতা), পর্যুত্থান (পূর্বসংস্কার), লতা, তীব্র ইচ্ছা, দুঃখমূল, দুঃখের নিদান বা উৎপত্তিস্থান, দুঃখের প্রভাব, মারপাশ, মারের বড়শি, মারের বিষয়, তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজাল, ধরে রাখার তৃষ্ণারূপ রজ্জু, তৃষ্ণাসমুদ্র, লোলুপতা, লোভ, অকুশলমূল; ইহাই লোভ।

(খ) তন্মধ্যে 'দ্বেষ' কিরূপ? "আমার অনর্থ বা ক্ষতিসাধন করেছে" বলে বিরক্তি (আঘাতে বা বিদ্বেষ) উৎপন্ন হয়; "আমার অনর্থ সাধন করতেছে" বলে বিরক্তি উৎপন্ন হয়; "আমার অনর্থ সাধন করবে বলে বিরক্তি উৎপন্ন হয়; আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞের (ব্যক্তির বা বস্তুর) অনর্থ সাধন করছে" বলে বিরক্তি উৎপন্ন হয়; "আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞের অনর্থ সাধন করতেছে" বলে বিরক্তি উৎপন্ন হয়; "আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞের অনর্থ সাধন করবে" বলে বিরক্তি উৎপন্ন হয়; আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞের (ব্যক্তির বা বস্তুর) উপকার সাধন করছে" বলে বিরক্তি উৎপন্ন হয়; আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞের উপকার সাধন করতেছে" বলে বিরক্তি উৎপন্ন হয়; আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞের উপকার সাধন করবে" বলে বিরক্তি উৎপন্ন হয়। যা চিত্তের এরূপ আঘাত (বিরক্তি), প্রতিঘাত, প্রতিঘ (ক্রোধ), বিপক্ষতা, কোপ, প্রকোপ, উদ্বেগ, দ্বেষ, প্রদোষ, হিংসা, চিত্তের ঈর্ষাভাব, শত্রুতা বা বিদ্বেষ, ক্রোধ , উত্তেজনা বা প্রদাহ, ক্রোধত্ব, দোষ, অসন্তুষ্টকরণ, দোষ প্রদানকরণ, ঈর্ষাভাব, বিদ্বেষ, শত্রুতাকরণ, বিরোধ, প্রতিকূলাচরণ, হিংস্রতা বা দুর্দান্ততা, অসুরতা, মনের নিরানন্দতা; ইহাই দ্বেষ।

(গ) তন্মধ্যে 'মোহ' কিরূপ? দুঃখ সম্পর্কে অজ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞান; দুঃখ-নিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞান; দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞান; পূর্বান্ত সম্পর্কে অজ্ঞান; অপরান্ত সম্পর্কে অজ্ঞান; পূর্বান্ত-অপরান্ত সম্পর্কে অজ্ঞান; ইদপ্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞান; যা এরূপ অজ্ঞান... (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই মোহ। এগুলো হলো তিন প্রকার অকুশলমূল।

২. তিন প্রকার অকুশল বিতর্ক

৯১০. তথায় তিন প্রকার অকুশল বিতর্ক কিরূপ? কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক।

(ক) তন্মধ্যে কাম বিতর্ক কিরূপ? কাম প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই কামবিতর্ক।

(খ) তন্মধ্যে ব্যাপাদ-বিতর্ক কিরূপ? ব্যাপাদ প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই ব্যাপাদ বিতর্ক।

(গ) তন্মধ্যে বিহিংসা বিতর্ক কিরূপ? বিহিংসা প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই বিহিংসা বিতর্ক। এগুলো হলো তিন অকুশল বিতর্ক।

৩. তিন প্রকার অকুশল-সংজ্ঞা

৯১১. তন্মধ্যে তিন প্রকার অকুশল-সংজ্ঞা কিরূপ? কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা, বিহিংসা-সংজ্ঞা।

(ক) তন্মধ্যে কাম-সংজ্ঞা কিরূপ? কাম প্রতিসংযুক্ত সংজ্ঞা, সংজানন, সংজাননত্ব; ইহাই কাম-সংজ্ঞা।

(খ) তন্মধ্যে ব্যাপাদ-সংজ্ঞা কিরূপ? ব্যাপাদ প্রতিসংযুক্ত সংজ্ঞা, সংজানন, সংজাননত্ব; ইহাই ব্যাপাদ-সংজ্ঞা।

(গ) তন্মধ্যে বিহিংসা-সংজ্ঞা কিরূপ? বিহিংসা প্রতিসংযুক্ত সংজ্ঞা, সংজানন, সংজ্ঞাননত্ব; ইহাই বিহিংসা-সংজ্ঞা।

৪. তিন প্রকার অকুশল ধাতু

৯১২. তন্মধ্যে তিন প্রকার অকুশল ধাতু কিরূপ? কাম-ধাতু, ব্যাপাদ-ধাতু, বিহিংসা-ধাতু।

তন্মধ্যে কাম-ধাতু কিরূপ? কামবিতর্ক কাম-ধাতু। ব্যাপাদ বিতর্ক ব্যাপাদ-ধাতু। বিহিংসা-ধাতু।

(ক) তন্মধ্যে কাম বিতর্ক কিরূপ? কাম প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই কামবিতর্ক।

(খ) তন্মধ্যে ব্যাপাদ-বিতর্ক কিরূপ? ব্যাপাদ প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই ব্যাপাদ বিতর্ক।

(গ) তন্মধ্যে বিহিংসা বিতর্ক কিরূপ? বিহিংসা প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সংকল্প; ইহাই বিহিংসা বিতর্ক। এগুলো হলো তিন অকুশল ধাতু।

৫. তিন প্রকার দুশ্চরিত্র

৯১৩. তন্মধ্যে তিন প্রকার দুশ্চরিত্র কিরূপ? কায়-দুশ্চরিত্র, বাক্য-দুশ্চরিত্র, মনো-দুশ্চরিত্র।

(ক) তন্মধ্যে কায়-দুশ্চরিত্র কিরূপ? প্রাণিহত্যা, অদত্ত গ্রহণ (চুরি), মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার); ইহাই কায়-দুশ্চরিত্র।

(খ) তন্মধ্যে বাক্য-দুশ্চরিত্র কিরূপ? মিথ্যা বাক্য (ভাষণ), পিশুন (ভেদ) বাক্য (ভাষণ), পরুষ (কর্কশ) বাক্য (ভাষণ), সম্প্রলাপ; ইহাই বাক্য দুশ্চরিত্র।

(গ) তন্মধ্যে মনো দুশ্চরিত্র কিরূপ? অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি; ইহাই মনো দুশ্চরিত্র।

(ক-গ) তন্মধ্যে কায়-দুশ্চরিত্র কিরূপ? অকুশল কায়কর্ম কায়-দুশ্চরিত্র; অকুশল বাক্‌কর্ম বাক্য-দুশ্চরিত্র; অকুশল মনোকর্ম মনো-দুশ্চরিত্র।

তন্মধ্যে অকুশল কায়-কর্ম কিরূপ? অকুশল কায়-সঞ্চেতনা অকুশল কায়কর্ম; অকুশল বাক্য-সঞ্চেতনা অকুশল বাক্‌কর্ম; অকুশল মনো-সঞ্চেতনা অকুশল মনোকর্ম। এগুলো তিন প্রকার দুশ্চরিত্র।

৬. তিন প্রকার আসব

৯১৪. তন্মধ্যে তিন প্রকার আসব কিরূপ? কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব।

(ক) তন্মধ্যে কামাসব কিরূপ? যা কামসমূহের প্রতি কামছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপরিদাহ, কামমূর্ছা, কাম-সংশ্লিষ্টতা; ইহাই কামাসব।

(খ) তন্মধ্যে ভবাসব কিরূপ? ভবসমূহের প্রতি যা ভবচ্ছদ, ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবতৃষ্ণা, ভবস্নেহ, ভবপরিদাহ, ভবমূর্ছা, ভব-সংশ্লিষ্টতা; ইহাই ভবাসব।

(গ) তন্মধ্যে অবিদ্যা আসব কিরূপ? দুঃখের অজ্ঞান... (৯০৯ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যাসব। এগুলো হলো তিন প্রকার আসব।

৭. তিন প্রকার সংযোজন

৯১৫. তন্মধ্যে তিন প্রকার সংযোজন কিরূপ? সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত-পরামর্শ।

(ক) তন্মধ্যে সৎকায়দৃষ্টি কিরূপ? এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন[1] যারা আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই[2], আর্যধর্মে অকোবিদ[3] (অবিদ্বান), আর্যধর্মে অবিনীত; যারা সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, যারা সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বেদনাবান দেখে, আত্মায় বেদনা দেখে কিংবা বেদনায় আত্মদর্শন করে। সংজ্ঞাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখে, আত্মার সংজ্ঞা দেখে কিংবা সংজ্ঞায় আত্মদর্শন করে। সংস্কারকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান দেখে, আত্মায় সংস্কার দেখে কিংবা সংস্কারে আত্মদর্শন করে। বিজ্ঞানকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মার বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মদর্শন করে; যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই সৎকায় দৃষ্টি।

(খ) তন্মধ্যে বিচিকিৎসা কিরূপ? (অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন) শাস্তার প্রতি শঙ্কাও বিচিকিৎসা পোষণ করে; ধর্মের প্রতি শঙ্কা[4] ও বিচিকিৎসা[5] পোষণ করে; সঙ্ঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচকিৎসা পোষণ করে; শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে; পূর্বান্ত সম্পর্কে শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে; অপরান্ত সম্পর্কে শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে; পূর্বান্ত-অপরান্ত সম্পর্কে শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে; ইদপ্রত্যয়তা-প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে। যা এরূপ শঙ্কা, সন্দেহ, সংশয়... (২৪৯ নং প্যারা)... স্তম্ভিতত্ব, চিত্তের হতবুদ্ধিতা; ইহাই বিচিকিৎসা।

(গ) তন্মধ্যে শীলব্রত-পরামর্শ (গ্রহণ) কিরূপ? এই শাসনের (শিক্ষার)

---

[1] আর্যশ্রাবক ব্যতীত অন্যজন। পৃথগ্‌জন দ্বিবিধ—অন্ধ ও কল্যাণ। স্কন্ধ, ধাতু, আয়তনাদি সম্পর্কে উদগ্রহ পরিপৃচ্ছা, শ্রবণ, ধারণ, প্রত্যবেক্ষণাদি যাদের নেই; তারা অন্ধ পৃথকজন ও যাঁদের আছে তারা কল্যাণ পৃথকজন। পৃথক অর্থে নানা, বহু। নানা প্রকার ক্লেশ জনন করে, বিবিধ সৎকায়দৃষ্টি তাদের মধ্যে অবস্থিত আছে, তারা বহু শাস্তার মুখাপেক্ষী, ইত্যাদি বহু কারণে পৃথকজন নামে অভিহিত হয়। (অর্থকথা)

[2] এস্থলে আর্য ও সৎপুরুষ একার্থবাচক। বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বুদ্ধশ্রাবক সকলেই আর্য ও সৎপুরুষ। দর্শন করা অর্থে, জ্ঞান (সূক্ষ্ম) চক্ষুতে দর্শন করা। (অর্থকথা)

[3] অকোবিদো = অকুসলো (অদক্ষ)। (অর্থকথা)

[4] গুণে সন্দিহান হওয়ার নাম শঙ্কা। (অর্থকথা)

[5] চিন্তনীয় বিষয়ে নিশ্চয় অবধারণের অক্ষমতাই বিচিকিৎসা। (অর্থকথা)

বাইরের শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের (এই ধারণা) শীলের দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয়; ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয়; শীল ও ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয়; যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই শীলব্রত-পরামর্শ। এগুলো হলো তিন প্রকার সংযোজন।

৮. তিন প্রকার তৃষ্ণা

৯১৬. তন্মধ্যে তিন প্রকার তৃষ্ণা কিরূপ? কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা।

তন্মধ্যে ভবতৃষ্ণা কিরূপ? ভবদৃষ্টিসহগত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই ভবতৃষ্ণা।

তন্মধ্যে বিভবতৃষ্ণা কিরূপ? উচ্ছেদ দৃষ্টিসহগত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই বিভবতৃষ্ণা। অবশিষ্ট তৃষ্ণাসমূহ কামতৃষ্ণা।

তন্মধ্যে কামতৃষ্ণা কিরূপ? কামধাতু প্রতিসংযুক্ত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা (আসক্তি); ইহাই কামতৃষ্ণা।

(ক) রূপধাতু-অরূপধাতু প্রতিসংযুক্ত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই ভবতৃষ্ণা।

(খ) উচ্ছেদ-দৃষ্টিসহগত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই বিভবতৃষ্ণা। এগুলো হলো তিন প্রকার তৃষ্ণা।

৯. অপর তিন প্রকার তৃষ্ণা

৯১৭. তন্মধ্যে অপর তিন প্রকার তৃষ্ণা কিরূপ? কামতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা।

(ক) তন্মধ্যে কামতৃষ্ণা কিরূপ? কামধাতু প্রতিসংযুক্ত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই কামতৃষ্ণা।

(খ) তন্মধ্যে রূপতৃষ্ণা কিরূপ? রূপধাতু প্রতিসংযুক্ত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই রূপতৃষ্ণা বলে।

(গ) তন্মধ্যে অরূপতৃষ্ণা কিরূপ? অরূপধাতু প্রতিসংযুক্ত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই অরূপতৃষ্ণা বলে। এগুলো হলো তিন প্রকার তৃষ্ণা।

১০. অন্য প্রকারেও তিন প্রকার তৃষ্ণা

৯১৮. তন্মধ্যে অন্য প্রকারেও তিন প্রকার তৃষ্ণা কিরূপ? রূপতৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা।

(ক) তন্মধ্যে রূপতৃষ্ণা কিরূপ? রূপধাতু প্রতিসংযুক্ত রাগ, অনুরাগ,

চিত্তের আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে রূপতৃষ্ঞা বলে।

(খ) তন্মধ্যে অরূপতৃষ্ঞা কিরূপ? অরূপধাতু প্রতিসংযুক্ত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে অরূপতৃষ্ঞা বলে।

(গ) তন্মধ্যে নিরোধতৃষ্ঞা কিরূপ? উচ্ছেদ-দৃষ্টি-সহগত রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে নিরোধতৃষ্ঞা বলে। এগুলো হলো তিন প্রকার তৃষ্ঞা।

১১. তিন প্রকার এষণা (অন্বেষণ)

৯১৯. তন্মধ্যে তিন প্রকার এষণা কিরূপ? কাম-এষণা, ভব-এষণা, ব্রহ্ম-এষণা।

(ক) তন্মধ্যে কাম-এষণা কিরূপ? কামসমূহের প্রতি যা কামছন্দ... (৯১৪ নং প্যারা)... কাম সংশ্লিষ্টতা, ইহাকে কাম-এষণা বলে।

(খ) তন্মধ্যে ভব-এষণা কিরূপ? ভবসমূহের প্রতি যা ভবছন্দ... (৮৯৫ নং প্যারা)... ভব সংশ্লিষ্টতা, ইহাকে ভব-এষণা বলে।

(গ) তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য-এষণা কিরূপ? লোক (জগত) শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত বা... (৮১৫ নং প্যারা)... মৃত্যুর পর তথাগত তাকেও না, না থাকেও না; যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ, ইহাকে ব্রহ্মচর্য-এষণা বলে।

(ক) তন্মধ্যে কাম-এষণা কিরূপ? কামরাগ এবং তৎসঙ্গে বিরাজমান (সংঘটিত) অকুশল কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম ও মনোকর্ম; ইহাই কাম-এষণা।

(খ) তন্মধ্যে ভব-এষণা কিরূপ? ভবরাগ এবং তৎসঙ্গে বিরাজমান (সংঘটিত) অকুশল কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম ও মনোকর্ম; ইহাই ভব-এষণা।

(গ) তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য-এষণা কিরূপ? অন্তগ্রাহিক দৃষ্টি এবং তৎসঙ্গে বিরাজমান (সংঘটিত) অকুশল কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম ও মনোকর্ম; ইহাই ব্রহ্মচর্য-এষণা। এগুলো হলো তিন প্রকার এষণা।

১২. তিন প্রকার মানশীলতা (অহমিকা)

৯২০. তন্মধ্যে তিন প্রকার মানশীলতা কিরূপ? 'আমি শ্রেষ্ঠ', এরূপ মানশীলতা; 'আমি সদৃশ', এরূপ মানশীলতা; 'আমি হীন' এরূপ মানশীলতা—এগুলো হলো তিন প্রকার মানশীলতা।

১৩. তিন প্রকার ভয়

৯২১. তন্মধ্যে তিন প্রকার ভয় কিরূপ? জন্মভয়, জরাভয়, মরণভয়।

(ক) তন্মধ্যে জন্মভয় কিরূপ? জন্মের প্রত্যয়ে (কারণে) যে ভয়, ভয়পূর্ণ অবস্থা, ভয়ে আড়ষ্টতা বা কম্পন, লোমহর্ষ (ভয়ে লোম খাড়া হয়ে উঠে এমন অবস্থা), মানসিক সন্ত্রস্ততা (উদ্বেগ), ইহাকে জন্মভয় বলে।

(খ) তন্মধ্যে জরাভয় (বার্ধক্য ভয়) কিরূপ? জরার প্রত্যয়ে যে ভয়, ভয়পূর্ণ অবস্থা, ভয়ে আড়ষ্টতা, লোমহর্ষ (ভয়ে লোম খাড়া হয়ে উঠে এমন অবস্থা), মানসিক ত্রাস বা উদ্বেগ, ইহাকে জরাভয় বলে।

(গ) তন্মধ্যে মরণভয় কিরূপ? মরণের প্রত্যয়ে যে ভয়, ভয়পূর্ণ অবস্থা, ভয়ে আড়ষ্টতা, লোমহর্ষ, মানসিক ত্রাস বা উদ্বেগ, ইহাকে মরণভয় বলে। এগুলো হলো তিন প্রকার মরণভয়।

১৪. তিন প্রকার তম

৯২২. তন্মধ্যে তিন প্রকার তম কিরূপ? অতীতকাল সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সুনিশ্চিত হয় না[1], স্পষ্ট ধারণা লাভ করে না (বিশ্বস্ত হয় না); অনাগতকাল সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সুনিশ্চিত হয় না, স্পষ্ট ধারণা লাভ করে না; বর্তমানকাল সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সুনিশ্চিত হয় না, স্পষ্ট ধারণা লাভ করে না—এগুলো হলো তিন প্রকার তম।

১৫. তিন প্রকার তীর্থায়তন

৯২৩. তিন প্রকার তীর্থায়তন কিরূপ? এখানে কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—"কোন পুরুষ-পুদ্গল যা কিছু সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ অনুভব করে, তৎসমস্ত পূর্ব কর্মহেতু (অতীতে কৃত কর্মের কারণে)", অধিকন্তু এখানে কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—"কোন পুরুষ-পুদ্গল যা কিছু সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ অনুভব করে, তৎসমস্ত ঈশ্বর কর্তৃক নির্মিত (সৃষ্ট); অধিকন্তু এখানে কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—"কোন পুরুষ-পুদ্গল যা কিছু সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ অনুভব করে, তৎসমস্ত হেতু-প্রত্যয় ব্যতীত (কোন হেতু বা কারণ ছাড়া অনুভব করে থাকে)—এগুলো হলো তিন প্রকার তীর্থায়তন।

---

[1] স্থির বা চুরান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না।

১৬. তিন প্রকার প্রতিবন্ধক (বাধা)

৯২৪. তন্মধ্যে তিন প্রকার প্রতিবন্ধক কিরূপ? রাগ প্রতিবন্ধক, দ্বেষ প্রতিবন্ধক, মোহ প্রতিবন্ধক—এগুলো হলো তিন প্রকার প্রতিবন্ধক।

১৭. তিন প্রকার কলঙ্ক (দূষণ)

তন্মধ্যে তিন প্রকার কলঙ্ক (দূষণ) কিরূপ? রাগ কলঙ্ক (দূষণ), দ্বেষ কলঙ্ক, মোহ কলঙ্ক—এগুলো হলো তিন প্রকার কলঙ্ক (দূষণ)।

১৮. তিন প্রকার মল

তন্মধ্যে তিন প্রকার মল কিরূপ? রাগ মল, দ্বেষ মল, মোহ মল—এগুলো হলো তিন প্রকার মল।

১৯. তিন প্রকার বিষম (বিষতুল্য দুঃখকর)

তন্মধ্যে তিন প্রকার বিষম কিরূপ? রাগ বিষম, দ্বেষ বিষম, মোহ বিষম—এগুলো হলো তিন প্রকার বিষম।

২০. অপর তিন প্রকার বিষম

তন্মধ্যে অপর তিন প্রকার বিষম কিরূপ? কায়-বিষম, বাক্য-বিষম, মনো-বিষম—এগুলো হলো তিন প্রকার বিষম।

২১. তিন প্রকার অগ্নি

তন্মধ্যে তিন প্রকার অগ্নি কিরূপ? রাগ-অগ্নি, দ্বেষ-অগ্নি, মোহ-অগ্নি—এগুলো হলো তিন প্রকার অগ্নি।

২২. তিন প্রকার কষায় (রঞ্জন)

তন্মধ্যে তিন প্রকার কষায় কিরূপ? রাগ কষায়, দ্বেষ কষায়, মোহ কষায়—এগুলো হলো তিন প্রকার কষায়।

২৩. অপর তিন প্রকার কষায়

তন্মধ্যে অপর তিন প্রকার কষায় কিরূপ? কায়-কষায়, বাক্-কষায়, মনো-কষায়—এগুলো হলো তিন প্রকার কষায়।

২৪. (ক) আস্বাদ দৃষ্টি

৯২৫. তন্মধ্যে আস্বাদদৃষ্টি কিরূপ? এখানে কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ

এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—“কামসমূহে (কোনো প্রকার) দোষ নেই”। তিনি কামসমূহে (কাম পরিভোগে) নিমজ্জিত হন। ইহাই আস্বাদদৃষ্টি।

(খ) আত্মানুদৃষ্টি

তন্মধ্যে আত্মানুদৃষ্টি কিরূপ? এখানে অশ্রুতবান... ৯১৫ নং প্যারা (ক)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই আত্মানুদৃষ্টি।

(গ) মিথ্যাদৃষ্টি

তন্মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপ?... দান নাই... ৯০৭ নং এর (খ)... ধারণা গ্রহণ; ইহাই মিথ্যাদৃষ্টি। শাশ্বতদৃষ্টি, আস্বাদদৃষ্টি, সৎকায়দৃষ্টি, আত্মানুদৃষ্টি, উচ্ছেদদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি।

২৫. (ক) অরতি

৯২৬. তন্মধ্যে অরতি কিরূপ? নির্জন (দূরবর্তী) শয়নাসনের প্রতি বা অন্যান্য অধিকুশল (উচ্চতর কুশল) ধর্মের প্রতি অরতি, উৎসাহহীনতা, অনভিরতি, উদ্যোগহীনতা, উৎকণ্ঠা (উদ্বেগ), বিরক্তি; ইহাই অরতি।

(খ) উৎপীড়ন

তন্মধ্যে উৎপীড়ন কিরূপ? এখানে কেউ কেউ হস্ত দ্বারা বা মৃৎপিণ্ড (ক্ষুদ্র পাথরখণ্ড) দ্বারা বা দণ্ড দ্বারা বা শস্ত্র দ্বারা বা রজ্জু দ্বারা বা অন্যান্য বস্তু (অস্ত্রাদি) দ্বারা সত্ত্বগণকে আঘাত করে; যা এরূপ অত্যাচার, যন্ত্রণা প্রদান, হিংসা, বিহিংসা, রোষকরণ, বিরক্তিকরণ (ক্রুদ্ধভাব), পরের প্রতি আঘাতকরণ (ক্ষতিকরণ); ইহাই উৎপীড়ন।

(গ) অধর্মচর্যা (পাপাচার)

তন্মধ্যে অধর্মচর্যা কিরূপ? কায়ের দ্বারা যে অধর্মচর্যা, বিষমচর্যা (অনৈতিক আচরণ); বাক্যের দ্বারা যে অধর্মচর্যা, বিষমচর্যা, মনের দ্বারা যে অধর্মচর্যা বিষমচর্যা; ইহাই অধর্মচর্যা (পাপাচার)।

২৬. (ক) আবাধ্যতা

৯২৭. (ক) তন্মধ্যে ‘অবাধ্যতা’ কিরূপ? সহধর্মী (ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, শ্রামণ, শ্রামণী ও শিক্ষামানা) ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ (আপত্তি প্রাপ্তি বা শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন সম্পর্কে) কিছু বললে (অর্থাৎ ‘তুমি শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত

অপরাধ করেছ, যথা শীঘ্র ইহার প্রতিকার কর’ বলে কোনো প্রকার উপদেশ দিলে) অগ্রাহ্য করা, প্রতিবাদ করা, প্রত্যাভিযোগ করা, প্রতিকূলভাব গ্রহণ, বিপরীত বুদ্ধিতে উৎসাহী হওয়া, যথাকালে উপদেশ গ্রহণ না করা, অগৌরব করা, অবশ্যতা স্বীকার; ইহাই অবাধ্যতা।

(খ) পাপমিত্রতা

(খ) তন্মধ্যে পাপমিত্রতা কিরূপ? যে সকল পুদ্গল অশ্রদ্ধ, দুঃশীল, অল্পশ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞানহীন), মাৎসর্যপরায়ণ, দুষ্প্রাজ্ঞ; যা তাদের প্রতি সেবা, অনুসরণ, সংসর্গ, ভজনা, পূজনা, ভক্তি, অচলা ভক্তি, ঘনিষ্ঠতা (তদ্ভাব তদাপন্ন অবস্থা), ইহাকে পাপমিত্রতা বলে।

(গ) নানাত্ম সংজ্ঞা

তন্মধ্যে নানাত্ম সংজ্ঞা কিরূপ? কামসংজ্ঞা, ব্যাপাদাসংজ্ঞা, বিহিংসাসংজ্ঞা; ইহাই নানাত্মসংজ্ঞা। সকল প্রকার অকুশল-সংজ্ঞাই নানাত্ম সংজ্ঞা।

২৭. (ক) ঔদ্ধত্য

৯২৮. তন্মধ্যে ঔদ্ধত্য কিরূপ? যা চিত্তের উদ্ধত্যভাব, অনুপশম, মানসিক বিক্ষেপ, চিত্তের ভ্রান্তত্ব, ইহাকে ঔদ্ধত্য বলে।

(খ) আলস্য

তন্মধ্যে আলস্য কিরূপ? কায় দুশ্চরিত্র বা বাক্য দুশ্চরিত্র বা মনো দুশ্চরিত্র বা পঞ্চ কামগুণের প্রতি চিত্তের যে বশ্যতা (অধীনতা), পুনঃপুন বশ্যতা (প্রবণতা) অথবা কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় (পরিপূর্ণতায়) অসতর্ক-কার্যতা (অসাবধানতা), কার্যে অধ্যবসায়হীনতা, অদৃঢ়তা, অলসতা, নিক্ষিপ্ত-ধুরতা, নিক্ষিপ্ত-ছন্দতা (অনিচ্ছুকতা), অসেবন (অনভ্যাস), অভাবনা, অবহুলীকর্ম, অনধিষ্ঠান (দৃঢ় সংকল্পহীনতা), অননুশীলন, প্রমাদ; ইহাই আলস্য।

(গ) প্রমাদ

তন্মধ্যে প্রমাদ কিরূপ? কায় দুশ্চরিত্র বা বাক্য দুশ্চরিত্র বা মনো দুশ্চরিত্র বা পঞ্চ কামগুণের প্রতি চিত্তের যে বশ্যতা (অধীনতা), পুনঃপুন বশ্যতা (প্রবণতা) অথবা কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় (পরিপূর্ণতায়) অসতর্ক-কার্যতা (অসাবধানতা), কার্যে অধ্যবসায়হীনতা, অদৃঢ়তা, অলসতা, নিক্ষিপ্ত-ধুরতা,

নিক্ষিপ্ত-ছন্দতা (অনিচ্ছুকতা), অসেবন (অনভ্যাস), অভাবনা, অবহুলীকর্ম, অনধিষ্ঠান (দৃঢ় সংকল্পহীনতা), অননুশীলন, প্রমাদ; ইহাই প্রমাদ।

২৮. (ক) অসন্তুষ্টিতা

৯২৯. তন্মধ্যে অসন্তুষ্টিতা কিরূপ? (প্রাপ্ত) চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীর প্রত্যয়স্বরূপ ভৈষজ্য-উপকরণ বা পঞ্চ কামগুণের যেকোনোটির প্রতি অসন্তুষ্ট ব্যক্তির অধিক (সর্বোৎকৃষ্ট) পাবার ইচ্ছা; যা এরূপ ইচ্ছা, ইচ্ছা পোষণ, অতি ইচ্ছুকতা (সর্বোৎকৃষ্ট পাবার আকাঙ্ক্ষা), রাগ (আসক্তি), অনুরাগ, চিত্তের মোহাচ্ছন্নতা (হতবুদ্ধিতা), ইহাকে অসন্তুষ্টিতা বলে।

(খ) অসম্প্রজ্ঞতা

তন্মধ্যে অসম্প্রজ্ঞতা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক, মোহ, অকুশলমূল, ইহাকে অসম্প্রজ্ঞতা বলে।

(গ) মহেচ্ছুতা

তন্মধ্যে মহেচ্ছুতা কিরূপ? চীবর... ৯২৯ নং... ইচ্ছাপোষণ, মহেচ্ছুতা (সর্বাধিক পাবার আকাঙ্ক্ষা), রাগ, ইহাকে মহেচ্ছুতা বলে।

২৯. (ক) লজ্জাহীনতা

৯৩০. ক) তন্মধ্যে 'লজ্জাহীনতা' কিরূপ? লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত না হওয়া, পাপ-অকুশলধর্ম সম্প্রাপ্তিতে লজ্জাহীনতা (পাপ অকুশল কর্ম সম্পাদনে লজ্জাবোধ না করা); ইহাই লজ্জাহীনতা।

(খ) ভয়হীনতা

(খ) তন্মধ্যে ভয়হীনতা কিরূপ? ভয়যোগ্য বিষয়ে ভীত না হওয়া, পাপ-অকুশল ধর্ম সম্প্রাপ্তিতে (পাপ অকুশল কর্ম সম্পাদনে) নির্ভয়তা'; ইহাই ভয়হীনতা।

(গ) প্রমাদ

তন্মধ্যে প্রমাদ কিরূপ? কায় দুশ্চরিত্র বা বাক্য দুশ্চরিত্র বা মনো দুশ্চরিত্র বা পঞ্চ কামগুণের প্রতি চিত্তের যে বশ্যতা (অধীনতা), পুনঃপুন বশ্যতা (প্রবণতা) অথবা কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় (পরিপূর্ণতায়) অসতর্ক-কার্যতা (অসাবধানতা), কার্যে অধ্যবসায়হীনতা, অদৃঢ়তা, অলসতা, নিক্ষিপ্ত-ধুরতা, নিক্ষিপ্ত-ছন্দতা (অনিচ্ছুকতা), অসেবন (অনভ্যাস), অভাবনা, অবহুলীকর্ম,

অনধিষ্ঠান (দৃঢ় সংকল্পহীনতা), অননুশীলন, প্রমাদ; ইহাই প্রমাদ।

৩০. (ক) অনাদরতা (অবজ্ঞা)

৯৩১. তন্মধ্যে অনাদর কিরূপ? যা অনাদর (অবজ্ঞা), অনাদরতা, অগারবতা অনধীনতা, অশ্রদ্ধা, অসম্মান, তাচ্ছিল্য, অশিষ্টাচার, অসমাদর; ইহাই অনাদরতা।

(খ) অবাধ্যতা

তন্মধ্যে 'অবাধ্যতা' কিরূপ? সহধর্মী (ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, শ্রামণ, শ্রামণী ও শিক্ষামানা) ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ (আপত্তি প্রাপ্তি বা শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন সম্পর্কে) কিছু বললে (অর্থাৎ 'তুমি শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ করেছ, যথা শীঘ্র ইহার প্রতিকার কর' বলে কোনো প্রকার উপদেশ দিলে) অগ্রাহ্য করা, প্রতিবাদ করা, প্রত্যাভিযোগ করা, প্রতিকূলভাব গ্রহণ, বিপরীত বুদ্ধিতে উৎসাহী হওয়া, যথাকালে উপদেশ গ্রহণ না করা, অগৌরব করা, অবশ্যতা স্বীকার; ইহাই অবাধ্যতা।

(গ) পাপমিত্রতা

তন্মধ্যে 'পাপমিত্রতা' কিরূপ? যে সকল পুদ্গল অশ্রদ্ধ, দুঃশীল, অল্পশ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞানহীন), মাৎসর্যপরায়ণ, দুষ্প্রাজ্ঞ; যা তাদের প্রতি সেবা, অনুসরণ, সংসর্গ, ভজনা, পূজনা, ভক্তি, অচলা ভক্তি, ঘনিষ্ঠতা (তদ্ভাব তদাপন্ন অবস্থা), ইহাকে পাপমিত্রতা বলে।

৩১. (ক) অশ্রদ্ধা (অবিশ্বাস)

৯৩২. তন্মধ্যে অশ্রদ্ধা কিরূপ? এখানে কোন কোন ব্যক্তি অশ্রদ্ধাবান হয়, বুদ্ধের প্রতি বা ধর্মের প্রতি বা সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ (বিশ্বাস স্থাপন) করে না; যা এরূপ অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, অবিশ্বাসকরণ, অনভিপ্রসন্নতা, ইহাকে অশ্রদ্ধা বলে।

(খ) কৃপণতা

তন্মধ্যে কৃপণতা কিরূপ? পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, বর্ণ মাৎসর্য। ধর্ম মাৎসর্য, যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্য করা, মাৎসর্যপরায়ণতা, বুভুক্ষা (আহারের প্রতি অপরিমিত লোভেচ্ছা), দানে কার্পণ্য, ব্যয়কুণ্ঠতা (মুষ্টি-বদ্ধতা), চিত্তের সংকীর্ণতা; ইহাই কৃপণতা।

(গ) আলস্য

তন্মধ্যে আলস্য কিরূপ? কায় দুশ্চরিত্র বা বাক্য দুশ্চরিত্র বা মনো দুশ্চরিত্র বা পঞ্চ কামগুণের প্রতি চিত্তের যে বশ্যতা (অধীনতা), পুনঃপুন বশ্যতা (প্রবণতা) অথবা কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় (পরিপূর্ণতায়) অসতর্ক-কার্যতা (অসাবধানতা), কার্যে অধ্যবসায়হীনতা, অদৃঢ়তা, অলসতা, নিক্ষিপ্ত-ধুরতা, নিক্ষিপ্ত-ছন্দতা (অনিচ্ছুকতা), অসেবন (অনভ্যাস), অভাবনা, অবহুলীকর্ম, অনধিষ্ঠান (দৃঢ় সংকল্পহীনতা), অননুশীলন, প্রমাদ; ইহাই আলস্য।

৩২. (ক) ঔদ্ধত্য

৯৩৩. তন্মধ্যে ঔদ্ধত্য কিরূপ? যা চিত্তের উদ্ধতভাব, অনুপশম, মানসিক বিক্ষেপ, চিত্তের ভ্রান্তত্ব, ইহাকে ঔদ্ধত্য বলে।

(খ) অসংবর

তন্মধ্যে 'অসংবর' কিরূপ? এখানে কেউ কেউ চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করে (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ) নিমিত্তগ্রাহী হন এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে কামব্যঞ্জক আকারগ্রাহী) অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হয়ে বিচরণ করলে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর (প্রতিপন্ন) হন না, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন না, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন না। শ্রোত্র (কর্ণ) দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ (আলম্বন) আঘ্রাণ করে... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পৃশ্য (আলম্বন) স্পর্শ করে... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন, যে কারণে মনেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়ে বিচরণ করলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য প্রতিপন্ন হন না, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করেন না, মনেন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হন না। যা এই ষড়ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তি (অসংযম), অসতর্কতা, অরক্ষা, অসংবর (অনিয়ন্ত্রণ), ইহাকে 'অসংবরতা' বলে।

(গ) দুঃশীলতা

তন্মধ্যে দুঃশীলতা কিরূপ? কায়িক ব্যতিক্রম (অনাচর), বাচনিক ব্যতিক্রম, কায়িক-বাচনিক ব্যতিক্রম; ইহাই দুঃশীলতা।

৩৩. (ক) আর্যগণের অদর্শনেচ্ছা

৯৩৪. তন্মধ্যে আর্যগণের অদর্শনেচ্ছা কিরূপ? তথায় আর্য কারা? বুদ্ধগণ এবং বুদ্ধের শ্রাবকগণই আর্য। যা এইরূপ আর্যগণের অদর্শনেচ্ছা, অবলোকনে অনিচ্ছা, সান্নিধ্য লাভে অনিচ্ছা, (আর্যগণের সহিত) একত্রে আগমন অনিচ্ছা, ইহাকে আর্যগণের অদর্শনেচ্ছা বলে।

(খ) সদ্ধর্ম অশ্রবণেচ্ছা

তন্মধ্যে সদ্ধর্ম অশ্রবণেচ্ছা কিরূপ? তথায় সদ্ধর্ম কিরূপ? চারি স্মৃতি-উপস্থান, চারি সম্যক প্রচেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; ইহাই সদ্ধর্ম। যা এইরূপ সদ্ধর্মের অশ্রবণেচ্ছা, শুনতে অনাগ্রহ, (সদ্ধর্ম) শিক্ষায় অনীহা, ধারণে (হৃদয়ঙ্গমে) অনিচ্ছা; ইহাই সদ্ধর্ম অশ্রবণেচ্ছা।

(গ) ভর্ৎসনাপূর্ণ চিত্ততা

তন্মধ্যে ভর্ৎসনাপূর্ণ চিত্ততা কিরূপ? তথায় ভর্ৎসনা কিরূপ? যা ভর্ৎসনা, নিন্দা, তিরস্কার, দোষারোপ, অপমান, ঘৃণা, অবজ্ঞা, কুব্যবহার (অত্যাচার), পরদোষ অন্বেষণ; ইহাই ভর্ৎসনাপূর্ণ চিত্ততা।

৩৪. (ক) বিস্মৃতিশীলতা (মূঢ়স্মৃতি)

৯৩৫. তন্মধ্যে 'বিস্মৃতিশীলতা' কিরূপ? যা অস্মৃতি, অননুস্মৃতি, অপ্রতিস্মৃতি, অস্মরণ, ধী-হীনতা, স্মৃতি-বিহ্বলতা, (অলাবু কটাহ জলে ভাসার ন্যায় যেই স্মৃতি) ভাসমান, অগভীর, নষ্ট স্মৃতি (অমনযোগিতা); ইহাই বিস্মৃতিশীলতা (মূঢ়-স্মৃতি)।

(খ) অসম্প্রজ্ঞতা

তন্মধ্যে অসম্প্রজ্ঞতা কিরূপ? যা অজ্ঞান, অদর্শন... (১৮০ নং প্যারা)... অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক, মোহ, অকুশল মূল, ইহাকে অসম্প্রজ্ঞতা বলে।

(গ) চিত্তের বিক্ষেপ

তন্মধ্যে বিক্ষেপ কিরূপ? যা চিত্তের উদ্ধতভাব, অনুপশম, মানসিক বিক্ষেপ, চিত্তের ভ্রান্তত্ব, ইহাকে বিক্ষেপ বলে।

৩৫. (ক) অজ্ঞানপূর্ণ মনস্কার

৯৩৬. তন্মধ্যে অজ্ঞানপূর্ণ মনস্কার কিরূপ? 'অনিত্যে নিত্য ধারণা'—

অজ্ঞানপূর্ণ মনস্কার; 'দুঃখে সুখ ধারণা'—অজ্ঞানপূর্ণ মনস্কার; 'অনাত্মে আত্ম ধারণা'—অজ্ঞানপূর্ণ মনস্কার; অশুভে শুভ ধারণা'—অজ্ঞানপূর্ণ মনস্কার; অথবা সত্যের বিপরীতে চিত্তের যে আবর্তন, প্রত্যাবর্তন, ধারণা (মনন), সমাবেশ (মনযোগিতা), মনস্কার; ইহাই অজ্ঞানপূর্ণ মনস্কার।

(খ) কুমার্গ সেবন

তন্মধ্যে কুমার্গসেবন কিরূপ? তথায় কুমার্গ কিরূপ? মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যাজীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, ইহাকে কুমার্গ বলে। যা এইরূপ কুমার্গের সেবন, অনুসরণ, ভজনা, পূজনা, ভক্তি, অচলা ভক্তি, ঘনিষ্ঠতা (তদ্ভাব-তদাপন্ন অবস্থা); ইহাই কুমার্গ সেবন।

(গ) মানসিক অলসতা

তন্মধ্যে মানসিক আলস্য কিরূপ? যা চিত্তের অসুস্থতা (অনীহা), অকর্মণ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, সংলগ্নতা, জড়তা, ঢিলামিতা, স্তব্ধতা, ঔদাস্য, আলস্যতা, চিত্তের আলস্যপরায়ণতা; ইহাই মানসিক অলসতা।

[তিক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৪. চতুষ্ক নির্দেশ

১. চতুর্বিধ আসব

৯৩৭. তন্মধ্যে চুতর্বিধ আসব কিরূপ? কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব, অবিদ্যাসব।

(ক) কামাসব

তন্মধ্যে কামাসব কিরূপ? যা কামসমূহের প্রতি কামছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপরিদাহ, কামমূর্ছা, কাম-সংশ্লিষ্টতা; ইহাই কামাসব।

(খ) ভবাসব

তন্মধ্যে ভবাসব কিরূপ? ভবসমূহের প্রতি যা ভবচ্ছন্দ, ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবতৃষ্ণা, ভবস্নেহ, ভবপরিদাহ, ভবমূর্ছা, ভব-সংশ্লিষ্টতা; ইহাই ভবাসব।

(গ) দৃষ্টাসব

তন্মধ্যে দৃষ্টাসব কিরূপ? "লোক (জগত) শাশ্বত" বা "লোক অশাশ্বত", "লোক অন্তবান" বা "লোক অনন্তবান;" "যেই জীব সেই শরীর" বা "জীব অন্য শরীর অন্য"; "মরণের পর তথাগত (সত্ত্ব) থাকে" বা "মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না" বা "মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে" বা "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না;" যা এরূপ দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা), দৃষ্টিগত (কুসংস্কার), দৃষ্টিগহন (মিথ্যাদৃষ্টিরূপ জঙ্গল), দৃষ্টিকান্তার (মিথ্যাদৃষ্টিরূপ মরুভূমি), দৃষ্টিবিতন্ডা (বিকৃত মতবাদহেতু পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ), দৃষ্টি-শঙ্খা (সন্দেহবাদ), দৃষ্টি সংযোজন, বদ্ধসংস্কার (ভুল বিশ্বাস), ভ্রান্ত ধারণা প্রতিষ্ঠাকরণ (দৃঢ়গ্রহণ), অভিনিবেশ (দৃঢ়-বিশ্বাস), বিকার, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, মিথ্যা অবস্থা, তীর্থায়তন (প্রচলিত বিরুদ্ধ বা ভ্রান্ত ধর্মমত), বিপরীত দৃষ্টি বা ধারণা; ইহাই দৃষ্টাসব।

(ঘ) অবিদ্যাসব

তন্মধ্যে অবিদ্যাসব কিরূপ? দুঃখ সম্পর্কে অজ্ঞান; দুঃখের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞান; দুঃখ-নিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞান; দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞান; পূর্বান্ত সম্পর্কে অজ্ঞান; অপরান্ত সম্পর্কে অজ্ঞান; পূর্বান্ত-অপরান্ত-সম্পর্কে অজ্ঞান; ইদপ্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞান; যা এরূপ অজ্ঞান... (১৮০ নং প্যারা)..অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক, মোহ, অকুশলমূল; ইহাই অবিদ্যাসব, এগুলো হলো চতুর্বিধ আসব।

২-৫. চতুর্বিধ গ্রন্থি ইত্যাদি

৯৩৮. তন্মধ্যে চতুর্বিধ গ্রন্থি কিরূপ?... চার প্রকার ওঘ... চার প্রকার যোগ... চার প্রকার উপাদান কিরূপ? কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান, আত্মবাদ-উপাদান।

[... ধর্মসঙ্গণীর ১১৪০ নং প্যারা]

(ক) কাম-উপাদান

তন্মধ্যে কাম-উপাদান কিরূপ? কামসমূহের প্রতি যেই কামছন্দ... (৯১৪ নং প্যারা)... কাম-সংশ্লিষ্টতা; ইহাই কাম-উপাদান।

(খ) দৃষ্টি-উপাদান

তন্মধ্যে দৃষ্টি-উপাদান কিরূপ? দান নাই, যজ্ঞ নাই... (৯৭১ নং প্যারা)...

যাঁরা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ করেন—যা এইরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা) বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই দৃষ্টি-উপাদান। শীলব্রত-উপাদান এবং আত্মবাদ-উপাদান ব্যতীত সকল প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিই দৃষ্টি-উপাদান।

(গ) শীলব্রত-উপাদান

তন্মধ্যে শীলব্রত-উপাদান কিরূপ? এই শাসনের (শিক্ষার) বাইরের শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ (এই ধারণা পোষণ করেন)—শীলের দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয়, ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয়, শীল ও ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয়; যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারার)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই শীলব্রত-উপাদন।

(ঘ) আত্মবাদ-উপাদান

তন্মধ্যে আত্মপদ-উপাদান কিরূপ? এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যারা আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, আর্যধর্মে অকোবিদ (অবিদ্বান), আর্যধর্মে অবিনীত, যারা সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, যারা সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বেদনাবান দেখে, আত্মায় বেদনা দেখে কিংবা বেদনায় আত্মদর্শন করে। সংজ্ঞাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখে, আত্মায় সংজ্ঞা দেখে কিংবা সংজ্ঞায় আত্মদর্শন করে। সংস্কারকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান দেখে, আত্মায় সংস্কার দেখে কিংবা সংস্কারে আত্মদর্শন করে। বিজ্ঞানকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মায় বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মদর্শন করে। যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত... (২৪৯ নং প্যারা)... বিপরীত ধারণা গ্রহণ; ইহাই আত্মবাদ উপাদান। এগুলো হলো চার প্রকার উপাদান।

৬. চার প্রকার তৃষ্ণা উৎপত্তি

৯৩৯. তন্মধ্যে চার প্রকার তৃষ্ণা উৎপত্তি কিরূপ? চীবর হেতু ভিক্ষুর উদীয়মান (উৎপত্তিশীল) তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়; পিণ্ডপাত হেতু ভিক্ষুর উৎপত্তিশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়; শয্যাসন হেতু ভিক্ষুর উৎপত্তিশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়; প্রণীত-প্রণীতর বস্তু হেতু ভিক্ষুর উৎপত্তিশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। এগুলো হলো চার প্রকার তৃষ্ণা উৎপত্তি।

৭. চার প্রকার অগতি গমন

তন্মধ্যে চার প্রকার অগতিগমন কিরূপ? ছন্দগতিতে গমন করে; দ্বেষ-গতিতে গমন করে; মোহগতিতে গমন করে; ভয়গতিতে গমন করে। যা এরূপ অগতি, অগতিগমন, ছন্দগমন, বর্গ (বিচ্ছিন্ন) গমন, জলগমন (নিম্নগমন); ইহাই চার প্রকার অগতিগমন।

৮. চার প্রকার বিপ্রল্লাস (বিভ্রম)

তন্মধ্যে চার প্রকার বিপ্রল্লাস কিরূপ? অনিত্যকে নিত্য ধারণায় সংজ্ঞা বিপ্রল্লাস, চিত্ত-বিপ্রল্লাস, দৃষ্টি বিপ্রল্লাস হয়ে থাকে; দুঃখকে সুখ ধারণায় সংজ্ঞা বিপ্রল্লাস, চিত্ত-বিপ্রল্লাস, দৃষ্টি বিপ্রল্লাস হয়ে থাকে; অনাত্মকে আত্মা ধারণায় সংজ্ঞা বিপ্রল্লাস, চিত্ত বিপ্রল্লাস, দৃষ্টি বিপ্রল্লাস হয়ে থাকে; অশুভকে শুভ ধারণায় সংজ্ঞা বিপ্রল্লাস, চিত্ত বিপ্রল্লাস, দৃষ্টি বিপ্রল্লাস হয়ে থাকে। এগুলো হলো চার প্রকার বিপ্রল্লাস (বিভ্রম)।

৯. চার প্রকার অনার্য ভাষণ

তন্মধ্যে চার প্রকার অনার্য ভাষণ কিরূপ? অদৃষ্টকে দৃষ্ট বলে; অশ্রুতকে শ্রুত বলে; অমুতকে মুত (অনুমিত)[1] বলে; অবিজ্ঞাতকে বিজ্ঞাত[2] বলে—এগুলো হলো চার প্রকার অনার্য ভাষণ।

১০. অপর চার প্রকার অনার্য ভাষণ

তন্মধ্যে অপর চার প্রকার অনার্য ভাষণ কিরূপ? দৃষ্টকে অদৃষ্ট বলে; শ্রুতকে অশ্রুত বলে; মুতকে অমুত বলে; বিজ্ঞাতকে অবিজ্ঞাত বলে—এগুলো হলো চার প্রকার অনার্য ভাষণ।

১১ চার প্রকার দুশ্চরিত্র

তন্মধ্যে চার প্রকার দুশ্চরিত্র কিরূপ? প্রাণিহত্যা, অদত্তগ্রহণ (চুরি), মিথ্যাকামাচার (ব্যভিচার), মিথ্যাভাষণ—এগুলো হলো চার প্রকার দুশ্চরিত্র।

১২. অপর চার প্রকার দুশ্চরিত্র

তন্মধ্যে অপর চার প্রকার দুশ্চরিত্র কিরূপ? মিথ্যাবাক্য, পিশুন (ভেদ)

---

[1] এস্থলে মুত বা অনুমিত অর্থে ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস ও স্পর্শ আয়তন বা বিষয়।

[2] বিজ্ঞাত অর্থে যা মনের দ্বারা জ্ঞাত।

বাক্য, পরুষ (কর্কশ) বাক্য, সম্প্রলাপ বাক্য—এগুলো হলো চার প্রকার দুশ্চরিত্র।

১৩. চার প্রকার ভয়

তন্মধ্যে চার প্রকার ভয় কিরূপ? জন্মভয়, জরা (বার্ধক্য) ভয়, ব্যাধিভয়, মরণ ভয়—এগুলো হলো চার প্রকার ভয়।

১৪. অপর চার প্রকার ভয়

তন্মধ্যে অপর চার প্রকার ভয় কিরূপ? রাজভয়, চোরভয়, অগ্নিভয়, জলভয়—এগুলো হলো চার প্রকার ভয়।

তন্মধ্যে অপর চার প্রকার ভয় কিরূপ? ঊর্মি (তরঙ্গ) ভয়, কুম্ভীর ভয়, আবর্ত (ঘূর্ণিপাক) ভয়, শুশুক (শিশুমার বা চণ্ডমৎস্য) ভয়—এগুলো হলো চার প্রকার ভয়।

তন্মধ্যে অপর চার প্রকার ভয় কিরূপ? আত্মানুবাদ (আত্মনিন্দা) ভয়; পরানুবাদ (পরনিন্দা) ভয়, দন্ড ভয়, দুর্গতি ভয়—এগুলো হলো চার প্রকার ভয়।

১৫. চার প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি

তন্মধ্যে চার প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপ? "সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃত"—এভাবে সত্যরূপে ও দৃঢ়ভাবে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়; "সুখ-দুঃখ পরকৃত"—এভাবে সত্যরূপে ও দৃঢ়ভাবে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়; "সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃত ও পরকৃত"—এভাবে সত্যরূপে ও দৃঢ়ভাবে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়; সুখ-দুঃখ অস্বয়ংকৃত-অপরকৃত অধীত্যসমুৎপন্ন"—এভাবে সত্যরূপে ও দৃঢ়ভাবে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়—এইগুলো হলো চার প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি।

[চতুষ্ক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৫. পঞ্চক নির্দেশ

১. পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন

৯৪০. তন্মধ্যে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন কিরূপ? সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সংশয়), শীলব্রত পরামর্শ, কামচ্ছন্দ (কামাসক্তি), ব্যাপাদ—এগুলো হলো পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন।

২. পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন

তন্মধ্যে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন কিরূপ? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা—এগুলো হলো পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন।

৩. পাঁচ প্রকার মাৎসর্য

তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার মাৎসর্য কিরূপ? আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, বর্ণ-মাৎসর্য, ধর্ম মাৎসর্য—এগুলো হলো পঞ্চ মাৎসর্য।

৪. পঞ্চ সঙ্গ (সংলগ্নতা বা বন্ধনী)

তন্মধ্যে পঞ্চ সঙ্গ কিরূপ? রাগসঙ্গ, দ্বেষসঙ্গ, মোহসঙ্গ, মানসঙ্গ, দৃষ্টিসঙ্গ—এগুলো হলো পঞ্চ সঙ্গ।

৫. পঞ্চ শল্য (বাণ)

তন্মধ্যে পঞ্চ শল্য কিরূপ? রাগশল্য, দ্বেষশল্য, মোহশল্য, মানশল্য, দৃষ্টিশল্য—এগুলো হলো পঞ্চ শল্য।

৬. পঞ্চ চেতস্খিল

৯৪১. তন্মধ্যে পঞ্চ চেতস্খিল কিরূপ? শাস্তার প্রতি সন্দিগ্ধ হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সুনিশ্চিত হয় না, স্পষ্ট ধারণা লাভ করে না (বিশ্বস্ত হয় না বা সম্প্রসাদ উৎপন্ন হয় না); ধর্মের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সুনিশ্চিত হয় না, স্পষ্ট ধারণা লাভ করে না; সঙ্ঘের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সুনিশ্চিত হয় না, স্পষ্ট ধারণা লাভ করে না; শিক্ষার প্রতি সন্দিগ্ধ হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সুনিশ্চিত হয় না, স্পষ্ট ধারণা লাভ করে না; সব্রহ্মচারীর (সতীর্থগণের) প্রতি কুপিত, অসন্তোষপরায়ণ (অপ্রফুল্ল), আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হয়—এগুলো হলো পঞ্চ চেতস্খিল।

৭. চিত্তের পঞ্চ বিনিবন্ধ

তন্মধ্যে চিত্তের পঞ্চ বিনিবন্ধ কিরূপ? কামে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবীত তৃষ্ণা হয়; কায়ে (দেহে) অবীতরাগ... রূপে অবীতরাগ... আকণ্ঠ ভোজন করে শয়নসুখ, স্পর্শ সুখ ও তন্দ্রালস্য সুখে নিরত হয়ে অবস্থান করে; কোনো এক দেব নিকায়কে লক্ষ্য করে এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা (উচ্চ) দেবতা হবো বা অন্য প্রকারের দেবতা হবো—এগুলো হলো চিত্তের

পঞ্চ বিনিবন্ধ।

৮. পঞ্চ নীবরণ

তন্মধ্যে পঞ্চ নীবরণ কিরূপ? কামছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ—এগুলো হলো পঞ্চ নীবরণ।

৯. পঞ্চ আনন্তরিক (গুরু) কর্ম

তন্মধ্যে পঞ্চ আনন্তরিক কর্ম কিরূপ? মাতৃ-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, অরহত্-হত্যা, প্রদুষ্টচিত্তে তথাগতের (বুদ্ধের) দেহ হতে রক্তপাত, সঙ্ঘভেদ—এগুলো হলো পঞ্চ আনন্তরিক কর্ম।

১০. পঞ্চ মিথ্যাদৃষ্টি

তন্মধ্যে পঞ্চ মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপ? জগতে কেউ কেউ আত্মাকে মৃত্যুর পর নির্বিকার (অরোগ) সংজ্ঞাশীল বলে প্রজ্ঞপ্তি (ব্যক্ত) করেন; জগতে কেউ কেউ আত্মাকে মৃত্যুর পর নির্বিকার অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন; জগতে কেউ কেউ আত্মাকে মৃত্যুর পর নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন; জগতে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন; জগতে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন—এগুলো হলো পঞ্চ মিথ্যাদৃষ্টি।

১১. পঞ্চ বৈর (নীতি বিগর্হিত কার্য)

৯৪২. তন্মধ্যে পঞ্চ বৈর কিরূপ? প্রাণিহত্যা, অদত্ত গ্রহণ (চুরি), মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার), মিথ্যাভাষণ, সুরা-মেরয়-মদ্য ইত্যাদি প্রমাদজনক বস্তু সেবন—এগুলো হলো পঞ্চ বৈর।

১২. পঞ্চ ব্যসন

তন্মধ্যে পঞ্চ ব্যসন কিরূপ? জ্ঞাতী ব্যসন, ভোগ ব্যসন, রোগ ব্যসন, শীল ব্যসন, দৃষ্টি ব্যসন—এগুলো হলো পঞ্চ ব্যসন।

১৩. পঞ্চ অক্ষান্তিজনিত (অসহিষ্ণুতার) আদীনব (উপদ্রব)

তন্মধ্যে পঞ্চ অক্ষান্তিজনিত আদীনব কিরূপ? কেউ কেউ বহু জনের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়; শত্রুবহুল হয়; দোষবহুল হয়; সম্মূঢ় (অজ্ঞান) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে; দেহভেদে (দেহাবসানে) মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি

বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয়—এগুলো হলো পঞ্চ অক্ষান্তিজনিত আদীনব।

১৪. পঞ্চ ভয়

তন্মধ্যে পঞ্চ ভয় কিরূপ? জীবিকা-নির্বাহ সংক্রান্ত ভয়, নিন্দাভয়, পরিষদ বা সভার ভয়, মরণ ভয়, দুর্গতি ভয়—এগুলো হলো পঞ্চ ভয়।

১৫. পঞ্চ দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ[1]

৯৪৩. তন্মধ্যে পঞ্চ দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ কিরূপ?

(ক) এই জগতে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হন যে, এই আত্মা পাঁচ প্রকার কাম্যবস্তুতে[2] সমর্পিত হয়ে, সংযুক্ত হয়ে বিচরণ করলে (কাম্যবস্তু পরিভোগ করে পরিতৃপ্ত হলে) এমতাবস্থায় আত্মা ইহজীবনে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। কেউ কেউ এই প্রকারে দৃষ্টধর্মে বিদ্যমান সত্ত্বের পরম নির্বাণ প্রাপ্তি বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(খ) তাকে অপরে এইরূপ বলেন, ওহে! আপনি যা বলতেছেন সেই আত্মা আছে, আমি তা নাই বলে বলিনা। কিন্তু এমতাবস্থায় আত্মা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হতে পারে না। তাহা কেন বলি? কাম্যবস্তুসমূহ অনিত্য দুঃখ-বিপরিণামশীল। উহাদের বিপরিণামতা, ভিন্নভাবতা হতে শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা (দৌর্মনস্য), উপায়াস (নিরাশা বা হাহুতাশ) উৎপন্ন হয়। এই আত্মা যখন কাম্যবস্তুসমূহ হতে এবং যাবতীয় অকুশল হতে বিমুক্ত (স্বতন্ত্র) হয়ে (পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করে) সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজাত প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে, এই অবস্থায়ই আত্মা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়’। এই প্রকারে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ হয় বলে ঘোষণা করেন।

(গ) তাকে অপরে এইরূপ বলেন, ‘ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা নাই বলে বলিনা (অস্বীকার করি না)। কিন্তু এই আত্মা এরূপে দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হতে পারে না। কারণ এ অবস্থায় যখন বিতর্ক-বিচার রয়েছে, তখন ইহার স্থূলতাই দৃষ্ট হচ্ছে। যখন এই আত্মা বিতর্ক-

---

[1] দিট্‌ঠধম্ম নিব্বাণবাদ—দৃষ্টধর্মে (বর্তমান দেহেই) নির্বাণ প্রাপ্তি, প্রত্যক্ষ দুঃখ উপশম। তাহা যারা বলেন তারাই দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদী।

[2] পঞ্চহি কামগুণেহি—পাঁচ প্রকার কামগুণ দ্বারা। মনোহর রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এই সমুদয় কামগুণ বা কামবন্ধন। পার্থিব ও স্বর্গীয় ভেদে তা দ্বিবিধ।

বিচারের উপশম করে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদযুক্ত চিত্তের (একোধি) একাগ্রতা সহিত অবিতর্ক-অবিচার সমাধিজাত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে, তখনই উহা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়'। এরূপে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঘ) তাকে অপরে এরূপ বলেন, 'ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আত্মা এই অবস্থায় দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কেননা, এ অবস্থায় প্রীতিতে চিত্তের উদ্বেলতা বিদ্যমান থাকে; তদ্ধেতু উহা স্থূল বলে দৃষ্ট হচ্ছে। এই আত্মা যখন প্রীতি বর্জিত হয়ে উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত স্মৃতিশীল এবং সম্প্রজ্ঞভাবে কায়িক সুখানুভব করে, আর্যগণ যাকে উপেক্ষক স্মৃতিশীল সুখবিহারী বলে নির্দেশ করেন; সেইরূপ তৃতীয় ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। আত্মা এই অবস্থায় দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়'। এই প্রকারে কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঙ) তাকে অপরে এইরূপ বলেন, 'ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আত্মা এই অবস্থায় দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, তথায় সুখ বলে যে চিত্তের আভোগ (খাদ্য) আছে। ইহা দ্বারা আত্মার স্থূলতা দৃষ্ট হচ্ছে। এই আত্মা যখন পূর্ব হতেই কায়িক-মানসিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে অদুঃখ-অসুখ, উপেক্ষা একাগ্রতা দ্বারা স্মৃতি পরিশুদ্ধি, চতুর্থ ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে (বিরাজ করে), তখনই উহা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়'। এরূপে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে নির্বাণ প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন; এগুলো হলো পঞ্চ দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ।

[পঞ্চক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৬. ছক্ক নির্দেশ

১. ছয় প্রকার বিবাদমূল

৯৪৪. তন্মধ্যে ছয় প্রকার বিবাদমূল কিরূপ? ক্রোধ, ম্রক্ষ, ঈর্ষা, শঠতা, পাপেচ্ছুতা, একগুঁয়েমিতা (অবাধ্যতা)—এগুলো হলো ছয় প্রকার বিবাদমূল।

২. ছয় প্রকার ছন্দরাগ

তন্মধ্যে ছয় প্রকার ছন্দরাগ কিরূপ? ছন্দরাগ ধর্মসমূহ সাংসারিক (ইন্দ্রিয়গত)। মনোরম (আনন্দদায়ক) রূপসমূহের প্রতি রাগ (আসক্তি), অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; মনোরম শব্দসমূহের প্রতি রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; মনোরম গন্ধসমূহের প্রতি রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকঙ্ক্ষা; মনোরম রসসমূহের প্রতি রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; মনোরম স্পৃশ্যের প্রতি রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা; মনোরম ধর্মসমূহের প্রতি রাগ, অনুরাগ, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা—এগুলো হলো ছয় প্রকার ছন্দরাগ।

৩. ছয় প্রকার বিরোধবত্থু

তন্মধ্যে ছয় প্রকার বিরোধবত্থু কিরূপ? অমনোরম (নিরানন্দজনক) রূপসমূহের প্রতি চিত্তের আঘাত (বিদ্বেষ বা ঘৃণা), প্রতিঘাত (বিবাদ বা অতিশয় ঘৃণা), চণ্ডতা, প্রচণ্ডতা, চিত্তের বিরক্তিকর অবস্থা; অমনোরম শব্দসমূহের প্রতি... অমনোরম গন্ধসমূহের প্রতি... অমনোরম রসসমূহের প্রতি... অমনোরম স্পৃশ্যের প্রতি... অমনোরম ধর্মসমূহের প্রতি চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, চণ্ডতা, প্রচণ্ডতা, চিত্তের বিরক্তিকর অবস্থা—এগুলো হলো ছয় প্রকার বিরোধবত্থু।

৪. ছয় প্রকার তৃষ্ণাকায়

তন্মধ্যে ছয় প্রকার তৃষ্ণাকায় কিরূপ? রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পৃশ্যতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা[1]—এগুলো হলো ছয় প্রকার তৃষ্ণাকায়।

৫. ছয় প্রকার অগৌরব

৯৪৫. তন্মধ্যে ছয় প্রকার অগৌরব কিরূপ? শাস্তার প্রতি অগৌরব (অসম্মান) সহকারে ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করেন; ধর্মের প্রতি অগৌরব সহকারে ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করেন; সংঘের প্রতি অগৌরব সহকারে ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করেন; শিক্ষার প্রতি অগৌরব সহকারে ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করেন; অপ্রমাদের প্রতি অগৌরব সহকারে ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করেন; সেবাপরায়ণতা বা বন্ধুত্বপূর্ণ (মৈত্রীপূর্ণ) ব্যবহারের প্রতি অগৌরব (অবহেলা) সহকারে ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করেন—এগুলো হলো ছয় প্রকার অগৌরব।

---

[1] এস্থলে ধর্ম মনের আলম্বন।

৬. ছয় প্রকার পরিহানি ধর্ম

তন্মধ্যে ছয় প্রকার পরিহানি ধর্ম কিরূপ? কর্মারামতা (কর্মপ্রিয়তা), সারহীন আলাপ-সালাপ প্রিয়তা, নিদ্রা প্রিয়তা, জনসঙ্গারাম (জনসঙ্গপ্রিয়তা), সংসর্গ প্রিয়তা, প্রপঞ্চ প্রিয়তা—এগুলো হলো ছয় প্রকার পরিহানি ধর্ম।

৭. অপর ছয় প্রকার পরিহানি ধর্ম

৯৪৬. তন্মধ্যে অপর ছয় প্রকার পরিহানি ধর্ম কিরূপ? কর্মারামতা, সারহীন আলাপ-সালাপ-আরামতা, নিদ্রারামতা, জনসঙ্গারামতা, অবাধ্যতা, পাপমিত্রতা—এগুলো হলো ছয় প্রকার পরিহানি ধর্ম।

৮. ছয় প্রকার সৌমনস্য-উপবিচার

তন্মধ্যে ছয় প্রকার সৌমনস্য-উপবিচার কিরূপ? চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে সৌমনস্য স্থানীয় রূপ বিচার করেন; শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে সৌমনস্য স্থানীয় শব্দ বিচার করেন; ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে সৌমনস্য স্থানীয় গন্ধ বিচার করেন; জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে সৌমনস্য স্থানীয় রস বিচার করেন; কায় দ্বারা স্পৃর্শ্য (কায়ের আলম্বন) স্পর্শ করে সৌমনস্য স্থানীয় স্পৃশ্য বিচার করেন; মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে সৌমনস্য স্থানীয় ধর্ম বিচার করেন—এগুলো হলো ছয় প্রকার সৌমনস্য-উপবিচার।

৯. ছয় প্রকার দৌর্মনস্য-উপবিচার

তন্মধ্যে ছয় প্রকার দৌর্মনস্য-উপবিচার কিরূপ? চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে দৌর্মনস্য-স্থানীয় রূপ-বিচার করেন; শ্রোত্র দ্বারা শব্দ... (পূর্ববৎ)... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ... জিহ্বা দ্বারা রস... কায় দ্বারা স্পৃশ্য... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে দৌর্মনস্য-স্থানীয় ধর্ম বিচার করেন—এগুলো হলো ছয় প্রকার দৌর্মনস্য-উপবিচার।

১০. ছয় প্রকার উপেক্ষা-উপবিচার

তন্মধ্যে ছয় প্রকার উপেক্ষা-উপবিচার কিরূপ? চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে উপেক্ষা-স্থানীয় রূপ বিচার করেন; শ্রোত্র দ্বারা শব্দ... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ... জিহ্বা দ্বারা রস... কায় দ্বারা স্পৃশ্য... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা-স্থানীয় ধর্ম উপবিচার করেন—এগুলো হলো ছয় প্রকার উপেক্ষা-উপবিচার।

১১. ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত (সাংসারিক) সৌমনস্য

৯৪৭. তন্মধ্যে ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত সৌমনস্য কিরূপ? মনোজ্ঞ রূপসমূহের প্রতি গৃহীজনোচিত (আসক্তিযুক্ত) মানসিক (চৈতসিক) স্বস্তি, মানসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভব (অভিজ্ঞতা); চিত্ত সংস্পর্শজাত স্বস্তিকর ও সুখকর বেদনা (অনুভূতি); মনোজ্ঞ শব্দসমূহের... মনোজ্ঞ গন্ধসমূহের... মনোজ্ঞ রসসমূহের... মনোজ্ঞ স্পৃশ্যসমূহের... মনোজ্ঞ ধর্মসমূহের প্রতি গৃহীজনোচিত মানসিক স্বস্তি, মানসিক সুখ; চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজ স্বস্তিকর ও সুখদায়ক অনুভূতি—এগুলো হলো ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত সৌমনস্য।

১২. ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য

তন্মধ্যে ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য কিরূপ? অমনোজ্ঞ রূপসমূহের প্রতি গৃহীজনোচিত মানসিক অস্বস্তি, মানসিক দুঃখ; চিত্ত-সংস্পর্শজ অস্বস্তিকর ও দুঃখজনক অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজ অস্বস্তিকর ও দুঃখজনক অনুভূতি; অমনোজ্ঞ শব্দসমূহের প্রতি... অমনোজ্ঞ গন্ধসমূহের... অমনোজ্ঞ রসসমূহের... অমনোজ্ঞ স্পৃশ্যসমূহের... অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহের প্রতি গৃহীজনোচিত মানসিক অস্বস্তি, মানসিক দুঃখ; চিত্ত-সংস্পর্শজ অস্বস্তিকর ও দুঃখজনক অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজ অস্বস্তিকর ও দুঃখজনক অনুভূতি—এগুলো হলো ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য।

১৩. ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত উপেক্ষা

তন্মধ্যে ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত উপেক্ষা কিরূপ? উপেক্ষাস্থানীয় রূপের প্রতি গৃহীজনোচিত মানসিক স্বস্তিও নহে অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজাত অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; উপেক্ষাস্থানীয় শব্দের... উপেক্ষাস্থানীয় গন্ধের... উপেক্ষাস্থানীয় রসের... উপেক্ষাস্থানীয় স্পৃশ্যের... উপেক্ষাস্থানীয় ধর্মের প্রতি গৃহীজনোচিত মানসিক স্বস্তিও নহে, অস্বস্তিও নহে; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভব; চিত্ত-সংস্পর্শজ অদুঃখ-অসুখ অনুভূতি (বেদনা)—এগুলো হলো ছয় প্রকার গৃহীজনোচিত উপেক্ষা।

১৪. ছয় প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি

৯৪৮. তন্মধ্যে ছয় প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপ? 'আমার আত্মা

আছে'—তার মধ্যে সত্যত ও যথার্থত এইরূপ ধারণা বা দৃষ্টি উৎপন্ন হয়; 'আমার আত্মা বলে কিছুই নেই' তার মধ্যে সত্যত ও যথার্থত এইরূপ দৃষ্টি (মিথ্যাধারণা) উৎপন্ন হয়; 'আমি আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানতে পারি'—তার মধ্যে সত্যত ও যথার্থত এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়; 'আমি আত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানতে পারি'—তার মধ্যে সত্যত ও যথার্থত এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়; 'আমি অনাত্মার দ্বারা আত্মাকে জানতে পারি'—তার মধ্যে সত্যত ও যথার্থত এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়; অথবা তার এইরূপ দৃষ্টি (মিথ্যাধারণা) জন্মে এই যে আমার আত্মা যা স্বয়ং বেত্তা (জ্ঞাতা) এবং বেদ্য (জ্ঞেয়), যা তত্র তত্র সেই সেই জন্ম-জন্মান্তরে পাপ-কল্যাণ, শুভাশুভ কর্মের বিপাক (পরিণাম) ভোগ করে; সেই আমার নিত্য ধ্রুব, অবিপরিণামী আত্মা জন্ম-গ্রহণ করেন না, অতীতেও করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না, তা চির শাশ্বত ও স্থায়ী'—তার মধ্যে সত্যত ও যথার্থত এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। এগুলো হলো ছয় প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি।

[ছক্ক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৭. সপ্তক নির্দেশ

(১) সপ্ত অনুশয়

৯৪৯. তন্মধ্যে সাত প্রকার অনুশয় কিরূপ? কামরাগ-অনুশয়, প্রতিঘ-অনুশয়, মান-অনুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসা-অনুশয়, ভবরাগ-অনুশয়, অবিদ্যা-অনুশয়—এগুলো হলো সাত প্রকার অনুশয়।

২. সাত প্রকার সংযোজন

তন্মধ্যে সাত প্রকার সংযোজন কিরূপ? কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন, মান সংযোজন, দৃষ্টি সংযোজন, বিচিকিৎসা সংযোজন, ভবরাগ সংযোজন, অবিদ্যা-সংযোজন—এগুলো হলো সাত প্রকার সংযোজন।

৩. সাত প্রকার পর্যুত্থান (পূর্ব সংস্কারযুক্ত ঝোঁক)

তন্মধ্যে সাত প্রকার পর্যুত্থান কিরূপ? কামরাগ পর্যুত্থান, প্রতিঘ পর্যুত্থান, মান পর্যুত্থান, দৃষ্টি পর্যুত্থান, বিচিকিৎসা পর্যুত্থান, ভবরাগ পর্যুত্থান, অবিদ্যা পর্যুত্থান—এগুলো হলো সাত প্রকার পর্যুত্থান।

৪. সাত প্রকার অসদ্ধর্ম

৯৫০. তন্মধ্যে সাত প্রকার অসদ্ধর্ম কিরূপ? অশ্রদ্ধ হয়, (পাপকর্ম) সম্পাদনে (নির্লজ্জ হয়), (পাপকর্ম সম্পাদনে) নির্ভীক হয়, অল্পশ্রুত হয়, (কুশল সম্পাদনে) আলস্যপরায়ণ হয়, বিস্মৃতিশীল (মূঢ়স্মৃতি সম্পন্ন) হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ হয়—এগুলো হলো সাত প্রকার অসদ্ধর্ম।

৫. সাত প্রকার দুশ্চরিত্র

তন্মধ্যে সাত প্রকার দুশ্চরিত্র কিরূপ? প্রাণিহত্যা, অদত্ত গ্রহণ (চুরি), মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার), মিথ্যাভাষণ, পিশুন বাক্য (ভাষণ), কর্কশ বাক্য (ভাষণ), সম্প্রলাপ বাক্য—এগুলো হলো সাত প্রকার দুশ্চরিত্র।

৬. সাত প্রকার মান

তন্মধ্যে সাত প্রকার মান কিরূপ? মান, অতিমান, মানাতিমান, আত্ম-অবজ্ঞা মান, অধিমান, আমিত্ব মান, মিথ্যামান—এগুলো হলো সাত প্রকার মান।

৭. সাত প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি

৯৫১. (ক) তন্মধ্যে সাত প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপ? ইহলোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন (তিনি বলেন)—'ওহে! ওহে! যেহেতু এই আত্মা রূপী, চতুর্মহাভূতিক, মাতৃ-পিতৃসম্ভূত (জাত); সেহেতু দেহ ভিন্ন হলে উহা উচ্ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না, মরণেই আত্মা সম্যক উচ্ছিন্ন হয়ে যায়'। এভাবে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(খ) তাকে অপরে এরূপ বলেন, 'ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই আত্মা এই অবস্থায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। অন্য আত্মা আছে, যা দিব্যরূপী, কামবিহারী ও গ্রাসবশে আহার ভোগী। আপনি উহা জানেন না, দেখেন না; আমি উহা জানি ও দেখি। ওহে! কায় ভেদান্তে সেই আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। এই অবস্থায় এই আত্মা সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয়'। এরূপে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(গ) তাকে অপরে এরূপ বলেন, 'ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওই অবস্থায় এই আত্মা সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয় না। অন্য আত্মা আছে—যা দিব্যরূপী, মনোময় সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন,

পরিপূর্ণেন্দ্রিয়, তা আপনি দেখতে পান না, জানতেও পারেন না, তা আমি জানি এবং দেখতেও পাচ্ছি। ওহে! কায় ভেদান্তে সেই আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। ওই অবস্থায় এই আত্মা সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয়'। এরূপে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করে থাকেন।

(ঘ) তাকে অপরে এরূপ বলেন, 'ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা ওইটুকু মাত্রে সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয় না। অন্য আত্মা আছে, যা সর্বপ্রকারে রূপসংজ্ঞা সম্যক অতিক্রম করে প্রতিঘ-সংজ্ঞার বিলয় করে নানাত্মসংজ্ঞার মনস্কার পরিহারপূর্বক অনন্ত আকাশবশে ভাবনা করে আকাশানন্তায়তন ভাব প্রাপ্ত। তা আপনি জানেন না, দেখতেও পান না। তা আমি জানি এবং দেখি। সেই আত্মা সেখান হতে কায়ভেদ বা মৃত্যু হলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। এতদূর এসেই আত্মা সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয়'। এরূপে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রচার করে থাকেন।

(ঙ) তাকে অপরে এরূপ বলেন, 'ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ওই অবস্থায় এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। সর্বতোভাবে আকাশানন্তায়তন সমতিক্রম করে, অনন্ত বিজ্ঞানবশে ভাবনা করে বিজ্ঞানানন্তায়তন স্তর প্রাপ্ত অন্য আত্মা আছে, আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। তা হতে যখন অরূপকায় ভিন্ন হয়, তখনই এই আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না'। এই অবস্থায় আত্মা সম্যকরূপে উচ্ছিন্ন হয় বলে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করে থাকেন।

(চ) তাকে অপরে এরূপ বলেন, 'ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওই অবস্থায় আত্মা সম্যকরূপে উচ্ছিন্ন হয় না। অন্য আত্মা আছে, যা সর্বপ্রকারে বিজ্ঞানানন্তায়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চনায়তনকে প্রাপ্ত হয়; তা আপনি জানেন না, দেখতেও পান না। আমি তা জানি এবং দেখি। সেই আত্মা যখন অরূপকায় ত্যাগ করে তখনই উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। এতদূর এসেই এই আত্মা সম্যক প্রকারে সমুচ্ছিন্ন হয়'। এরূপে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রচার করে থাকেন।

(ছ) তাকে অপরে এরূপ বলেন, 'ওহে! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে,

আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওই অবস্থায় এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে, যা সর্বপ্রকারে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে শান্ত-প্রণীত নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত হয়। আপনি উহা জানেন না, দেখেন না। আমি উহা জানি ও দেখি। সেই আত্মা অরূপকায় ত্যাগ করলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। এতদূর এসেই এই আত্মা সম্যকরূপে উচ্ছিন্ন হয়'। এরূপে কেউ কেউ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন। এগুলো হলো সাত প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি।

[সপ্তক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]।

৮. অষ্টক নির্দেশ

১. অষ্টবিধ ক্লেশবত্থু

৯৫২. তন্মধ্যে অষ্টবিধ ক্লেশবত্থু কিরূপ? লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, (মিথ্যা) দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য—এগুলো হলো অষ্টবিধ ক্লেশবত্থু।

২. অষ্ট আলস্যের ভিত্তি

৯৫৩. তন্মধ্যে অষ্টবিধ আলস্যের ভিত্তি কিরূপ?

(ক) ভিক্ষুর করণীয় কর্তব্য আছে। তার মনে এরূপ হয়—'আমাকে কর্তব্য করতে হবে, কর্তব্য কর্ম করতে হলে আমার দেহ ক্লান্ত হবে, তবে এইবার আমি শয়ন করি'। তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস (বীর্যারম্ভ) করেন না। ইহাই প্রথম আলস্যের ভিত্তি।

(খ) পুনশ্চ, ভিক্ষুর করণীয় কর্তব্য আছে। তাঁর মনে এরূপ হয়– 'আমি কর্ম করেছি' কর্ম করতে গিয়ে আমার দেহ ক্লান্ত হয়েছে; এইবার আমি শয়ন করি। তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই দ্বিতীয় আলস্যের ভিত্তি।

(গ) পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করতে হবে। তার মনে এরূপ হয়—'আমাকে পথ ভ্রমণ করতে হবে, উহা করতে হলে আমার দেহ ক্লান্ত হবে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা তৃতীয় আলস্যের ভিত্তি।

(ঘ) পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণ সমাপ্ত করেছেন। তার মনে এরূপ হয়—'আমি পথ ভ্রমণ করেছি, এরূপে আমার দেহ ক্লান্ত হয়েছে, এইবার আমি শয়ন করি'। তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা চতুর্থ আলস্যের ভিত্তি।

(ঙ) পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করে হীন অথবা প্রণীত ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে লাভ করেন না। তার মনে এরূপ হয়—'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করে হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, আমার দেহ ক্লান্ত ও অকর্মণ্য হয়েছে, এইবার আমি শয়ন করি'। তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা পঞ্চম আলস্যের ভিত্তি।

(চ) পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করে হীন অথবা প্রণীত ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে লাভ করেন। তার মনে এরূপ হয়—'আমি গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমন করে হীন বা প্রণীত ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে লাভ করেছি, এরূপে আমার দেহ গুরুভার এবং অকর্মণ্য হয়েছে, এইবার আমি শয়ন করি'। তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই ষষ্ঠ আলস্যের ভিত্তি।

(ছ) পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তার মনে এরূপ হয়—'আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করতেছি, এই অবস্থায় আমার শয়ন করা উচিত, এইবার শয়ন করি'। তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা সপ্তম আলস্যের ভিত্তি।

(জ) পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হয়েছেন। তার মনে এরূপ হয়—'আমি রোগমুক্ত হয়েছি, অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হয়েছি, আমার দেহ দুর্বল ও অকর্মণ্য, আমি শয়ন করি'। তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা অষ্টম আলস্যের ভিত্তি। এগুলো হলো অষ্টবিধ আলস্যের ভিত্তি।

৩. অষ্ট লোকধর্মে চিত্তের প্রতিঘাত (প্রতিক্রিয়া)

৯৫৪. তন্মধ্যে অষ্ট লোকধর্মে চিত্তের প্রতিঘাত কিরূপ? লাভে অনুরাগ (মোহান্ধতা), অলাভে বিরোধিতা (শত্রুতা); যশে অনুরাগ, অযশে

বিরোধিতা; প্রশংসায় অনুরাগ, নিন্দায় বিরোধিতা; সুখে অনুরাগ (আসক্তি), দুঃখে বিরোধিতা—এইগুলো হলো অষ্টবিধ লোকধর্মে চিত্তের প্রতিঘাত।

৪. অষ্টবিধ অনার্য ব্যবহার (বচন কর্ম)

৯৫৫. তন্মধ্যে অষ্টবিধ অনার্য ব্যবহার কিরূপ? অদৃষ্টকে দৃষ্ট বলে ঘোষণা করা; অশ্রুতকে শ্রুত বলে ঘোষণা করা; অমুতকে (অননুভূতকে) মুত (অনুভূত) বলে ঘোষণা করা; অবিজ্ঞাতকে বিজ্ঞাত বলে ঘোষণা করা; দৃষ্টকে অদৃষ্ট বলে ঘোষণা করা; শ্রুতকে অশ্রুত বলে ঘোষণা করা; মুতকে অমুত বলে ঘোষণা করা; বিজ্ঞাতকে অবিজ্ঞাত বলে ঘোষণা করা—এগুলো হলো অষ্টবিধ অনার্য ব্যবহার (বচনকর্ম)।

৫. অষ্টবিধ মিথ্যাত্ব

৯৫৬. তন্মধ্যে অষ্টবিধ মিথ্যাত্ব কিরূপ? মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি—এগুলো হলো অষ্টবিধ মিথ্যাত্ব।

৬. অষ্টবিধ পুরুষ দোষ

৯৫৭. তন্মধ্যে অষ্টবিধ পুরুষ দোষ কিরূপ?

(ক) এখানে ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির (দোষের) জন্য তিরস্কার করেন এবং তিনি এভাবে তিরস্কৃত হয়ে বিষয়টি বিস্মৃতিশীলতার অজুহাতে এড়িয়ে যান এ বলে—“আমার স্মরণ নেই, আমার স্মরণ নেই”। ইহা প্রথম পুরুষ দোষ।

(খ) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করেন এবং তিনি এভাবে তিরস্কৃত হয়ে হঠাৎ করে কোন চিন্তা না করেই তিরস্কারকারীকে বলেন—অজ্ঞ, বোকা, আপনার কথা বলার কী অধিকার আছে? আপনি কেন মনে করেন যে, আপনার কথা বলা উচিত? ইহা দ্বিতীয় পুরুষ দোষ।

(গ) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করেন এবং তিনি এভাবে তিরস্কৃত হয়ে তিরস্কারকারীকে প্রতিবাদ করেন—“বেশ ভাল, আপনিও এরূপ এরূপ দোষ করেছেন। আপনাকেই প্রথম সংশোধন করা উচিত?” ইহা তৃতীয় পুরুষ দোষ।

(ঘ) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করেন এবং তিনি এভাবে তিরস্কৃত হয়ে অন্য প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নটি এড়িয়ে যান, বিষয়টি

একদিকে ঘুরিয়ে দেন এবং ক্রোধ, বিদ্বেষ ও মুখভারিতা প্রকাশ করেন। ইহা চতুর্থ পুরুষ দোষ।

(ঙ) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করেন এবং সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণ দ্বারা আপত্তির জন্য তিরস্কৃত হয়ে সঙ্ঘমধ্যে ব্যাপক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা কথাবার্তা উত্থাপন করে। ইহা পঞ্চম পুরুষ দোষ।

(চ) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করেন। ভিক্ষুগণ দ্বারা আপত্তির জন্য তিরস্কৃত হয়ে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভ্রুক্ষেপ করেন না কিংবা তার তিরস্কারকারীকে লক্ষ্য করেন না, কিন্তু অপরাধীর ন্যায় এলোমেলোভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ান। ইহা ষষ্ঠ পুরুষ দোষ।

(ছ) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করেন। সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণ দ্বারা দোষের জন্য তিরস্কৃত হয়ে বলেন—"আমি কিন্তু কোন দোষ করিনি; না, না, আমি দোষী নই"। তিনি তুষ্ণীভাব (মৌনতা) দ্বারা সঙ্ঘকে বিরক্তি প্রদান করেন। ইহা সপ্তম পুরুষ দোষ।

(জ) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করেন। ভিক্ষুগণ দ্বারা আপত্তির জন্য তিরস্কৃত হয়ে তিনি বলেন—শ্রদ্ধেয় আয়ুষ্মানগণ! আপনারা আমার জন্য এত চিন্তিত কেন? এখন থেকে আমি শিক্ষাপদসমূহ অস্বীকার করব এবং হীনলোকে প্রত্যাবর্তন করব। এবং যখন তিনি হীনলোকে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি বললেন—"শ্রদ্ধেয় আয়ুষ্মানগণ, এখন অপনারা সন্তুষ্ট হোন"। ইহা অষ্টম পুরষ দোষ। এগুলো হলো অষ্টবিধ পুরুষ দোষ।

৭. অষ্টবিধ অসংজ্ঞীবাদ

৯৫৮. তন্মধ্যে অষ্টবিধ অসংজ্ঞীবাদ কিরূপ?

(ক) (কৃৎস্নরূপকে কেউ আত্মা কল্পনা করে) মরণান্তে আত্মারূপী[1] বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য (নির্বিকার) অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(খ) (অরূপ সম্পত্তিকে কেউ আত্মা কল্পনা করে) মরণান্তে আত্মা অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(গ) (রূপারূপ নিমিত্তকে কেউ আত্মা কল্পনা করে) মরণান্তে আত্মা রূপী এবং অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

---

[1] রূপী-রূপান্তরশীল বলে রূপী। কৃৎস্নরূপ বর্ধিত, অবর্ধিত, পরিত্র (অল্প) ও প্রমাণ হয় বলে রূপী। অথবা রূপ আছে এই অর্থে রূপী।

(ঘ) (তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা না রূপী, না অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঙ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেউ) মরণান্তে আত্মা সান্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(চ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেউ) মরণান্তে আত্মা অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ছ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেউ) মরণান্তে আত্মা সান্ত এবং অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(জ) (তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা সান্তও নহে, অনন্তও নহে বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন। এগুলো হলো অষ্টবিধ অসংজ্ঞীবাদ।

৮. অষ্টবিধ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বাদ

৯৫৯. তন্মধ্যে অষ্টবিধ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞীবাদ[1] কিরূপ?

(ক) (কেউ কৃৎস্নরূপকে আত্মা ধারণায়) মরণান্তে আত্মা রূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(খ) (অরূপ সমাপত্তিকে কেউ আত্মা ধারণায়) মরণান্তে আত্মা অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(গ) (রূপারূপ নিমিত্তকে কেউ আত্মা ধারণায়) মরণান্তে আত্মা রূপী এবং অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঘ) (তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে; কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঙ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেউ) মরণান্তে আত্মা সান্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞাপ্তি করেন।

(চ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেউ) মরণান্তে আত্মা অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ছ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেউ) মরণান্তে আত্মা সান্ত এবং অনন্ত

---

[1] অর্থকথা আচার্য বলেন, আত্মাকে যে অসংজ্ঞ এবং নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কারণ অন্বেষণ করা বৃথা। যেহেতু দৃষ্টিসম্পন্নের মতবাদ (গ্রহণ) উন্মাদের পাত্র সদৃশ।

বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(জ) (তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা সান্তও নহে, অনন্তও নহে; কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী বলে প্রজ্ঞপ্তি করেন। এগুলো হলো অষ্টবিধ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞীবাদ।

[অষ্টক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

৯. নবক নির্দেশ

১. নয় প্রকার আঘাতবত্থু

৯৬০. তন্মধ্যে নয় প্রকার আঘাতবত্থু কিরূপ? "আমার অনর্থ সাধন (ক্ষতি) করেছে" বলে আঘাত (বিরক্তি বা বিদ্বেষ) উৎপন্ন হয়; "আমার অনর্থসাধন করতেছে" বলে আঘাত উৎপন্ন হয়; "আমার অনর্থসাধন করবে" বলে আঘাত উৎপন্ন হয়; 'আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞের (ব্যক্তির বা বস্তুর) অনর্থসাধন করেছে... অনর্থ সাধন করতেছে... অনর্থসাধন করবে' বলে আঘাত উৎপন্ন হয়। "আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞের অর্থসাধন (উপকার) করেছে... উপকার করতেছে... উপকার করবে" বলে আঘাত উৎপন্ন হয়। এগুলো হলো নয় প্রকার আঘাতবত্থু।

২. নয় প্রকার পুরুষমল

৯৬১. তন্মধ্যে নয় প্রকার পুরুষমল কিরূপ? ক্রোধ, ম্রক্ষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য মায়া, শঠতা, মিথ্যাভাষণ, পাপেচ্ছুতা, মিথ্যাদৃষ্টি—এগুলো হলো নয় প্রকার পুরুষমল।

৩. নয় প্রকার মান

৯৬২. তন্মধ্যে নয় প্রকার মান কিরূপ? "শ্রেষ্ঠের আমি শ্রেষ্ঠ"—এরূপ মান; "শ্রেষ্ঠের আমি সদৃশ"—এরূপ মান; "শ্রেষ্ঠের আমি হীন"—এরূপ মান, "সদৃশের আমি শ্রেষ্ঠ"—এরূপ মান; "সদৃশের আমি সদৃশ"—এরূপ মান; "সদৃশের আমি হীন"—এরূপ মান; "হীনের আমি শ্রেষ্ঠ"—এরূপ মান; "হীনের আমি সদৃশ"—এরূপ মান; "হীনের আমি হীন"—এরূপ মান। এগুলো হলো নয় প্রকার মান।

৪. নয় প্রকার তৃষ্ণামূলক ধর্ম

৯৬৩. তন্মধ্যে নয় প্রকার তৃষ্ণামূলক ধর্ম কিরূপ? তৃষ্ণার প্রত্যয়ে

(কারণে) পর্যেষণা (অন্বেষণ) হয়; পর্যেষণা হতে লাভ, লাভ হতে বিনিশ্চয়[1]; বিনিশ্চয় হতে ছন্দরাগ; ছন্দরাগ হতে সংসক্তি (দৃঢ় আসক্তি); সংসক্তি হতে পরিগ্রহ; পরিগ্রহ হতে মাৎসর্য; মাৎসর্য হতে আরক্ষ; আরক্ষ হতে দন্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব–পৈশুন্য-মৃষাবাদ ইত্যাদি অনেক পাপ ও অকুশল ধর্মের উৎপত্তি হয়—এগুলো হলো নয় প্রকার তৃষ্ণা মূলক ধর্ম।

৫. নয় প্রকার উত্তেজনা (মানসিক কম্পন)

৯৬৪. তন্মধ্যে নয় প্রকার উত্তেজনা কিরূপ? "(আমি) হই" ইহা উত্তেজনা; "আমি হই" ইহা উত্তেজনা; "এই (ব্যক্তি) হই আমি" ইহা উত্তেজনা; "আমি হবো" ইহা উত্তেজনা; "আমি রূপী হবো" ইহা উত্তেজনা; "আমি অরূপী হবো" ইহা উত্তেজনা; "আমি সংজ্ঞী হবো" ইহা উত্তেজনা; "আমি অসংজ্ঞী হবো" ইহা উত্তেজনা; "আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হবো" ইহা উত্তেজনা—এগুলো হলো নয় প্রকার উত্তেজনা।

৬-৯. নয় প্রকার কল্পনাদি

৯৬৫. তন্মধ্যে নয় প্রকার কল্পনা কিরূপ?... নয় প্রকার চাঞ্চল্য কিরূপ?... নয় প্রকার প্রপঞ্চ কিরূপ?... নয়... প্রকার সংস্কৃত কিরূপ? "(আমি) হই" ইহা সংস্কৃত; "আমি হই" ইহা সংস্কৃত; "এই (ব্যক্তি) হই আমি" ইহা সংস্কৃত; "আমি হবো" ইহা সংস্কৃত; "আমি রূপী হবো" ইহা সংস্কৃত; "আমি অরূপী হবো" ইহা সংস্কৃত;" আমি সংজ্ঞী হবো" ইহা সংস্কৃত; "আমি অসংজ্ঞী হবো" ইহা সংস্কৃত; "আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হবো" ইহা সংস্কৃত—এগুলো হলো নয় প্রকার সংস্কৃত।

[নবক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১০. দশক নির্দেশ

১. দশ প্রকার ক্লেশ বত্থু

৯৬৬. তন্মধ্যে দশ প্রকার ক্লেশ কিরূপ? লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, (মিথ্যা) দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, লজ্জাহীনতা, ভয়হীনতা—এগুলো হলো দশ প্রকার ক্লেশবত্থু।

---

[1] লাভকে কী প্রকারে নিয়োজিত করতে হবে তার স্থিরীকরণ।

২. দশ প্রকার আঘাত বত্থু

৯৬৭. তন্মধ্যে দশ প্রকার আঘাতবত্থু কিরূপ? "আমার অনর্থসাধন (ক্ষতি) করেছে" বলে আঘাত (বিদ্বেষ বা বিরক্তি) উৎপন্ন হয়; "আমার অনর্থ সাধন করতেছে" বলে আঘাত উৎপন্ন হয়; "আমার অনর্থ সাধন করবে" বলে আঘাত উৎপন্ন হয়। আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞের (ব্যক্তির বা বস্তুর) অনর্থ সাধন করেছে... অনর্থ সাধন করতেছে... অনর্থ সাধন করবে" বলে আঘাত উৎপন্ন হয়, "আমার অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞের অর্থসাধন (উপকার) করেছে" বলে আঘাত উৎপন্ন হয়; ... উপকার করতেছে... উপকার করবে বলে আঘাত উৎপন্ন হয়; অথবা অস্থানে বা অনুচিত কারণে আঘাত উৎপন্ন হয়—এগুলো হলো দশ প্রকার আঘাতবত্থু।

৩. দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ

৯৬৮. তন্মধ্যে দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ কিরূপ? প্রাণিহত্যা, অদত্ত গ্রহণ (চুরি), মিথ্যা-কামাচার (ব্যভিচার), মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, পরুষ (কর্কশ) বাক্য, সম্প্রলাপ বাক্য, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি—এগুলো হলো দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ।

৪. দশ প্রকার সংযোজন

৯৬৯. তন্মধ্যে দশ প্রকার সংযোজন কিরূপ? কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন, মান সংযোজন, দৃষ্টি সংযোজন, বিচিকিৎসা সংযোজন, শীলব্রত পরামর্শ সংযোজন, ভবরাগ সংযোজন, ঈর্ষা সংযোজন, মাৎসর্য সংযোজন, অবিদ্যা সংযোজন—এগুলো হলো দশ প্রকার সংযোজন।

৫. দশ প্রকার মিথ্যাত্ব

৯৭০. তন্মধ্যে দশ প্রকার মিথ্যাত্ব কিরূপ? মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা বিমুক্তি—এগুলো হলো দশ প্রকার মিথ্যাত্ব।

৬. দশ বত্থুক মিথ্যা দৃষ্টি

৯৭১. তন্মধ্যে দশবত্থুক মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপ? দানের ফল নেই; যজ্ঞের ফল নেই; আহুতির (অতিথি সৎকারের) ফল নেই; সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই;

ইহলোক নেই;[1] পরলোক নেই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হয়ে থাকে); মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের কোন ফল ভোগ করতে হয় না; উপপাতিক[2] সত্ত্ব (মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নেই; জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন। এগুলো হলো দশ বত্থুক মিথ্যাদৃষ্টি।

৭. দশ প্রকার অন্তগ্রাহিক দৃষ্টি (একান্তবাদ)

৯৭২. তন্মধ্যে দশ প্রকার অন্তগ্রাহিক দৃষ্টি কিরূপ? "লোক (জগত) শাশ্বত" বা "লোক অশাশ্বত;" "লোক (জগত) অন্তবান (সসীম)" বা "লোক অনন্তবান (অসীম)"; "যেই জীব সেই শরীর" বা "জীব অন্য শরীর অন্য;" "তথাগত মৃত্যুর পর থাকে" বা "তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না"; "তথাগত মৃত্যুর পর থাকে, নাও থাকে" বা "তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না"—এগুলো হলো দশ প্রকার অন্তগ্রাহিক দৃষ্টি।

[দশক নির্দেশ এখানে সমাপ্ত]

১১. তৃষ্ণা বিচরিত নির্দেশ

১. আধ্যাত্মিক (স্কন্ধের) সহিত সম্পৃক্ত

৯৭৩. তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ) স্কন্ধের সহিত সম্পৃক্ত আঠারো প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত কিরূপ? আমি হই; এই জগতে একজন হই; আমি এইরূপ হই; আমি অন্যরূপ হই; আমি হবো; এই জগতে একজন হবো; আমিও এইরূপ হবো; আমি অন্যরূপ হবো; আমি নিত্য হই; আমি চিরন্তন নই; আমি হতে পারি; এই জগতে একজন হতে পারি; আমিও এইরূপ হতে পারি; আমি অন্যরূপ হতে পারি; আমি হতে পারতাম; আমি এই জগতে একজন হতে পারতাম; আমিও এইরূপ হতে পারতাম; আমি অন্যরূপ হতে পারতাম।

৯৭৪. (১) 'আমি হই' কীরূপ (কীভাবে হয়ে থাকে)? (একজন) রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে

---

[1] পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা কৃত ইহলোক নাই।

[2] উৎপত্তিক্ষণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিসহ পূর্ণাবয়বে উৎপন্ন সত্ত্ব; যেমন : দেবতা, ব্রহ্মা, কোনো কোনো মনুষ্য, প্রেত ও নারকীয় সত্ত্ব।

ভিত্তি (আশ্রিত বা গৃহীত) না করে "আমি হই" বলে 'ছন্দ' প্রাপ্ত হয়, "আমি হই" বলে 'মান' প্রাপ্ত হয়; "আমি হই" বলে 'দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা)' প্রাপ্ত হয়। যখন ইহা ঘটে (উহাদের বিদ্যমানতায় তখন) এই প্রপঞ্চসমূহ হয়ে থাকে—"জগতে আমি একজন হই" বা "আমিও এইরূপ হই' বা "আমি অন্যরূপ হই"।

(২) "এই জগতে একজন হই" কীরূপ "আমি ক্ষত্রিয় হই" বা "আমি ব্রাহ্মণ হই" বা "আমি বৈশ্য হই" বা "আমি শূদ্র হই" বা "আমি গৃহস্থ হই" বা "আমি প্রব্রজিত হই" বা "আমি দেব হই" বা "আমি মনুষ্য হই" বা "আমি রূপী হই" বা "আমি অরূপী হই" বা "আমি সংজ্ঞী হই" বা "আমি অসংজ্ঞী হই" বা "আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হই"—এভাবে "এই জগতে আমি একজন হই" হয়ে থাকে।

(৩) "আমিও এইরূপ হই" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির (পর পুদ্‌গলের) সহিত (নিজেকে) তুলনা করে—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমিও তদ্রুপ ক্ষত্রিয়" অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, আমিও তদ্রুপ ব্রাহ্মণ" অথবা "তিনি যেমন বৈশ্য, আমিও তদ্রুপ বৈশ্য" অথবা "তিনি যেমন শূদ্র, আমিও তদ্রুপ শূদ্র" অথবা "তিনি যেমন গৃহস্থ, আমিও তদ্রুপ গৃহস্থ" অথবা "তিনি যেমন প্রব্রজিত, আমিও তদ্রুপ প্রব্রজিত" অথবা "তিনি যেমন দেব, আমিও তদ্রুপ দেব" অথবা" তিনি যেমন মনুষ্য, আমিও তদ্রুপ মনুষ্য" অথবা "তিনি যেমন রূপী, আমিও তদ্রুপ রূপী" অথবা "তিনি যেমন অরূপী, আমি তদ্রুপ অরূপী" অথবা "তিনি যেমন সংজ্ঞী, আমিও তদ্রুপ সংজ্ঞী" অথবা "তিনি যেমন অসংজ্ঞী, আমি তদ্রুপ অসংজ্ঞী" অথবা "তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, আমিও তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী—এভাবে "আমি এইরূপ হই" হয়ে থাকে।

(৪) "আমি অন্যরূপ হই" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির (পর পুদ্গালের) সহিত (নিজেকে) তুলনা করে—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমি তদ্রুপ ক্ষত্রিয় নই" অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, আমি তদ্রুপ ব্রাহ্মণ নই" অথবা "তিনি যেমন বৈশ্য, আমি তদ্রুপ বৈশ্য নই" অথবা "তিনি যেমন শূদ্র, আমি তদ্রুপ শূদ্র নই" অথবা "তিনি যেমন গৃহস্থ, আমি তদ্রুপ গৃহস্থ নই" অথবা "তিনি যেমন প্রব্রজিত, আমি তদ্রুপ প্রব্রজিত নই" অথবা "তিনি যেমন দেব, আমি তদ্রুপ দেব নই" অথবা "তিনি যেমন মনুষ্য, আমি তদ্রুপ মনুষ্য নই" অথবা "তিনি যেমন রূপী, আমি তদ্রুপ রূপী নই" অথবা "তিনি যেমন অরূপী, আমি তেমন অরূপী নই" অথবা "তিনি যেমন সংজ্ঞী, আমি তেমন সংজ্ঞী

নই” অথবা “তিনি যেমন অসংজ্ঞী, আমি তেমন অসংজ্ঞী নই” অথবা “তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, আমি তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী নই—এভাবে “আমি অন্যরূপ হই” হয়ে থাকে।

(৫) “আমি হবো” কিরূপ? (একজন) রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে ভিত্তি (আশ্রিত বা গৃহীত) না করে “আমি হবো” বলে ‘ছন্দ’ প্রাপ্ত হয়, “আমি হবো” বলে ‘মান’ প্রাপ্ত হয়; “আমি হবো” বলে দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) প্রাপ্ত হয়। যখন ইহা ঘটে (উহাদের বিদ্যমানতায় তখন) এই প্রপঞ্চসমূহ হয়ে থাকে—“জগতে আমি একজন হবো” বা “আমি এইরূপ হবো’ বা “আমি অন্যরূপ হবো”।

(৬) “এই জগতে একজন হবো” কিরূপ? “আমি ক্ষত্রিয় হবো” বা “আমি ব্রাহ্মণ হবো” বা “আমি বৈশ্যে হবো” বা “আমি শূদ্র হবো” বা “আমি গৃহস্থ হবো” বা আমি প্রব্রজিত হবো” বা “আমি দেব হবো” বা “আমি মনুষ্য হবো” বা “আমি রূপী হবো” বা “আমি অরূপী হবো” বা “আমি সংজ্ঞী হবো” বা “আমি অসংজ্ঞী হবো” বা “আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হবো”—এভাবে “এই জগতে আমি একজন হবো” হয়ে থাকে।

(৭) “আমিও এইরূপ হবো” কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত (নিজেকে) তুলনা করে—“তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমিও তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হবো” অথবা “তিনি যেমন ব্রাহ্মণ আমিও তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হবো’... (৯৭৪ নং এর ৩নং শুধু ‘হই’ এর স্থলে ‘হবো’)’... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, আমিও তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হবো—এভাবে “আমিও এইরূপ হবো” হয়ে থাকে।

(৮) “আমি অন্যরূপ হবো” কীরূপে হয়ে থাকে? অন্য ব্যক্তির সহিত (নিজেকে) তুলনা করে—“তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমি তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হবো না,” অথবা “তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, আমি তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হবো না’... “তিনি যেরূপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, আমি তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হবো না—এভাবে “আমি অন্যরূপ হবো” হয়ে থাকে।

৯) “আমি নিত্য হই” কীভাবে হয়ে থাকে? (একজন) রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে ভিত্তি না করে (আশ্রিত না করে) (এরূপ ধারণা প্রাপ্ত হয়)—আমি নিত্য হই, আমি ধ্রুব, আমি শাশ্বত; আমি অবিপরিণামধর্মী (পরিবর্তনশীল নই)—এভাবে “আমি নিত্য হই” হয়ে থাকে।

(১০) “আমি চিরন্তর নই” কিরূপ? (একজন) রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা,

সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে আশ্রিত না করে (এরূপ ধারণা উৎপন্ন হয়)—আমি উচ্ছেদ হবো; বিনষ্ট হবো, আমি হবো না (থাকব না)—এভাবে "আমি চিরন্তন (স্থায়ী) নই" (ধারণা) হয়ে থাকে।

(১১) "আমি হতে পারি" কিরূপ? (একজন) রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে ভিত্তি (আশ্রিত বা গৃহীত) না করে "আমি হতে পারি" বলে 'ছন্দ' প্রাপ্ত হয়, "আমি হতে পারি" বলে 'মান' প্রাপ্ত হয়; "আমি হতে পারি" বলে 'দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা)' প্রাপ্ত হয়। যখন ইহা ঘটে (উহাদের বিদ্যমানতায় তখন) এই প্রপঞ্চসমূহ হয়ে থাকে—"জগতে আমি একজন হতে পারি" বা "আমিও এইরূপ হতে পারি' বা "আমি অন্যরূপ হতে পারি"।

(১২) "এই জগতে একজন হতে পারি" কিরূপ? "আমি ক্ষত্রিয় হতে পারি" বা "আমি ব্রাহ্মণ হই" বা "আমি বৈশ্য হতে পারি" বা "আমি শূদ্র হতে পারি" বা "আমি গৃহস্থ হতে পারি" বা "আমি প্রব্রজিত হতে পারি" বা "আমি দেব হতে পারি" বা "আমি মনুষ্য হই" বা "আমি রূপী হতে পারি" বা "অমি অরূপী হতে পারি" বা "আমি সংজ্ঞী হতে পারি" বা "আমি অসংজ্ঞী হতে পারি" বা "আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারি"—এভাবে "এই জগতে আমি একজন হতে পারি " হয়ে থাকে।

(১৩) "আমি এইরূপ হতে পারি" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত (নিজেকে) তুলনা করে—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমিও তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হতে পারি" অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ আমিও তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হতে পারি'... (৯৭৪ নং এর ৩নং শুধু 'হই' এর স্থলে 'হতে পারি')... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, আমিও তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারি—এভাবে "আমিও এইরূপ হতে পারি" হয়ে থাকে।

(১৪) "আমি অন্যরূপ হতে পারি" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত (নিজেকে) তুলনা করে—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমি তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হতে পারি না," অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, আমি তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হতে পারি না"... "তিনি যেরূপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, আমি তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারি না—এভাবে "আমি অন্যরূপ হতে পারি" হয়ে থাকে।

(১৫) "আমি হতে পারতাম" কিরূপ? (একজন) রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে ভিত্তি (আশ্রিত বা গৃহীত) না করে "আমি হতে পারতাম" বলে 'ছন্দ' প্রাপ্ত হয়, "আমি হতে পারতাম" বলে 'মান' প্রাপ্ত হয়, "আমি হতে পারতাম" বলে দৃষ্টি (মিথ্যা

ধারণা) প্রাপ্ত হয়। যখন ইহা ঘটে (উহাদের বিদ্যমানতায় তখন) এই প্রপঞ্চসমূহ হয়ে থাকে—“জগতে আমি একজন হতে পারতাম” বা “আমি এইরূপ হতে পারতাম” বা “আমি অন্যরূপ হতে পারতাম”।

(১৬) “আমি এইজগতে একজন হতে পারতাম” কিরূপ? “আমি ক্ষত্রিয় হতে পারতাম” বা “আমি ব্রাহ্মণ হতে পারতাম” বা “আমি বৈশ্য হতে পারতাম” বা “আমি শূদ্র হতে পারতাম” বা “আমি গৃহস্থ হতে পারতাম” বা “আমি প্রব্রজিত হতে পারতাম” বা “আমি দেব হতে পারতাম” বা “আমি মনুষ্য হতে পারতাম” বা “আমি রূপী হতে পারতাম” বা “আমি অরূপী হতে পারতাম” বা “আমি সংজ্ঞী হতে পারতাম” বা “আমি অসংজ্ঞী হতে পারতাম” বা “আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারতাম”—এভাবে “এই জগতে আমি একজন হতে পারতাম” হয়ে থাকে।

(১৭) “আমিও এইরূপ হতে পারতাম” কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত (নিজেকে) তুলনা করে—“তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমিও তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হতে পারতাম” অথবা “তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, আমিও তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হতে পারতাম’... (৯৭৪ নং এর ৩নং শুধু ‘হই’ এর স্থলে ‘হতে পারতাম’)’... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, আমিও তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারতাম—এভাবে “আমিও এইরূপ হতে পারতাম” হয়ে থাকে।

(১৮) “আমি অন্যরূপ হতে পারতাম” কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত (নিজেকে) তুলনা করে—“তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমি তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হতে পারতাম না,” অথবা “তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, আমি তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হতে পারতাম না’... “তিনি যেরূপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, আমি তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারতাম না”—এভাবে “আমি অন্যরূপ হতে পারতাম” হয়ে থাকে।

এগুলো হলো আধ্যাত্মিক (স্কন্ধের) সহিত সম্পৃক্ত আঠারো প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত।

২. বাহির (স্কন্ধের) সহিত সম্পৃক্ত

৯৭৫. তন্মধ্যে বাহির (স্কন্ধের) সহিত সম্পৃক্ত আঠারো প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত কিরূপ? এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি হই; এই অর্থে এই জগতে একজন হই; এই অর্থে আমিও এইরূপ হই; এই অর্থে আমি অন্যরূপ হই; এই অর্থে আমি হবো; এই অর্থে জগতে একজন হবো; এই অর্থে আমিও এইরূপ হবো; এই অর্থে আমি অন্যরূপ হবো; এই অর্থে আমি নিত্য

হই; এই অর্থে আমি চিরন্তন নই; এই অর্থে আমি হতে পারি; এই অর্থে জগতে একজন হতে পারি; এই অর্থে আমিও এইরূপ হতে পারি; এই অর্থে জগতে অন্যরূপ হতে পারি; এই অর্থে আমি হতে পারতাম; এই অর্থে আমি এইজগতে হতে পারতাম; এই অর্থে আমি এইরূপ হতে পারতাম; এই অর্থে আমি অন্যরূপ হতে পারতাম।

৯৭৬. (১) "এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি হই" কিরূপ? রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন (নির্দিষ্ট) ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে (পৃথকভাবে ভিত্তি করে) একজন "এই অর্থে আমি হই' এই ছন্দ প্রাপ্ত হয়; "এই অর্থে আমি হই" এই মান প্রাপ্ত হয় (লাভ করে); "এই অর্থে আমি হই" এই দৃষ্টি (মিথ্যাধারণা) লাভ করে। উহাদের বিদ্যমানতায় এই প্রপঞ্চসমূহ হয়ে থাকে—"এই অর্থে (ইহার দ্বারা) "আমি জগতে একজন হই" বা "এই অর্থে আমিও এইরূপ হই" বা "এই অর্থে আমি অন্যরূপ হই"।

(২) "এই অর্থে এই জগতে একজন হই" কিরূপ? এই অর্থে আমি ক্ষত্রিয় হই" বা "এই অর্থে আমি ব্রাহ্মণ হই" অথবা "এই অর্থে আমি বৈশ্য হই" অথবা "এই অর্থে আমি শূদ্র হই" অথবা "এই অর্থে আমি গৃহস্থ হই" অথবা "এই অর্থে আমি প্রব্রজিত হই" অথবা "এই অর্থে আমি দেবতা হই" অথবা "এই অর্থে আমি মনুষ্য হই" অথবা "এই অর্থে আমি রূপী হই" অথবা "এই অর্থে আমি অরূপী হই" অথবা "এই অর্থে আমি সংজ্ঞী হই" অথবা "এই অর্থে আমি অসংজ্ঞী হই" অথবা "এই অর্থে আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হই"—এভাবে "এই অর্থে আমি এই জগতে একজন হই" হয়ে থাকে।

(৩) "এই অর্থে আমিও এরূপ হই" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করে (এই ধারণা প্রাপ্ত হয়)—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, এই অর্থে আমিও তদ্রুপ ক্ষত্রিয়" অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, এই অর্থে আমিও তদ্রুপ ব্রাহ্মণ"... পূর্ববৎ [৯৭৪ নং প্যারার ৩নং সদৃশ; কেবল যথোপযুক্ত স্থানে এই অর্থে (ইহার দ্বারা) সংযোজন করতে হবে]... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমিও তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হই—এভাবে "এই অর্থে আমিও এইরূপ হই" হয়ে থাকে।

(৪) "এই অর্থে আমি অন্যরূপ হই" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করে (এই ধারণা প্রাপ্ত হয়)—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, এই অর্থে আমি তদ্রুপ ক্ষত্রিয় নই" অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, এই অর্থে আমি

তদ্রুপ ব্রাহ্মণ নই... [৯৭৪ নং প্যারার ৪নং সদৃশ; কেবল যথোপযুক্ত স্থানে এই অর্থে (ইহার দ্বারা) সংযোজিত হবে]... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী নই—এভাবে "এই অর্থে আমি অন্যরূপ" হয়ে থাকে।

(৫) "এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি হবো" কিরূপ? রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন (নির্দিষ্ট) ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে (পৃথকভাবে ভিত্তি করে) একজন "এই অর্থে আমি হবো" এই ছন্দ প্রাপ্ত হয়; "এই অর্থে আমি হবো" এই মান প্রাপ্ত হয় (লাভ করে); "এই অর্থে আমি হবো" এই দৃষ্টি (মিথ্যাধারণা) লাভ করে। উহাদের বিদ্যমানতায় এই প্রপঞ্চসমূহ হয়ে থাকে—"এই অর্থে (ইহার দ্বারা) "আমি জগতে একজন হবো" বা "এই অর্থে আমিও এইরূপ হবো" বা "এই অর্থে আমি অন্যরূপ হবো"।

(৬) "এই অর্থে এই জগতে একজন হবো" কিরূপ? "এই অর্থে আমি ক্ষত্রিয় হবো" বা "এই অর্থে আমি ব্রাহ্মণ হবো" অথবা "এই অর্থে আমি বৈশ্য হই" অথবা "এই অর্থে আমি শূদ্র হবো" অথবা "এই অর্থে আমি গৃহস্থ হবো" অথবা "এই অর্থে আমি প্রব্রজিত হবো" অথবা" এই অর্থে আমি দেবতা হবো" অথবা "এই অর্থে আমি মনুষ্য হবো" অথবা "এই অর্থে আমি রূপী হবো" অথবা "এই অর্থে আমি অরূপী হবো" "এই অর্থে আমি সংজ্ঞী হবো" অথবা "এই অর্থে আমি অসংজ্ঞী হবো" অথবা "এই অর্থে আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হবো—এভাবে "এই অর্থে আমি এই জগতে একজন হবো" হয়ে থাকে।

(৭) "এই অর্থে আমিও এরূপ হবো" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করে (এই ধারণা প্রাপ্ত হয়)—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, এই অর্থে আমিও তদ্রুপ ক্ষত্রিয়" অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, এই অর্থে আমিও তদ্রুপ ব্রাহ্মণ"... পূর্ববৎ [৯৭৪ নং প্যারার ৩নং সদৃশ; কেবল যথোপযুক্ত স্থানে এই অর্থে (ইহার দ্বারা) সংযোজন করতে হবে]... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমিও তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হবো—এভাবে "এই অর্থে আমিও এইরূপ হবো" হয়ে থাকে।

(৮) "এই অর্থে আমি অন্যরূপ হবো" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করে (এই ধারণা প্রাপ্ত হয়)—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, এই অর্থে আমি তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হবো না" অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, এই অর্থে আমি তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হবো না... [৯৭৪ নং প্যারার ৪নং সদৃশ; কেবল

যথোপযুক্ত স্থানে এই অর্থে (ইহার দ্বারা) সংযোজিত হবে]... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হবো না—এভাবে "এই অর্থে আমি অন্যরূপ" হয়ে থাকে।

(৯) "এই অর্থে নিত্য হই" কিরূপ? রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন (নির্দিষ্ট) ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে (একজনের এরূপ ধারণা হয়ে থাকে)—এই অর্থে আমি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অবিপরিণামধর্মী (অপরিবর্তনশীল)—এভাবে "এই অর্থে আমি নিত্য হই" হয়ে থাকে।

(১০) "এই অর্থে আমি চিরন্তন নই" কিরূপ?... উপরের ৯নং... এই অর্থে আমি উচ্ছেদ হবো, বিনাশ হবো, আমি হবো না—এভাবে "এই অর্থে আমি চিরন্তন নই" হয়ে থাকে।

(১১) "এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি হতে পারি" কিরূপ? রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন (নির্দিষ্ট) ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে (পৃথকভাবে ভিত্তি করে) একজন "এই আমি হতে পারি' এই ছন্দ প্রাপ্ত হয়; "এই অর্থে আমি হতে পারি" এই মান প্রাপ্ত হয় (লাভ করে); "এই অর্থে আমি হতে পারি" এই দৃষ্টি (মিথ্যাধারণা) লাভ করে। উহাদের বিদ্যমানতায় এই প্রপঞ্চসমূহ হয়ে থাকে—এই অর্থে (ইহার দ্বারা) "আমি জগতে একজন হতে পারি" বা "এই অর্থে আমিও এইরূপ হতে পারি" বা "এই অর্থে আমি অন্যরূপ হতে পারি"।

(১২) "এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি এই জগতে একজন হতে পারি" কিরূপ? "এই অর্থে আমি ক্ষত্রিয় হতে পারি" বা "এই অর্থে আমি ব্রাহ্মণ হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি বৈশ্য হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি শূদ্র হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি গৃহস্থ হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি প্রব্রজিত হতে পারি" অথবা" এই অর্থে আমি দেবতা হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি মনুষ্য হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি রূপী হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি অরূপী হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি সংজ্ঞী হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি অসংজ্ঞী হতে পারি" অথবা "এই অর্থে আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারি"—এভাবে "এই অর্থে আমি এই জগতে একজন হতে পারি" হয়ে থাকে।

(১৩) "এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি এইরূপ হতে পারি" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করে (এই ধারণা প্রাপ্ত হয়)—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, এই অর্থে আমিও তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হতে পারি" অথবা "তিনি যেমন

ব্রাহ্মণ, এই অর্থে আমিও তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হতে পারি”... পূর্ববৎ [৯৭৪ নং প্যারার ৩নং সদৃশ; কেবল যথোপযুক্ত স্থানে এই অর্থে (ইহার দ্বারা) সংযোজন করতে হবে]... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমিও তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারি—এভাবে “এই অর্থে আমিও এইরূপ হতে পারি” হয়ে থাকে।

(১৪) “এই অর্থে আমি অন্যরূপ হতে পারি” কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করে (এই ধারণা প্রাপ্ত হয়)—“তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, এই অর্থে আমি তদ্রুপ ক্ষত্রিয় না হতে পারি” অথবা “তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, এই অর্থে আমি তদ্রুপ ব্রাহ্মণ না হতে পারি... [৯৭৪ নং প্যারার ৪নং সদৃশ; কেবল যথোপযুক্ত স্থানে” এই অর্থে (ইহার দ্বারা) সংযোজিত হবে]... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী না হতে পারি—এভাবে “এই অর্থে আমি অন্যরূপ হতে পারি” হয়ে থাকে।

(১৫) “এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি হতে পারতাম কিরূপ? রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (অথবা) বিজ্ঞানের মধ্যে কোন (নির্দিষ্ট) ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে (পৃথকভাবে ভিত্তি করে) একজন “এই অর্থে আমি হতে পারতাম” এই ছন্দ প্রাপ্ত হয় “এই অর্থে আমি হতে পারতাম” এই মান প্রাপ্ত হয় (লাভ করে); “এই অর্থে আমি হতে পারতাম” এই দৃষ্টি (মিথ্যাধারণা) লাভ করে। উহাদের বিদ্যমানতায় এই প্রপঞ্চসমূহ হয়ে থাকে—“এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি জগতে একজন হতে পারতাম” বা “এই অর্থে আমিও এইরূপ হতে পারতাম” বা “এই অর্থে আমি অন্যরূপ হতে পারতাম”।

(১৬) “এই অর্থে এই জগতে একজন হতে পারতাম” কিরূপ? এই অর্থে আমি ক্ষত্রিয় হতে পারতাম” বা “এই অর্থে আমি ব্রাহ্মণ হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি বৈশ্য হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি শূদ্র হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি গৃহস্থ হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি প্রব্রজিত হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি দেবতা হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি মনুষ্য হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি রূপী হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি অরূপী হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি সংজ্ঞী হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি অসংজ্ঞী হতে পারতাম” অথবা “এই অর্থে আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারতাম”—এভাবে “এই অর্থে আমি এই জগতে একজন

হতে পারতাম" হয়ে থাকে।

(১৭) "এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমিও এইরূপ হতে পারতাম" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করে (এই ধারণা প্রাপ্ত হয়)—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, এই অর্থে আমিও তদ্রুপ ক্ষত্রিয় হতে পারতাম" অথবা "তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, এই অর্থে আমিও তদ্রুপ ব্রাহ্মণ হতে পারতাম"... পূর্ববৎ [৯৭৪ নং প্যারার ৩নং সদৃশ; কেবল যথোপযুক্ত স্থানে এই অর্থে (ইহার দ্বারা) সংযোজন করতে হবে]... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমিও তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হতে পারতাম—এভাবে" এই অর্থে আমিও এইরূপ হতে পারতাম" হয়ে থাকে।

(১৮) "এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি অন্যরূপ হতে পারতাম" কিরূপ? অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করে (এই ধারণা প্রাপ্ত হয়)—"তিনি যেমন ক্ষত্রিয়, এই অর্থে আমি তদ্রুপ ক্ষত্রিয় না হতে পারতাম" অথবা তিনি যেমন ব্রাহ্মণ, এই অর্থে আমি তদ্রুপ ব্রাহ্মণ না হতে পারতাম... [৯৭৪ নং প্যারার ৪নং সদৃশ; কেবল যথোপযুক্ত স্থানে এই অর্থে (ইহার দ্বারা) সংযোজিত হবে]... তিনি যেমন নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী, এই অর্থে (ইহার দ্বারা) আমি তদ্রুপ নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী না হতে পারতাম—এভাবে "এই অর্থে আমি অন্যরূপ হতে পারতাম" হয়ে থাকে।

এগুলো হলো আঠারো প্রকার বাহির স্কন্ধের সহিত সম্পৃক্ত (সংশ্লিষ্ট তৃষ্ণাবিচরিত)।

এভাবে এই আঠারো প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত আধ্যাত্মিক (স্কন্ধের) সহিত সম্পৃক্ত; এই আঠারো প্রকার তৃষ্ণাবিচরিত বাহির (স্কন্ধের) সহিত সম্পৃক্ত; এগুলোকে একত্রিতভাবে পুঞ্জাকারে (সমগ্রভাবে) সংক্ষেপ করলে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত হয়ে থাকে। এভাবে অতীতে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত।

অনাগতে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত; বর্তমানে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত; এগুলো একত্রিতভাবে সমষ্টি আকারে সংক্ষেপ করলে একশত আট প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত হয়ে থাকে।

৯৭৭. তন্মধ্যে ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মজাল ব্যাকরণে (সূত্রে) উক্ত বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি (দৃষ্টিগত) কিরূপ? চার প্রকার শাশ্বতবাদ, চার প্রকার একাংশ শাশ্বতবাদ; চার প্রকার অন্তানন্তবাদ; চার প্রকার অমরাবিক্ষেপবাদ;[1]

---

[1] অমরাবিক্‌খেপিকা—অমরাবিক্ষেপী। মরে না বলিয়া অমর, স্ত্রীলিঙ্গে অমরা। গুড়চী,

দুই প্রকার অধীত্যসমুৎপন্নবাদ;[2] ষোলো প্রকার সংজ্ঞীবাদ; আট প্রকার অসংজ্ঞীবাদ; আট প্রকার নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞীবাদ; সাত প্রকার উচ্ছেদবাদ; পাঁচ প্রকার দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ—এই বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মজাল বেয়্যাকরণে (ব্যাকরণ, ব্যাখ্যা-বিবৃতি, গাথা বিহীন সূত্র) উক্ত (ব্যাখ্যাত) হয়েছে।

[ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ সমাপ্ত]

দুর্বাঘাসকেও অমরা বলে। গুড়চী যেমন মূলে বা উপমূলে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তরুশিখরে অনালম্বভাবে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তাদৃশ অপ্রতিষ্ঠিত বাক্যে বাক্য বিক্ষেপী।

[2] অধিচ্চসমুপ্পন্নিকা—অধীত্য-সমুৎপন্নবাদী। অধিচ্চসমুপ্পন্নং—অকারণ সঞ্জাত, হেতু-প্রত্যয় ব্যতীত উদ্ভব। স্বয়ং এবং অন্যান্য লোক অকারণে সমুৎপন্ন—এরূপ দৃষ্টি (দর্শন মতবিশ্বাস) যাঁদের আছে তারা অধীত্য সমুৎপন্নিকা।

১৮. ধর্মহৃদয় বিভঙ্গ[1]

১. সর্ব (ধর্ম) সংগ্রাহিক বার (বিভাগ)

৯৭৮. স্কন্ধ কত প্রকার; আয়তন কত প্রকার; ধাতু কত প্রকার; সত্য কত প্রকার; ইন্দ্রিয় কত প্রকার; হেতু কত প্রকার; আহার কত প্রকার; স্পর্শ কত প্রকার; বেদনা কত প্রকার; সংজ্ঞা কত প্রকার; চেতনা কত প্রকার; চিত্ত কত প্রকার?

পঞ্চস্কন্ধ; দ্বাদশ আয়তন; আঠারো প্রকার ধাতু; চার প্রকার সত্য; বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়; নয় প্রকার হেতু; চার প্রকার আহার;[2] সাত প্রকার স্পর্শ; সাত প্রকার বেদনা; সাত প্রকার সংজ্ঞা; সাত প্রকার চেতনা; সাত প্রকার চিত্ত।

৯৭৯. তন্মধ্যে পঞ্চস্কন্ধ কিরূপ? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; এগুলোকে পঞ্চস্কন্ধ বলে।

৯৮০. তন্মধ্যে দ্বাদশ আয়তন কিরূপ? দ্বাদশ আয়তন—চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, শ্রোত্র (কর্ণ)-আয়তন, শব্দ-আয়তন, ঘ্রাণ (নাসিকা)-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, রস-আয়তন, কায় (শরীর)-আয়তন, স্পৃশ্য (স্পৃর্শ যোগ্য বস্তু)-আয়তন, মন-আয়তন, ধর্ম (মনের আলম্বন বা চিন্তনীয় বিষয়)-আয়তন।

৯৮১. তন্মধ্যে আঠারো প্রকার ধাতু কিরূপ? চক্ষু-ধাতু, রূপ-ধাতু, চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু, শ্রোত্র-ধাতু, শব্দ-ধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণ-ধাতু, গন্ধ-ধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বা-ধাতু, রস-ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়-ধাতু, স্পৃশ্য ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু, মনো-ধাতু, ধর্ম-ধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু; এগুলোকে আঠারো প্রকার ধাতু বলে।

৯৮২. তন্মধ্যে চার প্রকার সত্য কিরূপ? দুঃখসত্য; সমুদয় সত্য; নিরোধ

---

[1] পূর্ববর্ণিতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

[2] আহার : এক্ষেত্রে আহারকে 'পরিপোষণ করা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কবলীকৃত আহার রূপদেহকে পরিপোষণ করে। স্পর্শাহার বা ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ পাঁচ প্রকার বেদনাকে পরিপোষণ করে। মনোসঞ্চেতনাহার ২৯ প্রকার কুশল এবং অকুশল লোকীয় চিত্তকে বুঝায়। তারা তিনভাবে উৎপত্তি প্রদান করে বা পরিপোষণ করে। প্রতিসন্ধি চিত্ত ১৯ প্রকার। অসংজ্ঞসত্ত্বের ক্ষেত্রে আহার কেবল রূপকে পরিপোষণ করে এবং অরূপ সত্ত্বের ক্ষেত্রে কেবল নামকে পরিপোষণ করে। যে ভূমিতে পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান সে ভূমিতে আহার নামরূপকে পরিপোষণ করে।

সত্য; মার্গসত্য—এগুলো হলো চার প্রকার সত্য।

৯৮৩. তন্মধ্যে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় কিরূপ? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা- ইন্দ্রিয়, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়—এগুলো হলো বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়।

৯৮৪. তন্মধ্যে নয় প্রকার হেতু কিরূপ? তিন প্রকার কুশলহেতু; তিন প্রকার অকুশল হেতু; তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু।

তন্মধ্যে তিন প্রকার কুশল হেতু কিরূপ? অলোভ কুশলহেতু; অদ্বেষ কুশলহেতু; অমোহ কুশলহেতু—এগুলো হলো তিন প্রকার কুশল হেতু।

তন্মধ্যে তিন প্রকার অকুশল হেতু কিরূপ? লোভ অকুশল হেতু; দ্বেষ অকুশল হেতু; মোহ অকুশল হেতু—এগুলো হলো তিন প্রকার অকুশলহেতু।

তন্মধ্যে তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু কিরূপ? কুশল ধর্মসমূহের বিপাকে এবং ক্রিয়া-অব্যাকৃত ধর্মসমূহে যা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এগুলো হলো তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু। এগুলোকে নয় প্রকার হেতু বলে।

৯৮৫. তন্মধ্যে চার প্রকার আহার কিরূপ? কবলীকরণীয় (গলাধঃকরণীয়) আহার, স্পর্শ-আহার, মনোসঞ্চেতনা আহার, বিজ্ঞান আহার—এগুলো 'চার প্রকার আহার' নামে অভিহিত।

৯৮৬. তন্মধ্যে সাত প্রকার স্পর্শ কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শ; শ্রোত্র-সংস্পর্শ; ঘ্রাণ-সংস্পর্শ; জিহ্বা-সংস্পর্শ; কায়-সংস্পর্শ, মনোধাতু-সংস্পর্শ, মনোবিজ্ঞান-ধাতু সংস্পর্শ; এগুলোকে সাত প্রকার স্পর্শ বলে।

৯৮৭. তন্মধ্যে সাত প্রকার বেদনা কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা; শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা; ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা; জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা; কায়-সংস্পর্শজ বেদনা; মনোধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা; মনোবিজ্ঞান-ধাতু সংস্পর্শজ বেদনা; এগুলোকে সাত প্রকার বেদনা বলে।

৯৮৮. তন্মধ্যে সাত প্রকার সংজ্ঞা কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; মনোধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; এগুলোকে সাত প্রকার সংজ্ঞা বলে।

৯৮৯. তন্মধ্যে সাত প্রকার চেতনা কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা; শ্রোত্র-সংস্পর্শজ চেতনা; ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা; জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা;

কায়-সংস্পর্শজ চেতনা; মনোধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা; এগুলোকে সাত প্রকার চেতনা বলে।

৯৯০. তন্মধ্যে সাত প্রকার চিত্ত কিরূপ? চক্ষু-বিজ্ঞান; শ্রোত্র বিজ্ঞান; ঘ্রাণ-বিজ্ঞান; জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান; মনোধাতু; মনোবিজ্ঞান-ধাতু; এগুলোকে সাত প্রকার চিত্ত বলে।

২. উৎপত্তি-অনুৎপত্তি বার (বিভাগ)

১. কামধাতু

৯৯১. কাম ধাতুতে কত প্রকার স্কন্ধ; কত প্রকার আয়তন; কত প্রকার ধাতু; কত প্রকার সত্য; কত প্রকার ইন্দ্রিয়; কত প্রকার হেতু; কত প্রকার আহার; কত প্রকার স্পর্শ; কত প্রকার বেদনা; কত প্রকার সংজ্ঞা; কত প্রকার চেতনা; কত প্রকার চিত্ত?

৯৯২. তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে পাঁচ প্রকার স্কন্ধ কিরূপ? রূপস্কন্ধ; বেদনাস্কন্ধ; সংজ্ঞাস্কন্ধ; সংস্কারস্কন্ধ; বিজ্ঞানস্কন্ধ; এগুলোকে কামধাতুর মধ্যে পাঁচ প্রকার স্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে দ্বাদশ আয়তন কিরূপ? দ্বাদশ আয়তন—চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, শ্রোত্র (কর্ণ)-আয়তন, শব্দ-আয়তন, ঘ্রাণ (নাসিকা)-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, রস-আয়তন, কায় (শরীর)-আয়তন, স্পৃশ্য (স্পর্শযোগ্য বস্তু)-আয়তন, মন-আয়তন, ধর্ম (মনের আলম্বন বা চিন্তনীয় বিষয়)-আয়তন। এগুলোই কামধাতুর মধ্যে দ্বাদশ আয়তন।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে আঠারো প্রকার ধাতু কিরূপ? চক্ষু-ধাতু, রূপ-ধাতু, চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু, শ্রোত্র ধাতু, শব্দ-ধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণ-ধাতু, গন্ধ-ধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বা-ধাতু, রস-ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়-ধাতু, স্পৃশ্য ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু, মনোধাতু, ধর্ম-ধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু—এগুলোই কামধাতুর মধ্যে আঠারো প্রকার ধাতু।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে তিন প্রকার সত্য কিরূপ? দুঃখসত্য; সমুদয় সত্য; মার্গ সত্য—এগুলোই হলো কামধাতুর মধ্যে তিন প্রকার সত্য।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় কিরূপ? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়... (৯৮৩ নং প্যারা মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়সমূহ)... লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়—এগুলোই হলো কামধাতুর মধ্যে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে নয় প্রকার হেতু কিরূপ? তিন প্রকার কুশল হেতু; তিন প্রকার অকুশল হেতু; তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু... (৯৮৪ নং প্যারা)... এগুলোই হলো কামধাতুর মধ্যে নয় প্রকার হেতু।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে চার প্রকার আহার কিরূপ? কবলীকরণীয় (গলাধঃকরণীয়) আহার; স্পর্শাহার; মনোসঞ্চেতনাহার; বিজ্ঞানাহার; এগুলোকে কামধাতুর মধ্যে চার প্রকার আহার বলে।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার স্পর্শ কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শ; শ্রোত্র-সংস্পর্শ; ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ; জিহ্বা-সংস্পর্শ; কায়-সংস্পর্শ, মনোধাতু-সংস্পর্শ, মনোবিজ্ঞান-ধাতু সংস্পর্শ—এগুলোই হলো কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার স্পর্শ।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার বেদনা কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা; শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা; ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা; জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা; কায়-সংস্পর্শজ বেদনা; মনোধাতু-সংস্পর্শজ বেদনা; মনোবিজ্ঞান-ধাতু সংস্পর্শজ বেদনা—এগুলোই হলো কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার বেদনা।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার সংজ্ঞা কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; শ্রোত্র-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; জিহ্বা-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; কায়-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; মনোধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা—এগুলোই হলো কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার সংজ্ঞা।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার চেতনা কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শজ চেতনা; শ্রোত্র-সংস্পর্শজ, চেতনা; ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ চেতনা; জিহ্বা-সংস্পর্শজ চেতনা; কায়-সংস্পর্শজ চেতনা; মনোধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা—এগুলোই হলো কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার চেতনা।

তন্মধ্যে কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার চিত্ত কিরূপ? চক্ষু-বিজ্ঞান; শ্রোত্র বিজ্ঞান; ঘ্রাণ-বিজ্ঞান; জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান; মনোধাতু; মনোবিজ্ঞান-ধাতু—এগুলোই হলো কামধাতুর মধ্যে সাত প্রকার চিত্ত।

২. রূপধাতু

৯৯৩. রূপধাতুর মধ্যে কত প্রকার স্কন্ধ; কত প্রকার আয়তন; কত প্রকার ধাতু; কত প্রকার সত্য; কত প্রকার ইন্দ্রিয়... (৯৯১ নং প্যারা)... কত প্রকার

চিত্ত?

রূপধাতুর মধ্যে পাঁচ প্রকার স্কন্ধ; ছয় প্রকার আয়তন; নয় প্রকার ধাতু; তিন প্রকার সত্য; চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয়; আট প্রকার হেতু; তিন প্রকার আহার; চার প্রকার স্পর্শ; চার প্রকার বেদনা; চার প্রকার সংজ্ঞা; চার প্রকার চেতনা; চার প্রকার চিত্ত।

৯৯৪. তন্মধ্যে রূপধাতুর মধ্যে পাঁচ প্রকার স্কন্ধ কিরূপ? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ; সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; এগুলোকে রূপধাতুর মধ্যে পাঁচ প্রকার স্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে রূপধাতুর মধ্যে ছয় প্রকার আয়তন কিরূপ? চক্ষু-আয়তন; রূপ-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন; শব্দ আয়তন; মন আয়তন; ধর্ম আয়তন; এগুলোকে রূপধাতুর মধ্যে ছয় প্রকার আয়তন বলে।

তন্মধ্যে রূপধাতুর মধ্যে নয় প্রকার ধাতু কিরূপ? চক্ষু ধাতু; রূপধাতু; চক্ষু বিজ্ঞান-ধাতু; শ্রোত্রধাতু; শব্দধাতু; শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু; মনোধাতু; ধর্মধাতু; মনোবিজ্ঞান-ধাতু; এগুলোকে রূপধাতুর মধ্যে নয় প্রকার ধাতু বলে।

তন্মধ্যে রূপধাতুর মধ্যে তিন প্রকার সত্য কিরূপ? দুঃখসত্য; সমুদয় সত্য; মার্গসত্য; এগুলোকে রূপধাতুর মধ্যে তিন প্রকার সত্য বলে।

তন্মধ্যে রূপধাতুর মধ্যে চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় কিরূপ? চক্ষু ইন্দ্রিয়; শ্রোত্র ইন্দ্রিয়; মন ইন্দ্রিয়; জীবিতেন্দ্রিয়; সৌমনস্য ইন্দ্রিয়; উপেক্ষা ইন্দ্রিয়; শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়; বীর্য ইন্দ্রিয়; স্মৃতি ইন্দ্রিয়; সমাধি ইন্দ্রিয়; প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়; অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী ইন্দ্রিয়; লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়; লোকোত্তর জ্ঞানী ইন্দ্রিয়; এগুলোকে রূপধাতুর মধ্যে চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় বলে।

তন্মধ্যে রূপধাতুর মধ্যে আট প্রকার হেতু কিরূপ? তিন প্রকার কুশল হেতু; দুই প্রকার অকুশল হেতু; তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু।

তন্মধ্যে তিন প্রকার কুশলহেতু কিরূপ? অলোভ কুশল হেতু; অদ্বেষ কুশল হেতু; অমোহ কুশল হেতু—এগুলো হলো তিন প্রকার কুশল হেতু।

তন্মধ্যে দুই প্রকার অকুশল হেতু কিরূপ? লোভ অকুশল হেতু; মোহ অকুশল হেতু—এগুলো হলো দুই প্রকার অকুশল হেতু।

তন্মধ্যে তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু কিরূপ? কুশল ধর্মসমূহের বিপাকে এবং ক্রিয়া-অব্যাকৃত ধর্মসমূহে যা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এগুলো হলো তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু। এগুলোকে রূপধাতুর আট প্রকার হেতু বলে।

তন্মধ্যে রূপধাতুর তিন প্রকার আহার কিরূপ? স্পর্শাহার; মনোসঞ্চেতনা

আহার; বিজ্ঞানাহার; এগুলোকে রূপধাতুর তিন প্রকার আহার বলে।

তন্মধ্যে রূপধাতুর চার প্রকার স্পর্শ কিরূপ? চক্ষু-সংস্পর্শ; শ্রোত্র-সংস্পর্শ; মনোধাতু-সংস্পর্শ; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ; এগুলোকে রূপধাতুর চার প্রকার স্পর্শ বলে।

তন্মধ্যে রূপধাতুর চার প্রকার বেদনা কিরূপ?... চার প্রকার সংজ্ঞা... চার প্রকার চেতনা... চার প্রকার চিত্ত কিরূপ? চক্ষু-বিজ্ঞান; শ্রোত্র-বিজ্ঞান; মনোধাতু; মনোবিজ্ঞান-ধাতু; এগুলোকে রূপধাতুর চার প্রকার চিত্ত বলে।

[... ৯৮৭, ৯৮৮ ও ৯৮৯ নং প্যারার মতো করে যথোপযুক্তস্থানে যথোপযুক্তভাবে পূরণ করতে হবে]

৩. অরূপধাতু

৯৯৫. অরূপধাতুর মধ্যে কত প্রকার স্কন্ধ... (৯৯১ নং প্যারা দেখুন)... কত প্রকার চিত্ত?

অরূপধাতুর মধ্যে চার প্রকার স্কন্ধ, দুই প্রকার আয়তন; দুই প্রকার ধাতু; তিন প্রকার সত্য; এগারো প্রকার ইন্দ্রিয়; আট প্রকার হেতু; তিন প্রকার আহার; এক প্রকার স্পর্শ; এক প্রকার বেদনা; এক প্রকার সংজ্ঞা; এক প্রকার চেতনা; এক প্রকার চিত্ত।

৯৯৬. তন্মধ্যে অরূপধাতুর মধ্যে চার প্রকার স্কন্ধ কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ; সংজ্ঞাস্কন্ধ; সংস্কারস্কন্ধ; বিজ্ঞানস্কন্ধ; এগুলোকে অরূপধাতুর চার প্রকার স্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে অরূপধাতুর দুই প্রকার আয়তন কিরূপ? মনায়তন; ধর্মায়তন; এগুলোকে অরূপধাতুর দুই প্রকার আয়তন বলে।

তন্মধ্যে অরূপধাতুর দুই প্রকার ধাতু কিরূপ? মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ধর্মধাতু; এগুলোকে অরূপধাতুর দুই প্রকার ধাতু বলে।

তন্মধ্যে অরূপধাতুর তিন প্রকার সত্য কিরূপ? দুঃখসত্য; সমুদয়সত্য; মার্গসত্য; এগুলোকে অরূপধাতুর তিন প্রকার সত্য বলে।

তন্মধ্যে অরূপধাতুর এগারো প্রকার ইন্দ্রিয় কিরূপ? মন ইন্দ্রিয়; জীবিতেন্দ্রিয়; সৌমনস্য ইন্দ্রিয়; উপেক্ষা ইন্দ্রিয়; শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়; বীর্য ইন্দ্রিয়; স্মৃতি ইন্দ্রিয়; সমাধি ইন্দ্রিয়; প্রজ্ঞাইন্দ্রিয়; লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়; লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়; এগুলোকে অরূপধাতু এগারো প্রকার ইন্দ্রিয় বলে।

তন্মধ্যে অরূপধাতুর আট প্রকার হেতু কিরূপ? তিন প্রকার কুশলহেতু; দুই প্রকার অকুশল হেতু; তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু... (৯৯৪ নং প্যারা)...

এগুলোকে অরূপধাতুর আট প্রকার হেতু বলে।

তন্মধ্যে অরূপধাতুর তিনটি আহার কিরূপ? স্পর্শাহার, মনো-সঞ্চেতনা আহার; বিজ্ঞানাহার; এগুলোকে অরূপধাতুর তিন প্রকার আহার বলে।

তন্মধ্যে অরূপধাতুর এক প্রকার স্পর্শ কিরূপ? মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ, ইহাকে অরূপধাতুর এক প্রকার স্পর্শ বলে।

তন্মধ্যে অরূপধাতুর এক প্রকার বেদনা কিরূপ?... এক প্রকার সংজ্ঞা... এক প্রকার চেতনা... এক প্রকার চিত্ত কিরূপ? মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে অরূপধাতুর এক প্রকার চিত্ত বলে।

[... যথোপযুক্তভাবে ৯৯২ নং প্যারা অনুসারে পূরণ করতে হবে]

৪. অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট)

৯৯৭. অপ্রতিপন্নে (অর্থাৎ লোকোত্তরে) কত প্রকার স্কন্ধ... (৯৯১ নং প্যারা)... কত প্রকার চিত্ত?

অপ্রতিপন্নে চার প্রকার স্কন্ধ; দুই প্রকার আয়তন; দুই প্রকার সত্য; বার প্রকার ইন্দ্রিয়; ছয় প্রকার হেতু; তিন প্রকার আহার; এক প্রকার স্পর্শ; এক প্রকার বেদনা; এক প্রকার সংজ্ঞা; এক প্রকার চেতনা; এক প্রকার চিত্ত।

৯৯৮. তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নে চার প্রকার স্কন্ধ কিরূপ? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ; সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ; এগুলোকে অপ্রতিপন্নে চার প্রকার স্কন্ধ বলে।

তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নে দুই প্রকার আয়তন কিরূপ? মনায়তন; ধর্মায়তন; এগুলোকে অপ্রতিপন্নে দুই প্রকার আয়তন বলে।

তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নে দুই প্রকার ধাতু কিরূপ? মনোবিজ্ঞান-ধাতু; ধর্মধাতু; এগুলোকে অপ্রতিপন্নে দুই প্রকার ধাতু বলে।

তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নে দুই প্রকার সত্য কিরূপ? মার্গসত্য; নিরোধ সত্য; এগুলোকে অপ্রতিপন্নে দুই প্রকার সত্য বলে।

তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নে বার প্রকার ইন্দ্রিয় কিরূপ? মন-ইন্দ্রিয়; জীবিতেন্দ্রিয়; সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়; উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়; শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়; বীর্য-ইন্দ্রিয়; স্মৃতি-ইন্দ্রিয়; সমাধি-ইন্দ্রিয়; প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়; অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয়; লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়; লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়; এগুলোকে অপ্রতিপন্নের বার প্রকার ইন্দ্রিয় বলে।

তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নের ছয় প্রকার হেতু কিরূপ? তিন প্রকার কুশল হেতু; তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু।

তন্মধ্যে তিন প্রকার কুশল হেতু কিরূপ? অলোভ কুশলহেতু; অদ্বেষ কুশলহেতু; অমোহ কুশলহেতু—এগুলো হলো তিন প্রকার কুশল হেতু।

তন্মধ্যে তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু কিরূপ? কুশল ধর্মসমূহের বিপাকে অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এগুলো হলো তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু। এগুলোকে অপ্রতিপন্নের ছয় প্রকার হেতু বলে।

তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নের তিন প্রকার আহার কিরূপ? স্পর্শাহার; মনো-সঞ্চেতনাহার; বিজ্ঞানাহার; এগুলোকে অপ্রতিপন্নের তিন প্রকার আহার বলে।

তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নের এক প্রকার স্পর্শ কিরূপ? মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ, ইহাকে অপ্রতিপন্নের এক প্রকার স্পর্শ বলে।

তন্মধ্যে অপ্রতিপন্নের এক প্রকার বেদনা কিরূপ?... এক প্রকার সংজ্ঞা... এক প্রকার চেতনা;... এক প্রকার চিত্ত কিরূপ?

মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ইহাকে অপ্রতিপন্নের এক প্রকার চিত্ত বলে।

[... যথোপযুক্তভাবে ৯৯২ নং প্যারা অনুসারে পূরণ করতে হবে]

৩. প্রতিপন্ন-অপ্রতিপন্ন বার

১. কামধাতু

৯৯৯. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার কামধাতু প্রতিপন্ন; কত প্রকার কামধাতু প্রতিপন্ন নহে... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার কামধাতু প্রতিপন্ন; কত প্রকার কামধাতু প্রতিপন্ন নহে?

১০০০. রূপস্কন্ধ কামধাতু প্রতিপন্ন; চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো কামধাতু-প্রতিপন্ন নহে।

দশ প্রকার আয়তন কামধাতু প্রতিপন্ন; দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন নহে।

ষোলো প্রকার ধাতু কামধাতু প্রতিপন্ন; দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন নহে।

সমুদয় সত্য কামধাতু প্রতিপন্ন; দুই প্রকার সত্য কামধাতু প্রতিপন্ন নহে; দুঃখসত্য কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন নহে।

দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কামধাতু প্রতিপন্ন; তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কামধাতু প্রতিপন্ন নহে; নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো

কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন নহে।

তিন প্রকার অকুশল হেতু কামধাতু প্রতিপন্ন; ছয় প্রকার হেতু কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন নহে।

কবলীকরণীয় আহার কামধাতু প্রতিপন্ন; তিন প্রকার আহার কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন নহে।

ছয় প্রকার স্পর্শ কামধাতু প্রতিপন্ন; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো কামধাতুর প্রতিপন্ন নহে।

ছয় প্রকার বেদনা... ছয় প্রকার সংজ্ঞা... ছয় প্রকার চেতনা... ছয় প্রকার চিত্ত কামধাতু প্রতিপন্ন; মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো কামধাতু প্রতিপন্ন নহে।

২. রূপধাতু

১০০১. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার রূপধাতু প্রতিপন্ন (সংশ্লিষ্ট); কত প্রকার রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার রূপধাতু প্রতিপন্ন; কত প্রকার রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে?

১০০২. রূপস্কন্ধ রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

দশ প্রকার আয়তন রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

ষোলো প্রকার ধাতু রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

তিন প্রকার সত্য রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; দুঃখসত্য কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

কবলীকরণীয় আহার রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; তিন প্রকার আহার কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

ছয় প্রকার স্পর্শ রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

ছয় প্রকার বেদনা... ছয় প্রকার সংজ্ঞা... ছয় প্রকার চেতনা... ছয় প্রকার চিত্ত রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো রূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

[... যথোপযুক্তভাবে ৯৯২ নং প্যারা অনুসারে পূরণ করতে হবে]

৩. অরূপধাতু

১০০৩. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কত প্রকার অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কত প্রকার অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে?

১০০৪. রূপস্কন্ধ অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

দশ প্রকার আয়তন অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

ষোলো প্রকার ধাতু অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

তিন প্রকার সত্য অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; আট প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

তিন প্রকার অকুশলহেতু অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে, ছয় প্রকার হেতু কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

কবলীকরণীয় (গলাধঃকরণীয়) আহার অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; তিন প্রকার আহার কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

ছয় প্রকার স্পর্শ অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

ছয় প্রকার বেদনা... ছয় প্রকার সংজ্ঞা... ছয় প্রকার চেতনা... ছয় প্রকার চিত্ত অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে; মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অরূপধাতু প্রতিপন্ন নহে।

[... যথোপযুক্তভাবে ৯৯২ নং অনুসারে পূর্ণিতব্য]

৪. প্রতিপন্ন-অপ্রতিপন্ন

১০০৫. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার প্রতিপন্ন (সংশ্লিষ্ট); কত প্রকার

অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট)... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার প্রতিপন্ন; কত প্রকার অপ্রতিপন্ন?

১০০৬. রূপস্কন্ধ প্রতিপন্ন; চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন।

দশ প্রকার আয়তন প্রতিপন্ন; দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন।

ষোলো প্রকার ধাতু প্রতিপন্ন; দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন। দুই প্রকার সত্য প্রতিপন্ন; দুই প্রকার সত্য অপ্রতিপন্ন।

দশ প্রকার ইন্দ্রিয় প্রতিপন্ন; তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অপ্রতিপন্ন; নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন।

তিন প্রকার অকুশলহেতু প্রতিপন্ন; ছয় প্রকার হেতু কখনো কখনো প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন।

কবলীকরণীয় আহার প্রতিপন্ন; তিন প্রকার আহার কখনো কখনো প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন।

ছয় প্রকার স্পর্শ প্রতিপন্ন; মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন।

ছয় প্রকার বেদনা... ছয় প্রকার সংজ্ঞা... ছয় প্রকার চেতনা... ছয় প্রকার চিত্ত প্রতিপন্ন; মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো প্রতিপন্ন; কখনো কখনো অপ্রতিপন্ন।

[... যথোপযুক্তভাবে ৯৯২ নং প্যারা অনুসারে পূরণ করতে হবে]

৪. ধর্মদর্শন বার

১. কামধাতু

১০০৭. কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কত প্রকার স্কন্ধের আবির্ভাব (প্রাদুর্ভাব) হয়... (৯৯১ নং প্যারা)... কত প্রকার চিত্তের আবির্ভাব হয়? কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে পঞ্চস্কন্ধ আবির্ভূত হয়; কাহারও এগারো প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়; কাহারও দশ প্রকার আয়তন প্রাদুর্ভূত হয়; কাহারও অপর দশ প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়; কাহারও নয় প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়; কাহারও সাত প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়; কাহারও এগারো প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়; কাহারও দশ প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়;

কাহারও অপর দশ প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়; কাহারও নয় প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়; কাহারও সাত প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়; সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে এক প্রকার সত্য আবির্ভূত হয়; কাহারও চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও অপর তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও দ্বাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও দশ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও নয় প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও অপর নয় প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও অপর আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও সাত প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও পঞ্চ ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও চার প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; কাহারও তিন প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়; কাহারও দুই প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়; কাহারও অহেতুক আবির্ভূত হয়; সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে চারি আহার আবির্ভূত হয়; সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে এক প্রকার স্পর্শ আবির্ভূত হয়; সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে এক প্রকার বেদনা... এক প্রকার সংজ্ঞা... এক প্রকার চেতনা... এক প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়।

১০০৮. কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে কোন পঞ্চস্কন্ধসমূহ আবির্ভূত হয়? রূপস্কন্ধ; বেদনাস্কন্ধ; সংজ্ঞাস্কন্ধ; সংস্কারস্কন্ধ বিজ্ঞানস্কন্ধ—কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে এই পঞ্চস্কন্ধসমূহ আবির্ভূত হয়।

১০০৯. কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার এগারো প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়? কামাবচর দেবগণের; কল্পের প্রারম্ভিক সময়ে উৎপন্ন মনুষ্যগণের; উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যক প্রাণীর; নৈরয়িকগণের (নারকীয়দের); পরিপূর্ণ আয়তন সম্পন্নের উৎপত্তিক্ষণে এগারো প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয় (যথা)—চক্ষু-আয়তন; রূপায়তন, শ্রোত্র-আয়তন; ঘ্রাণ-আয়তন; গন্ধ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, রস-আয়তন, কায়-আয়তন, স্পৃশ্য-আয়তন, মনায়তন, ধর্মায়তন। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই এগারো প্রকার আয়তন ইহাদের (সত্ত্বগণের নিকট) আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার দশ প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যক প্রাণীর; নৈরয়িকের (নারকীয়দের); জন্মান্ধের উৎপত্তিক্ষণে দশ প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়, (যথা)—রূপায়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, গন্ধায়তন, জিহ্বায়তন, রসায়তন, কায়ায়তন, স্পৃশ্যায়তন, মনায়তন, ধর্মায়তন।

কামাধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দশ প্রকার আয়তন ইহাদের (সত্ত্বগণের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার অপর দশ প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যক প্রাণীর; নারকীয়গণের; জন্ম বধিরের উৎপত্তিক্ষণে দশ প্রকার আয়তন আবির্ভূত (প্রকটিত) হয়; (যথা)—চক্ষু-আয়তন, রূপায়তন, ঘ্রাণায়তন; গন্ধায়তন, জিহ্বায়তন, রসায়তন, কায়ায়তন, স্পৃশ্যায়তন, মনায়তন, ধর্মায়তন। কামাধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দশ প্রকার আয়তন ইহাদের (সত্ত্বগণের) মধ্যে আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার নয় প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যক প্রাণীর; নারকীয়গণের; জন্মান্ধ-জন্মবধিরের উৎপত্তিক্ষণে নয় প্রকার আয়তন প্রকটিত হয়; (যথা)—রূপায়তন, ঘ্রাণায়তন, গন্ধায়তন, জিহ্বায়তন, রসায়তন, কায়ায়তন, স্পৃশ্যায়তন, মনায়তন, ধর্মায়তন। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই নয় প্রকার আয়তন ইহাদের (সত্ত্বগণের) মধ্যে প্রকটিত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার সাত প্রকার আয়তন প্রকটিত হয়? জরায়ুজ (গর্ভস্থ) সত্ত্বগণের উৎপত্তিক্ষণে সাত প্রকার আয়তন প্রকটিত হয়; (যথা)—রূপায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন, কায়ায়তন, স্পৃশ্যায়তন, মনায়তন, ধর্মায়তন। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই সাত প্রকার আয়তন ইহাদের (সত্ত্বগণের) মধ্যে প্রকটিত (আবির্ভূত) হয়।

১০১০. কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার এগারো প্রকার ধাতু প্রকটিত (আবির্ভূত) হয়? কামাবচর দেবগণের; কল্পের প্রারম্ভিক সময়ের মনুষ্যের; উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের, উপপাতিক তির্যকজাতির (পশু-পক্ষীকুলের); নারকীয়গণের; পরিপূর্ণায়তন সম্পন্নের উৎপত্তিক্ষণে এগারো প্রকার ধাতু প্রকটিত হয়; (যথা)—চক্ষুধাতু, রূপধাতু, শ্রোত্রধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু জিহ্বা-ধাতু, রসধাতু, কায়ধাতু, স্পৃশ্যধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ধর্মধাতু। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই এগারো প্রকার ধাতু ইহাদের (সত্ত্বগণের) মধ্যে প্রকটিত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার দশ প্রকার ধাতু প্রকটিত (আবির্ভূত) হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যকজাতির (পশু-পক্ষীকুলের); নারকীয়গণের; জন্মান্ধের উৎপত্তিক্ষণে দশ প্রকার ধাতু প্রকটিত হয়—রূপধাতু, শ্রোত্রধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু,

কায়ধাতু, স্পৃশ্যধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ধর্মধাতু। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দশ প্রকার ধাতু ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট প্রকটিত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার অপর দশ প্রকার ধাতু প্রকটিত (আবির্ভূত) হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যগ্‌জাতির; নারকীয়গণের; জন্ম বধিরগণের উৎপত্তিক্ষণে দশ প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়; (যথা)—চক্ষুধাতু, রূপধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, কায়ধাতু, স্পৃশ্যধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ধর্মধাতু। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দশ প্রকার ধাতু ইহাদের (উক্ত সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার নয় প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যকজাতির; নারকীয়গণের; জন্মান্ধ-জন্মগত বধিরগণের উৎপত্তিক্ষণে নয় প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয় (যথা)—রূপধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, কায়ধাতু, স্পৃশ্যধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ধর্মধাতু। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই নয় প্রকার ধাতু ইহাদের (সত্ত্বদের) মধ্যে আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার সাত প্রকার ধাতু আবির্ভূত (প্রকটিত) হয়? জরায়ুজ (গর্ভজ) সত্ত্বগণের উৎপত্তিক্ষণে সাত প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়; (যথা)—রূপধাতু, গন্ধধাতু, রসধাতু, কায় ধাতু, স্পৃশ্যধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ধর্মধাতু,। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই সাত প্রকার ধাতু ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

১০১১. কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকল (প্রাণীর) মধ্যে কোন এক প্রকার সত্য আবির্ভূত (প্রকটিত) হয়? দুঃখসত্য—কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই এক প্রকার সত্য সকল (প্রাণীর) মধ্যে আবির্ভূত হয়।

১০১২. কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? সহেতুক জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর দেবগণের উৎপত্তিক্ষণে চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয় (যথা)—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় অথবা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিতেন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় বা উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? সহেতুক জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত কামাবচর দেবগণের উৎপত্তিক্ষণে তেরো প্রকার

ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; (যথা)—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিতেন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বা উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার অপর তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? সহেতুক জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কল্পের প্রারম্ভিক মনুষ্যের তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; (যথা)—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, জীবিতেন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বা উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই তেরো প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) মধ্যে আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার বার প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? কল্পের প্রারম্ভিক সময়ে উৎপন্ন সহেতুক জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত মনুষ্যের উৎপত্তিক্ষণে বার প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বা উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই বার প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার দশ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত (উৎপন্ন) হয়? সহেতকু জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত গর্ভজ (জরায়ুজ) সত্ত্বগণের উৎপত্তিক্ষণে দশ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত (প্রকটিত) হয়; (যথা)—কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বা উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার নয় প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন (আবির্ভূত) হয়? সহেতুক জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত গর্ভজ (জরায়ুজ) সত্ত্বগণের উৎপত্তিক্ষণে নয় প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; (যথা)—কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বা উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্যইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই নয় প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) মধ্যে আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার অপর নয় প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যকজাতির, নারকীয়গণের; পরিপূর্ণ আয়তনসম্পন্নের উৎপত্তিক্ষণে নয় প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয় (যথা)—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিতেন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই নয় প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (উক্ত সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যকজাতির; নারকীয়গণের; জন্মান্ধের উৎপত্তিক্ষণে আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; (যথা)—শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (উক্ত সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার অপর আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? উপপাতিক প্রেতগণের, উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যকজাতির; নারকীয়গণের; জন্ম-বধিরগণের উৎপত্তিক্ষণে আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; (যথা)—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিতেন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার সাত প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? উপপাতিক প্রেতগণের; উপপাতিক অসুরগণের; উপপাতিক তির্যকজাতির; নারকীয়গণের; জন্মান্ধ-জন্ম-বধিরগণের উৎপত্তিক্ষণে সাত প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; (যথা)—ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই সাত প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) মধ্যে প্রকটিত (আবির্ভূত) হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহর পঞ্চ ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? নপুংসক ব্যতীত, অহেতুক গর্ভজ (জরায়ুজ) সত্ত্বগণের উৎপত্তিক্ষণে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; (যথা)—কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়

ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার চার প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? অহেতুক গর্ভজ (জরায়ুজ) সত্ত্বগণের এবং নপুংসকের উৎপত্তিক্ষণে চার প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; (যথা)—কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই চার প্রকার ইন্দ্রিয় ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়।

১০১৩. কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার তিন প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়? কামাবচর দেবগণের; কল্পের প্রারম্ভিক সময়ে উৎপন্ন মনুষ্যদের; সহেতুক জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত গর্ভজ (জরায়ুজ) সত্ত্বগণের উৎপত্তিক্ষণে তিন প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়; (যথা)—অলোভ বিপাকহেতু; অদ্বেষ বিপাকহেতু; অমোহ বিপাকহেতু। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই তিন প্রকার হেতু ইহাদের (সত্ত্বদের) আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কাহার দুই প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়; কামাবচর দেবগণের; কল্পের প্রারম্ভিক সময়ে উৎপন্ন মনুষ্যগণের, সহেতুক জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত গর্ভজ সত্ত্বগণের উৎপত্তিক্ষণে দুই প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়; (যথা)—অলোভ বিপাক হেতু; অদ্বেষ বিপাক হেতু। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দুই প্রকার হেতু ইহাদের (সত্ত্বদের) নিকট আবির্ভূত হয়। অবিশষ্ট সত্ত্বদের অহেতু (অহেতুক) প্রকটিত হয়।

১০১৪. কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকল (সত্ত্বের) মধ্যে কোন চার প্রকার আহার আবির্ভূত হয়? কবলীকরণীয় (গলাধঃকরণীয়) আহার, স্পর্শাহার, মনোসঞ্চেতনাহার, বিজ্ঞানাহার—কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকল (সত্ত্বের) মধ্যে এই চার প্রকার আহার আবির্ভূত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে কোন এক প্রকার স্পর্শ আবির্ভূত (প্রকটিত) হয়? মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকলের এই এক প্রকার স্পর্শ প্রকটিত হয়।

কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকলের (সত্ত্বের) মধ্যে কোন এক প্রকার বেদনা... কোন এক প্রকার সংজ্ঞা.. কোন এক প্রকার চেতনা... কোন এক প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়? মনোবিজ্ঞান-ধাতু। কামধাতুর উৎপত্তিক্ষণে সকলের (সত্ত্বের) এই এক প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়।

২. রূপধাতু

১০১৫. রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কত প্রকার স্কন্ধ আবির্ভূত হয়... (৯৯৯

নং প্যারা)... কত প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়?

অসংজ্ঞ সত্ত্বদেবগণ ব্যতীত, রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে পঞ্চস্কন্ধ আবির্ভূত হয়; পঞ্চায়তন আবির্ভূত হয়, পঞ্চ ধাতু আবির্ভূত হয়; এক সত্য আবির্ভূত হয়, দশ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; তিন প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়; তিন প্রকার আহার আবির্ভূত হয়; এক প্রকার স্পর্শ আবির্ভূত হয়, এক প্রকার বেদনা... এক প্রকার সংজ্ঞা... এক প্রকার চেতনা... এক প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়।

১০১৬. রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন পঞ্চস্কন্ধসমূহ আবির্ভূত হয়? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই পঞ্চস্কন্ধসমূহ প্রকটিত (আবির্ভূত) হয়।

রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন পঞ্চায়তন আবির্ভূত হয়? চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, মনায়তন, ধর্মায়তন—রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই পঞ্চায়তন আবির্ভূত হয়; রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন পঞ্চধাতু আবির্ভূত হয়? চক্ষুধাতু, রূপধাতু, শ্রোত্রধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ধর্মধাতু—রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই পঞ্চ ধাতু আবির্ভূত হয়।

রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন দশ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, মনিন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বা উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়—রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়।

রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন তিন প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়? অলোভ বিপাকহেতু; অদ্বেষ বিপাকহেতু, অমোহ বিপাকহেতু—রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই তিন প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়।

রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন তিন প্রকার আহার আবির্ভূত হয়? স্পর্শাহার, মনোসঞ্চেতনাহার, বিজ্ঞানাহার—রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই তিন প্রকার আহার আবির্ভূত হয়।

রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন এক প্রকার স্পর্শ আবির্ভূত হয়? মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ। রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই এক প্রকার স্পর্শ আবির্ভূত হয়।

রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন এক প্রকার বেদনা... এক প্রকার সংজ্ঞা... এক প্রকার চেতনা... এক প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়? মনোবিজ্ঞান-ধাতু। রূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই এক প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়।

৩. অসংজ্ঞসত্ত্ব

১০১৭. অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবগণের উৎপত্তিক্ষণে কত প্রকার স্কন্ধ... (৯৯১ নং প্যারা)... কত প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়?

অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবগণের উৎপত্তিক্ষণে এক প্রকার স্কন্ধ আবির্ভূত (প্রকটিত) হয়—রূপস্কন্ধ; দুই প্রকার আয়তন প্রকটিত হয়—রূপায়তন, ধর্মায়তন; দুই প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়—রূপধাতু, ধর্মধাতু; এক প্রকার সত্য প্রকটিত হয়—দুঃখসত্য; এক প্রকার ইন্দ্রিয় প্রকটিত হয়—রূপজীবিতেন্দ্রিয়। অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবগণ হেতু ব্যতীত, আহার ব্যতীত, স্পর্শ ব্যতীত, বেদনা ব্যতীত, সংজ্ঞা ব্যতীত, চেতনা ব্যতীত, চিত্ত ব্যতীত প্রকটিত (আবির্ভূত) হয়।

৪. অরূপধাতু

১০১৮. অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কত প্রকার স্কন্ধ আবির্ভূত হয়... (৯৯১ নং প্যারা)... কত প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়?

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে চার প্রকার স্কন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়; দুই প্রকার আয়তন প্রাদুর্ভূত হয়; দুই প্রকার ধাতু প্রকটিত হয়; এক প্রকার সত্য আবির্ভূত হয়; আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; তিন প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়; তিন প্রকার আহার প্রাদুর্ভূত হয়; এক প্রকার স্পর্শ প্রাদুর্ভূত হয়; এক প্রকার বেদনা... এক প্রকার সংজ্ঞা... এক প্রকার চেতনা... এক প্রকার চিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়।

১০১৯. অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন চার প্রকার স্কন্ধ আবির্ভূত হয়? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই চার প্রকার স্কন্ধ আবির্ভূত হয়।

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন দুই প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়? মনায়তন, ধর্মায়তন—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দুই প্রকার আয়তন আবির্ভূত হয়।

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন দুই প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়? মনোবিজ্ঞান-ধাতু, ধর্মধাতু—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই দুই প্রকার ধাতু আবির্ভূত হয়।

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন এক প্রকার সত্য আবির্ভূত হয়? দুঃখসত্য—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই এক প্রকার সত্য আবির্ভূত হয়।

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়? মন-

ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়।

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন তিন প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়? অলোভ বিপাকহেতু, অদ্বেষ বিপাকহেতু, অমোহ বিপাকহেতু—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই তিন প্রকার হেতু আবির্ভূত হয়।

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন তিন প্রকার আহার আবির্ভূত হয়? স্পর্শাহার, মনোসঞ্চেতনাহার, বিজ্ঞানাহার—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই তিন প্রকার আহার আবির্ভূত হয়।

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন এক প্রকার স্পর্শ আবির্ভূত হয়? মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই এক প্রকার স্পর্শ আবির্ভূত (প্রকটিত) হয়।

অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে কোন এক প্রকার বেদনা... এক প্রকার সংজ্ঞা... কোন এক প্রকার চেতনা... কোন এক প্রকার চিত্ত আবির্ভূত হয়? মনোবিজ্ঞান-ধাতু—অরূপধাতুর উৎপত্তিক্ষণে এই এক প্রকার চিত্ত আবির্ভূত (প্রাদুর্ভূত) হয়।

৫. ভূম্যান্তর-দর্শন-বার (বিভাগ)

১০২০. কামাবচর ধর্মসমূহ; কামাবচর নহে তাদৃশ ধর্মসমূহ; রূপাবচর ধর্মসমূহ; রূপাবচর নহে তাদৃশ ধর্মসমূহ; অরূপাবচর ধর্মসমূহ; অরূপাবচর নহে তাদৃশ ধর্মসমূহ; প্রতিপন্ন (সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ পার্থিব বা লৌকিক) ধর্মসমূহ; অপ্রতিপন্ন (অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ অপার্থিব বা লোকোত্তর) ধর্মসমূহ।

কোন ধর্মসমূহ কামাবচর? নিম্নে অবীচি নিরয় হতে ঊর্ধ্বে পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোক (দেবগণ) পর্যন্ত ইহার মধ্যবর্তী স্তরে, এই অবচরে,[1] এই প্রতিপন্নে (সংশ্লিষ্টে) যা স্কন্ধ-ধাতু-আয়তন; রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—এই ধর্মসমূহ কামাবচর।

কোন ধর্মসমূহ কামাবচর নহে? রূপাবচর, অরূপাবচর, অপ্রতিপন্ন—এই ধর্মসমূহ কামাবচর নহে।

কোন ধর্মসমূহ রূপাবচর? নিম্নে ব্রহ্মালোক হতে উপরে অকনিট্ঠ (অকনিষ্ঠ) দেবগণ পর্যন্ত; ইহার মধ্যবর্তী স্তরে, এই অবচরে, এই সংশ্লিষ্টে

[1] পরিবর্তনশীল প্রাণীর বিচরণক্ষেত্র।

সমাপন্নের (সমাপত্তিলাভীর) বা উপপন্নের (উৎপন্নের) বা দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) সুখবিহারীর (অবস্থানকারীর) যা চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ—এই ধর্মসমূহ রূপাবচর।

কোন ধর্মসমূহ রূপাবচর নহে? কামাবচর, অরূপাবচর, অপ্রতিপন্ন—এই ধর্মসমূহ রূপাবচর নহে।

কোন ধর্মসমূহ অরূপাবচর? নিম্নে আকাশ-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত দেবগণ হতে উপরে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন দেবগণ পর্যন্ত বিস্তৃত (মধ্যবর্তী) স্তরে, এই অবচরে, এই প্রতিপন্নে সমাপন্নের বা উপপন্নের বা দৃষ্টধর্মে-সুখবিহারীর যা চিত্ত চৈতসিক ধর্মসমূহ—এই ধর্মসমূহ অরূপাবচর।

কোন ধর্মসমূহ অরূপাবচর নহে? কামাবচর, রূপাবচর, অপ্রতিপন্ন—এই ধর্মসমূহ অরূপাবচর নহে।

কোন ধর্মসমূহ প্রতিপন্ন (সংশ্লিষ্ট)? সাসব[1] কুশলাকুশল-অব্যাকৃত কামাবচর ধর্মসমূহ; রূপাবচর, অরূপাবচর, রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই ধর্মসমূহ প্রতিপন্ন।

কোন ধর্মসমূহ অপ্রতিপন্ন? মার্গসমূহ, মার্গফলসমূহ এবং অসংস্কৃত ধাতু—এই ধর্মসমূহ অপ্রতিপন্ন।

৬. উৎপাদক কর্ম এবং আয়ু প্রমাণ বিভাগ (বার)

১. উৎপাদক কর্ম

১০২১. দেব (দেবতা) বলতে ত্রিবিধ দেবতা—সম্মুতি দেবতা, উৎপত্তি দেবতা,[2] বিশুদ্ধি দেবতা।

সম্মুতি দেবতা বলতে বুঝায় রাজা, দেবী (রাণী), কুমার (রাজকুমার)।

উৎপত্তি দেবতা বলতে বুঝায় চর্তুমহারাজিক দেবগণ হতে শুরু করে তদুপরি দেবগণ।

বিশুদ্ধি দেবতা বলতে বুঝায় অরহত।

দান দিয়ে, শীল অনুশীলন (আচরণ) করে, উপোসথকর্ম করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয় (জন্ম গ্রহণ করে)? দান দিয়ে, শীল অনুশীলন করে,

---

[1] সাসব-আসবের আলম্বন।

[2] জন্মসূত্রে দেবতা।

উপোসথকর্ম করে কিছু কিছু সত্ত্ব ক্ষত্রিয় মহাসালের (মহাধনীর) সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কিছু কিছু সত্ত্ব ব্রাহ্মণ-মহাধনীর সাহচর্যে উৎপন্ন হয় (জন্ম গ্রহণ করে); কিছু কিছু গৃহপতি-মহাধনীর সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কিছু কিছু সত্ত্ব চর্তুমহারাজিক দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কিছু কিছু সত্ত্ব তাবতিংস (ত্রয়ত্রিংশ) দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কিছু কিছু সত্ত্ব যাম দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়: কিছু কিছু সত্ত্বগণ তুষিত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কিছু কিছু সত্ত্ব নির্মাণরতী দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কিছু কিছু সত্ত্ব পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।

২. আয়ুপ্রমাণ

১০২২. মনুষ্যগণের আয়ুপ্রমাণ কিরূপ? শতবর্ষ অথবা তদপেক্ষা কম বা বেশী।

১০২৩. চতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ কিরূপ? যা মনুষ্যগণের পঞ্চাশ বছর, তা চতুর্মহারাজিক দেবগণের এক রাত্রি-দিন। সেই রাত্রির মতো ত্রিশ রাত্রিতে এক মাস; সেইরূপ মাস গণনায় বারমাসে এক বৎসর; সেইরূপ বৎসর গণনায় দিব্য পঞ্চশত বৎসর চর্তুমহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ; মনুষ্য গণনায় কত হয়? নব্বই লক্ষ বৎসর।

ত্রয়ত্রিংস (তাবতিংস) দেবগণের আয়ুপ্রমাণ কিরূপ? যা মনুষ্যগণের একশত বৎসর, তা ত্রয়ত্রিংশ দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেইরূপ রাত্রি-দিন হিসেবে ত্রিশ রাত্রিতে এক মাস; সেইরূপ মাস হিসেবে বারো মাসে এক বৎসর; সেইরূপ বৎসর হিসেবে ত্রয়ত্রিংস দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য এক সহস্র বৎসর। মনুষ্য গণনায় তা কত হয়? তিন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর।

যাম দেবগণের আয়ু প্রমাণ কিরূপ? যা মনুষ্যগণের দুইশত বৎসর; তা যাম দেবগণের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ রাত্রি-দিন হিসেবে ত্রিশ রাত্রিতে এক মাস; সেইরূপে মাস গণনায় বারো মাসে এক বৎসর; সেইরূপ বৎসর গণনায় দিব্য দুই সহস্র বৎসর যাম দেবগণের আয়ু প্রমাণ। মনুষ্য গণনায় তা কত হয়? চৌদ্দ কোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর।

তুষিত দেবগণের আয়ুপ্রমাণ কিরূপ? যা মনুষ্যগণের চারশত বৎসর, তা তুষিত দেবগণের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ রাত্রি-দিন গণনায় ত্রিশ রাত্রিতে এক মাস; সেইরূপ মাস গণনায় বারো মাসে এক বৎসর; সেইরূপ বৎসর গণনায় দিব্য চারি সহস্র বৎসর তুষিত দেবগণের আয়ুপ্রমাণ। মনুষ্য গণনায় তা কত হয়? সাতান্ন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর।

নির্মাণরতি দেবগণের আয়ুপ্রমাণ কিরূপ? যা মনুষ্যগণের আটশত বৎসর; তা নির্মাণরতি দেবগণের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ রাত্রি-দিন গণনায় ত্রিশ রাত্রিতে একমাস; সেইরূপ মাস গণনায় বারো মাসে এক বৎসর; সেইরূপ বৎসর গণনায় দিব্য আট সহস্র বৎসর নির্বাণরতি দেবগণের আয়ুপ্রমাণ। মনুষ্য গণনায় তা কত হয়? দুইশত ত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর

পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের আয়ুপ্রমাণ কিরূপ? যা মনুষ্যগণের ষোলশত বৎসর; তা পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ রাত্রি-দিন গণনায় ত্রিশ রাত্রিতে এক মাস; সেইরূপ মাস গণনায় বারো মাসে এক বৎসর; সেইরূপ বৎসর গণনায় দিব্য ষোলো সহস্র বৎসরে পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের আয়ুপ্রমাণ। মনুষ্যগণনায় তা কত হয়? নয়শত একুশ কোটি ষাট লক্ষ বৎসর।

সর্বকামে সমৃদ্ধিশালী, এই ছয় কামাবচরে;
সকলের একত্রিতভাবে আয়ু কত হবে?
বারো শত আঠাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ,
তাদের (দেবগণের) মোট আয়ু; বর্ষরূপে হলো প্রকাশিত।

১০২৪. প্রথম ধ্যানকে[1] সীমিতাকারে (পরিত্তভাবে) ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয় (জন্ম গ্রহণ করে)? প্রথম ধ্যানকে সীমিতাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) ব্রহ্মপরিষদ দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ূপ্রমাণ কত? এক কল্পের[2] তৃতীয়াংশ।

প্রথম ধ্যান মধ্যমাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয়? প্রথম ধ্যান মধ্যমাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) ব্রহ্মপুরোহিত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ু পরিমাণ কত? অর্ধ কল্প।

প্রথম ধ্যান সর্বোত্তমভাবে (প্রণীতাকারে) ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায়

---

[1] ঝান : ধ্যান এই পালি শব্দ √ঝে ধাতু নিষ্পন্ন (চিন্তা করা)। ভদন্ত বুদ্ধঘোষ 'ধ্যান' বা 'ঝান' শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন : 'আরম্মণ' উপনিজ্ঝানতো পচ্ছনীকঝাপনতো বা ঝানং', আলম্বন বা ধ্যেয় বিষয়কে (আরম্মণ) নিকটে নিবিষ্টভাবে চিন্তা (ধ্যান) বলা হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো এক আলম্বনের উপর চিত্ত নিবিষ্ট বা সমাহিত করাকে ধ্যান বলা হয়।

[2] রূপলোকে কোনো সূর্য নাই বলে দিবা-রাত্র ভেদও নাই। তত্রস্থ দেবগণের আয়ু কল্প দ্বারা পরিমিত হয়। কল্প আবার শরীরের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ব্রহ্ম-পরিষদ দেবগণের শরীর পরিমাণ অর্ধ যোজন, আয়ুষ্কালও অর্ধ কল্প। অকনিষ্ঠের শরীর প্রমাণ সহস্র যোজন, আয়ুষ্কাল সহস্র কল্প।

উৎপন্ন হয়? প্রথম ধ্যান সর্বোত্তমভাবে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) মহাব্রহ্মা দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ুসীমা কত? (এক) কল্প।

১০২৫. দ্বিতীয় ধ্যান সীমিতাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয়? দ্বিতীয় ধ্যান সীমিতাকারে ভাবনা করে পরিত্তাভ দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ুসীমা কত? দুই কল্প।

দ্বিতীয় ধ্যান মধ্যমাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয়? দ্বিতীয় ধ্যান মধ্যমাকারে ভাবনা করে অপ্রমাণাভ দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ুসীমা কত? চার কল্প।

দ্বিতীয় ধ্যান প্রণীতাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয়? দ্বিতীয় ধ্যান প্রণীতাকারে ভাবনা করে আভাস্বর দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ুসীমা কত? আট কল্প।

১০২৬. তৃতীয় ধ্যান সীমিতাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয়? তৃতীয় ধ্যান সীমিতাকারে ভাবনা করে পরিত্ত-শুভ দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ুসীমা কত? ষোলো কল্প।

তৃতীয় ধ্যান মধ্যমাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয়? তৃতীয় ধ্যান মধ্যমাকারে ভাবনা করে অপ্রমাণ-শুভ দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ুসীমা কত? বত্রিশ কল্প।

তৃতীয় ধ্যান প্রণীতাকারে ভাবনা করে (সত্ত্বগণ) কোথায় উৎপন্ন হয়? তৃতীয় ধ্যান প্রণীতাকারে ভাবনা করে শুভাকীর্ণ দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। তাদের আয়ুসীমা কত? চৌষট্টি কল্প।

১০২৭. চতুর্থ ধ্যান ভাবনা করে আলম্বন বিভিন্নতা (নানাত্বতা) হেতু; মনস্কার বিভিন্নতা হেতু; ছন্দ বিভিন্নতা হেতু; প্রণিধি (লক্ষ্য) বিভিন্নতা হেতু; অধিমোক্ষ (সিদ্ধান্ত) বিভিন্নতা হেতু; অভিনীহার (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) হেতু; প্রজ্ঞা বিভিন্নতা হেতু কেউ কেউ অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ বৃহৎফল দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ অবিহাঃ দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ অতপ্ত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ সুদর্শন দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ সুদর্শী দেবগণের সান্নিধ্যে (সাহচর্যে) উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ অকনিষ্ঠ দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ আকাশ-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; কেউ কেউ নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত দেবগণের সাহচর্যে

উৎপন্ন হয়।

অসংজ্ঞসত্ত্ব এবং বৃহৎফল দেবগণের আয়ুসীমা কত? পঞ্চশত কল্প।

অবিহাঃ দেবগণের আয়ুসীমা কত? সহস্র কল্প।

অতপ্ত দেবগণের আয়ুসীমা কত? দুই সহস্র কল্প।

সুদর্শন দেবগণের আয়ুসীমা কত? চার সহস্র কল্প।

সুদর্শী দেবগণের আয়ুসীমা কত? আট সহস্র কল্প।

অকনিষ্ঠ দেবগণের আয়ুসীমা কত? ষোলো সহস্র কল্প।

১০২৮. আকাশ-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত দেবগণের আয়ুসীমা কত? বিশ সহস্র কল্প।

বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত দেবগণের আয়ুসীমা কত? চল্লিশ সহস্র কল্প।

আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত দেবগণের আয়ুসীমা কত? ষাট সহস্র কল্প।

নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত দেবগণের আয়ুসীমা কত? চুরাশি সহস্র (হাজার) কল্প।

১০২৯. পুণ্যতেজে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কাম আর রূপলোকে হন গত;
ভবাগ্র প্রাপ্ত জনও পুনঃ হন দুর্গতি প্রাপ্ত।
এমনকি তাদৃশ দীর্ঘায়ু সত্ত্বগণ আয়ুক্ষয়ে হন চ্যুত;
কোনোরূপ ভবই নিত্য নহে; মহর্ষী কর্তৃক ইহা ভাষিত।
তদ্ধেতু ধীর, প্রাজ্ঞ, নিপুন, অর্থচিন্তক;
জরা-মৃত্যুর মুক্তির তরে, উত্তম মার্গ করেন ভাবিত।
পবিত্র মার্গ ভাবনা করে নির্বাণপথে হয়ে নিযুক্ত;
সর্বাসব পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব (ব্যক্তি) হন পরিনিবৃত।

৭. অভিজ্ঞেয়াদি বিভাগ

১০৩০. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার অভিজ্ঞেয়, কত প্রকার পরিজ্ঞেয়, কত প্রকার পরিত্যাজ্য, কত প্রকার ভাবিতব্য, কত প্রকার সাক্ষাৎকরণীয়, কত প্রকার পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে... (৯৯১ নং এর মধ্যবর্তী অংশ)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার অভিজ্ঞেয়, কত প্রকার পরিজ্ঞেয়, কত প্রকার পরিত্যাজ্য, কত প্রকার ভাবিতব্য, কত প্রকার সাক্ষাৎকরণীয়, কত প্রকার পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে?

১০৩১. রূপস্কন্ধ অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে,

সাক্ষাৎকরণীয় নহে। চার প্রকার স্কন্ধ অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে।

দশ প্রকার আয়তন অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। দুই প্রকার আয়তন অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে।

ষোলো প্রকার ধাতু অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। দুই প্রকার ধাতু অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে।

সমুদয় সত্য অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। মার্গসত্য অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। নিরোধসত্য অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয়। দুঃখসত্য অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য নহে।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থী-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়। লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে।

তিন প্রকার অকুশল হেতু অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। তিন প্রকার কুশল হেতু অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, কখনো কখনো ভাবিতব্য, সাক্ষাৎকরণীয় নহে, কখনো

কখনো ভাবিতব্য নহে। তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয় নহে।

কবলীকরণীয় (গলাধঃকরণীয়) আহার অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। তিন প্রকার আহার অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে।

ছয় প্রকার স্পর্শ অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে।

ছয় প্রকার বেদনা... ছয় প্রকার সংজ্ঞা... ছয় প্রকার চেতনা... ছয় প্রকার চিত্ত অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে। মনোবিজ্ঞান-ধাতু অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য, কখনো কখনো ভাবিতব্য, কখনো কখনো সাক্ষাৎকরণীয়, কখনো কখনো পরিত্যাজ্য নহে, ভাবিতব্য নহে, সাক্ষাৎকরণীয় নহে।

৮. সালম্বন-অনালম্বন বিভাগ

১০৩২. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার সালম্বন; কত প্রকার অনালম্বন... (৯৯১ নং প্যারা দেখুন)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার সালম্বন; কত প্রকার অনালম্বন?

১০৩৩. রূপস্কন্ধ অনালম্বন। চার প্রকার স্কন্ধ সালম্বন।

দশ প্রকার আয়তন অনালম্বন। মনায়তন সালম্বন। ধর্মায়তন কখনো কখনো সালম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন।

দশ প্রকার ধাতু অনালম্বন। সাত প্রকার ধাতু সালম্বন। ধর্মধাতু কখনো কখনো সালম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন।

দুই প্রকার সত্য সালম্বন। নিরোধ সত্য অনালম্বন। দুঃখসত্য কখনো কখনো সালম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন।

সাত প্রকার ইন্দ্রিয় অনালম্বন। চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় সালম্বন। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সালম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন। নয় প্রকার হেতু

সালম্বন। কবলীকৃত আহার অনালম্বন। তিন প্রকার আহার সালম্বন। সাত প্রকার স্পর্শ... সাত প্রকার বেদনা... সাত প্রকার সংজ্ঞা... সাত প্রকার চেতনা... সাত প্রকার চিত্ত সালম্বন।

১০৩৪. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার সালম্বন-আলম্বন; কত প্রকার অনালম্বন-আলম্বন... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার সালম্বন-আলম্বন, কত প্রকার অনালম্বন-আলম্বন?

১০৩৫. রূপস্কন্ধ অনালম্বন, চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন।

দশ প্রকার আয়তন অনালম্বন। মনায়তন কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন। ধর্মায়তন কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন। কখনো কখনো অনালম্বন।

দশ প্রকার ধাতু অনালম্বন। ছয় প্রকার ধাতু অনালম্বন-আলম্বন। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন। ধর্মধাতু কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন।

নিরোধ সত্য অনালম্বন। মার্গসত্য অনালম্বন-অনালম্বন। সমুদয় সত্য কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন। দুঃখসত্য কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন।

সাত প্রকার ইন্দ্রিয় অনালম্বন। পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় অনালম্বন-আলম্বন। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন।

নয় প্রকার হেতু কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন। কবলীকরণীয় আহার অনালম্বন। তিন প্রকার আহার কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন। ছয় প্রকার স্পর্শ অনালম্বন-আলম্বন। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন। ছয় প্রকার বেদনা... ছয় প্রকার সংজ্ঞা... ছয় প্রকার চেতনা... ছয় প্রকার চিত্ত অনালম্বন-আলম্বন। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সালম্বন-আলম্বন, কখনো কখনো অনালম্বন-আলম্বন।

৯. দৃষ্ট-শ্রুতাদি দর্শন বিভাগ (বার)

১০৩৬. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার দৃষ্ট, কত প্রকার শ্রুত, কত প্রকার অনুভূত (মুত), কত প্রকার বিজ্ঞাত, কত প্রকার দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত নহে... (৯৯১ নং প্যারা দেখুন)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার দৃষ্ট, কত প্রকার শ্রুত, কত প্রকার অনুভূত, কত প্রকার বিজ্ঞাত, কত প্রকার দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত নহে?

১০৩৭ রূপস্কন্ধ কখনো কখনো দৃষ্ট, কখনো কখনো শ্রুত, কখনো কখনো অনুভূত, কখনো কখনো বিজ্ঞাত; কখনো কখনো দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত। চার প্রকার স্কন্ধ দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত।

রূপায়তন দৃষ্ট, শ্রুত নহে, অনুভূত (মুত) নহে, বিজ্ঞাত। শব্দায়তন দৃষ্ট নহে, শ্রুত, অনুভূত (মুত) নহে, বিজ্ঞাত। গন্ধায়তন... রসায়তন... স্পৃশ্যায়তন দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত, বিজ্ঞাত। সাত প্রকার আয়তন দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত।

রূপধাতু দৃষ্ট, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত। শব্দধাতু দৃষ্ট নহে, শ্রুত, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত। গন্ধধাতু... রসধাতু... স্পৃশ্যধাতু দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত, বিজ্ঞাত। তেরো প্রকার ধাতু দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত।

তিন প্রকার সত্য দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত। দুঃখ সত্য কখনো কখনো দৃষ্ট, কখনো কখনো শ্রুত, কখনো কখনো অনুভূত, কখনো কখনো বিজ্ঞাত, কখনো কখনো দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত।

বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত। নয় প্রকার হেতু দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত। চার প্রকার আহার দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত। সাত প্রকার স্পর্শ দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, অনুভূত নহে, বিজ্ঞাত। সাত প্রকার বেদনা... সাত প্রকার সংজ্ঞা... সাত প্রকার চেতনা... সাত প্রকার চিত্ত দৃষ্ট নহে, শ্রুত নহে, মুত নহে, বিজ্ঞাত।

১০. তিকাদি দর্শন বার

১. কুশল তিক

১০৩৮. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার কুশল, কত প্রকার অকুশল, কত

প্রকার অব্যাকৃত... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার কুশল, কত প্রকার অকুশল, কত প্রকার অব্যাকৃত?

রূপস্কন্ধ অব্যাকৃত। চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। দশ প্রকার আয়তন অব্যাকৃত। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। ষোলো প্রকার ধাতু অব্যাকৃত। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। সমুদয় সত্য অকুশল। মার্গসত্য কুশল। নিরোধসত্য অব্যাকৃত। দুঃখসত্য কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত।

দশ প্রকার ইন্দ্রিয় অব্যাকৃত। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় অকুশল। অজ্ঞাত-জ্ঞাতর্থী-ইন্দ্রিয় কুশল। চার প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত।

তিন প্রকার কুশলহেতু কুশল। তিন প্রকার অকুশলহেতু অকুশল। তিন প্রকার অব্যাকৃতহেতু অব্যাকৃত। কবলীকরণীয় আহার অব্যাকৃত। তিন প্রকার আহার কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। ছয় প্রকার স্পর্শ অব্যাকৃত। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত। ছয় প্রকার বেদনা... ছয় প্রকার সংজ্ঞা... ছয় প্রকার চেতনা... ছয় প্রকার চিত্ত অব্যাকৃত। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো কুশল, কখনো কখনো অকুশল, কখনো কখনো অব্যাকৃত।

২. বেদনা তিক

১০৩৯. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার সুখ-বেদনার সাথে সম্প্রযুক্ত; কত প্রকার দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কত প্রকার অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কত প্রকার দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কত প্রকার অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত?

দুই প্রকার স্কন্ধ সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনায় সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"। তিন প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো

কখনো অদুঃখ -অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত।

দশ প্রকার আয়তন সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"। মনায়তন কখনো কখনো সুখবদেনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। ধর্মায়তন কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"।

দশ প্রকার ধাতু সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"। পাঁচ প্রকার ধাতু অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। কায়-বিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। ধর্মধাতু কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"।

দুই প্রকার সত্য কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। নিরোধসত্য সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সহিত সম্প্রযুক্ত"। দুঃখসত্য কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"।

বার প্রকার ইন্দ্রিয় সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-

বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"।

দ্বেষ অকুশলহেতু দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। সাত প্রকার হেতু কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। মোহ অকুশলহেতু কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত।

কবলীকরণীয় আহার সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"। তিন প্রকার আহার কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত।

পাঁচ প্রকার স্পর্শ অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। কায়-বিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত।

সাত প্রকার বেদনা সম্পর্কে এভাবে বলা অনুচিত : "সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত" অথবা "অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত"। পাঁচ প্রকার সংজ্ঞা... পাঁচ প্রকার চেতনা... পাঁচ প্রকার চিত্ত অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। কায়-বিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো দুঃখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত; কখনো কখনো অদুঃখ-অসুখ-বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত।

৩. বিপাক তিক

১০৪০. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার বিপাক; কত প্রকার বিপাকধর্মীধর্ম, কত প্রকার নৈববিপাক-না-বিপাকধর্মীধর্ম... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার বিপাক; কত প্রকার বিপাকধর্মীধর্ম; কত প্রকার নৈববিপাক-না-বিপাকধর্মীধর্ম?

রূপস্কন্ধ নৈববিপাক-না-বিপাকধর্মীধর্ম (বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে)। চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে।

দশ প্রকার আয়তন বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে।

দশ প্রকার ধাতু বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। পাঁচ প্রকার ধাতু বিপাক। মনোধাতু কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে।

দুই প্রকার সত্য বিপাকধর্মীধর্ম। নিরোধসত্য বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। দুঃখসত্য কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে।

সাত প্রকার ইন্দ্রিয় বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় বিপাক। দুই প্রকার ইন্দ্রিয় বিপাকধর্মীধর্ম। লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে।

ছয় প্রকার হেতু বিপাকধর্মীধর্ম। তিন প্রকার অব্যাকৃত হেতু কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। কবলীকরণীয় আহার বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। তিন প্রকার আহার কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। পাঁচ প্রকার স্পর্শ বিপাক। মনোধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো বিপাক, কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে। পাঁচ প্রকার বেদনা... পাঁচ প্রকার সংজ্ঞা... পাঁচ প্রকার

চেতনা... পাঁচ প্রকার চিত্ত বিপাক। মনোধাতু কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকও নহে; বিপাকধর্মীধর্মও নহে। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো বিপাক; কখনো কখনো বিপাকধর্মীধর্ম; কখনো কখনো বিপাকও নহে, বিপাকধর্মীধর্মও নহে।

৪. উপাদিন্ন তিক

১০৪১. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার উপাদিন্ন (তৃষ্ণা ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে গৃহীত)-উপাদানীয়; কত প্রকার অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কত প্রকার অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কত প্রকার অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কত প্রকার অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়?

রূপস্কন্ধ কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়।

পঞ্চ আয়তন উপাদিন্ন-উপাদানীয়। শব্দায়তন অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। চার প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়।

দশ প্রকার ধাতু উপাদিন্ন-উপাদানীয়। শব্দধাতু অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। পাঁচ প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়।

সমুদয় সত্য অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। দুই প্রকার সত্য অনুপাদিন্ন-অনুপাদনীয়। দুঃখসত্য কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় উপাদিন্ন-উপাদানীয়। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। তিন প্রকার অকুশলহেতু অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। তিন প্রকার কুশলহেতু কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-

উপাদানীয়। তিন প্রকার কুশলহেতু কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। তিন প্রকার অব্যাকৃতহেতু কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়।

কবলীকরণীয় আহার কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। তিন প্রকার আহার কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন অনুপাদানীয়।

পাঁচ প্রকার স্পর্শ উপাদিন্ন-উপাদানীয়। মনোধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়। পাঁচ প্রকার বেদনা... পাঁচ প্রকার সংজ্ঞা... পাঁচ প্রকার চেতনা... পাঁচ প্রকার চিত্ত উপাদিন্ন-উপাদানীয়। মনোধাতু কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো উপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-উপাদানীয়; কখনো কখনো অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয়।

৫. বিতর্ক তিক

১০৪২. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার সবিতর্ক-সবিচার; কত প্রকার অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কত প্রকার অবিতর্ক-অবিচার... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার সবিতর্ক-সবিচার; কত প্রকার অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কত প্রকার অবিতর্ক-অবিচার?

রূপস্কন্ধ অবিতর্ক-অবিচার। তিন প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। সংস্কারস্কন্ধ কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "সবিতর্ক-সবিচার" অথবা "অবিতর্ক-বিচারমাত্র" অথবা "অবিতর্ক-অবিচার"।

দশ প্রকার আয়তন অবিতর্ক-অবিচার। মনায়তন কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। ধর্মায়তন কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো

কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "সবিতর্ক-সবিচার" অথবা "অবিতর্ক-বিচারমাত্র" অথবা "অবিতর্ক-অবিচার"।

পনেরো প্রকার ধাতু অবিতর্ক-অবিচার। মনোধাতু সবিতর্ক-সবিচার। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। ধর্মধাতু কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "সবিতর্ক-সবিচার" অথবা "অবিতর্ক-বিচারমাত্র" অথবা "অবিতর্ক-অবিচার"।

সমুদয় সত্য সবিতর্ক-সবিচার। নিরোধ সত্য অবিতর্ক-অবিচার। মার্গসত্য কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। দুঃখসত্য কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কখনো কখনো এভাবে বলা অনুচিত : "সবিতর্ক-সবিচার" অথবা "অবিতর্ক-বিচারমাত্র" অথবা "অবিতর্ক-অবিচার"।

নয় প্রকার ইন্দ্রিয় অবিতর্ক-অবিচার। দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সবিতর্ক-সবিচার। উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। এগারো প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার।

তিন প্রকার অকুশলহেতু সবিতর্ক-সবিচার। ছয় প্রকার হেতু কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র। কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। কবলীকরণীয় আহার অবিতর্ক-অবিচার। তিন প্রকার আহার কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। পাঁচ প্রকার স্পর্শ অবিতর্ক-অবিচার। মনোধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার। পাঁচ প্রকার বেদনা... পাঁচ প্রকার সংজ্ঞা... পাঁচ প্রকার চেতনা... পাঁচ প্রকার চিত্ত অবিতর্ক-অবিচার। মনোধাতু সবিতর্ক-সবিচার। মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো সবিতর্ক-সবিচার; কখনো কখনো অবিতর্ক-বিচারমাত্র; কখনো কখনো অবিতর্ক-অবিচার।

১. রূপ দুক

১০৪৩. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার রূপ, কত প্রকার অরূপ... (৯৯১ নং প্যারা)... সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার রূপ, কত প্রকার অরূপ?

রূপস্কন্ধ রূপ। চার প্রকার স্কন্ধ অরূপ। দশ প্রকার আয়তন রূপ। মনায়তন অরূপ। ধর্মায়তন কখনো কখনো রূপ; কখনো কখনো অরূপ। দশ প্রকার ধাতু রূপ। সাত প্রকার ধাতু অরূপ। ধর্মধাতু কখনো কখনো রূপ; কখনো কখনো অরূপ। তিন প্রকার সত্য অরূপ। দুঃখসত্য কখনো কখনো রূপ; কখনো কখনো অরূপ। সাত প্রকার ইন্দ্রিয় রূপ। চৌদ্দ প্রকার ইন্দ্রিয় অরূপ। জীবিত-ইন্দ্রিয় কখনো কখনো রূপ; কখনো কখনো অরূপ। নয় প্রকার হেতু অরূপ। কবলীকরণীয় আহার রূপ। তিন প্রকার আহার অরূপ। সাত প্রকার স্পর্শ অরূপ। সাত প্রকার বেদনা... সাত প্রকার সংজ্ঞা... সাত প্রকার চেতনা... সাত প্রকার চিত্ত অরূপ।

২. লৌকিক দুক

১০৪৪. পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কত প্রকার লৌকিক, কত প্রকার লোকোত্তর? বার প্রকার আয়তনের মধ্যে কত প্রকার লৌকিক, কত প্রকার লোকোত্তর? আঠারো প্রকার ধাতুর মধ্যে কত প্রকার লৌকিক, কত প্রকার লোকোত্তর? চারি সত্যের মধ্যে কত প্রকার লৌকিক, কত প্রকার লোকোত্তর... (৯৯১ নং প্যারা) সাত প্রকার চিত্তের মধ্যে কত প্রকার লৌকিক, কত প্রকার লোকোত্তর?

রূপস্কন্ধ লৌকিক। চার প্রকার স্কন্ধ কখনো কখনো লৌকিক; কখনো কখনো লোকোত্তর। দশ প্রকার আয়তন লৌকিক। দুই প্রকার আয়তন কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। ষোলো প্রকার ধাতু লৌকিক। দুই প্রকার ধাতু কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। দুই প্রকার সত্য লৌকিক। দুই প্রকার সত্য লোকোত্তর।

দশ প্রকার ইন্দ্রিয় লৌকিক। তিন প্রকার ইন্দ্রিয় লোকোত্তর। নয় প্রকার ইন্দ্রিয় কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। তিন প্রকার অকুশলহেতু লৌকিক। ছয় প্রকার হেতু কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। কবলীকরণীয় আহার লৌকিক। তিন প্রকার আহার কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। ছয় প্রকার স্পর্শ লৌকিক। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শ কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। ছয় প্রকার বেদনা লৌকিক। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-

সংস্পর্শজ বেদনা কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। ছয় প্রকার সংজ্ঞা লৌকিক। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ-সংজ্ঞা কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। ছয় প্রকার চেতনা লৌকিক। মনোবিজ্ঞান-ধাতু-সংস্পর্শজ চেতনা কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর। ছয় প্রকার চিত্ত লৌকিক, মনোবিজ্ঞান-ধাতু কখনো কখনো লৌকিক, কখনো কখনো লোকোত্তর।

অভিজ্ঞা, দ্বিবিধ সালম্বন, দৃষ্ট, কুশল, বেদনা;
বিপাক, উপাদিন্ন, বিতর্ক, রূপ, লৌকিক;
[এভাবে অভিজ্ঞেয়াদি বিভাগের হলো সারাংশ]

[ধর্ম হৃদয় বিভঙ্গ সমাপ্ত]

বিভঙ্গ প্রকরণ সমাপ্ত।

পবিত্র ত্রিপিটক (বিংশ খণ্ড) সমাপ্ত।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

মূল পালি গ্রন্থসমূহ

১। বিভঙ্গ মূল পালি
২। সম্মোহ বিনোদনী (বিভঙ্গ অর্থকথা)
৩। বিভঙ্গ মূল টিকা
৪। বিভঙ্গ অনুটিকা

বঙ্গানুবাদ, সংকলিত ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

৫। ধর্মসঙ্গণী– শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির
৬। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ– শ্রী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি
৭। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ– সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া
৮। অভিধর্ম দর্পন– শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
৯। মধ্যম নিকায় (১ম খণ্ড)– ড. বেণী মাধব বড়ুয়া
১০। দীর্ঘ নিকায় (১ম খণ্ড)– রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির
১১। দীর্ঘ নিকায় (২য় ও ৩য় খণ্ড)– ভিক্ষু শীলভদ্র
১২। সংযুক্ত নিকায় (চতুর্থ খণ্ড)– শীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু
১৩। প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ– পণ্ডিত জ্যোতিপাল মহাথের
১৪। ধাতুকথা– ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
১৫। মহাপরিনির্বাণ সত্তং– রাজগুরু শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির
১৬। বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তি মার্গ– ড. জিনবোধি ভিক্ষু
১৭। তথাগত বুদ্ধের বোধিবিধি– ড. জিনবোধি ভিক্ষু
১৮। বিশুদ্ধিমার্গ– শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী ও গোপাল দাশ চৌধুরী
১৯। সত্যদর্শন– দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির
২০। বৌদ্ধধর্ম সার– শ্রী কিরণ চন্দ্র ব্রহ্ম
২১। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন– শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির
২২। পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি– শ্রীমৎ জ্যোতিপাল মহাথের
২৩। আর্যসত্য পরিচয়– প্রজ্ঞালোক মহাথের
২৪। ধর্ম্মপদ– ধর্মাধার মহাথের
২৫। পালি-বাংলা অভিধান– (১ম ও ২য় খণ্ড)–ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির
২৬। বাংলা একাডেমি পালি-বাংলা অভিধান– ভিক্ষু শীলভদ্র
২৭। বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
২৮। সমার্থক শব্দকোষ– অশোক মুখোপাধ্যায়

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

1. The Book Of Analysis (Vibhanga)_ Pathamakyaw Ashin Thittila (setthila)

2. The Path Of Purification _ Bhikkhu Nanamoli

3. SAMSAD ENGLISH BENGLI DICTIONARY (FIFTH EDITION WITH SUPPLEMENT) _ SAHITYA SAMSAD

4. PALI-ENGLISH DICTIONARY_ T.W.RHYS DAVIDS AND WILLIAM STEDE

5. Buddhist Dictionary _ Nyanatiloka

6. THE ESSENCE OF BUDDHA ABHIDHAMMA _ Dr. Mehm Tin Mon

7. The Abhidhamma Philosophy _ Bhikkhu J. Kashyap

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. *খুদ্দকনিকায়ে উদান* — *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. *খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ* — *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. *খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড)* — *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. *খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড)* — *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. *খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ* — *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. *খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ* — *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. *পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)* — *প্রতি সেট ২০,০০০/-*

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com